দেবী-মাহাত্ম্য

মূল শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ, পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তীকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ, অর্গলাস্তুতি ও দেবীকীলক ও দেবী-কবচের অনুবাদ এবং উহাদের দুর্গাপ্রদীপ টীকা, প্রাধানিক রহস্য ও বৈকৃতিক রহস্য ও মূর্ত্তিরহস্যের অনুবাদ এবং উহাদের গুপ্তবতী টীকা এবং সুদীর্ঘ ভূমিকা ও বিস্তৃত টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট সম্বলিত।

পরিব্রাজক

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ বিরচিত

শ্রীরামকৃষ্ণধর্মচক্র

বেলুড়

প্রকাশিকা
সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী
শ্রীরামকৃষ্ণধর্মচক্র
২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ অঃ—বেলুড়মঠ, ৭১১২০২
জেলা—হাওড়া
পশ্চিম বঙ্গ

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬৭

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

৩। সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ বুক স্টল
দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ী
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

প্রস্তাবনা

বিশ বর্ষ পূর্বে সঙ্কলিত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার অনুবাদ এখন প্রকাশিত হইল। গত সাত আট বৎসর যাবৎ আমি অন্ধ হয়ে পড়ায় এই মহাগ্রন্থের প্রণয়ন দুই দশক অসমাপ্ত ছিল। ইহা সমাপ্ত ও মুদ্রিত করিয়া আমি দিব্য দায় হইতে মুক্ত হইলাম। পুরাণের আদ্য পরীক্ষায় পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্তী-কৃত তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকাসহ সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত। উক্ত টীকার অনুবাদ না থাকায় অনেক পণ্ডিত আমাকে উহার অনুবাদ প্রকাশার্থ অনুরোধ করেন। মৎকর্তৃক অনূদিত ও কলিকাতা উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম সংস্করণ ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি উহার প্রায় এক লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত এবং বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে পঠিত হইতেছে। এই সকল পাঠক-পাঠিকার আন্তরিক অনুরোধে এই মহাগ্রন্থ অতিকষ্টে রচনা ও প্রকাশ করিলাম। বেলুড়ের পণ্ডিত শ্রীহরকান্ত স্মৃতিতীর্থ-কৃত প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ এবং খেপুতের পণ্ডিত শ্রীইষ্টপদ বাপুলি চৌধুরী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ-কৃত প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত তের অধ্যায়ের অনুবাদ অবলম্বনে মৎকৃত টীকার্থ লিখিত হইল।

সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় দেবীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্য সংগৃহীত। সর্বাগ্রে ইহা পড়িতে পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ জানাই। অর্গলাস্তুতি, দেবীকীলক ও দেবীকবচের অনুবাদ দুর্গাপ্রদীপ টীকার আলোকে লিখিত এবং মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাঠ গৃহীত। প্রাধানিক, বৈকৃতিক ও মূর্তিরহস্য-ত্রয়ের অনুবাদ পণ্ডিত ভাস্কর রায়-কৃত গুপ্তবতী টীকার আলোকে রচিত। সানুবাদ ষড়ঙ্গ দেবীমাহাত্ম্য পড়িলে চণ্ডীতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার অনুবাদ যথাসাধ্য আক্ষরিক ও প্রাঞ্জল করিয়াছি। এই অনুবাদের সাহায্যে টীকা পড়িলে দেবীমাহাত্ম্যের মর্মার্থ হৃদ্গত হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রের সারমর্ম টীকার্থ ও টিপ্পনীতে প্রদত্ত। নানা টিকা ও শাস্ত্রের বাক্যালোকে টিপ্পনীসমূহ সংকলিত। পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্তী স্বকৃত টীকায় তৎপূর্ববর্তী টীকাকার আচার্য বিদ্যা-বিনোদের নাম বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয়, বিদ্যাবিনোদ কৃত টীকার আলোকে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা রচিত। শোনা যায়, ছয় দশক পূর্বে

আচার্য বিদ্যাবিনোদ-কৃত টীকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার প্রথমাংশ পরিশিষ্টে প্রদত্ত। বঙ্গদেশের বাহিরে তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা প্রচলিত নহে। বোম্বাইনগর হইতে প্রকাশিত দেবীমাহাত্ম্যের ছয়-সাতটি টীকা অপেক্ষা ইহা অধিকতর সারগর্ভ মনে হয়। ইহাতে নানা শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত। সর্বোপরি টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী বাঙ্গালী পণ্ডিত ছিলেন। সেজন্য তৎকৃত টীকার অনুবাদ বঙ্গদেশে প্রচলন সর্বাধিক প্রয়োজন। ইহার ভূমিকাংশ উপক্রমণিকায় সন্নিবিষ্ট। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দেবী ভাগবত পড়িলে দেবীমাহাত্ম্যের ব্যাপক প্রসিদ্ধি উপলব্ধ হয়। যেমন দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত, তেমনি দেবীগীতা দেবী ভাগবতের অংশভূতা। দেবীভাগবতের সপ্তমস্কন্দের ৩১-৪০ পর্যন্ত দশাধ্যায় দেবীগীতা নামে অভিহিতা। শৈব নীলকণ্ঠ বিরচিত দেবীগীতার টীকা বিদ্যমান। দেবী-মাহাত্ম্য তুল্য দেবীগীতার প্রচলন বঙ্গদেশে প্রয়োজন। উভয় গ্রন্থে দেবীর মহিমা কীর্তিত।

দেবীমাহাত্ম্যের মৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ মাদ্রাজ সহরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণমঠ হইতে প্রকাশিত ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে মৎপ্রণীত কিশোর চণ্ডী ও মহামায়া নামক দুই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

কোন পুরাতন সংস্করণ অবলম্বনে এই গ্রন্থে মূল-টীকা প্রদত্ত। সেজন্য ইহার সহিত আধুনিক সংস্করণের টীকাংশে বহুল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। পরিশিষ্টে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত। শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর একটি সুন্দর আলেখ্য এই পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে।

সর্বোপরি সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতীর অকৃত্রিম সহায়তায় আমি অন্ধ-বৃদ্ধ-রুগ্ন সাধু হয়েও এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েছি। এই গ্রন্থপাঠে দেবীতত্ত্ব পাঠক-পাঠিকাগণের বুদ্ধিগত হইলে আমার সর্বশ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি—

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ

দেবী-মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দেবীমাহাত্ম্য এমন একখানি গ্রন্থ, জীবের পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয়তা থাকিয়াই যাইবে। গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীচণ্ডীর বৃহদানুবাদ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ধ্যান, চণ্ডীপঠন, পাঠন, শ্রবন, মননও নিদিধ্যাসনের অপূর্বফল বারাহীতন্ত্রোক্ত চণ্ডীপাঠ ফলে লিপিবদ্ধ আছে।

যে ব্যক্তি সহস্রাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করেন, চঞ্চলা লক্ষ্মীও স্বয়ং তাঁহার গৃহে অচলা হন, তাঁহার সকল মনোবাসনা সিদ্ধ হয় এবং অন্তে তিনি মোক্ষলাভে সামর্থ্য হন।

বর্ত্তমান কলিযুগের মানুষ সংসার লইয়া বড়ই বিব্রত। কিন্তু ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ মনে প্রাণে ভগবান থেকে বঞ্চিত হইতে চাহেন না। পৌরাণিক ঋষিগণ নাজানি কোন্ ভগবৎপ্রেমে মগ্ন হইয়া এই অপূর্ব মাহাত্ম্য-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই ঘরে ঘরে সহায়হীন অশান্তিক্লিষ্ট নরনারীগণকে 'দেবীমাহাত্ম্য শান্তির পথ-নির্দেশ করিয়া গিয়াছে।

হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে তবেই এই মাহাত্ম্য-কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন নতুবা নহে। প্রতিনিয়ত ইষ্ট চিন্তা করিলে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধ হইলে ভক্তিভাবে হৃদয় আপ্লুত হয়, তখন দেবীর মাহাত্ম্য-কথা অতি সহজেই হৃদয় গ্রাহ্য হয়। ভক্ত গদগদ কণ্ঠে ভজন গাহেন ও ঈশ্বরের নাম করেন, প্রেমানন্দে তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়। তখন হৃদয় হয় বিশুদ্ধ প্রেমের পূর্ণপাত্র। তাঁহারা সাধারণ নহে, তাঁহারা অসাধারণ, সকল সাংসারিক কর্ত্তব্যের উর্দ্ধে। ভক্তের বাক্যও চক্ষু অমৃতবর্ষী, তিনি ভক্তিরূপ নারীর সহিত পরিণীতা! তাঁহার ভাবও ভাষা হয় প্রাণস্পর্শী। সুরথরাজা ও সমাধি (বৈশ্য) মানসিক শান্তির আশায় মেধস মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। দু'জনের জিজ্ঞাসুমন তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে সামর্থ্য হইয়াছিল। সেজন্য দেবীমাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে রাজা সুরথ ও সমাধির (বৈশ্য) মতন জিজ্ঞাসু হইয়া পাঠে মনোযোগী হইতে হইবে। প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে সূক্ষ্মবিচার একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত

বিক্ষিপ্তচিত্তে একাগ্রতা আসিলে তবেই সূক্ষ্ম বিচার জন্মে। আজকাল প্রায় লোকেরই স্বাধীন চিন্তাধারা সাধনাশূন্য ব্যাভিচারী চিত্তের জল্পনা কল্পনা মাত্র। এক অনির্বচনীয় আনন্দের খোঁজে সবারই চিত্ত বিভ্রান্ত ও ব্যাকুল। সবাই চায় সেই আনন্দের স্বাদ উপভোগ করিতে। কিন্তু জানে না, কি করিয়া সেই আনন্দ লাভ করিতে হয়। সংসার জীবনের নিখুঁত শিক্ষা ও আনন্দের পথে এই দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত। দেবীমাহাত্ম্য সমগ্র-মানবজাতির ও মানব প্রকৃতির একখানি স্বচ্ছ দর্পণ। এই জগতে যিনি যেমন প্রকৃতির সংসারী হউনা কেন দেবীমাহাত্ম্য-দর্পণে সকলেই আপন আপন মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বেদান্তের সঙ্গে অসামঞ্জস্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বেদান্ত-বিরোধী নহে। উপনিষদে বর্ণিত আছে, দেবদেবী মাত্রেই ব্রহ্মের প্রতিভূ স্বরূপ। তাই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ৺মা কালীকে ব্রহ্মময়ী জেনে ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিকতা অথবা সগুণোপাসনা নির্গুণ বেদান্তোক্ত ব্রহ্মচিন্তার নিম্নস্তর স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর মহাপ্রয়াণের তিন বছর পর এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণের ভুলগুলি সংশোধন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি সর্বতোভাবে নির্ভুল হইয়া প্রকাশ হইল, ইহা বলা গেল না।

কাগজ ও মুদ্রণের ব্যায়-বৃদ্ধি হেতু পুস্তকখানির মূল্য পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল। এখন এই সংস্করণটি পূর্ব সংস্করণের ন্যায় পাঠক-পাঠিকাগণ-কর্তৃক সমাদৃত হইলে শ্রীশ্রীগুরুজী মহারাজের শ্রম সার্থক হইবে। এই পুস্তক পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিলাভ হউক—ইহাই ৺জগন্মাতার চরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সূচী-পত্র

বিষয়			পত্রাঙ্ক
উপক্রমণিকা	...	...	১
অর্গলাস্তুতিঃ	...	...	৭৮
দেবী কীলক	...	...	৮৫
দেবী কবচ	..	...	৯৩
প্রথম অধ্যায়	...	...	১১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	...	...	১৮০
তৃতীয় অধ্যায়	...	...	২২২
চতুর্থ অধ্যায়	...	...	২৪৫
পঞ্চম অধ্যায়	...	...	২৯১
ষষ্ঠ অধ্যায়	...	...	৩৪৫
সপ্তম অধ্যায়	...	...	৩৫৬
অষ্টম অধ্যায়	...	...	৩৭৩
নবম অধ্যায়	...	...	৪০৬
দশম অধ্যায়	...	...	৪২৫
একাদশ অধ্যায়	...	...	৪৪৩
দ্বাদশ অধ্যায়	...	...	৪৮৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	...	...	৫১৭
প্রাধানিক রহস্য	...	...	৫৩১
বৈকৃতিক রহস্য	...	...	৫৪০
মূর্তি রহস্য	...	...	৫৪৯
পরিশিষ্ট	...	...	৫৫৫

শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী

দেবী মাহাত্ম্য

উপক্রমণিকা

প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক দেশে দেবীপূজা কোন না কোন আকারে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আমেরিকার অধিবাসী মায়াগণ হিন্দুদের ন্যায় ভূমি-কর্ষণের পূর্বে পৃথ্বীমাতার আরাধনা করিতেন। তাঁহারা পৃথ্বীদেবীকে যে প্রার্থনা করিতেন, তাহা জে. এরিক টমসন কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। উক্ত ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে অনূদিত হইল। "হে মাতৃদেবি, আমার প্রতি ধৈর্যশীলা হউন। আমার পিতৃপুরুষগণ যেরূপ করিয়াছেন, আমি তদ্রূপ করিতে যাইতেছি। এখন আমি আপনাকে সুধূপের সুগন্ধ প্রদান করিতেছি। কারণ, আমি আপনার বিরাট শরীরে কর্ষণাদি দ্বারা আঘাত প্রদানে উদ্যত। আমার প্রার্থনা, এইরূপ করিতে আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি আপনাকে মলিন ও আপনার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছি। খাদ্য লাভার্থ আমি এই কর্ম করিতে প্রণোদিত হইয়াছি। আপনার নিকটে প্রার্থনা করি, যেন কোন জন্তু আমাকে আক্রমণ বা কোন সর্প আমাকে দংশন না করে কিংবা বৃশ্চিক বা ভ্রমর যেন আমাকে না আঘাত করে। বৃক্ষসমূহকে আদেশ করুন, তাহারা যেন আমার উপর পতিত না হয়। কোন কুঠার বা ছুরিকা আমাকে কর্তন না করে। কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

প্রাচীন মিশরে মাতৃরূপে ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। উইলকিন প্রণীত হিন্দু মাইথলজি নামক ইংরাজী পুস্তকে আছে, "প্রাচীন মিশরীয় দেবতা আইসিশ অতিশয় জনপ্রিয় মহাদেবী ছিলেন।" উইলকিন সাহেব মন্তব্য করেন, "আইসিশ দেবী হিন্দু দেবী দুর্গাতুল্য দেব-জননী ও সহস্রনামধারিণী দেবী রূপে কথিতা। গ্রীক্ ও রোমান লেখকগণ তাহাকে জুনো, মিনার্ভা, ডায়ানা, প্রোসার পাইন, ভেনাস, সিরিস, হিকেট প্রভৃতি দেবতাবৎ জ্ঞান করেন। এইরূপে উক্তদেবী হিন্দুদের শক্তিত্রয় বা দেবীত্রয়ের সহিত সাদৃশ্য সম্পন্না। অস্ত্রহীনা মিনার্ভারূপে তিনি সরস্বতী, সিরিস ও ভেনাসরূপে ধনদেবী লক্ষ্মী এবং ওলিম্পীয় জুনোরূপে গিরিজা বা পার্বতী।

ভেস্তা বা সিবিলরূপে তিনি ভবানী, বেলনরূপে তিনি দুর্গা এবং হিকেট বা প্রোসার পাইনরূপে তিনি ভয়ঙ্করা প্রলয়ঙ্করা মহাকালী।"

পুরাকালে পশ্চিম এশিয়াতেও দেবী পূজার প্রচলন ব্যাপক ছিল। স্যর জেমস জি. ফ্রেজার প্রণীত 'এডোনিস' নামক গ্রন্থে আছে, প্রকৃতির সর্ববিধ সৃজনী শক্তির প্রতিমূর্ত্তি একমাত্র মাতৃদেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে, কিন্তু উপাখ্যান ও অনুষ্ঠানের মৌলিক সাদৃশ্য সহ প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে সম্পূজিতা হইতেন। পন্টুশে অবস্থিত কোমান নগরে একটি মন্দির ছিল। উহাতে মা দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। তথায় অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক পূজোৎসবে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ও নগর হইতে ধর্মভীরু নরনারীগণ আসিয়া দলে দলে যোগদান এবং ব্রতোদ্‌যাপন করিতেন। ফিনিসিয়া দেশের প্রাচীনতম নগর ও পুণ্যতীর্থ বিব্‌লাসে একটি মন্দির ছিল। উহাতে এস্তারতি দেবী বিরাজিতা ছিলেন। উক্তমন্দিরে উচ্চ বেদীর উপরে সুপবিত্রা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, বিব্‌লাশের রাজা যে হয় মেলেক উক্ত মন্দিরে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা ও অধিষ্ঠাত্রী বায়াল দেবীর জন্য স্বর্ণময় ও তাম্রময় কারুকার্য্য খচিত বেদিকা নির্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত মন্দিরে রাজা মেলেক প্রাত্যহিক দেবীপূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, বিব্‌লাসের অন্যরাজা সিনিরাস্ লেবানন্ পর্বতের উপরে আফাকা নামক স্থানে এ্যাফ্রো-ডাইট দেবীর জন্য একটি মন্দির স্থাপন করেন। রাজধানী বিব্‌লাস্ হইতে লেবানন্ পর্বত একদিন যাত্রাপথের দূরে অবস্থিত ও সম্রাট কন্‌স্টাণ্টাইন কর্তৃক এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়। উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট বহু বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ও গ্রিনাইট প্রস্তরে নির্মিত সুন্দর ভগ্ন স্তম্ভ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। উক্ত পুণ্য স্থান এই সকল ভগ্নাবশেষ দ্বারা সুচিহ্নিত আছে।

ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী সাইপ্রাস দ্বীপে ওলিম্পাস পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকায় অবস্থিত প্রাচীন পুফস্ সহরে আফ্রোডাইট দেবীর বিশাল মন্দির ছিল। প্রাচীন জগতের মধ্যে উহা অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির। স্যর জেম্‌স্ ফ্রেজার মন্তব্য করেন, পুরাকাল হইতে অদ্যাবধি উহা স্বীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে এবং সম্রাটের সময় প্রচলিত নানা মুদ্রার উপরে উক্ত মন্দিরের চিত্র অঙ্কিত হইত। রোম নগরীতে জুনো দেবীর মন্দির ও নের্মিতে ডায়না দেবীর মন্দির বিদ্যমান ছিল। কাপাডোসিয়ায় হিট্টাইট ধর্মের মাতা প্রাস্টেনি নামক একটি দেবী পূজিতা হইতেন। সিপাইলাস পর্ব্বতের সমুন্নত উত্তর পাদ-

দেশে অখণ্ড প্রস্তরে খোদিত একটি উপবিষ্ট বৃহৎ মূর্ত্তি ছিল। উক্ত দেবী তদ্দেশে দেব জননী রূপে পরিগণিতা। টারসাস নগরে বায়াল দেবতা এ্যাটে দেবীর সহিত পূজিতা হইতেন এবং তাঁহাদের মূর্ত্তিদ্বয় ঐ নগরের মুদ্রা সমূহের উপর অঙ্কিত থাকিত। এ্যাটে সিংহারূঢ়া ও মস্তকাবৃতা দেবীরূপে চিত্রিত বা খোদিত হইতেন এবং তাঁহার নাম এরামীয় বা সীরিয় হরফে তৎপার্শ্বে খোদিত হইত। এরামীয় ভাষা সেমিটিক ভাষা সমূহের উত্তর শাখা এবং ইহাতে সিরিয়া ও চালডিয়ার ভাষাদ্বয় মিশ্রিত ছিল। সিরিয়া দেশের দেবীমাতা এটারগ্যালিস নামে অভিহিতা হইতেন। তাঁহার সিংহারূঢ়া পূর্ণমূর্ত্তি ইউফ্রেতিস নদীর নিকটে হাইরোপলিস ব্যাম্বয়ী নগরে জাঁকজমক সহকারে পূজিত হইত। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপে প্রেমদেবী পক্ষীরূপে কল্পিতা। ওলবানগরে সুবৃহৎ জিউস মন্দির সমীপে ভাগ্য দেবীর একটি ক্ষুদ্রমন্দির ছিল। সিরিয়া দেশের সীমান্ত সমীপে দক্ষিণ পূর্ব সাইলিসিয়া নগরে সার্পে-ডানিয়ান আর্টিমিস দেবীর নামে একটি উৎসর্গীকৃত মন্দির ছিল। তাঁহাদের স্বর্গীয় প্রেরণার উৎস স্বরূপ পর্বতসমূহে যে সকল পুরুষ বা নারী তাঁহার দেবীশক্তির প্রতিমূর্ত্তি রূপে পরিগণিত হইতেন, তাঁহাদের মুখে ঐ দেবী বিশ্বাসী ভক্তের প্রার্থনার সবাক্ উত্তর দিতেন। পূর্ব সাইলিসিয়া দেশে হাইরোপলিস কনসটাবালানগরে এশিয়া মহাদেশের দেবী পেরাসিয়া পূজিতা হইতেন। হাইরোপলিস শব্দের অর্থ পবিত্রনগর বা তীর্থস্থান এবং পেরাসিয়া উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উক্ত তীর্থ স্থানের চারিদিকে কালক্রমে নগর গড়িয়া উঠায় ঐ নগরের অনুরূপ নামকরণ হয়। ঈশতার দেবী ব্যাবিলোনিয়া মহানগরীর মহামাতা ছিলেন। বিশ্ব প্রকৃতির সৃজনী শক্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে তিনি উপাসিতা হইতেন।

উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণের ওরেণ্ডার স্বরূপ সম্বন্ধে ডক্টর কারপেনটার তৎপ্রণীত Comparative Religion নামক ইংরাজী পুস্তকে (পৃঃ ৮১) মন্তব্য করেন, "ওরেণ্ডা প্রাকৃতিক মূর্ত্তশক্তি এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, উদ্ভিদ এবং প্রাণী সমূহ ও প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু মধ্যে তৎতৎ রূপে প্রকাশিত হয়। বজ্রে যে শব্দ শোনা যায়, তাহাও ওরেণ্ডার শক্তি।" স্যার জন উড্রফ তৎ প্রণীত "মহামায়া" নামক ইংরাজী গ্রন্থে বলেন, "কতিপয় বিশিষ্ট মনীষী যাহাকে এনিমা মৃণ্ডী নাম দেন, ওরেণ্ডা তাঁহারই স্থূলরূপ"। পুরাকালের উচ্চ ও নিম্ন ধর্ম্ম সমূহ যে শক্তিবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও যাহা হইতে সমুদ্ভূত, উহা তাহারই সাধারণ মূল সত্ত্বা। এই সকল ধর্ম্ম ও ধারণাকে সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত

করা যায়, এবং ঐ সকলের মধ্যে আমরা অনির্দিষ্ট অপরিমিত বিশ্ব শক্তির আভাস পাই। এই বিশ্বশক্তি নিরাকার অসীমকে সসীম ও সাকার করে; অথচ উহা বাক্যমনের অগোচর। ইহার নাম প্রাচীন পাশ্চাত্যে ম্যাগনামেটার ও ভারতে মহামায়া।

ব্রিটিশ ভারতের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার জেনারেল অব আরকিয়োলজি স্যার জন মার্শালও স্বরচিত "মহেঞ্জোদাবো ও সিন্ধুনদের সভ্যতা (১ম খণ্ড, ৫ম অধ্যায়) প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুনদের অধিবাসিগণের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "তাহারা প্রধানতঃ বিশ্বমাতার উপাসক ছিলেন। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা উভয় স্থানে বিশ্বমাতার বহু সংখ্যক টেরা কোটা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশ বেলুচিস্থানে অনুরূপ মূর্ত্তি সমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইহা সুবিদিত যে, সিন্ধুনদের উপত্যকা ও বেলুচিস্তানে আবিষ্কৃত দেবীমূর্ত্তি সদৃশ অসংখ্য নারী মূর্ত্তি পারস্য ও ঈজিয়ান উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে, বিশেষতঃ ইলামে, মেসোপটেমিয়ায় ও কাস্পিয়ার বহির্ভূত স্থানে, এশিয়া মাইনরে, সিরিয়ায়, প্যালেষ্টাইনে, সাইপ্রাশ দ্বীপে, ক্রীট দ্বীপে, সাইক্লেডসমূহে, বল্কান উপদ্বীপে ও মিশরে পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সিন্ধুনদ হইতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ঐ সকল মূর্ত্তির বিবিধ আকৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। চ্যাল্‌কোলিথিক যুগে উল্লিখিত ভূমিখণ্ড ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অপরিচ্ছিন্ন ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে ঐক্যবদ্ধ ছিল। মাতৃপূজার স্মরণীয় নিদর্শন এশিয়া মাইনরে ও ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে পরিদৃষ্ট হয়। ডি, জি হোগার্থ মন্তব্য করেন, "ঐ বিশ্বমাতা পিউনিকে ট্যানিট্‌ ও তৎপুত্র সহ প্রকটিত, মিশরে আইসিস্‌ ও হোরাস্‌ সহ, ফিনিশিয়ায় আষ্টারোথ তাম্মুজ (এ্যাডোনিস্‌) সহ, এশিয়া মাইনর কাইবেলী এট্টিস সহ ও গ্রীস্‌ দেশে রীয়া জীয়ুস সহ সর্ব্বস্থানে ঐ দেবী কুমারী হইয়াও সকলের জননীরূপে পূজিতা।" হারাপ্পাতে আবিষ্কৃত দেবীমূর্ত্তি দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, সিন্ধুনদের উপত্যকায় মাতৃপূজা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল। অধুনা পৃথ্বীমাতার উপাসনা কেবল ভারতে দেখা যায়, অন্যত্র নহে। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত ভিটা নামক স্থানে প্রাপ্ত ও গুপ্তযুগে সৃষ্ট টেরাকোটা দেবীমূর্ত্তি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মার্কিন্‌ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ডক্টর আর্ণস্ট ম্যাকে তৎপ্রণীত "সিন্ধুসভ্যতা" নামক ইংরাজী গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে যে দেবীমাতা ব্যাপক ভাবে উপাসিতা হইতেন, তিনি মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পাতে অতিশয় জনপ্রিয় ছিলেন। সিন্ধুনদের উপত্যকায়

নগর সমূহের প্রতি গৃহে দেবীমাতার মৃণ্ময় বিগ্রহ রক্ষিত হইত।" তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, ঐ দেবীমাতা চিরকুমারী। স্বীয় বক্ষের ক্ষীণাকৃতি দ্বারা উক্ত দেবীর কুমারীত্ব প্রমাণিত হয়।

গুস্তভ্ আপার্ট তৎপ্রণীত (The Original Inhabitants of India) "ভারতের আদিম অধিবাসী" নামক ইংরাজী পুস্তকের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয়গণ একব্রহ্মসত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। ইহার সহিত সমান বা অধিক শক্তিশালিনী পৃথ্বীদেবী সংযুক্তা ছিলেন। যে সকল সদসৎ শক্তি মানব সমাজে ও সমগ্র পৃথিবীতে উপদ্রব করিত, তাহাদের উপর পূর্ব্বোক্ত দুই দেবতা প্রভাব বিস্তার করিতেন। স্যার জন মার্শ্যাল স্বরচিত Mahenjo-Daro and the Indus Civilisation (মহেঞ্জোদারো ও সিন্ধুসভ্যতা) নামক ইংরাজী পুস্তকে (প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "ভারতে শক্তিপূজা অতি প্রাচীন। ইহা সুপ্রাচীন শক্তিবাদ হইতে উৎপন্ন।

ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে বিশ্বমাতার আরাধনা এত দৃঢ়মূল ও সুব্যাপক হয় নাই। বিশাল ভারতের প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে বিশ্বমাতার পদ চিহ্ন বা স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হয়। তিনি বিশ্বমাতা বা মহাদেবী বা মহা-প্রকৃতি নামে অভিহিতা এবং কালক্রমে মহাশক্তিতে পরিণতা। গ্রাম্যদেবতারাই তাঁহার প্রতিনিধি এবং ঐ দেবতাদেব সংখ্যা করা যায় না। ঐ গ্রাম্যদেবতাদের গুণাকৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পবিবর্তিত। তথাপি তাঁহারা অদ্বিতীয়া বিশ্বমাতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে পরিগণিত।" স্যার মনিয়ার উইলিয়মস্ কেবল গুজরাটে একশত চল্লিশটী গ্রাম্যদেবতা গণনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক গ্রাম্যদেবতার ভিন্ন নাম আছে। উক্তসংখ্যার দশগুণ অধিক গ্রাম্যদেবতা মাদ্রাজ প্রদেশে দৃষ্ট হয়। ভাবতের প্রত্যেক গ্রামে একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, যাহাকে ধনী-নির্ধন সমভাবে আত্মরক্ষার্থ পূজাদি করেন। অন্য ধর্মাবলম্বীগণও ঐ সকল দেবোৎসবে যোগদান করেন। ঐ গ্রাম্য দেবীকে গ্রামবাসিগণ জগন্মাতার মতই ভয়-ভক্তি করেন ; তিনিই ভূত প্রেতাদি অপসারিত করেন, জমির উর্ব্বরতা প্রদান করেন, তিনিই প্রাণদাত্রী ও সর্ববস্তু প্রদায়িনী। সাধারণতঃ এই সকল গ্রাম্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অযত্নে খোদিত বা নির্মিত হয়, কখনও প্রস্তরাদি প্রতীক ব্যবহৃত হয়। কদাচিৎ তাঁহাদের মন্দির মূর্তিশূন্য দেখা যায়। এমনকি ঋগ্বেদেও উক্তদেবী মূর্তি কল্পিত হয়েছে, কখনও একাকিনী, কখনও বা আকাশ সহযোগে।

প্রাগৈতিহাসিকযুগ হইতে ভারতে শক্তি পূজা প্রচলিত। পাঁচসহস্রাধিক

বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরাপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে দেবীপূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগরদ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুইনগরের অধিবাসীগণের প্রধান দেবতা। ১৯৪২ খ্রীঃ করাচী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে লারকাণা হইতে আমি মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ এবং পরবর্ত্তী বৎসর লাহোর রামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে হারাপ্পার ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করেছিলাম।

বৈদিকযুগেও শক্তিপূজা ভারতে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ সমৃদ্ধ হয়েছিল। অষ্ট মন্ত্রাত্মক দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মরূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, অহং রাষ্ট্রী ইত্যাদি। ইহার অর্থ, আমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মশক্তি। যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্য সোঽহং (আমি সেই ব্রহ্ম), তদ্রূপ শ্রেষ্ঠতম তন্ত্রবাক্য সাঽহং (আমি সেই ব্রহ্মশক্তি)। অম্ভৃণ কন্যা বাক্‌দেবী এই তন্ত্রবাক্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিলেন বৈদিকযুগেই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই সূক্তদ্বয়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। রাত্রিসূক্তের ঋষি সোভরি-পুত্র কুশিক। চণ্ডীপাঠের পূর্বে ও পরে যথাক্রমে রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত পঠনীয়। বেলুড় ধর্মচক্রে ষষ্ঠ বার্ষিক কল্কিউৎসব ১৭ বৈশাখ ১৩৭৩ (১মে ১৯৬৬) রবিবার বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন হয়। পূর্বদিন শনিবার মধ্যরাত্রে দ্বাদশী তিথি পড়া মাত্র মহর্ষি কুশিক ঋগ্বেদীয় রাত্রিসূক্ত উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন। পুরাণ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় খাটে শুয়ে তন্দ্রাবেশে আমি ঐ সূক্ত পাঠ শ্রবণ করিলাম। তন্দ্রাভঙ্গের পর রাত্রি-সূক্তের প্রথমাংশ 'ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী' (ব্রহ্মশক্তি রাত্রিদেবী বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রসূত দেখিলেন) আমি স্পষ্টভাবে স্মরণপূর্বক উহা পরদিন প্রাতঃকালে মহাগৌরীকে বলিলাম। ঋষি কণ্ঠে উচ্চারিত বেদমন্ত্র কলিকালেও কর্ণগোচর হয়। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্বেদে প্রদত্ত। গুজরাটের অন্তর্গত গণ্ডাল শহরে ভুবনেশ্বরী দেবপীঠ বিদ্যমান। ভুবনেশ্বরী দেবীর নানা মূর্তি আছে। ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গা এবং অন্যান্য দেবী উল্লিখিত। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভিন্ন। এই শাক্ত সিদ্ধান্ত সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত উপাখ্যানে প্রমাণিত হয়।

দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি সহায়ে দেবগণ জয়লাভ করেন। স্ব-শক্তিতে জয়লাভ হইয়াছে ভাবিয়া দেবগণ অহংকৃত হইলেন। তাঁহাদের অমূলক অভিমান অপনোদনার্থ স্বশক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্যরূপকে জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসকাশে প্রেরণ করেন। পূজ্যরূপী ব্রহ্মশক্তি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ও শক্তি কি? অগ্নি সদর্পে উত্তর দিলেন, "আমি অগ্নি নামে অভিহিত। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় আমি ভস্মীভূত করিতে পারি।" ব্রহ্মশক্তি অগ্নিদেবের সম্মুখে একখণ্ড শুষ্ক তৃণ স্থাপনপূর্বক উহা পোড়াইতে বলিলেন। অগ্নি সর্বশক্তি-প্রয়োগেও তৃণখণ্ড দগ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া অবনত মস্তকে দেবতাগণের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। ব্রহ্মশক্তির সন্নিকটে বায়ুদেব গমন করলে ব্রহ্মশক্তি পূর্ববৎ তাঁহার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর সর্ববস্তু উড়াইয়া লইতে সমর্থ। ব্রহ্মশক্তি একখণ্ড শুষ্ক তৃণ বায়ুদেবের সম্মুখে রাখিলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তির প্রভাবে উহা উড়াইতে অক্ষম হইয়া লজ্জিত বদনে পলায়ন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মশক্তির নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে মহাকাশে সুশোভনা হৈমবতী উমা দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করিলেন। ঐ মহাদেবী তাঁহাকে জানাইলেন, ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবগণ শক্তিশালী হয়েছেন ও অসুরগণকে পরাজিত করেছেন।

সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে 'ভদ্রকালী' দেবীর নাম দৃষ্ট হয়। হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে ভবানী দেবীকে যজ্ঞাহুতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবী রুদ্রের ভগ্নীরূপে কথিতা। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদ তৈত্তিরীয় আরণ্যক অনুসারে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী। উক্ত আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে আছে—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥

ইহার অর্থ, আমি সেই বৈরোচনী (পরমাত্মা দৃষ্ট) অগ্নিবর্ণা, স্বীয়তাপে শত্রুদগ্ধ কারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হই। হে সুতারিণি, হে সংসার ত্রাণকারিণী মহাদেবি, তোমাকে প্রণাম করি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে (১০।১।৭) এই দুর্গা গায়ত্রীটি আছে, ওঁ কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ

প্রচোদয়াৎ। আবার মৈত্রায়ণী সংহিতায় দুর্গাগায়ত্রী এইরূপে উল্লিখিত, ওঁ কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যা কুমারীং ধীমহি তন্নোদুর্গা প্রচোদয়াৎ। সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী দুর্গা ও দুর্গিঃ একার্থ বোধক। শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতায় এই শক্তিমন্ত্র উল্লিখিত, অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন।

(ভুবনেশ্বরী সংহিতায় আছে, যথা বেদো অনাদির্হি তথা সপ্তশতীস্তবঃ। ইহার অর্থ, যেমন বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়, তেমনি সপ্তশত মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যও অনাদি-অপৌরুষেয়। অতএব দেবীমাহাত্ম্য বেদমূলা, বেদময়ী। ইহার প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপা ও উত্তর চরিত্র সামবেদস্বরূপা। চরিত্র-ত্রয়ের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। ঋগ্বেদ মতে উক্ত ছন্দত্রয় দ্বারা মন্ত্রপাঠ করিলে যথাক্রমে ব্রহ্মতেজ লাভ, আয়ুর্বৃদ্ধি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। চণ্ডীজপের প্রারম্ভেই গায়ত্রী দেবী ছন্দরূপে আবির্ভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীজপ বেদবিহিত। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদ-ধারিণী বৃদ্ধা দেবী। কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী, যুবতীর ন্যায় মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার ন্যায় মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়ে প্রণবরূপা। শাস্ত্রে আছে, ঋগ্‌ভিঃ স্তুবন্তি যজুর্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি। অর্থাৎ ঋকমন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার স্তবন, যজুঃমন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজন ও সামমন্ত্রদ্বারা তাঁহার ভজন হয়। চণ্ডিকা পরমাত্মময়ী, ব্রহ্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা।)

হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে প্রথম শতকে ও তৃতীয় শতকে রচিত হয়। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্য পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি একসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের প্রিয় পাঠ্য হয়েছিল। জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্বহস্তে লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে স্বহস্তে লিখিত।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার Introduction to Buddhist Esotericism গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দু-তন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা,

ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্ণনা প্রদত্ত, তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা দেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। ডক্টর বিনয়তোষের মতে সরস্বতী ও কালী বাংলার জনপ্রিয় দেবীদ্বয় বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের বহুমন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত মন্ত্রাবলীর অপভ্রংশ মনে হয়। বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের নিম্নোক্ত পঞ্চশক্তি উল্লিখিত—লোচনা, যামকী, পাণ্ডারা, আর্যতারা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী। যেমন হিন্দুতন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাচার দুই বিভাগ বিদ্যমান, তদ্রূপ বৌদ্ধতন্ত্রে ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারিবিভাগ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধতন্ত্র-মতে মহাশূন্য হইতে অসংখ্য বীজমন্ত্র উৎপন্ন হয়, এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে ৮০ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতকে আবির্ভূত হইয়া সান্ধ্য ভাষায় তন্ত্রপ্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান তৃতীয় শতকে মৈত্রেয়নাথ কর্তৃক প্রচারিত হয়। কামাক্ষ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রের যেমন আগম ও যামল নামক দুই বিভাগ আছে, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রেও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত রুশদেশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ ডক্টর জর্জ রোরিক কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধসরস্বতীর তিনমুখ ও ছয় হাত। বৌদ্ধজগতে বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। "সাধনমালা" নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা সরসস্বতী, বজ্রসারদা ও আর্য্য সরস্বতীর ধ্যান প্রদত্ত। 'সাধনমালা'য় মহাসরস্বতীর এইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত, "ভগবতী শরদিন্দুকরাকারা সিতকমলোপরি চন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেত-চন্দন-কুসুম-বসন-ধরা, মুক্তা-হারোপশোভিতহৃদয়া, নানালঙ্কারবতী, দ্বাদশবর্ষাকৃতি, স্ফুরদনস্তগভস্তি ও ব্যূহাবভাসিত লোকত্রয়া।"

জাপানে একটী বৌদ্ধদেবী পূজিতা হন। তাঁহার নাম সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টীদেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চণ্ডী শব্দ একার্থবোধক। বৌদ্ধধর্মের মারিচী দেবীও দশভুজা। মূর্ত্তিভেদে তিনি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা ও দশভুজা। তিব্বতী লামাগণ মারিচী দেবীকে উষাদেবী রূপে আবাহন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্তু'তে আছে, বুদ্ধদেব যখন জননীর

সঙ্গে কপিলাবস্তুতে আসেন, তখন শাক্যবংশের শাক্যবর্দ্ধনমন্দিরে অভয়া দেবীর পাদবন্দনা করেন। কাহারো কাহারো মতে অভয়া দেবীই দুর্গাদেবী। বৌদ্ধতন্ত্রে অপরাজিতা দেবী অষ্টভূজা ও পীতবর্ণা। চীনের ক্যাণ্টন শহরে অবস্থিত বৌদ্ধমন্দিরে একটি শতভুজা দেবীমূর্ত্তি আছে।

জৈনধর্মেও শক্তিবাদ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। রাজস্থানে আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সুবৃহৎ জৈনমন্দির বিরাজিত, তাহার চূড়াতে ষোলটি জৈন দেবীর বিভিন্ন মূর্তি খোদিত আছে। কাথিয়াবাড়ের গিরনার পর্বতে পাষাণ নির্মিত সরস্বতীর মূর্তি ছিল। জৈনধর্মের উভয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে সরস্বতী ও অন্যান্য দেবীর মূর্তি দেখা যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসন দেবীরূপে ভক্তি করেন। জৈনদের নিকট সরস্বতী বিদ্যাদেবী, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী। 'রত্নসাগর, নামক জৈন ধর্মগ্রন্থে সরস্বতীর যে ধ্যান দৃষ্ট হয়, তাহাতে সরস্বতী বিশ্বরূপিণী নামে অভিহিতা। আর একটি জৈন গ্রন্থে সরস্বতীর নিম্নোক্ত ধ্যান পাওয়া যায়।—

কুন্দেন্দু-গোক্ষীর তুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষন্না।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা॥

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জৈনগণ সরস্বতীকে ভারতী, সারদা, বাগীশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রতচারিণী ইত্যাদি ষোলটি নাম দিয়াছেন।

শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের 'দশম বাদশাহ কি গ্রন্থে' চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা আছে। উহার চতুর্থ অংশ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈটভ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্যবধের বিবরণ প্রদত্ত। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম অংশে চণ্ডী চরিত্র এবং ষষ্ঠ অংশে চণ্ডীস্তব বিদ্যমান।

মহাভারতের নানাস্থানে দেবী উপাসনার কাহিনী লিখিত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে প্রবেশান্তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, ভক্তিভরে মহামায়াকে স্মরণ কর। তদনুসারে রথ হইতে নামিয়া করজোড়ে অর্জুন স্তব করিতেই মহামায়া চামুণ্ডারূপে আবির্ভূতা হইলেন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "হে পাণ্ডব, তুমি স্বল্পকালেই সর্বশত্রু জয় করিবে।" অর্জুনকৃত দুর্গাস্তব মহাভারতে ভীষ্মপর্বের গীতাপ্রকরণে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ে এইরূপ পাওয়া যায়।—

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনী।
কুমারী কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে ॥১
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥২
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।
শিখিপিচ্ছ ধ্বজধরে নানা ভরণ-ভূষিতে ॥৩
অট্টশূল প্রহরণে খড়্গ খেটক ধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥৪
মহিষাসৃক্প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি।
অট্টহাসে কোকমুখে নমোস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে ॥৫
উভে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তুতে ॥৬
বেদশ্রুতি মহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি।
জম্বুকটক-চৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥৭
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দ মাতর্ভগবতী দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥৮
স্বাহাকারঃস্বধাচৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥৯
স্তুতাঽসি ত্বং মহাদেবী বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎ প্রসাদাৎ রণাজিরে।১০
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥১১
ত্বং জৃম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥১২
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতিদীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্ধিনী।
ভূতিভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥১৩

উল্লিখিত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গাদেবী সরস্বতী রূপে সম্বোধিতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিত্রে মহাসরস্বতীর আবির্ভাব কাহিনী বিবৃত। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আর একটি দুর্গাস্তব পাওয়া যায়।

দ্বাদশবৎসর বনবাসান্তে একবৎসর অজ্ঞাত বাসের জন্য যখন পাণ্ডবগণ

বিরাটনগরে যাইতেছেন, তখন ধৌম্যাদি ঋষিদের পরামর্শে তাঁহারা অজ্ঞাত বাসের সাফল্যার্থ দুর্গাদেবীর স্তব করেন। কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর বহুনাম মহাভারতে উল্লিখিত। প্রথমতঃ দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক কুমারীরূপে পূজিতা। অচিরে তিনি শিবসঙ্গিনীরূপে পরিগণিতা এবং উমানামে পরিচিতা হন। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক রচিত দেবীস্তুতিতে দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, মদমাংসবলিপ্রিয়া প্রভৃতি নামে বিশেষিতা। বিন্ধ্যাচলে অদ্যাবধি বর্তমান বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির দ্বারা মহাভারতের মন্তব্য সমর্থিত হয়। দেবীর বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী নামটি চণ্ডীতেও আছে। মহাভারতে দেবী শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীরূপে বর্ণিতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও হরিবংশে শক্তিবাদের পরিপুষ্টি হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায় দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীনামে কথিত। হরিবংশের ৫৯ এবং ১৬৬ অধ্যায়দ্বয়ে দেবীস্তুতিতে শক্তিবাদ প্রতিধ্বনিত। মহাভারতে দেবীর ভদ্রকালী, চণ্ডী প্রভৃতি নামও আছে, কিন্তু চামুণ্ডা নামটি নাই। ভবভূতি বিরচিত 'মালতীমাধবের পঞ্চম অঙ্কে উল্লিখিত আছে, চামুণ্ডা দেবী নরবলি সহ পূজিতা হইতেন এবং তাঁহার মন্দির পদ্মাবতী নগরের বাহিরে শ্মশান পার্শ্বে বিদ্যমান ছিল। পদ্মাবতী বর্তমান উজ্জয়িনী এবং সপ্তমোক্ষতীর্থের অন্যতম। 'মালতী মাধব' নাটক শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরবর্তী যুগে রচিত হয়। সুতরাং দেবীর চামুণ্ডা নাম ও চণ্ডিকামূর্তি সর্বপ্রথম চণ্ডীতেই দেখা যায়।

কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও রাম উভয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্টদেবী চণ্ডিকা ও রাবণের ইষ্টদেবী চামুণ্ডা। রাবণ বধার্থ রামচন্দ্র চণ্ডিকার অকাল বোধন করেছিলেন। ইহা হইতে শারদীয়া দুর্গাপূজার উৎপত্তি হয়। বাল্মীকি রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে, "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ, অকালে বোধিতা দেবী।" শারদীয়া দুর্গাপূজা কৃত্তিবাস কর্তৃক কল্পিত নহে। দীর্ঘকাল হইতেই এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারো মতে মহাভাগবত পুরাণ হইতে এই উপাখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করিয়াছেন। রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ উভয়ে চামুণ্ডার আরাধনা করিতেন। রামের আরাধনায় সম্প্রীতা হইয়া দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এইমতে বাসন্তী পূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। আর শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা

করেন। চণ্ডীতে বসন্তকালীন দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। দেবী ভাগবতের মতেও শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, শ্রীরামচন্দ্র ১০৮ নীলপদ্মদ্বারা দুর্গাপূজার সংকল্প করেছিলেন। উক্ত সংখ্যক পদ্ম সংগৃহীত হইল। দুর্গাদেবী স্বীয় ভক্তের ভক্তি পরীক্ষার্থ একটি নীল পদ্ম লুকাইয়া রাখিলেন। পূজাকালে একটি পদ্ম কম হওয়ায় রামচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হইলে দেবী সন্তুষ্টা হইবেন না, সংকল্পও সিদ্ধ হইবে না। রামচন্দ্র পদ্মলোচন নামে অভিহিত। সেইজন্য তিনি নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহাকে পদ্মরূপে চণ্ডিকার চরণে অঞ্জলি প্রদানের সংকল্প করিলেন। তিনি ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া স্বচক্ষু উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পুরাণ সমূহেও শক্তিবাদ সম্যক্ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীভাগবত, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে শক্তিবাদের সমধিক পরিপুষ্টি দেখা যায়। ভাগবতপুরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, 'অতো ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ।' অর্থাৎ অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি সমূহ আছে। বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৬) আছে, 'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঃ ব্রহ্মন্ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রধান শক্তি 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ন্যায় দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণে দেবী মাহাত্ম্য শীর্ষক অধ্যায় দৃষ্ট হয়। দেবী ভাগবতে (৩।২৭) এবং বামন পুরাণের ১৭শ ও ১৯শ অধ্যায়ে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত। দেবগণের দেহজাত পুঞ্জীভূত শক্তিরাশি হইতে কাত্যায়নীর আবির্ভাব মার্কণ্ডেয় পুরাণের ন্যায় বামনপুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে এবং দেবী ভাগবতে (৫।৮) বিবৃত। মহিষাসুরাদি অসুর বিনাশের কাহিনী ও উল্লিখিত পুরাণত্রয়ে অভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (২।৬৬।৭-১০) আছে, মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি হইতে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্বা। বৃহন্নারদীয় পুরাণ দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিণীরূপে বর্ণনান্তে বলেন।—

উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথা পরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতী বারাহীতি তথাপরে॥

অনুবাদ—সেই দেবীকে কেহ শক্তি, কেহ উমা, কেহ বা লক্ষ্মী বলেন। ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি অভিহিতা। দেবী ভাগবতের মতে সর্বভূতে ঐশী শক্তি আত্মারূপে বিদ্যমান এবং প্রাণী শক্তিহীন হইলে শববৎ নিষ্ক্রিয় হয়। উক্ত পুরাণ অনুসারে পরমপুরুষ দুই অংশে বিভক্ত—এক অংশ সচ্চিদানন্দ ও অন্য অংশ পরাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি। এই দুই অংশ মূলতঃ অভিন্ন। বহ্নি ও তৎ-শক্তির ন্যায় পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি অভিন্ন। দেবীভাগবতে আছে।—

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহ হেতবে॥

ইহার অর্থ, সেই সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা দানার্থ নামরূপ পরিগ্রহ করেন। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাংশকে গোপীগীতা বলে, তেমনি দেবী ভাগবতের একাংশ দেবীগীতা নামে অভিহিত। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ। শেষোক্ত পুরাণটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও উহার দুর্গাপূজা-পদ্ধতি বর্তমানে সর্বত্র অনুসৃত। দেবী পুরাণ এবং কালিকাপুরাণ অনুসারেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচলিত মৎস্যপুরাণে দুর্গাপূজাপদ্ধতির প্রকরণটি পাওয়া যায় না। কালীবিলাস পুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনেক মহাপুরাণে ও উপপুরাণে দেবী মাহাত্ম্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত।

দুর্গাপূজা যে একসময় বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত, তাহার অকাট্য প্রমাণ, আঢ্য হিন্দুর গৃহে এক একটি চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। নবদ্বীপে মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের চণ্ডীমণ্ডপে চৈতন্যদেব টোল খুলিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যানন্দ খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করিতেন। ভক্তকবি চণ্ডীদাস দেবী বাসুলির অনুরক্ত সেবক ছিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রীঃ মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক-ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব করিতে পরামর্শ

দেন। রমেশ শাস্ত্রীও দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতক হইতে অদ্যাবধি প্রতিমায় দুর্গাপূজা বঙ্গদেশের নানাস্থানে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৩৭২ সালে কলিকাতা মহানগরী ও তদুপকণ্ঠে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় কয়েক সহস্র দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়েছিল। উক্তবৎসর আন্দামান, ঢাকা, রেঙ্গুন, বোম্বাই, লণ্ডন, আজমীর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হইয়াছে। বঙ্গদেশে নানা স্থানে দ্বিভূজা হইতে অষ্টাদশভূজা পর্য্যন্ত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

শাক্তভাবের পুণ্যস্রোত বিশাল ভারত প্লাবিত করিলেও বঙ্গদেশে ইহা সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে। বঙ্গীয় ধর্মজগতের একটি প্রধান ধারা দেবীভক্তি। বাংলা ভাষায় প্রাচীন কাল হইতে সুবিশাল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অসংখ্য অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। বাংলায় চণ্ডীর অনেক পদ্যানুবাদও মুদ্রিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের শাক্ত সঙ্গীত বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় বিশাল শাক্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এই পাঁচশত বৎসর চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, সরস্বতী, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারার্থ বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক প্রায় সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা সপ্তশতী বা চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। তখন ঐ কাব্যের সমাদর খুব বেশী ছিল। দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-মঙ্গল, অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশচন্দ্র বসুর দেবীমঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক রচিত দুর্গাপঞ্চমরাত্রি চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তি চিন্তামণি এবং দ্বিজ রামনিধির দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী দেবীভাগবত পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ-কালিদাসের কালিকামঙ্গল, মুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাশের মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীগীত, কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণ দেবের কালিকাপুরাণ

প্রভৃতি এই শ্রেণীর শাক্ত কাব্য। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারকৃত দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্যামাসংগীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রকৃত অন্নদামঙ্গলের পরবর্ত্তীকালে রচিত। কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্রের শ্যামাসংগীত-কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীমঙ্গল নামে বহু শাক্তকাব্য এই সময়ে বাংলায় রচিত হয়। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। সপ্তগ্রাম নিবাসী মাধবাচার্য কৃত চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৯—৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতৃগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অবিসংবাদিতভাবে সর্ব শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি। মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হইলে তাঁহার উৎসাহে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক ধনপতির উপাখ্যান—এই দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা আছে। এই দেবীমহিমার কাহিনী কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই, ইহা বাংলা দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং দ্বিজ জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালীতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর কাহিনী নাই। মনসামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল-শীর্ষক অন্যান্য শক্তি কাব্য ও বাংলাভাষায় রচিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে শাক্ত সাধনস্রোত একদা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্ধমান জেলার চান্নাগ্রামে চব্বিশ প্রহর কালীনাম সংকীর্ত্তন হইত। উক্তগ্রামে খড়্গেশ্বরী নদীতীরে পুরাতন শ্মশানে বিশালাক্ষী দেবীমন্দির পার্শ্বে কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডী আসন অদ্যাপি অবস্থিত। উক্ত আসনে কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ধমানের মহারাজা উক্ত আসনের উপর সমচতুষ্কোণ চারফুট স্থান ইষ্টক নির্মিত করিয়াছেন। তদুপরি একটি একফুট শ্বেত মর্মর প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে—

সাধকপ্রবরস্যাদ্যাপদপঙ্কজসেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্তস্যাত্রৈবাসীৎ দ্বিজন্মনঃ॥

অর্থাৎ আদ্যাদেবীর পাদপদ্মসেবী সাধকপ্রবর দ্বিজবর কমলাকান্তের সিদ্ধাসন এইখানেই ছিল। বাংলায় শাক্ত সাধকগণের মধ্যে হালিশহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের বামাক্ষেপা, বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ, মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তাদির শাক্ত সঙ্গীত বাংলাভাষার অমর সম্পদ। এমন মধুর সংগীত কোন ভারতীয় ভাষায় নাই। দক্ষিণেশ্বর, হালিশহর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানের পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডি আসন বাংলাকে পুণ্য তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তান্ত্রিক সাধন অভূতপূর্ব ও সুদূরপ্রসারী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানি প্রধান তন্ত্রোক্ত সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী' গ্রন্থে প্রায় দেড়শত শাক্ত কবির ভাবগম্ভীর সংগীতসমূহ সংকলিত। কালনার শাক্তকবি ভবাপাগলার মাতৃসংগীতাবলী দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশিত এবং কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হয়েছে।

অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মেই শক্তিবাদ সমধিক পরিপুষ্ট। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেই শাক্তদর্শন বিশদভাবে ব্যাখ্যাত এবং চণ্ডীতে ইহার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র সুবিশাল। শত শত হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আছে। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রমতে প্রাচীন যুগে পৃথিবী বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা—এই তিনভাগে বিভক্ত। শক্তিমঙ্গলতন্ত্রমতে বিন্ধ্যপর্বত হইতে পূর্বদিকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুক্রান্তা এবং বিন্ধ্যপর্বত হইতে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বাক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর মিশর দেশেও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। শক্তি মঙ্গল তন্ত্রানুসারে ভারতভূমিও তিন ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টলভূমি পর্য্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্যাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত প্রদেশ অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা এবং বিন্ধ্যাচল হইতে নেপাল, মহাচীন প্রভৃতি দেশ রথক্রান্তা নামে বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানি করিয়া ১৯২ খানি তন্ত্র সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সারমর্ম চণ্ডীর মধ্যে নিহিত। সেইজন্য পুরাণাংশ হইয়াও উহা তন্ত্ররূপে সমাদৃতা। গীতার ন্যায় ইহা নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। অখণ্ড চণ্ডীপাঠ বা দুর্গাপাঠ দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত। মহাভারতের একান্নটি দেবীপীঠ-স্থানে বা শক্তি সাধনার কেন্দ্রে চণ্ডীপাঠ প্রচলিত। কুলার্ণবতন্ত্রমতে কলিযুগে

—লৌকিক দেব-দেবী ও পীর—

যে সকল লৌকিক দেবদেবী ও পীর হিন্দু এবং বহু মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কাছে পূজা পেয়ে থাকেন

শীতলা

মনসা

দক্ষিণ রায়

বাবাঠাকুর

পঞ্চানন ঠাকুর

বনবিবি

সত্যপীর

সাতবোন বিবি

বিবিমা

মানিক পীর

ওলাই বিবি

গাজী সাহেব বা পীর সাহেব

॥ এক ॥

বিচিত্র এই দেশ ভারতবর্ষ। এখানে যেমন প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, তেমন বৈচিত্র্য রয়েছে এর জনসমষ্টি,ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে একটি অসাধারণ ঐক্যবোধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য সম্ভব—ভারতবর্ষ যুগের পর যুগ তার এক অতি উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এখানে হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক আপন আপন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একত্র বসবাস করছেন। আদিম জাতির নিজস্ব ধর্মমতও এখানে প্রচলিত আছে। এই ধর্মের বিভিন্নতা কখনও ভারতীয় ঐক্যের অন্তরায় হয়নি। অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেননি। অনুরূপভাবে আকবর মুসলমান হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার, আচরণে এক বিচিত্র মানব গোষ্ঠীর সমাবেশ এক ভারতবর্ষেই দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ চিরকালই বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহশীল। তাই এদেশের লোকদের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস ও আচার আচরণের মধ্যে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক শান্ত ঐক্যবোধ চির বিরাজমান। ভারতে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তা হল—বহুর মধ্যে একক অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা এবং বিভিন্নতার মাঝে নিজের ঐক্যকে আবিষ্কার করা। এই উপমহাদেশের একটি মাত্র নাম 'ভারতবর্ষ'ও এদেশের ঐক্যের সহায়ক হয়েছে। কারণ 'ভারতবর্ষ' এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির কথাই সকলের মনে জেগে উঠে। এছাড়া ভারত ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নৃপতিগণের মধ্যেও ঐক্য সাধনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভারতের মৌলিক ঐক্যের পরিচয় পেতে হলে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যও লক্ষনীয়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ অন্যান্য দেশ হতে পৃথক। বিভিন্ন সময়ে নানা বৈদেশিক শক্তি ভারত জয় করে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা ভারত সংস্কৃতি বা আত্মাচেতনাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করেন নি। তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে তার পুষ্ট-পোষণ ও পুষ্টি সাধন করেছেন। ভারতে ঐক্য স্থাপনে এটাও একটা উল্লেখযোগ্য অবদান যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো দেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

ভারত যে ঐক্যের সাধনায় ব্রতী তা কিন্তু শুধুমাত্র বাইরের বা ভাবের ঐক্য নয়, সে ঐক্য নিহিত রয়েছে তার বিচিত্র কর্মযোগের মধ্যে। তাই ভারত এগিয়ে চলেছে কর্মচেতনার এক সম্মিলিত শক্তি নিয়ে শান্তি ও মানব প্রেমের এক চিরভাস্বর পতাকা উত্তোলন করে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শুধু স্বদেশেরই নয় সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের সকল মানুষের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনও ভারতের একান্ত কামনা।

ভারতবর্ষ প্রথমে ছিল এক। পরে হল দুই—ভারত ও পাকিস্তান। তারপর হল তিন—ভারত, পাকিস্তান ও বাংলা দেশ। এখানে প্রথমে অখণ্ড ভারতের কথা বলা হয়েছে। তারপর তার খণ্ডিত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এবং খণ্ডিত অবস্থায়ও ভারত তার অখণ্ডিত অবস্থার সর্বধর্মসমন্বয় ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসার সুমহান ঐতিহ্যটি বজায় রেখে চলেছে।

॥ ২ ॥

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। সেই প্রাচীনত্বই ভারতকে দিয়েছে অপরিসীম ধৈর্য, অসাধারণ স্নিগ্ধতা ও আত্মসমীক্ষার এক অপূর্ব ক্ষমতা। আবার ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতা যুগ যুগান্ত ধরে প্রবহমান, তাই তা চির নবীন। হাজার হাজার বছরের পুরাতন পথরেখা ধরে ভারত আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবং এই চলার পথে কত না প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে গেছে এর বুকের ওপর দিয়ে। নানা জাতি ও স্বার্থের সংঘাত ঘটেছে যুগের পর যুগ। তবুও ভারত অনাদি অনন্তকাল ধরে বিভেদের মাঝে ঐক্য স্থাপনের সেই সুমহান ঐতিহ্যের শিখাটি চির অনির্বাণ রেখেছে। ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী, মুসলমান, খ্রীষ্টান

সাধক ও মনীষীবৃন্দ সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদার মানবিকতা অর্থাৎ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসার আদর্শ শিখিয়েছেন। জাতীয় জীবনে দিয়েছেন বিশ্বজনীনতার ছাপ। সমাজতন্ত্রের মৌলিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষের কাছে আজ নতুন নয়। ভারতবর্ষের মাটিতেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা হয়েছিল মানবজাতির সামগ্রিক মঙ্গলচিন্তা, ঐক্যবোধ ও একাত্মতা। ভারতই প্রথম মানুষকে অমৃতের সন্তানরূপে কল্পনা করেছে। এবং মানবতাকে ভারত অখণ্ডভাবে চিন্তা করতে শিখিয়েছে।

॥ ৩ ॥

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য জাতির চরিত্র গঠনের সহায়ক। এই বৈশিষ্ট্য দেশের জনসমষ্টির দৈহিক গঠন, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও অর্থনীতির উপরও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের রূপান্তর ঘটায়। তাই ভারতীয়দের সঙ্গে বিশ্বের সকল মানবগোষ্ঠীর আকৃতি, ভাষা, সভ্যতা, কৃষ্টি ও ধর্ম বিষয়ে উদার মানবিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরার আগে ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপ কিছু আলোচনা করা যাক।

ভারতবর্ষের তিনদিকে নীল সমুদ্র, উত্তরে তুষার-শুভ্র হিমালয়, মাঝখানে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা বিশাল সমতলভূমি—যেখানে আপন গতিতে বয়ে চলেছে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, এবং অন্যান্য নদনদী। এছাড়া ও রয়েছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চল। এখানকার খোয়াটে পাহাড়, শাল পিয়ালের গহন বন উপবন, নদনদী, সবুজ মাঠ, সাগর উপসাগর এবং মাথার উপরের অনন্ত নীল আকাশ দেখে মনে হয় এটি যেন প্রকৃতি দেবীর হাতে গড়া একটি মনোরম স্বপ্নপুরী। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এ কে ভুবনমনোমোহিনী বলেছেন। এবং এই সে দেশ যে দেশ বঙ্কিম-কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

প্রাকৃতিক লীলানিকেতন এই ভারতভূমিতে বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। এখানে বিভিন্ন ঋতুতে দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতির বিভিন্নরূপ। এদেশে কোথাও বেশি শীত, কোথাও বেশি গরম, কোথাও না-গরম না-শীত কোথাও পাহাড়, কোথাও মরুভূমি, কোথা ও সাগর, কোথা বা আবার

শ্বাপদ-সংকুল বনানী ও জনবহুল লোকালয়। শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নয়, প্রাকৃতিক সম্পদও এখানে কম নেই। এমন শস্য খুব কমই আছে যা এদেশের মাটিতে হয় না। সৌন্দর্য মণ্ডিত এদেশের ভাইয়ে ভাইয়ে অকৃপণ ভালবাসা, মায়ের বুকভরা অপার স্নেহ দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়। এমন দেশ পৃথিবীতে বিরল। তাই এই দেশকে উপলক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির রূপান্তরে হিমালয় পর্বতমালার ও ভারত মহাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় হিন্দুগণ হিমালয়কে দেবতাদের লীলাভূমি ও আবাসস্থল বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা দেবাদিদেব মহাদেব এই হিমালয়েই অধিষ্ঠান করেন। অতি প্রাচীন কালে হিমালয় ভারতীয়দের চিন্তা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে পৃথিবীর অন্য কোনো পর্বত অন্য কোনো দেশ ও জাতির জীবনকে ততটা প্রভাবিত করতে পারেনি। এই হিমালয় তার বিরাট বেষ্টনী দ্বারা এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ হতে ভারতকে অখণ্ড অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং একে দিয়েছে নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র্য। ফলে প্রাচীন যুগে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া এই চির তুষারাবৃত হিমালয় হতে নদনদী বহির্গত হয়ে দেশকে করে তুলেছে শস্য শ্যামলা। এবং এই হিমালয় ভারতের উত্তরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান থেকে যেমন এক দিকে অখণ্ড ভারতকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়াস করেছে, আবার অপরদিকে মৌসুমী বায়ুকে বাধাদান করে দেশকে করে তুলেছে বর্ষণসিক্ত। কাজেই হিমালয়ের অবদান পুষ্ট ভারত কখনও তার মহিমার কথা ভুলতে পারে না। ভারতের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব গিরিপথ দিয়েই পারসিক, গ্রীক, মঙ্গোল ও তিব্বতীরা ভারতভূমিতে আগমন করে ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। বহিরাগত জাতি-গুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতে এলেও ভারতের জলবায়ু ও পরিবেশ সে বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে দিয়েছে। ফলে কোনো জাতির পক্ষেই জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ততটা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে

ভারতীয়রা আবার ভারতের বাইরে গিয়ে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করেছেন অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ফলে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অবিরাম মিলন ও মিশ্রণ এবং আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাবে ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এবং ভারতবাসী এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছেন।

হিমালয়ের মতো ভারত মহাসাগরও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গঠন এবং বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। ভারতের তিন দিকে যে সাগর রয়েছে তা যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভারতীয়গণকে সমুদ্রপথে বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে সাহায্য করেছে, তেমন বৈদিক যুগেও যে আর্যগণ সেই পথেই বাইরের সঙ্গে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির আদান প্রদান করেছেন তার ও দৃষ্টান্ত মেলে রয়েছে।

অতি প্রাচীন কালে চীন, শ্যাম, বর্মা, কম্বোজ, সুমাত্রা, বোর্নিও, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় এই বাণিজ্য সূত্র ধরেই ভারতীয়রা পরে ওই সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাই ওই সকল দেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন আজও বিদ্যমান। হিমালয় ও সমুদ্র উভয়েই ভারতকে করে তুলেছে শস্য-শ্যামলা। হিমালয় যেমন উত্তর দিক হতে আগত শুষ্ক বায়ুকে বাধা দিয়ে ভারত-ভূমিকে রেখেছে সরস করে, তেমনি সমুদ্রও সজল বায়ু প্রবাহ দিয়ে তাকে করেছে বর্ষণ সিক্ত।

॥ ৪ ॥

বিশ্বের বিস্ময় এই ভারতবর্ষ। এখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের কথা শুনে যুগ যুগ ধরে বহু জাতি ও উপজাতি তাঁদের সভ্যতা, ভাষা ও ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে এখানে এসেছেন। কোথাও তাঁরা প্রথম পরিচয়েই পরস্পরকে আঘাত হেনেছেন, আবার কোথাও গোড়া থেকেই মিলনের সুরে মেতে উঠেছেন। এবং বহুকাল পাশাপাশি বসবাস করতে করতে একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক ভারতবাসী রূপেই পরিচিত হয়েছেন। মোটের ওপর বহু জাতি ও উপজাতি এক অজানা ডাকে দলে দলে এসে ভারত-জনসমুদ্রে মিশে গেছেন। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।"

ভারতীয়দের মধ্যে কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কারও গায়ের রং তামাটে, কারও শ্যামবর্ণ, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ বা মাঝারি গড়নের, কারও দেহে লোম এবং গালপাট্টা দাড়ি, কেউ বা লোমহীন, কারও চুল ঢেউ খেলানো, কারও কোঁকড়ানো, কারও চুল খাড়া, কারও নাক চেপটা, কারও মাঝারি ধরণের, কারও বা খাঁড়া নাক, কারও ঠোঁট পুরু, কারও বা সরু—এইভাবে ভারতীয়দের দৈহিক গডনেও রয়েছে এক অপূর্ব বৈচিত্র্যের লক্ষণ।

দৈহিক গড়ন, গায়ের রং, মাথা ও চুলের ধরণ অনুসারে পৃথিবীর জনসাধারণকে প্রধাণতঃ তিনটি বৃহত্তম ভাগে বা জাতিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(ক) যাদের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু, নাক চেপটা, এবং দেহে স্বল্প লোম, মাথা লম্বা থেকে মধ্যমাকৃতির, চেহারা খুব বেঁটে থেকে লম্বা—তাদেরকে বলা হয় নিগ্রোয়েড ; (খ) যাদের গায়ের রং পীতাভ, চুল খাডা, ঠোঁট মাঝারি ও পুরু, মাথা মাঝারি থেকে চওড়া, চোখ ছোট, চোখের পাতা দিয়ে চোখ প্রায় ঢাকা, চেহারা মাঝারি-বেঁটে থেকে লম্বা এবং দেহে লোম অল্প বা নেই তাদেরকে বলা হয় মঙ্গোলয়েড আর (গ) যাদের গায়ের রং লালচে-ফরসা ও চেহারা মাঝারি থেকে বেশির ভাগ লম্বা, গায়ে লোম, নাক লম্বা ও সরু, মাথা লম্বা থেকে চওড়া, চুল খাড়া থেকে ঢেউ তোলা, ঠোঁট সরু থেকে মাঝারি, এবং গালপাট্টা দাড়ি-তাদের বলা হয় ককেশয়েড। এছাড়াও আছে অস্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান এবং আমেরিকান ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর লোক। অস্ট্রালয়েড এবং দ্রাভিডিয়ান—এই দু'শ্রেণীর লোকের দৈহিক গড়নের মধ্যে বিশেষ মিল আছে। যেমন—এই উভয় শ্রেণীর লোকদেরই গায়ের রং কালো, চুল ঢেউ তোলা অথবা কোঁকড়ানো মাথা সাধারণতঃ লম্বা ঠোঁট মাঝারি থেকে পুরু এবং উচ্চতা বেঁটে থেকে মাঝারি।। অস্ট্রালয়েডদের দেহে লোম বেশি এবং দ্রাভিডিয়ানদের দেহে লোম কম সিংহলের ভেদ্দাগণের দৈহিক গড়নের সঙ্গে এদের মিল আছে। অবশ্য ভেদ্দাগণ বেঁটে চেহারার। অস্ট্রালয়েড, দ্রাভিডিয়ান ও ভেদ্দাগণকে আদিম ককেশয়েডও

বলা হয়। কারণ এদের দৈহিক গড়নে ককেশয়েড ও নিগ্রয়েডগণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত ভাগগুলির যা-যা বৈশিষ্ট্য তা প্রায় সবই ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মীয় এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। মোটের ওপর ভারতীয়রা একটি মিশ্র জাতি। কাজেই ধর্ম ও শ্রেণী বিভাগ দিয়ে ভারতীয়দের বৃহত্তম জাতীয় বিশুদ্ধতা খুব একটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ভারতীয়দের দৈহিক বৈচিত্র্যের কারণ—ভারতের মাটিতে যে জনসমষ্টি বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে জাতিগত ভাবে রয়েছে বহু জনগোষ্ঠীর অবাধ মিশ্রণ। তাই ভারতবর্ষের জনসমষ্টির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

অতি প্রাচীন কাল হতে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এসে ভারতীয় জন সমুদ্রে মিশে গেছেন। পরে তাঁরা সকলে মিলে ভারতবাসী নামে এক মহান জাতিতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের আজ আর পৃথকভাবে চিনবার উপায় নেই।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—'অত্যন্ত গৌরবর্ণের পারসী, অথবা কাশ্মীরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী ও খুব বেঁটে চেহারাও কালো রংয়ের সাঁওতাল প্রভৃতি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কতকগুলি চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ হতে সাধারণ ভারতবাসীর কয়েকজনের কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির চিহ্ন ও মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক প্রতীক চিহ্ন বাদ দিয়ে একই ধরনের পোশাক পরিয়ে দিলে কোন প্রদেশের বা কোন সম্প্রদায়ের লোক তা বলা কঠিন হবে। অনুরূপভাবে ইংরেজী পোশাকপরা সাধারণ ভারতীয়কে বাংলায়, বাংলার বাইরে এমনকি ভারতের বাইরে দেখলেও কোন প্রদেশের লোক তা বলা কঠিন হয়।' পৃথিবীতে এমন জাতি নেই যাদের

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু ভারতীয়দের মধ্যে নেই। ভারতীয়রা যে এক মিশ্রজাতি—এ তারই ফলশ্রুতি। ডঃ স্মিথ যথার্থই বলেছেন—'ভারতবর্ষ একটি নৃতত্ত্বের যাদুঘর। শুধু তা-ই নয় ভারতের ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ভারতে বসবাসকারী সকল জাতি ও ধর্মীয় জন গোষ্ঠীর অবদান-পুষ্ট।

ধর্মীয় প্রাচীর দিয়ে মানুষে মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা অতি তুচ্ছ। ভারত-জনের অর্থাৎ ভারতের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও আদিবাসী ধর্মে বিশ্বাসী জনসাধারণের আসল পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করলে তা অতি সহজেই অনুমেয় হবে। এছাড়া আজ যাঁরা আর্য বলে গর্ব বোধ করেন এবং যাঁরা অনার্য বলে আর্য চোখে অবহেলিত হন—এদুয়ের সভ্যতার আদি ইতিহাস আলোচনা করলে অতি সহজেই বোঝা যাবে—উক্ত গর্ববোধ ও অবহেলা—দু-ই মূল্যহীন। কারণ স্মরণাতীত কাল হতে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে কারও অবদান কম নয়। এবং আধুনিক সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাস আর্য ও অনার্য এ উভয়েরই অবদান পুষ্ট।

॥ ৫ ॥

নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণের মতে এখন হতে পাঁচ-ছ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আর্যদের ভারতে আগমনের আগে ভারতের প্রথম এবং প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল নেগ্রিটো জাতি। এরা বেশির ভাগ অরণ্য সমূহে বিশেষ করে সামুদ্রিক উপকূল অঞ্চলে বাস করত এবং পশু ও মাছ শিকার করত। শিকার লব্ধ মাংস বৃক্ষমূল ও মৎস্যই এদের আহার ছিল। কৃষিকাজ ছিল এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এই শ্রেণীর লোকদের সভ্যতা বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো জাতি, আন্দামান, নিকোবরের আদিবাসিন্দা ও আসামের আদিবাসীদের মধ্যে তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। এই নেগ্রিটো জাতির পরবর্তীরা হল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড শ্রেণীর লোক। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে এরা ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম অধিবাসী। দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভারত, সিংহল এবং অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিবাসীদের মধ্যে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

এদের পরবর্তীরা হল অস্ট্রিক শ্রেণীর লোক, যাদের নিষাদ বলা হয়। আজকের সাঁওতাল, কোল, ভীল ও মুণ্ডারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা অস্ট্রিকভাষা। ভারতের গ্রামীণ সভ্যতার বনিয়াদ এই নিষাদদের হাতে গড়া। তারা কৃষিকাজ জানত। নৌকো ও তুলাবস্ত্র তৈরি করতে পারত, এবং বড় বড় নৌকো করে নদী ও সাগর পার হত। অস্ট্রিকগণ মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের ধারণা ছিল—মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পাহাড়ে গাছে বা অন্য জীব-জন্তুর ভিতরে আশ্রয় নেয়। এছাড়া তারা মৃতকে মাঝে মাঝে আহার দান করত। এরা মৃতদেহকে বৃক্ষ-সমাধি দিত অর্থাৎ কাপড়ে বা বল্কলে জড়িয়ে মৃতদেহকে বৃক্ষের উপর রেখে দিত। যা এখনও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। আবার মৃতদেহ সমাধি দিয়ে তার উপর প্রস্তর খণ্ড দাঁড় করে পুঁতে রাখার প্রচলনও এদের মধ্যে ছিল যা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেখা যায়। অস্ট্রিকদের আত্মায় বিশ্বাস ও মৃতের উদ্দেশ্যে আহার দানের ধারণাই পরবর্তীকালে হিন্দুদের মধ্যে যথাক্রমে পুনর্জন্মবাদ ও শ্রাদ্ধের ধারণা জন্মায়। ধর্মানুষ্ঠানে বা সমাজিক জীবনে পান-সুপারি, হলুদ, সিঁদুর, কলা, ধান প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক জাতির দান বা প্রভাবের ফল বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন। মোটের ওপর হিন্দুদের পূজাপদ্ধতি, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের নানা অনুষ্ঠান অস্ট্রিকদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত। অস্ট্রিকভাষী জনগণই উত্তর ভারতের সমতল অংশে হিন্দু জনসাধারণে রূপান্তরিত হয়ে অস্ট্রিকত্ব বর্জন করেছে।

ভারতে অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে নেগ্রিটোদের মিশ্রন হয়েছে। উত্তর-ভারতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রধানত অস্ট্রিক জাতির লোকই বাস করত। তারা সেখানে একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলে। গঙ্গানামটি অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে বলে ভাষাবিদগণ মনে করেন। ভারত সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি হল—কৃষিমূলক সংস্কৃতি এবং তা অস্ট্রিকগণেরই অবদান। এই অস্ট্রকগণের সঙ্গে নেগ্রিটো এবং পরবর্তীকালে দ্রাবিড় ও আর্যদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলেই হিন্দু-জাতির সৃষ্টি হয়। মোটের ওপর আর্য, অনার্য, নেগ্রিটো, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গণ মিশে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব হতে বিহার ও বঙ্গদেশ পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ইরানীদের দেওয়া। তদানীন্তন কালে সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে বাসবাসকারী সকল জনতাকেই হিন্দু বলা হত। যাহোক, অনার্যগণ বৈদিক ধর্ম ও হোম-যজ্ঞাদি ও ব্রাহ্মণগণের

শিক্ষা দীক্ষা অনেকাংশে মেনে নিলেন। পক্ষান্তরে অনার্য ধর্মও মরল না এবং তাদের ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান আর্যরাও অনেকাংশে গ্রহণ করলেন। এইভাবে আর্য অনার্যদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতা মিলিত হয়েই হিন্দু জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সভ্যতার সৃষ্টি হল। মোটের ওপর হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, আর্য-অনার্যদের একটি মিশ্র ধর্ম ও সভ্যতা।

কেউ কেউ মনে করেন অস্ট্রিকগণ ইন্দোচীন ও বর্মা হতে উত্তর পূর্বপথ দিয়ে আসামের উপত্যকাভূমি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। আবার কারও মতে এরা পশ্চিম এশিয়া—সম্ভবত এশিয়া-মাইনর হতে ভারতে আসেন। এঁরা যে ভাষায় কথা বলত তা থেকেই কোল ও খাসিয়া ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অস্ট্রিকদের গায়ের রং ছিল পীতাভ এবং দেখতে ছিল কতকটা মোঙ্গল জাতির মতো। এদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। এদের কয়েকটি শাখা ইন্দোচীনে, মালয়, দ্বীপময় ভারতের নানাস্থানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতের গঙ্গার উপত্যকাভূমি, দক্ষিণ ভারতে ও হিমাচল ভূমিতেও এরা বসবাস করত। এদের একটি শাখা দক্ষিণে গিয়ে সেখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত ও কিছু পরিবর্তিত হয়ে মালয় বা ইন্দোনেশীয় জাতি, প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে আরও মিশ্রণের ফলে মেলানেসীয় ও পলিনেসীয় জাতিতে পরিণত হয়। এদের যে শাখাগুলি ইন্দোচীনে রয়ে যায় তাদেরই উত্তর পুরুষ হল—দক্ষিণ বর্মা, শ্যামের মোন বা তালেঙ কাম্বোজের খমের এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী প্রভৃতি ইন্দোচীনের কতকগুলি অর্ধবর্বর জাতি। এদের একটি শাখা নিকবর দ্বীপে ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবত নেগ্রিটোদের সঙ্গে অস্ট্রিকদের মিশ্রণ ঘটে। সেই সংমিশ্রণের ফলেই কোল বা মুণ্ডা জাতির উৎপত্তি হয়।

ভারতের অস্ট্রিকগণের সকল শাখাই যে কৃষি করত বা সুসভ্য ছিল তা নয়। এদের, কতকগুলি শাখা আবার বনে জঙ্গলে নেগ্রিটোর মতো শিকার করে বেড়াত। এই অরণ্যবাসী নিম্নশ্রেণীর অস্ট্রিকগণকেই নিষাদ বলা হত। এদেরই বংশধর হল আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা, যেমন—সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, ভূমিজ, হো, শবর, ও কুর্কু প্রভৃতি।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ভারতের হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে আজকে নিষাদগণই একটি প্রধান উপাদান। একদিকে

অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়ে আর্য-পূর্ব যুগের জাতির এক বিরাট নগর সভ্যতা আবিষ্কৃত হল। এই সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ইরান, মেসোপোটামিয়া, এশিয়া-মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্য-সাগরের ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশের সঙ্গে এক অপূর্ব মিল খুজে পাওয়া গেল। ফলে ঐতিহাসিকগণ যে আর্য পূর্ব জাতি ভারতের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তাদের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম দেশের প্রাক-আর্য যুগের আদিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করলেন। মিশর, ও মেসোপোটামিয়ার সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিল আছে। কারণ নগরজীবন, চিত্রলিপি, কুমোরের চাকা, পোড়ামাটির ইট, তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্র ইত্যাদি উক্ত তিন সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ অনুমান করেন—সুমের ও সিন্ধু সভ্যতার উৎস একই। সুমেরের সঙ্গে সিন্ধু দেশের সংস্কৃতিও বাণিজ্যের আদান প্রদানও ছিল বলে অনুমিত হয়।

ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও নৃতাত্ত্বিকগণ নানা দিক থেকে বিচার করে এরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আদিম দ্রাবিড় জাতিই ভারতের সুপ্রাচীন ও প্রাক আর্য যুগের সভ্যতার স্রষ্টা। অস্টিকদের পরবর্তী ধাপের লোক হল দ্রাবিড় জাতি। নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন দ্রাবিড়েরা অধিকাংশই নাগ অর্থাৎ সর্প পূজক জাতি হতে সৃষ্ট। গ্রীয়ার্সন বলেছেন—দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে অতি প্রাচীন-কালে সুদূর প্রাচ্য-ভারতের মন-খেমের জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। রিচার্ডসণ বলেছেন—এদের মূলে নিগ্রয়েড মিশ্রিত মেলানেসীয় জাতির রক্ত আছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর মাটি খুঁড়ে যে নগর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর হাতে গড়া সভ্যতারই নিদর্শন। কেউ কেউ মনে করেন দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষ হতেই তাদের নগর সভ্যতা পশ্চিম দিকে বহন করে নিয়ে যায়। কারণ ওই সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতায় যে সকল চিত্রলিপি পাওয়া গেছে তার চেয়ে ভারতের সিন্ধু সভ্যতার প্রাপ্ত লিপি প্রাচীনতর বলে অনুমিত হয়েছে। তবে ভাষাতত্ত্ব থেকে অনেকে মনে করেন দ্রাবিডগণ পশ্চিম অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতে ভারতে এসেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত বছর আগে ক্রীট দ্বীপে, প্রাচীন গ্রীকে, লিসিয়া বা লুক্কিয়া প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের দক্ষিণ অঞ্চলে আদি দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল। এদের জাতীয় নাম ছিল সম্ভবতঃ দৃমিল অথবা দৃম্মির। পরবর্তীকালে

লিসিয়া বা লুকিয়ার লোকেরা এই নাম তৃম্মিলি রূপে লিখত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই নাম তের্মিলাই রূপে লিখে গেছেন। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরাই আর্যদের আগমনের পূর্বে কোনো এক সময়ে ইরাক, ইরান, বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান হয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে এসে বসবাস সুরু করে এবং সেখানে নগর সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করে। এর পর তারা তাদের ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে রাজপুতনা মহারাষ্ট্র হয়ে দক্ষিণভারতে প্রসার লাভ করে। এদের অনেক দল আবার গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও বসবাস সুরু করে। এই মানব গোষ্ঠীর লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হতেই নৌকো তৈরি পদ্ধতি ও পুরুষ প্রকৃতির পূজা নিয়ে আসে। এবং এদের পুরুষ প্রকৃতি পূজাই পরবর্তীকালে শিব ও উমার পূজা স্বরূপ পৌরাণিক ধর্ম সৃষ্টি হয়। শিব ও গৌরী মিশরে পরিবর্তিত হয়ে অসিরিস ও আইসিস নামে পূজিত হয়েছে। শিব সংস্কৃতির ভারতীয় ধারাই প্রথমে নিকট প্রাচ্যে, গ্রীসে ও পরে মিশরে আনীত হয় বলে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন। এই জাতীয় লোকদের আর্যেরা প্রথমে দ্রমিল বা দ্রমিড় অথবা দ্রবিড় রূপে অভিহিত করে। পরবর্তীকালে পালি ও সিংহলী ভাষায় এই দ্রমিল নাম দমিল রূপে দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের পরে প্রথম সহস্রকে এই নামই তমিল ভাষায় তমিষ বা তমিল রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় যেমন দ্রাবিড় ভাষা এসেছে অনুরূপভাবে দ্রাবিড় ভাষায় ও সংস্কৃত বা আর্য শব্দ এসেছে। আর্যরাই প্রথমে এদেশে ঘোড়ার আমদানী করেছিল। কিন্তু আর্য ভাষায় শব্দ অশ্ব ক্রমে তাদের ভাষায় সীমিত হয়ে অনার্য দ্রাবিড় শব্দ ঘোটক রূপে আর্য ভাষায় গৃহীত হল। আবার এই ঘোটক -শব্দই আধুনিক আর্যভাষায় ঘোড়ারূপে বিদ্যমান।

ভারতীয় সভ্যতা পত্তনের প্রাথমিক ইতিহাস সন্ধানে সচেষ্ট হয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ আদি দ্রাবিড় ও আদি আর্যদের সংঘাত, মিলন ও মিশ্রণের অনেক ইতিহাসই স্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে ভারতসভ্যতা পত্তনে দ্রাবিড়দের অবদান আর্যদের চেয়ে অনেকাংশে বেশি।

ভারতের পশ্চিমাংশে এবং দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়গণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। এবং উত্তরপূর্ব ভারতে ও এদের বসতি বিস্তার হয়েছিল। আর অস্ট্রিকগণ উত্তর পূর্বে ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় কতকাংশে প্রবল ছিল। দ্রাবিড়গণ

অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করত। ফলে নানাদিক দিয়ে ভারতের সর্বত্রই অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মধ্যে খুব মিলন ও মিশ্রণ ঘটেছিল।

অস্ট্রিকদের সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক, আদিম ও গ্রামীণ। আর দ্রাবিড়দের সভ্যতা ছিল নগর ভিত্তিক। তবে দ্রাবিড়রাও চাষবাস করতে পারত। গম ও যবের চাষ এরাই প্রথমে এদেশে প্রচলন করেছিল বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে ছোটনাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয় ওঁরাও ও অস্ট্রিক জাতীয় মুণ্ডারা পাশাপাশি বসবাস করছে। প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে ও বঙ্গদেশেও অনুরূপভাবে বসবাস করত। গাঙ্গেয় উপত্যকাতেই এই দুজাতের লোকের মধ্যে বেশি মিশ্রণ হয়। তবে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এবং তামিল দেশে দ্রাবিড়দের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। মোটেরওপর দ্রাবিড়েরা অস্ট্রিকদের চেয়ে অনেকাংশেই বেশি সভ্য ছিল। এরা বড় বড় নগর নির্মাণ করেছিল। এছাড়া হিন্দু সভ্যতার অনেক উপকরণই দ্রাবিড়দের কাছ থেকে নেওয়া।

ভারতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই প্রথমে শিব ও উমা এবং বিষ্ণু ও শ্রীর কল্পনা প্রচলিত ছিল। এছাড়া যোগ সাধনার মূলতত্ত্ব ও দ্রাবিড়দের মধ্যেই প্রথমে উদ্ভূত হয় বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। অস্ট্রিকরা গরু পালতে জানত না। কিন্তু দ্রাবিড়রা আর্যদের মত গোপালন করত।

মোটের ওপর আর্যদের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ভারতে যে একটি উঁচুদরের সভ্যতার পত্তন হয়েছিল এরূপ ধারণা আগে অনেকেরই ছিল না। মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার মাটি খনন করেই তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু সভ্যতার অনেক বেদ-বিরোধী ও বৈদিক জগৎ বহির্ভূত উপাদান দ্রাবিড়দের দান বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভারত সংস্কৃতি' হতে দ্রাবিড় সভ্যতার কিছু পরিচয় এখানে সংক্ষেপেতুলে ধরা হল—'দ্রাবিড়দের রাজা থাকতেন, রাজারা সুরক্ষিত বাটীতে বাস করতেন, তাঁরা প্রদেশের উপর রাজত্ব করতেন। তাঁদের কবি অথবা চারণ থাকতেন। উৎসবের দিনে কবিরা কবিতা গান করতেন। দ্রাবিড়েরা লিখন কার্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। লেখনী দিয়ে তালপত্রে তারা লিখন-কার্য করত। কতকগুলি লিখিত তাল-পত্র দিয়ে তারা বই তৈরি করত। নানা দেবতার পূজা তাদের মধ্যে

থাকলেও এরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বা এক ঈশ্বরেরও পূজা করত—সেই ঈশ্বরের নাম ছিল রাজা। এই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তারা রাজপ্রাসাদ বা মন্দির বানাত। তাদের মধ্যে লোক ব্যবহার ও আইন-কানুন ছিল। কিন্তু বিচারপতি বা ব্যবহারজীবীর কথা পাওয়া যায় না। ধাতুর মধ্যে তারা সোনা, রুপা, তামা এবং লোহার ব্যবহার জানত। কিন্তু টিন, সীসা ও দস্তার ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। বুধ ও শনি ব্যতীত অন্য দিনগুলির নামকরণ তারা করেছিল। তাদের নগর ছিল। নানাপ্রকারের নৌকো, এমনকি জাহাজে করে তারা সাগর-গমন করত। কৃষিকার্যে তারা বিশেষ দক্ষ ছিল এবং তারা যুযুৎসু জাতি ছিল। যুদ্ধে ধনু, শর, বর্শা তরবারী প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করত। সুতা-কাটা, কাপড়-বোনা, কাপড় রঙকরা হাড়ীকুড়ী গড়া প্রভৃতি সাধারণ অনেকগুলি বৃত্তি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।'

দক্ষিণ ভারতের ভাষা, সভ্যতা ও জনসমষ্টিতে দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার নিদর্শন আজও বিদ্যমান। দ্রাবিড়দের স্বতন্ত্র সভ্যতার এক অনপনেয় নিদর্শন স্বরূপ তামিল ভাষা তার এক বিরাট সাহিত্য নিয়ে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান।

দ্রাবিড়দের পরবর্তী ধাপের লোক যারা ভারতে এল তারা হল আর্য। প্রথমে দাস বা দস্যু নামক দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে আর্যদের যে বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছিল তার ইঙ্গিত বেদেও আছে। জানা গেছে সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে দ্রাবিড়গণ দক্ষিণ ভারতে চলে যায়, আর আর্যগণ উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করে। এবার এই আর্যদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে।

আর্যরা যে ভারতের বাইরের কোনো দেশ হতে এসেছিলেন এরূপ একটি প্রমাণও বেদে পাওয়া যায়নি। বরং ঋগ্বেদে আছে—আর্যরা কতিপয় যজ্ঞহীন গোষ্ঠীকে ভারতের বাইরে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র দাস 'ঋগ্বেদিক ইণ্ডিয়াতে' দেখিয়েছেন আর্যদের আদি-বাসস্থান ছিল উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে কাবুল উপত্যকা এবং পূর্বে সরস্বতী এবং মধ্যে সপ্তসিন্ধু বিধৌত বিভাগ। আর্য সংস্কৃতি ভারতের সরস্বতী নদীর তীরে সৃষ্ট হয়ে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং প্রাচীনকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়-গণই কেবল নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিতেন। পারসিকেরা নিজেদের অইর্য বলতেন। এবং পারস্য সম্রাট দারায়ুস তাঁর বিহিস্থান শিলালিপিতে নিজেকে

অইর্ষ বলে পরিচয় দিয়েছেন। নানা প্রকার ধর্মশাস্ত্র বর্ণিত-জনশ্রুতি হতেও জানা যায়—আর্যগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা অতিক্রম করে হিমালয়ের অপরদিকে ইরান, শক, বহ্লীক প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

আর্যরা ভারতবর্ষ থেকে যে বাইরে গিয়েছিলেন তার স্বপক্ষে সেরূপ কোনো জোরালো বড় প্রমাণ নেই। তবে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যাবিলোন, এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ভারতের প্রাচীন ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

অবশ্য আর্যরা যে ভারতের বাইরে থেকে এদেশে এসেছেন সে সম্পর্কেও নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন—এখন হতে চার হাজার বছর পূর্বে এশিয়ায় আদি আর্যজাতি বাস করত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে আর্যদের সেখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় তারা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার সন্ধানে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া তাদের একটি শাখা চলে যায় ইউরোপে সেখানে তারা রুশ, গ্রীস, ইতালী, জার্মানী ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বসবাস শুরু করে। সুতরাং ওই সকল দেশের স্লাব. গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন. কেলট প্রভৃতি জাতির লোকেরাও প্রাচীন আর্যদেরই বংশধর। আর্যদের একটি শাখা মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণে পারস্য দেশে যায় এবং আর একটি শাখা চলে আসে ভারতবর্ষে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার বলছেন যে, ভারতীয়, গ্রীক, পারসিক. রোমান, জার্মান এবং কেল্ট জাতির পূর্ব-পুরুষগণ মূলতঃ যে এক সঙ্গে বসবাস করতেন তা তাদের ভাষা পাঠে জানা গেছে। সংস্কৃতে পিতৃ ও মাতৃ, পারসিক পিদর ও মদর, ইংরেজী ভাষার ফাদার ও মাদার এবং ল্যাটিন ভাষার প্যাটার ও ম্যাটার এর দ্বারা একই পিতা মাতাকে বোঝায়। এতে প্রমাণিত হয়—ওই সকল জাতির পূর্ব পুরুষেরা একই জায়গায় বাস করতেন। ম্যাক্সমূলারের মতে আর্যদের প্রধান শাখা উত্তর ও পশ্চিম দিকে গিয়েছিলেন। ইউরোপের আর্যগণ কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিক দিয়ে এশিয়া-মাইনরের ভেতর দিয়ে গ্রীস ও ইতালি দেশে পেঁ ীছে ছিলেন এবং তাঁদেরই একটি শাখা উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

কেউ কেউ এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে, এখন হতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক তিন সহস্র বছর আগে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায় দশম শ্লোকার্ধে আছে, "তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।" ইহার অর্থ, সুরথ ও সমাধি নদীতীরে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক দুর্গাদেবীর আরাধনা করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে সুরথ ও সমাধি নদীতীরস্থ মেধসাশ্রমে দেবীপূজা সমাপনান্তে দেবী প্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।) অতএব দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অভিমত; কিন্তু দেবী ভাগবতের কোন স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। দেবী ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে রাজা ও বৈশ্য কর্ত্তৃক দেবীপূজার অনুরূপ বিবরণ প্রদত্ত। উক্ত স্থানে আছে, সুরথ ও সমাধিকে মুনিসত্তম সুমেধা ধ্যান ও বীজসহ নবাক্ষর দেবীমন্ত্রে দীক্ষা দেন। অনন্তর বৈশ্য ও রাজা গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া অনুত্তম নদীতীরে গমন করিলেন এবং তথায় কোন নির্জন স্থানে কুশাসনে উপবেশনপূর্বক স্থির চিত্তে শান্তভাবে দেবী চরিত্রত্রয় পাঠ ও গুরুদত্ত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ একমাসকাল তপশ্চর্য্যার পর ভগবতীর পাদপদ্মে তাঁহাদের অচলাভক্তি লাভ হইল। পূর্বোক্ত প্রকারে দুইবৎসর দেবীধ্যান ও দেবীমন্ত্র জপের ফলে তাঁহারা স্বপ্নে ভগবতীর দিব্য মূর্তি দর্শন করিলেন কিন্তু তৃতীয় বৎসর তপস্যার পরেও তাঁহারা দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহারা হস্তপ্রমাণ ত্রিকোণ অগ্নিকুণ্ড নির্মাণান্তে তথায় অগ্নি স্থাপন পূর্বক ভক্তি-সহকারে নিজ গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস কাটিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং ভগবতীকে রক্ত বলি প্রদান করিলেন। ইহার ফলে ভগবতী তাঁহাদের সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। সুরথ চাহিলেন স্বীয় রাজ্য প্রাপ্তি এবং সমাধি মোক্ষজ্ঞান ভিক্ষা করিলেন। দুর্গাদেবী ভক্তদ্বয়কে দুই বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

(দেবী ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াই নিজ মানস হইতে স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী ধর্মরূপিনী শতরূপাকে সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব ক্ষীরোদ সাগরের তীরে মহাভাগ্যদাত্রী দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ পূর্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবীধ্যানে গভীর তন্ময়তা লাভে ও সমাধি প্রভাবে তিনি স্থাবর সদৃশ হইয়া গেলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রসন্না হইয়া জগন্মাতা তাঁহাকে দর্শন প্রদানান্তে বর দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রতের পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু নামে খ্যাত।

স্বারোচিষ কালিন্দী তটে দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা ও তপস্যা করেন। দ্বাদশ বৎসর তপস্যার ফলে স্বারোচিষ সহস্র সূর্য্যসম—কান্তিযুক্তা দেবী ভগবতীর দর্শন লাভ করেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম ও তামস যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ মনু নামে খ্যাত। তামসের কনিষ্ঠ পুত্র রৈবত পঞ্চম মনু ও অঙ্গরাজের পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু নামে খ্যাত। শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত সপ্তম মনু এবং সূর্য্যনন্দন সাবর্নি অষ্টম মনু রূপে বিখ্যাত। দেবী ভাগবতের দশম স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে আছে, পূর্ব্বজন্মে সাবর্নি স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত রাজা সুরথ ছিলেন। রাজা সুরথ সুমেধা মুনির নির্দ্দেশে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভক্তিভরে পূজা করেন। সুতরাং দেবী ভাগবত অনুসারে রাজা সুরথের পূর্ব্বে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব ও দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে ভগবতীর আরাধনা করেন। অতএব দেবী-ভাগবত অনুসারে দুর্গাদেবী মৃন্ময়ী প্রতিমায় তিনবার সম্পূজিতা হইয়াছিলেন।)

(শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, চিক্ষুর, দুর্ম্মুখ, বাস্কল ও তাম্র প্রভৃতি অসুর মহিষাসুরের পক্ষে চণ্ডীদেবীর সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু তাহাদের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নাই। দেবী-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়দ্বয়ে উল্লিখিত অসুর সমূহের যুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। বাস্কল ও দুর্ম্মুখ দৈত্যদ্বয় মদমত্ত হইয়া সমরে গমনপূর্ব্বক জলদগম্ভীর বচনে দেবীকে কহিলেন, "দেবি, যে মহাত্মা মহিষ দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, হে বরারোহে, তুমি সেই দৈত্যপতিকে বরণ কর।" এইরূপে দুই দৈত্য দেবীকে নানা মিষ্ট-বাক্য বলিবার পর দেবী তাহাদিগকে নিম্নোক্ত প্রকারে তিরস্কার করিলেন, "ওরে বাস্কল, ওরে দুর্ম্মুখ, তোরা ত্বরায় সেই মাতঙ্গোপম মহাকায় শৃঙ্গধারী মহিষাসুরের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিবি, হয় সে পাতালে প্রবেশ করুক, আর না হয় সে আসিয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউক। আমি তাহাকে সংহার না করিয়া যাইব না।" সেই দৈত্যদ্বয় দেবীবাক্য শ্রবণে কোপাকুলিত লোচনে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধার্থী হইল ও সুগভীর সিংহনাদ করিয়া উভয়ে যুগপৎ ভীষণ বাণবৃষ্টি আরম্ভ করিল। দেবী ভগবতী নির্ভয় চিত্তে অবস্থান পূর্ব্বক দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য সুমধুর শব্দ করিয়া শরনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অসুরদ্বয়ের মধ্যে বাস্কল সত্বর সেই রণাঙ্গনে দেবীর সম্মুখীন হইল ও দুর্ম্মুখ দর্শকরূপে দেবীর অভিমুখে অবস্থিতি করিল। তৎকালে দেবী ও বাস্কলের বাণ, অসি ও পরিঘ প্রহারে ভীরুজনের ভয়প্রদ তুমুল সংগ্রাম চলিল। অনন্তর

জগন্মাতা বাস্কলকে যুদ্ধোন্মত্ত দর্শনে ক্রুদ্ধা হইয়া শিলা-শাণিত আকর্ণাকৃষ্ট পঞ্চবাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। তখন সেই শক্তিশালী দানব নিশিত শর-নিকরে দেবীর শরজাল ছেদনপূর্বক সিংহবাহিনীকে সপ্তশরে তাড়িত করিল। পরে দেবীও দশটি সুতীক্ষ্ণ সায়কদ্বারা সেই খল দৈত্যকে প্রহার পূর্বক তাহার শরসমূহ ছেদন করিয়া মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করিলেন। অনন্তর অর্ধচন্দ্রবাণে শরাসন সংছিন্ন হইলে বাস্কল গদা লইয়া দেবীকে সংহারার্থ তৎসম্মুখে উপনীত হইল। তখন চণ্ডিকা সেই মদগর্বিত দানবকে গদাহস্তে আসিতে দেখিয়া স্বীয় গদাঘাতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন। বিক্রমশালী বাস্কলাসুর ভূতলে পতিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে গাত্রোত্থানপূর্বক পুনর্বার দেবীকে গদাঘাত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তদ্দর্শনে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া তাহার বক্ষস্থল শূল বিদ্ধ করিলেন। তখন বাস্কল ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বাস্কল নিহত হইলে তদীয় সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিল ও দেবগণ গগনমার্গ হইতে পরমানন্দে মহাদেবীর জয়ধ্বনি দিলেন। অতঃপর চণ্ডিকা ও দুর্মুখের মধ্যে তুমুল সংগ্রামের কাহিনী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত।

দেবী ভাগবতের নবম স্কন্ধে সাবিত্রী, মনসা, ষষ্ঠী, স্বাহা, স্বধা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীর উপাখ্যান বিবৃত। উক্ত স্কন্ধের ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে, ভগবান নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে স্বাহা ও স্বধার জন্ম কাহিনী বলিলেন। সৃষ্টির পূর্বে দেবগণ অগম্য মনোহর ব্রহ্মলোকে চতুরানন সভায় আহারার্থ গমন করিলেন ও বলিলেন, "হে বিধাতঃ, আমাদের আহার্য্যবস্তু স্থির করিয়া দিতে হইবে।" ব্রহ্মা দেবগণের নিকটে অভীষ্টদানের অঙ্গীকার করিয়া পরাৎপর হরিকে সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশরূপে যজ্ঞ-দেহ ধারণ করিলেন। যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবিঃ ব্রহ্মা দেবগণের আহার্য্যরূপে নির্দিষ্ট করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিক প্রদত্ত স্ব স্ব আজ্যভাগ পাইলেন না। দেবগণ আহার অলাভে বিষণ্ণ হইয়া পুনর্বার ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন ও অনাহার জন্য দুঃসহ ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শুনিয়া পুনরায় হরি-ধ্যানে মগ্ন হইলেন ও হরির আজ্ঞা অনুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন সর্বশক্তিরূপিণী অতি সুন্দরী শ্যামবর্ণা রমণীয়া মনোহরা ভক্তানুগ্রহপরায়ণা

এক দেবী প্রকৃতির অংশে আবির্ভূতা হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "হে পদ্মযোনে, অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন।" বিধি তাঁহার বাক্য শ্রবণে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন, "হে পরম সুন্দরি, তুমি অগ্নিদেবের দাহিকাশক্তি ও ধর্মপত্নী হও। অগ্নিদেব তোমার সাহায্য ব্যতীত হোমদ্রব্য ভস্ম করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম স্বাহা উচ্চারণ পূর্বক দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্দান করিবে, তদ্দত্ত হবিঃ লাভ করিয়া দেববৃন্দ পরমানন্দিত হইবে—এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে অম্বিকে, তুমি অগ্নির সম্পদ ও গৃহিণী। সুরগণ ও নরগণ তোমার পূজা করিবে।" এইরূপে স্বাহা দেবীর উৎপত্তি হইল। স্বাহা দেবী মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অগ্নিদেব স্বাহাদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক মনোহর তিনপুত্র প্রসব করিলেন। তদবধি মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ মন্ত্রান্তে স্বাহাশব্দ উচ্চারণপূর্বক প্রতিদিন হবির্দান করিতে লাগিলেন। ফল, শাখা, পল্লবাদি বর্জিত পুষ্পবৃক্ষ যেরূপ অশোভনীয় হয়, তদ্রূপ সর্বতন্ত্রই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য স্বাহাশূন্য হইলে শক্তিহীন হয়।

দেবী ভাগবতের নবম স্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ে স্বধা দেবীর কাহিনী পাওয়া যায়। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্বে মূর্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় ও তেজঃস্বরূপ পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সাতজন আনন্দদায়ক মনোহর পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু ও তর্পণ তাঁহাদের আহার্যরূপে নির্ণয় করিলেন। পিতামহ উল্লিখিত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি বিধানপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি দান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃগণ স্ব স্ব ভাগ পাইলেন না। ক্ষুধার্ত পিতৃগণ বিষণ্ণ-চিত্তে ব্রহ্মার সভায় যাইয়া তৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পিতৃগণের অন্নকষ্টের বিবরণ শুনিয়া ব্রহ্মা স্বীয় মন হইতে এক মনোহারিণী কন্যাকে সৃষ্টি করিলেন। রূপ-যৌবন সম্পন্না শতচন্দ্র সমকান্তি-যুক্তা ব্রহ্মবিদুষী গুণশালিনী বুদ্ধিমতী পতিব্রতা সেই কন্যার বর্ণ শ্বেত চম্পকসদৃশ ও অঙ্গ রত্নালংকারে বিভূষিত। বিশুদ্ধ প্রকৃতির অংশরূপা বরদাসুন্দরীর মুখে ঈষদ্ধাস্য বিরাজ করিতেছে। সেই সুরূপা স্বধা দেবী লক্ষ্মীর লক্ষণ সমূহে উপলক্ষিত এবং তাঁহার পাদপদ্ম শতপদ্মের উপরে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের পত্নী পদ্মবদনা, পদ্মনয়না, পদ্মজা স্বধাকে অর্ঘ্যাদি পিতৃগণের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। এবং ব্রাহ্মণগণকে গোপনে বলিলেন, "মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণ পূর্বক পিতৃদান

প্রদান কর। দেবগণের উদ্দেশ্তে দ্রব্য দানে স্বাহা মন্ত্র যেমন প্রশস্ত, পিতৃগণের উদ্দেশ্তে দ্রব্যদানে স্বধামন্ত্রও তদ্রূপ প্রশস্ত।"

উক্ত স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ে মঙ্গল চণ্ডীর উপাখ্যান প্রদত্ত। দক্ষা অর্থে চণ্ডী ও কল্যাণ অর্থে মঙ্গল। মঙ্গলকর বস্তুসমূহের মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা। যিনি মহীপুত্র মঙ্গলের পূজনীয়া ইষ্টদেবী, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। (সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মনুবংশসম্ভূত মঙ্গলের অভীষ্ট-দায়িনী ও আরাধ্যা দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী হইয়াছে। মঙ্গল চণ্ডিকা কৃপারূপিণী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তিভেদে মূলা প্রকৃতি মহেশ্বরী।)

ত্রিপুরাসুর বধের নিমিত্ত মহাদেব তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত ধ্যানে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বিধেয়।—

সৈষা ললিতকান্ত্যা দেবীমঙ্গল চণ্ডিকা।
বরদা-ভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্বঙ্গীললিতপ্রভা॥

"যাঁহার নাম মধুর ও মনোহর, যাঁহার দুইহস্তে বর ও অভয় মুদ্রা দ্বয় শোভিত, যিনি দ্বিভুজা ও গৌরবর্ণা, যিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা ও উজ্জ্বল মুকুটে সুভূষিতা, যিনি রক্তবর্ণ কৌষেয় (চেলি) বস্ত্র পরিহিতা, যিনি সহাস্তবদনা সুন্দরাননা, নব যৌবনা ও যিনি সুন্দরাঙ্গী ও লাবণ্য মণ্ডিতা, তিনিই মহাদেবী মঙ্গলচণ্ডী।"

দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ পরস্পর পরিপূরক ও সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। তাহা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরাণের পৌর্বাপর্য্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের অল্প পূর্বে বা কিঞ্চিৎ পরে তন্ত্রযুগ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তখন শারদীয়া দুর্গাপূজা ব্যাপক হইয়া পড়ে। বসন্তকালীন দুর্গা পূজার প্রচলন হ্রাস পাইবার পরেই শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। সেই তন্ত্রযুগেই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা দেবীমাহাত্ম্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেবী ভাগবত তৎপূর্বেই বর্তমান ছিল।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্পকাল দীর্ঘ আয়ুঃপ্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতার নাম মৃকণ্ডু ও মাতার নাম সুমিত্রা। মৃকণ্ডু ভৃগুমুনির পুত্র ছিলেন ও তাঁহার মাতার

নাম খ্যাতি। ভৃগুর পৌত্র মার্কণ্ডেয় অল্লায়ু লইয়া জন্মগ্রহণ পূর্বক কিরূপে মৃত্যুঞ্জয়ী হন, তাহা নারসিংহ পুরাণের সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত। ভরদ্বাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সূত মুনি এই উপাখ্যান বর্ণনা করেন। সর্বপ্রথমে এই অদ্ভুত কাহিনী ব্যাসদেব শুকদেবের নিকট কুরুক্ষেত্রে প্রকাশ করেন। মার্কণ্ডেয় ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, এই শিশু দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণে পিতামাতা খিন্নমান ও ভগ্ন-হৃদয় হইলেন। উপনয়নান্তে মার্কণ্ডেয় গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপনপূর্বক পিতৃগৃহে ফিরলেন। সর্বদা পিতামাতাকে দুঃখাপন্ন দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মাতার নিকট হইার কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। সুমিত্রা স্বপুত্রের নিকট দৈববাণীর কথা বলিলেন। প্রাজ্ঞ পুত্র নিম্নোক্ত প্রকারে দুঃখার্ত মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন, আমি তপোবলে মৃত্যুঞ্জয় করিব। ইহা বলিয়া তিনি ঘোরারণ্যে ভল্লীবন মধ্যে পিতামহ ভৃগুমুনির নিকট গমন করিলেন এবং পিতার দুঃখ অপনোদনের সদুপায় জানিতে চাহিলেন। প্রাজ্ঞ পৌত্রকে ভৃগুমুনি কহিলেন, "হে বৎস, ব্রহ্মার পুত্র নারদ অজয় অমর নরসিংহের আরাধনার ফলে জরামৃত্যু জয় করিয়া চিরায়ু হন। তুমি নিরাময় নারায়ণের উপাসনা কবিলে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।" পিতামহের উপদেশে বালক মার্কণ্ডেয় সহ্যগিরি সম্ভূতা ভদ্রা নদীতটে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রজপে ও ব্রহ্মরূপ সনাতন নারায়ণের মূর্তি-ধ্যানে মগ্ন হইলেন। দেবদেব বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ও তৎকর্ণে বাসুদেব মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মৃত্যুকাল সমাসন্ন হইলে যমদূতগণ তাঁহাকে লইতে আসিলেন; কিন্তু নারায়ণের নির্দেশে বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া যমদূতগণকে অপসারিত করিলেন। অনন্তর যমরাজ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণকে তথায় আবির্ভূত দেখিয়া বুঝিলেন, মার্কণ্ডেয় মৃত্যু-জয় করিয়াছেন ও চিরায়ু হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় ভক্তিভরে যুক্তকরে নারায়ণকে স্তব করিলেন ও বলিলেন, মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি। প্রাণপণে নিরঞ্জন নারায়ণের আরাধনা করিলে জরা-মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়। মহাভারতে মার্কণ্ডেয়ের উপাখ্যান পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয়ের জন্মতিথি পূজাদি নিমিত্ত নিম্নোক্ত ধ্যান ও প্রার্থনা 'তিথি-তত্ত্ব' পুস্তকে উল্লিখিত। উক্ত ধ্যান যথা—দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্। মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ চিরায়ুষম্ ॥

তাঁহার প্রার্থনা মন্ত্র এইরূপ—

চিরজীবি যথাত্বং ভো ভবিষ্যামি তথামুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়াযুক্তশ্চ সর্বদা॥
মার্কণ্ডেয়মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থং সিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

মহামায়াতত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রের সারভূতা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়ার স্বরূপ। মৎকৃত চণ্ডীব্যাখ্যার পাদটীকায় নানাস্থানে মহামায়ার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত এবং বিভিন্ন তন্ত্র হইতে বাক্যোদ্ধারপূর্বক নিঃসংশয়ে সমর্থিত। মহামায়াতত্ত্ব দেশে-বিদেশে কিরূপে উপলব্ধ হয়েছে, তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় 'মহামায়া' নামক তৎকৃত ইংরাজী গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ রচিত 'মা' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ও চণ্ডীতত্ত্বের একটি সুললিত ব্যাখ্যা। উহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী নামক চরিত্রত্রয়ব্যতীত মহেশ্বরী নামক চতুর্থ চরিত্র স্বীকৃত। ইহা শ্রীঅরবিন্দের কল্পনাপ্রসূত ও অশাস্ত্রীয় মনে হয়। মহামায়া শব্দ চণ্ডীতে আটবার দৃষ্ট হয়। চণ্ডীতে যোগমায়া শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু মহামায়া শব্দের পরিবর্তে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েকবার দেখা যায়।

অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া এই শব্দ চতুষ্টয় একার্থবোধক। গীতাতে যোগমায়া শব্দটী মাত্র একবার দেখা যায়। গীতায় ভগবান বলেন, "অবতার পুরুষ যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া নিজকর্ম করেন। সেজন্য মূঢ়জীব তাঁহার অব্যয়স্বরূপ জানিতে পারে না।" ইহাই বিষ্ণুমায়া এবং চণ্ডীতে উল্লিখিত। মহামায়া ও বিষ্ণুমায়া ভিন্নার্থবোধক। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের উল্লেখ বহুবার দেখা যায়। মহামায়া কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি কাত্যায়নী নামে অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রজধামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী এবং ব্রজাঙ্গনাগণ মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। ব্রজকুমারীগণ নিম্নোক্ত প্রকারে প্রার্থনা করিতেন।—

কাত্যায়নী মহামায়ে মহা যোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দ গোপসুতং দেবী পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

অনুবাদ—হে কাত্যায়নী মহামায়ে, তুমি মহাযোগিনী ও ব্রজধামের

অধিশ্বরী। আমি যেন নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই। তোমাকে নমস্কার করি।

ভাগবতে কাত্যায়নী দেবী চণ্ডিকা, ভদ্রকালী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে অভিহিতা। ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক। বেদোক্ত মায়া ও তন্ত্রোক্ত মহামায়া সমানার্থক নহে। মায়ার পরমার্থিক সত্তা নাই, ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। মায়া অনির্বচনীয়, কিন্তু সৎ স্বরূপা বা অসৎ স্বরূপা নহে। আর তন্ত্রোক্ত মহামায়া ত্রিকালাবাধিতা সত্তারূপিণী ব্রহ্মশক্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে মহামায়া নিত্যা হইয়াও জগন্মুর্ত্তি ও সর্বব্যাপিনী। দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি নামরূপ পরিগ্রহ করেন। অবশ্য, বেদান্ত ও তন্ত্রে কোন বাস্তব বিরোধ নাই। ইহার কারণ, প্রথমটি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি সাধনশাস্ত্র মনে হয়। সাধক রামপ্রসাদ একটি বাক্যেই মহামায়াতত্ত্ব সরলভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। যাঁহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া স্বরূপতঃ অভিন্ন।

ভাস্কর রায়কৃত গুপ্তবতীটীকার উপোদ্ঘাতে শাক্তসিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। তিনি মন্তব্য করেন, "এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ মায়ার আবরণে ধর্ম ও ধর্মীরূপে প্রতিভাসিত হন। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ বহুভাবে বর্ণিত। এই ঈক্ষণই ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। এই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই ব্রহ্মধর্ম। ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী হইতে অভিন্ন। যেমন অগ্নি ও তাঁহার দাহিকা শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না, তেমনই ধর্মও ধর্মী হইতে স্বতন্ত্র হয় না। এই ধর্মের অন্য নাম শক্তি।" যেমন জল ও উহার তরলতা, দুগ্ধ ও উহার শুভ্রতা, মণি ও উহার ঔজ্জ্বল্য এবং সমুদ্র ও উহার তরঙ্গ অভিন্ন, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। যিনি কালী, তিনিই নামরূপ বিমুক্ত হইলে ব্রহ্ম হন। যেমন গতিহীন ও গতিশীল সর্প একই, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়, নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম সেইরূপ এক। ব্রহ্মধর্ম উপাসক-ভেদে পুরুষরূপে বা নারীরূপে প্রতিভাত হন। পুরুষরূপে তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তিই বিষ্ণু ও সংহারশক্তিই শিবরূপে উপাসিত হন। ব্রহ্মধর্ম নারীরূপে আদ্যাশক্তি ভবানী। স্বচ্ছ স্ফটিকে লাল জবাফুলের

প্রতিবিম্ব পড়িলে উহা যেমন লাল দেখায়, তদ্রূপ ধর্মের কর্তৃত্বাদি গুণের প্রভায় নিক্রিয় ধর্মী ও কর্তৃত্বাদি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম জড় নহে, জীবও নহে। পরন্তু উহা চিতি, চৈতন্ত। চণ্ডীতে (৫।৩৪) আছে, 'চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।' অর্থাৎ চিতিরূপে আত্মাশক্তি সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। 'শক্তিসূত্র গ্রন্থেও' উক্ত হইয়াছে, 'চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বোৎপত্তি হেতুঃ।' অর্থাৎ চিৎশক্তিই স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ। শাক্ত সিদ্ধান্তের মতে চিৎশক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদান্ত মতে মায়াশক্তি-শবলিত ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রসূত হয়। এই বিষয়ে উভয় সিদ্ধান্তে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয় সিদ্ধান্তের পার্থক্য এই যে, বেদান্ত-মতে ব্রহ্মধর্ম মায়িক; কিন্তু শাক্তমতে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, এক; ধর্ম চিদ্রূপ, পারমার্থিক। শাক্তসিদ্ধান্তের সারতত্ত্ব এই যে, মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা। ধর্ম জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া চিদ্রূপিণী, সদ্রূপিণী ও আনন্দরূপিণী এবং এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বাক্যাবলী দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। দেবীকে চণ্ডীর ১১।৫৪ মন্ত্রে জগন্মূর্তি, ১।৭৮ মন্ত্রে জগন্ময়ী, ১১।৪ মন্ত্রে মহীস্বরূপা এবং ১১।৩৩ মন্ত্রে বিশ্বরূপা বলা হইয়াছে। ইহাই বিশ্বমাতার বিশ্বরূপ, বিরাটমূর্তি। টীকাকার নাগোজী ভট্টের মতে এইসকল বাক্যে দেবীর জগদতিরিক্ত মুখ্য শরীরাভাব ধ্বনিত এবং দেবী জগদাশ্রয়ভূতা মহাশক্তি। শাক্তসিদ্ধান্ত বিবর্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদের অধিকতর নিকটবর্তী। মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।১১) আছে, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'। ইহার অর্থ, দৃশ্য জগতে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মমূর্তি। দেবীপূজার আসন-শুদ্ধিমন্ত্রে পৃথিবী দেবীরূপে সম্বোধিতা ও সম্পূজীতা। ঋগ্বেদীয় দেবী-সূক্তের শেষে আছে, ব্রহ্মময়ীদেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হইয়াও দৃশ্যমান বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহামায়া মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী— এই তিনরূপে প্রধানতঃ প্রকাশিতা। মহাকালী তামসী, মহালক্ষ্মী রাজসী ও মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী। সরস্বতীদেবী বাংলায় মরালবাহনা ও দাক্ষিণাত্যে ময়ূরবাহনা। সচ্চিদানন্দময়ী দেবীর গুণভেদে তিনটি ব্যষ্টিরূপ মূলতঃ এক ও অভেদ। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে— মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাত্মকে।

মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞান সুসিদ্ধয়ে॥
অনুসন্দধ্মহে চণ্ডি বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে॥

অর্থাৎ মহাসরস্বতী চিদ্রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্রূপা এবং মহাকালী আনন্দরূপা। হে

চণ্ডিকে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তোমাকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করি। দেবী ভাগবতে আছে।—

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্ব দৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাঽহম্ অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

ইহার অর্থ, আমি ও ব্রহ্ম এক, উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আমি। আমি যাহা, তিনিও তাহাই। এই ভেদ ভ্রমজাত, অবাস্তব। ভ্রমজ্ঞান ভূমাজ্ঞানে বাধিত হয়। ঈশোপনিষদে আছে, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। ইহার অর্থ, সূর্য্যমণ্ডলে যে দিব্যপুরুষ অধিষ্ঠিত, আমিও স্বরূপতঃ তাহাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর নিম্নোক্ত নামাবলী প্রদত্ত।—চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, নারায়ণী, শাকম্ভরী, সরস্বতী, সনাতনী, মহামায়া, বিষ্ণুমায়া, শতাক্ষী, ভ্রামরী, রক্তদন্তিকা, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বেশ্বরী, দেব জননী, বেদমাতা, সাবিত্রী, মহাদেবী, মহাসুরী, পরমেশ্বরী, তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী, শিবা, সিংহবাহিনী, খড়্গিণী, কালী, গদিনী, ভদ্রকালী, শঙ্খিনী, শূলিণী, চক্রিণী, চাপিণী, অম্বিকা, ঈশ্বরী, বরদা, শ্রী, মহেশ্বরী, ত্রয়ী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপরাজিতা, পার্বতী, কল্যাণী, ভীমাক্ষী, ভৈরবনাদিনী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, কৌশিকী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী, কাত্যায়নী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ইত্যাদি।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'Eastern Indian School of Medieval Sculpture' নামক গ্রন্থে (১১৫ পৃঃ) বলেন, "উত্তর ভারতে যত পার্বতী ও দুর্গামূর্ত্তি পূজিতা হন, তন্মধ্যে অষ্টভুজা, দশভুজা ও দ্বাদশভুজা প্রতিমাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতে নাগোদারাজ্যে ও বোম্বাই-প্রদেশান্তর্গত বিজাপুরের বাদামীতে অবস্থিত মহিষমর্দিনী মূর্ত্তি দশভুজা। মহিষমর্দিনীর দশভুজা, ষড়ভুজা ও দ্বাদশভুজা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কাশী হইতে আনীত ও রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীতে রক্ষিত দুর্গামূর্ত্তি ষড়্‌ভুজা। দিনাজপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত দুর্গামূর্ত্তি দ্বাদশভুজা। তবে দশভুজা দেবীমূর্ত্তির প্রচলন ব্যাপক দেখা যায়।

দেবীর মহিষমর্দিণী মূর্ত্তিই বঙ্গদেশে পূজিত এবং সমগ্র ভারতে প্রচলিত। সুদূর প্রাচ্যে যবদ্বীপেও উক্তমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মহিষমর্দিনীমূর্ত্তি মধ্যভারতের উদয়গিরি গুহাতে অবস্থিত। উহা দ্বাদশভুজা ও সম্ভবতঃ প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীমূর্ত্তি। মধ্যভারতে ভূমারস্থ শিবমন্দিরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী মূর্ত্তি বিদ্যমান।

মহাবলীপুরমের মহিষমর্দিনীমণ্ডপে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের অষ্টভুজা মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। ইলোরাতে অনুরূপ দুর্গা মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউলে মহিষমর্দিনী দুর্গাদেবীর একটি সুন্দর অষ্টভুজা মূর্ত্তি আছে আর বঙ্গদেশে দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্ত্তিই সর্বত্র প্রচলিত ও পূজিত।

মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, মহাকালী দশভুজা ও মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। বৈকৃতিকরহস্য অনুসারে দেবী সহস্রভুজা হইলেও তিনি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা ও ধ্যেয়া। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভুজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্যস্থলে দেবীকে সহস্রনয়না বা বিশ্বতশ্চক্ষু বলা হইয়াছে। চণ্ডীব পঞ্চম অধ্যায়ে দেবতাগণ মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন, চেতনা, বুদ্ধি. নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি. দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তিরূপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা। শুধু তাহাই নহে, মানবদেহের প্রতি অঙ্গে এবং বিশ্বের সর্ব বস্তুতে দেবী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও নারীমূর্ত্তিতে তাঁহার সর্বাধিক প্রকাশ বিদ্যমান। ইহা চণ্ডীব নারায়ণীস্তুতিতে উক্ত। দেবীর অংশে নারীমাত্রেরই জন্ম অল্পবয়স্কা সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ধ নারীমূর্ত্তি জগদম্বার জীবন্ত বিগ্রহ। প্রত্যেক নারীতে মাতৃবুদ্ধিভাবনা এবং প্রত্যেক নারীকে দেবীমূর্ত্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই মহামায়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই হেতু দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা বিহিত। প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, নারী-মূর্ত্তিতে দেবীর প্রকাশ অনুধ্যান করাও তেমনি কর্ত্তব্য। সেইজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় ধর্মপত্নী সারদামা'কে দেবীজ্ঞানে ফুল, চন্দন ও মন্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে, শুম্ভবধে উৎফুল্ল হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কাত্যায়নীকে স্তবকালে বলিলেন, হে দেবি, বেদাদি অষ্টাদশ-বিদ্যা এবং চতুঃষষ্টি কলাযুক্তা নারীগণ আপনার অংশভূতা। চতুর্ধরী টীকায় অষ্টাদশবিদ্যা নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত।—

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণানি বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশঃ॥
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঃ চ বিদ্যাহষ্টাদশৈব তাঃ॥

অনুবাদ—ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), চারিবেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব), ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই অষ্টাদশ বিদ্যা।

দংশোদ্ধার টীকায় শৈব তন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্ঠীকলার নামাবলী নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত।—১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য, ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য, ৬ তণ্ডুলকুসুমচলীবিকার, ৭ পুষ্পাস্তরণ, ৮ দশনবসনাঙ্গের রাগ (দশন-বসন-রঞ্জন), ৯ মণিভূমিকর্ম, ১০ শয়ন রচনা, ১১ উদকবাদ্য, ১২ চিত্রযোগ, ১৩ চিত্রমাল্যগ্রথনবিকল্প, ১৪ শেখরাপীযোজনা, ১৫ নেপথ্যযোগ (বেশরচনা-কৌশল), ১৬ কর্ণপত্রভঙ্গি, ১৭ সুগন্ধযুক্তি, ১৮ ভূষণ যোজনা, ১৯ ঐন্দ্রজাল, ২০ কৌচুমারযোগ (সাজসজ্জা বা কুরূপকে স্বরূপ করিবার বিদ্যা), ২১ হস্তলাঘব, ২২ চিত্রশাখাপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, ২৩ পানকরসরাগাসব যোজনা, ২৪ সূচিবয়ন কর্ম, ২৫ সূত্র ক্রীড়া, ২৬ ডমরুবীণাবাদ্যাদি, ২৭ প্রহেলিকা, ২৮ প্রতিমালা, ২৯ দুর্বচকযোগ, ৩০ পুস্তক বাচন, ৩১ নাটকাখ্যায়িকা দর্শন, ৩২ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৩ পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প, ৩৪ তর্ক-কর্ম, ৩৫ তক্ষণ, ৩৬ বাস্তুবিদ্যা, ৩৭ রূপরত্ন পরীক্ষা, ৩৮ ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতিমতে যন্ত্রশিল্প), ৩৯ মণিরাগজ্ঞান, ৪০ আকারজ্ঞান, ৪১ বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, ৪২ মেষকুক্কুটলাবক—যুদ্ধবিধি, ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপন, ৪৪ উৎসাদন, ৪৫ কেশমার্জ্জনা, ৪৬ অক্ষর মুষ্টিকা (অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা) —কথন, ৪৭ ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, ৪৮ দেশভাষাজ্ঞান, ৪৯ পুষ্পশকটিকা, ৫০ নিমিত্তজ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সংবাচ্য, ৫৪ মানসী কাব্যক্রিয়া, ৫৫ অভিধানবিদ্যা, ৫৬ ছন্দোজ্ঞান, ৫৭ ক্রিয়াবিকল্প, ৫৮ ছলিতকযোগ, ৫৯ বস্ত্রগোপনাদি, ৬০ দ্যূতবিশেষ, ৬১ আকর্ষণক্রীড়া, ৬২ বালক্রীড়নকানি, ৬৩ বিশেষক-ছেদ্যক-তিলকাদিরচনা, ৬৪ বৈনায়িকী ও বিয়াসিকী বিদ্যার জ্ঞান।

১ সম্ভবতঃ টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে আবির্ভূত হন ও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার লুপ্তপ্রায় উপক্রমণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

যস্যাঃ কোটিজগন্তি সন্তি কতিধা
নো সন্তি বা কুত্রচিৎ।
অত্র ব্রহ্মমহেন্দ্র শংকর মুখাঃ
কে কে ন কত্যাসতে॥

যৎপাদাব্জ রজঃ কণারুণ শিরাঃ
তদ্ব্রহ্ম বাত্যঞ্জসা।
তাং বন্দে জগদীশ্বরীং ভগবতীং
সচ্চিন্ময়ীমম্বিকাম্॥
শ্রুতিং স্মৃতিঞ্চাপি পুরাণজাতং
বিলোক্য তন্ত্রাণি শিবোদিতানি।
গোপালনামা বিবুধো বিধত্তে
টীকামিমাং সপ্তশতীস্তবস্য॥
যদ্যস্তি টীকা প্রচুরা কবীনাং
নিবেশিতা তত্র চ সৎপ্রমেয়া।
তথাপি টীকা মম দর্শনীয়া
বুধৈরয়ং মূর্দ্ধ্নি কৃতোঽঞ্জলির্মে॥
সন্তি চেদ্বহবো দোষাঃ গুণলেশোঽপি কুত্রচিৎ।
অনুগৃহ্নন্তু গৃহ্নন্তু সন্তো গুণকণং মম॥

অথাস্য মাহাত্ম্যস্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তরাল পাতিত্বেন অবিদিত বক্তৃশ্রোতৃত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানায় আখ্যানোপক্রমণিকা লিখ্যতে। যথা প্রাক্ কিল ভগবান্ বাদরায়ণান্তেবাসী জৈমিনিরধীত সাঙ্গ বেদেতিহাসাদিরপি মহাভারতাখ্যানেষু কেষু কেষ্বপি সন্দিহানো দ্বৈপায়নাবসরমলভমানশ্চিরজীবিনং মহর্ষি মার্কণ্ডেয়মুপাগম্য পপ্রচ্ছ, "ভগবন্ কথং ভগবান্নারায়ণো মানুষেষু জজ্ঞে, কথং বা পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চানামেকৈব দ্রৌপদী ভার্য্যা বভূব, কথঞ্চ ভগবান্ রামো ব্রহ্মহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন চকার, কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াঃ পঞ্চ শ্রীকৃষ্ণনাথাপ্যনাথবৎ অকৃতদার পরিগ্রহা এব মৃতাঃ, এতৎ সর্ব্বং মম সন্দেহ বিষয়ং ব্রূহীতি।" তদেবমুক্তো মার্কণ্ডেয়োঽপি প্রাহ স্ম, নায়মস্মাকং কথাবসরঃ। কিঞ্চ সমুপস্থিতোঽয়ং ক্রিয়াকালস্তদেতান্ প্রশ্নান্ বিবিধবিদ্যা বিশারদান্ বিজ্ঞাতশব্দব্রহ্মণপতত্রিণো মুনিতনয়ান্ প্রাগ্জন্মনি পিতৃশাপেন পক্ষিযোনিমাপন্নানবিনষ্টপ্রাগ্জন্মার্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানান্ বিন্ধ্যকন্দরালয়ান্ দ্রোণপুত্রান্ পিঙ্গাখ্যবিরাধ-সুপুত্র-সুমুখসংজ্ঞকান্ চতুরঃ পক্ষিণঃ পৃচ্ছ। তে কিল সর্ব্বসন্দেহবিষয়মসন্দিগ্ধং বক্ষ্যন্তীতি। অথ তদুপদিষ্টো জৈমিনিরপি বিন্ধ্যাচলং গত্বা শিলাপট্টাসীনাংস্তানেতানেব প্রশ্নান্প্রপচ্ছ। তে চ ক্রমেণ তান্ প্রশ্নান্ নিরূপ্য ক্রমেণ তৎপৃষ্টানন্যানপি প্রশ্নান্ মার্কণ্ডেয়ক্রৌষ্টুকি সংবাদানুক্রমেণ কথয়ন্তশ্চতুর্দশমন্বন্তর

কথাপ্রসঙ্গেনাষ্টমমন্বন্তরাধিপতিঃ সুরথ এব দেবী প্রসাদাদেব সাবর্ণিনামা বভুবেতি কথয়িতুং সুরথং প্রতি দেবীপ্রসাদক্রমং সপ্রস্তাবমাহ্র্মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদিনা সমগ্রগ্রন্থমতো মার্কণ্ডেয়োক্তক্রমেণৈব তদ্বক্ষ্যাম ইতি সূচয়িতুং মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যুক্তং। অতিচিরজীবিত্বাৎ সর্বং তস্য প্রত্যক্ষমেবৈতদিতি শ্রোতুরতীব প্রতীতিজননার্থঞ্চ। অথৈতন্মাহাত্ম্যস্যাস্তাবধিমাহ রুদ্রযামলে, পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ। সমাপয়েত্তু তস্যান্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনুরিতি॥

নন্বেবমুপক্রমে মার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যস্য বিরামে চ পুষ্পিকায়া এতন্মাহাত্ম্যান্তর্গতত্বাৎ নাভূৎ। তথাচ সতি ততঃ সপ্তশতীং পঠেদিতি বিধি দর্শনাচ্চ সপ্তশত্যা এব পাঠো যুজ্যতে ন তু আদাবন্তে চানয়োঃ। অত্রোচ্যতে সহস্রনামাদৌ উপক্রম-ফলশ্রুতিবৎ অঙ্গাঙ্গি তয়া পাঠো ন্যায্যঃ, সাবর্ণিরিত্যাদিস্তু মুখ্যাচারঃ। অতএব পদ্ধতিকৃদ্ভিরপি সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুরিত্যন্তং দেবী মাহাত্ম্যমিত্যভিলাপে লিখ্যতে দৃশ্যতে চ,—

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। ইতি শ্রীপদ্মপুরাণীয়েন শুক-প্রোক্তমাত্রস্যৈব ভাগবতত্বেঽপি তদঙ্গত্বেন প্রথমস্কন্ধশেষয়োরপি ভাগবতত্বমিতি। অথ গ্রন্থার্থো ব্যাখ্যায়তে॥

অনুবাদ—চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার করি। যাঁহার কোটী কোটী বিভিন্ন জগৎ আছে, কোথায় বা তাঁহার জগৎও নাই, ঐ সকল জগতে কত কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আছেন, যাঁহার পাদপদ্ম রজঃ কণার অরুণালোক শিরে ধরিয়া মুমুক্ষুগণ অনায়াসে ব্রহ্মত্ব সংপ্রাপ্ত হন, সেই জগদীশ্বরী ভগবতী সচ্চিদানন্দময়ী অম্বিকাকে বন্দনা করি। বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিও শিবপ্রোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্তী সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের এই টীকা রচনা করেন। যদিও পণ্ডিতগণ কর্তৃক বিরচিত বহু টীকা বর্তমান, এবং সেই সকল টীকায় সৎ প্রমেয় সমুহ সন্নিবিষ্ট, তথাপি মস্তকে কৃতাঞ্জলী হইয়া পণ্ডিতগণকে এই টীকা পড়িতে প্রার্থনা করিতেছি। যদিও ইহাতে বহুদোষ আছে এবং কোথাও কোথাও গুণলেশ দৃষ্ট হয়, সাধুগণ আমার ঐ গুণকণাই গ্রহণ করিবেন, দোষ দৃষ্টি করিবেন না।

অনন্তর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তরালে অবস্থিত দেবীমাহাত্ম্যের বক্তা ও শ্রোতা অজ্ঞাত থাকায় তাহা প্রকাশার্থ আখ্যায়িকার উপক্রমণিকা লিখিত হইতেছে। যেমন পূর্বে ভগবান বাদরায়ণের* (ব্যাসের)

---

*বদরীকাশ্রমে বদরীবৃক্ষ মূলে তপস্যা করার জন্য ব্যাসদেব বাদরায়ণ নামেও অভিহিত।

অন্তেবাসী (শিষ্য) জৈমিনি ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়নপূর্বক ইতিহাসরূপ মহাভারতের আখ্যানাংশে সংশয়াকুল হইয়া দ্বৈপায়ন (দ্বীপজাত) ব্যাসের অবসর না থাকায় চিরজীবী মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, কেন ভগবান বিষ্ণু নররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? কেন বা পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের একটি ভার্য্যা দ্রৌপদী হয়েছিল? এবং কেন ভগবান রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্যরূপে নানা তীর্থপর্য্যটন করেছিলেন? এবং কেন দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুরূপে পাইয়াও অকৃতদার (অবিবাহিত) অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন? এই সকল বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" ইহা জৈমিনী কর্তৃক উক্ত হইবার পরে মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এখন আমাদের কথা প্রসঙ্গের অবসর নাই। আর এখন আমার ক্রিয়াকাল উপস্থিত হয়েছে। অতএব তুমি সর্ববিদ্যা বিশারদ্ শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত বিন্ধ্যগুহাবাসী চারি পক্ষী, পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা দ্রোণমুনির পুত্র ছিলেন এবং পিতৃশাপে পক্ষীযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু পূর্বজন্মে অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই সকল সন্দেহ-বিষয় অসন্দিগ্ধভাবে বলেন। অনন্তর মার্কণ্ডেয় কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া জৈমিনী বিন্ধ্যাচলে গমনপূর্বক শিলাসনে সমাসীন পক্ষিগণকে সেই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা ক্রমশঃ ঐসকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নির্ণয় ও জৈমিনী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত অন্যান্য প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়-ক্রৌষ্টুকি সংবাদ ক্রমে বিবৃত হওয়ায় চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কথাপ্রসঙ্গে রাজা সুরথ দেবীকৃপায় অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি সাবর্ণি মনু রূপে জন্মিয়াছিলেন। এইকথা বলার উদ্দেশ্যে সুরথের প্রতি দেবীকৃপা সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়ের উক্তিরূপে তাহা বলিব। এইরূপে সমস্ত গ্রন্থ মার্কণ্ডেয়ের উক্তিরূপে ব্যাখ্যা করিব। ইহা সূচিত করিবার জন্য মার্কণ্ডেয় উবাচ (মার্কণ্ডেয় বলিলেন) গ্রন্থারম্ভে উক্ত হইয়াছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় চিরজীবী (সপ্তকল্পান্ত জীবন) বলিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত আছে। সেজন্য তাঁহার উক্তি শ্রোতার গভীর প্রতীতি (বিশ্বাস) জনক হইবে। অনন্তর এই দেবীমাহাত্ম্যের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তিনি বলিলেন। উক্তমর্মে রুদ্রযামল তন্ত্রে আছে, 'সাবর্ণি সূর্য্যতনয়' (সূর্য্য পুত্র সাবর্ণি) হইতে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিয়া সাবর্ণির্ভবিতামনুঃ' (সাবর্ণি মনু হইলেন) পর্যন্ত পাঠান্তে সমাপন করিবে।

প্রশ্ন—মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এইরূপে আরম্ভ ও বিরাম হওয়ায় উক্ত পুষ্পিকা (অংশ) এই মাহাত্ম্যের অন্তর্গত না হউক ? তাহা হইলে 'সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ করিবে' এইবিধি দর্শন নিমিত্ত সপ্তশত মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্য পাঠই যুক্তি সংগত হয় এবং আদিতে ও অন্তে 'মার্কণ্ডেয় বলিলেন' উক্তিদ্বয় ইহার অন্তর্গত হয় না। ইহার উত্তর কথিত হইতেছে। বিষ্ণু-সহস্র-নাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তোত্রের প্রারম্ভে 'শিবোঽবাচ' (শিব বলিলেন) কথিত আছে এবং এই অংশ সহস্রনাম পাঠের ফলশ্রুতিতুল্য অঙ্গাঙ্গীরূপে ন্যায় সঙ্গত হয়। সেইরূপ মার্কণ্ডেয় উবাচও সপ্তশতীর অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্তি যুক্তিসঙ্গত হয়। সেইরূপ মার্কণ্ডেয় উবাচও সপ্তশতীর অঙ্গাঙ্গীরূপে পঠিতব্য। অতএব সাবর্ণি ইত্যাদি মুখ্যাচার রূপে পরিগণিত, গৌণাচার নহে। অতএব পদ্ধতিকার প্রারম্ভে 'সাবর্ণি সূর্য্যতনয় ও শেষে সাবর্ণি মনু হইবেন, দেবী মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও এইরূপ পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে আছে, হে অম্বরীষ, শুকদেবকথিত ভাগবত পাঠ নিত্য শ্রবণ কর। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, শুকোক্তি ভাগবতের অঙ্গীভূত। এই হেতু প্রথম ও দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সিদ্ধ হইল। অনন্তর গ্রন্থার্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

[ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাভাষ্যে বলেন, 'লবণাকার নিপাতনায়েন সিদ্ধঃ।' ইহার অর্থ, যেমন গৃহ হইতে এক কলসী জল লইয়া লবণ সমুদ্রে ঢালিলে উহা লবণ সমুদ্রের অন্তর্গত হয়, তদ্রূপ অর্জ্জুন উবাচ, সঞ্জয় উবাচ প্রভৃতিবাক্য গীতাঙ্গ রূপে পরিগণিত।]

দেবীকবচ, দেবী কীলক ও অর্গলাস্তুতি এবং প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য ও মূর্তি রহস্য—এই ষড়ঙ্গের উপর ভাস্কর রায় কৃত গুপ্তবতী টীকা বাহির হইয়াছে। আর দেবী কবচ, দেবীকীলক ও অর্গলাস্তুতি এই অঙ্গ ত্রয়ের উপর দুর্গাপ্রদীপ নামক সরল টীকা দেখা যায়। দেবীকবচের উপর দুর্গাপ্রদীপ টীকার প্রারম্ভে কাত্যায়নীতন্ত্রের এই শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত।—

অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষট্কবিহীনা তু তথা সপ্তশতীস্তুতিঃ॥
তস্মাৎ এতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে॥
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতৎ অঙ্গহীনং নিষেবিরে।
হতা রামেণ তে যস্মাৎ নাঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ॥

অনুবাদ।—যেমন অন্ধখঞ্জ প্রভৃতি অঙ্গহীন মানুষ সর্ব কর্মে সমর্থ নহে, তদ্রূপ ষড়ঙ্গবিহীন চণ্ডীপাঠ সর্ব ফলপ্রদ হয় না। সেইহেতু চণ্ডীপাঠের পূর্বে ও পরে এই অঙ্গ ষট্‌ক অবশ্যই পড়িবে; নচেৎ প্রতি পদে শাপগ্রস্ত ও হানি প্রাপ্ত হইবে। রাবণাদি রাক্ষসগণ ষড়ঙ্গবিহীন চণ্ডীপাঠ করেছিলেন। সেজন্য তাঁহারা রাম কর্তৃক নিহত হন। অতএব অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ করিবে না। ইহাই কাত্যায়নী তন্ত্রের অভিমত ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত।

মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ জয়াখ্য গ্রন্থ বলিয়া অনেকে শাস্ত্র পাঠের পূর্বে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠের বিধান দেন—

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও পুরাণকার ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া জয়াখ্য চণ্ডী-গ্রন্থ পাঠ করিবে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠসূরী ও কাশীরাম বাচস্পতি উক্ত শ্লোকের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইল। নীলকণ্ঠকৃত টীকা।—নরঃ অবিদ্যাবিচ্ছিন্নং চৈতন্যং জীবঃ, তেন বিষয়ীকৃতে অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে ব্রহ্মণি,—শুক্তৌ, রজতবৎ কল্পিতং চরাচরম অপ্‌শব্দবাচ্যং নারম্, তদেব অয়নং প্রবেশস্থানং যস্য স নারায়ণঃ। যস্মিন্ জীবে কল্পিতস্য প্রপঞ্চস্য সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন কারণীভূত ইত্যর্থঃ। যথোক্তম্—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ ইতি।

'তং নারায়ণং নমস্কৃত্য,' তথা পরম্ উক্তরূপং নমস্কৃত্য। এনং বিশিনষ্টি 'নরোত্তম' মিতি। জীবো হি চেতনত্বেন জড়বর্গাৎ উৎকৃষ্টঃ, তত উৎকৃষ্টতরঃ কারণাত্মা নারায়ণঃ। ততোঽপি উৎকৃষ্টতমঃ নিরুপাধি চৈতন্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদিশ্রুতিষু প্রসিদ্ধম্। তদেব নরস্য নিরস্তাবিদ্যস্য জীবস্য নিষ্প্রপঞ্চং পারমার্থিকং রূপং ইতি যুক্তং। তস্যোত্তমত্বং বিশেষণম্। যথোক্তং—

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডনেতৃত্বাদয়ৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
তয়োশ্চ নয়নাৎ তত্ত্বং ব্রহ্মাপি নর উচ্যতে॥১
নরজানামপাং কার্য্যং নারং ব্রহ্মাণ্ডমিষ্যতে।
তদ্ যস্য বসতিস্থানং তেন নারায়ণো বিভুঃ॥২

খাবিদ্যাসৃষ্টপিণ্ডেন তাদাত্ম্যং যো গতো নরঃ।
স জীব স পরং ব্রহ্ম নরোত্তমপদাভিধম্ ॥৩
তদ্দ্যোতিকাং গিরং নত্বা ততো ব্যাপ্তস্তয়ৈব সন্।
সংসারজয়িনং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ ॥৪ ইতি

দেবীং নরনারায়ণ নরোত্তমতত্ত্ব প্রদ্যোতিনীং সরস্বতীঞ্চ নমস্কৃত্য এব-ততঃ ব্যাপ্ত তয়ৈব সরস্বত্যা পরম কারুণিক্যা জনবোধায় আবিষ্টঃ সন্ জয়ং। জয়ো নামেতিহা সোঽয় মিতি ভারতোক্তেঃজয়সংজ্ঞং ভারত আখ্যমিতিহাসং বা।—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব বিষ্ণুধর্মাশ্চ শিব ধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

ইতি ভবিষ্যৎবচনাৎ পুরাণাদিকং বা। চতুর্ণাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়-স্ত্রিয়া মিতি কোষাৎ অন্যং বা সর্বপুরুষার্থ প্রতিপাদকং গ্রন্থং শারীরকসূত্র ভাষ্যাদিরূপম্ উদীরয়েৎ উচ্চারয়েৎ। অত্র বিধিলিঙ মঙ্গলাচরণস্য গ্রন্থপাঠেঽপি আবশ্যকত্বং দর্শয়তা রচনারম্ভে সুতরাং তৎ দর্শিতম্।

নীলকণ্ঠকৃত টীকার অনুবাদ। নর শব্দের অর্থ অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন (পৃথক্কৃত, অংশভূত) চৈতন্যবিশিষ্ট জীব। সেই জীবদ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই নারায়ণ। যেমন মরুভূমিতে জলভ্রম হয়, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, আকাশে নীলিমা ভ্রম হয় ও শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়াবশে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব প্রপঞ্চ অপ্‌ শব্দবাচ্য নার, তাহাই অয়ন, আশ্রয়স্থান যাহার তাহাই নারায়ণ। ইহার অর্থ, স্বীয় আত্মাতে জীব কল্পিত প্রপঞ্চের সত্তা প্রকাশক বা কারণীভূত নারায়ণ। এইমর্মে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, আপ (জল) কে নারা বলে। নরশ্রেষ্ঠগণও আপো নামে কথিত। পূর্বেই নার তাহার অয়ন (আশ্রয়) হওয়ায় তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত। সেই নারায়ণকে নমস্কার করিয়া এবং উক্তরূপ নরকে (নরোত্তমকে) নমস্কার করিয়া, ইহাকে (নরকে) নরোত্তম শব্দে বিশেষিত করিতেছেন। চেতনতাহেতু জীবই অচেতন জড়বস্তুসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কারণস্বরূপ নারায়ণ তদপেক্ষা উত্তমতর। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নামরূপাদি উপাধিরহিত ব্রহ্মচৈতন্য। এই দুই শ্রুতিবাক্যে যথাক্রমে প্রসিদ্ধ আছে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত এবং বিজ্ঞানময় ও

আনন্দময়। অজ্ঞানমুক্ত জীবের তাহাই প্রপঞ্চরহিত পারমার্থিক স্বরূপ। ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ, যুক্তিসঙ্গত। সেজন্য নরের বিশেষণ উত্তম প্রযুক্ত হয়েছে। উক্ত মর্মে শাস্ত্রে কথিত আছে, পিণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ডে (বিশ্ব) উভয়ের নায়ক (চালক) নরদ্বয় জীব ও ঈশ্বর। এতদ্ উভয়ের বিশুদ্ধ নয়ন্ নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড নর নামে কথিত হন। নরজাত অপ্ সমূহের কার্য্য নায়কে বলা হয়। সেই নারায়ণ যাহার (ব্রহ্মাণ্ডের) বাসস্থান, আশ্রয়স্থল, তাহাই বিভু, ব্যাপক। যে নর স্বকীয় অজ্ঞান-সৃষ্ট দেহের সহিত ঐক্যবোধ প্রাপ্ত হন, তিনিই জীব; তিনিই স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম ও নরোত্তম শব্দে বিশেষিত। সেই ব্রহ্মবাচক বাক্যে নমস্কার করিয়া এবং তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সংসারজয়ী (সংসৃতি নাশক) জয়াখ্য গ্রন্থ পাঠ করিবে।

নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর ও তত্ত্বদাত্রী সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া এবং তৎপরে পরম করুণাময়ী সরস্বতীর ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের সুখ বোধের জন্য জয়াখ্য গ্রন্থ পাঠ করিবে। মহাভারতে উক্ত হয়েছে, ইতিহাসকে জয়গ্রন্থ বলে। অথবা মহাভারতরূপ ইতিহাসকে জয়াখ্য বলা হয়। মনীষিগণ বলেন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও রামচরিত (রামায়ণ) কৃষ্ণকৃত পঞ্চমবেদ (মহাভারত) এবং বিষ্ণুধর্মোত্তর ও শিবধর্মোত্তরাদি শাস্ত্র সমূহের নামও জয়। ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হেতু উপপুরাণ প্রভৃতিকেও জয় বলা হয়। কোষগ্রন্থ অনুসারে পুরুষার্থ চতুষ্টয়কেও জয় বলে। সর্বপুরুষার্থ প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যাদি অন্য গ্রন্থও উক্তশ্লোক পাঠান্তে উচ্চারণ করিবে। এখানে বিধিলিঙ্ প্রয়োগে গ্রন্থ পাঠারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন প্রদর্শিত। সেইজন্য গ্রন্থরচনায় প্রারম্ভে ইহা প্রদর্শিত হইল।

কাশীরাম বাচস্পতিকৃত টীকা—ওঁ নারায়ণায় নম ইত্যেকো নমস্কারঃ। নরোত্তমমিত্যস্ত নরবিশেষণত্বাৎ ওঁ নরোত্তমায় নরায় নম ইত্যেকঃ। সরস্বতী নদীব্যাবৃত্ত্যর্থং দেবী চ বিশেষণম্। অতঃ ওঁ দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নম ইত্যেকঃ। চৈবেত্যত্র চকারেণ ব্যাসসমুচ্চয়াৎ ওঁ ব্যাসায় নম ইত্যেকঃ। এবং নমস্কার চতুষ্টয়ং কৃত্বা, "ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি শ্রীভগবদ্-গীতানুসারেণ ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য পুরাণ প্রণবত্বেন—

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদিরয়েৎ॥

ইতি পঠিত্বা বর্ন্নানকাতিরিক্তকেত্যাদিবচনাৎ প্রণবকাদৌ অণ্ড্বা চেত্যাদি বচনাচ্চ

ন্যূনতাতিরিক্তত্বাদিপরিহারার্থং প্রণবমুচ্চার্য্য প্রকৃতং পঠেৎ। ব্যাস্‌-নমস্কারানন্তরং শিষ্টাচারাৎ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ইতি নমস্কারদ্বয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসমিতি ভাগবতীয় সূতোক্তৌ যঃ পাঠঃ, তস্য ন পুরাণ প্রণবত্বম্‌॥

কাশীরাম বাচস্পতিকৃত টীকার অনুবাদ। 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ,' ইহা একটি নমস্কার। নরোত্তম শব্দের নর বিশেষণ হেতু 'নরোত্তমায় নরায় নমঃ,' ইহা আর একটি নমস্কার। সরস্বতী শব্দের নদী-বাচকত্ব নিষেধার্থ দেবী বিশেষণ প্রদত্ত। অতএব "দেব্যৈ সরস্বত্যৈ নমঃ," ইহা আর একটি নমস্কার। 'চৈব' এইস্থানে চকার দ্বারা ব্যাস সমুচ্চয় (সমাহার) হেতু 'ওঁ ব্যাসায় নমঃ'— ইহা আর একটি নমস্কার। এইরূপে চারিবার নমস্কার করিয়া 'ওঁতৎসৎ' উচ্চারণ করিবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৭।২৩ শ্লোকে আছে, ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের এই তিন নাম বেদসিদ্ধ। এই গীতাবাক্য অনুসারে চতুর্বিধ নমস্কারান্তে ওঁ তৎসৎ উচ্চার্য্য। সমস্ত পুরাণ প্রণব স্বরূপ বলিয়া ওঁ নারায়ণং······মুদিরয়েৎ শ্লোকটী প্রারম্ভে পড়িবে। ইহা পড়িয়া, 'যদি পাঠে কিছু ন্যূন বা অতিরিক্ত হয়', এই শাস্ত্র বাক্য হেতু ন্যূনতা (অল্পতা) অতিরিক্তত্ব (অধিকতা) পরিহার নিমিত্ত প্রণব উচ্চারণপূর্বক মূলগ্রন্থ পাঠ করিবে। ব্যাসদেবকে নমস্কারান্তে শিষ্টাচারহেতু 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ এই দুই নমস্কার করিবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সূতবাক্যে আছে, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার। এই পাঠের পুরাণ প্রণবত্ব নাই। অতএব 'ব্যাসং' স্থলে চৈব পাঠান্তর যুক্তিসঙ্গত।

বঙ্গদেশে যাহা চণ্ডীপাঠ নামে অভিহিত, তাহাই বিহার প্রভৃতি প্রদেশে দুর্গাপাঠ নামে প্রচলিত। চণ্ডীপাঠ ও দুর্গাপাঠ দেবী মাহাত্ম্যের অখণ্ডপাঠ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শারদীয়া নবরাত্রিতে কাশীধাম ও বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি তীর্থস্থানে অখণ্ড দুর্গাপাঠ হয়। ভাস্কর রায়কৃত টীকার উপোদ্‌ঘাতে "শক্তি-সংগমতন্ত্ররাজের" নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত।—

ঋষিচ্ছন্দো দেবতাদি পঠেৎ স্তোত্রে সমাহিতঃ।
যত্রস্তোত্রে ন দৃশ্যতে প্রণবন্যাসমাচরেৎ॥

দেবীকবচ, দেবীকীলক, অর্গলাস্তব ও চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও ছন্দ ও দেবতাদি সমাহিত চিত্তে পাঠ করিবে। যেথায় ঋষি ও ছন্দাদি দৃষ্ট না হয়, তথায় ওঁকারপুটীত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ডামরতন্ত্রে সপ্তশতীর চরিত্রত্রয়ের ঋষি ও ছন্দ ও দেবতাদি নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত।—

সপ্তশত্যাশ্চরিত্রে তু প্রথমে পদ্মভূর্ম্মুনিঃ।
ছন্দো গায়ত্রমুদিতং মহাকালী তু দেবতা।
বাগ্বীজং পাবকস্তত্ত্বং ধর্মার্থে বিনিয়োজনম্॥
মধ্যমস্য চরিত্রস্য মুনির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
উষ্ণিক্‌ছন্দো মহালক্ষ্মী দেবতা বীজমদ্রিজা।
বায়ুস্তত্ত্বং ধনপ্রাপ্ত্যৈ বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥
উত্তরস্য চরিত্রস্য ঋষিঃ শঙ্কর ঈরিতঃ।
ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো দেবতাস্য মহাপূর্বা সরস্বতী।
কামোবীজং রবিস্তত্ত্বং কামার্থে বিনিয়োজনম্॥

অনুবাদ। ডামর তন্ত্রমতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দঃ গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বীজ রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব অগ্নি ও স্বরূপ-ঋগ্বেদ। শ্রীমহাকালীর প্রীতি সম্পাদনার্থ ধর্মলাভের নিমিত্ত প্রথম চরিত্র-পাঠের প্রয়োগ হয়। মধ্যম চরিত্রের ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্ভরী, বীজ দুর্গা, তত্ত্ব বায়ু ও স্বরূপ যজুর্বেদ। শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত ধনলাভের জন্য মধ্যম চরিত্রপাঠের প্রয়োগ হয়। উত্তর চরিত্রের ঋষি রুদ্র, দেবতা মহাপূর্বা সরস্বতী, ছন্দ অনুষ্টুপ্, শক্তি ভীমা, বীজ ভ্রামরী, তত্ত্ব সূর্য ও স্বরূপ সামবেদ। মহাসরস্বতীদেবীর প্রীতির নিমিত্ত কামনাসিদ্ধির জন্য উত্তর চরিত্রপাঠের প্রয়োগ হয়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দেবীকবচাদির শ্লোক সংখ্যা নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত।—

শ্রীবজ্রকবচস্যাপি ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকশালিতা।
অর্গলা-কিলকে শ্লোকা হ্যষ্টাবিংশতি সংখ্যকাঃ॥

দেবী কবচের শ্লোক সংখ্যা ৫৩, অর্গলাস্তবের শ্লোক সংখ্যা ৩০ ও দেবী কীলকের শ্লোক সংখ্যা ৩০। নাগোজী ভট্টকৃত টীকা অনুসারে "তন্ত্রকবচস্য চামুণ্ডা দেবতা, ব্রহ্মা ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অঙ্গন্যস্তা দেব্যঃ সায়ুধামাতরো বীজম্, দিগ্বন্ধদেবতাস্তত্ত্বম্। অর্গলায়াঃ বিষ্ণুরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; নবার্ণোমন্ত্রঃ শক্তি, মন্ত্রোদিতা দেব্যো বীজম্, সপ্তশতীমন্ত্রস্তত্ত্বম্। কীলকস্য শিব ঋষিঃ ইতরৎ অর্গলাবৎ।"

অনুবাদ। দেবীকবচের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও দেবতা চামুণ্ডা। শ্রীচণ্ডিকাদেবীর প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে দেবীকবচ পাঠের প্রয়োগ হয়। অর্গলাস্তোত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও দেবতা মহালক্ষ্মী। জগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে অর্গলাস্তোত্রপাঠের প্রয়োগ হয়।

দেবীকীলকের ঋষি শিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও দেবতা মহাসরস্বতী। শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে কীলকস্তব পাঠের প্রয়োগ হয়। দেবী-কবচ, দেবীকীলক ও অর্গলাস্তব দুর্গাপাঠের প্রারম্ভে পড়িতে হয়।

দুর্গাপাঠের প্রারম্ভে রাত্রিসূক্ত ও অন্তে দেবীসূক্ত পাঠবিহিত। রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়। ইহা সায়ণ ভাষ্য ও অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥১

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥২

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ ॥৩

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥৪

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব ॥৬

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয় ॥৭

উপতে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥৮

ইতি ঋগ্বেদোক্তং রাত্রিসূক্তং সমাপ্তম্ ॥

সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য। 'রাত্রী' ইত্যষ্টর্চ পঞ্চদশং সূক্তং সোভরিপুত্রস্য কুশিকস্যার্যম্। যদ্বা ভারদ্বাজস্য সুতা রাত্র্যাখ্যা অস্য সূক্তস্যর্ষিকা গায়ত্রং রাত্রি দেবতাকম্। তথা চানুক্রান্তং—'রাত্রী কুশিকঃ সৌভরো রাত্রির্বা ভারদ্বাজী রাত্রিস্তবং গায়ত্রম্' ইতি। দুঃস্বপ্নদর্শন উপোষিতেন কর্ত্রা পায়সেন হোতব্যম্। তত্রৈতৎসূক্তং করণত্বেন বিনিযুক্তম্। তথা চ ঐতরেয় আরণ্যকে শ্রূয়তে, "স যদ্যেতেষাং কিঞ্চিৎ পশ্যেদুপোষ্য পায়সং স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা রাত্রীসূক্তেন প্রত্যৃচং হুত্বা' (ঐতরেয় আরণ্যক ৩. ২. ৪) ইতি ॥ আয়তী আগচ্ছন্তী ॥ আঙ্পূর্বাদেতেঃ শতর্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্ ॥ 'ইণো যন্' (পা. সূ. ৬. ৪. ৮১) ইতি যণাদেশঃ। 'উগিতশ্চ' (পা. সূ ৪. ১. ৬) ইতি ঙীপ্। 'শতুরনুমঃ ইতি নদ্যা উদাত্তত্বম্ ॥ অক্ষভিঃ অক্ষিস্থানীয়ৈঃ প্রকাশমানৈর্নক্ষত্রৈঃ ॥ ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' ইত্যক্ষিশব্দস্যানঙাদেশঃ ॥ যদ্বা। অক্ষভিরঞ্জকৈঃ তেজোভিঃ। পুরুত্রা বহুষু দেশেষু দেবী দেবনশীলা ॥ 'দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্যেভ্যঃ' ইত্যাদিনা পুরুশব্দাৎসপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ ॥ রাত্রী ইয়ং রাত্রি দেবতা ব্যখ্যৎ বিচষ্টে বিশেষেণ পশ্যতি ॥ রাত্রেশ্চাজসৌ' (পা. সূ. ৪. ১. ৩১) ইতি ঙীপ্। খ্যাতেশ্ছান্দসে লুঙি 'অস্যতি বক্তির', ইত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ ॥ অপি চৈষা বিশ্বাঃ সর্বাঃ শ্রিয়ঃ

শোভাঃ অধি অস্থিত অধিধারয়তি॥ দধাতে লুঙি স্থাঘ্বোরিচ্চ ইতীত্বম্। সিচঃ কিত্ত্বম্। 'স্থলঘ্বাদক্কাৎ' ইতি সিচো লোপঃ॥

অমর্ত্যা মরণরহিতা দেবী দেবনশীলা রাত্রিঃ উরু বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষম্ আ অপ্রাঃ। প্রথমতস্তমসাপূরয়তি॥ 'প্রা পূরণে'। আদাদিকঃ। লঙি ব্যত্যয়েন মধ্যমঃ॥ তথা নিবতঃ নীচীনান্ গুল্মাদীন্ উদ্বতঃ উত্থিতান্ বৃক্ষাদীংশ্চ স্বকীয়েন তেজ-সাবৃণোতি। তদনন্তরং তৎ। তমঃ অন্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপেণ তেজসা বাধতে পীড়য়তি॥

আয়তী আগচ্ছন্তী দেবী দেবনশীলা রাত্রিঃ স্বসারং ভগিনীম্ উষসং নিঃ অকৃত নিষ্করোতি। প্রকাশেন সংস্করোতি নিবর্তয়তি ইত্যর্থঃ। তস্যামুষসি জাতায়াং নৈশং তমঃ অপেৎ হাসতে অপৈব গচ্ছতি॥ 'ওহাঙ্ গতো'। লেঠ্যডাগম্। সিব্বহুলং' ইতি সিপ্।

অদ্য অস্মিন্ কালে নঃ অস্মাকং সা রাত্রিদেবতা প্রসীদতু যস্যাঃ রাত্রেঃ যামন্ যামনি প্রাপ্তে সত্যাং বয়ং ন্যবিক্ষ্মহি নিবিশামহে সুখেন গৃহ আস্মহে॥ বিশের্লঙি 'নেৰ্বিশঃ' (পা. সূ, ১, ৩, ১৭) ইত্যাত্মনেপদম্। ছান্দসঃ সপো লুক্॥ তত্র দৃষ্টান্তঃ। বয়ঃ পক্ষিণঃ বৃক্ষে ন যথা বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে বসতি রাত্রৌ নিবাসং কুর্বন্তি তথা নিবসাম ইত্যর্থঃ॥

গ্রামসঃ গ্রামাঃ। অত্র গ্রামশব্দো জনসমূহে বর্ততে যথা গ্রাম আগত ইতি। সর্বে জনাঃ নি অবিক্ষত। তস্যাং রাত্রাবাগতায়াং নিবিশন্তে শেরতে॥ নিপূর্বা-দ্বিশতেশ্ছান্দসে লুঙি পূর্ববদাত্মনেপদম্। 'শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ, (পা, সূ, ৩, ১, ৪৫), 'ক্স স্যাচি' (পা, সূ, ৭, ৩, ৭২) ইত্যকারলোপঃ। তথা পদ্বন্তঃ পাদযুক্তা গবাশ্চাদয়শ্চ নিবিশন্তে। তথা পক্ষিণঃ পক্ষোপেতাশ্চ নিবিশন্তে। অর্থিনঃ। অর্ত্তেরর্থো গমনম্। শীঘ্রগমনযুক্তাঃ। 'শ্যেনাসশ্চিৎ শ্যেনা অপি তস্যাং রাত্রায়াং নিবিশন্তে এবা রাত্রিঃ সর্বাণি ভূতজাতান্যহনি সঞ্চারণে শ্রান্তানি স্বয়মাগত্য সুখয়তি ইত্যর্থঃ॥

হে উর্ম্যে। রাত্রিনামৈতৎ। রাত্রে বৃক্যং বৃকস্য স্ত্রিয়ং বৃকং চাস্মান্ হিংসন্তং যবয়। অস্মত্তঃ পৃথক্কুরু। অস্মান্ বাধিতুং যথা ন প্রাপ্নোতি তথা। স্তেনং তস্করং চ যবয়। অস্মত্তো বিয়োজয়। অথ অনন্তরং নঃ অস্মাকং সুতরা সুখেন তরণীয়া ক্ষেমকরী ভব।

পেপিশৎ ভৃশং পিংশৎ সর্ববস্তু যা স্থিতং তমঃ অন্ধকারং কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তং বিশেষেণ স্বভাসা সর্বস্তাঞ্জকং স্পষ্টরূপং বা ঈদৃশং নৈশং তমো মাম্ উপ অস্থিত

উপাগচ্ছৎ ॥ সংগতকরণ আত্মনেপদম্ ॥ হে উষঃ উষোদেবতে ত্বম্ ঋণেব ঋণানীব তত্তমো যাতয় অপগময়। স্তোতৃণামৃণানি যথা ধনপ্রদানেনাপাকরোষি তথা তমোহপ্যপসারয়েত্যর্থঃ ॥

হে রাত্রি রাত্রিদেবতে তে ত্বাং গা ইব পয়সো দোগ্ধ্রীর্ধেনূরিব উপেত্য আকরং স্তুতিভিরভিমুখীকরোমি ॥ করোতেশ্ছান্দসে লুঙি 'কৃমৃদৃরুহিভ্যঃ' ইতি চেলরভাদেশঃ ॥ দিবঃ দুহিতঃ দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য পুত্রি যদ্বা দিবসস্য তনয়ে ॥ 'পরমপি ছন্দাসি' (পা, সূ, ২, ১, ২, ৬) ইতি পরস্যষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবাৎ পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্বানুদাত্তত্বম্ ॥ ত্বৎ প্রসাদাৎ জিগ্যুষে শত্রূন্ জিগ্যুষো মম স্তোমং ন স্তোত্রমিব হবিরপি বৃনীষ ত্বং ভজস্ব ॥ জয় তেলিটঃ কসুঃ। 'সন্‌লিটোর্জেঃ' ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য জকারস্য কুত্বম্। 'ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যা' ইতি চতুর্থী। 'বশোঃ সম্প্রসারণম্' ইতি সম্প্রসারণম্ ॥

অনুবাদ। রাত্রিসূক্ত অষ্টঋকমন্ত্রযুক্ত। সোভরি পুত্র কুশিক উক্তমন্ত্রের-ঋষি অথবা ভরদ্বাজের কন্যা রাত্রী উঁহার ঋষিকা। ইহার গায়ত্রী ছন্দ ও রাত্রি দেবতা। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে কর্তা উপবাসী থাকিয়া স্থালীপাক পায়সদ্বারা রাত্রিসূক্তের অষ্টঋক্ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন। ঐতেরেয় আরণ্যকে এই বিধান প্রদত্ত।

'বিশ্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রি দেবী সর্বদেশে তাঁহার চক্ষুঃস্থানীয় মহদাদি তত্ত্বদ্বার, সর্ববস্তুর প্রকাশিকা হইয়া, আপনাকে জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত করিয়া স্বোৎপাদিত সদসৎকর্মময় জগজ্জাল বিশেষরূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সকল জীবের স্ব স্ব কর্মানুরূপ ফল প্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন। রাত্রিদেবী জগৎ কারণভূতা মহামায়া। মরণরহিত দেবনশীলা রাত্রিদেবী বিশ্ব প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চগত উচ্চাবচ প্রাণী বৃক্ষলতাগুল্মাদি স্বীয় চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করিলেন। যেমন সৌরতেজ তৃণাদি সর্বভূতের প্রকাশক ও সূর্য্যকান্ত মণিতে প্রতিফলিত হইয়া তৃণাদির দাহক হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্য উচ্চাবচ নিখিল প্রপঞ্চের অবভাসক হইয়াও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করেন।

ঐ রাত্রিদেবী স্বীয় ভগিনী উষাদেবীর নৈশ তম গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে স্বীয় তেজে অপসারিত করেন। অবিদ্যার আবরণী শক্তি জ্ঞানাগ্নিতে বিদগ্ধ হইলেও বিক্ষেপ শক্তি প্রারব্ধক্ষয়ে বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মময়ী রাত্রিদেবী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হউন। যেমন পক্ষিগণ বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে সুখে রাত্রি বাস করে, তদ্রূপ আমরা তাঁহার

প্রসাদে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করিব। কৃপাময়ী রাত্রিদেবীর করুণায় গ্রামবাসিগণ, পাদযুক্ত গবাশ্বাদি পশু, পক্ষযুক্ত বিহঙ্গকুল শীঘ্রগমনযুক্ত কামার্থিগণ এবং শ্যেনাদি পক্ষিও সুখে রাত্রি যাপন করে। যেমন মূঢ় শিশুগণ জননীর ক্রোড়ে নির্ভয়ে শয়ন করে, তেমনি অজ্ঞপ্রাণিগণ রাত্রিদেবীকে না জানিয়াও তাঁহারই করুণায় নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করে।

হে রাত্রিদেবী, আপনি মাতৃতুল্যা স্নেহময়ী। আপনি করুণাপূর্বক মৎকৃত পাপাদি উপেক্ষা করিয়া নানা বাসনারূপ ব্যাঘ্রী ও ব্যাঘ্রতুল্য হিংসাকারী পাপসমূহ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদের চিত্তাপহারক কামাদি তস্কর-সমূহ দূর করিয়া অচিরে আমাদিগকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন।

হে রাত্রিদেবী, সকল বস্তুতে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রগাঢ় নৈশ তমোতুল্য অজ্ঞান আমাকে আবৃত করিয়াছে। হে উষাদেবী, যেমন আপনি আপনার স্তোতৃবৃন্দকে ধনদান দ্বারা তাহাদের ঋণাপগম করেন, তেমনি আমার অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করুন।

হে রাত্রিদেবতা, যেমন লোকে দুগ্ধবতী ধেনুর সেবাদিকরে, তদ্রূপ আমি আপনাকে স্তুতি জপাদি দ্বারা আরাধনা করিতেছি। আপনি দ্যোতমান সূর্য্যের পুত্রী অথবা দিবসের তনয়া। আপনার অনুগ্রহে আমি কামাদি ষড়রিপু জয় করিব। আমার এই স্তোত্র ও প্রদত্ত হবি (বা পায়স) কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন ও মৎপ্রতি প্রসন্না হউন।

সায়ণকৃত ভাষ্যালোকেঋগ্বেদোক্ত রাত্রিসূক্তের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫ সূক্তের নাম দেবীসূক্ত। ইহা নিম্নে সায়ণ ভাষ্য ও অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইল।—

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ ৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ ৫
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥ ৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মমযোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ ৭
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরঃ দিবা পরঃ এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংবভূব॥ ৮
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্।

দেবীসূক্তের সায়ণ ভাষ্য। 'অহম্' ইত্যষ্টর্চং ত্রয়োদশং সূক্তম্। অত্রানুক্রম্যতে মহর্ষেরম্ভৃণস্য দুহিতা বাঙ্নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী স্বাত্মানমস্তৌৎ। অতঃ সর্ষিঃ সচ্চিৎ-সুখাত্মকঃ সর্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সর্বজগৎ-রূপেণ সর্বস্যাধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্বং ভবামীতি স্বাত্মানং স্তৌতি। দ্বিতীয়া

জগতী, শিষ্টাঃ সপ্ত ত্রিষ্টুভঃ। তথা চানুক্রান্তম্ 'অহমষ্টৌ বাগাম্ভৃণী তুষ্টাবাত্মানং দ্বিতীয়া জগতী' ইতি। গতো বিনিয়োগঃ।

অহং সূক্তস্য দ্রষ্ট্রী বাগাম্ভৃণী যদ্ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রূপা ভবন্তী রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ। ইত্থংভাবে তৃতীয়া। তদাত্মনা চরামি। এবং বসুভিঃ ইত্যাদৌ তত্তদাত্মনা চরামীতি যোজ্যম্। তথা মিত্রাবরুণা মিত্রং চ বরুনং চ। 'সুপাং সুলুক্' ইতি দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। উভা উভৌ অহং এব ব্রহ্মীভূতা বিভর্মি ধারয়ামি। ইন্দ্রাগ্নী অপি অহম্ এব ধারয়ামি। উভা উভৌ অশ্বিনা অশ্বিনাবপি অহম্ এব ধারয়ামি। ময়ি হি সর্বং জগচ্ছুক্তৌ রজতমিব অধ্যস্তং সদৃশ্যতে। মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ততে। তাদৃশ্যা মায়ায়া আধারত্বেন অসংগস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্বস্যোৎপত্তিঃ॥

আহনসম্ আহন্তব্যমভিষোতব্যং সোমং যদ্বা শক্রণামাহন্তারং দিবি বর্তমানং দেবতাত্মানং সোমম্ অহম্ এব বিভর্মি। তথা ত্বষ্টারম্ উত অপি চ পূষণং ভগং চ অহম্ এব বিভর্মি। তথা হবিষ্মতে হবির্ভির্যুক্তায় সুপ্রাব্যে শোভনং হবির্দেবানাং প্রাপয়িত্রে তর্পয়িত্রে॥ অবতেস্তর্পণার্থাৎ 'অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈঃ' (উ, সূ, ৩, ১৫৮) ইতীকারপ্রত্যয়। চতুর্থ্যেকবচনে যণি 'উদাত্তস্বরিত যোর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্য' ইতি সুপ স্বরিতত্বম্॥ সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্বতে॥ 'শতুরনুমঃ' ইতি চতুর্থী উদাত্তত্বম্॥ ঈদৃশায় যজমানায় দ্রবিণং ধনং যাগফলরূপম্ অহম্ এব দধামি ধারয়ামি। এতচ্চ ব্রহ্মণঃ ফলদাতৃত্বং ফলমত উপপত্তেঃ' (ব, সূ, ৩, ২, ৩৮) ইত্যধিকরণে ভগবতা ভাষ্যকারেণ সমর্থিতম্॥ অহং রাষ্ট্রী। ঈশ্বরনামৈতৎ। সর্বস্য জগদঃ ঈশ্বরী। তথা বসূনাং ধনানাং সংগমনী সংগময়িত্র্যুপাসকানাং প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী যৎসাক্ষাৎ কর্তব্যং পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞাতবতী স্বাত্মতয়া সাক্ষাৎ কৃতবতী। অতএব যজ্ঞিয়ানাং যজ্ঞার্হানাং প্রথমা মুখ্যা। যা এবং গুণবিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাং বহু ভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং ভূরি ভূরীণি বহুনি ভূতজাতানি আবেশয়ন্তীং জীব-ভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তীমীদৃশীং মাং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যদধুঃ দেবাঃ বিদধতি কুর্বন্তি। উক্ত প্রকারেণ বৈশ্বরূপ্যেণাবস্থানাৎ। যত্তৎকুর্বন্তি তৎসর্বং মামেব কুর্বন্তি ইত্যর্থ॥

যঃ অন্নমত্তি সং ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়া এবান্নমত্তি। যঃ এব বিপশ্যতি। আলোকয়তীত্যর্থঃ। যঃ চ প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছ্বাসরূপং ব্যাপারং করোতি, সোঽপি ময়ৈব। যশ্চ উক্তং শৃণোতি॥ 'শ্রু শ্রবণে'। 'শ্রুবঃ শ্রীচ' ইতি

শ্রু। ধাতোঃ শ্রীভাবঃ॥ য ঈদৃশীমন্তর্যামিরূপেণ স্থিতাং মাং ন জানন্তি তে অমন্তবঃ অমন্যমানাঃ অজানন্তঃ উপক্ষিয়ন্তি। উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনা ভবন্তি॥ মনেরৌনাদিকস্তু প্রত্যয়ঃ। নঞ্ সমাসে ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বম্। যদ্বা। ভাবেতুপ্রত্যয়ঃ ততো বহুব্রীহৌ 'নঞসুভ্যাম্'ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। মামমন্তবো মদ্বিষয়জ্ঞানরহিতা ইত্যর্থঃ॥ হে শ্রুত বিশ্রুত সখে শ্রুধি। ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ছান্দসো বিকরণস্য লুক্। 'শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যঃ' ইতি হের্ধিভাবঃ। কিংতৎ শ্রোতব্যম্। শ্রদ্ধিবম্। শ্রদ্ধিঃ শ্রদ্ধা তয়া যুক্তম্। শ্রদ্ধায়ত্নেন লভ্যমিত্যর্থঃ। শ্রদন্তরোরুপ-সর্গবদ্বৃত্তিরিষ্যতে (পাঃ সূঃ ১, ৪, ৫৭, ২) ইতি শ্রচ্ছব্দস্যোপসর্গবদ্বর্তমানত্বাৎ 'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ ইতি কি প্রত্যয়ঃ। মত্বর্থীয়ো বঃ। ঈদৃশং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু তে তুভ্যং বদামি উপদিশামি॥

অহং স্বয়ম্ এব ইদং বস্তু ব্রহ্মাত্মকং বদামি উপদিশামি। দেবেভিঃ দেবৈরিন্দ্রাদিভিরপি জুষ্টং সেবিতম্। উত অপি চ মানুষেভিঃ মনুষ্যৈরপি জুষ্টম্। ইদৃবস্ত্বাত্মিকাহং যং কাময়ে যং পুরুষং রক্ষিতুমহং বাঞ্ছামি, তংতং পুরুষম্ উগ্রং কৃণোমি। সর্বেভ্যোঽধিকং করোমি। তম্ এব ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং করোমি। তম্ এব ঋষিম্ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শিনং করোমি। তম্ এব সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ করোমি॥

পুরা ত্রিপুরবিজয় সময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য। ষষ্ঠর্থে চতুর্থী। মহাদেবস্য ধনুঃ চাপম্ অহম্ আ তনোমি। জ্যাবাততং করোমি। কিমর্থম্। ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনমসুরং হন্তবৈ হন্তুং হিংসিতুম্॥ হন্তেঃ 'তুমর্থে সে সেনং' (পাঃ সূঃ ৩, ৪, ৯) ইতি তবৈপ্রত্যয়ঃ॥ 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ' (পাঃ সূঃ ৬, ১, ২০০) ইত্যাদ্যন্তয়োর্যুগপদুদাত্তত্বম্। 'শৄ হিংসায়াম্' ইত্যস্মাৎ 'শৃস্বৃস্নিহি' ইত্যাদিনা উ প্রত্যয়ঃ। 'ক্রিয়াগ্রহণম্ কর্তব্যম্' ইতি কর্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী॥ উশব্দঃ পূরকঃ। অহম্ এব সমদম্। সমানং মাদ্যন্ত্যস্মিন্নিতি সমৎসংগ্রামঃ। স্তোতৃ জনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামমহমেব কৃণোমি করোমি। তথা দ্যাবা পৃথিবী দিবং চ পৃথিবীং চান্তর্য্যামিতয়া অহম্ এব আ বিবেশ প্রবিষ্টবতী॥

'দ্যৌঃ পিতা' (তৈঃ ব্রাঃ ৩, ৭, ৫, ৪) ইতি শ্রুতেঃ পিতা দ্যৌঃ। পিতরং দিবম্ অহং সুবে প্রসুবে জনয়ামি। আত্মন আকাশঃ সংভূতঃ' (তৈ আ, ৮, ১) ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ। অস্য পরমাত্মনঃ মূর্ধন্ মূর্ধ্ন্যুপরি। কারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদিকার্য্যজাতং সর্বং বর্ততে তন্তুষু পট ইব। মম চ যোনিঃ

কারণং সমুদ্রে। সমুদ্র‌বন্ত্যস্মাদ্ভূতজাতানীতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা। তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু অন্তঃ মধ্যে যদ্ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যত ঈদৃগ্‌ভূতা অহমস্মি ততঃ হেতোঃ বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য বি তিষ্ঠে। বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ (পা, সূ, ১।৩।২২) ইত্যাত্মনেপদম্। উত অপি চ অমূং দ্যাং বিপ্রকিষ্টদেশেঽবস্থিতং স্বর্গলোকং। উপলক্ষণমেতৎ। এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি। যথা। অস্য ভূর্লোকস্য মূর্ধন্ মূর্ধন্যুপরিঅহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধাবপ্সু দকেষন্তর্মধ্যে মম যোনিঃ কারণভূতোঽম্ভৃণাখ্য ঋষি বর্ততে। যথা। সমুদ্রেঽন্তরিক্ষেঽপসময়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ততে। ততোঽহং কারণাত্মিকাসতী সর্বাণি ভুবনানি ব্যাপ্নোমি। অন্যৎসমানম্।

বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভূবনানি ভূতজাতানি কার্য্যাণি আরভমাণা কারণ-রূপেণোৎপাদয়ন্তী অহমেব পরেণানধিষ্ঠিতা স্বয়মেব প্র বামি প্রবর্তে। বাত ইব যথা বাতঃ পরেণাপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রভাতি তদ্বৎ। উক্তং সর্বং নিগময়তি। পরো দিবা। পর ইতি সকারান্তং পরস্তাদিত্যর্থে বর্ততে যথা অধ ইত্যধস্তাদর্থে। তদ্যোগে চ তৃতীয়া সর্বত্র দৃশ্যতে। দিব আকাশস্য পরস্তাৎ। এনা পৃথিব্যা। দ্বিতীয়াটৌঃ স্বেনঃ (পা, সূ, ২, ৪, ৩৪) ইতীদম এনাদেশঃ। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পরঃ পরস্তাৎ। দ্যাবাপৃথিব্যোরুপাদানমুপলক্ষণম্। এতদুপলক্ষিতাৎ সর্বস্মাৎ বিকারজাতাৎ পরস্তাদ্বর্তমানা সঙ্গোদাসীনকূটস্থব্রহ্মচৈতন্যরূপাহং মহিনা মহিম্না এতাবতী সং বভূব। এতচ্ছব্দেনোক্তং সর্বং পরমা দৃশ্যতে। এতৎপরিমাণ-মস্যাঃ। 'যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে' (পা, সূ, ৫, ২, ৩৯) ইতি বতুপ্। আ সর্বনাম্নঃ (পা, সূ, ৬, ৩, ৯১) ইত্যাত্বম্। সর্বজগদাত্মনাহং সংভূতাস্মি। মহচ্ছব্দাদিমনিচি 'টেঃ' (পা, সূ, ৬, ৪, ১৫৫) ইতি টিলোপঃ। ততঃ তৃতীয়া-য়ামুদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ তস্যা উদাত্তত্বম্। ছান্দসো ম লোপঃ।

ভাষ্যালোকে অনুবাদ। দেবীসূক্ত অষ্টঋক্ মন্ত্রাত্মক ও চণ্ডীপাঠান্তে পঠনীয়। মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী ব্রহ্মশক্তিকে স্বাত্মারূপে অনুভবান্তে স্বাত্মস্তুতি করিতেছেন। অতএব তিনিই দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী। এই সূক্তের দেবতা সচ্চিদানন্দ সর্বগত পরমাত্মা। বাক্‌দেবী সেই পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করিতেছেন।, নিখিল জগৎরূপে, সর্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তিরূপে 'আমি এই দৃশ্যজগৎ হইয়াছি' অনুভব পূর্বক স্বাত্মস্তব করিতেছেন।

দেবীসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র জগতী ছন্দে ও অবশিষ্ট ত্রিষ্টুপ্ সপ্তমন্ত্র ছন্দে রচিত। উক্তমর্মে অনুক্রান্ত হয়েছে, অম্ভৃণী বাক্ স্বাত্মস্তব করিলেন এবং এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র জগতী ছন্দে ও অবশিষ্ট সপ্তমন্ত্র ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রচিত।

সূক্তদ্রষ্ট্রী অম্ভৃণী বাক্‌নাম্নী আমি জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে একাদশ রুদ্রকে চালিত করি। এখানে ইত্থং ভাবে তৃতীয়া বিভক্তি। ইহার অর্থ, একাদশ রুদ্রের আত্মারূপে আমিই বিচরণ করি। এইরূপে অষ্টাবসুর আত্মরূপে আমিই বিচরণ করি—যোজনা করিবে। আমি ব্রহ্মীভূতা হইয়া মিত্র ও বরুণকে ধারণ করি। আমিই ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করি। দেব বৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলকেও আমি ধারণ করি। যেমন শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হয়, তেমনি আমাতেই এই দৃশ্য জগৎ অধ্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মায়া জগদাকারে বিবর্তিত হয়েছে। তাদৃশী মায়ার আধারভূত, অসংগ ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপন্ন।

আহন্তব্য, অভিষোতব্য সোমকে অথবা শত্রুগণের আহন্তা দ্যুলোকে বিদ্যমান দেবতাত্মা সোমকে আমিই ধারণ করি। আমিই ত্বষ্টানামক দেবতা এবং পূষণ ও ভগনামক আদিত্যদ্বয়কে ধারণ করি। হবিঃযুক্ত ও দেবগণের শোভন সোমরস প্রাপয়িত্রি বা তর্পয়িত্রিকে আমিই ধারণ করি। আমিই সোমাভিষবনকারী যজমানকে যাগফলরূপ ধন দান করি। অতএব ইহা ভগবন ভাষ্যকার কর্তৃক সমর্থিত যে, ব্রহ্মের ফলদাতৃত্বরূপফল উপপত্তি হয়।

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী। আমিই উপাসকগণের ধনদাত্রী। যে পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তব্য, তজ্জাতবতী মহাশক্তিকে স্বাত্মারূপে আমি সাক্ষাৎকার করেছি। অতএব আমি যজ্ঞার্হগণের মধ্যে প্রথমা, মুখ্যা। আমি উক্ত রূপ গুণ বিশিষ্টা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধ ভাবে আরাধনা করেন। ইহার অর্থ, পূর্বোক্ত প্রকারে বিশ্বরূপে অবস্থানহেতু যাহা যাহা অন্যান্য দেবতাকে করা হয়, তাহা আমাকেই করা হয়।

আমিই ভোক্তৃশক্তিরূপা ও আমার দ্বারা লোকে অন্নাদি ভোজন করে। আমার শক্তিতে লোকে আলোকাদি দর্শন করে। যে শ্বাসোচ্ছ্বাসরূপ ব্যাপার করে, সেও আমার দ্বারাই করে এবং যে কথিত বিষয় শ্রবণ করে, সে আমা শক্তিতেই করে। আমি ঈদৃশী অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতা। আমার উক্তরূপ যে জানে না, সে এই অজ্ঞানের ফলে জন্ম-মরণাদি ক্লেশ ভোগ করে এবং সংসারে হীন হয়। হে বিশ্রুত সখে, মৎকর্তৃক বক্ষমান শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর। ঈদৃশ ব্রহ্মাত্মক বস্তু আমি তোমাকে উপদেশ করিতেছি।

আমি স্বয়ংই এই ব্রহ্মাত্মক বস্তু উপদেশ করিতেছি। এই ব্রহ্মবস্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃকও সেবিত, প্রার্থিত। বলাবাহুল্য, মর্ত্যগণও এই ব্রহ্মবস্তুর নিত্য প্রার্থী। আমি ঈদৃশ ব্রহ্ম বস্ত্বাত্মিকা। যে যে পুরুষকে আমি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই পুরুষকে উগ্র করি, সর্বাপেক্ষা অধিক করি। তাঁহাকে আমি স্রষ্টা ব্রহ্মাও করি। তাঁহাকে আমি অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষিও করি। তাঁহাকে আমি সুমেধা, শোভন প্রজ্ঞ করি। ইহার অর্থ, আমি তাঁহাকে ব্রহ্মমেধা ও ব্রহ্মপ্রজ্ঞা প্রদান করি।

পুরাকালে ত্রিপুরাসুর বিজয় সময়ে মহাদেবের ধনুরচাপ আমি জ্যা যুক্ত করি। কি হেতু? ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ্টা, হিংসক ত্রিপুর নিবাসী অসুর বধার্থ। আশ্রিতগণের রক্ষণার্থ শত্রুগণের সহিত আমিই সংগ্রাম করি। আমিই স্বর্গে ও মর্ত্যে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্টবতী।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, দ্যৌঃ পিতা; স্বর্গই পিতা। আমিই পিতা স্বর্গকে প্রসব করেছি। উক্তমর্মে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন। কোথায় তাহা বলিতেছেন। এই পরমাত্মার উর্দ্ধে কারণভূত আকাশাদি কার্য্যজাত অপঞ্চীকৃত সর্বভূত বিদ্যমান, যেমন সূত্রে বস্ত্র থাকে। আমার যোনি, কারণ-সমুদ্রে, পরমাত্মাতে। ইহার অর্থ, সেই পরমাত্মারূপ চিৎ সমুদ্রে ব্যাপনশীল বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজিত, তাহাই আমার কারণ। যেহেতু আমি এবম্ভূতা হই, সেই সেই ভূলোকাদি সর্বভুবনে, সর্বভূতে আমি অনুপ্রবিষ্টা, পরিব্যাপ্তা এবং আমি বিপ্রকৃষ্ট দেশে, স্বর্গলোকেও বিরাজিতা। ইহা উপলক্ষণ মাত্র। ইহা দ্বারা উপলক্ষিত সমস্ত বিকারজাত কারণভূত মায়াত্মক মদীয় দেহদ্বারা পরিব্যাপ্ত। অথবা এই ভূর্লোকের উর্দ্ধে পিতা আকাশকে আমি প্রসব করেছি। সমুদ্রে, জলধিতে। অপ্‌সু, উদকে। কারণ-সলিল মধ্যে কারণভূত অন্তঃপাধ্য ঋষি বর্ত্তমান। অথবা সমুদ্রে, অন্তরিক্ষলোকে দেবশরীরসমূহে আমার কারণভূত ব্রহ্মচৈতন্য বর্ত্তমান। সেইহেতু আমি কারণাত্মিকা হইয়া ভূরাদি সর্বলোক পরিব্যাপ্ত করিয়াছি।

সর্বভুবন, সমস্ত ভূতজাতকার্য্য আরভমান কারণরূপে আমিই উৎপাদন করি। যেমন, বায়ু অন্যদ্বারা অপ্রেরিত হইয়া স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ

আমি অন্য সত্ত্বা দ্বারা অনধিষ্ঠিতা হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করি। সমস্ত বিকারজাত বস্তুসমূহের অতীত, অসঙ্গ উদাসীন কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যরূপা মহিমা দ্বারা আমি এই বিশ্বমূর্তি ধারণ করিয়াছি।

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম, মধ্যম ও উত্তমচরিত্রোক্ত মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর ধ্যানত্রয় যথাক্রমে অনুবাদসহ উদ্ধৃত হইল।—

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপ পরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্য পাদদশকাং সেবে মহাকালীকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥

যিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভূশণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন; যিনি ত্রিংশনয়না, সর্বাঙ্গ ভূষা লিপ্তা ও নীলকান্ত মণিতুল্য প্রভাযুক্তা, বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হইলে মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় বিনাশার্থ ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই দশপদা-দশাননা-দশভুজা মহাকালীর ধ্যান করি।

ওঁ অক্ষস্রক্ পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃকুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভ মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

যিনি অষ্টাদশ হস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, অসি, শক্তি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারণ করেন, এখন আমি সেই প্রবালপ্রভা মহিষাসুরমর্দ্দিনী কমলাসীনা মহালক্ষ্মীর ধ্যান করি।

বৈকৃতিক রহস্যে আছে, অষ্টাদশ-ভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী। ইহার অর্থ, চণ্ডিকা সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশ ভুজারূপে পূজ্যা। মহালক্ষ্মী অষ্টাদশ-ভুজা হইলেও তিনি সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্ত-বাচী। চণ্ডীর ১১।১৯ মন্ত্রে দেবী সহস্রনয়না রূপে কথিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, মহিষাসুর চণ্ডীদেবীকে সহস্রভুজা রূপে দেখিয়াছিলেন এবং দেবীর অঙ্গ কান্তিতে লোকত্রয় আলোকিত হইয়াছিল।

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।

গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্ ॥

অষ্টভুজে যিনি ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুষল, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করেন, যিনি মেঘমধ্যস্থিত চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধ প্রভা যুক্তা, সেই শুম্ভাদি অসুর নাশিনী, পার্বতী-শরীরোদ্ভূতা ও ত্রিভুবনের আধারভূতা, এখন সেই অপূর্বা মহাসরস্বতীর ধ্যান করি।

দেবী ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে সম্পূর্ণ। উহার উপর শৈবকুলোৎপন্ন রঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভসম্ভূত নীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকনাম্নী টীকা অতিশয় উপাদেয়। টীকাকার নীলকণ্ঠ মন্তব্য করেন, বিস্তরস্তু মৎকৃত দেবীগীতা বৃহৎটীকায়াম দ্রষ্টব্যঃ। সুতরাং নীলকণ্ঠ দেবীগীতার স্বতন্ত্র টীকা রচনা করেছেন। উহার সপ্তমস্কন্দের ৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত শেষ দশ অধ্যায় দেবীগীতা নামে অভিহিতা। দেবীগীতা ৫০৭ শ্লোকে সমাপ্ত ও তত্ত্বপূর্ণ। উহার দুইটি বাংলা অনুবাদ বাহির হয়েছে। ইহার ইংরাজী অনুবাদ বহুপূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। তাড়কাসুর কর্তৃক সন্ত্রস্ত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণকে লইয়া বিষ্ণু হিমালয়ে গেলেন ও বহুবর্ষ যাবৎ ব্রহ্মময়ী মহাদেবীর উপাসনা করিলেন। ইহাতে মহাদেবী প্রসন্না হইয়া দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ও তাঁহাদিগকে এই বর দিলেন, "আমার এক অংশ গিরিবর হিমালয়ের কন্যা গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিবের সহিত গৌরী দেবীর বিবাহ হইবে। শিব-গৌরীর সন্তান কার্তিকেয় দেবসেনাপতি হইবে ও দেবশত্রু তাড়কাসুর বধ করিবে।" এই বরলাভ করিয়া দেবগণ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইলেন। গৌরীদেবী তাঁহার কন্যারূপে অবতীর্ণ হবেন শুনিয়া হিমালয় মহানন্দে অভিভূত হইলেন। তখন ভক্তরাজ হিমালয় ভক্তিভরে মহাদেবীকে ব্রহ্মস্বরূপ, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিলেন। উক্তমর্মে দেবীগীতায় নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

সর্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ স্বরূপং ব্রূহি মে তথা।
যোগঞ্চ ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্মতম্।
বদস্ব পরমেশানি! ত্বমেবাহং যতো ভবে॥

হিমালয় কৃত প্রশ্নাবলীর উত্তরে মহাদেবী যে সকল তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন, তৎসমুদয় দেবীগীতার মুখ্যবস্তু। দেবীগীতাতে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি ও জীবের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্ত তত্ত্বসমূহ সরল ভাষায়

উপদিষ্ট। উহাতে যোগতত্ত্বও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। সহস্রার, ষট্‌চক্র ও ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীতত্ত্ব, কুণ্ডলিনীর অবস্থান ও ঊর্ধগতি এবং বহুবিধ যোগাসনের বিবরণ প্রদত্ত। উহাতে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী পূজাবিধি আলোচিত। যেমন ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনকে ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন বর্ণিত, তদ্রূপ দেবীগীতাতেও ভক্তবর হিমালয়কে মহামায়ার বিশ্বরূপ প্রদর্শনের বিস্ময়কর বিবরণ প্রদত্ত। দেবীগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ২০ থেকে ৩৪ শ্লোক পর্যন্ত ১৫ শ্লোকে মহামায়ার বিরাটরূপ বর্ণিত।

উহার দশম অধ্যায়ে অর্থাৎ ৭ম স্কন্দের ৪০তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত যে, এই দশ অধ্যায়াত্মক মহাগ্রন্থই দেবীগীতা নামে প্রসিদ্ধা। মহাদেবী বলিলেন।—

ইদন্তু গীতাশাস্ত্রং মে নাশিষ্যায় বদেৎ কচিৎ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্তায় ন দুর্হৃদে॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্ ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্বে প্রয়ান্তি পরমং পদম্॥

পরিশেষে ব্যাসদেব জনমেজয়কে বলিলেন, গীতা রহস্যভূতেয়ং গোপনীয়া প্রযত্নতঃ। ১৯৬৯ জানুয়ারী মাসে মহাগৌরীর মুখে দেবীগীতার বাংলা অনুবাদ পাঠ শুনে ধন্য হয়েছি।

দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম, মধ্যম্ ও উত্তরচরিত্র যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণীক্ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দে এবং দেবীসূক্ত জগতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। নিম্নোক্ত শ্লোকে গায়ত্রীছন্দ বর্ণিত।—

ষড়ক্ষর-যুতৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভিশ্চ সমন্বিতম্।
চতুর্বিংশতি বর্ণাঢ্যং গায়ত্রী-চ্ছন্দ ঈরিতম্॥

গায়ত্রীছন্দঃ চারিপাদ যুক্ত, প্রত্যেক পাদ ষড়ক্ষর সমন্বিত ও মোট চব্বিশ-অক্ষরে সমাপ্ত। বৈদিক গায়ত্রীতে চব্বিশ অক্ষর থাকিলেও চারিপাদ নাই এবং আট অক্ষর করিয়া তিনটি পাদ আছে।

উষ্ণীক্ ছন্দের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত।—

সপ্তাক্ষর-যুতৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভিশ্চ বিভূষিতম্।
অষ্টবিংশতি-বর্ণাঢ্যমুষ্ণিক্‌ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥

সপ্তবর্ণযুত চারিপাদে উষ্ণীক্‌ছন্দ বিভক্ত। ইহাতে মোট ২৮টি বর্ণ থাকে।
অনুষ্টুপছন্দের বর্ণনা নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়।

অষ্টাক্ষর-যুতৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভিশ্চৈব শোভিতম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরং বৃত্তং ছন্দোঽনুষ্টুপ্ সমাবৃতম্॥

অনুষ্টুপ ছন্দ চারিপাদে শোভিত এবং প্রতি পাদে আটটি বর্ণ থাকায় উহাতে মোট ৩২ বর্ণ বিদ্যমান। সমানিকা ও প্রমাণিকা প্রভৃতি নববিধ অনুষ্টুপছন্দ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত, সেটির নাম শ্লোক। উক্ত শ্লোকসংজ্ঞক অনুষ্টুপ্ ছন্দ নিম্নোক্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত।

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
দ্বি-চতুষ্পাদয়ে হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥

শ্লোক নামক অনুষ্টুপছন্দে প্রত্যেক পাদের ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হবে ও প্রত্যেক পাদের পঞ্চম অক্ষর সর্বত্র লঘু (হ্রস্ব) হবে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে সপ্তম বর্ণ হ্রস্ব হবে এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদে সপ্তবর্ণ গুরু (দীর্ঘ) হবে।

ত্রিষ্টুপছন্দের বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে প্রদত্ত।—

রুদ্রাক্ষরযুতৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভিশ্চ সমন্বিতম্।
চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ণং ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্ সমুচ্যতে॥

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ চারি পাদে বিভক্ত ও প্রতি পাদে ১১টি বর্ণ থাকায় ৪৪ বর্ণে সমৃদ্ধ।

জগতীছন্দের বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত।—

দ্বাদশবর্ণযুতৈঃ পাদৈশ্চতুর্ভিশ্চৈব শোভিতম।
ছন্দোঽষ্টাধিক-চত্বারিংশদ্বর্ণং জগতী স্মৃতম্॥

জগতী ছন্দ চারিপাদে বিভক্ত ও ৪৮ বর্ণে শোভিত। এই পঞ্চ ছন্দই চারি পাদযুক্ত। বর্ণসংখ্যাভেদে উহাদের পার্থক্য বোদ্ধব্য। 'পিঙ্গল সূত্র' গ্রন্থে ছন্দতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে আলোচিত।

মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম এবং ১৩৪ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহাতে ৬৩৩৬ শ্লোক বিদ্যমান। তন্মধ্যে দীর্ঘতম অষ্টম অধ্যায়ে ২৮৬ শ্লোক এবং ন্যূনতম ৬৪ তম অধ্যায়ে ·টী শ্লোক আছে। দীর্ঘতম অষ্টম অধ্যায়ে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান বর্ণিত এবং অপূর্ব যোগাভ্যাস কাহিনী কথিত। হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে যে চলিত ধারণা লোকমধ্যে প্রচলিত, তাহা যে কত ভ্রান্ত, এই অধ্যায় পাঠে জানা যায়। হরিশ্চন্দ্র শব্দ ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় এবং হরি ও চন্দ্র এই শব্দ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিসর্জনীয় স্থানে 'শ' কার আগম ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে প্রদর্শিত (ঋগ্বেদ সংহিতা ৯।৬৬।২৬, ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য ৪।৮৪)। 'শ'

কার তালু স্থানীয় ধ্বনি এবং বরুণের অধিকৃত স্থান। সোমের সহিত যুক্ত হইলে এতদ্বারা বরুণ তত্ত্ব বিজ্ঞাত হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৭৮ তম অধ্যায় হইতে ৯০ তম অধ্যায় পর্যন্ত ১৩ অধ্যায় দেবী মাহাত্ম্য নামে অভিহিত এবং ৫৮০ শ্লোকে সমাপ্ত। বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রারম্ভেই দেখা যায়, ব্যাসশিষ্য জৈমিনী মহাভারতে কথিত কোন কোন বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সেই সন্দেহ অপনোদনার্থ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এখন সন্ধ্যাবন্দনার সময় হইয়াছে। অতএব তুমি বিন্ধ্যস্থিত পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট হইতে এবিষয়ে অবগত হও। ইহার তাৎপর্য এই যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি যাহা বলেন, তাহা ঋষি বাক্য; যাহা ঋষি বাক্য তাহাই বেদ। অতএব বেদজ্ঞান লাভের পূর্বে তাহার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহাতে অধিকার জন্মে না। মার্কণ্ডেয় মুনির নাম কল্কিপুরাণে উল্লিখিত। পার্জিটার সাহেব মার্কণ্ডেয় পুরাণের তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদের (Biblithica Indica, Asiatic Society of Bengal) মুখবন্ধে মন্তব্য করেন, মার্কণ্ডেয় ঋষির বাক্য ধারাবাহিক নহে। ইহাতে সংশয় উঠে, পার্জিটার মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল সূত্রটী ধরিতে পারেন নাই। তিনি আরও মন্তব্য করেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণ তথা দেবীমাহাত্ম্য পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন। এই মন্তব্যের কোনও অকাট্য প্রমাণ নাই। ইহার কারণ, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র ব্রহ্মের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন। ভুবনেশ্বরী সংহিতায় আছে, যথা বেদো অনাদিহি তথা সপ্তশতী স্তুতিঃ। বৃহদারণ্যকোপনিষদ (২।৪।১০) বলেন, অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্বাংগিরস ইতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিষদ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্য সৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি।

জৈমিনী মীমাংসা শাস্ত্রের আদিগুরু। তদ্ভিন্ন জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ও জৈমিনীয় সূত্র নামে পৃথক পৃথক্ গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থে জৈমিনীয় মতবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়। কপিলের সাংখ্য দর্শন ও কণাদের বৈশেষিক দর্শন অনেক স্থলে জৈমিনীর সমদর্শী। এই সকল মতবাদ মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিস্তারিত ভাবে পিতা-পুত্র সংবাদে আলোচিত এবং উল্লিখিত পক্ষী-চতুষ্টয়ের মুখ নিঃসৃত। পক্ষী অর্থে সুপর্ণ, সুপর্ণহ শ্যেন। সুপর্ণ স্বর্গ হইতে মর্তে অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং গায়ত্রী ছন্দ সন্নিহিত। এই তত্ত্ব ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায়। শ্যেন শব্দ কল্যাণাত্মক ধ্বনি বাচক। ধ্বনিই ছন্দের মূল। ছন্দ হইতে দেবতায় উৎপত্তি হয়। সেই দেবতার রূপ বেদধ্বনিতে নিহিত। এই কারণে যখন জৈমিনী বিন্ধ্যপর্বতের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বেদধ্বনি শ্রবণ করেন। সেই পক্ষিগণ সামান্য পক্ষী নহেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৩।৮৩) আছে।—

সামান্য পক্ষিণো নৈতেকেঽপ্যেতে দ্বিজ সত্তমাঃ।

যে যুদ্ধেঽপি ন সংপ্রাপ্তাঃ পঞ্চত্বমেতি মানুষে॥

সেই পক্ষীর মুখ নিঃসৃত বেদধ্বনি মার্কণ্ডেয় পুরাণে নিম্নোক্ত ৪।৩ শ্লোকে লিপিবদ্ধ।—

তন্নগাসন্নভূতশ্চ শুশ্রাব পর্বতাৎ ধ্বনিম্।

শ্রুত্বা চ বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস জৈমিনিঃ॥

জৈমিনীর মীমাংসা দর্শনের প্রথম জিজ্ঞাস্য "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" জৈমিনীর মীমাংসা ১।১। তাঁহার মীমাংসায় "চোদনালক্ষনার্থো ধর্মঃ" জৈঃ মীঃ ১।২। এই বাক্যকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র মীমাংসা দর্শন কথিত। চোদনা অর্থে বেদবিধি যাহার লক্ষণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৩২তম অধ্যায়ে অলর্কানুশাসনে ধর্মাধর্ম নিরূপণ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত। এই দৃশ্যমান পৃথিবী মৃত্যু দ্বারা কবলিত। মৃত্যুর অধিপতি যম অগ্নিস্বরূপ। এই তত্ত্ব ঋগ্বেদ হইতে জানা যায়। পার্থিব মনুষ্য স্বীয় কর্মফলে জড়িত হইয়া কর্মফলভোগ-হেতু এই যমাধিকৃত পৃথিবীর বেষ্টনী ভেদ করিতে অসমর্থ। এই তত্ত্ব মার্কণ্ডেয় পুরাণে নরক বর্ণনং নামক ১০ম হইতে ১৫শ পর্য্যন্ত ছয়টি অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত। ইহার পর পিতাপুত্র সংবাদে দত্তাত্রেয় মাহাত্ম্য কথিত। ১৬শ, ১৭শ এবং ৩৫ তম অধ্যায়ে অপূর্ব যোগসন্ধান এই দত্তাত্রেয় সংবাদে প্রদত্ত। দত্তাত্রেয় যোগরহস্য পশ্চিম ভারতে অতিশয় সমাদৃত। ইহার পর কুবলাশ্বীয় পাতালপ্রবেশ বর্ণিত। 'প্রাতিশাখ্য প্রদীপ শিক্ষা' নামক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে কুবলাশ্বতত্ত্ব পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা যে বেদান্তদর্শনান্তর্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছয়টি বেদাঙ্গদর্শনই ব্যাখ্যাত। কুবলাশ্বীয়ে যে পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি? পাতাল চৌদ্দ ভুবনের নিম্নতম লোক। সুতরাং পাতাল-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভুবন-জ্ঞানের আবশ্যক। ভুবন জ্ঞান লাভের জন্য সূর্য্য-সংযম প্রয়োজন। সংযম কি? পাতঞ্জল-দর্শন

(৩।৫) অনুসারে ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনের একত্রে সমাবেশ হইলে সংযম হয়। ভুবন-জ্ঞানং সূর্য সংযমাৎ (পাতঞ্জলদর্শন ৩।২৬)। এই ভুবনের কেন্দ্র স্থলে মেরু-পর্বত অবস্থিত এবং ইহা সমুদ্রবেষ্টিত। ভুবন শব্দের অর্থ নির্ঘণ্টুকার বলেন, ভুবনং উদক নাম ইতি (নির্ঘণ্টু ১।১২)। ভুবনের ১৩টী সর্গ মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত (সর্গা ইতি উদক নাম, নির্ঘণ্টু ১।১২)। যিনি উদক দর্শন করেন নাই, তিনি বেদতত্ত্ব প্রবেশে অক্ষম। এই ভুবনের বিস্তৃত বিবরণ পাতঞ্জল যোগ দর্শনের ব্যাসভাষ্যে পাওয়া যায়। ইহলোক দেবগণের লীলাভূমি। দেবগণ আকার গ্রহণে অনুরক্ত। এখানেই দেবাসুর যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। হৃদয়ে যে সহস্র নাড়ী বিস্তবান, তন্মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সেই সূর্য্যতত্ত্বে গতিলাভ করে (বৃহদারণ্য কোপনিষদ ২।১।১৯ ; ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৬।১)। ভুবনের উত্তর কুরুখণ্ডে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। অশ্বিদ্বয়ের তত্ত্ব দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভোৎপত্তি জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য্য। অশ্বিতত্ত্ব মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৭৪—৭৬ অধ্যায়ে বৈবস্বতমন্বন্তরে কথিত। মার্কণ্ডেয় মহা পুরাণে প্রদত্ত ভুবন কোশের বর্ণনা অতি বিস্তৃত। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, যিনি এই ভুবনকোশ দর্শন করেন, তিনি কর্মফলদ্বারা প্রভাবিত হন না। সমগ্র ভুবন একটি চতুর্দ্দল পদ্মরূপে বর্ণিত। ইহায় পূর্ব পশ্চিমাদ্য দিকসমূহ ও তাহাদের সীমারেখা তথা মরু পর্বতের বর্ণচ্ছটা অননুকরনীয় দেব ভাষায় প্রকাশিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৩৬ তম অধ্যায়ে যোগ রহস্য কথিত ও যোগসিদ্ধির পর ৩৯ তম অধ্যায়ে যোগ ধর্মে ওঁকার বর্ণনা নামক অধ্যায় আছে। এই কয়েকটী অধ্যায়ে আসন ও প্রাণায়ামাদি যোগ-সাধন পথ বিস্তৃতভাবে দর্শিত। এই সকল বিষয় পিতা-পুত্র সংবাদ নামক আখ্যানে পাওয়া যায়। যোগাভ্যাস কথন সমাপ্ত হইলেই আমরা ঋষি মার্কণ্ডেয়কে প্রাপ্ত হই। ৪২ তম অধ্যায় হইতে ব্রহ্মোৎপত্তিকথন নামক অধ্যায় আরম্ভ করিয়া মার্কাণ্ডেয় পুরাণের শেষাবধি মহামুনি মার্কণ্ডেয় যোগ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা বেদ-ভিত্তিক।

যে পক্ষিচতুষ্টয়ের বিষয় পূর্বে উল্লিখিত, তাঁহারা পক্ষদ্বয়াশ্রয়ে আকাশগামী। কায়া কাশয়োঃ সম্বন্ধ সংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্। (পাঃ দঃ ৩।৪২।৩-৪)। এবম্বিধ যোগাভ্যাসে যিনি আকাশগমনে সমর্থ তিনিই পক্ষিতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ভুবনকোশ বর্ণিত, তাহা মার্কণ্ডেয়-কথিত ভুবনকোশ হইতে অভিন্ন। পক্ষিচতুষ্টয় বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত। অতএব বিন্ধ্য আকাশস্থিত। মার্কণ্ডেয় ভুবনকোশে চতুর্দ্দশমনু বিদ্যমান। এই

চতুর্দশ মনু পঞ্চদশ স্তোম সদৃশ। পঞ্চদশের উভয়স্থ সপ্ত সংখ্যা এবং কেন্দ্রস্থিত অষ্টম সংখ্যা বর্তমান। কিন্তু চতুর্দশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে উভয়তঃ সপ্তই থাকে। অষ্টম তথায় অদৃশ্য হয়। চণ্ডীতত্ত্ব অষ্টম মনুর অন্তর্গত। অষ্টমীই বাক্ (বৃঃ উ ২।২।৩)। বাকের উপাসনার পূর্বে তৎপূর্বস্থিত সপ্তমনুর জ্ঞান আবশ্যক। তন্মধ্যে সপ্তম মনু বৈবস্বত বা যম। চতুর্দশ মনুর মধ্যে সপ্তমনু নাভির অধোদেশে এবং অবশিষ্ট সপ্তমনু নাভির উর্দ্ধে বিরাজমান। যমাধিকৃত পৃথিবীর বন্ধন ক্রব্যাদ আহুতি দ্বারা দগ্ধ হয়। তখন অধস্থ সপ্তমনুর অধিকার ছিন্ন করিয়া জাতবেদ অগ্নির আবির্ভাব হয়। ঋগ্বেদ সংহিতায় (১০।১৬।১০) উল্লিখিত অগ্নিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। উক্ত মন্ত্র সায়ন ভাষ্য সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাত বেদসম্। তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ধর্মমন্বাৎপরমে সধস্থে॥

যঃ ক্রব্যাদঃ অগ্নিঃ দেবো যুষ্মকং গৃহিনাং গৃহং প্রবিবেশ প্রবিষ্টবান্ তং ক্রব্যাদং দেবং হরামি। গৃহাদ্বহিনিক্রাময়ামীত্যর্থঃ। কিমর্থম। পিতৃ যজ্ঞায় তদর্থম। কিং কুর্বন্। ইমম্ ইতর তস্মাদন্যং হব্যবাহং জাতবেদসং পশ্যন্ পর্য্যালোচয়ন্। তথা সতি ক্রব্যাৎ পরোঽগ্নিঃ পরমে উৎকৃষ্টে সধস্থে সহ স্থানে ধর্ম যজ্ঞম্ ইন্বাৎ প্রাপ্নোতু। পিতৃভির্ধর্মৈঃ সহেতি শেষঃ॥

যমের অধিকার সমাপ্ত হইলে বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। বরুণ ঋত ও অনৃতের সেতু স্বরূপ। বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন (ঋ, স, ম, ৮।৪২।২)। বরুণেই সর্বজগতের জ্ঞান রাত্রির অন্ধকারে লয় প্রাপ্ত হয়। বরুণের শাপ মোচন হইলে অগ্নি দর্শন লাভ হয়। এই সকল তত্ত্ব দেবীমাহাত্ম্যে বিবৃত। বেদের বর্ণ-জ্ঞান ও স্বর-জ্ঞান ব্যতীত সেই গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় কথিত চতুর্দশমনুর প্রথমার্ধ আরোহণাত্মক এবং সাবর্ণির পরবর্ত্তী মনুসমূহ অবরোহণাত্মক। আরোহণ ও অবরোহণের তাৎপর্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাপ্তব্য। ইহার পর মার্কণ্ডেয় পুরাণে যথাক্রমে মার্তণ্ড, মাহাত্ম্য, সূর্যস্তব, রবিমাহাত্ম্য বর্ণন এবং ভানুস্তব ও ভানুমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তৎপরে ঋগ্বেদসূক্তের ঋষি নাভাক-চরিত্র ও ভলন্দন-চরিত্র এবং পরিশেষে খনিত্র-চরিত্র ও অবিক্ষিৎ-চরিত্র ব্যাখ্যাত। এইখানেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরিসমাপ্তি।

দেবীমাহাত্ম্যে আছে, হিমালয় চণ্ডিকাকে সিংহরূপ বাহন উপহার দিলেন। সেজন্য সিংহপূজা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত এবং দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে সিংহমূর্তি নির্মিত হয়। চণ্ডিকা, দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবী সিংহবাহিনী। দেবী-

পুরাণোক্ত সিংহধ্যান অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ গ্রীবায়াং মধুসূদনোঽস্য শিরসি শ্রীনীলকণ্ঠঃ স্থিতঃ
শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা।
ষড়বক্ত্রো মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ
কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ স ভগবান সিংহো মমাভিষ্টদঃ॥ ১
যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং দন্তেষু যস্য স্থিতং
জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতিরিয়ং শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা।
গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে
বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান সিংহো মমাভিষ্টদঃ॥ ২
গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি
প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমোঽস্য তু মহাক্রৌর্যৈঃ সমাঃ পূতনাঃ।
প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং, যস্যাস্ত্যপানাত্মকং
রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা েত স্যুঃরবে রশ্ময়ঃ॥ ৩

যাঁহার গ্রীবাতে মধুসূদন (বিষ্ণু); শিরে (মস্তকে) নীলকণ্ঠ (শিব); ললাটে পার্বতীদেবী, বক্ষস্থলে দুর্গা, করগ্রন্থিসমূহে ষড়ানন্ (কার্তিকেয়); পার্শ্বে নাগসমূহ এবং কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারযুগল বিরাজিত, সেই দেবীবাহন সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন।১

যাঁহার নয়নযুগলে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে অষ্টবসু, জিহ্বাতে বরুণ, হুঙ্কারে শ্রীচর্চিকাচণ্ডিকা, গণ্ডদ্বয়ে যক্ষ ও যম, ওষ্ঠযুগলে সন্ধ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে বজ্রী (ইন্দ্র) অবস্থিত, সেই দেবীবাহন ভগবান্ সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন।২

সেই সর্বদেবময় সিংহের গ্রীবাসন্ধিসমূহে সপ্তবিংশতিসংখ্যক ঋক্ষ (নক্ষত্র) ও হৃদয়ে সাধ্যগণ অবস্থিত। তাঁহার তমঃ (অজ্ঞান) বিবৃদ্ধ নির্দয়তা এবং মহাক্রুরতা পূতনাতুল্য। তাঁহার প্রাণবায়ুতে মাতৃকুল, অপানবায়ুতে পিতৃকুল, রূপে লক্ষ্মী এবং রবি-রশ্মিতুল্য (কচ-কেশ-দামে) বিমলা সংস্থিতা আছেন।৩

নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ম্য সংকল্পপূর্বক অখণ্ডপাঠ করিলে কাহারও পাঠাশুদ্ধি হয়। সেই অপরাধ ক্ষমাপণার্থ নিম্নলিখিত শ্লোকপঞ্চক পাঠের বিধান সর্বত্র প্রচলিত। এই হেতু উক্ত শ্লোকাবলী সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রাসাদান্মহেশ্বরি॥ ১
(ক্ষন্তুমর্হসি তদ্দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ—ইতি বা পাঠঃ)

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া বিসর্গ-বিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্॥ ২
যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনম্।
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতিবশাদ্ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব॥
(ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রবচনবচনাৎ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব—ইতি বা পাঠঃ)
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিন্।
তৎ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥ ৩
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥ ৪
যদর্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে।
তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্বদা॥ ৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

হে মহেশ্বরি, এই চণ্ডীপাঠে যে অক্ষর পাঠচ্যুত ও যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহে সেইসকল সম্পূর্ণ হউক। ১

হে জগদম্বিকে, এই পাঠে যাহা আমি বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও অক্ষর-হীন উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ হউক এবং সদাই আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। ২

হে জগদম্বে, সম্প্রতি আপনার এই স্তবপাঠে হঠকারিতা বা দ্রুতপাঠহেতু ভক্তি বা অভক্তিহেতু যাহা মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি ও সমাস এবং বর্ণাদিবিহীন হইয়া স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে এবং যাহা মোহনিমিত্ত বা অজ্ঞানহেতু পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে, হে ভগবতি, আপনার প্রসাদে সেইসকল পূর্ণ হউক। হে বরদে, আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৩

হে জননি ভগবতি, আমার প্রতি প্রসন্না হউন্। হে ভক্তবৎসলা, আমার প্রতি প্রসন্না হউন্। হে দেবি, আমাকে কৃপা করুন। হে দুর্গাদেবি, আপনাকে প্রণাম করি। ৪

হে শঙ্করপ্রিয়ে, আপনার এই মাহাত্ম্য যাহার জন্য পঠিত হইল, তাহার গৃহের ও শরীরের সর্বদা কল্যাণ হউক। ৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ষট্-সংবাদ কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়।

মেধাস্তু কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে।
সা কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাগুরৌ ॥ ১
তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি।
অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্বিধিকা মতাঃ ॥ ২
এষা ষট্সংবাদ-কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনী।

মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে যে চণ্ডী-কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মার্কণ্ডেয় মুনি পরে স্বশিষ্য ভাগুরি মুনিকে বলেন। ভাগুরি কথিত বিবরণ দ্রোণ মুনির চারিপুত্র (অভিশাপে পক্ষিযোনিপ্রাপ্ত পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন। এইরূপে দেবীমাহাত্ম্যের ষট্-সংবাদ-কথা পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়াছে। ১-২

সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের ষট্ সংবাদ-কথা পুরাকাল হইতে প্রচলিত।

বারাহীতন্ত্রে চণ্ডীপাঠের ফলশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকাবলীতে পাওয়া যায়। এইহেতু ঐ শ্লোকাবলী সানুবাদ প্রদত্ত হইল।

চণ্ডীপাঠ-ফলং দেবী শৃণুষ্ব গদতো মম।
একাবৃত্ত্যাদি পাঠানাং প্রত্যহং পঠতাং নৃণাম ॥ ১
সঙ্কল্প্য পূজ্যাং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনূন্ সকৃৎ।
পশ্চাদ্ বলিপ্রদানেন ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
গ্রহদোষোপশান্ত্যর্থং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ॥ ৩
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
নবাবৃত্ত্যা ভবেচ্ছান্তির্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪
রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ, রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিনাশশ্চ জায়তে ॥ ৫
মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রীবশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬
কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ।
রাজভীতিবিনাশায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ ॥ ৭
কুর্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ॥ ৮

পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাচ্চ ভবেদ বন্ধবিমোক্ষণম্ ।
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যভয়ে সদা ॥ ৯
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে ।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে ॥ ১০
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে ।
কুর্যাদ্ যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ১১
বিপদস্তস্য নশ্যন্তি ততো যাতি পরাং গতিম্ ।
শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রূপবৃদ্ধিস্তথাপরা ॥ ১২
মনসা চিন্তিতং দেবি সিধ্যেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ ।
শতাশ্বমেধ-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে ॥ ১৩
সহস্রাবর্ত্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা ।
প্রাপ্তো মনোরথান্ কামান্ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥ ১৫
অথবা বহুনোক্তেণ কিমন্যেন বরাননে
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬

হে দেবি, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠকের একাবৃত্ত্যাদি পাঠের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১

অঙ্গন্যাসাদি সহকারে সঙ্কল্পপূর্বক দেবীর পূজা করিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর সপ্তশত মনু (মন্ত্র) একবারমাত্র পাঠ ও পশ্চাৎ বলিপ্রদান করিলে মানুষ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয় । ২

উপসর্গ (উপদ্রব) শান্তির (নিবারণের) জন্য তিনবার চণ্ডীপাঠ করিবে এবং গ্রহদোষ-শান্তির নিমিত্ত পাঁচবার চণ্ডীপাঠ করা উচিত । ৩

মহাভয় উপস্থিত হইলে সাতবার পাঠ করিবে এবং নয়বার পাঠে শান্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় । ৪

রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য ও ঐশ্বর্যলাভের জন্য একাদশবার চণ্ডীপাঠ করিবে । দ্বাদশবার পাঠ করিলে কামনাসিদ্ধি ও শত্রুনাশ হয় । ৫

চৌদ্দবার পাঠ করিলে দুর্জয় শত্রু ও দুষ্টা স্ত্রী বশীভূত হয় । পঞ্চদশবার পাঠে মানবের মিত্রতা ও সম্পদ্ লাভ হয় । ৬

ষোড়শবার পাঠে পুত্রপৌত্র ও ধনধান্য লাভ হয় । রাজভয়-বিনাশার্থ

সপ্তদশবার, শত্রুর উচ্চাটনাদি নিবারণার্থ অষ্টাদশবার এবং দুষ্ট ব্রণের আরোগ্যার্থ বিংশাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে। ৭-৮

পঞ্চবিংশবার পাঠে কারাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। সঙ্কটকাল ও দুশ্চিকিৎস্য-রোগভয় উপস্থিত হইলে, জাতিধ্বংস ও কুলনাশ ও আয়ুক্ষয় আরম্ভ হইলে, শত্রুবৃদ্ধি বা রোগবৃদ্ধি হইলে, ধননাশ বা ধনক্ষয়-সময়ে, ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) উৎপাত উৎপন্ন হইলে বা মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইলে যত্নপূর্বক যথাবিধি একশতবার চণ্ডীপাঠ করিবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত বিপদসমূহ বিনষ্ট হইয়া মঙ্গললাভ হইবে। ৯-১

যিনি একশতবার চণ্ডীপাঠ করেন, তাঁহার সকল বিপদ নাশ হয়, উর্দ্ধলোকে গতি লাভ হয় এবং তাঁহার বুদ্ধি ও সৌন্দর্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করে।১২

হে সুব্রতে, একশত আটবার চণ্ডীপাঠে সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয় এবং একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। ১৩

যে ব্যক্তি সহস্রবার চণ্ডীপাঠ করেন, চঞ্চলা লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার গৃহে অচলা হন, তাঁহার সকল মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি অন্তে মোক্ষলাভ করেন।১৪

যেমন যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মধ্যে হরি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তোত্রসমূহের মধ্যে সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ। ১৫

হে বরাননে, অধিক আর কি বলিব! একশত বার চণ্ডীপাঠের ফলে সর্ব সিদ্ধিই লাভ হয়। ১৬

নিম্নোক্ত চণ্ডী ধ্যানে দেবীমাহাত্ম্যের সারমর্ম পাওয়া যায়।

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥

হাওড়ার স্বর্গগত ভক্ত কবি অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ভাবগম্ভীর মাতৃসঙ্গীতদ্বারা এই সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করি।

চিদানন্দময়ী নাম নগরে কে যাবিরে আয়।
মরণ-হরণ সেই নগরে দুখের বালাই যায়॥
বহে সেথা আনন্দেরি বাণ,
ভাসিয়ে দে মন সব ভাসায়ে জীবন-তরী খান।
(ও তুই) সব হারায়ে সব পাবি মন মায়ের চরণ ছায়।

সেথা ফোটে নিত্যানন্দ ফুল,
কভু নাহি ঝরে সে ফুল গন্ধেতে আকুল।
(সেথা) বহে নদী নিরবধি অমৃত সুধায় ॥

অর্গলাস্তুতিঃ

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥১
মধুকৈটভবিদ্রাবি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২
মহিষাসুরনির্নাশবিধাত্রী বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্ব সৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৪
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৫
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৬
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৭
স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৮
চণ্ডীকে সততং যে ত্বামর্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৯
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১০
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১১

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুল্যাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১২
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৩
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৪
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৫
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা তথাঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৬
হিমাচলসুতানাথ পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৭
সুরাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণেঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৮
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরী।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৯
দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ডদৈত্যদর্পবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২০
দেবী ভক্তজনোদ্দাম দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং :দহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২১
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্ ॥২২
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
স তু সপ্তশতীসংখ্যাবরমাপ্নোতি সংপদঃ ॥২৩
ইতি দেব্যা অর্গলাস্তুতিঃ সমাপ্তা

অর্গলাস্তুতির দুর্গাপ্রদীপকৃত টীকা

অথার্গলাব্যাখ্যানম্। তত্র প্রথমতো দেবতায়া উদ্দেশ্যায়া গুণাখ্যানো-পযোগিন আহ। জয়ন্তীতি। জয়ন্তী সর্বোত্কৃষ্টেত্যর্থঃ। গুণাত্রয়সাম্যাবস্থৌ-পাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সর্বকারণত্বাত্। মঙ্গলা মঙ্গং জননমরণাদিরূপং সর্পণং ভক্তাণাং লাতি গৃহ্নাতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদা মঙ্গলেত্যুচ্যতে। 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। কালী কলয়তি ভক্ষয়তি সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী। 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোমে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপ-সেচনম্' ইতি শ্রুতেঃ। ভদ্রকালী ভদ্রং মঙ্গলং সুখং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুমিতি ভদ্রকালী। 'ভদ্রকালী সুখপ্রদা' ইতি রহস্যাগমেঽর্থকথনাত্। কপালিনী। 'কপালোঽস্ত্রী শিরোঽস্থি স্যাদ্ঘটাদেঃ শকলেষু চ'। ইতি মেদিনীকোশাত্। ব্রহ্মাদীন্নিহত্য তেষাং কপালং গৃহীত্বা প্রলয়কালে অটতীতি। প্রপঞ্চরূপাম্বুজং হস্তে যস্যা ইতি বা। কপালিনী মত্বর্থীয় ইনিঃ॥ 'প্রপঞ্চাম্বুজহস্তা চ। কপালিন্যুচ্যতে পরা' ইতি রহস্যাগমাত্। দুর্গা দুঃখেনাষ্টাঙ্গযোগসর্ব-কর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা দুর্গা। 'তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীম্' ইতি দেব্যথর্বশিরসঃ। ক্ষমা ভক্তানামন্যেষাং বা সর্বানপরাধান্ক্ষমতে সহতে জননীত্বাৎসাতিশয়কারুণ্যবতী ক্ষমেত্যুচ্যতে। শিবা। চিদ্রূপিণীত্যর্থঃ। 'চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমা। অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিন্নির্বিকল্পা স্বয়ংপ্রভা॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবংকরী॥' ইতি সূতসংহিতোক্তেঃ। ধাত্রী সর্বপ্রপঞ্চধারণকর্ত্রী। 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। স্বাহা দেবপোষিণী। স্বধা পিতৃপোষিণী। এতাদৃশপূর্বোক্তমহাগুণবতী যা ত্বমসি ততস্তে তুভ্যং নমো নমস্কার এবাস্তু কেবলম্। ন তু তাদৃশ্যাঃ পরিচর্যায়াং সামর্থ্যমস্তীতি ভাবঃ॥ ১॥

মধুকৈটভয়োর্বিদ্রাবিণী নাশিনী চ সা বিধাতুর্বরদা চেত্যর্থঃ। মধুকৈটভ-নাশার্থং ব্রহ্মণা স্তুতা সতী তস্মৈ বরং দদাবিতি কথা দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধা। রূপং রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্তু। 'রূপং ভবেদ্বিন্দুর মন্দকান্তিঃ' ইত্যাগমাত্তদ্দিহি মহ্যং মৎকৃতনমস্কারেণৈব প্রসন্না সতী তথা জয়ং জয়ত্যেনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো বেদস্মৃতিরাশিস্ততো জয়মুদীরয়েদিত্যত্র প্রসিদ্ধস্তং দেহি। যশো দেহি। 'সহনৌ যশঃ' ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞান-

সংপাদনজন্তং যশস্তদ্দেহি। দ্বিষো জহি কামক্রোধাদীন্‌শত্রূন্‌হি নাশয় ॥ ২ ॥ মহিষাসুরেতি। মহিষাসুরস্য নির্নাশস্য বিধাত্রী কর্ত্রীত্যর্থঃ। বরদে ইতি পৃথক্‌পদম ॥ ৩ ॥ বন্দিতেতি। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্বন্দিতমঙ্ঘ্রিযুগং যস্যাস্তেষামে-তদপেক্ষয়াত্যুনোপাধিকত্বাত্‌। ভক্ত্যেতিশব্দেন দেবীত্যস্য পুনরুক্তিঃ ॥ ৪ ॥ রক্তবীজেতি। রক্তবীজস্য বধঃ কর্তব্যতয়াস্তি যস্যাঃ সা। অর্শআদ্যজন্তম্। রক্তবীজবধকর্ত্রীত্যর্থঃ। রক্তবীজস্য বধো যস্যাঃ সকাশাদিতি বা। অত্র শুম্ভা-সুরেতি শ্লোকপাঠোপপাঠঃ। প্রাচীনেরব্যাখ্যানাৎ প্রাচীনপুস্তকেষ্বপাঠাচ্চ ॥ ৫ ॥ অচিন্ত্যেতি। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে' ইতি শ্রুতেঃ। 'যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ' ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥ নতেভ্য ইতি। সদা সর্বদা ভক্ত্যা নতেভ্যঃ প্রণতেভ্যো মে প্রণতায় চ রূপং দেহীত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ এবং স্তুবন্ত্য ইত্যত্রাপি ॥ ৮ ॥ চণ্ডীকে সততমিত্যত্রাপি তথৈব যে ত্বামর্চয়ন্তি তেভ্য ইতি শেষঃ ॥ ৯ ॥ দেহি সৌভাগ্যমিত্যর্থান্নয়ম্ ॥ ১০ ॥ বিধেহীতি। উচ্চ কৈরতিশয়েনোচ্চং বলং মম বিধেহি ॥১১॥১২॥ বিদ্যাবন্তমিতি। ব্রহ্মবিদ্যাবন্তং জনং স্বভক্তজনং কুরু অথ চ রূপং দেহীত্যর্থঃ ॥১৩॥১৪॥১৫॥ কৃষ্ণেন সংস্তুতে ইতি। ইয়ং চ কথা দেবীভাগবতে প্রসিদ্ধা ॥১৬॥ হিমাচলসুতানাথঃ শিবস্তেন পুজিতে ॥১৭॥ সুরাসুরেতি। অনেন চ দেবীস্বরূপদর্শনেন নির্বৈরতাহদ্বৈত-ভাবো ভবতীতি ধ্বনিতম্। সুরাসুরয়োঃ সমানাধিকরণ্যকথনাত্‌ ॥ ১৮ ॥ ইন্দ্রাণীতি ইন্দ্রাণীপতিনা সদ্ভাবেন পুজিতে ॥১৯॥২০॥ ভক্তজনেষু যে উদ্দামা-স্তেভ্যো দত্ত আনন্দোদয়ো মোক্ষো যয়া ॥২১॥ তারিণীমিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণ-প্রসিদ্ধয়া মদালসয়া বাসিষ্ঠরামায়ণপ্রসিদ্ধয়া চুড়ালয়া চ তুল্যা আদ্যয়া পুত্র-স্তারিতো দ্বিতীয়য়া পতিরেব তারিত ইতি তত্রাখ্যানাত্‌ ॥২২॥ মহাস্তোত্রং সপ্তশত্যাখ্যম্। অনেন চার্গলাস্তবতেরপি সপ্তশত্যঙ্গত্বং বোধিতম্। য এবমর্গলা-স্তুতিং পঠিত্বা সপ্তশতীস্তোত্রং জপতি স তু স এব সপ্তশত্যাঃ সংখ্যা জপসংখ্যা তয়া যজ্জায়মানং বরং ফলং তৎপ্রাপ্নোতি নান্যঃ। সংপদঃ সংপদশ্চ প্রাপ্নোতি। তস্মাদবশ্যমর্গলাস্তোত্রং পঠনীয়মিতি ভাবঃ। সিদ্ধিপ্রতিবন্ধকং পাপমর্গলাসদৃশ-ত্বাদর্গলা তন্নাশকস্তোত্রস্যাপি লক্ষণয়ার্গলেতি সংজ্ঞা ॥ ২৩ ॥ ত্রয়োবিংশতি-সংখ্যানাং শ্লোকানামত্র সংগ্রহঃ। ইতি প্রদীপব্যাখ্যানে অর্গলাবিবরণম্ ॥

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নিম্নোক্ত অর্গলাস্তব বলিলেন।

হে দেবি, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা), মঙ্গলা (জন্মমরণাদি বিকার নাশিনী), কালী (প্রলয়কালে জগৎপ্রপঞ্চ গ্রাসিনী), ভদ্রকালী (সুখপ্রদা), কপালিনী (প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিনী, দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী), স্বাহা (দেবপোষিণী), এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী) রূপা, তোমাকে নমস্কার।

প্রথমে দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যানের উপযোগী গুনাবলী বলিতেছেন। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সোপাধিক-ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী জগৎকারণ বলিয়া জয়ন্তী বা সর্বোৎকৃষ্টা নামে বিশেষিতা। ভক্তগণের জন্মমরণাদিরূপ সর্পণ (বিকার) নাশ করেন বলিয়া চণ্ডিকা মঙ্গলা বা মোক্ষপ্রদা। শ্রুতিবাক্যে আছে, আত্মজ্ঞের পঞ্চপ্রাণ উৎক্রমণ করে না। প্রলয়কালে কালী এই জগৎ ভক্ষণ করেন। উক্ত মর্মে কঠোপনিষৎ বলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং মৃত্যু মহামায়ার অন্নব্যঞ্জনাদিরূপে উদাহৃত। ভদ্রকালী ভদ্র বা সুখ ভক্তগণকে দান করিতে স্বীকৃতা হওয়ায় তাঁহার উক্ত নাম। রহস্যাগম তন্ত্রে আছে, ভদ্রকালী সুখপ্রদা। মেদিনীকোশে কপাল শব্দের অর্থ স্ত্রী, শিরোস্থিত অস্থি প্রভৃতি প্রদত্ত। ব্রহ্মাদি দেবতাকে নিহত করিয়া তাঁহাদের কপাল (শিরোস্থিত অস্থি সমূহ) গ্রহণ-পূর্বক প্রলয়কালে বিচরণ করেন বলিয়া চণ্ডিকার নাম কপালিনী। অথবা প্রপঞ্চরূপ পদ্ম যাঁহার হস্তে অবস্থিত। রহস্যাগম অনুসারেও চণ্ডিকা প্রপঞ্চহস্তা। অষ্টাঙ্গ যোগ ও সর্বকর্ম উপাসনাদি রূপ ক্লেশকে দুঃখ বলে। এই দুঃখদ্বারা দেবী প্রাপ্তা হন বলিয়া তাঁহার নাম দুর্গা। দেব্যথর্বশিরস উপনিষদে দুর্গা দুর্গমা নামে কথিতা। করুণাময়ী জননীরূপে চণ্ডিকা ভক্তগণের ও অন্যজনের সর্ব-অপরাধ সহ্য করেন বলিয়া তিনি ক্ষমা। তিনি চিদ্রূপিণী বলিয়া শিবা, সুত সংহিতায় আছে, "হে দ্বিজবরগণ, চিন্মাত্রাশ্রিতা মায়াদ্বারা দুর্গা শক্তিরূপে জগৎপ্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্টা হইয়া নির্বিকল্পা, সৎস্বরূপা, আনন্দস্বরূপা সংসারনাশিনী শুভংকরী শিবা হইতে অভিন্না পরমাদেবী। ধাত্রী অর্থে সর্ব প্রপঞ্চধারণকারিনী।" উক্ত মর্মে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত বলেন, "আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।" হে দেবী, তুমি এতাদৃশী মহাগুণবতী। তোমাকে পুনঃ পুনঃ ভক্তিভরে নমস্কার করি। ইহার অর্থ, তোমাকে তাদৃশ পরিচর্য্যা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।১

হে মধুকৈটভবিনাশিনি, হে ব্রহ্মবরদায়িনি, তোমাকে নমস্কার। আমাকে

রূপ দাও, জয় দাও যশ দাও এবং আমার শত্রুনাশ কর। যিনি মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়কে বিনাশ এবং ব্রহ্মাকে বরদান করেন, তিনি চণ্ডিকা। দেবী ভাগবতের প্রথমস্কন্দে আছে, যখন ব্রহ্মা উপদ্রবকারী মধুকৈটভ বিনাশার্থ দেবীকে স্তব করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বর দেন। রূপ অর্থে জ্ঞের পরমার্থ বস্তু। আগমে আছে, বিন্দুরমন্দকান্তি রূপ দেবীভক্ত লাভ করেন। মৎকৃত নমস্কারে প্রসন্না হইয়া উক্ত দিব্যরূপ আমাকে দান কর। জয় অর্থে পরমাত্মস্বরূপ অথবা বেদস্তুতিরাশি। 'জয় উচ্চারণ করিবে' এই উক্তিতেও জয় শব্দ প্রসিদ্ধ। শ্রুতিবাক্য অনুসারেও তিনি যশরূপা। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হেতু যশ আমাকে দাও। আমার কামক্রোধাদি শত্রু নাশ কর।২

হে মহিষাসুরনাশিনি ও বিধাতাকে বরদায়িনি, তোমাকে নমস্কার। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

মহিষাসুরের বিনাশ বিধাত্রী বা কর্ত্রী তিনি। বরদা পৃথক পদ।৩

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত-পদ-যুগে দেব, হে সর্বসৌভাগ্যদায়িনি, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক যাঁহার পদদ্বয় পূজিত হয়। ইহার কারণ, উক্ত দেবগণ দেবীপদদ্বয় অপেক্ষা অন্যতর-উপাধিযুক্ত বলিয়া দুর্গাভক্তির আতিশয্যে দেবী শব্দের পুনরুক্তি হয়েছে।৪

হে রক্তবীজাসুরবধকারিণি, হে চণ্ড ও মুণ্ড বিনাশিনী দেবি, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার হিংসক নাশ কর।

কর্তব্যবোধে যিনি রক্তবীজাসুর বিনাশ করেন। ইহার অর্থ, তিনি রক্তবীজবধ কর্ত্রী। অথবা যাঁহার সকাশে রক্তবীজাসুর নিহত হন। শুম্ভাসুর ইত্যাদি শ্লোক পাঠের উপপাঠ প্রাচীনগণ কর্তৃক অব্যাখ্যাত হওয়ায় এবং প্রাচীন পুস্তকসমূহে উক্ত পাঠ না থাকায় ইহা উল্লিখিত নহে।৫

হে অচিন্ত্য-রূপ-চরিত্রে সর্বশত্রুবিনাশিনি দেবি, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুনাশ কর।

চণ্ডিকা অচিন্ত্যা। উক্ত মর্মে শ্রুতি বলেন, যাহাকে না পাইয়া মন সহ বাক্য-সমূহ নিবৃত্ত হয়। অন্য শ্রুতিবাক্যে আছে, যিনি এই জগতের অধিপতি, তিনি পরমাকাশে অবস্থিত। ইহা জানিলে বেদাজ্ঞ অধীত হয়, নচেৎ বেদপাঠ ব্যর্থ হয়।৬

হে চণ্ডিকে, তুমি আশ্রিত ভক্তের পাপনাশিনি দেবী। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

আমি সর্বদা ভক্তিভরে তবপদে প্রণত। আমাকে রূপাদি দাও।৭

হে চণ্ডিকে, ভক্তিপূর্বক যে তোমার স্তব করে, তুমি তাঁহার সর্বব্যাধি নাশ কর। হে দেবি, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার দ্বেষ-কারীগণকে নাশ কর।

এই শ্লোকেও উক্তরূপে স্তবকারীগণকে তুমি রূপাদি দান কর—এই অর্থ হইবে।৮

হে চণ্ডিকে, ইহলোকে যাঁহারা সর্বদা ভক্তিভরে তোমার অর্চনা করেন, তাঁহাদিগকে তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তাঁহাদের বিদ্বেষীগণকে বিনাশ কর।৯

হে দেবি, আমাকে সৌভাগ্য, আরোগ্য ও পরম সুখ প্রদান কর। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার বৈরীগণকে নাশ কর।১০

আমার দ্বেষকারিগণের বিনাশ সাধন কর এবং আমাকে অতিশয় উচ্চ বল দান কর। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।১১

হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর, ও আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার বৈরীনাশ কর।১২

আমাকে ব্রহ্মবিদ্বান্ যশস্বী ও শ্রীসম্পন্ন কর। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।১৩

হে চণ্ডিকে, তুমি প্রচণ্ড দৈত্যদর্প চূর্ণ কর। আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি এই প্রণত-ভক্তকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।১৪

হে পরমেশ্বরি, তুমি চতুর্ভুজ এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।১৫

হে অম্বিকে, তুমি কৃষ্ণ কর্তৃক সদা ভক্তিভরে সংস্তুতা। এই কথা দেবী ভাগবতে উল্লিখিত। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার বৈরী নাশ কর।১৬

হে পরমেশ্বরি, তুমি হিমালয়কন্যা গৌরীর পতি শিব কর্তৃক সংস্তুতা। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার দ্বেষকারিগণকে নাশ কর।১৭

হে দেবি, দেবাসুরগণের শিরোরত্ন তোমার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

ইহাতে ধ্বনিত হয়, চণ্ডিকার স্বরূপ দর্শনের ফলে নির্বৈরতারূপ অদ্বৈত ভাব লাভ হয়। ইহাতে দেবাসুরগণের সামানাধিকরণ্য কথিত হইল। অর্থাৎ দেবগণ ও অসুরগণ সমভাবে দেবীর স্বরূপ দর্শনের অধিকারী।১৮

হে পরমেশ্বরি, তুমি শচীপতি ইন্দ্রদেব কর্তৃক সদ্ভাবে পূজিতা হও। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার সর্বশত্রু বিনাশ কর।১৯

হে চণ্ডিকে, তুমি বলশালী দুর্দমনীয় দৈত্যগণের দর্পচূর্ণ কর। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রুনাশ কর।২০

হে অম্বিকে, ভক্তজনের মধ্যে যাঁহারা উদ্দাম, উন্মত্ত মুমুক্ষু তাঁহাদিগকে তুমি পরমানন্দরূপ মোক্ষফল দান কর। হে দেবি, আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং মদীয় শত্রুনাশ কর।২১

মনোবৃত্তি-অনুসারিনী মনোরমা ধর্মপত্নী বা ভরনীয়া আমাকে দাও। হে দেবি, তুমি দুর্গম-সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণকারিণী শৈলসুতা।

দেবীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধা মদালসার দ্বারা তৎপুত্র এবং যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ-প্রসিদ্ধা চূড়ালার পতি উদ্ধার লাভ করেন।২২

যে জন এই অর্গলাস্তুতি পড়িয়া সপ্তশতমন্ত্রাত্মক মহাস্তোত্র দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি পাঠফলরূপে সপ্তশত-সংখ্যক বর ও বিপুল সম্পদ প্রাপ্ত হন।

ইহা দ্বারা অর্গলাস্তুতি সপ্তশতীর অঙ্গরূপে নির্দেশিত। অন্যজন উক্তফল প্রাপ্ত হন না। সেই হেতু অর্গলাস্তুতি দুর্গাপাঠের পূর্বে অবশ্য পঠনীয়। জপসিদ্ধির প্রতিবন্ধক পাপ অর্গলা সদৃশ বলিয়া ইহা অর্গলা নামে সজ্জিত। উক্ত পাপ নাশক স্তোত্র লক্ষণা দ্বারা অর্গলা নামে অভিহিত। বারাহীতন্ত্রে আছে, "অর্গলং দুরিতং হন্তি"। ইহার অর্থ, অর্গলা স্তুতি পাপনাশক ও শক্তিদায়ক।২৩

দুর্গাপ্রদীপ টীকা অনুসারে অর্গলাস্তুতির শ্লোকসংখ্যা মাত্র তেইশ।

অথ দেবী কীলকম্

ঋষিরুবাচ।

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥১

সর্বমেতদ্বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামভিকীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জাপ্যতৎপরঃ ॥২

সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি বস্তূনি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবী স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি ॥৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তত্র ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জাপ্যেন সিদ্ধ্যেত সর্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥৪
সমগ্রাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভং ॥৫
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
সমাপ্তির্ন চ পুণ্যস্য তাং যথাবন্নিয়ন্ত্রণাম্ ॥৬
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥৭
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥৮
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং নিত্যং জপতি সংস্ফুটম্।
স সিদ্ধঃসগণঃসোঽপি গন্ধর্বো জায়তেঽবনে ॥৯
ন চৈবাপ্যটতস্তস্য ভয়ং ক্বাপীহ জায়তে।
নাঽপমৃত্যুবশং জাতি মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১০
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥১১
সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিৎদৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎসর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জাপ্যমিদং শুভম্ ।১২
শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥১৩
ঐশ্বর্য্যং যৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যসম্পদঃ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥১৪

ইতি লক্ষ্মীকীলকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

দেবী-কীলকের দুর্গাপ্রদীপ টীকা

অথকীলকবিবরণম্। তত্র মার্কণ্ডেয়-ঋষিঃ শিষ্যান্ উপদিদেশ। স সংবাদস্তন্ত্রেষু কথিত ইতি তন্ত্রস্থমেবৈতৎ। ঋষিরুবাচ। মার্কণ্ডেয়ঋষিঃ স্বশিষ্যান্ প্রতীত্যর্থাৎ। কীলকং বক্তুং মঙ্গলমাচরতি মার্কণ্ডেয়ঃ। বিশুদ্ধেতি। নির্মলজ্ঞানরূপায় ইত্যর্থঃ। ত্রিবেদী বেদত্রয়রূপং দিব্যং চক্ষুর্যস্য তস্মৈ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তেঃ কল্যাণপ্রাপ্তের্নিমিত্তায় কারণায় সোমার্ধধারিণে নমঃ অস্তু ইত্যর্থঃ। অত্র কেচিদয়ং শ্লোকস্তর্কচরণ-মীমাংসাবার্তিকে প্রথমোঽপ্যত্রাপি বহুভিঃ পাঠ্যতে পরংত্বনার্প ইত্যাহুঃ। বয়ং তু ক্রমোঽত্রত্য এব স শ্লোকো মঙ্গলার্থং বার্তিককারৈর্গৃহীত ইতি কুতো ন স্যাৎ। ন হি কুত্রচিৎ স্থিতঃ শ্লোকো মঙ্গলার্থমন্যত্র ন গৃহীতব্য ইতি রাজাজ্ঞাস্তি। তস্মাৎসর্বপুস্তকেষু উপলম্ভাৎ আর্য এব শ্লোক ইতি ॥১ কিমুবাচ। সর্বমেতদিতি। মন্ত্রাণাং সর্বেষাং অভিকীলকং বক্ষ্যমাণরীত্যা সর্বমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকশাপরূপ-কীলকনাশকত্বাৎ লক্ষণয়া সপ্তশতীস্তোত্রং অভিকীলকং তৎ সর্বং বিজানীয়াৎ উপাসীত ইত্যর্থঃ। নন্বন্যমন্ত্রোপাসনাভিঃ কিং ক্ষেমং ন ভবতি যতো অত্র এবাগ্রহঃ ক্রিয়ত ইতি চেৎ ভবত্যেবেত্যাহ। সোঽপীতি। তৎ সপ্তশতীস্তোত্রং বিনা সততং জাপ্যতৎপরঃ নানামন্ত্রাণাং জপরূপে কর্মণি নিরন্তরং নিষ্ঠা যস্য স তৎপরো যস্তু পুরুষঃ সোঽপি ক্ষেমং সর্বং ক্ষেমং কল্যাণং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥২॥ সিদ্ধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনীতি। এবং জপতৎপরস্য পুরুষস্য উচ্চাটনাদীন্যপি কর্মাণি সিদ্ধ্যন্তি তথা সকলানি বস্তূনি অলভ্যানি সিদ্ধন্তি ইতি। এবং সপ্তশতীপাঠরহিতানামপি পুরুষাণাং কেবলমন্ত্রজপেন সিদ্ধিমুক্ত্বা মন্ত্রজপরহিতানামপি পুরুষাণাং কেবলসপ্তশতীপাঠেনাপি সর্বাং সিদ্ধিমুপদিশতি। এতেনেতি। এতেন প্রকৃতেন স্তোত্রমাত্রেণ সপ্তশত্যাখ্যস্তোত্রপাঠমাত্রেণ স্তুবতাং স্তোতৃণাং দেবী ভগবতী সচ্চিদানন্দরূপিণী সিদ্ধয়তি প্রসীদতি ॥৩॥ তত্র তস্য পুরুষস্য নান্যমন্ত্রাদি উপযোগ ইত্যাহ। ন মন্ত্রো ন ঔষধমিতি। তত্র তস্য পুরুষস্য কার্য্যসিদ্ধ্যৈ ন মন্ত্র উপযুক্তো ভবতি তথা নৌষধং তথা ন কিঞ্চিৎ অন্যদপি যোগসিদ্ধ্যাদিরূপং সাধনং বিদ্যতে উপযোগায়। কিং তু জাপ্যেন বিনা তৎতৎ মন্ত্রজপরূপকর্মাভাবেঽপি সর্বমুচ্চাটনাদিকর্ম অভিচারিকং কর্ম তথা সামগ্রাণ্যপি অভিলষণীয়ানি কার্য্যাণি সিদ্ধ্যন্তি কেবলস্তোত্রমাত্রেণেতি। এতাবৎ পর্যন্তং সপ্তশত্যুপাসনয়া কেবলয়া সর্বং কল্যাণং ভবতি। তথা সপ্তশত্যন্য-মন্ত্রোপাসনয়াপি সর্বং কল্যাণং ভবতি ইতি পক্ষদ্বয়মুপাদিতম্ ॥৪॥ ইত্থং পক্ষদ্বয়মপি ইদং অস্তীতি যা পক্ষদ্বয়বিষয়িণী লোকানাং শঙ্কা তাং প্রথমতো হরঃ

কৃত্বা তচ্ছঙ্কানিরাসার্থং নিমন্ত্রয়ামাস নিমন্ত্রিতবান্ অর্থাৎ লোকান্ তানাগতানাহ। কিমিতি এবং বক্ষমাণপ্রকারেণেদং সপ্তশত্যাখ্যমেব শুভমিতি অত্র তানাহ ইতি শেষঃ ॥৫

অনন্তরং চ চণ্ডিকায়াস্তু চণ্ডিকায়া এব স্তোত্রং সপ্তশত্যাখ্যাং তচ্চ গুহ্যমতি-রহস্যং চকার। পূর্বোক্তমন্ত্রজপরূপপক্ষাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং পক্ষমেব সারভূতঃ চকার ইত্যর্থঃ। ইতি মার্কণ্ডেয়েন তন্ত্রোক্তং পূর্ববৃত্তং কথিতং পুনঃ শিষ্যান্ সপ্তশতীমাহাত্ম্যং কথয়ংশ্চিবাভিপ্রায়ং কথয়তি। যস্মাৎ এতৎস্তোত্রপাঠজন্যফলস্য ন সমাপ্তিঃ কদাপি ভবতি। তত্তন্মন্ত্রজপজন্যপুণ্যস্য তু সমাপ্তিরস্তি। তস্মাৎ তাং পূর্বোক্তাং শিবেন কৃতাং নিয়ন্ত্রণাং প্রথমপক্ষস্য সঙ্কোচরূপাং যথাবৎ যথার্থমেব জানীধ্বমিতি শেষঃ।৬ সোঽপি ক্ষেমমিতি। সোঽপি তৎ তন্মন্ত্রজপ কর্তাপি এতৎ স্তোত্রজপসহিতশ্চেদেব সর্বং ক্ষেমং অবাপ্নোতি তস্মাত্তং প্রথমপক্ষং বিহায় সপ্তশতীপাঠে এবং সর্বৈরাদরঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ। এতেন অন্যে মন্ত্রা অপি সপ্তশতীপাঠং কৃত্বৈব জপনীয়াঃ অন্যথা তৎ তন্মন্ত্রফলপ্রাপ্তিঃ ন স্যাদিতি বোধিতম্। যৎ এতৎ সর্বমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকনাশকং ভবতি তস্মাদেব মন্ত্রাণাভি-কীলকমেতদিতি পূর্বমুক্তমিতি বোধ্যম্। অভিকীলকং সিদ্ধিপ্রতিষ্টম্ভকরং দোষরূপম্। তন্নাশকত্বাৎ অস্যাপি লক্ষণয়া অভিকীলকত্বম্। নন্বু অন্যত্রাপি নবার্ণমন্ত্রজপাপেক্ষাস্ত্যেবেতি চেৎ সা শীঘ্রফলার্থমিতি ক্রমো ন তু তদ্বিনা ফলমেতস্য নাস্তি ইতি এতৎ বিনা তু তৎ তন্মন্ত্রাণাং ফলমেব ন ভবতীতি বিশেষঃ ॥৭॥ পরন্তু হে শিষ্যাস্তৎ স্তোত্রং সর্বেষাম্ অপি অচিন্ত্যফলপ্রদং জাতমিতি সর্বেঽপি সর্বেশ্বরা ভবিষ্যন্তি ইতি জ্ঞাত্বা মহাদেবেন কীলিতমস্তি ইত্যাহ। কৃষ্ণায়ামিতি। কৃষ্ণচতুর্দশ্যাম্ অষ্টম্যাং বা কৃষ্ণায়াং সমাহিত একাগ্রঃ সন্ য উপাসকো নিজং সর্বং ধনং ন্যায়েনার্জিতং দেব্যৈ দদাতি সমর্পয়তি। হে দেবি ইত আরভ্য ইদং সর্বং ধনং মদীয়ং তুভ্যং ময়া দত্তমস্তি ইতি সমর্পয়তি পশ্চাৎ সংসার যাত্রা নির্বাহার্থং গৃহাণ ইদং দ্রবং মৎপ্রসাদভূতমিতি দেব্যা অনুজ্ঞাং মনসা গৃহীত্বা তৎ দ্রব্যং প্রসাদবুদ্ধ্যা প্রতিগৃহ্লাতি। গৃহীত্বা চ ধর্মশাস্ত্রোক্তমার্গেণ তস্য ব্যয়ং কুর্বন্ নিরন্তরং দেব্যধীনো ভবতি তস্যৈবা সপ্তশতী প্রসন্না ভবতি নান্যথা। ইত্থংরূপেণ কীলেন সিদ্ধিপ্রতিষ্টম্ভকরেণ মহাদেবেন কীলতমস্তি। অয়ংচ কীলকস্যার্থো রহস্যাগমে গুরুকীলকপটলে প্রদর্শিতঃ অগ্রে স্পষ্টীকরিষ্যামঃ ॥৮

তর্হি কিং কর্তব্যমিত্যাহ। যো নিষ্কীলামিতি যস্মাদেবং তস্মাত্তো হি

পুরুষ এনাং সপ্তশতীং পূর্বোক্তদানপ্রতিগ্রহকরণেন নিষ্কীলাং বিধায় স্ফুটং যথা স্যাৎ তথা সংজপতি স এব সিদ্ধো ভবতি। স এব দেব্যা গণো ভবতি। সোঽপি স এবাঽবনে সর্বজগদ্রক্ষণে গন্ধর্বো বৃহদারণ্যকে 'তস্যাসীৎ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা' ইতি শ্রুত্যুক্তদেবতাবিশেষো গন্ধর্বো জায়তে। স হি সমর্থঃ সর্বজগদ্রক্ষণে ইতি ।।৯।। দৃষ্টফলান্যাহ। ন চৈবাপ্যটত ইতি। স্পষ্টার্থমেবৈতৎ ।।১০।। এতাদৃশকীলকম্ অজ্ঞাত্বা পাঠকর্তুঃ দোষমাহ। জ্ঞাত্বেতি। পূর্বোক্তং কীলকং জ্ঞাত্বা তৎ পরিহারং প্রারভ্য পাঠং কুর্বীত। তৎপরিহারমকুর্বাণো বিনশ্যতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ কীলকং জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নং নিষ্ক্রিষ্টমিদং স্তোত্রং বুধৈঃ প্রারভ্যতে। অত্র বিনাশকথনং কীলকজ্ঞানস্যাবশ্যকত্বার্থমেব। যথাকথং চিৎ পাঠস্যাপি বচনান্তরৈঃ অনুজ্ঞানাৎ। তেন জাপ্যমিতি তেন হেতুনা ইত্যর্থঃ।।১১-১২ ।। শনৈস্ত্বিতি। শনৈঃ স্বকর্ণগোচরং যথা স্যাৎ তথা পাঠে যৎ কিঞ্চিৎ সম্পত্তিরেব ভবতি। উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ পাঠে তু সমগ্রাপি ভবত্যেব ।। তত উচ্চৈরেবৈতৎ প্রারব্ধমিত্যর্থঃ ।।১৩।। ইত্থং মুনিঃ কীলকবিধিং সমাপ্য জনানাক্রোশতি। ঐশ্বর্য্যমিতি। পরো মোক্ষঃ কৈবল্যমোক্ষঃ। অহো মন্দভাগ্যা এতে দৃষ্টি গোচরং চিন্তামণিং কামদুঘাং ভগবতীং বিহায় স্বকল্যাণার্থং বরাটিকামন্ত্র-দেবতোপাসনারূপাং কিমর্থং গৃহ্লন্তীতি ।।১৪।। 'শ্লোকাশ্চতুর্দশৈবাত্র কীলকে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ'। ইতি প্রদীপব্যাখ্যায়াং লক্ষ্মীকীলকটীকা সমাপ্তা ।।

কীলকার্থ—মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণের প্রতীতি উৎপাদনার্থ এই দেবীকীলক উপদেশ করিলেন। নির্মল জ্ঞানরূপ, বেদত্রয়রূপ ও ত্রিনয়ন, অর্ধচন্দ্রধারী কল্যাণপ্রাপ্তির কারণ মহাদেবকে নমস্কার করি।

এই সংবাদ তন্ত্রসমূহে কথিত, তন্ত্রস্থিত। কীলক-কথনার্থ মার্কণ্ডেয় মাঙ্গলিক আচরণ করিতেছেন। মীমাংসা ভাষ্যবার্তিকের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকরূপে বহুজন ইহাকে পাঠ করেন, কিন্তু আর্ষ্য নহে। আমরা বলিব, বার্তিককার কুমারিল ভট্ট কর্তৃক এই শ্লোক মঙ্গলার্থরূপে গৃহীত। ইহা নহে কেন? এই রাজাজ্ঞা আছে যে, অন্যত্রস্থিত শ্লোক মঙ্গলার্থ গৃহীতব্য নহে। সেই হেতু সমস্ত পুস্তকে উপলব্ধ হওয়ায় এই শ্লোককে আর্ষ্য বলা উচিত।১

ইহাকে সর্বমন্ত্রের কীলকরূপে জানিবে। চণ্ডীপাঠ ব্যতীত নানামন্ত্র জপে নিযুক্ত ব্যক্তিও কীলকপাঠের ফলে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

সর্বমন্ত্রের অভিকীলক বক্ষ্যমানরীতিতে সর্বমন্ত্র সিদ্ধির প্রতিবন্ধক শাপরূপ

কীলকনাশ হেতু লক্ষণাদ্বারা সপ্তশতী স্তোত্রের অভিকীলকরূপে ইহা পাঠ করিবে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অন্য মন্ত্রজপ দ্বারা কি ক্ষেম লাভ হয় না? যদি এরূপ আগ্রহ জাত হয়, তবে তদ্রূপই হউক। সেই সপ্তশতী স্তোত্র ব্যতীত কীলক পাঠান্তে নিরন্তর নানামন্ত্রজপে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও কল্যাণভাজন হন।২

এই চণ্ডীস্তোত্রমাত্র দ্বারা ভক্তিভরে চণ্ডীদেবীর স্তব করিলে উচ্চাটনাদি সর্বকর্ম সিদ্ধ হয় এবং সর্ব অলভ্যবস্তু লাভ হয়।

এইরূপে সপ্তশতীপাঠহীন পুরুষগণও কেবল মন্ত্রজপে সিদ্ধ হন্ এবং উল্লিখিত মন্ত্রজপরহিত পুরুষগণও কেবল সপ্তশতী পাঠ দ্বারা সর্বসিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রকৃত স্তোত্র বা সপ্তশত্যাখ্য পাঠে নিযুক্ত স্তোতৃবৃন্দের প্রতি সচ্চিদানন্দ-রূপিণী ভগবতী সুপ্রসন্না হন।৩

সেই পুরুষের সিদ্ধিলাভে মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য বস্তুর আবশ্যক নাই। অন্য মন্ত্রজপ ব্যতীত কেবল এই স্তোত্র পাঠে তাঁহার উচ্চাটনাদি কর্ম সিদ্ধ হয়। চণ্ডীজপে তৎপর পুরুষের পক্ষে অন্যমন্ত্রজপ নিষ্প্রয়োজন। উক্ত পুরুষের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যমন্ত্র বা ঔষধ বা কোন বস্তু উপযুক্ত নহে, যোগসিদ্ধির সাধনও আবশ্যক নাই। অন্য মন্ত্র জপাভাবেও কেবল চণ্ডীপাঠদ্বারা তাঁহার উচ্চাটনাদি অভিচারিক কর্ম ও অভিলাষণীয় সর্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। অদ্যাবধি কেবল সপ্তশতী উপাসনাদ্বারা সর্বকল্যাণ লাভ হয় এবং সপ্তশতী স্তোত্র ব্যতীত অন্যমন্ত্রের উপাসনা দ্বারাও সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এই দুই পক্ষ উপপাদিত, যুক্তিসঙ্গত।৪

অল্পায়াসসাধ্য চণ্ডীপাঠেই সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় কিনা—লোকপ্রসিদ্ধ এই সন্দেহ প্রথমে অবগত হইয়া মহাদেব সর্বজনকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, এই সপ্তশতী স্তোত্র পরম কল্যাণপ্রদ।

উল্লিখিত পক্ষদ্বয়-বিষয়িনী লোকশংকা নিরসনার্থ মহাদেব সর্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং সমাগত সর্বলোককে বলিলেন, সপ্তশতী চণ্ডীপাঠই শুভংকর, শ্রেয়স্কর।৫

তৎপর তিনি এই সপ্তশতী চণ্ডীস্তব রহস্য ব্যক্ত করিলেন। যথাবিধি সাধনরত পুরুষ চণ্ডীপাঠে যে সুপুণ্য প্রাপ্ত হন, তাঁহার সমাপ্তি নাই।

পূর্বোক্ত অন্যমন্ত্রজপ অপেক্ষা চণ্ডীজপ সারভূত। মহাদেব সমাগত লোকগণকে এই তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। মার্কণ্ডেয়-কথিত পূর্ববৃত্ত উপাখ্যান পুরাণে বিবৃত আছে। ইহা পুনরায় শিষ্যগণের নিকট কথনার্থ দেবীমাহাত্ম্য

উক্ত হইল। সেই হেতু চণ্ডীপাঠের জন্য ফল অক্ষয় হয়, কিন্তু অন্য মন্ত্র জপলব্ধ পুণ্য ক্ষয় হয়। অতএব শিবকৃত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অন্যপক্ষ সংকুচিত, নিরাকৃত হইল।৬

অতএব চণ্ডীপাঠক সমস্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে একাগ্র চিত্তে বিধি-পূর্বক চণ্ডী পঠন বা শ্রবণ করেন, তৎপ্রতি চণ্ডিকা প্রসন্না হন। অন্যান্য মন্ত্র জপকর্তা চণ্ডীজপ করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ করেন কি? ইহার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, অন্যমন্ত্র জপ না করিয়া কেবল চণ্ডীজপ সর্বজনের কর্তব্য। অন্যমন্ত্র জপ অপেক্ষা চণ্ডীজপই সমাদৃত হউক। ইহাদ্বারা বোধিত হয়, চণ্ডীপাঠান্তে অন্যমন্ত্র জপনীয়, অন্যথা অন্যমন্ত্র জপ ফল-প্রদ হয় না। যেহেতু এই কীলক সর্বমন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক নাশক হয়, সেহেতু ইহা সর্বমন্ত্রের অভিকীলকরূপে বোধ্য। সিদ্ধিপ্রতিষ্টম্ভকর দোষ নাশক বলিয়া লক্ষণাদ্বারা ইহার অভিকীলকত্ব সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, অন্যত্রও নবার্ণমন্ত্রজপাপেক্ষা চণ্ডীপাঠ শীঘ্র ফল দান করে এবং বিনা চণ্ডীপাঠে নবার্ণমন্ত্র জপও নিষ্ফল হয়, ইহা বলিব কি? ইহার উত্তর এই যে, চণ্ডীপাঠ ব্যতীত নবার্ণমন্ত্রাদি জপও অভীষ্টফলদায়ক হয় না, ইহাই চণ্ডীপাঠের বিশেষত্ব।৭

ন্যায়ার্জিত ধনসম্পদাদি দেবীপদে সমর্পণপূর্বক সংসারযাত্রানির্বাহার্থ তৎসমুদয় পুনঃ গ্রহনার্থ দেবীর মানস অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহার প্রসাদরূপে প্রতিগ্রহণ করিবে। ইহাতে দেবী প্রসন্না হন, অন্যথা নহে। এই কীলকদ্বারা মহাদেব সপ্তশতীকে অভিকীলিত করিয়াছেন।

মহর্ষি মর্কেণ্ডেয় বলিলেন, "হে শিষ্যগণ, উক্ত মহাস্তোত্র সর্বলোকের অচিন্ত্য ফলপ্রদ জানিবে। সকলেই চণ্ডীপাঠের ফলে সর্বেশ্বর হইতে পারে, ইহা জানিয়া মহাদেব কর্তৃক সপ্তশতী অভিকীলিত।" দেবীভক্ত উপাসক ইষ্ট-দেবীকে এইভাবে ন্যায়ার্জিত সর্বধন সমর্পণ করিবেন। হে দেবি, এখন হইতে আরম্ভ করিয়া আমার সর্বধন তোমার চরণে অর্পিত হইল। পশ্চাতে দেবীর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক নিবেদিত সর্বধন যাত্রানির্বাহার্থ দেবীপ্রসাদ বোধে গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণান্তে সর্বশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্যয়পূর্বক নিরন্তর দেব্যধীন জীবন যাপন করিবে। উক্তরূপ সিদ্ধিপ্রতিষ্টম্ভকর কীলকদ্বারা মহাদেব সপ্তশতী অভিকীলিত করেছেন। রহস্যাগমে গুরুকীলকপটলে এইরূপ কীলকার্থ প্রদীপ-কার কর্তৃক প্রদর্শিত এবং পরেও ইহা স্পষ্টীকৃত হইবে।৮

যিনি উক্তরূপে চণ্ডীকে নিষ্কীল করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে পাঠ করেন, তিনি দেবীর গণ, সিদ্ধ বা গন্ধর্বরূপে জগৎ রক্ষক হন।

তাহা হইলে প্রকৃত পুরুষের কি কর্তব্য? যে পুরুষ পূর্বোক্ত প্রকারে দান ও প্রতিগ্রহণ দ্বারা চণ্ডীকে নিষ্কীল করেন, তিনি শুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণপূর্বক চণ্ডীপাঠের ফলে সিদ্ধিলাভ করেন, দেবীর গণ হন এবং পরজন্মে গন্ধর্বরূপে পুনর্জাত হন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "তাঁহার দুহিতা গন্ধর্বকর্তৃক গৃহীতা হয়েছিল।" গন্ধর্ব অর্থে বেদোক্ত দেবতা বিশেষ। তিনি জগৎ রক্ষণে সমর্থ হন।৯

তাঁহার কোন কার্যে অপটুতা থাকে না এবং তাঁহার কোথাও ভয় জন্মে না। তিনি অপমৃত্যুর অধীন হন না এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভ করেন।

এই শ্লোকে চণ্ডীপাঠের দৃষ্টফল কথিত।১০

অর্থবোধ সহকারে এই কীলকস্তব পাঠান্তে সপ্তশতী পঠনীয়। এইরূপ না করিলে চণ্ডীপাঠের ফল নষ্ট হয়। ইহা সম্যক্ জানিয়াই পণ্ডিতগণ কীলকস্তব পাঠান্তে অর্থবোধ সহকারে চণ্ডীপাঠ করেন।

নারীগণের যে সৌভাগ্যাদি দৃষ্ট হয়, সেই সকল চণ্ডীপাঠের ফলে লাভ হয়। অতএব এই শুভ স্তোত্র নিত্যপাঠ্য।

এতাদৃশ কীলক না জানিয়া পাঠকর্তার দোষ বলিতেছেন। পূর্বোক্ত কীলক জানিয়া প্রতিবন্ধক পরিহারার্থ নিষ্কীল চণ্ডী পাঠ করিবে। প্রতিবন্ধক পরিহারে অক্ষম পাঠক বিনষ্ট হন। যেহেতু এইরূপ ঘটে, সেহেতু কীলক জানিয়াই বুধগণ নির্দোষ স্তোত্র পাঠ করেন। এখানে পাঠকের বিনাশ কথনের উদ্দেশ্য কীলকজ্ঞানের আবশ্যকত্ব প্রতিপাদনার্থ। পূর্বোক্ত প্রকারে কথঞ্চিৎ পাঠার্থ অন্যবাক্যে অনুজ্ঞা প্রদত্ত। অতএব চণ্ডীজপ প্রয়োজন।১১-১২

যদি চণ্ডীপাঠ কেবল স্বকর্ণগোচর হয়, উহার অল্পমাত্র ফল লাভ হয়। আর উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিবে।১৩

যদি চণ্ডিকার প্রসাদে ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ এবং কৈবল্য-রূপ মোক্ষ লাভ হয়, তবে লোকে চণ্ডীপাঠে অনুরক্ত হন না কেন?

এইরূপে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কীলকবিধি সমাপ্ত করিয়া সর্বজনকে তিরস্কার করিতেছেন। অহো মন্দভাগ্য জনগণ! এই দৃষ্টিগোচর জগৎচিন্তামণি কামধেনু ভগবতী সপ্তশতীকে পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণ নিমিত্ত কড়িমাত্র ফলকামনায়

অন্ত দেবতার উপাসনা লোকে কেন গ্রহণ করে। বরাটি অর্থে কড়ি বা হেয়বস্ত।১৪ কীলকস্তোত্রে মাত্র চৌদ্দটি শ্লোক অবস্থিত।

লক্ষ্মীকীলকের দুর্গাপ্রদীপ টীকার অনুবাদ সমাপ্ত॥

দেবীকবচম্

মার্কণ্ডেয় উবাচ

যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥১

ব্রহ্মোবাচ।

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকাবকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মহামুনে॥২
প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘন্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥৩
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নীতি চ।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌবীতি চাষ্টমম॥৪
নবমং সিদ্ধিদা প্রোক্তা নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা॥৫
অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রুমধ্যে গতো রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভযার্তাঃ শরণং গতাঃ॥৬
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসংকটে।
নাপদং তস্য পশ্যামি শোকদুঃখভয়ং ন হি॥৭
যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নূনং তেষামৃদ্ধি প্রজায়তে!
প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা॥৮
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা॥৯
ব্রাহ্মী হংস-সমারূঢ়া সর্বাভরণভূষিতা।
নানাভরণ শোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ॥১০

দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়, দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলং চ মুসলায়ুধম্ ॥১১
খেটকং তোমরং চৈব পরশুং পাশমেব চ।
কুন্তায়ুধং ত্রিশূলং চ শার্ঙ্গায়ুধমনুত্তমম্ ॥১২
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবানাং চ হিতায় বৈ ॥১৩
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি।
ত্রাহি মাং দেবী দুঃপ্রেক্ষ্যে শত্রুণং ভয় বর্দ্ধিনী ॥১৪
প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণে রক্ষ বারাহী নৈঋত্যাং খড়্গধারিণী ॥১৫
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
রক্ষেদুদীচ্যাং কৌমারী ঈশান্যাং শূলধারিণী ॥১৬
ঊর্দ্ধে ব্রহ্মাণি মে রক্ষেদধস্তাদ্বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশদিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহনা ॥১৭
জয়া মে চাগ্রতঃ স্থাতু বিজয়া স্থাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥১৮
শিখামুদ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্দ্ধি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেদ্যশস্বিনী ॥১৯
ত্রিনেত্রা চ ভ্রুবোর্মধ্যে যমঘণ্টা চ নাসিকে।
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী ॥২০
কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী।
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা ॥২১
অধরে চাঽমৃতকলা জিহ্বায়াং তু সরস্বতী।
দন্তান্‌ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥২২
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে।
কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেদ্বাচং মে সর্বমংগলা ॥২৩

গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ।
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী ॥২৪
খড়্গধারিণ্যুভৌ স্কন্ধৌ বাহূ মে বজ্রধারিণী ।
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীষু চ ॥২৫
নখাঞ্জুলেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেন্নলেশ্বরী ।
স্তনৌ রক্ষেন্মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী ॥২৬
হৃদয়ং ললিতা দেবী হ্যুদরে শূলধারিণী ।
নাভিং চ কামিনী রক্ষেদ্‌ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা ॥২৭
ভূতনাথা চ মেঢ্রং চ গুদং মহিষবাহিনী ।
কট্যাং ভগবতী রক্ষেজ্জানুনী বিন্ধ্যবাসিনী ॥২৮
জঙ্ঘে মহাবলা প্রোক্তা জানুমধ্যে বিনায়কী ।
গুল্‌ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠেঽমিতৌজসী ॥২৯
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ পাদাধস্তলবাসিনী ।
নখান্ দংষ্ট্রাঃ করালী চ কেশাংশ্চৈবোর্দ্ধকেশিনী ॥৩০
রোমকূপাণি কৌবেরী ত্বচং বাগীশ্বরী তথা ।
রক্তমজ্জাবসামাংসান্যস্থিমেদাংসি পার্বতী ॥৩১
অন্ত্রাণি কালরাত্রিশ্চ পিত্তং চ মুকুটেশ্বরী ।
পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা ॥৩২
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসংধিষু ।
শুক্রং ব্রহ্মানি মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা ॥৩৩
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষ মে ধর্মচারিণী ।
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানসমানোদানমেব চ ॥৩৪
যশঃ কীর্তিং চ লক্ষ্মীং চ সদা রক্ষতু চক্রিণী ।
গোত্রমিন্দ্রাণি মে রক্ষেৎ পশূন্মে রক্ষ চণ্ডিকে ॥৩৫
পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্য্যাং রক্ষতু ভৈরবী ।
মার্গং ক্ষেমকরী রক্ষেদ্বিজয়া সর্বতঃ স্থিতা ॥৩৬

রক্ষাহীনং তু যৎস্থানং বর্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবী জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥৩৭
পদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্র হি গচ্ছতি ॥৩৮
তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ।
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥৩৯
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমান্।
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ ॥৪০
ত্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্।
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥৪১
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দৈবীকলা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ॥৪২
জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ।
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ ॥৪৩
স্থাবরং জঙ্গমং চাপি কৃত্রিমং চাপি যদ্বিষম্।
অভিচারাণি সর্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে ॥৪৪
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব জলজাশ্চোপদেশিকাঃ।
সহজাঃ কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা ॥৪৫
অন্তরিক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহাবলাঃ।
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ ॥৪৬
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।
নশ্যন্তি দর্শনাত্তস্য কবচে হৃদি সংস্থিতে ॥৪৭
মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
যশসা বর্ধতে সোঽপি কীর্তিমণ্ডিতভূতলে ॥৪৮
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্ ॥৪৯

তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সংততিঃ পুত্রপৌত্রিকী।
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্ ॥৫০
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥৫১
ইতি শ্রীদেবীকবচম্ সমাপ্তম্ ॥

দেবীকবচের দুর্গাপ্রদীপ-টীকা

ওঁ নমো ভগবত্যৈ।

'অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
অঙ্গষট্‌কবিহীনা তু তথা সপ্তশতীস্তুতিঃ ॥
তস্মাৎ এতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্।
অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে ॥
রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতৎ অঙ্গহীনং নিষেবিরে।
হতা রামেণ তে যস্মাদঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ ॥

ইতি কাত্যায়নীতন্ত্রে কবচাদিত্রয়রহস্যাদিত্রয়রূপ অঙ্গষট্‌ক যুতস্যৈব সপ্তশতী-স্তোত্রস্য পঠনীয়ত্বং শ্রূয়তে। তৎ প্রামাণ্যাচ্চ কবচাদিত্রয়ং রহস্যত্রয়ং চ তন্ত্রান্তরস্থমেব অঙ্গং ভবতি। তত্র কবচাংশে ব্রহ্মাণং প্রতি প্রশ্নং করোতি মার্কণ্ডেয়ঃ। যৎ গুহ্যং ইতি। লোকে যৎ পরমং উৎকৃষ্টং গুহ্যং রহস্যমস্তি তন্মে ব্রূহি। তৎ কিং ব্রহ্মরূপং ন ইত্যাহ। সর্বরক্ষাকরং যেন সর্বেষামপি রক্ষা ভবতি। নৃণাং পামরপ্রভৃতীনামপি তাদৃশং ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম তুত্তমাধিকারিণা-মেব রক্ষকং ন সর্বেষামিত্যর্থঃ। ননু সন্তি অন্যানি কবচানি লোকে ইতি চেৎ, সত্যং সন্তি তথাপি যৎ ভবতা কস্যচিৎ কস্যাপি নাখ্যাতং নিধিবুদ্ধ্যা স্থাপিতমস্তি তদিত্যর্থঃ। তেন চ নিঃসংশয়মেব রক্ষণং ঝটিতি স্যাৎ ইতি ভাবঃ। অন্যথা নিধিবুদ্ধ্যা তস্য রক্ষণং নিরর্থকং স্যাৎ ইতি। ননু কিমিতি উৎকৃষ্টং বস্তু ময়া দেয়মিতি চেত্তত্রাহ। হে পিতামহ স্বসন্ততিরক্ষণার্থং পিতামহেন অবশ্যং দেয়মিত্যর্থঃ ॥১

উত্তরমাহ। ব্রহ্মোবাচ। অস্তি গুহ্যতমং বিপ্রেতি। হে বিপ্র ত্বয়া যৎ পৃষ্টং তাদৃশং দেব্যাস্তু দেব্যা এব কবচং পুণ্যম্ একং নিধিবুদ্ধ্যা স্থাপিতমস্তি তৎ মহামুনে শৃণুষ। সর্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তত্বাৎ মহামুনে ইতি সম্বোধনম্ ॥২

পরন্ত সা দেবী নবমূর্ত্ত্যাত্মিকা ধ্যেয়া ইতি অভিপ্রায়েণ তাসাং মূর্ত্তীনাং নামানি আহ। প্রথমং শৈলপুত্রীতি। নামজ্ঞানে জাতে তদাচ্যাকারস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ এব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ইতি ভাবঃ। সর্বত্র ঐশ্বর্য্যবতি অপি ভগবতী শৈলেন ভক্তেন অতি তপশ্চর্য্যয়া প্রার্থিতা সতী কারুণ্যবশাৎ অতি নীচমপি পুত্রীত্বং স্বীকৃতবতী ইত্যহো ভক্তবাৎসল্যং কিয়ৎ বর্ণনীয়ং ভগবত্যা ইতি কূর্মপুরাণে প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মচারিণীতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং তৎ চারয়িতুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যাঃ সা ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মরূপপ্রদা ইত্যর্থঃ। চন্দ্রঘণ্টেতি চন্দ্রো হস্তগতায়াং ঘণ্টায়াং যস্যাঃ চন্দ্রবৎ নির্মলা বা ঘণ্টা যস্যা ইত্যর্থঃ। যদ্ বা আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দ্রঘণ্টেতি কীর্তিতা ইতি রহস্যাগমোক্তেঃ চন্দ্রং ঘণ্টয়তি প্রতিবাদিতয়া ভাষতে যস্যা আহ্লাদকারীত্বাভিমানেন ইতি চন্দ্রঘণ্টা। চন্দ্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন লাবণ্যবতীত্যর্থঃ। পটপুটেতি দণ্ডকপঠিতস্য চুরাদেঃ ঘটিধাতোঃ ভাবার্থস্য পচাদ্যচি রূপম্। চন্দ্রস্য ঘণ্টা চন্দ্রঘণ্টা বা। কুষ্মাণ্ডেতি কুৎসিত উষ্মা সন্তাপস্তাপত্রয় রূপো যস্মিন্ সংসারে স সংসারো অণ্ডে মাংসপেশ্যামুদররূপায়াং যস্যাঃ ত্রিবিধতাপযুক্তসংসার ভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থঃ। 'অণ্ডঃ পেশী চ মুষ্কং চ' ইতি মেদিনী ॥৩

স্কন্দমাতেতি। সনৎকুমারস্য ভগবতীবীর্য্যাৎ উদ্ভূতস্য স্কন্দ ইতি সংজ্ঞা 'ভগবান্ সনৎকুমারঃ তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে' ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ। তথা চ জ্ঞানিভিরপি যদুদরে জন্মাভিলষণীয়মিতি অতিশুদ্ধা ইত্যর্থঃ। কাত্যায়নীতি দেবকার্য্যার্থং কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা তেন কন্যাত্বেন স্বীকৃতেতি কাত্যায়নী ইতি নাম ভগবত্যাঃ। অস্যা নিরন্তরং কুমারীত্বেন পত্যনধীনতয়া স্বতন্ত্রত্বম্। কালরাত্রীতি সর্বমারকস্য কালস্যাপি রাত্রির্নাশিকা ইত্যর্থঃ। প্রলয়ে কালস্যাপি নাশাৎ। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইতি ঙীপ্। মহাগৌরীতি। ইয়ং চ মহামানিনী। নর্মোক্ত্যা শিবেন কালীত্যুক্তে তপসা গৌরবর্ণস্য সম্পাদিতত্বাৎ। কালীপুরাণে স্পষ্টমেতৎ ॥৪

সিদ্ধিদেতি। মোক্ষদা ইত্যর্থঃ। ইতীতি শেষঃ। সিদ্ধিদেতি নবমম্ ইত্যন্বয়ঃ। নবদুর্গা ইতি। যোগিনঃ কায়ব্যূহবদেকস্যা এব দুর্গায়া এতে নবভেদা যে শাস্ত্রে ধ্যেয়ত্বেন প্রোক্তাস্তে ময়া কীর্তিতা ইত্যর্থঃ। অতএব দেব্যাস্তু কবচমিত্যেকবচনং সংগচ্ছতে। নাম্নাং স্বকল্পিতত্বশংকাব্যুদাসার্থমাহ। উক্তান্যেতানীতি। মহাত্মনা সর্বজ্ঞেন ব্রহ্মণৈব বেদৈর্বৈতানি উক্তানি ইত্যর্থঃ ॥৫

ইত্থং কবচপাঠে ধ্যেয়ং দেবতাস্বরূপং প্রদর্শ্য তৎফলে অবিশ্বাসো নৈব

কর্ত্তব্য ইতি কৈমুতিকন্যায়েন আহ। অগ্নিনেতি। যোঽগ্নিনা দহ্যমানো রণে শত্রুমধ্যে চ গতঃ সন্ শরণং গত ইতি শেষঃ। অথ যে বিষমে দুর্গমে চাতিসঙ্কটে ভয়ার্ত্তা ভয়পীড়িতাঃ সন্তঃ শরণং গতাঃ ॥৬

তেষাং তস্য চ ভক্তিরহিতেন স্মরণমাত্রেণাপি তজ্জন্যং ভয়াদিকং ন ভবতী ইত্যাহ। ন তেষামিতি ॥৭

যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা ভবতী তেষাং পূর্বোক্তং ফলম্। ঋদ্ধির্ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং চ ভবতী ইত্যত্র কিমু বক্তব্যম্ ইত্যাহ। যৈস্তু ইতি। ইদানীং দেব্যা অতিবাৎসল্যং দর্শয়তি ভক্তি-উৎপাদনার্থং প্রেতসংস্থেতি। তত্র সপ্তমাতৃণাং বর্ণনং শ্লোকদ্বয়েন ॥৮-৯॥ নানেতি। বক্ষ্যমাণা দেব্যঃ দৃশ্যন্ত ইতি। সপ্তমাতৃভিন্না যাশ্চ দেব্যস্তা অপি ভক্তরক্ষণার্থং ক্রোধসমাকুলা রথমারূঢ়া। জাত্যৈকবচনং রথানারূঢ়া দৃশ্যন্তে অর্থাৎ দেবাদিভিরিতি তাসামায়ুধান্যাহ। শঙ্খমিতি ॥১০-১২॥ দৈত্যানামিতি। তাঃ সপ্তমাতরশ্চ শংখং চক্রমিত্যাদি-শ্লোকোক্তানীমান্যায়ুধানি ধারয়ন্তি কিমর্থং দৈত্যানাং দেহনাশার্থং ভক্তাভয়ার্থং দেবহিতার্থং চেত্যর্থঃ অয়ং ভাবঃ। অপ্রার্থিতা অপি এতা মহত্যো দেবতা জগদ্রক্ষণে বৎসলত্যৈব প্রবৃত্তা মাতৃবৎ তাঃ কুতো ন মন্দভাগ্যের স্বরক্ষণার্থং প্রার্থ্যন্ত ইতি ॥১৩॥ কবচপাঠস্যাদাবিমং প্রার্থনা মন্ত্রং পঠিত্বা পশ্চাৎ কবচং পঠনীয়ম্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ। মহাবলেতি। মহৎ বলং মায়া-শক্তিরূপং যস্যাঃ। মহানুৎসাহো জগৎ রক্ষণে যস্যাঃ। মহাভয়ং মৃত্যুরূপং তস্য জ্ঞানদানেন নাশিনী। দুঃপ্রেক্ষ্য দুর্দর্শনীয়ে। 'ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য' ইতি শ্রুতেঃ। শত্রুণাং কামক্রোধাদিকানাম্ ॥১৪

প্রাচ্যামিতি। প্রাচ্যাং দিশি স্থিতা ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ মাং রক্ষতু ইত্যর্থঃ। প্রাচ্যাং স্থিতং মামিতি বা। এবং উত্তরত্রাপি শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ অগ্নিরূপা দেবতা অগ্নিশক্তিঃ ইত্যর্থঃ। অত্র রক্ষতু ইতি অনুবৃত্তিঃ। বারাহী বরানা হন্তি স বরাহো যমঃ আর্ষঃ প্রয়োগঃ। তস্য শক্তিঃ বারাহী। অণন্তান্ ঙীপ্। যমশক্তিঃ ইত্যর্থঃ। দশদিক্পালপ্রকরণাৎ। সপ্তমাত্রন্তর্গতা বা বারাহী। হে বারাহি দক্ষিণে দেশে স্থিতা ত্বং মাং রক্ষ ইত্যর্থঃ। স্থিতং মামিতি বা। খড়্গধারিণী নিঋতিশক্তিঃ ইত্যর্থঃ। রক্ষতু ইত্যস্য মধ্যে বিচ্ছেদাৎ অধ্যাহারঃ ॥১৫

মৃগবাহিনী। বায়ুদেবতায়া মৃগবাহনত্বাৎ বায়ুশক্তিঃ ইত্যর্থঃ। রক্ষেৎ ইত্যনুবৃত্তিঃ। কৌমারী। কুৎসিতো মারো মন্ত্রো যস্য স কুমারঃ কুবেরঃ

তত্রৈবং শক্তিঃ কৌমারী দিক্‌পালপ্রকরণাৎ। কৌবের্য্যা রক্ষণস্থানমগ্রে বক্ষ্যমাণমস্তি তথাপি একস্যা এব স্থানদ্বয়রক্ষকত্বে বাধকাভাবঃ। সপ্তমাতৃন্তর্গতা বা কৌমারী শূলধারিণী। ঈশানশক্তিঃ ইত্যর্থঃ ॥১৬

ব্রহ্মাণীতি। ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তি ইতি কর্মণ্যণ্। হে ব্রহ্মাণি ঊর্দ্ধং স্থিতা ভবতী মে মাং রক্ষেৎ ইত্যর্থঃ। মে ঊর্দ্ধ ভাগমিতি বা। এবমিতি দশদিক্‌পালদেবতাদেব। মে ইতি শেষঃ। মে মৎস্যাম্বন্ধিনীর্দশদিশঃ চামুণ্ডা রক্ষেৎ ইত্যর্থঃ। দশদিক্ষুস্থিতা চামুণ্ডা মাং রক্ষেৎ ইতি পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। অন্যথা কেবলদিশাং রক্ষণে প্রয়োজনাভাবঃ ॥১৭

জয়া শক্তিঃ স্থাতু তিষ্ঠতু আর্ষঃ প্রয়োগঃ। মৎসংরক্ষণার্থম্ ॥১৮॥ শিখামিতি। উদ্যোতিনীনামিকা দেবী মম শিখায়াং স্থিতা সতী মচ্ছিখাং রক্ষেদিতি প্রত্যবয়বং সর্বত্র যোজনীয়ম্। উমা মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতা সতী মূর্ধানং রক্ষেৎ ইত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র যথাযোগ্যম্ অধ্যাহার্য্যম্ ।১৯

নাসিকে নাসিকাপুটে ইত্যর্থঃ। উত্তরত্র নাসিকাশব্দেন নাসিকাদণ্ড ইতি ॥২০॥২১॥ 'অধরে' অধরোষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥২২॥২৩ কণ্ঠস্য বহির্ভাগো বাহঃকণ্ঠঃ। নলিকাং কণ্ঠনালম্ ॥২৪॥ স্কন্ধমারভ্য কূর্পরপর্য্যন্তো ভাগো বাহুঃ তদারভ্য অঙ্গুলিপর্য্যন্তো হস্তঃ ॥২৫॥ কুক্ষৌ ইতি সপ্তম্যন্তপাঠঃ প্রাচীন সংমতঃ ॥২৬॥২৭॥ জাম্বুনা বিন্ধ্যবাসিনীতি পাঠঃ ॥২৮॥ প্রোক্তাগমাদি-শাস্ত্রেষু যা মহাবলা সা ইত্যর্থঃ ॥২৯॥ পাদাধ ইতি ভিন্নং পদম্। তলবাসিনী পাতালতলবাসিনীত্যর্থঃ। যদ্যপি নখান্ শুলেশ্বরী রক্ষেৎ ইত্যত্র নখরক্ষণমুক্তং তথাপি যথেকস্যা অপি দেবতায়াঃ স্থানদ্বয়রক্ষকত্বং ন বিরুধ্যতে তথৈব দেবতাদ্বয়স্যৈকস্থাননিরূপিতরক্ষকত্বে বাধকাভাব ইতি অভিপ্রায়েণ নখান্ দংষ্ট্রাঃকরালী চেৎ ইতি উক্তম্ ॥৩০॥৩১ আস্রাণীতি 'অম্ধাতোস্ত্রেহুনাসিকস্ত কীতি দীর্ঘঃ' 'পদ্মকোশে' পদ্মং হৃদয়াদিরূপমেব কোশে বাসস্থানং যস্য শ্বাসস্য তস্মিবাতে স্থিতা সতী তং রক্ষতু ইতি যাবদিতি কেচিৎ। অন্যে প্রাণানাং রক্ষণকথনাৎ 'পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্' ইতি শ্রুত্যুক্তং হৃদয়মেব পদ্মকোশশব্দেন গ্রাহ্যমিত্যপরে। চূড়ামণিনাম্নী দেবতা রক্তাসুর-বধে প্রসিদ্ধা ॥৩২॥ নখজ্বালাং নখনিষ্ঠং তেজঃ। অভেদ্যানাম্নী দেবতা সর্ব-সংধিষু স্থিতা সতী সর্বসংধীন্ রক্ষেৎ ইত্যর্থঃ। হে ব্রহ্মাণী ভবতী মে শুক্রং রক্ষেৎ ইত্যর্থঃ ॥৩৩॥ হে ধর্মচারিণি। অত্র ত্বমিতি অধ্যাহারঃ। রক্ষেতি মধ্যম-পুরুষাৎ ॥৩৪॥ হে ইন্দ্রাণী ভবতী ইতি অধ্যাহারঃ ॥৩৫॥ রক্ষাহীনমিতি।

যৎস্থানং রক্ষয়া হীনং ভবতী কুত ইতি চেৎ কবচেন তু বর্জিতং কবচে তস্য স্থানস্তেহো ন কৃতোঽতঃ তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবী যতস্ত্বং জয়ন্তী সর্বোৎকৃষ্টা পাপনাশিনী ভবসি ॥৩৭

অথ পিতামহঃ ফলস্তুতিং বক্তুমধিকারিণং প্রথমমুপদিশতি। পদমেকমিতি। যদি শুভমাত্মন ইচ্ছেৎ তর্হি স পুরুষঃ কবচেন রহিতমেকং পদমপি ন গচ্ছেৎ ইতি। ক্ষণমাত্রমপি দেবীস্মরণং বিনা ন ক্ষপনীয়মিতি তাৎপর্য্যম্। তদুক্তং পুরাণেষু। 'স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ। কীর্ত্তয়েৎসততং দেবীং স বৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ' ইতি। ইত্যুপদিশ্য ফলং কথয়তি কবচেনেতি ॥৩৮-৪১॥ দৈবীকলা চিৎকলা ॥৪২-৪৩॥ অভিচারাণি পরকৃতানি ॥৪৪॥ কুলজাদয়ো দুষ্টদেবতা জাতিভেদাঃ। ঔপদেশিকাঃ উপদেশেন তন্মাত্রেণ যে সিদ্ধ্যন্তি তে ক্ষুদ্রদেবতাভেদাঃ। রাজ্ঞঃ সকাশাৎ ইত্যর্থঃ ॥৪৫-৪৮॥

অধুনা সপ্তশত্যাস্তৎ কবচস্য বিধত্তে। জপেদিতি পুরা। প্রথমতঃ। ধত্তে ইতি অনন্তনাগো যাবৎ ভূমণ্ডলম্ ধত্তে ধারয়তি তাবৎ ইত্যর্থঃ ॥৪৯ পরমং স্থানং মোক্ষরূপং জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি। নিত্যং নিয়মেন। মহামায়া সর্বকারণমায়াশবলব্রহ্মরূপা তস্যাঃ প্রসাদতঃ 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি শ্রুতেঃ। 'য এতাং মায়াশক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি' ইতি শ্রুতেঃ। 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ' ইতি শ্রুতেশ্চ।

পার্বতী পরমা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী।
বিশেষেণৈব জন্তুনাং নাত্র সন্দেহকারণম্ ॥

ইতি সূতসংহিতোক্তেশ্চ ॥৫০॥৫১ কবচেঽস্মিন্ সার্দ্ধপঞ্চাশৎ সংখ্যা শ্লোকসংগ্রহঃ ॥ ইতি প্রদীপ ব্যাখ্যানে কবচ ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

সব্যাখ্যান অনুবাদ

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্রষ্টা ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে পিতামহ, এই জগতে যাহা সর্বজনের মঙ্গলকর, অথচ পরম গোপনীয় এবং যাহা অন্য কাহারও নিকট ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা আমকে বলুন।

কাত্যায়নী তন্ত্রে কবচাদিত্রয় ও রহস্যত্রয় ষড়ঙ্গ সংযুক্ত সপ্তশতীস্তোত্রের পঠনীয়ত্ব শ্রুত হয়। ভগবতীকে নমস্কার। যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অঙ্গহীন মানুষ সর্বকর্মে সমর্থ নহে, তদ্রূপ ষড়ঙ্গবিহীন সপ্তশতী স্তুতি পাঠ সম্যক্ ফলপ্রদ নহে। সেইহেতু দেবীকবচ পাঠান্তে সপ্তশতী পাঠ করিবে। অন্যথা পাঠক

ফলে দেবী ভগবতী কারুণ্যবশে তাঁহার অতি নীচ পুত্রীত্ব স্বীকার করেন। ভগবতীর ভক্তবাৎসল্য কিয়ৎপরিমানে বর্ণিত হইল। ব্রহ্মচারিণী অর্থে ব্রহ্মরূপপ্রদা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই তাঁহার শীল বা স্বভাব। যাঁহার হস্তগত ঘণ্টাতে চন্দ্র শোভিত অথবা চন্দ্রতুল্য নির্মল ঘণ্টা যাঁহার, তিনি চন্দ্রঘণ্টা। রহস্যাগমে কীর্তিত আছে, চন্দ্রঘণ্টা দেবী আহ্লাদকারিণী, আনন্দদায়িনী। যে দেবী চন্দ্রের প্রতিবাদিতা রূপে স্বকীয় আহ্লাদকারিত্বের অভিমানে বিরাজিতা তিনি চন্দ্রঘণ্টা। ইহার অর্থ, চন্দ্রঘণ্টা চন্দ্রাপেক্ষা লাবণ্যবতী, সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা। দণ্ডকপঠিত ভাষার্থ অনুসারে চন্দ্রের ঘণ্টাকে চন্দ্রঘণ্টা বলে। কুষ্মাণ্ডা অর্থে ত্রিতাপে বিদগ্ধ সংসারের ভক্ষয়িত্রী। কুৎসিত উষ্মা, তাপত্রয়রূপ-সন্তাপ যে সংসারে অবস্থিত, যাঁহার মাংসপেশীময় উদররূপ অণ্ডে থাকে, তিনি কুষ্মাণ্ডা দেবী। মেদিনী কোষে অণ্ডার্থ দ্বিবিধ—পেশী ও মুষ্ক (যোনি)।

ভগবতীর গর্ভজাত সনৎকুমার স্কন্দ নামে কথিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ভগবান সনৎকুমার নিজেকে স্কন্দনামে আখ্যাত করেন। জ্ঞানিগণও যাঁহার উদরে জন্মগ্রহণের অভিলাষ করেন, সেই শুদ্ধা দেবীই স্কন্দমাতা। দিব্যকর্ম সম্পাদনার্থ মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে ভগবতী আবির্ভূতা হন এবং তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করেন। এইহেতু তিনি কাত্যায়নী আখ্যা প্রাপ্তা হন। দেবী নিরন্তর কুমারীরূপে থাকিয়া স্বপতির অনধীনা হইয়া স্বাতন্ত্র রক্ষা করেন। কালরাত্রি অর্থে সর্বমারক কালেরও নাশিকা রাত্রি যিনি। কালরাত্রি প্রলয়কালকেও বিনাশ করেন।

মহাগৌরী মহামানিনী দেবী। কালীপুরাণে স্পষ্টবাক্যে উল্লিখিত আছে, মহাদেব কৌতুকচ্ছলে দেবীকে কালী নামে সম্বোধন করায় তপোবলে দেবী গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হন।

সিদ্ধিদাদেবী মোক্ষদা। সিদ্ধিদা শব্দের সহিত নবম অন্বিত হলে নবদুর্গা হয়। ইহার অর্থ, কায়ব্যূহবতী একই দুর্গার নবভেদ যোগির ধ্যেয়রূপে যাহা শাস্ত্রে কথিত, তাহাই ব্রহ্মাদ্বারা কীর্তিত হইল। অতএব দেবীকবচে একবচন সঙ্গত হয়। উল্লিখিত নামাবলী ব্রহ্মার স্বকল্পিত বলিয়া কেহ শংকা করিলে উক্ত শংকা নিরসনার্থ পিতামহ বলিলেন, ইহা বেদোক্তি, মদুক্তি নহে। ৩-৫

অগ্নিদ্বারা দাহ্যমান, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে নিপতিত বা বিষম সংকটে ভয়পীড়িত হইয়া যাঁহারা দুর্গাদেবীর শরণাগত হন, তাঁহাদের রণসংকটে কোন অনিষ্ট ঘটেনা এবং তাঁহাদের শোক-দুঃখ দায়ক বিপদও হয় না।

এইরূপে কবচ পাঠে ধ্যেয় দেবতাস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া তৎফলে অবিশ্বাস করা অনুচিত। ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে কথিত।

ভক্তিরহিত নরনারীও দুর্গার স্মরণমাত্র করিলে ভয়াদিরহিত হইবেন। ৬-৭

কমং ; যাহারা ভক্তিভরে দুর্গার স্মরণ করেন, তাঁহারাও ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন। চামুণ্ডাদেবী কবন্ধ বাহনে সমাসীনা ও বারাহীদেবী মহিষারূঢ়া। ইন্দ্রাণী গজরাজ ঐরাবতে সমারূঢ়া, বৈষ্ণবী গরুড়বাহনে সমাসীনা, মাহেশ্বরী শিববাহন মহাবৃষভে আরূঢ়া ও কৌমারী কার্তিকেয় বাহন ময়ূরাসীনা।

দুর্গা-ভক্তি উৎপাদনোদ্দেশ্যে দেবীর অতি বাৎসল্য প্রদর্শনার্থ সপ্তমাতৃকার বর্ণনা দিতেছেন। ৮-৯

ব্রাহ্মী মাতৃকা ব্রহ্মার বাহন হংসে আরূঢ়া, বিবিধ অলংকারে শোভিতা, এবং বহুবিধ আভরণে ও নানা রত্নে সুসজ্জিতা।

ক্রোধকুলা মাতৃকাগণ রথারূঢ়া দৃষ্টা হন। শংখ, সুদর্শনচক্র, গদা, শক্তি, হল ও মুষলাদি আয়ুধ (অস্ত্র) এবং খেটক, তোমর, পরশু, পাশাস্ত্র, কুন্তাস্ত্র, ত্রিশূল ও শৃঙ্গ-নির্মিত উত্তম আয়ুধ দৈত্যগণের বিনাশ, ভক্তগণকে অভয় প্রদান ও দেবগণের মঙ্গল বিধান নিমিত্ত সপ্তমাতৃকা ধারণ করেন।

সপ্তমাতৃকা ব্যতীত অন্যান্য দেবীগণও স্ব-ভক্তরক্ষণার্থ ক্রোধাকুলাও রথারূঢ় দৃষ্টা হন। রথজাতির একবচন বহুবচনার্থে ব্যবহৃত। দেবগণের সহিত দেবীগণ রথারূঢ়া থাকায় শংখাদি আয়ুধ কথিত।

সপ্তমাতৃগণও শ্লোকোক্ত শংখ-চক্রাদি আয়ুধ ধারণ করেন। দেবদেবীগণ কিজন্য শংখ্যাদি আয়ুধ ধারণ করেন? দৈত্যগণের দেহনাশ, ভক্তগণকে অভয়প্রদান ও দেবহিতার্থ তাঁহারা আয়ুধ ধারণ করেন। ইহাই সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ। এই মহতী দেবতাবৃন্দ অযাচিতা হইয়াও মাতৃবৎ স্নেহভরে জগৎ রক্ষণে প্রবৃত্তা হন। তাহা হইলে ভাগ্যহীন নরনারীগণ স্বীয় রক্ষণনিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করেন কেন? ১০-১৩

হে দুর্গে, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি মায়াশক্তিরূপিনী, জগৎ পালনার্থ মহোৎসাহযুক্তা, মৃত্যুভয়নাশিনী, দুর্দর্শনীয়া ও কামক্রোধাদি রিপুগণের বিনাশ-কারিণী।

কবচ পাঠের প্রারম্ভে এই প্রার্থনা-মন্ত্র পঠনীয়। উক্ত উদ্দেশ্যে ইহা বিবৃত। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মৃত্যুভয় অতিক্রান্ত হয়, অন্য পন্থা নাই। শ্রুতি বাক্যে আছে, ব্রহ্মরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না।১৪

পূর্বদিকে স্থিতা ঐন্দ্রী ও অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণে বারাহী ও নৈর্ঋত কোন খড়্গধারিণী আমাকে রক্ষা করুন।

ঐন্দ্রী অর্থে ইন্দ্রশক্তি। পূর্বে অবস্থিত ইন্দ্রশক্তি আমাকে রক্ষা করুন। বিকল্পে এই অর্থ হইতে পারে। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। ইহার অর্থ, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন বলিয়া অগ্নিরূপা দেবতাই অগ্নিশক্তি। উক্ত দিকেও অগ্নিশক্তি আমাকে রক্ষা করুন, ইহাই অনুবৃত্তি। বরাহ অর্থে যিনি বরগণ বা বীরগণকে হত্যা করেন। বরাহের শক্তি বারাহী দেবী। ইনি যমশক্তি। দশদিক্পাল প্রকরণে আলোচ্য বিষয় জ্ঞাতব্য। অথবা বারাহী দেবী সপ্ত-মাতৃকার অন্তর্গতা। ইহার অর্থ, হে বারাহী দেবি, দক্ষিণ দিকে অবস্থিতা হইয়া আমাকে রক্ষা করুন। অথবা আমিই দক্ষিণে বিদ্যমান। খড়্গধারিণী অর্থে নির্ঋতি শক্তি। 'রক্ষা কর' শ্লোক মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহার অধ্যাহার প্রয়োজন।১৫

পশ্চিমে বারুণী (বরুণ-শক্তি) ও বায়ুকোণে অবস্থিতা মৃগবাহিনী বায়ু-দেবতা আমাকে রক্ষা করুন। উত্তরে সংস্থিতা কৌমারী (কুমার শক্তি) ও ঈশাণ কোণে শূলধারিণী ঈশাণ-শক্তি আমাকে রক্ষা করুন।

বায়ুদেবতা মৃগবাহনা বলিয়া ইহার অর্থ বায়ুশক্তি। 'রক্ষা করুন' এই অনুবৃত্তি এখানে করিতে হইবে। দিক্পাল প্রকরণে আছে, কুৎসিত মার (মদ) যাঁহার, তিনি কুমার, কুবের; তাঁহার শক্তি কৌমারী। কৌবেরীর রক্ষণস্থান পরে উক্ত হইবে। তথাপি একা দেবী উত্তর ও ঈশান দিক্‌দ্বয়ে রক্ষিকা হওয়ায় ইহাতে বাধা নাই। অথবা কৌমারী সপ্তমাতৃকান্তর্গতা শূলধারিণী ঈশানশক্তি রূপেও গ্রহণীয়া।১৬

ঊর্ধ্বোস্থিতা ব্রহ্মাণী ও অধঃস্থিতা বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপে শববাহনা চামুণ্ডা দেবী মৎসম্বন্ধীয় দশদিক্ রক্ষা করুন।

যিনি ব্রহ্মাকে আনয়ন বা জীবন দান করেন, তিনি ব্রহ্মাণী। এখানে কর্মণি অন্ প্রত্যয় হয়েছে। ব্রহ্মাণী ঊর্ধ্বঃস্থিতা হইয়া আমাকে রক্ষা করুন অথবা আমার ঊর্ধদিক রক্ষা করুন। ইহার অর্থ, চামুণ্ডা দশদিক্ পাল দেবতাগণতুল্য মদীয় দশদিক রক্ষা করুন। দশদিকে অবস্থিতা চামুণ্ডা আমাকে রক্ষা করুন। অন্যথা কেবল দিক্ সমূহ রক্ষণে প্রয়োজন নাই।১৭

জয়া আমার অগ্রভাগ, বিজয়া পশ্চাৎ ভাগ, অজিতা বামপার্শ্ব এবং অপরাজিতা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন।

জয়া শক্তি আমার রক্ষণার্থ অগ্রে বিরাজ করুন। এখানে 'স্থাতু' আর্ষ প্রয়োগ।১৮

উদ্যোতিনী নামিকা দেবী আমার শিখায় সংস্থিতা হইয়া মদীয় শিখা এবং উমা মূর্ধাদেশে অবস্থিতা হইয়া আমার মূর্ধা রক্ষা করুন। এইরূপ সর্বত্র প্রত্যয়ক (প্রত্যয়) যোজনীয় এবং যথাযোগ্য অধ্যাহার্য্য। মালাধরী ললাটদেশ ও যশস্বিনী আমার ভ্রূযুগল রক্ষা করুন।১৯

ত্রিনেত্রা দেবী আমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ, যমঘণ্টা নাসিকাপুট, শংখিনী চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যস্থল এবং দ্বারবাসিনী কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন।

এখানে নাসিকা অর্থে নাসিকাপুট হইলেও পরে নাসিকাদণ্ড হইবে।২০

কালিকাদেবী আমার কপালদ্বয়, শংকরী কর্ণমূল, সুগন্ধা নাসিকাদণ্ড এবং চর্চিকা ঊর্ধ্বওষ্ঠ রক্ষা করুন।২১

অমৃতকলাদেবী আমার অধরোষ্ঠ, সরস্বতী জিহ্বা, কৌমারী দন্তসমূহ এবং চণ্ডিকা কণ্ঠের মধ্যস্থল রক্ষা করুন।২২

চিত্রঘণ্টা দেবী আমার ঘণ্টিকা (আলজিব্), মহামায়া তালুদেশ, কামাক্ষী চিবুক এবং সর্বমংগলা আমার বাক্য রক্ষা করুন।২৩

ভদ্রকালী আমার গ্রীবাদেশ, ধনুর্ধরী পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড), নীলগ্রীবা কণ্ঠদেশের বহির্ভাগ এবং নলকুবরী কণ্ঠনালী রক্ষা করুন।২৪

খড়্গধারিণী আমার স্কন্ধদ্বয়, বজ্রধারিণী বাহুদ্বয়, দণ্ডিনী হস্তদ্বয় এবং অম্বিকা অঙ্গুলীসমূহ রক্ষা করুন।

স্কন্ধ হইতে কূর্পর (কনুই) পর্যন্ত বাহু এবং কূর্পর হইতে অঙ্গুলীসমূহ পর্যন্ত হস্ত।২৫

শূলেশ্বরী দেবী আমার নখসমূহ, নলেশ্বরী কুক্ষীদেশ, মনঃশোকবিনাশিনী মহাদেবী আমার স্তনদ্বয় রক্ষা করুন।

'কুক্ষৌ' সপ্তম্যন্ত পাঠ প্রাচীনগণ কর্তৃক গৃহীত।২৬

ললিতা দেবী হৃদয়ে, শূলধারিণী উদরে, কামিনী নাভিতে এবং গুহ্যেশ্বরী গুহ্যদেশে অবস্থিতা হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।২৭

ভূতনাথা দেবী মেঢ্রদেশ, মহিষবাহিনী যোনিদেশ, ভগবতী কটিদেশ এবং বিন্ধ্যবাসিনী আমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন।২৮

আগমাদি শাস্ত্রোক্তা মহাবলা দেবী আমার জঙ্ঘা, বিনায়কী জানুর মধ্যভাগ, নারসিংহী গুল্ফদ্বয় এবং অমিতৌজসী পাদপৃষ্ঠদ্বয় রক্ষা করুন।২৯

শ্রীধরী দেবী আমার পদাঙ্গুলী সমূহ, পাতালবাসিনী পাদদ্বয়ের অধোভাগ, করালী দেবী নখসমূহ ও দীর্ঘদন্তরাজি এবং ঊর্ধ্বকেশিনী আমার কেশদাম রক্ষা করুন।

যদিও মহাকুলকরী দেহসমূহ রক্ষা করেন, তথাপি একই দেবতা যাহাতে স্থানদ্বয়ের রক্ষাকর্ত্রী নির্দিষ্ট হন না। উক্তরূপে দেবতাদ্বয় একই স্থানের রক্ষকরূপে নিরূপিত। ইহাতে কোন দোষদৃষ্ট হয় না। এই অভিপ্রায়ে কথিত হয়েছে, করালী দেবী নখসমূহ ও দীর্ঘ দন্তরাশি স্থানদ্বয় রক্ষা করেন।৩০

কৌমারীদেবী আমার লোমকূপসমূহ ও বাগীশ্বরী ত্বক রক্ষা করুন। পার্বতী দেবী আমার রক্ত, মজ্জা, রসা (চর্বি), মাংস, অস্থি ও মেদ রক্ষা করুন।৩১

কালরাত্রি দেবী আমার আন্ত্র স্থান, মুকুটেশ্বরী পিত্তকোশ, পদ্মাবতী পদ্ম কোশ (ফুসফুস) এবং চূড়ামণি কফ রক্ষা করুন।

'আন্ত্র' শব্দ অম্ ধাতুর উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে অনুনাসিক হওয়ায় দীর্ঘ আকার হয়েছে। পদ্ম (হৃদয়াদি) রূপ কোশ, বাসস্থান যে শ্বাসের সেই শ্বাস বায়ুতে অবস্থিতা হয়ে পদ্মাবতী পদ্মকোশ রক্ষা করুন।

প্রথমে প্রাণ সমুদয় কথনান্তে পদ্মকোশের রক্ষণ কথিত। অন্যমতে পদ্মকোশ অর্থে হৃদয়বোদ্ধব্য। শ্রুতি বাক্যেও আছে, পদ্মকোশের প্রতীকাশ হৃদয় অধোমুখে অবস্থিত। চূড়ামণি নাম্নী দেবতা রক্তাসুর বধে প্রসিদ্ধা।৩২

জ্বালামুখীদেবী আমার নখনিষ্ঠ তেজঃ রক্ষা করুন। অভেদ্যাদেবী সর্ব-সন্ধিস্থল, ছত্রেশ্বরী ছায়া ও ব্রহ্মাণী শুক্র রক্ষা করুন।৩৩

ধর্মচারিণীদেবী আমার মনঃ বুদ্ধি ও অহঙ্কার এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক পঞ্চপ্রাণ বায়ু রক্ষা করুন।৩৪

চক্রিণীদেবী আমার যশঃ, কীর্তি ও শ্রী রক্ষা করুন। হে ইন্দ্রাণি, আমার গোত্র রক্ষা করুন। হে চণ্ডিকে, আমার গৃহপালিত পশ্বাদি রক্ষা করুন।৩৫

মহালক্ষ্মী আমার পুত্রগণ ও ভৈরবী আমার ভার্য্যা (ভরণীয়) রক্ষা করুন। ক্ষেমঙ্করী আমার যাত্রাপথ রক্ষা করুন। বিজয়াদেবী সর্বত্র সংস্থিতা হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।৩৬

হে চণ্ডিকে, তুমি সর্বসংহর্ত্রী ও পাপনাশিনী দেবী। এই কবচে অনুক্ত যে সকলস্থান অরক্ষিত আছে, তৎসমুদয় তুমি রক্ষা কর।৩৭

যদি স্বকীয় কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে কবচে রক্ষিত না হইয়া কোথাও একপদ যাইবে না। সর্বদা কবচাবৃত হইয়া যেখানে যেখানে যাইবে, তৎ তৎ স্থানে কামনা পূর্ণ ও জয়লাভ হইবে। কবচপাঠান্তে পাঠক যাহা যাহা কামনা করেন, তৎসমুদয় নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হন।

এখন পিতামহ ব্রহ্মা ফলশ্রুতি কথনার্থ অধিকারীকে প্রথম উপদেশ দিতেছেন। যে পুরুষ স্ব শুভ কামনা করেন, তিনি কবচরহিত হইয়া একপদও গমন করিবেন না। ইহার তাৎপর্য এই যে, দেবী-স্মরণ ব্যতীত ক্ষণমাত্রও কালক্ষয় করিবে না। উক্তমর্মে নানাপুরাণে কথিত হয়েছে, "যিনি শয়ন, উপবেশন ও গমনকালে এবং আহার ও আলাপকালে সতত দেবীর স্মরণ করেন, তিনি সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। এই উপদেশ প্রদানান্তে ব্রহ্মা পাঠফল বলিতেছেন। ৩৮-৩৯।

কবচপাঠক ধরাতলে অতুল পরম-ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, ভয়মুক্ত হন ও সংগ্রামে অপরাজিত হন।৪০

কবচাবৃত পুরুষ ত্রিভুবনে পূজনীয় হন। এই দেবীকবচ দেবগণেরও সুদুর্লভ।৪১

যিনি শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ত্রিসন্ধ্যা কবচ পাঠ করেন, তিনি দৈবীসম্পদ্ লাভ করেন ও ত্রিভুবনে অপরাজিত হন। দৈবীকলা অর্থে চিৎকলা বা গীতোক্ত দৈবীসম্পদ্।৪২

তিনি অপমৃত্যুরহিত হইয়া সম্পূর্ণ শতায়ুঃ হন এবং তাঁহার লুতাবিস্ফোটকাদি (পৃষ্ঠব্রণ) নষ্ট হয়।৪৩

সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম (চরাচর) এবং কৃত্রিম বিষও কবচ-পাঠকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। পরকৃত অভিচারসমূহ এবং অনিষ্টকর মন্ত্র যন্ত্রাদি তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। স্থাবর ও জঙ্গমের অর্থ যথাক্রমে খনিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও বিষধর সর্পাদি জন্তু হইতে পারে।৪৪

ভূচর, খেচর, জলচর, উপদেশিকা (ক্ষুদ্রদেবতা) সহোদর, কুলজাদি ক্ষুদ্রদেবতা, ডাকিনী ও শাকিনী পাঠকের অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় না।৪৫

অন্তরীক্ষচরা ভয়ংকর অপদেবতা, শক্তিশালী ডাকিনীগণ, দুষ্টগ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণ নৈষ্ঠিকপাঠকের ক্ষতি করিতে পারে না।৪৬

যাহার হৃদয়ে কবচ অবস্থিত, তাঁহার দর্শনে ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, কুষ্মাণ্ড ও ভৈরবাদি বিনষ্ট হয়।৪৭

তিনি রাজার সকাশে সম্মানিত হন ও তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। তিনি ধরাতলে কীর্ত্তিমান হন ও তাঁহার যশঃ বৃদ্ধি হয়।৪৮

সম্পূর্ণ কবচ পাঠান্তে সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য পড়িবে। ইহাতে দেবীকবচ দেবীমাহাত্ম্যের অঙ্গরূপে নির্দেশিত। যাবৎ অনন্তনাগ হিমশৈল, গহন বন

ও অরণ্যাদি সহিত ভূমণ্ডল ধারণ করেন, তাবৎ নিয়ত পাঠক পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি সহ মেদিনীতে নিবাস করেন এবং মহামায়ার প্রসাদে মৃত্যুর পরে দেবদুর্লভ মোক্ষলাভ লাভ করেন। মহামায়া অর্থে সর্বকারণমায়োপহিত ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মময়ী। কঠশ্রুতিতে আছে, যাঁহাকে আত্মা বরণ করেন, তিনি আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নিকট আত্মা শাশ্বত স্বরূপ প্রকটিত করেন। অন্য শ্রুতিবাক্যে আছে যিনি এই মায়াশক্তিকে বিজ্ঞাত হন, তিনি মৃত্যুজয় করেন, পাপমুক্ত হন ও অমৃতত্ব লাভ করেন। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তে আছে, আমি (জগন্মাতা) স্বয়ংই নরগণ দেববৃন্দের দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে প্রদান করি। সূতসংহিতা বলেন, "পার্বতী দেবী বিশেষতঃ মর্ত্যগণকে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ৪৭—৫১

দুর্গাপ্রদীপ টীকা অনুসারে দেবী কবচের শ্লোকসংখ্যা সাড়ে পঞ্চাশ মাত্র।

কবচোক্ত দশদিকরক্ষক দেবতাদের নাম ও কর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষনে অতিরিক্ত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইল। যে দিকপালগণ দশদিকে বিরাজিত থাকিয়া সর্বলোককে রক্ষা করেন, তাঁহারা দশ দিকপাল। অগ্নিপুরাণে অষ্ট লোকপালের নাম নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত।

ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নির্ঋতির্বরুণোঽনিলঃ।
ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালঃ পুরাতনাঃ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, পবন, কুবের ও মহাদেব এই অষ্ট দেবতা পূর্বাদি অষ্টদিকের অধিপতি। কেহ কেহ বলেন, ঊর্ধে ব্রহ্মা ও নিম্নে অনন্তদেব দিকপাল্ রূপে বিরাজ করেন। এই রূপে দশদিক্‌পালের সংখ্যা পূর্ণ হয়। অগ্নিপুরাণে ও অমরকোষে ব্রহ্মা ও অনন্তের নাম লোকপালরূপে উল্লিখিত নাই। অমরকোষে 'নির্ঋতি'কে নৈঋত বলে।

দেবী মাহাত্ম্য

প্রথম অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।১

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদগদতো মম ॥২
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥৩

অন্বয়। মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ, সূর্য্যতনয়ঃ সাবর্ণিঃ, যঃ অষ্টমো মনুঃ কথ্যতে, তৎ উৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতঃ মম নিশাময় ।১-২

সঃ মহাভাগঃ রবেঃ তনয়ঃ সাবর্ণিঃ মহামায়া অনুভাবেন যথা মন্বন্তর অধিপঃ বভূব ।৩

শ্লোকার্থ। মার্কণ্ডেয় মুনি শিষ্য ভাগুরিকে বলিলেন, সূর্যপুত্র সাবর্ণি নামে যে অষ্টম মনুর কথা পরে উক্ত হইবে, তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিপুল ঐশ্বর্যশালী সেই সাবর্ণি মহামায়ার অনুগ্রহে সূর্যপুত্র হইয়া যেরূপে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন, তাহা অবগত হও। ১-৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মার্কণ্ডেয় উবাচ, ক্রৌষ্টুকিমিতি শেষঃ ভাগুরিরিতি ক্রৌষ্টুকের্নামান্তরম্ ॥ ১ ॥ সাবর্ণিরিতি। যস্য যঃ অষ্টমো মনুঃ কথ্যতে কথয়িষ্যতে (বর্তমান সামীপ্যে লট্), স সাবর্ণিঃ। (সূর্যপত্ন্যাঃ সংজ্ঞায়া সমানো বর্ণঃ অস্যা ইতি সবর্ণা, তস্যা অপত্যং সাবর্ণিঃ, 'বাহ্বাদিত্বাৎ ইন্') অষ্টমো মনুঃ কিম্ভূতঃ? সূর্যতনয়ঃ রবেঃ পুত্রঃ। (এতেন সমুদ্র কন্যায়াঃ সবর্ণায়া অপত্যব্যাবৃত্তিঃ ; সাবর্ণিরিতি পদেন সূর্য্যপত্ন্যাঃ সংজ্ঞায়া অপত্যব্যাবৃত্তিঃ অথবা বৈবস্বত মনোঃ সাবর্ণোঽয়মিতি সাবর্ণিঃ।) তদুৎপত্তিং তস্য জন্ম, (উৎপত্তেঃ ক্রিয়াত্বেন শ্রবণাসম্ভবাৎ লক্ষণয়া তৎ প্রকাশকমাখ্যানং) মম মৎসকাশাৎ নিশাময় শৃণু (ময়েত্যব্যয়ম্, অত্র পঞ্চম্যর্থে, যদ্বা শেষে ষষ্ঠী)। মম কিম্ভূতস্য? বিস্তরাৎ বিস্তরমুপলভ্য, (যবর্থে পঞ্চমী) গদতঃ কথয়তঃ,

অত্র 'নিশাময়েতি বক্তব্যে ছান্দসো হ্রস্বাভাবঃ ; বিদ্যাবিনোদস্তু নিশাময় জানীহি জ্ঞানেন চক্ষুষা পশ্যেত্যাহ ; শম দক্ষ আলোচনে ইত্যস্য রূপমীতি কেচিৎ ; প্রস্তুতন্তু এতৎ সর্বং ভাষাবিষয় এবং যুক্তং, ন আর্ষপ্রয়োগে ; তথাচ ভারতাচার্য্যধৃত বচনানি "পদজ্ঞোনাতিনির্বন্ধঃ কর্তব্যো মুণি ভাষিতে। অনুস্মরণ তাৎপর্য্যাত্রিয়ন্তেথত্র লক্ষণম্। যাহ্যগ্নহায় মাহেশাদ্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে॥ ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দেষা সংশয়ং কৃথাঃ। অজ্ঞেরজ্ঞাত ইত্যেবং যত্নং ন হি ন বিদ্যতে" ইতি ; তস্মাদত্রাতিনির্বন্ধো নিষ্ফলস্বাদস্মাভিরূপেক্ষিতঃ ; এবমন্যত্রাপি)। গদনং গদঃ মম গদতঃ মম বচনাদিতি বা ॥ ২ ॥

টীকার্থ। মহামুনি মার্কেণ্ডয় বলিলেন। 'ক্রৌষ্টুকিকে' শব্দটি উহ্য আছে। ভাগুরি—ক্রৌষ্টুকির অন্য নাম ॥১

সাবর্ণি, যিনি মৎ কর্তৃক অষ্টম মনুরূপে কথিত হইবে। (অদূর ভবিষ্যৎ বর্তমানের২ সমীপে হওয়ায় লৃটের পরিবর্তে লট্‌ ব্যবহৃত)। সূর্যপত্নী সুবর্ণা। সূর্যপত্নী সংজ্ঞার সমান বর্ণ [জাতি] বলিয়া তিনি সবর্ণা, তাঁহার সন্তান সাবর্ণি। বাহু৩ প্রভৃতি শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ইন্‌ প্রত্যয় হয়। অষ্টম মনু কিরূপ ? সূর্যতনয়। রবির পুত্র। ইহা দ্বারা সমুদ্রকন্যা সবর্ণার৪ অপত্য এই অর্থ বুঝাইল না। সাবর্ণি পদ দ্বারা সূর্যপত্নী সংজ্ঞার পুত্র এই অর্থও গৃহীত হইল না। অথবা বৈবস্বত মনুর সবর্ণ [স্ব-জাতি] ইনি, সাবর্ণি। তদুৎপত্তি, তাঁহার জন্ম (উৎপত্তি ক্রিয়া বলিয়া শ্রবণযোগ্য না হওয়ায় লক্ষণা দ্বারা উৎপত্তি ক্রিয়া প্রকাশক আখ্যায়িকা এই অর্থ বুঝিতে হইবে)। মম, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (মম পদটি অব্যয়, এখানে পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত। অথবা শেষে ষষ্ঠী৫ বিভক্তি।) কিরূপ আমার ? বিস্তৃত বর্ণনাকারী (এখানে পঞ্চমী ল্যপ্‌ অর্থে ব্যবহৃত)। এখানে নিশময় বলা উচিত, কিন্তু ছন্দানুরোধে হ্রস্ব হয় নাই। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, 'নিশাময়' শব্দের অর্থ, জান, জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখ। জানা অর্থে 'শম্‌' ধাতুর উত্তর নিচ্‌ প্রত্যয় করিলে দীর্ঘ হয়। কেহ কেহ বলেন, নিশাময় পদ আলোচনার্থক শম্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শম্‌ ধাতু ও লক্ষ ধাতুর অর্থ আলোচনা। বাস্তবপক্ষে এই সকল বিচার ভাষাবিষয়েই যুক্তিসঙ্গত, আর্ষ প্রয়োগে নহে। এই বিষয়ে ভারতাচার্য কর্তৃক উক্ত বাক্যই প্রমাণ। যথা—মুনি কথিত বাক্যের ব্যাকরণ বিষয়ে পদতত্ত্ববিৎ বৈয়াকরণগণের অতিশয় আগ্রহ করা উচিত নয়।

কারণ, মুনিবাক্যের তাৎপর্য বৈদিক তত্ত্বে নিবিষ্ট থাকায় তাঁহারা ঐ সকল ব্যাকরণোক্ত নিয়মের আদর করেন না। মহেশকৃত ব্যাকরণ সমুদ্র হইতে ব্যাসদেব যে পদসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই পদরত্নগুলি কি পাণিনি ব্যাকরণরূপ গোষ্পদে দেখা যায়? যদি বল, পাণিনি ব্যাকরণে যে সকল পদ নাই, সেগুলি ব্যাসকৃত নহে। তদুত্তরে বলি, এইরূপ সন্দেহ করিও না। যেহেতু অজ্ঞগণ রত্নের সন্ধান জানেনা বলিয়া রত্ন নাই, বলা যায় না। এই বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ নিষ্ফল বলিয়া আমরা ইহা উপেক্ষা করিলাম। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও বুঝিতে হইবে। অথবা গদতঃ পদে শতৃ প্রয়োগ না করিয়াও এই অর্থ করা যায়। গদন, গদ, বচন। গদ শব্দের উত্তর পঞ্চমী অর্থে তসি (তঃ) প্রত্যয় করিয়া গদতঃ পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে॥২

টিপ্পনী।

১. বহ ধাতু+ক্য। অমর কোষে আছে, অধ্যাহারস্তর্কউহঃ। অধ্যাহার তর্ক ও উহ এই তিন শব্দ একার্থক। উহ্য অর্থে অন্তর্নিহিত, অনুক্ত।

২. বর্তমান চতুর্বিধ—প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও দ্বিবিধ সামীপ্য (অতীত সামীপ্য ও ভবিষ্যৎ সামীপ্য)।

৩. সবর্ণ শব্দ বাহু আদি গণের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য বাহ্বাদিভ্যশ্চ পাণিনি সূত্র ৪।১।৯৬ অনুসারে সবর্ণ শব্দের উত্তর স্বার্থে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। বাহু হইতে বাহ্বি হয়, সবর্ণা হইতে সাবর্ণি এবং সুমিত্রার অপত্য সৌমিত্রি হয়। উডুলোম থেকে ঔডুলোমি হয়।

নাগোজীভট্টকৃত টীকাতে সবর্ণা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত।

"সবর্ণা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণসহিতা প্রকৃতিঃ, তস্যা অপত্যবৎ সম্বন্ধি তদ্বাচক ইকারঃ। তদ্বক্ষ্যং লক্ষণয়া অস্তিমো বিন্দুস্তু শ্লোকে স্বরূপত এব নিবেশিতে ইতি। ঈংহ্রীং ইতি বীজং লব্ধম্। তদুৎপত্তিং তন্মাত্রং প্রতিপাদ্যদেবতায়া উৎপত্তিং নিশাময়েতি সংবন্ধঃ।"

৪. সূর্যের দুই পত্নী সংজ্ঞা ও সবর্ণা।

৫. পাণিনি সূত্র 'ষষ্ঠী শেষে' (২।৩।৫০)। কারক ও প্রাতিপাদিক অর্থ ব্যতীত স্ব-স্বামি ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধের নাম শেষ। উক্ত শেষার্থে এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। কর্তা, কর্ম ও করণাদিকে কারক বলে। ঘটপটাদি পদার্থের নাম প্রাতিপাদিকার্থ।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মহেতি। স সাবর্ণিঃ মহামায়ানুভাবেন মহামায়া-

প্রসাদেন রবেস্তনয়ঃ সন্ যথা মন্বন্তরাধিপো বভূব, তথা নিশাময়েতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ (বভূবেতি ভাবিনি ভূতত্বারোপঃ ; যদ্বা কারণে কার্যত্বারোপঃ, কারণং মহামায়ায়াঃ প্রসাদঃ, স তু জাত এব)। মন্বন্তরম্ভ কিঞ্চিদধিক—দিব্যৈক-সপ্ততিযুগাত্মকঃ কালঃ। দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মায়া, বিষয়বিসদৃশপ্রতীতি সাধনং বা, সা চ পরমেশ্বরশক্তিঃ ভগদ্রূপবিশেষঃ, যদুক্তং তৃতীয়স্কন্ধে "সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ ইতি, শৈবাগমে চ "আনন্দচিদ্‌ঘনস্বামী প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্" ইতি, মহতী সর্বব্যাপিকা চাসৌ চেতি মহামায়া ; (মাতি ঈশ্বরমপি বশীকরোতীতি মায়া, যদ্বা মীয়তে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঽনয়েতি মায়া)। স কীদৃক্? মহাভাগঃ ভগানাম্ ঐশ্বর্যাদীনাং বৃন্দং ভাগং, মহৎ অসাধারণং ভাগং যস্য সঃ ("ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা") ইতি বিষ্ণুপুরাণম্ (ইঙ্গনা আখ্যা)। (পূর্বশ্লোকে অষ্টমো মন্বন্তরাধিপঃ সাবর্ণিনামা সূর্যতনয়ঃ ইত্যুক্তম্, ইহ তু তস্য রবিতনয়ত্বে মন্বন্তরাধিপত্বে চ মহামায়াপ্রসাদ এব কারণমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্) ॥৩

টীকার্থ। সেই সাবর্ণি মহামায়ার অনুগ্রহে বা প্রসাদে যেরূপ রবির পুত্র হইয়া মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। এইরূপ পূর্বের সহিত সম্বন্ধ হইবে। 'বভূব' এই স্থলে ভূতত্ব (অতীতত্ব) অর্থ ভবিষ্যতের উপর আরোপিত অথবা, কারণে কার্য আরোপিত। মহামায়ার প্রসাদই কারণ, তাহা সিদ্ধ আছেই। দিব্য একাত্তর যুগাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিককালকে মন্বন্তর বলে। যিনি অঘটন ঘটনে নিপুনতমা, তিনি মায়া। অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের তদ্বিপরীত জ্ঞানোৎপাদনকারিণী শক্তি মায়া। সেই মায়া পরমেশ্বরের শক্তি, ভগবানের বিশেষরূপ। যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, যিনি সম্যক্ দ্রষ্টা (সাক্ষী, পরমাত্মা), তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তিই মায়া। মহাভাগ, সেই বিভু ভগবান্ এই মায়া দ্বারা জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন। শৈবতন্ত্রেও আছে, আনন্দস্বরূপ চৈতন্যঘন অধিপতি প্রভু (সমর্থ) প্রকৃতির রূপ ধারণ করেন। মহতী সর্বব্যাপিনী মায়া, মহামায়া অথবা যিনি ঈশ্বর বশীভূত করেন। অথবা যাঁহার দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায়, তিনি মায়া। সেই সাবর্ণি কিরূপ? তিনি মহাভাগ। ঐশ্বর্যাদির সমূহকে ভাগ বলে। মহৎ অসাধারণ ভাগ আছে যাঁহার। বিষ্ণুপুরাণে আছে, সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় ঐশ্বর্যের ইঙ্গনার

(আখ্যার) নাম ভগ। পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সাবর্ণি নামক সূর্যপুত্রই অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি। এই শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে, তিনি মন্বন্তরের অধিপতি এবং সূর্যপুত্র, তৎ কারণ মহামায়ার অনুগ্রহ। এই জন্য পুনরুক্তি দোষ হইল না ॥৩

টিপ্পনী। মনু—মনুর সংখ্যা চৌদ্দ। যথা—ব্রহ্মার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব, স্বায়ম্ভুবপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র স্বারোচিষ, প্রিয়ব্রতপুত্র উত্তমের পুত্র ঔত্তম, প্রিয়ব্রতের পুত্র তামস, প্রিয়ব্রতের পুত্র রৈবত, অঙ্গরাজের পুত্র চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, বা রোচ্য এবং ইন্দ্রসাবর্ণি বা ভৌত্য। এক এক মনুর অধিকৃতকালের নাম মন্বন্তর। এক মন্বন্তর কিঞ্চিদধিক ৭১ দিব্যযুগ। ব্রহ্মার এক একটি দিন ও রাত্রিকে এক একটি কল্প বলে। দিনরূপ কল্পে সৃষ্টি ও রাত্রিরূপ কল্পে প্রলয় হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে ১৪টি মন্বন্তর হয় অর্থাৎ ১৪ জন মনু যথাক্রমে জগতের অধীশ্বর হন। অধুনা বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে এক দৈব যুগ হয়। এইরূপ এক সহস্র দৈব যুগই এক সৃষ্টিকল্পের পরিমাণ কাল।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৪
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৫

অন্বয়। পূর্বং স্বারোচিষে অন্তরে সমস্তে ক্ষিতি-মণ্ডলে চৈত্র-বংশ-সমুদ্ভবঃ সুরথঃ নাম রাজা অভূৎ ॥৪

ঔরসান্ পুত্রান্ ইব প্রজাঃ সম্যক পালয়তঃ তস্য তদা কোলাবিধ্বংসিনঃ ভূ-পাঃ শত্রবঃ বভূবুঃ ॥৫

শ্লোকার্থ। পূর্বকালে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকার-সময়ে (স্বরোচিষের জ্যেষ্ঠ পুত্র) চৈত্রের বংশে উৎপন্ন সুরথ নামে এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ৪

রাজা সুরথ প্রজাদিগকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় যথানীতি পালন করিতেন। সেই সময়ে কোলাবিধ্বংসী যবন নরপতিগণ তাঁহার শত্রু হইলেন। ৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ইতিহাসম্ অবতারয়তি স্বারোচিষ ইতি।

স্বারোচিষো নাম দ্বিতীয়মনুঃ, তদধিকারাবচ্ছিন্নঃ কালঃ স্বারোচিষঃ (শেষে টণ্)। পূর্বং পূর্বস্মিন্ কালে স্বারোচিষে অন্তরে মন্বন্তরে সুরথো নাম রাজা অভূৎ। কুত্রেত্যাহ—সমস্তে সপ্তদ্বীপাবচ্ছিন্নে ক্ষিতিমণ্ডলে (এতেন তস্য সার্বভৌমত্বমুক্তম্) নমু কোঽসৌ সুরথ ইত্যাহ চৈত্রবংশসমুদ্ভব ইতি। চৈত্রো নাম স্বারোচিষমনোর্জ্যেষ্ঠপুত্রঃ, তস্য বংশে সমুদ্ভবো যস্য ॥৪

টীকার্থ। ইতিবৃত্তের অবতারণা করিতেছেন স্বারোচিষ ইত্যাদি দ্বারা। স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনুর নাম। তাঁহার অধিকার বিশিষ্ট কালই স্বারোচিষ। 'শেষে টণ্' সূত্রানুসারে অবশেষে টণ্ (স্বরোচিষ পদ হইতে স্বারোচিষ পদ সিদ্ধ হয়। টণ্ এর অ থাকে, এখানে আকার বৃদ্ধি হইল।) প্রত্যয় হইয়াছে। পূর্বে, পূর্বকালে স্বারোচিষে অন্তরে, মন্বন্তরে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। কোথায় তাহা বলিতেছেন। সমস্তে, সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট৬ ক্ষিতিমণ্ডলে। ইহা দ্বারা তাঁহার সার্বভৌমত্ব কথিত হইল। (নমু শব্দ প্রশ্নবোধক) কে সেই সুরথ তাহা বলিতেছেন। তিনি চৈত্রবংশে সমুৎপন্ন। স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠ-পুত্রের নাম চৈত্র, তাঁহার বংশে যাঁহার জন্ম ॥৪

টিপ্পনী। ৬ পিতৃপক্ষে করণীয় পিতৃতর্পণের মন্ত্রে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর বর্ণনা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে প্রদত্ত।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃ মাতা মহোদয়ঃ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

পৃথিবীস্থ সপ্তদ্বীপ—যথা জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্য মহামায়াপ্রসাদহেতুং রাজ্যচ্যুতিমাহ তস্যেতি। তস্য সুরথস্য তথা তাদৃশা ভূপাঃ শত্রবো বভূবুঃ, যথা কোলাবিধ্বংসিনঃ কোলা নাম তদীয়রাজধানী তৎপ্রমথনশীলাঃ। যদ্বা কোলান্ শূকরান্ অবিধ্বংসয়িতুং ন খাদিতুং শীলং যেষাং তে, যবনা ইত্যর্থঃ। নমু কিং তস্য প্রজাদ্রোহাধর্মেণৈবং জাতম্? নেত্যাহ—সম্যক্ নীতিশাস্ত্রানুসারেণ প্রজাঃ পালয়তঃ। কানিব? ঔরসান্ ধর্মপত্ন্যাং স্ববীর্যজাতাম্ পুত্রানিব। (ক্ষেত্রজাদিব্যাবৃত্ত্যর্থ মৌরসপদম্) ॥৫

টীকার্থ। তৎ প্রতি মহামায়ার কৃপায় কারণস্বরূপ রাজ্যচ্যুতির কথা বলিতেছেন। সেই সুরথের শত্রু হইলেন এমন রাজাগণ, যাঁহারা কোলা-

বিধ্বংসী। তাঁহার (সুরথের) রাজধানীর নাম কোলা, শত্রু কোলাধ্বংসকারী অথবা কোলাকে৭, শূকরকে না খাওয়াই যাহাদের স্বভাব তাহারা, যবনগণ এই অর্থ। তাঁহার (সুরথের) প্রজাপীড়নরূপ অধর্ম দ্বারা কি এইরূপ ঘটিয়াছিল? বলিতেছেন, না। সুষ্ঠুভাবে নীতিশাস্ত্র অনুসারে প্রজাপালনকারীর। (প্রজাদিগকে) কাহাদের মত পালন করিতেন? ঔরসগণ,-ধর্মপত্নীতে স্ববীর্যে জাত পুত্রগণের ন্যায়। ঔর পদ ক্ষেত্রজ৮ প্রভৃতি পুত্রের নিষেধার্থে ব্যবহৃত ॥৫

টীপ্পনী। ৭, অমরকোষে শূকরের এই দ্বাদশ প্রতিশব্দ পাওয়া যায়।—

বরাহঃ শুকরো ঘৃষ্টিঃ কোলঃ পোত্রী কিরিঃ কিটীঃ।
দংষ্ট্রী ঘোনী স্তব্ধরোমা ক্রোড়ো ভূদার ইত্যপি ॥

দেবীভাষ্য মতে যবন রাজগণ কাশ্মীরপ্রান্তস্থ দেশবাসী ছিলেন।

৮. ক্ষেত্রজ, ধর্মজ, কানীপ প্রভৃতি বিবিধ পুত্র শাস্ত্রে কথিত আছে। পূর্বশ্লোকে উল্লিখিত স্বারোচিষের নিম্নোক্ত জন্ম কাহিনী পাওয়া যায়।

কলি নামক গন্ধর্বের ঔরসে বরূথিনী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে স্বরোচিষ জন্মগ্রহণ করেন। এই গন্ধর্ব বরূথিনীর অভিলষিত তেজস্বী ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে স্বরোচিষের আকৃতি সেই ব্রাহ্মণের অনুরূপ হইয়াছিল। উক্ত স্বরোচিষের ঔরসে মৃগরূপধারিণী অভিশপ্তা বনদেবীর গর্ভে স্বারোচিষ মনুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম দ্যুতিমান। স্বরোচিষের পুত্র বলিয়া তাঁহার অপর নাম স্বারোচিষ। তিনিই দ্বিতীয় মন্বন্তরের অধিপতি। চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি রাজাগণ দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের পুত্র।

"চৈত্রাঃ কিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাস্তস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তাসী সুমহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপালকাশ্চ তে ॥"

সেই মহাত্মার চৈত্র, কিম্পুরুষাদি সপ্তপুত্র, সুমহাবীর্য পৃথিবীপালক ছিলেন। এই চৈত্র রাজার বংশে সুরথের জন্ম হয়।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥৬
ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৭

অন্বয়। তৈঃ অতি-প্রবল-দণ্ডিনঃ তস্য যুদ্ধম্ অভবৎ। ন্যূনৈঃ অপি তৈঃ কোলাবিধ্বংসিভিঃ যুদ্ধে সঃ জিতঃ ॥৬

ততঃ সঃ মহাভাগঃ তৈঃ প্রবল-অরিভিঃ আক্রান্তঃ স্ব-পুরম্ আয়াতঃ তদা নিজ-দেশ-অধিপঃ অভবৎ ॥৭

শ্লোকার্থ। সেই কোলাবিধ্বংসী যবনগণের সহিত অতি প্রবল শত্রুদিগের দণ্ডদাতা রাজা সুরথের যুদ্ধ হইয়াছিল। সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহাদের দ্বারা সুরথ যুদ্ধে পরাজিত হন।৬

অনন্তর মহাভাগ সুরথ প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বদেশের অধিপতি রহিলেন।৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্যেতি। তস্য রাজ্ঞঃ তৈঃ সহ যুদ্ধমভবৎ। কীদৃশস্য? অতিপ্রবলশ্চাসৌ দণ্ডো হস্ত্যশ্বাদিঃ, অতিপ্রবলদণ্ডোঽস্যাস্তীতি (ভূম্নি ইন্), অতএব কর্মধারায়াদপি ভবতি, যদ্বা দণ্ডো দমঃ সোঽস্যাস্তীতি দণ্ডী, অতি-প্রবলশ্চাসৌ দণ্ডী চেতি, যদ্বা অতিপ্রবলানপি দণ্ডয়িতুং শীলং যস্য স তস্য। দৈবস্যাপ্রতিহতেচ্ছত্বমাহ ন্যূনৈরিতি। সঃ সুরথঃ ন্যূনৈঃ অল্পসাধনৈরপি তৈঃ কোলাবিধ্বংসিভিঃ যুদ্ধে জিতঃ পরাভূতঃ ॥৬॥

টীকার্থ। তাহাদের সহিত সেই রাজার (সুরথের) যুদ্ধ হইয়াছিল। কিরূপ রাজার? অতি প্রবল হস্তী অশ্বাদি দণ্ড যাঁহার প্রচুর আছে। ভূম্নি (প্রাচুর্যার্থে) ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই হেতু কর্মধারয়[৯] সমাসের উত্তরেও ইন্ প্রত্যয় হইতে পারিল। অথবা দণ্ড অর্থে দম[১০]। উহা যাঁহার আছে, তিনি দণ্ডী। অতি বলবান্ এমন যে দণ্ডী। অথবা অতিপ্রবল-পুরুষকে দণ্ডদান যাঁহার স্বভাব তাঁহার। ন্যূন[১১] শব্দদ্বারা দৈব ইচ্ছা অব্যাহত, তাহা বলিতেছেন। সেই সুরথ অল্পসংখ্যক সৈন্য সামন্তাদি উপায় বিশিষ্ট কোলাধ্বংসকারীগণ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলেন।৬

টিপ্পনী।

৯. কর্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থ প্রতিপত্তিকরঃ।

ইতি ন্যায়াৎ কর্মধারয়াৎ অস্ত্যর্থ প্রত্যয়ো ন ভবতি। কিন্তু

"ভূমনিন্দা প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতি শায়নে।

সম্বন্ধেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুবাদয়ঃ।"

ইতি বচনাৎ বাহুল্যাদি বিবক্ষায়াং ভবত্যেব ভূমা—বাহুল্যম্।

১০. অমরকোষে আছে, সাহসন্ত দমো দণ্ডঃ। সাহস, দম ও দণ্ড একার্থবাচক।

১১. 'জাতি গুণধর্মৈশ্বর্যসাধনাদি মর্যাদয়া সুরথাৎ হীনৈবাপি'। জাতি, গুণ, ধর্ম, ঐশ্বর্য, সাধনা ও মর্যাদা ইত্যাদিতে রাজা সুরথ অপেক্ষা হীন হইয়াও।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

ততঃ পরাভবানন্তরং স সুরথঃ স্বপুরম্ নিজরাজধানীম্ আয়াতঃ সন্ নিজ-দেশাধিপঃ মূলরাষ্ট্রাধিপঃ অভবৎ। তত্র নিজরাজ্যেঽপি স তৈঃ তদা প্রবলারিভিঃ তদানীং প্রবলৈর্বলবদ্ভিঃ শত্রুভিঃ আক্রান্তঃ অভিভূত প্রায়ঃ কৃতঃ। স কীদৃক্? মহাভাগঃ ভজন্তে ইতি ভাগাঃ সামন্তাদয়ঃ, মহান্তঃ প্রচুরতরা ভাগা যস্য, যদ্বা পূর্ববৎ (দ্বিতীয় শ্লোকস্য টীকা) ॥৭॥

টীকার্থ। পরাজয়ের পরে সেই সুরথ স্বপুরে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজদেশের অধিপতি, মূলরাজ্যের রাজা হইলেন। সেই সময় নিজরাজ্যেও বলবান্ শত্রুবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি পরাজিতপ্রায় হইলেন। তিনি (সুরথ) কিরূপ? তিনি মহাভাগ।[১২] যাঁহারা ভজনা করেন, তাঁহারাই ভাগ শব্দে অভিহিত, সামন্তাদি। মহৎ, অতিপ্রচুর ভাগ, সৈন্যসামন্তাদি যাঁহার আছে। (অথবা দ্বিতীয় শ্লোকে প্রদত্ত অর্থও এখানে গৃহীত হইতে পারে) ॥৭

টিপ্পনী।

১২. 'ভগনাম্ ঐশ্বর্যাদিনাং বৃন্দং ভাগং। মহৎ অসাধারণং ভাগং যস্য সঃ। ঐশ্বর্যাদির সমূহ ভাগ। অসাধারণ ঐশ্বর্যাদির সমষ্টি যাঁহাদের, তাঁহারা মহাভাগ। (২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৮
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৯

অন্বয়। ততঃ তত্র স্ব-পুরে অপি দুষ্টৈঃ দুরাত্মভিঃ বলিভিঃ অমাত্যৈঃ দুর্বলস্য কোষঃ বলং চ অপহৃতং ॥৮

ততঃ সঃ ভূপতিঃ হৃত-স্বাম্যঃ মৃগয়া-ব্যাজেন একাকী হয়ম্ আরুহ্য গহনং বনম্ জগাম ॥৯

শ্লোকার্থ। অনন্তর স্বীয় রাজধানীতেও দুষ্ট, দুরাশয় ও বলবান্ অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার ধনভাণ্ডার ও সৈন্যাদি অধিকার করিল।৮

অনন্তর সেই রাজা রাজত্ব হারাইয়া মৃগ শিকার করিবার ছলে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করিলেন।৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

অমাত্যৈরিতি। ততঃ তদাক্রমণানন্তরং, তস্যেতি বা (সার্ববিভক্তিকস্তসিঃ) তত্র স্বপুরেঽপি বলিভিঃ অমাত্যৈঃ মন্ত্র্যাদিভিঃ কোষো ধনাগারঃ, বলং হস্ত্যশ্বাদি, চকারাৎ রাষ্ট্রাদিকমপি অপহৃতম। কীদৃশস্য? দুর্বলস্য বলরহিতস্য। কীদৃশৈঃ? দুষ্টৈঃ অধর্মবর্ত্তিভিঃ, দুরাত্মভিঃ লোভাপহৃতবুদ্ধিভিঃ।।৮

টীকার্থ। ততঃ সেই আক্রমণের পরে, অথবা ততঃ শব্দের অর্থ তাহার। সর্ববিভক্তিতে তসি (তঃ) প্রত্যয় হয়। যেমন আদিঃ স্থানে আদিতঃ, আদিং আদিতঃ, আদিনা হইতে আদিতঃ ইত্যাদি। স্বপুরেও বলবান্ মন্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা কোষ অর্থে ধনাগার, বল অর্থে হস্তী ও অশ্বাদি, চ পদদ্বারা রাষ্ট্রাদিও অপহৃত হইয়াছিল। কিরূপ রাজার? দুর্বলের, বলহীনের। কীরূপ অমাত্যাদির দ্বারা? দুষ্ট অর্থাৎ অধর্মবৃত্ত, দুরাচার লোভদ্বারা হতবুদ্ধি মন্ত্রীগণ কর্তৃক ॥৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ততঃ সর্বস্বাপহরণানন্তরং স ভূপতিঃ হৃতস্বাম্যঃ হৃতাধিপত্যঃ সন্ হয়ম্ অশ্বম্ আরুহ্য একাকী সজাতীয়সহায়রহিতঃ মৃগয়াব্যাজেন মৃগয়াচ্ছলেন গহনম্ অতিদুর্গমং বনং জগাম (অলক্ষিতত্বার্থং মৃগয়াব্যাজঃ, তত্রাপি শত্রুভয়াৎ গহনবনগমনমিতি) ॥৯

টীকার্থ। সর্বস্ব অপহৃত হইবার পর সেই রাজা সুরথ স্বাম্যচ্যুত হইয়া, অশ্বে আরোহণ করিয়া সজাতীয় মনুষ্য সহায়শূন্য হইয়া মৃগয়ার ছলে গহন, অতি-দুর্গম বনে গমন করিলেন। অলক্ষিত, অদৃষ্ট হইবারঅভিপ্রায়ে মৃগয়ার ছলনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃগয়াতেও শত্রুভয় থাকায় তিনি নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৯

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥১০
তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।।১১

অন্বয়। স তত্র প্রশান্ত-শ্বাপদ-আকীর্ণং মুনি-শিষ্য-উপশোভিতম্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ আশ্রমম্ অদ্রাক্ষীৎ ॥১০

সঃ চ তেন মুনিনা সৎকৃতঃ তস্মিন্ মুনিবর-আশ্রমে ইতঃ চ ততঃ চ বিচরন্ কঞ্চিৎ কালং তস্থৌ ॥১১

শ্লোকার্থ। সুরথ সেই বনে শান্তভাবাপন্ন হিংস্র পশু পরিপূর্ণ ও মুনিশিষ্য-শোভিত দ্বিজবর মেধামুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন।১০

সেই মুনি কর্তৃক সমাদৃত হইয়া সুরথ মুনিবরের আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্বক কিছু সময় কাটাইলেন।১১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স তত্রেতি। স সুরথঃ তত্র বনে মেধসঃ মেধোনাম্নো দ্বিজবর্যস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠস্য আশ্রমং তপোবনম্ অদ্রাক্ষীৎ দৃষ্টবান্ (সুমেধস ইত্যস্যৈকদেশরহিতং নামেদং, অন্যথা অসপ্রাপ্ত্যসম্ভবাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ; বস্তুতস্তু এতদপ্রমাণং, ভর্বুরিত্যাদিবৎ অব্যুৎপন্নসংজ্ঞাশব্দোঽয়ং, মেধধাতোঃ প্রাদেরসিতি অসপ্রত্যয়ান্তো বা)। কীদৃশমাশ্রমম্? প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং প্রশান্তৈঃ পরস্পরহিংসারহিতৈঃ শ্বাপদৈঃ ব্যাঘ্রাদিভিঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তম (সিদ্ধাশ্রমস্য শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বাৎ তত্রস্থানমপি রজস্তমসোরভাবেন হিংসাদ্যভাবঃ, যদ্বা প্রশান্তাঃ প্রাপ্তজীবন্মুক্তাবস্থাঃ শ্বাপদাঃ ব্যাঘ্রাদয়ঃ তৈঃ, এতেন ভয়হিংসারহিতত্বাৎ নিবাসসাংকর্যং দর্শিতম্)। পুনঃ কীদৃশম্? মুনিশিষ্যোপশোভিতং মুনেঃ মেধসঃ শিষ্যাঃ তৈঃ যদ্বা মুনয়ো মননশীলাঃ বিদ্যাভ্যাসনিরতাঃ শিষ্যাঃ তৈঃ উপশোভিতম্ ॥১০ .

টীকার্থ। সুরথ সেই বনে মেধা নামক দ্বিজবরের, দ্বিজশ্রেষ্ঠের আশ্রম,[১৪] তপোবন দেখিলেন। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, "এই স্থলে মেধস শব্দ সুমেধস্ শব্দের একাংশবর্জিত শব্দ, নচেৎ কেবল মেধা শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা থাকিত না।" বাস্তবপক্ষে আচার্য্য বিদ্যাবিনোদের এই মত অপ্রামাণিক; কারণ মেধস্ শব্দটি ভর্বু[১৫] প্রভৃতি শব্দের ন্যায় প্রকৃতি প্রত্যয়ে অনিষ্পন্ন নাম শব্দ। অথবা মেধ ধাতুর উত্তর প্রাদেরস্[১৬] সূত্রানুসারে উনাদিক অস্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিরূপ আশ্রম? প্রশান্ত, পরস্পরহিংসাহীন শ্বাপদ, ব্যাঘ্রাদি জন্তু দ্বারা আকীর্ণ, ব্যাপ্ত। সিদ্ধাশ্রম শুদ্ধসত্ত্বময় বলিয়া আশ্রমস্থিত জীবগণের রজস্তমোগুণের অভাবহেতু হিংসাদিরাহিত্য দৃষ্ট হয়। অথবা প্রশান্ত, জীবন্মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণ কর্তৃক আকীর্ণ। ইহার দ্বারা, ভয়হিংসা-শূন্য হওয়ায় পরস্পর বিরোধী প্রাণীগণের একত্র নিবাস (সাঙ্কর্য্য) দর্শিত

হইল। আশ্রম কিরূপ? মেধামুনির শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক শোভিত। অথবা মুনি, মননশীল, বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত শিষ্যগণ কর্তৃক সুশোভিত ॥১০

টিপ্পনী। ১৩ শব্দীতন্ত্রমতে বশিষ্ঠ ঋষি ও মেধামুনি একই ব্যক্তি। দেবীভাগবত মতে মেধামুনি শালবৃক্ষতলে মৃগাজিনাসনে সমাসীন, সুশান্ত, তপস্যা দ্বারা অতিকৃশ, ঋজু, শীত, ও গ্রীষ্মে অনভিভূত, শাস্ত্রাধ্যাপনরত, বেদশাস্ত্রার্থদর্শী, ক্রোধলোভাদিরহিত, বিমৎসর, শমযুক্ত ও সত্যবাদী।

১৪. দেবী ভাগবতের মতে মেধামুনির আশ্রমটি বহুবৃক্ষ-সমাযুক্ত, নদী-পুলিন-সংস্থিত, নির্বৈর শ্বাপদাকীর্ণ, কোকিলারাবমণ্ডিত, শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্য, মৃগযূথ-শতাবৃত, নীবারান্নসুপকাঢ্য, সুপক্কফলপাদপপূর্ণ, হোম-ধূপ-সুগন্ধে আমোদিত, বেদধ্বনি সমাক্রান্ত এবং স্বর্গাদপি সুমনোহর।

১৫. মহাকবি বাণভট্টকৃত মহাকাব্য 'কাদম্বরীর' মঙ্গলাচরণে আছে, নমামি ভর্বোশ্চরণাম্বুজদ্বয়ম্। ইহার অর্থ, আমি মদীয় গুরু ভর্বু'র চরণকমলযুগলকে প্রণাম করিতেছি। এখানে ভর্বু শব্দ যেমন প্রকৃতি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, তেমনি মেধস্ শব্দটি প্রকৃতি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হয়।

১৬. সৃ, তপ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অস্ প্রত্যয় হয়।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্মাবিতি। স সুরথঃ তেন মুনিনা সৎকৃতঃ সম্মানিতঃ পাদ্যাদিভিঃ কৃতাতিথ্যো বা সন্ তস্মিন্ আশ্রমে কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য তস্থৌ স্থিতবান্। হে মুনিবর ভাগুরে, যদ্বা মুনিবরস্য মেধসঃ আশ্রমে কিং কুর্বন? ইতশ্চেতশ্চ নানাস্থানেষু বিচরন্ (সততং চিন্তাব্যাকুলচিত্তত্বাৎ একত্র নিবাস) সম্ভবাৎ ॥১১

টীকার্থ। সেই সুরথ উক্ত মুনি কর্তৃক সৎকৃত, সম্মানিত, এবং পাদ্য-অর্ঘাদি দ্বারা আতিথ্যপ্রাপ্ত হইয়া সেই আশ্রমে কিছুকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেন। হে মুনিবর ভাগুরে, অথবা মুনিবর মেধার আশ্রমে, কি করিয়া? এদিক ওদিক নানাস্থানে বিচরণ করিয়া। কারণ তাঁহার চিত্ত সর্বদা চিন্তান্বিত থাকায় এক স্থানে অবস্থান করিতে অক্ষম ॥১১

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥১২
মৎ পূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈ র্ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥১৩

অন্বয়। সঃ তদা তত্র মমত্ব-আকৃষ্ট-চেতনঃ অচিন্তয়ৎ—পূর্বং মৎ-পূর্বৈঃ

পালিতং ময়া হি হীনং তৎ পুরং অসদ্‌বৃত্তৈঃ মৎ-ভৃত্যৈঃ ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥১২-১৩

শ্লোকার্থ। সেই স্থানে তিনি যখন মমতাভিভূত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—অতীতকালে আমার পূর্বপুরুষগণ চৈত্রাদি কর্তৃক সুরক্ষিত ও সম্প্রতি আমার দ্বারা পরিত্যক্ত সেই রাজধানী আমার অসচ্চরিত্র অমাত্যগণ ধর্মানুসারে রক্ষা করিতেছে কিনা ।১২-১৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সোঽচিন্তয়দিতি। স সুরথঃ তদা তস্মিন্ কালে তত্রাশ্রমে অচিন্তয়ৎ চিন্তাং কৃতবান্। তত্র হেতুঃ—যতো মমত্বেন মমেত্যভিমানেনআকৃষ্টা বশীকৃতা চেতনা বিবেকবতী বুদ্ধির্যস্য (অস্বকীয়ে স্বকীয়াভিমানো মমত্বম্)। চিন্তামেবাহ মৎপূর্বৈরিতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হীতি বিষাদে (অব্যয়ানাং নানার্থত্বাৎ), যদ্বা হি নিশ্চিতং (পুনঃ প্রাপ্তাসম্ভাবনয়া) তৎ পুরং, যৎ ময় হীনং পরিত্যক্তম্, মৎপূর্বৈঃ মদীয় প্রাচীনপুরুষৈঃ চৈত্রাদিভিঃ পালিতং রক্ষিতং তৈঃ মদ্ভৃত্যৈঃ মম সেবকৈঃ ধর্মতঃ ন্যায়েন পাল্যতে ন বেত্তি বিতর্কঃ। ননু কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তং তৎ কিমিতি ধর্মেণ ন পালয়িতব্যমিত্যাশংকায়ামাহ—অসদ্বৃত্তৈঃ অসচ্চরিত্রৈঃ (অধর্মনিষ্ঠানাং কুতো ন্যায়পরতাস্তীতিঃ ভাবঃ) ॥১২-১৩

শ্লোকার্থ। সেই সুরথ তৎকালে সেই আশ্রমে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তার কারণ, যেহেতু মমত্ব, 'আমার' এই অভিমান দ্বারা আকৃষ্ট, বশীভূত চেতনা, বিবেকবতী বুদ্ধি যাঁহার। যাহা নিজস্ব নহে, তাহাতে নিজস্ববোধই মমত্ব। চিন্তাটি নির্দেশ করিতেছেন, মৎপূর্বৈঃ হইতে সাড়ে চার শ্লোকে। হি অব্যয় বিষাদ অর্থে প্রযুক্ত। অব্যয়সমূহের অর্থ বহুবিধ হয়। অথবা হি অর্থে নিশ্চিত। সেই রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় যাহা মৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত। মৎপূর্ব, মদীয় প্রাচীনপুরুষ চৈত্রাদি কর্তৃক পালিত, রক্ষিত, আমার সেই ভৃত্যগণ সেবকগণদ্বারা ধর্ম ন্যায় অনুসারে পালিত হইতেছে কিনা—এইরূপ ভাবনা। সেই কষ্টার্জিত রাজ্য ধর্মানুসারে তাহারা কেন পালন করিবে না? এইরূপ আশংকার উত্তরে বলিতেছেন। অসদ্বৃত্ত, অসচ্চরিত্র, অধর্মনিরত ব্যক্তিগণ কি হেতু ন্যায়নিষ্ঠ হইবে? ১২-১৩

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১৪

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ ধন ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্ ॥১৫

অন্বয়। যে সঃ প্রধানঃ সদা-মদঃ শূর-হস্তী মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগান্ উপলপ্স্যাতে ন জানে ॥১৪

সে প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ নিত্যং মম অনুগতাঃ তে অদ্য ধ্রুবম্ অন্য-মহীভৃতাম অনুবৃত্তিং কুর্বন্তি ॥১৫

শ্লোকার্থ। জানি না, সর্বদা মদস্রাবী আমার মহাবল প্রধান হস্তী শত্রুর অধীন হইয়া কিরূপ আহার্যাদি পাইতেছে ॥১৪

যাহারা পারিতোষিক, বেতন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি পাইয়া সর্বদা আমার অনুগত ছিল, এখন তাহারা নিশ্চয়ই অন্য নরপতিগণের দাসত্ব করিতেছে।১৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ন জানে ইতি। স প্রসিদ্ধঃ প্রধানো মুখ্যঃ মে মম শূরহস্তী যুদ্ধদুর্মদো গজঃ, শূরনামা হস্তীতি বা মম বৈরিবশং যাতঃ মম বৈরিবশবর্ত্তী সন্ কান্ ভোগান্ ভোগ্যান্ (কর্মণি ঘন্) তণ্ডুলাদীন্ উপলপ্স্যাতে প্রাপ্স্যাতি ইতি ন জানে (যন্ময়া দত্তং, সম্প্রতি তদ্ বর্ত্ততে এব, অনন্তরং কান্ লপ্স্যাতে ইতি লৃডর্থঃ ; উক্তলিঙ্গস্য ক্বচিদ্ব্যভিচারাৎ প্রধানশব্দস্য পুংস্ত্বং ; যদ্বা প্রধানং মহামাত্রঃ, তেন সহ বর্ত্তমানঃ)। স কীদৃক্? সদামদঃ সদা সর্বদা মদো দানং যস্য সঃ ("মদো রেতসি কস্তূর্যাং গর্বে হর্ষেভদানয়োঃ" ইতি মেদিনী) ১৪

টীকার্থ। আমার সেই প্রসিদ্ধ, প্রধান, মুখ্য শূরহস্তী যুদ্ধদুর্মদ গজ, অথবা শূর নামক হস্তী শত্রুগণের বশবর্তী হইয়া কি কি ভোগ. ভোগ পাইতেছে। (ভজ্যতে যঃ স ভোগঃ, স ভোগঃ, কর্মবাচ্যে ঘন্ প্রত্যয় হইয়াছে)। তণ্ডুলাদি ভোগ্যবস্তু সেই হস্তী পাইবে কিনা জানি না। যাহা মৎ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধুনা বিদ্যমান। ইহার পর কি কি ভোগ্য পাইবে, এই অর্থে লৃট প্রত্যয় হইয়াছে। সে সকল শব্দের লিঙ্গ শব্দকোষে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের লিঙ্গের ব্যভিচার কোথাও কোথাও দেখা যায় বলিয়া এইস্থলে ক্লীবলিঙ্গ প্রধান শব্দটী পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত। অথবা প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী, তাঁহার সহিত বিদ্যমান। সেই হস্তী কিরূপ? সদামদ, সর্বদা মদধারা যাহার গণ্ডদেশ হইতে প্রবাহিত হয়। মেদিনীকোষ অনুসারে মদ শব্দ রেত, কস্তুরী, গর্ব হস্তীর গণ্ডাশ্রিত একপ্রকার রস প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় ॥১৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। যে ইতি। যে নিত্যং মম অনুগতাঃ সেবকাঃ, তে ধ্রুবং (বিতর্কে) অন্ত অন্তমহীভৃতাম্ অন্তভূপানাম্ অনুবৃত্তিং সেবাং কুর্বন্তি। কৈঃ? প্রসাদধনভোজনৈঃ (হেতুভিঃ করণৈর্বা) প্রসাদস্তুষ্ট্যা দানং ধনং বেতনং মাসি মাসি দেয়ং, ভোজনং প্রতিদিন দেয়ং ভক্ষ্যদ্রব্যম্। যদ্বা এতৈর্মম নিত্যমনুগতাঃ ইতি সম্বন্ধঃ ॥১৫

টীকার্থ। যাহারা নিত্য আমার অনুগত সেবক, (বিতর্ক[১৭] উপস্থিত হওয়ায়) তাহারা নিশ্চয় এখন অন্ত মহীভৃত, অন্তভূপগণের অনুবৃত্তি, সেবা করিতেছে। কোন্ কোন্ সাধন দ্বারা? প্রসাদ, ধন ও ভোজনদ্বারা। সাধারণ বা প্রধান কারণদ্বারা। প্রসাদ, সন্তোষপূর্বক দান। ধন, মাসে মাসে দেয় বেতন। ভোজন, প্রত্যহ দেয় ভক্ষ্য দ্রব্য। অথবা প্রসাদ, ধন ও ভোজনদ্বারা যাহারা নিত্য আমার অনুগত ছিল ॥১৫

টিপ্পনী। ১৭. সুরথের সেবকরা অন্ত রাজাদিগের সেবা করিতেছে কিনা, তাঁহার মনে এইরূপ সংশয় (বিতর্ক) উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, সেবা করিতেছে এই দৃঢ়তা স্থাপনের জন্ত নিশ্চয় শব্দ ব্যবহৃত।

অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৬
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৭

অন্বয়। অসম্যক্-ব্যয়শীলৈঃ সততং ব্যয়ম্ কুর্বদ্ভিঃ তৈঃ অতিদুঃখেন সঞ্চিতং সং কোষঃক্ষয়ং গমিষ্যতি ॥১৬

সঃ পার্থিবঃ এতৎ অন্যৎ চ সততং চিন্তয়ামাস চ বিপ্র তত্র আশ্রম-অভ্যাসে একং বৈশ্যম্ দদর্শ ॥১৭

শ্লোকার্থ। যে ধনরাশি আমি অতি দুঃখে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আমার সেই সদা অমিতব্যয়ী অমাত্যগণের অমিতব্যয়ে শীঘ্র ক্ষয় পাইবে।১৬

হে বিপ্র ভাগুরি, সেই রাজা উক্ত ও অন্যান্ত বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিলেন। এমন সময় তথায় আশ্রমের সমীপে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন।১৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অসম্যগিতি। স কোষঃ ধনসঞ্চয়ঃ তৈঃ

অমাত্যাদিভির্হেতুভিঃ ক্ষয়ং গমিষ্যতি। কীদৃক্? অতিদুঃখেন অর্থাৎ ময়া সঞ্চিতঃ পুঞ্জীকৃতঃ। নন্থ প্রাণেভ্যোঽপি মমতাস্পদং ধনং তে কথং ক্ষয়িষ্যন্তীত্যহ- অসম্যগ্ব্যয়শীলৈঃ ধর্মাদৌ বিনিয়োগঃ সম্যগ্ব্যয়ঃ, তদ্ব্যতিরিক্তোঽসম্যগ্ব্যয় দ্যূতমদ্যাদি- বিষয়ঃ, তৎস্বভাবৈঃ। অতএব সততং ব্যয়ং কুর্বদ্ভিঃ ॥১৬

টীকার্থ। সেই কোষ, ধনাগার সেই সকল অমাত্য প্রভৃতি ব্যক্তিদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিরূপ ধনাগার? অতিদুঃখে মৎকর্তৃক সঞ্চিত, পুঞ্জীকৃত, স্তূপীকৃত। আমার প্রাণাপেক্ষাও মমত্বভাজন ধনকে তাহারা কিরূপে ক্ষয় করিবে, তাহা বলিতেছেন। অসম্যগ্ব্যয়শীল। ধর্মাদি কর্মে প্রয়োগ সম্যক্ ব্যয়। তদ্‌ভিন্ন ব্যয়, অসম্যক্ ব্যয়। অক্ষক্রীড়া, মদ্যপান প্রভৃতি কর্ম তদ্রূপ স্বভাববিশিষ্ট। অতএব সর্বদা ব্যয়কারীগণ কর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত ধনাগার ॥১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। এতদিতি। হে বিপ্র ভাগুরে, স পার্থিবঃ তত্র আশ্রমাভ্যাসে আশ্রমনিকটে এতৎ উক্তম্, অন্যৎ অনুক্তঞ্চ সততং চিন্তয়ামাস। তত্র এবং বৈশ্যঞ্চ দদর্শ দৃষ্টবাণ ॥১৭

টীকার্থ। হে বিপ্র ভাগুরে, সেই রাজা উক্ত আশ্রম সমীপে ইহা, কথিত এবং অন্য, অকথিত বিষয় সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি এক বৈশ্যকে দেখিলেন ॥১৭

টিপ্পনী। সুরথ আদর্শ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজন্যবৃত্তিই একমাত্র কার্য্য। অতএব প্রজাবর্গের ও অন্যান্য সকলের মঙ্গল কামনাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয়। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান তাঁহাকে অভিভূত করে নাই। রাজ্য হারাইয়া বনে আসিয়াও তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই। রাজ্য পরিচালনে মদহস্তী ও সেবকগণ প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাহাবা সন্তুষ্ট না থাকিলে রাজ্যভুক্ত প্রজাদিগের সুখশান্তি আনিবে কিরূপে? ধনভাণ্ডারের প্রয়োজনও সমধিক। এই অর্থরাশি অপব্যয়িত হইলে প্রজাদিগের প্রয়োজন পূর্ণ হইবে না। সেজন্য সুরথ অতীব চিন্তিত, অনুতপ্ত। পূর্বোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে বর্ণিত সুরথের মনোবেদনা এই প্রজাহিতৈষণারই পরিচায়ক ॥

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৮
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৯

অন্বয়। তেন সঃ পৃষ্টঃ—ভোঃ, ত্বম্ কঃ? অত্র আগমনে হেতুঃ চ কঃ? ত্বং কস্মাৎ স-শোকঃ ইব দুঃমনাঃ ইব লক্ষ্যসে ॥১৮

সঃ বৈশ্যঃ তস্য ভূপতেঃ প্রণয়-উদিতম্ ইতি বচঃ আকর্ণ্য প্রশ্রয় অবনতঃ তং নৃপম্ প্রত্যুবাচ ॥১৯

শ্লোকার্থ। রাজা বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্র, আপনি কে, আপনার এখানে আগমণের কারণই বা কি এবং কেন আপনাকে যেন শোকাকুল ও দুর্মনা দেখাইতেছে? ॥১৮ সেই বৈশ্য রাজার প্রীতিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—॥১৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স পৃষ্ট ইতি। তেন রাজ্ঞা স বৈশ্যঃ পৃষ্টঃ॥ প্রশ্নমাহ—ভোঃ ত্বং কঃ নামজাত্যাদিনা। অত্র আগমণে হেতুশ্চ কঃ। ত্বং সশোক ইব, দুর্মনা ইব কস্মাৎ লক্ষ্যসে দৃশ্যসে (ইষ্ট বিয়োগাদি কৃত বিষাদঃ শোকঃ, মানস বিষাদো দৌর্মনস্যম্ অনুৎসাহ ইতি যাবৎ) ॥১৮॥ ইত্যাকর্ণ্যেতি। মার্কণ্ডেয় বচনমিদং। স বৈশ্যঃ তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতং প্রণয়েন প্রেম্না উদিতং কথিতম্ ইতি বচঃ আকর্ণ্য শ্রুত্বা, প্রশ্রয়াবনতঃ প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতঃ সন্ তং নৃপং প্রত্যুক্তবান্ ॥১৯॥

টীকার্থ। সেই রাজা কর্তৃক উক্ত বৈশ্য জিজ্ঞাসিত হইলেন। প্রশ্নটি বলিতেছেন। ওহে তুমি কে? ইহার অভিপ্রায়, তোমার নাম, জাতি প্রভৃতি কি? এখানে আগমনের কারণই বা কি? তোমাকে যেন শোকান্বিত, যেন বিষাদগ্রস্ত দেখাইতেছে? অভিলষিত বস্তু বা ব্যক্তির বিয়োগ প্রভৃতিজনিত বিষাদকে শোক বলে। মানস বিষাদের নাম দৌর্মনস্য, অনুৎসাহ ।১৮

টীকার্থ। ইহা শুনিয়া ইত্যাদি মার্কণ্ডেয় মুনির বাক্য। সেই বৈশ্য উক্ত রাজার প্রণয়োদিত, প্রণয়, প্রেম সহকারে উদিত, কথিত এই কথা শুনিয়া প্রশ্রয়াবনত, প্রশ্রয়, বিনয়দ্বারা অবনত হইয়া সেই নরপতিকে উত্তর দিলেন ॥১৯

টিপ্পনী। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি উভয়েই পরিত্যক্ত ও অনুতপ্ত। বৈশ্য গহন অরণ্যে আসিয়া কাহারও সহিত কথা বলিতে পান নাই; পরন্তু নিজ গৃহেও প্রিয়জনের সহিত অর্থাৎ যাহাদের সহিত অত্যন্ত সখ্য, তাহাদের সহিতও কোন বাক্যালাপ ছিল না। এখন এমন কেহ ছিলনা, যাহার সহিত কথা বলিয়া তিনি মনের খেদ মিটাইতে পারেন। এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থার অযাচিত কথোপকথন বৈশ্যের নিকট মধুর বলিয়াই মনে হইল। আর রাজার

ভদ্রজনোচিত ব্যবহার এবং সাজসজ্জায় তাঁহাকে রাজা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বিনয়পূর্বক এই সকল বলিতে লাগিলেন।

বৈশ্য উবাচ ॥২০

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ॥২১

পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ।

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ ॥২২

অন্বয়। বৈশ্য উবাচ। অহম্ সমাধিঃ নাম বৈশ্যঃ চ ধনিনাং কুলে উৎপন্নঃ ধন-লোভাৎ অসাধুভিঃ পুত্র দারৈঃ নিরস্তঃ ॥—দারৈঃ পুত্রৈঃ চ মে ধনম্ আদায় ধন্যৈঃ বিহীনঃ ॥২০-২২

শ্লোকার্থ। বৈশ্য বলিলেন, আমি সমাধি নামক বৈশ্য এবং ধনবানের বংশে জাত। আমার অসাধু স্ত্রী-পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। পত্নী ও পুত্রেরা আমার ধন লইয়া ধনী হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥২০-২২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। বৈশ্য উবাচ ॥ সমাধিরিতি। (নাম প্রসিদ্ধৌ) অহং সমাধির্নাম সমাধির্নাম্না ইত্যর্থঃ বৈশ্যঃ জাত্যা ইত্যর্থঃ। আত্মনো মহত্ত্বমাহ—ধনিনাং কুলে বংশে উৎপন্নঃ জাতঃ। শোকহেতুমাহ—ধনলোভাৎ অসাধুভিঃ অধার্মিকৈঃ পুত্রদারৈঃ নিরস্তঃ নিরাকৃতঃ নিঃসম্বন্ধীকৃত প্রায়ঃ চকারাৎ সুহৃদাদিভিঃ (লোভঃ অন্যধন প্রাপ্তীচ্ছা) ॥ বিহীন ইতি। (ন কেবলং নিরস্তঃ কিন্তু) দারৈঃ পত্নীভিঃ, পুত্রৈঃ তনয়ৈশ্চ মে মম ধনম্ আদায় গৃহীত্বা বিহীনঃ পরিত্যক্তশ্চ দূরীকৃত ইতি যাবৎ। অতো ধনৈঃ ধনার্থং (হেতৌ তৃতীয়া) দুঃখী সন্ বনম্ অভ্যাগতঃ প্রাপ্ত ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ (অন্যথা ধনৈর্ধনমাদায় ইত্যুভয়োরুপাদানম্ অনন্বিতং স্যাৎ), যদ্বা তৈঃ কীদৃশৈঃ ? মে মম ধনম্ আদায় ধনৈঃ ধনযুক্তৈঃ (অর্শআদ্যতয়া অৎ)। নমু সুহৃদাদিভিঃ কিং তে ন নিবারিতা ইতি চেৎ, তত্রাহ—আপ্তবন্ধুভিঃ নিরস্তঃ উপেক্ষিতঃ (আপ্তা মিত্রাণি, বন্ধবো মাতুলাদ্যাঃ, পুত্রৈরিতি বহুত্বেন সর্বেষামেকমতত্বমুক্তম্ ।২০-২২

দৌর্মনস্যহেতুমাহ সোঽহমিতি। সঃ এবং নিরস্তঃ অহম্ অত্র বনে সংস্থিতঃ সন্ তেষাং দারাদীনাং কুশলাকুশলাত্মিকাং শুভাশুভময়ীং প্রবৃত্তিং বার্তাং ন বেদ্মি ন জানামি (কুশলাকুশলে আত্মনৌ স্বরূপে যস্যাঃ তাম্) ॥ কিন্নু ইতি। (কিমিতি সন্দেহে ; নু ইতি স্বগতপ্রশ্নে, বিকল্পে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ) তেষাং পুত্রাদীনাং সাম্প্রতম্ ইদানীং গৃহে ক্ষেমং শুভম্ অক্ষেমম্ অশুভং কিং নু। ... তে মম সুতাঃ

সুতগণাঃ (লক্ষণয়া সুতাস্তাঃ) কথং কীদৃগ্বিধাঃ ? সদ্বৃত্তাঃ সচ্চরিত্রাঃ কিং নু, দুর্বৃত্তাঃ কিং নু ॥২৩-২৫

টীকার্থ। বৈশ্য বলিলেন। আমি সমাধি নামে প্রসিদ্ধ, জাতিতে বৈশ্য। স্বকীয় মহত্ত্ব বলিতেছেন। ধনীর কুলে, বংশে উৎপন্ন, জাত। শোকের কারণ বলিতেছেন, ধনলোভহেতু অসাধু, অধার্মিক পত্নীপুত্রগণ কর্তৃক নিরস্ত, নিরাকৃত, পূর্বসম্বন্ধ ছিন্নপ্রায়। চ শব্দে সুহৃদ[১৮] প্রভৃতির সহিতও সম্বন্ধ নষ্টপ্রায় বুঝাইতেছে। অন্যের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষাই লোভ। তাহাদের সহিত শুধু সম্বন্ধ ছিন্ন হয় নাই, কিন্তু পত্নী ও তনয়গণ আমার ধন লইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অর্থাৎ বিতাড়িত করিয়াছে। অতএব 'ধনৈঃ' শব্দের বিভক্তি হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ায় ইহার অর্থ ধনহেতু দুঃখিত হইয়া বনে আসিয়াছি। এইরূপে ব্যবহিত, দূরবর্তী পদের সহিত অন্বয় হইয়াছে। দুঃখী পদের সহিত অন্বয় না করিলে এবং 'ধনহেতু' ও 'ধনলইয়া' এই দুইপদকে অব্যবহিত ভাবে ধরিলে উহাদের অন্বয় হয় না। অথবা কিরূপ তাহাদের কর্তৃক ? আমার ধন লইয়া ধনবানগণ কর্তৃক। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুসারে ধন শব্দ অর্শ[১৯] আদিগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধন আছে যার এই অর্থে ধনশব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয় হইয়াছে। সুহৃদাদি কেন তাহাদিগকে নিবারণ করে নাই ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। আপ্ত-বন্ধুগণ কর্তৃক উপেক্ষিত বলিয়া। আপ্তগণ, মিত্রবর্গ ও বন্ধুগণ, মাতুল প্রভৃতি। পুত্রগণ একমত থাকায় পুত্রশব্দে বহুবচন প্রযুক্ত।২০-২২

দৌর্মনস্যের কারণ বলিতেছেন, সেই আমি ইত্যাদি বাক্যে। সেই আমি এইরূপে নিরাকৃত, এই বনে অবস্থিত হইয়া তাহাদের, স্ত্রীপুত্রাদির কুশল-কুশলাত্মিকা, শুভাশুভবার্তা, সংবাদ জানি না। কুশল ও অকুশলক আত্ম-স্বরূপ যাহার সেই সংবাদ। কিং শব্দ সংশয়ার্থক ও নু শব্দ স্বগত জিজ্ঞাসাবোধক। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, নু শব্দ বিকল্পার্থক। তাহাদের, পুত্রাদির। সম্প্রতি, ইদানীং। গৃহে শুভ, ক্ষেম্ ও অক্ষেম্, অশুভ কি ? তাহারা, আমার সুতগণ। সদ্বৃত্ত, সচ্চরিত্র কিংবা দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র লক্ষণা[২০] দ্বারা পুত্রাদি বুঝিতে হইবে। ॥২৩-২৫

টীপ্পনী। ১৮. অত্যাগসহনো বন্ধু, সদৈবানুগতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখামতঃ ॥

যিনি বিচ্ছেদ সহনে অসমর্থ, তিনি বন্ধু। যিনি সর্বদাই অনুগত, তিনি সুহৃৎ। যিনি একই কার্য করেন, তিনি মিত্র এবং যাহার প্রাণ অভিন্নপ্রায়, তিনি সখা।

১৯। অর্শ (রোগ) আছে যার এই অর্থে অর্শ শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয় করিলে' নিষ্পন্ন অর্শী শব্দ অর্শ রোগীকে বুঝায়। তেমনি পাপ, ধন প্রভৃতি শব্দে অৎ প্রত্যয় করিলে পাপী, ধনী বুঝায়।

২০। লক্ষণার অর্থ শক্য সম্বন্ধ। আয়ু শব্দের শক্যার্থ জীবন। তাহার সহিত ঘৃতের কারকত্ব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং লক্ষণা দ্বারা কোন কোন স্থানে আয়ু শব্দে ঘৃত বুঝায়।

টিপ্পনী। মহামায়া, পরমেশ্বরী শক্তি, বিসদৃশ প্রতীতি সাধিকা ঈশ্বর-শক্তি। ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। এই মহাশক্তি দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি সংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি মহামায়াই সম্পন্ন করেন। ইনিই উপাসকগণের কার্যের জন্য অভৌতিক রূপ ধারণ করিয়া দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। দেবী-ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ এইরূপে বলিয়াছেন—

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জন হেতবে॥
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥

নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জন নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণ সমন্বিত নানাবিধ দিব্যরূপ ধারণ করেন। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়েও ব্রহ্মা নারদকে মহামায়া তত্ত্ব বলিয়াছেন। দেবীভাগবতে মহামায়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবতী নামে অভিহিতা। রুদ্রযামলে মহামায়াকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে, 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা'—রুদ্রযামল, ৪৭ পটল। চণ্ডী পরব্রহ্মের পটমহিষী দেবতা।

শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, 'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।'

দেবীপুরাণে নামনির্বাচনাধ্যায়ে ও কালিকাপুরাণে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে আছে,

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥

পূর্বাত্তিপূর্বসংস্কারসজ্ঘাতেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তা যুক্তমহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥

মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রসূতি-বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার সমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে, ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ পূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশা, চিন্তাযুক্ত, আমোদ-নিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা।

বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ।
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্॥২৩
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ।
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্॥২৪
কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ॥২৫

অন্বয়। আপ্তবন্ধুভিঃ চ নিরস্তঃ দুঃখী বনম্ অভ্যাগতঃ॥ সঃ অহম অত্র সংস্থিতঃ পুত্রাণাং স্ব-জনানাং চ দারাণাং চ কুশল অকুশল আত্মিকাম্ প্রবৃত্তিং ন বেদ্মি॥ সাম্প্রতং তেষাং গৃহে কিংনু ক্ষেমম্ কিংনু অক্ষেমম্। মে তে সুতাঃ কথং কিংনু সৎ-বৃত্তাঃ কিন্নু দুঃবৃত্তাঃ॥২৩-২৫

শ্লোকার্থ। সুহৃদ ও বন্ধুগণও আমাকে উপেক্ষা করায় দুঃখিত হইয়া আমি বনে আসিয়াছি। আমি বনবাসী হইয়া স্ত্রী, পুত্রগণ ও স্বজনগণের শুভাশুভ কোন সংবাদ পাইতেছিনা। সম্প্রতি তাহাদের গৃহে কুশল বা অকুশল, আমার সেই পুত্রগণ কিরূপ আছে এবং অধুনা তাহারা সৎ পথে কি অসৎ পথে চলিতেছে, জানি না।২৩-২৫

রাজোবাচ॥২৬
যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ॥২৭

তেষু কিং ভবতঃ স্নেহ-মনুবধ্নাতি মানসম্ ॥২৮
বৈশ্য উবাচ ॥২৯
এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্ গতং বচঃ॥৩০
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥৩১

অন্বয়। রাজা উবাচ। ধনৈঃ লুব্ধৈঃ যৈঃ পুত্রদার-আদিভিঃ ভবান্ নিরস্তঃ তেষু কিং ভবতঃ মানসং স্নেহং অনুবধ্নাতি ?

বৈশ্য উবাচ। ভবান্ অস্মদ্গতং বচঃ যথা প্রাহ এতৎ এবম্। কিং করোমি মম মনঃ নিষ্ঠুরতাং ন বধ্নাতি ।২৮-৩১

শ্লোকার্থ। রাজা সুরথ বলিলেন, যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রীপুত্রগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি কেন স্নেহাসক্ত হইতেছে ?

বৈশ্য সমাধি বলিলেন, আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই। কিন্তু আমি কি করি, আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। ২৬-৩১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। রাজোবাচ, বৈশ্যমিতি শেষঃ॥ যৈরিতি। ভবান্ ধনৈর্হেতুভূতৈঃ যৈঃ পুত্রদারাদিভিঃ নিরস্তঃ তেষু পুত্রদারাদিষু ভবতো মানসং কিং কিমর্থং স্নেহম্ অনুবধ্নাতি প্রেম করোতি। কীদৃশৈঃ ? লুব্ধৈঃ (অত্র ভবাঁল্লুব্ধৈরিতি "লে লশ্চ" ইতি লকারে কৃতে সানুনাসিকত্বম্)॥ বৈশ্য উবাচ॥ এবমিতি। ভবান্ অস্মদ্গতং মদ্বিষয়কং যৎ বচঃ যথা যথাবৎ প্রাহ বদতি, এতৎ এবম্ ঈদৃগেব, কিন্তু মম মনঃ নিষ্ঠুরতাং কার্কশ্যং ন বধ্নাতি ন ভজতে। কিং করোমি (মনসোঽনধীনত্বাৎ। তথাচোক্তং শ্রীভাগবতে "মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি" ইতি, দেবা ইন্দ্রিয়াণি)॥২৬-৩১॥

টীকার্থ। রাজা বলিলেন, বৈশ্য। ধনহেতু যে পুত্র-পত্ন্যাদি কর্তৃক আপনি দূরীকৃত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার চিত্ত কেন স্নেহাসক্ত, প্রেমবদ্ধ হইয়াছে ? কিরূপ পুত্রদারাদি ? ধনলুব্ধ। 'ভবাঁল্লুব্ধৈঃ' এই স্থলে ন কারে লকার হওয়ায় "লে লশ্চ" সূত্রানুসারে লকার সানুনাসিক[২১] হইল। বৈশ্য বলিলেন, আপনি অস্মদ্গত মদ্বিষয়ক, আমার সম্বন্ধে যে ভাবে বলিলেন, তাহা এইরূপই। কিন্তু আমার মন নিষ্ঠুরতা, কার্কশ্য প্রাপ্ত হইতেছে না। কি করি ? কারণ মন আমার বশীভূত নয়। যেমন শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে,

অন্যান্য দেবগণও মনের অধীন হইয়াছিলেন, কিন্তু মন কাহারো বশ্যতা স্বীকার করে না। দেবগণ অর্থে ইন্দ্রিয়গণ॥ ২৬-৩১

টিপ্পনী। ২১. যে বর্ণ মুখ ও নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, তাহা সানুনাসিক। যথা, হংস, পুঁস্কোকিল প্রভৃতি।

> যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
> পতিস্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেম্বেব মে মনঃ॥৩২
> কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
> যৎপ্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥৩৩

অন্বয়। যৈঃ ধন লুব্ধৈঃ পিতৃস্নেহং পতি-স্বজন-হার্দং চ সন্ত্যজ্য নিরাকৃতঃ. তেষু এব মে মনঃ হার্দি॥৩২

মহামতে বি-গুণেষু বন্ধুষু চিত্তং যৎ প্রেম-প্রবণং এতৎ জানন্ অপি কিং ন অভিজানামি॥৩৩

শ্লোকার্থ। যে ধনলোভীগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগপূর্বক আমাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত হইতেছে।৩২

হে মহাশয়, স্নেহহীন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আমার চিত্ত প্রেমপ্রবণ (মমতাযুক্ত) হইয়াছে, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।৩৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তদেব বিবৃণোতি যৈরিতি। যৈঃ ধনলুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভিঃ পিতৃস্নেহং পতিস্বজনহার্দঞ্চ স্বামিবন্ধুগত—প্রেমাণং পরিত্যজ্য অহং নিরাকৃতঃ নিঃসারিতঃ, তেম্বেব মে মম মনঃ হার্দি (হার্দিং প্রেম, তদস্যাস্তীতি) সপ্রেম ইত্যর্থঃ॥৩২

টীকার্থ। তাহাই বিবৃত করিতেছেন যৈঃ ইত্যাদি বাক্যে। যে সকল ধনলোভী স্ত্রীপুত্রাদি পিতৃস্নেহ ও পতিস্বজনহার্দ, স্বামী ও বন্ধুর প্রেম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে নিরাকৃত, নিঃসারিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি আমার মন হার্দি, প্রেমযুক্ত। সেই প্রেম যাহার আছে, সে হার্দি।৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কিমিতি। হে মহামতে সকলার্থবিচারচারুচতুর, যৎ বিগুনেষু গুণরহিতেষ্বপি বন্ধুষু পুত্রাদিষু চিত্তং প্রেমপ্রবণং স্নেহৈকবশং, এতৎ কিম্ ইত্যহং জানন্ জ্ঞানবানপি ন অভিজানামি তত্ত্বতো নাবধারয়ামি (অর্থাৎ ত্বমেবৈতৎ বিচারয়)॥৩৩

টীকার্থ। হে মহামতে, সমস্ত বিষয়ক বিচারে উত্তম চতুর। বিগুণ, গুণরহিত বন্ধু, পুত্রাদিতে চিত্ত প্রেমপ্রবণ, একমাত্র স্নেহের বশীভূত। ইহা জানিয়াও কেন যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে অসমর্থ। তুমি ইহার বিচার কর ॥৩৩

তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥৩৪
মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৩৫
ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ॥৩৬
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্ ॥৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্য-পার্থিবৌ ॥৩৮

অন্বয়। তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যং চ জায়তে। অপ্রীতিষু তেষু মনঃ যৎ নিষ্ঠুরং ন কিং করোমি ॥৩৪

মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ। বিপ্র ততঃ সমাধিঃ নাম অসৌ বৈশ্যঃ সঃ চ পার্থিব সত্তমঃ তৌ সহিতৌ তং মুনিং সমুপস্থিতৌ॥ বৈশ্য-পার্থিবৌ তৌ তু যথা-ন্যায়ং যথা-অর্হং তেন সংবিদম্ কৃত্বা উপবিষ্টৌ কাঃ চিৎ কথাঃ চক্রতুঃ॥ ৩৫-৩৮

শ্লোকার্থ। তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং দুশ্চিন্তা হইতেছে। আমি কি করি, মৎ প্রতি প্রীতিহীন পুত্রাদিতে আমার মন নির্দয় হইতেছে না।৩৪

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বশিষ্য ক্রোষ্টুকি ভাগুরিকে বলিলেন, হে বিপ্র, বৈশ্য সমাধি ও রাজা সুরথ উভয়ে মিলিত হইয়া মেধামুনি সমীপে উপস্থিত হইলেন। সমাধি ও সুরথ উভয়েই মুনিকে যথাবিধি ও যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্বক উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৫-৩৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। প্রেম প্রবণতাং বিবৃণোতি তেষামিতি। তেষাং পুত্রাদীনাং কৃতে নিমিত্তে মে মম নিশ্বাসা, দৌর্মনস্যং মনসোঽনবস্থিতত্বঞ্চ জায়তে ("ক্বচিল্লিঙ্গবিভক্ত্যোঃ") ইত্যত্র বচনস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ একত্বং, ক্রিয়াবৃত্ত্যা অন্বয়ো বা যদুক্তং, আবৃত্তি শক্তিভিন্নার্থে বাক্যে সকৃদপি শ্রুতেঃ ইতি, কৃতেশব্দোঽব্যয়ং নিমিত্তপর্যায়ঃ, নিমিত্ত-নিমিত্তসম্বন্ধে ষষ্ঠী। ননু অলমিতি বিগুণেষু পুত্রাদিষু বহুতরস্নেহানুবন্ধেনেতি চেৎ, তত্রাহ—যৎ তেষু অপ্রীতিষু প্রীতিরহিতেষ্বপি পুত্রাদিষু মনঃ নিষ্ঠুরং নির্দয়ং ন ভবতি। কিং করোমি

নৈভক্সয়া জাতমিত্যর্থঃ। (মুহুর্মুহুর্ন্যশ্বসিষুঃ কবোষ্ণমিতি ভট্টিদর্শনাৎ, নিশশ্বাসেতি বিরাটপর্বদর্শনাচ্চ নির্বিসর্গো নিশ্বাসশব্দঃ) ॥৩৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৩৫॥ তত ইতি। হে বিপ্র ভাগুরে, ততঃ বৈশ্যবচনানন্তরং তৌ রাজবৈশ্যৌ সহিতৌ মিলিতৌ তং মুনিং মেধসং সমুপস্থিতৌ। উপপন্নৌ পৃথক্ সংখ্যাং সমুদায়সংখ্যাং গৃহীত্বা বচনানি ভবন্তীতি বচনাৎ তাবিত্যত্র দ্বিত্বম্।

তৌ কৌ? অসৌ সমাধির্বৈশ্যঃ স চ পার্থিবসত্তমঃ নৃপেষু সাধুতমঃ সুরথঃ নাম প্রসিদ্ধৌ॥ কৃত্বেতি। তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ তু যথান্যায়ং যথাবিধিং, যথার্হং যথাযোগ্যং তেন মুনিনা সহ সংবিদং সম্ভাষণং কৃত্বা উপবিষ্টৌ সন্তৌ কাশ্চিৎ কথাঃ চক্রতুঃ প্রস্তাবয়ামাসতুঃ। যদ্বা সংবিদং স্বস্ব বিজ্ঞাপনাম্ যদ্বা যথার্হং যথা-যোগ্যং তৃণভূম্যাদিষু উপবিষ্টৌ ইতি সম্বন্ধঃ (সংবিদমিত্যনুস্বারবদেব, বকারস্ত দন্ত্যত্বাৎ) ॥৩৫-৩৮

টীকার্থ। প্রেমপ্রবণতা বিবৃত করিতেছেন 'তাহাদের' ইত্যাদি বাক্যে। তাহাদের, পুত্রাদির নিমিত্ত আমাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, দৌর্মনস্য, মনের অস্থিরতা জন্মিতেছে। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুসারে[২২] বচনেরও উপলক্ষণ থাকায় 'জায়তে' পদে একবচন হইয়াছে, অথবা ক্রিয়ার আবৃত্তি করিয়া প্রত্যেকের সংগে ইহা অন্বিত হইবে। কৃতে শব্দটি অব্যয়, নিমিত্তের পর্যায়ভুক্ত, নিমিত্ত ও নিমিত্তির[২৩] সম্বন্ধে 'তেষাম্' পদে ষষ্ঠি বিভক্তি হইয়াছে। অতিশয় গুণ-রহিত পুত্রাদিতে সুপ্রচুর স্নেহাবেশের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন যৎ ইত্যাদি বাক্যে। সেই প্রীতিহীন পুত্রাদির প্রতিও আমার মন নিষ্ঠুর, নির্দয় হইতেছে না। কি করি? ইহা আমি অবগত নহি, মূলে নিঃশ্বাস পদ বিসর্গরহিত আছে। যেহেতু ভর্ত্তৃহরিকৃত ভট্টিকাব্যে দেখা যায়, মুহুর্মুহুঃ ঈষদুষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। আর মহাভারতের বিরাট পর্বে আছে, নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন। হে বিপ্র ভাগুরে, বৈশ্য সমাধির কথা শেষ হইলে সেই রাজা ও বৈশ্য মিলিত হইয়া সেই মেধামুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কাহারা? ঐ বৈশ্য সমাধি এবং সেই পার্থিব সত্তম,[২৪] নৃপবৃন্দের মধ্যে সাধুতম সুরথ। নামের প্রসিদ্ধি অর্থসূচক। সেই বৈশ্য ও রাজা যথান্যায়, যথাবিধি, যথার্হ, যথাযোগ্য সেই মুনির সহিত সম্বিদ, সম্ভাষণ করিয়া তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া কতকগুলি কথা প্রস্তাব করিলেন।

অথবা সংবিদ্, নিজনিজ পরিচয়। যথার্হ, যথাযোগ্য তৃণ বা ভূমি প্রভৃতি আসনে বসিয়া। এইরূপে দূরস্থিত যথার্হং পদের সহিত উপবিষ্টৌ পদদ্বয় সম্বদ্ধ হইবে। সংবিদম্ পদটী অনুস্বারযুক্তই থাকিবে; কারণ অনুস্বারের পরবর্তী বকার দন্ত্যবর্ণ, বর্গীয় ব নহে। সেইজন্যে 'বর্গে বা তদ্বর্গান্তঃ'[২৫] সূত্রানুসারে অনুস্বারের স্থানে মকার হইবে না। ৩৫-৩৮

টিপ্পনী। ২২. কোন কোন স্থলে লিঙ্গ ও বিভক্তির মধ্যে যেটি পরবর্ত্তী থাকে, তদনুসারে ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। লিঙ্গ ও বিভক্তির কথা দুইটি বচনেরও উপলক্ষণ। 'স্ববোধকত্বে সতিস্বেতর বোধকত্বম্ উপলক্ষণত্বম্'। ইহার অর্থ, যাহা নিজেকে বুঝাইয়া অন্যেরও বোধক হয়, তাহাই উপলক্ষণ। যথা, কাক হইতে দধি রক্ষা কর। এখানে কাক পদ কাক ও কাক ভিন্ন বিড়ালাদিরও বোধক।

২৩, ধননিমিত্ত সুখী—এই স্থলে ধন নিমিত্ত ও সুখ নিমিত্তি।

২৪. পৃথিব্যাঃ অধিপতি—এই অর্থে পার্থিব। তদ্ধিত প্রত্যয় অন্ হইয়াছে।

২৫. বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তে অনুস্বারের স্থলে সেই বর্গের অন্ত্যবর্ণ বিকল্পে হয়। যথা—তং পণ্ডিত=তম্পণ্ডিতঃ। সং প্রসাদ=সম্প্রসাদ।

রাজোবাচ ॥৩৯

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥৪০

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।

মমত্বং গত রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ॥৪১

জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনি সত্তম।

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈ-র্দারৈ-ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ ॥৪২

স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি।

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ ॥৪৩

দৃষ্ট দোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ॥৪৪

মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥৪৫

অন্বয়। রাজা উবাচ। ভগবন্ ত্বাম্ অহম্ একং প্রষ্টুম্ ইচ্ছামি, তৎ বদস্ব। স্ব-চিত্ত-আয়ত্ততাং বিনা গত-রাজ্যস্য অখিলেষু রাজ্য অঙ্গেষু অপি মমত্বং মে মনসঃ দুঃখায় জানতঃ অপি যথা অজ্ঞস্য যৎ মুনিসত্তম, এতৎ

কিম্? অয়ং চ পুত্রৈঃ দারৈঃ নিকৃতঃ তথা ভৃত্যৈঃ উজ্ঝিতঃ স্বজনেন চ সন্ত্যক্তঃ। তথা অপি তেষু অতি হার্দী। এবম্ এষঃ তথা চ অহং দ্বৌ অপি অত্যন্ত-দুঃখিতৌ। বিষয়ে দৃষ্ট-দোষে অপি মমত্ব-আকৃষ্ট-মানসৌ। মহাভাগ, মম অস্য চ জ্ঞানিনোঃ অপি এতৎ মোহঃ তৎ কেন যৎ বিবেক-অন্ধস্য এষা মূঢ়তা ভবতি ॥৩৯-৪৫

শ্লোকার্থ। রাজা সুরথ মেধা মুনিকে বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্বক তাহার উত্তর আমাকে উপদেশ করুন। হে মুনিবর, আমার চিত্ত বশীভূত নয় বলিয়া হৃত রাজ্যাদিতে মমতা এখনও আছে। এই মমতাই আমার দুঃখের কারণ ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও হৃত রাজ্যের রাজ্যাঙ্গ-সমূহে অজ্ঞের ন্যায় আমার যে মমতা রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক বর্জিত এবং আত্মীয় সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতিশয় আসক্ত। এই প্রকারে ইনি ও আমি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষ দেখিয়াও তাহাদের প্রতি আমাদের চিত্ত মমতাযুক্ত রহিয়াছে। হে মহামতি, রূপরসাদি বিষয় দোষযুক্ত। ইহা ইনি ও আমি জানি। তথাপি আমাদের এই মোহ কি হেতু হইতেছে? এইরূপ মূঢ়তা বিবেকহীন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে ॥৩৯ ৪৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। রাজোবাচ। উভয়োরপি প্রষ্টব্যে, মুখ্যত্বাৎ রাজ্ঞ উপাদানম্॥ ভগবন্নিতি। হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ (উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি" ইতি বিষ্ণুপুরাণম্) অহং ত্বাম্ একম্ অর্থং বিষয়ং প্রষ্টুমিচ্ছামি, তৎ ত্বং প্রষ্টব্যমর্থং বদস্ব সপ্রকাশং বদ ("প্রকাশনাদৌ বদঃ" ইত্যাত্মনেপদম্)। প্রষ্টব্যমাহ দুঃখায়েতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ যৎ মে মম স্বচিত্তস্য আয়ত্ততাং বশীভূততাং বিনা মনসো দুঃখায় দুঃখনিমিত্তং যদ্ভবতি, এতৎ কিমিতি উত্তরেণান্বয়ঃ (সংকল্প-বিকল্পাত্মকম্ অন্তঃকরণং মনঃ, বিশেষগ্রহণাত্মকমন্তঃকরণবিশেষশ্চিত্তমিতি ভেদঃ। তদুক্তং তৃতীয়স্কন্ধে "মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া" ইতি")॥ মমেতি মম রাজ্যস্য রাজ্যে রাজকর্মণি সুপাংসুবিতি (সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী), অখিলেষু রাজ্যাঙ্গেষু স্বাম্যাদিষু ("স্বাম্য-মাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ সপ্ত রাজ্যাঙ্গানি" ইত্যমরঃ) মমত্বং স্বকীয়-

স্বাভিমানঃ যন্তবতি এতদপি কিং কিমাত্মকম্? নমু অবিবেকিনাং মমত্বং ভবত্যেব কিমেতচ্চিত্রমিতি চেৎ, তত্রাহজ্ঞানতো জ্ঞানবতোহপি মম, যথা অজ্ঞস্য মূর্খস্য তথেত্যর্থঃ। অয়ং ন কেবলং ময়ৈবৈবং কিন্তু অয়ং বৈশ্যোহপি পুত্রৈর্নিরাকৃতঃ, দারৈঃ পত্ন্যা, ভৃত্যৈঃ সেবকাদিভির্ভরণীয়ৈঃ উজ্‌ঝিতঃ ত্যক্তঃ স্বজনেন চ সংত্যক্তঃ; তথাপি তেষু পুত্রাদিষু অতি হার্দী অতি স্নেহবান॥ এবম্ উক্তপ্রকারেণ এষ বৈশ্যঃ, তথা অহং (তথাশব্দশ্চার্থে) অহঞ্চ দ্বাবপি অত্যন্তদুঃখিতৌ। দুঃখহেতুঃ, রাজ্যাদিষু মমত্বাকৃষ্টমানসৌ যতঃ মমত্বেন আকৃষ্টং মানসং যয়োস্তৌ। নমু বিষয়িণাং বিষয়নিবিষ্টং মনো-ভবত্যেব, কিং চিত্রং, তত্রাহ-দৃষ্টদোষেহপি দৃষ্টঃ অনুভূতঃ দোষশ্চাঞ্চল্যাদির্যস্য তাদৃশেহপি বিষয়ে॥ তদিতি। হে মহাভাগ, হে মহামতে, মম অস্য চ জ্ঞানিনোরপি যৎ মোহো ভবতি, তদেতৎ কেন হেতুনা (অজ্ঞানবিজৃম্ভিতান্তঃ করণ বিভ্রমো মোহঃ)। তথাচ বৈষ্ণবে, তমোহবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃ করণ বিভ্রম ইতি কিন্তু এষা মূঢ়তা অবিবেকান্ধস্য ভবতি ভবিতুমর্হতি (বস্তুতত্ত্ব-পরিচ্ছেদো বিবেকঃ, অবিবেকস্তদন্যঃ, তেন অন্ধস্য, অন্ধ ইব অন্ধস্তস্য)। যদ্বা বিবেকে অন্ধস্য তত্ররহিতস্য। ৩৯-৪৫

টীকার্থ। রাজা বলিলেন। উভয়ের প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাস্য থাকিলেও মুখ্য, প্রধান শব্দদ্বারা রাজার নির্দেশ হইয়াছে। হে ভগবন্, হে সর্বজ্ঞ। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যিনি প্রাণীবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ, আগমন ও গমন, বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন, তিনিই ভগবান পদবাচ্য। আমি আপনাকে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সেই জিজ্ঞাসা বিষয়ের উত্তরে স্পষ্ট বাক্যে বলুন। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুসারে প্রকাশনাদি অর্থে বদ ধাতু আত্মনেপদী হয় বলিয়া এখানে বদস্ব হইয়াছে। প্রষ্টব্য, জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছেন, 'দুঃখায়' হইতে সাড়ে চার শ্লোকে।

আমার নিজচিত্তের আয়ত্ততা, বশীভূততা, বশ্যতার অভাবই দুঃখের কারণ। ইহা পরবর্তী পদের সহিত অন্বিত হইবে। ইহার অর্থ, পূর্বশ্লোকের যৎ পদ পরবর্তী শ্লোকের কিমেতৎ পদের সহিত অন্বিত হইবে। সংকল্প-বিকল্প বৃত্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণকে মন বলে। বিশেষ বিশেষ পদার্থ গ্রাহক স্বভাববিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিশেষ বৃত্তিকে চিত্ত বলে। মন ও চিত্তের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। যেমন শ্রীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কথিত হইয়াছে, একই অন্তঃকরণ পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাবিশিষ্ট বৃত্তিভেদে মন-বুদ্ধি-চিত্ত ও অহংকার এই চতুর্বিধ ভেদ

লক্ষিত হয়। আমার রাজ্যে, রাজকর্মে। রাজ্যস্ত পদে সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। প্রভুত্বাদি সমস্ত রাজ্যাঙ্গে। অমরকোষে আছে, স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সাতটি রাজ্যাঙ্গ। মমত্ব, স্বকীয়ত্বের অভিমান, যাহা হইতেছে, তাহাই বা কি? বিবেকহীন ব্যক্তির এইরূপ মমতা হয়। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তদুত্তরে বলিতেছেন, অজ্ঞের, মূর্খের যেমন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানীর, আমারও হইতেছে—ইহাই অর্থ। শুধু যে আমার এইরূপ অবস্থা তাহা নহে, এই বৈশ্যও পুত্রগণ কর্তৃক নিরাকৃত এবং পত্নী ও পোষ্যবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত, আত্মীয়গণ কর্তৃক সংত্যক্ত হইয়াছেন। তাহা সত্বেও সেই পত্নী পুত্রাদির প্রতি তিনি অতিশয় হার্দী, স্নেহযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রকারে এই বৈশ্য তথা আমি (এখানে তথা শব্দ চ (এবং) অর্থে ব্যবহৃত।) উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত। এই দুঃখের কারণ, যেহেতু রাজ্যাদি বিষয়ে আমরা উভয়ে মমত্বাকৃষ্টমানস, মমত্ব দ্বারা মোহিত চিত্ত। বিষয়ীদের মন বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে আশ্চর্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, দৃষ্টদোষেও (দৃষ্ট, অনুভূত দোষ) যে বিষয়ের জন্য চাঞ্চল্যাদি হয়, তাদৃশ বিষয়েও। হে মহাভাগ, হে মহামতে, আমি ও ইনি জ্ঞানযুক্ত হওয়া সত্বেও আমাদের যে মোহ হইতেছে, তাহার কারণ কি? অজ্ঞান-কল্পিত মানস বিভ্রমকে মোহ বলে। পরন্তু জ্ঞানচক্ষুহীন অবিবেক ব্যক্তির এই মূঢ়তা হইতে পারে। বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়ের নাম বিবেক। তাহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা অবিবেক। তৎদ্বারা অন্ধ, অন্ধতুল্য, জ্ঞান-চক্ষুহীন। অথবা বিবেকরহিত ব্যক্তির ॥৩৭-৪৫

ঋষিরুবাচ ॥৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ॥৪৭॥
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে ॥৪৮
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্ ॥৪৯
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥৫০
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু ॥৫১

কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি ॥৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ ॥৫৩

অন্বয় । ঋষিঃ উবাচ। মহাভাগ, সমস্তস্য জন্তোঃ বিষয়-গোচরে জ্ঞানম্ অস্তি, বিষয়ঃ চ এবং চ পৃথক্ পৃথক্ যাতি। কেচিৎ প্রাণিনঃ দিবা-অন্ধাঃ তথা অপরে রাত্রৌ অন্ধাঃ কেচিৎ দিবা-রাত্রৌ তথা প্রাণিনঃ তুল্য-দৃষ্টয়ঃ। মনুজাঃ জ্ঞানিনঃ সত্যম্। কিন্তু কেবলং তে ন হি। যতঃ হি সর্বে পশু-পক্ষি-মৃগ-আদয়ঃ জ্ঞানিনঃ। তেষাং মৃগ-পক্ষিণাম্ যৎ জ্ঞানং মনুষ্যাণাং চ তৎ মনুষ্যাণাং চ যৎ তেষাং তথা অন্যৎ উভয়োঃ তুল্যং। জ্ঞানে সতি অপি ক্ষুধা পীড্যমানাণ্ অপি মোহাৎ শাবচঞ্চুষু কণ-মোক্ষ-আদৃতান্ এতান্ পতগান্ পশ্য। মনু-জ-ব্যাঘ্র ননু এতে মানুষাঃ প্রত্যুপকারায় লোভাৎ সুতান্ প্রতি স-অভিলাষাঃ কিং ন পশ্যসি ? তথা অপি মমতা-আবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ ॥৪৬।৫৩

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, হে মহামতে, সমস্ত প্রাণীরই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান আছে এবং বিষয়সমূহ এইরূপে পৃথক্‌ভাবে তাহাদের জ্ঞানগোচর হয়। পেচকাদি কোন কোন প্রাণী দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন; কাক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী আবার রাত্রিতে অন্ধ। কিঞ্চুলুকাদি (কেঁচো) কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তিহীন এবং বিড়াল ও রাক্ষসাদি কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে সমানদৃষ্টিসম্পন্ন। সত্যই মানবগণের বিষয়জ্ঞান আছে। কিন্তু কেবল তাহারাই বিষয়জ্ঞানবান্ নহে। কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ ও মৎস্যাদি সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে। পশুপক্ষিগণের যেমন বিষয়জ্ঞান, মনুষ্যগণেরও তদ্রূপ বিষয়জ্ঞান। আবার মনুষ্যগণেরও যেরূপ বিষয়জ্ঞান, পশুপক্ষিগণেরও তদ্রূপ। আহার-নিদ্রাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান পশু ও মানুষ উভয়েরই সমান। দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজেদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না—ইহা জানিয়াও পক্ষিগণ নিজেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকগণের চঞ্চুপুটে শস্যকণা প্রদানে কত অনুরক্ত। হে নরশ্রেষ্ঠ, আহা! এই মানবগণ প্রত্যুপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়। ইহা কি দেখিতেছেন না? তথাপি প্রাণিগণ 'আমার' এই অজ্ঞানরূপ আবর্ত্তে ও মোহরূপ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয় ॥ ৪৬-৫৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ (মেধসো বচনম্)॥ আবয়োর্জ্ঞা-নিনোরিত্যুক্তেঃ সামান্যজ্ঞানবত্তা সর্বেষামস্ত্যেব, জ্ঞানস্য আত্মনিষ্ঠগুণবিশেষত্বাৎ; তথাত্বে মোহাভাবে সংসারস্য নির্বিষয়তা স্যাৎ এবঞ্চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমদোষ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ; তস্মাৎ বিশেষজ্ঞানসদ্ভাব এব মোহভাব ইত্যভিপ্রেত্য সর্বেষাং সামান্যজ্ঞানসদ্ভাবমাহ জ্ঞানমিতি। সমস্তস্য জন্তোর্জন্মিনঃ বিষয়গোচরে স্বস্ববিষয়বিষয়ে স্বাধিকারমাত্রে জ্ঞানম্ অন্তঃকরণবৃত্তিঃ অস্তি (স্থাবরাণামপি মোক্ষধর্মাদৌ স্পর্শবেদিত্বস্য উক্তত্বাৎ; প্রাণিমাত্রস্যেতি বিদ্যাবিনোদঃ) সর্বেষাং জ্ঞানৈক্যং বারয়তি বিষয়শ্চেতি। হে মহাভাগ, বিষয়ঃ অধিকারঃ এবং বক্ষ্যমান প্রকারেণ পৃথক্ পৃথক্ যাতি পার্থক্যং লভতে (ধর্মপ্রধানোঽত্র পৃথক্শব্দঃ মৎসরশব্দবৎ); যদ্বা পৃথক্ পৃথক্ ভিন্নভিন্নং যাতি উপতিষ্ঠতে জাতিশ্চেতি ক্বচিৎপাঠে তদা বিষয়ো জাতিগোত্রাদিঃ কিন্তু তথাবিধসংগতার্থো নায়ং পাঠ উত্তরত্র বিষয়মাত্র স্যৈব প্রকটিতত্বাৎ। পার্থক্যং দর্শয়তি দিবেতি। কেচিৎ প্রাণিনঃ পেচকাদয়ঃ দিবা দিবসে অন্ধাঃ চাক্ষুষজ্ঞানরহিতাঃ। তথা অপরে কাকাদয়ঃ রাত্রৌ অন্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ কিঙ্কুলুকাদয়ঃ দিবা-রাত্রৌ চ তথা অন্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ মার্জারাদয়ঃ তুল্যদৃষ্টয়ঃ দিবারাত্রৌ তুল্যদর্শিনঃ। জ্ঞানিন ইতি। মনুজা মানুষা জ্ঞানিনঃ ইতি সত্যমেব, কিন্তু কেবলং তে মানুষা এব জ্ঞানিন ইতি ন, হি নিশ্চয়ে। যতঃ সর্বে পশুপক্ষি-মৃগাদয়োঽপি জ্ঞানিনঃ (পশবো গ্রাম্যাঃ, মৃগা আরণ্যাঃ, আদিপদেন মৎস্যাদয়ঃ)। নন্য তথাপি মনুষ্যাণাং বিশেষোঽস্তীতি চেৎ, তত্রাহ জ্ঞানঞ্চেতি। তেষাং মৃগপক্ষিণাং যৎ যাদৃক্ জ্ঞানং, তৎ তাদৃক জ্ঞানং মনুষ্যাণাঞ্চ মানুষাণামপি। মনুষ্যাণাঞ্চ যৎ জ্ঞানং, তৎ তেষাং মৃগপক্ষিণামপি ইত্যবিশেষঃ সূচিতঃ। ননু তথাপি মনুষ্যাণাং বিষয়মুখ্য-বিশেষজ্ঞানস্যাধিক্যমস্তীতি চেৎ, তত্রাহ তুল্যমিতি। অন্যৎ আহারমৈথুনাদিকমপি উভয়োঃ তির্যঙমনুষ্যয়োঃ তুল্যং সমানাভিনিবেশাৎ (তথাচ নৃসিংহপুরাণে "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্" ইতি)॥ এতৎ প্রমাণয়তি জ্ঞানেঽপীতি। এতান্ পতগান্ পক্ষিণঃ পশ্য। কীদৃশান? সতি বিদ্যমানেঽপি জ্ঞানে মোহাৎ বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ ক্ষুধা ক্ষুধয়া পীড্যমানানপি শাবচঞ্চুষু অপত্যত্রোটিষু কর্ণমোক্ষাদৃতান্ আহারদানে সাদরান্ (পশ্চাৎ প্রত্যুপকারাভাবেঽপি তৎস্নেহেন ক্ষুৎপীড়াসহনমপ্যনর্থকমিতি ভাবঃ, কণশব্দঃ সূক্ষ্মধান্যাবয়ববাচ্যপি অত্র লক্ষণয়া আহারমাত্রে)॥ মানুষাণাং মোহমাহ মানুষা ইতি। ননু মনুজব্যাঘ্র হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, এতে মানুষাঃ

প্রত্যুপকারায় চরমাবস্থায়াং নিজপালনার্থং লোভাদ্ধেতোঃ সুতান্ প্রতি সাভিলাষাঃ সস্নেহাঃ সুতোৎপাদনসস্নেহা বা, ইতি ইত্যধ্যাহার্যম্ ইতি কিং ন পশ্যসি? অপি তু পশ্যস্যেব। যদ্বা নু প্রশ্নেন ন পশ্যতি নিজ নিজ কর্ম পরিপাকস্যাব্যভিচারাৎ। তেষামপ্যনিয়তত্বাচ্চ। তদভিলাষো মনুজ এবেত্যর্থ। অভিলাষো মূর্দ্ধনাস্তঃ নমু প্রত্যুপকারাভাবেঽপি অপত্যস্নেহে পক্ষ্যাদীনামাত্মহিতানুসন্ধানং নাস্ত্যেবেত্যুচিতমেব, মানুষাণাস্তু প্রত্যুপকারপরামর্শাৎ আত্মহিতানুসন্ধানসদ্ভাবেঽপি কিমনর্থহেতুভূতে মোহে নিপতনং ভবতীতি চেৎ, তত্রাহ তথাপীতি। তথাপি আত্মহিতানুসন্ধানেঽপি সতি, সংসারস্থিতিকারিণো জগৎপালকস্য বিষ্ণোঃ যা মহামায়া, তস্যাঃ প্রভাবেন ছন্দেন মোহগর্ত্তে মোহো দেহাদাবহংবুদ্ধিঃ, স এব গর্ত্ত ইব পাতহেতুত্বাৎ, নিপতিতাঃ নিক্ষিপ্তা ভবন্তি। কীদৃশে? মমতাবর্ত্তে মমতা উক্তলক্ষণা সৈব আবর্ত্তো জলভ্রমির্যস্মিন মমতৈব পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তয়তি জননমরণাদিকং কারয়তীত্যর্থঃ যথা মোহ গর্তে নিপাতিতাঃ সন্তঃ সংসারস্থিতিকারিণো ভবন্তীতি যোজ্যম্; অপূর্বদেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধঃ সংসার, যদ্বা সম্যক্ সরন্তি গতাগতং কুর্বন্ত্যনেনেতি সংসারঃ কর্মমার্গঃ, তস্য স্থিতিম্ তদ অনুষ্ঠানং কুর্বন্তি যে তে। (গর্ত্তে জলভ্রমস্যাভাবাৎ গর্ত্তশব্দেনাত্র পারিভাষিকগর্ত্ত উচ্যতে, তথাচ স্মৃতিঃ "ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ চ গতির্যাসাং ন বিদ্যতে। ন তা নদী শব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" ইতি; যদ্বা অতলস্পর্শে দেবখাতাদৌ ক্বচিৎ গর্ত্তেঽপি তথা দৃশ্যতে। তস্মান্মহামায়া প্রভাবজ্স্তিতেয়ং মমতা ॥৩৬-৩৭

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। ইহা মেধামুনির বাক্য। আমরা উভয়ে জ্ঞানী, ইহা কথিত হওয়ায় অল্প মাত্র জ্ঞানবত্তা সকলেরই আছে। কারণ জ্ঞান, আত্মনিষ্ঠ গুণবিশেষ[২৬]। এই অল্প জ্ঞানদ্বারা যদি মোহ বিদূরীত হয়, তাহা হইলে সংসার নির্বিষয় হইয়া যায়, সংসারে কেহ বদ্ধ থাকে না। সেই হেতু বিশেষ জ্ঞানেব সদ্ভাবই, বিদ্যমানতাই মোহাভাব ঘটায়। এই অভিপ্রায়ে সকলের অল্প জ্ঞানের সদ্ভাবের কথা উল্লেখ করিতেছেন। সমস্ত জন্তুর, জাতগণের, নিজ নিজ বিষয় বিশেষ, নিজ নিজ অধিকার মাত্রে জ্ঞান, অন্তঃকরণবৃত্তি[২৭] বিদ্যমান। মহাভারতোক্ত মোক্ষধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষলতাদির স্পর্শজ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, প্রাণীমাত্রের সামান্য জ্ঞান আছে। সকলের জ্ঞানের ঐক্য, একত্বকরণ করিতেছেন বিষয় ইত্যাদি বাক্যে। হে মহাভাগ, বিষয়, অধিকার অনন্তর যে প্রকারে কথিত হইবে, সেই ভাবে পার্থক্য প্রাপ্ত হয়। এখানে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ 'মৎসর' শব্দ তুল্য[২৮] ধর্মবাচক।

অথবা জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয়, বর্তমান থাকে। জ্ঞানের পার্থক্য দেখাইতেছেন দিবা ইত্যাদি বাক্যে। পেচকাদি কতকগুলি প্রাণী দিবসে অন্ধ, চাক্ষুষজ্ঞানরহিত। তদ্রূপ কাকাদি পক্ষী রাত্রিতে চাক্ষুষ জ্ঞানলাভে অসমর্থ। কিঞ্চুলুকাদি (কেঁচো প্রভৃতি) প্রাণী দিনে ও রাত্রে দেখিতে পায় না, তাহারা চক্ষুহীন। মার্জার (বিড়াল) প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী দিনে ও রাত্রে সমানভাবে দেখিতে পায়। মনুজগণ, মানুষগণ জ্ঞানযুক্ত, ইহা সত্যই, কিন্তু কেবল তাহারা, মনুষ্যগণই জ্ঞানযুক্ত নহে। হি নিশ্চয়ার্থক। যেহেতু সমস্ত পশু-পক্ষী-মৃগাদিও জ্ঞানযুক্ত। পশুগণ গ্রামস্থিত, মৃগগণ অরণ্যবাসী, আদিপদে মৎস্যাদি বুঝিতে হইবে। যদি বল, মনুষ্যগণের বৈশিষ্ট্য আছে, তদুত্তরে জ্ঞান ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন। তাহাদের, পশু-পক্ষিগণের যেরূপ জ্ঞান, সেরূপ জ্ঞান মনুষ্যগণেরও আছে। মনুষ্যগণের যেরূপ ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান হয়, তাহা মৃগ-পক্ষীদেরও আছে। এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের আভাষ সূচিত। যদি বল, বিষয়-প্রধান[২৯] জ্ঞানবিশেষের আধিক্য মনুষ্যগণের আছে, উহার উত্তরে বলিতেছেন, সমান ইত্যাদি বাক্যে। অন্ত, আহার মৈথুনাদি বিষয়ে উভয়ের, পশু ও মনুষ্যের সমান অভিনিবেশ, অভিমুখতা দেখা যায়। যেমন নৃসিংহ-পুরাণে[৩০] আছে, আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি বিষয়ে পশুগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহা প্রমাণ করিতেছেন, জ্ঞানেও ইত্যাদি বাক্যে। এই সকল পতঙ্গকে, পক্ষীকে দেখ। কীরূপ পক্ষিগণকে? সামান্য জ্ঞান বিদ্যমান থাকাসত্ত্বেও বিশেষ জ্ঞানাভাবহেতু মোহবশে ক্ষুধাদ্বারা পীড়িত শাবকসমূহের চঞ্চুতে, অপত্যসমূহের ঠোঁটে তণ্ডুলকণাদি দানে আদরযুক্ত। পরে প্রত্যুপকার না পাইলেও অপত্যস্নেহে অনর্থক, বৃথা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে—এই তাৎপর্য। কণ শব্দ ধান্যের সূক্ষ্মাংশবাচক হইলেও লক্ষণাদ্বারা এখানে খাদ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে। মানুষগণের মোহ বলিতেছেন, মানুষ ইতি বাক্যে। হে মনুজব্যাঘ্র, হে মানুষ্যশ্রেষ্ঠ, এই মানুষগণ চরম, বৃদ্ধ অবস্থায় নিজপালনরূপ প্রত্যুপকারের জন্য লোভবশে সুতগণের প্রতি স্নেহযুক্ত, অথবা পুত্রোৎপাদনে স্নেহাবিষ্ট। এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহা কি দেখিতেছ না? তুমি ইহা জানই।

অপত্যস্নেহে প্রত্যুপকার না পাইলেও উহাতে পক্ষীপ্রভৃতি প্রাণীর নিজ হিতের অন্বেষণ থাকে না; ইহা যুক্তিযুক্তই; কিন্তু মানুষগণের প্রত্যুপকারের জ্ঞান (পরামর্শ) থাকায় অপত্যস্নেহে স্ব-হিতের আগ্রহ থাকিলেও অনর্থের

হেতুভূত মোহে মগ্ন হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা সত্ত্বেও ইত্যাদি বাক্যে। তাহা সত্ত্বেও স্বীয় হিতের অনুষ্ঠান থাকিলেও সংসারের স্থিতিকারক জগৎপালক বিষ্ণুর বৈষ্ণবীমায়ার প্রভাবে ছন্দে[৩১] (অভিপ্রায়ে। মোহগর্ত্তে, মোহ অর্থে দেহাদিতে অহং বুদ্ধি, তাহাই যেন গর্ত্ত, পতনের কারণ বলিয়া, তাহাতে নিপাতিত, নিক্ষিপ্ত হয়। কিরূপ গর্ত্তে? মমত্বরূপ আবর্ত্তে, মমতা, 'আমার' এই অভিমান, তাহাই আবর্ত্ত, জলভ্রমি (জলঘূর্ণী) যাহাতে। মমত্বই বারবার জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ঘটায়। অথবা মোহগর্ত্তে নিপাতিত হইয়া সংসারের স্থিতিকারক হয়, এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। নর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগই সংসার, সংস্থিতি। অথবা যাহার দ্বারা জীব সম্যক্ সরণ করে, ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাতায়াত করে, তাহার নাম সংসার বা সংস্থিতি। কর্মপৃথ, তাহার স্থিতি, অনুষ্ঠান করে যাহারা তাহারা। গর্ত্তে জলভ্রমের অভাব হেতু গর্ত্ত শব্দ দ্বারা এখানে পারিভাষিক অর্থে গর্ত্ত বলা হইতেছে। যেমন স্মৃতিগ্রন্থে আছে, যে সকল জলখাত ১০০৮ ধনুপরিমাণ গতি হয় না, সেইগুলি নদী নহে, গর্ত্তনামে অভিহিত। অথবা কোন কোন স্থলে সুগভীর দেবখাতাদি গর্ত্তে আবর্ত্ত দেখা যায়। সুতরাং এই মমতা বিষ্ণু মায়ার অভিপ্রায়ে উৎপন্ন ॥৪০-৫৩

টিপ্পনী।

২৬. ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শন অনুসারে।

২৭. যোগ, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অনুসারে।

২৮. পৃথকের ধর্ম পার্থক্য ও মৎসরের ধর্ম মাৎসর্য।

২৯. আহারাদি বিষয়জ্ঞান বিষয়-প্রধান এবং চিন্তা, কল্পনা, স্মরণাদি জ্ঞান জ্ঞান-প্রধান।

৩০. আহার নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদির জ্ঞান পশু ও মানুষের সমান। কেবল মানুষের ধর্মবুদ্ধি আছে, কিন্তু পশুদের নাই। ধর্মহীন মানুষ পশুতুল্য।

৩১. অমরকোষ অনুসারে ছন্দ, অভিপ্রায় ও আশ্রয় একার্থক।

৩২. বিশেষ অর্থে এক একটি শব্দকে ব্যবহার করার নাম পরিভাষা। যেমন ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে বুঝাইবার জন্য 'নদী' শব্দ পরিভাষারূপে

ব্যবহৃত হয়। তথায় নদীশব্দের সাধারণ অর্থ জলপ্রবাহ নহে, বিশেষ অর্থই বুঝাইবে।

মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।
তন্নাত্র বিস্ময়োঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ॥৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ॥৫৫
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে-র্হেতুভূতা সনাতনী ॥৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥৫৮

অন্বয়। সংসার-স্থিতি-কারিণ মহামায়া প্রভাবেণ। মহামায়া জগৎপতেঃ হরেঃ চ যোগনিদ্রা। তয়া এতৎ জগৎ সংমোহ্যতে। তৎ অত্র বিস্ময়ঃ ন কার্যঃ। সা দেবী ভগবতী মহামায়া। জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি বলাৎ আকৃষ্য মোহায় হি প্রযচ্ছতি। এতৎ বিশ্বং চরাচরম্ জগৎ তয়া বিসৃজ্যতে সা এষা প্রসন্না নৃণাং মুক্তয়ে বর-দা ভবতী। সা মুক্তেঃ হেতু-ভূতা পরমা বিদ্যা সনাতনী। সা এব সংসার-বন্ধ-হেতুঃ সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বরী চ ॥৫৪-৫৮

শ্লোকার্থ। সংসারের স্থিতিকারী ভগবান্ বিষ্ণুর মহামায়া প্রভাবে সকলেই নিপতিত হইয়া থাকে। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর তমোময়ী যোগনিদ্রা। এই মহাশক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে বিস্মিত হওয়া কর্তব্য নহে। বিবেকহীনগণের কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বরপ্রদান করেন। তিনি সংসার-মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী ও সনাতনী। তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী ॥৫৪-৫৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অহো কোঽয়মপূর্বো মহিমা মহামায়ায়া যদাত্মহিতানুসন্ধায়িনামপ্যেবং মোহং করোতীতি বিস্ময়মানং নৃপং কৈমুতি-

কন্থায়েনাহ তদিতি। তৎ তস্মাৎ এতৎ জগৎ তয়া মহামায়য়া সংমোহ্যতে ইতি তত্র বিষয়ে বিস্ময়ো ন কার্যঃ। যতঃ জগপতেঃ সংসারপালকস্য, হরেঃ জগৎসংহারকস্যাপি যোগনিদ্রা; অন্যেষাং কা কথেতি ভাবঃ (হেতুগর্ভমিদং যোগরূপা নিদ্রা, পরমানন্দকরী শক্তিরিত্যর্থঃ) তথাচ অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শাহ্লকূলাং ভীমোর্মিমালিজলস্তমুখং বিবুদ্ধমিতি॥ নয় অজ্ঞানজন্যসংসারস্য জ্ঞানে নিবৃত্ত্যা মহামায়য়া কিং কার্যমিতি চেৎ, তত্রাহ জ্ঞানিনামিতি। সা মহামায়া জ্ঞানিনাং বিবেকবতামপি চেতাংসি অন্তঃকরণানি বলাদাকৃষ্য স্ববশীকৃত্য মোহায় মোহনিমিত্তং (সপ্তম্যর্থে বা চতুর্থী মোহে) প্রযচ্ছতি নিক্ষিপতি (সৌভরিবিশ্বামিত্রাদেরপি কচিৎ তথা দর্শনাৎ)। সামর্থ্যমাহ—দেবী সর্বেন্দ্রিয়দ্যোতনশীলা, ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্যশালিনী॥ ন কেবলং জগন্মোহিকা সা, কিন্তু জগৎকর্ত্র্যপীত্যাহ তয়েতি। তয়া মহামায়য়া এতৎ বিশ্বং সমগ্রং চরাচরং স্থাবর জঙ্গমাত্মকং জগৎ বিসৃজ্যতে বিবিধম্ উচ্চনীচক্রমেণ সৃজ্যতে চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ বিসৃজ্যতে বিবধম্ উচ্চনীচক্রমেণ সৃজ্যতে (উপাদানকারণত্বাৎ, তথাচোক্তং প্রকৃতির্যস্তোপাদানম্" ইতি)। ন কেবলং জগজ্জনিকা, কিন্তু জগন্মোচিকাপি সৈবেত্যাহ। সৈবিতি সা উক্তলক্ষণা এষা জগদ্রূপেণাপরোক্ষীভূতামহামায়া প্রসন্না সতী নৃণাং মুক্তয়ে মোক্ষায় তদর্থং বরদা বরদাত্রী ভবতি (সমাধ্যাদেস্তথাদর্শনাৎ)॥ তস্যা বিদ্যারূপত্বং দর্শয়ন্ তদুপপাদয়তি সেতি। সা মহামায়া পরমা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা বিদ্যা পরম ঈশ্বরো মীয়তে জ্ঞায়তে অনয়া পরমা। যদ্বা বিদ্যা পঞ্চরাত্রোক্তা যথা সাংখ্যযোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে, পঞ্চ সর্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া মর্ত্ত্যো হরিং বিশেদিতি। অতএব মুক্তের্হেতুভূতা কারণম্ (স্বরূপে ভূতশব্দ), সনাতনী নিত্যা (ইত্যনেন তস্যাঃ কার্যত্বং বারয়তি)। তথাচ নারদীয়ম্। তস্য শক্তি পরা বিষ্ণোর্জগৎকার্য্যপরিশ্রমা ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে। যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে তদাহবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্দুঃখস্য সাধনম্। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়া হ্যপাধিস্তু সদা নশ্যতি সত্তম। সবৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে। ভাবাভাব স্বরূপা কার্য্যকারণ-স্বরূপা। সবৈকভাবনাবুদ্ধিঃ আত্মা অভিন্নং জগদিতি বুদ্ধিঃ বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধ ইতি একাদশোক্তেঃ। (নন্ন ভবত্বেবং, কিন্তু "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতেঃ "বরং বৃণুষ্ব রাজর্ষে ঋতে কৈবল্যমস্ত নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ

"ইতি দশমোক্তেশ্চ বিদ্যোপেদর্পত্যাপরং হি বালিশঃ। ঈশ্বরস্যৈব মুক্তের্হেতুত্বং গম্যতে, কথং মহামায়ায়া মুক্তের্হেতুত্বম্? তত্রোচ্যতে "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে ইত্যাদি এবং মায়া মহাবিদ্যোর্ভিন্না সংসারদায়িনী অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসার-ক্ষয়কারিণীতি লিখিত বচনৈশ্চ। গৌতমীয়ে চ বায়ব্যাং প্রযত্নেদেবিং ভোগমোক্ষৈকদায়িনীম্। শ্রুতৌচ অথৈনং ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ কো হি মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্র দেবতানাঞ্চ দৈবতম্ কিমুপাস্য বিদ্যায়ু-র্যশোধনং পুত্র পৌত্রকবিত্বঞ্চ নির্বানমোক্ষং লভতে বুধঃ। ইত্যপক্রম্য অথাহ ভগবান্ মন্ত্রাণাং পরমো-মন্ত্র ইত্যুক্ত্বা দেব্যা মন্ত্রবিশেষমভিধায় অস্যারাধনাৎ সর্বস্য সর্বং ভবতি বিদ্যায়ুর্যশকবিত্বঞ্চ ধনধান্যপুত্রাদি মোক্ষঞ্চেতি উক্তত্বাৎ। আগমে চ শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব। ভাগবত-শ্রুতিস্মৃত্যাগমসমন্বয়াৎ। অস্তি মহামায়য়া অপি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতুত্বম্, অত্রাপি সমাধেস্তথাদর্শনাচ্চ। অত্র পরামর্শোঽপি অবিদ্যোপহিত চৈতন্যং জীবঃ, তস্য যাবৎ বিদ্যোপহিতত্বং তাবদেব বন্ধঃ, তস্যাবাধেন স্বরূপস্ফূর্ত্তিরেব মুক্তিঃ। তয়োরপি বিদ্যাবিদ্যয়োঃ কারণং মায়ৈব, "মায়য়া মে বিনির্মিতে" ইতি বচনাৎ; অতএব স্বকার্যবিদ্যাবিদ্যয়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোস্তৎপ্রসাদ এব কারণম্ ইতি মুক্তিহেতুত্বম্। অতএব তত্ত্বজ্ঞানান্মুক্তিরিতি স্মরন্তি তত্ত্বং ব্রহ্ম তত্ত্ব অবিদ্যানিরাস এব ভবতি পূর্বপক্ষশ্রুত্যাদীনাময়মর্থঃ। তমেব নারায়ণমেব বিদিত্বা জগদ্বাসুদেব এবেতি জ্ঞাত্বা নতু বৈশেষিকাদিবৎ ষোড়শপদার্থাদি তদুক্তং গীতাসু বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ইতি তস্মাৎ সর্বত্র নারায়ণত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা মুক্তিঃ ন তু বিশেষ বুদ্ধ্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অন্যঃ পন্থা এবম্ভূত জ্ঞানাদ্ভিন্ন উপায়ঃ যাগাদি ক্রিয়াকলাপঃ। ঋতে কৈবল্যমিতি কৈবল্যং সাযুজ্যং জলে জলবদৈক্যং তত্ত্ব তেষামবিদ্যান্তরাল-পতিতানাং প্রকৃতানামশক্যমেব। তমীশ্বরং বিহায় কিমনীশ্বরেণ এতাবতৈব তরিষ্যামীতি বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্বত্র অভেদদর্শিষু প্রকৃতের্মুক্তিহেতুত্বম্। বিদ্যারূপতয়া মুক্তিহেতুত্বমুক্ত্বা অবিদ্যারূপতয়া সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি সংসারেতি। সংসার এব বন্ধো বন্ধনং তস্য কারণং, যদ্বা সংসরত্যস্মাৎ সংসারোঽহংকারঃ স এব বন্ধঃ (মায়য়ৈব অহংবুদ্ধ্যা বন্ধো ভবতীত্যর্থঃ) অস্য হেতুঃ কারণং সৈব মহামায়ৈব (এবকারেণ অন্যন্ন ব্যাবর্ত্ততে, তস্যা এবা অবিদ্যারূপেণাবির্ভাবাৎ); অতএব সর্বেশ্বরেশ্বরী সর্বেশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রী। ৫৪—৫৮

টীকার্থ। অহো! এই মহামায়ার কি অপূর্ব মহিমা যে, স্বীয় হিত অন্বেষকগণকেও এরূপ মোহগ্রস্ত করেন। এইভাবে বিস্মিত রাজাকে কৈ-মুতিক[৩৩] ন্যায়ে বলিতেছেন, সেইহেতু ইত্যাদি বাক্যে। সেই হেতু এই জগৎ মহামায়া দ্বারা মোহিত হয়। এই বিষয়ে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। যেহেতু জগৎপতি সংসার-পালক ও জগৎ সংহারক হরিরও যোগনিদ্রা[৩৪] হয়। অন্যান্যের কি কথা—ইহাই তাৎপর্য। এই যোগনিদ্রা শব্দ হেতুগর্ভ।[৩৫] যোগরূপ নিদ্রা, পরমানন্দকরী শক্তি—এই অর্থ। যেহেতু মহামায়া যোগনিদ্রাস্বরূপা, সেই হেতুস্বরূপ হওয়ায় হেতুগর্ভ বিশেষণ হইল। যদি বল, আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞান নিমিত্ত সংসারের যদি নিবৃত্তি হয়, মহামায়া কি করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, জ্ঞানিগণের ইত্যাদি বাক্যে। সেই মহামায়া জ্ঞানিগণের, বিবেকিগণেরও চিত্তকে, অন্তঃকরণকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া, স্ববশে আনিয়া মোহগর্তে নিক্ষেপ করেন। (সপ্তমী অর্থে বিকল্পে চতুর্থী করিলে 'মোহায়' মোহে হইতে পারে।) সৌভরি[৩৬] ও বিশ্বামিত্র[৩৭] প্রভৃতি ঋষিগণেরও কোন কোন স্থলে সেইরূপ সম্মোহ দেখা যায়। মহামায়ার সামর্থ্য, শক্তি বলিতেছেন। দেবী, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশিকা, ভগবতী, অচিন্ত্য ঐশ্বর্যযুক্তা। তিনি যে কেবল বিশ্বমোহিকা তাহা নয়; কিন্তু তিনি জগৎকর্ত্রীও—এই কথা বলিতেছেন 'তয়া' ইত্যাদি বাক্যে। সেই মহামায়া কর্তৃক এই বিশ্ব, সমগ্র চরাচর, স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগৎ উচ্চনীচক্রমে নানা-প্রকারে সৃষ্ট হয়, তিনি উপাদান কারণ[৩৮] বলিয়া। যেমন কথিত আছে, প্রকৃতিই যাঁহার উপাদান। তিনি কেবল জগজ্জননী নহেন, জগতের মোচন-কারিণী ও তিনি, 'সৈষা' এই শ্লোকাবলম্বনে তাহাই বলিতেছেন। পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্তা জগৎরূপে প্রত্যক্ষীভূতা এই মহামায়া সুপ্রসন্না হইয়া নরগণের মোক্ষের জন্য বরদায়িনী হন। সমাধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেইরূপ দেখা যায়। 'সা…' ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে তাঁহার বিদ্যারূপত্ব দেখাইয়া তাহাই প্রতি-পাদন করিতেছেন। সেই মহামায়া তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা পরাবিদ্যা। ইহা দ্বারা পরম ঈশ্বর বিজ্ঞাত হন, এই অর্থে তিনি পরমা। এই হেতু তিনি মুক্তির কারণ। মুক্তির স্বরূপার্থে ভূত শব্দ ব্যবহৃত। তিনি সনাতনী অর্থাৎ নিত্যা, উৎপত্তি-বিনাশ রহিতা। নিত্যা বলিয়াই তিনি জগতের কারণীভূতা; কার্যীভূতা নহেন। ইহা দ্বারা তাঁহার কার্যত্ব, উৎপত্তির আশংকা নিবারিত হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই প্রকার হউক, এই মহামায়াই মুক্তির হেতু হউক।

কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, "সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া লোকে মৃত্যুঞ্জয় করে, ইহা ব্যতীত ব্রহ্মলাভের অন্য পন্থা নাই।" হে রাজর্ষে আজ আমাদের নিকট কৈবল্য ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। কারণ ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই এই কৈবল্যদানের একমাত্র কর্তা। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই উক্তি হইতেই ঈশ্বরেরই মুক্তির হেতুত্ব জানা যায়। সুতরাং মহামায়া হেতুভূতা, এই কথা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "হে উদ্ধব! শরীরিগণের বিদ্যা ও অবিদ্যা আমারই শরীর বলিয়া জানিও। মদীয় মায়া দ্বারা মোক্ষ এবং বন্ধকরী বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রথমেই নির্মাণ করিয়াছি।" ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রুতি, স্মৃতি ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রে সমন্বিত হওয়ায় মহামায়ারও তত্ত্বজ্ঞানদাত্রীরূপে মুক্তিহেতুত্ব স্বীকৃত। এখানে এবিষয়ে পরামর্শও আছে, অবিদ্যাদ্বারা আবৃত চৈতন্য জীব। যতক্ষণ তাহার উপরে অবিদ্যার প্রভাব থাকে, ততক্ষণ সে বদ্ধ থাকে, অবিদ্যা রহিত হইলে স্বরূপের প্রকাশ দ্বারা তাহার মুক্তি লাভ হয়। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যার কারণ মায়া। "মদীয় মায়া দ্বারা ইহা নির্মাণ করিয়াছি"—এই বচনানুসারে ইহাই প্রমাণিত। এই হেতুই স্বীয় কার্য বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে মহামায়ার প্রসাদই কারণ বলিয়া তাঁহার মুক্তিহেতুত্ব প্রতিপন্ন হইল। বিদ্যারূপে তিনি মুক্তির হেতু ভূতা, ইহাই 'সংসার' এই শ্লোকে দেখাইতেছেন। সংসারই বন্ধনের হেতু, অথবা ইহা হইতে সংসরণ করে, এই অর্থে সংসার শব্দের অর্থ অহংকার। সেই অহংকারই বন্ধন। মায়াবশে আমিত্ব বুদ্ধি দ্বারা মানুষ বদ্ধ হয়, ইহাই তাৎপর্য। তাহার কারণ সেই মহামায়াই। অবিদ্যারূপে তাঁহার প্রকাশ হয় বলিয়া 'মহামায়া এব, এই এব কার দ্বারা অন্য হেতু নিবৃত্ত হইল। এই হেতুই, তিনি সর্বেশ্বরী অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতিরও নিয়ন্ত্রণ কর্ত্রী ॥৫৪-৫৮

যোগিগণ মায়ামোহ প্রভৃতির ঊর্দ্ধে থাকিবেন—ইহাই রীতি হইয়াও দেখা যাইতেছে যে, মহামায়া সেই অপক্কবায় যোগিগণেরও মোহিকা। অতএব সুরথের ন্যায় গৃহীব্যক্তির বিষয়ে কি আর বলিবার থাকিতে পারে? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী উভয়ে সমভাবে বদ্ধজীবকে মুক্তিদান করেন।

টিপ্পনী।

৩৩. শ্রীরামের এক অনুচর লংকাকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে অনায়াসে ইহা ছারখার করিবেন, তাহা কিম্ উত, আশ্চর্য কি? কিমুত হইতে কৈমুতিক শব্দ নিষ্পন্ন।

৩৪. কালিকা পুরাণে (৬।৫৯) ব্রহ্মা মদনের নিকট যোগনিদ্রার রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

যা নিম্নান্তঃস্থলাধস্থা জগদন্তকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থান পূর্বক পুরুষকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরে স্বয়ং অন্তর্হিতা হন, তিনিই যোগনিদ্রা নামে কথিতা।

৩৫. যে স্থলে কোন বিশেষণ সাক্ষাৎভাবে কোন হেতু না বুঝাইলেও হেতু অর্থ বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায়, সেই শব্দের অর্থকে হেতুগর্ভ বলে। যেমন ধার্মিক যুধিষ্ঠির শান্তিলাভ করিয়াছেন; এই কথা বলিলে শান্তি লাভের প্রতি যে ধর্ম হেতু, তাহা বিশ্লেষণ দ্বারা বোঝা যায়। এইজন্য 'ধার্মিক' বিশেষণ হেতুগর্ভ।

৩৬. বিষ্ণুপুরাণে আছে, মহর্ষি সৌভরি জলাশয়ে মীনযুগলের রতিক্রীড়া দেখিয়া মোহগ্রস্ত হন। সেই দেশের রাজার একশত কন্যা ছিল। ঐ রাজার নিকট সৌভরি কন্যা প্রার্থনা করেন। রাজা মহর্ষির শাপভয়ে উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হন, কিন্তু সৌভরি বৃদ্ধ বলিয়া কন্যাগণ তাঁহাকে পছন্দ করেন নাই।

৩৭. মহামুনি বিশ্বামিত্র সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীকে দেখিয়া মোহগ্রস্ত হন। উর্বশীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে জাত কন্যার নাম শকুন্তলা।

৩৮. ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকারাদি।

রাজোবাচ ॥৫৯
ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ॥৬০
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ॥৬১
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥৬২

অন্বয়। রাজা উবাচ। ভগবন্, সা হি দেবী কা যাং ভবান্ মহামায়া ইতি ব্রবীতি। দ্বিজ সা কথম্ উৎপন্না অস্যাঃ চ কিং কর্ম। ব্রহ্ম বিদাং বর, সা দেবী যৎ স্বভাবা, যৎ-স্বরূপা চ যৎ উদ্ভবা ত্বত্তঃ তৎ সর্বং শ্রোতুং ইচ্ছামি ॥৫৯-৬২

শ্লোকার্থ। রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? মুনিবর, তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি? হে ব্রহ্মবিদ্বর, সেই মহামায়ার যেরূপ স্বভাব,

যাদৃশস্বরূপ এবং যে জন্ম তাঁহার আবির্ভাব হয়, সেই সমুদয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৫৯-৬২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। রাজোবাচ। অত্যদ্ভুতমহিমানং মহামায়ায়াঃ শ্রুত্বা সবিস্ময়ো বিশেষং বুভুৎসুঃ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাম্॥ ভগবন্নিতি। হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ, হে দ্বিজ, হে মুনে! হি বিস্ময়ে, সা দেবী কা? (ইতি বস্তু প্রশ্নঃ) যাং ভবান্ ত্বং মহামায়েতি ব্রবীতি। সা কথং কেন প্রকারেণ উৎপন্না? (ইতি উৎপত্তিপ্রকারপ্রশ্নঃ)। অস্যাঃ কর্ম কার্যঞ্চ কিম্? (ইতি ক্রিয়া প্রশ্নঃ)॥ যদিতি। হে ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানিনাং বর শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্ম ঈশ্বরো বেদশ্চ, তথাচ শ্রুতিঃ "দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরঞ্চ" ইতি; পরং পরব্রহ্ম ঈশ্বরং, অপরং শব্দব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ। এতেন সর্ববিজ্ঞমুক্তা সিদ্ধান্তসামর্থং সূচিতম্) সা দেবী যৎস্বভাবা যঃ স্বভাবা যস্যাঃ সা (ইতি নিত্যানিত্যত্বাদি-প্রশ্নঃ) যৎ যাদৃক স্বরূপম্ আকৃতির্যস্যাঃ সা যৎস্বরূপা (ইতি মূর্তিপ্রশ্নঃ); উদ্ভবতস্মাৎ ইত্যুদ্ভবো জন্মনিমিত্তং, য উদ্ভবো যস্যাঃ সা যদুদ্ভবা (ইতি পিত্রাদিপ্রশ্নঃ); তৎ সর্বং প্রশ্নষট্‌কোক্তং তত্ত্বঃ তব সকাশাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি॥ ৫৯-৬২

টীকার্থ। রাজা বলিলেন। মহামায়ার অত্যদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত রাজা সুরথ বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিয়া দুই শ্লোক দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন; ; 'ভগবন্' ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে। হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ, হে দ্বিজ, হে মুনে! বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই দেবী কে? দেবী বস্তুতঃ কি, ইহাই প্রশ্ন। আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই মহামায়া কি প্রকারে উৎপন্না? ইহা মহামায়ার উৎপত্তির বিষয়ে প্রশ্ন। ইহার কার্য কি? কার্য সম্বন্ধে এই প্রশ্ন। জ্ঞানিবর, ব্রহ্ম শব্দে ঈশ্বর ও বেদ উভয়কে বুঝায়। উক্ত মর্মে বেদেও উল্লেখ আছে, "পর ও অপর ভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ জানিবে।" পরব্রহ্ম ঈশ্বর, অপর-ব্রহ্ম শব্দব্রহ্ম বা বেদ। ইহাতে তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত লাভের সামর্থ্য সূচিত। যে স্বভাব যাঁহার, তিনি যৎস্বভাবা; তিনি যেরূপ স্বভাব সম্পন্না। ইহার দ্বারা দেবীর নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হয়। যে প্রকার স্বরূপ, আকৃতি যাঁহার, তিনি যৎস্বরূপা। তিনি যে প্রকার আকৃতি সম্পন্না, এইরূপ বলায়, এখানে দেবীর মূর্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হয়। তাঁহার জন্মের কারণ কে? যাহা হইতে তিনি উৎপন্না, এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা তাঁহার পিতা প্রভৃতি কে, এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়। সেই সমস্ত, উল্লিখিত ছয় প্রশ্নের উত্তর আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৫৯-৬২

ঋষিরুবাচ ॥৬৩

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ ॥৬৪

তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা ॥৬৫

উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে ॥৬৬

আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ ॥৬৭

বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।

স নাভি কমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ॥৬৮

দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্।

তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥৬৯

বিবোধনার্থায় হরের্হরি নেত্র কৃতালয়াম্।

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার কারিণীম্ ॥৭০

নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥৭১

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ। সা নিত্যা এব জগৎ-মূর্তিঃ। তয়া ইদং সর্বম্ ততম্। তথা অপি বহুধা তৎ সমুৎপত্তিঃ মম শ্রূয়তাং। সা যদা দেবানাং কার্য-সিদ্ধি-অর্থম্ আবির্ভবতি তদা সা নিত্যা অপি লোকে উৎপন্না ইতি অভি-ধীয়তে। কল্প অন্তে জগতি এক অর্ণবীকৃতে যদা ভগবান্ প্রভুঃ বিষ্ণুঃ শেষম্ আস্তীর্য যোগ-নিদ্রাম্ অভজৎ। তদা বিখ্যাতৌ দ্বৌ ঘোরৌ অসুরৌ মধুকৈটভৌ বিষ্ণুকর্ণমল উদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুম্ উদ্যতৌ। সঃ প্রজাপতিঃ প্রভুঃ ব্রহ্মা বিষ্ণোঃ নাভি কমলে স্থিতঃ তৌ উগ্রৌ অসুরৌ জন-অর্দনম্ চ প্রসুপ্তং দৃষ্ট্বা হরেঃ বিবোধন অর্থায় এক-অগ্র-হৃদয়-স্থিতঃ হরি নেত্র-কৃত-আলয়াং তেজসঃ বিষ্ণোঃ অতুলাং নিদ্রাং বিশ্ব-ঈশ্বরীং জগৎ-ধাত্রী স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ ভগবতীং তাম্ যোগ-নিদ্রাং তুষ্টাব ॥৬৩-৭১

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, সেই মহামায়া নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতা। আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুবিধ আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। যখন

তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূতা হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হইলেও তিনি তখন পৃথিবীতে উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হন। প্রলয়কালে, ব্রহ্মার দিবাবসানে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হইলে যখন ভগবান প্রভু বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন, তখন মধু ও কৈটভ নামে প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে যোগনিদ্রামগ্ন এবং উগ্র অসুরদ্বয়কে নিকটে দেখিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত, তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা তামসী শক্তি বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংহার-কারিণী, ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন ॥৬৩-৭১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ ॥ তস্যা অস্যৈব নাস্তীতি বক্তুং ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য যৎ স্বভাবেত্যস্তাপ্যুত্তরমাহ নিত্যেতি। সা নিত্যৈব সর্বদা বিদ্যমানৈব ("অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্' ইতি শ্রুত্যাং, "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" ইতি গীতায়াঞ্চ তস্যা উৎপত্তিনিষেধাৎ)। যৎস্বরূপেত্যস্যোত্তরমাহ জগন্মূর্তিরিতি। জগদেব মূর্তির্যস্যাঃ সা (উপাদানকারণত্বাৎ, ঘটেষু মৃত্তিকাদিবৎ)। নন্বেবং চেৎ জগতাং নাশে তস্যা অপি নাশঃ প্রসজ্যেত ইতি চেৎ, তত্রাহ তয়েত্যাদি। তয়া মহামায়য়া ইদং সর্বং জগৎ ততং বিস্তারিতম্ উৎপাদিতমিতি যাবৎ (ন হি ঘটনাশে মৃদ্বিনাশঃ স্যাৎ, কিন্তু তদবস্থানিবৃত্তিরেব)। (নন্থ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি") ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ "যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে" ইতি স্মৃত্যা, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি সূত্রেণ চ ঈশ্বরস্যৈব চৈতন্যস্য কারণত্বং বোধ্যতে, কুতো জড়া প্রকৃতিঃ কারণম্? প্রত্যুত "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি বেদান্ত সূত্রে প্রকৃতেঃ কারণত্বং নিষিধ্যতে। অত্রোচ্যতে। প্রকৃতিরুপাদানং (সমবায়িকারণম্), পুরুষস্তু নিমিত্তমাত্রম্ ঈক্ষিতৃত্বাৎ, এবঞ্চ স্বাবয়ববিকারেণ কার্যরূপতাপত্ত্যা সমবায়ি কারণং বলবৎ, কার্যরূপতাপত্ত্যযোগাৎ নিমিত্তকারণং গৌণমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। চৈতন্যারোপং বিনা জড়স্য পরিণামসম্ভবাৎ ঈক্ষিতৃত্বাদীশ্বর এব কারণং, ন প্রকৃতিরিতি প্রাগুক্তশ্রুত্যাদীনামভিপ্রায়ঃ। যথা আকর্ষপাষাণসন্নিধৌ অচেতনমপি লৌহং ভ্রমতি, তথা পুরুষ সন্নিধৌ জড়াপি প্রকৃতিঃ পরিণত্যা সর্বং জনয়তীতি ব্যাপারঃ প্রকৃতেরেব। এতেন জগদ্বিস্তারতস্যাঃ কর্মেতি প্রত্যুত্তরং; যদুদ্ভবেতি তৎ-

কারণপ্রশ্নস্যোত্তরমপি, তৎকারণং নাস্ত্যেবেতি)। কথমুৎপন্নেত্যস্যোত্তরমাহ তথাপীতি। যদ্যপি জন্মাদি নাস্তি, তথাপি তস্যা বহুধা সমুৎপত্তিরাবির্ভাবঃ মম মত্তঃ শ্রূয়তাম্ (উৎপত্তিপদেন তৎপ্রকাশকম্যাখ্যানমেবাখ্যায়তে উপচারাৎ, এতেন তস্যা আবির্ভাব তিরোভাবমাত্রং, ন ত্বিতরবজ্জন্মেত্যুক্তম্॥ দেবানাম্যিতি। সা যদা দেবাণাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং লোকে লোকমধ্যে আবির্ভবতি, তদা সা নিত্যাপি উৎপন্না জাতা ইত্যভিধীয়তে (এতেন অনভিজ্ঞজনকুমতি বিলসিতমেব তস্যা জন্ম, ন তু তাত্ত্বিকম্, দেবানামিত্যনেন তদপি পরোপকারার্থং ন তু স্বার্থমিত্যুক্তম্)॥ প্রকৃতজ্ঞাতমর্থং বক্তুমিতিহাসং প্রস্তৌতি। যোগনিদ্রেতি। বিষ্ণুর্যদা কল্পান্তে প্রলয়ে, জগতি একার্ণবীকৃতে সতি, শেষম শেষাখ্যং নাগম্ আস্তীর্য্য শয্যাং কৃত্বা, যোগ এব নিদ্রা তাং যোগনিদ্রাং ন তু বাহ্যেন্দ্রিয়নিমীলনাখ্যাম্ ইতরসাধারণীং নিদ্রাম্ অভজৎ তদনুকূলাং ক্রিয়াং চকার। কীদৃশঃ? ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্যঃ, প্রভুরীশ্বরঃ ইতি স্বাতন্ত্র্যং দ্যোতয়তি॥ তদেতি। তদা মধুকৈটভৌ মধুকৈটভনামানৌ বিখ্যাতৌ প্রসিদ্ধৌ দ্বৌ অসুরৌ ব্রহ্মাণং হন্তুম্ উদ্যতৌ বভূবতুরিতি শেষঃ তয়োর্নামনির্বাচনং হরিবংশে "বায়ুপ্রাণৌ তু সংগৃহ্য ব্রহ্মা পরিমৃতশঙ্কনৈঃ। একং মৃদুতরং মেনে কঠিনং বেদ চাপরম্। নামনী তু তয়োশ্চক্রে স বিভুঃ কমলোদ্ভবঃ। মৃদুস্বয়ং মধুর্নাম কঠিন কৈটভোঽভবৎ" ইতি। কীদৃশৌ? ঘোরৌ ভয়ংকরৌ বিষ্ণুকর্ণোমলোদ্ভূতৌ বিষ্ণোঃ কর্ণমলাদুৎপন্নৌ (সনাতনমূর্ত্তেরভৌতিকত্বেন মলযোগাভাবাৎ কয়াপীচ্ছয়া মায়িকোঽয়ং মলঃ; যদ্বা কর্ণমলাবিব স্বাবেব অকস্মাজ্জাতৌ)॥ স নাভি। স ব্রহ্মা বিষ্ণোর্নাভিকমলে স্থিতঃ সন্ তাং প্রসিদ্ধাং যোগনিদ্রাং তুষ্টাব স্তুতবান্ (ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ)। কিং কৃত্বা? তৌ উগ্রৌ অসুরৌ দৃষ্ট্বা, প্রসুপ্তং নিদ্রাণং জনার্দনঞ্চ দৃষ্ট্বা (জনার্দনমিত্যুচিতপদোপন্যাসঃ জনাসুরমর্দকত্বাৎ)। কিমর্থম্? হরেঃ সংহারকস্য বিষ্ণোঃ বিবোধনং জাগরণং তদেবার্থঃ প্রয়োজনং তং মনসি কৃত্বা (অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী)। সঃ ব্রহ্মা কীদৃক্? একাগ্রহৃদয়ঃ তদেকনিষ্ঠান্তঃকরণঃ, অতএব স্থিতঃ নিশ্চলঃ উর্দ্ধীভূতো বা, যদ্বা স্থিতিমর্যাদা যথাবজ্জগৎকারণং তদ্যোগাৎকারণং তদ্যোগাৎ স্থিতঃ (অর্শ অদিত্বাৎ) জগন্নির্মাণ চেষ্টাযুক্ত ইত্যর্থঃ॥ কদৃশীং যোগনিদ্রাম্? হরিনেত্রকৃতালয়াং বিষ্ণুনয়নকৃতনিকেতনাম্ (নেত্রমিতি মুখ্যত্বাদুক্তং, সর্বাঙ্গাশ্রিতামিত্যর্থঃ বক্ষ্যতি চ "নেত্রাস্য-নাসিকা-বাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ" ইতি)। তস্যাঃ সামর্থ্যদ্যোতনায় বিশেষণানি এতেজসঃ তেজঃস্বরূপস্য রূপিচৈতন্যঘনস্যেতি যাবৎ বিষ্ণোর্জ্জগদন্তর্যামিনঃ

জগদ্ব্যাপকস্তেতি বা বিষ্ণ্যবাপ্তাবিতস্ত বিশ প্রবেশনে ইত্যস্ত চ ধাতোঃ পুরাণে বিষ্ণুপদব্যুৎপত্তেঃ তথাভূতস্যাপি) নিদ্রাং বহিরিন্দ্রিয়নিমীলনকরীম্, অতো বিশ্বেশ্বরীং সর্বনিয়ন্ত্রীং, তত্র হেতুঃভগবতীম্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাম্, তদাহজগদ্ধাত্রীং জগৎকর্ত্রীং, স্থিতিসংহারকারিণীং স্থিতিঃ পালনং, সংহারঃ প্রলয়ঃ, তৎকারিণীং জন্মপালননাশকারণশীলাং, অতএব অতুলাং নিরুপমাম্। ব্রহ্মা কীদৃক? প্রজাপতিঃ জগজ্জনকঃ প্রভুঃ স্তুতিসমর্থঃ ॥ ৬৩-৭১

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। 'নিত্যৈব' এই শ্লোকাবলম্বনে। তাঁহার জন্মই নাই, এই কথা বলিবার জন্য ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া "যৎস্বভাবা" ইহারই উত্তরে বলিতেছেন। তিনি সকল সময়ে বিদ্যমানা। শ্রুতিতে উল্লিখিত, তিনি জন্মরহিতা সত্ত্ব-রজ-তমঃগুণময়ী প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিবে। গীতায় উল্লিখিত এই বাক্য দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'জগন্মূর্তি' এই কথা অবলম্বনে তিনি কিরূপ স্বরূপসম্পন্না, তাহা বলিতেছেন। সমগ্র জগৎই মূর্তি যাঁহার, তিনিই জগন্মূর্তি। জগতের উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাকে জগন্মূর্তি বলা হইয়াছে। যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি ঘটের উপাদান কারণ। মহামায়া জগৎরূপে পরিণতা। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, জগৎই যদি তাঁহার মূর্তি হয়, তাহা হইলে জগতের নাশে তাঁহারও নাশের প্রসঙ্গ হইতে পারে। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর 'তয়া' এই শব্দ অবলম্বনে বলিতেছেন। সেই মহামায়া এই সমগ্র জগৎকে উৎপাদিত করিয়াছেন। যেমন ঘট নষ্ট হইলে ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকার বিনাশ হয় না, কেবল সেখানে ঘটরূপ আকারেরই বিনাশ হয় মাত্র। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, "এই ভূতগণ যাহা হইতে জন্মে, জাতভূতগণ যাহা দ্বারা বাঁচিয়া থাকে ইত্যাদি।" "আদিযুগ উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও পুনরায় যুগক্ষয় হইলে যাহাতে বিলীন হয়," এই স্মৃতি বাক্য অনুসারে জীবের জন্ম, স্থিতি ও নাশ যাহা হইতে হয় এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা চৈতন্যময় ঈশ্বরেরই কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়। উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা জড় প্রকৃতির কারণত্ব কোথায়? বাস্তব পক্ষে 'ঈক্ষতের্নাশম্' এই ব্রহ্ম সূত্রে প্রকৃতির কারণত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে ইহার উত্তর বলিতেছেন। প্রকৃতি উপাদান কারণ, সমবায়ি কারণ। দ্রষ্টা রূপে পুরুষ নিমিত্ত মাত্র। এই প্রকার স্বীয় অবয়বের বিকারদ্বারা কার্যরূপতা সম্বন্ধে আপত্তি উঠায় সমবায়িকারণই বলবান হইল। কার্যরূপতায় আপত্তি না থাকায় নিমিত্ত কারণ পুরুষ গৌণ হন। ইহাই তাৎপর্য। ব্রহ্মচৈতন্যের

আরোপ ব্যতীত জড়াপ্রকৃতির পরিণাম অসম্ভব বলিয়া, দ্রষ্টৃস্বরূপে ঈশ্বরই কারণ, প্রকৃতি কারণ নহে, পূর্বোক্ত শ্রুতি বাক্যাদির ইহাই মর্মার্থ। সেই প্রকার, আকর্ষণকারী পাষাণ (চুম্বক) সন্নিধানে অচেতন লৌহও ভ্রমণ করে, সেই প্রকার চৈতন্য পুরুষের সান্নিধ্যে জড়াপ্রকৃতিও পরিণাম দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্বকার্য প্রকৃতিরই। ইহার দ্বারা জগৎ বিস্তারই তাঁহার কাজ, এই উত্তর প্রদত্ত হইল। 'যদুদ্ভবা' এইস্থলে তাঁহার কারণ কে, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তাঁহার কারণ নাই। 'তথাপি' এই শ্লোকে তিনি কিরূপে উৎপন্না, এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। যদিও তাঁহার জন্মাদি নাই, তথাপি তাঁহার বহুবিধ আবির্ভাব হয়। এই গুহ্যতত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। 'উৎপত্তি' এই পদ দ্বারা উপচার বশে তাঁহার প্রকাশকত্ব ব্যাখ্যাত হইল। ইহার দ্বারা তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝা যাইতেছে। সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার জন্ম নহে, ইহাই কথিত হইল। 'দেবানাং' এই শ্লোকে বলিতেছেন। সেই দেবী যখন দেবগণের কার্য সিদ্ধির জন্য লোকমধ্যে আবির্ভূতা হন, তখন তিনি নিত্যা, উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতা হইয়াও জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া কথিতা হন। ইহার দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, তাঁহার জন্ম অজ্ঞ ব্যক্তির কুবুদ্ধির বিলাস মাত্র। বাস্তবপক্ষে ইহা যথার্থতঃ নহে। 'দেবগণের' এই কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মহামায়ার আবির্ভাবও পরোপকারের জন্যই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। 'যোগনিদ্রা' এই শ্লোকাবলম্বনে প্রতিজ্ঞাত অর্থ বলিবার জন্য ইতিকথা প্রস্তাব করিতেছেন। কল্পান্তে প্রলয় হইলে যখন সমগ্র জগৎ একমাত্র কারণ সমুদ্রে পরিণত হয়, তখন বিষ্ণু শেষনামক সর্পকে শয্যা করিয়া যোগরূপ নিদ্রার অনুকূল ক্রিয়ার আচরণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর নিদ্রা প্রাকৃত জীবগণের তুল্য বহিরিন্দ্রিয় নিমীলন সদৃশ নিদ্রা নহে। ইহার অর্থ, বিষ্ণু যোগস্থ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর নিদ্রা কিরূপ? ভগবান্ বিষ্ণু অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রভু ঈশ্বর। এই বাক্যদ্বারা বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত। 'তদা' এই শ্লোকে' ইহা বলিতেছেন। তখন মধু ও কৈটভ নামক প্রসিদ্ধ অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। সেই দুই অসুরের নাম 'হরিবংশ' নামক গ্রন্থে নিশ্চিত রূপে উক্ত আছে। ব্রহ্মা ধীরে ধীরে পরামর্শ করিয়া বায়ু ও প্রাণ সংগ্রহ পূর্বক একজনকে মৃদুতর মনে করিলেন ও অন্যজনকে কঠিন জানিলেন। সেই বিষ্ণুর নাভি কমলোদ্ভব ব্রহ্মা তাহাদের দুইজনের নামকরণ করিলেন। এই দৈত্য মৃদু, অতএব ইহার নাম মধু। অন্য

দৈত্য কঠিন বলিয়া ইহার নাম কৈটভ হইয়াছিল। মধু ও কৈটভ কি প্রকার? বিষ্ণুর কর্ণেল মল হইতে উৎপন্ন এই অসুরদ্বয় অতিশয় ভয়ংকর। সনাতন বিষ্ণুমূর্তি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক নহে বলিয়া তাঁহার কর্ণে মল থাকা সম্ভব নহে। কোনও ইচ্ছাদ্বারা তিনি এই মায়াজাত মল সৃজন করিয়াছেন। অথবা কর্ণমলের ন্যায়ই এই দুই অসুর অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'স' এই শ্লোকাবলম্বনে ইহা বলিতেছেন। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি কমলে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধা যোগমায়াকে স্তব করিয়াছিলেন। এইখানে তিনটি শ্লোকের একত্র অন্বয় হইবে। কি করিয়া? সেই উগ্র অসুরদ্বয়কে দেখিয়া ও জনার্দনকে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা স্তব করিলেন। জন নামক অসুরকে মর্দন (সংহার) করেন বলিয়া বিষ্ণুর নাম জনার্দন। এইখানে অসুরকে মর্দন করিবেন বলিয়া 'জনার্দন' পদ যথার্থরূপেই ব্যবহৃত। কি জন্য? সংহার-কর্তা বিষ্ণুর বিবোধন বা জাগরণের প্রয়োজন মনে করিয়া ব্রহ্মা স্তব করিয়া-ছিলেন। 'প্রবোধনার্থায়' এইস্থলে অভিপ্রেত অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা কিরূপ স্তব করিয়াছিলেন? তৎপ্রতি একনিষ্ঠ অন্তঃকরণ বলিয়াই স্থির নিশ্চল অথবা উর্দ্ধীকৃত হইয়া, অথবা জগৎ সৃষ্টির চেষ্টাযুক্ত হইয়া। 'অর্শ আদিভ্যাৎ' সূত্রানুসারে। কীদৃশী যোগনিদ্রাকে স্তব করিয়াছিলেন? হরির নেত্রকে যিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন. এই স্থলে 'নেত্র' শব্দ মুখ্যরূপে উক্ত, বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাই তাৎপর্য। এই কথা বলিতেছেন বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষ হইতে যোগনিদ্রা আবির্ভূতা হইলেন। সেই যোগনিদ্রার সামর্থ্য প্রকাশের জন্য বিশেষণ সমূহ উল্লেখ করিতেছেন। তেজঃস্বরূপ পরম চৈতন্যময় অন্তর্যামী বিষ্ণুর অথবা জগদ্ব্যাপক বিষ্ণুর (ব্যাপ্তি অর্থে বিষ্ ধাতুর অথবা বিশ্ প্রবেশন অর্থে। পুরাণে বিশ্ ধাতুর অর্থে বিষ্ণুপদের তদ্রূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়।) চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় নিমীলনকারিণী, অতএব বিশ্বেশ্বরী অর্থাৎ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ-কারিণী যোগনিদ্রাকে ইহার কারণরূপ দেখাইতেছেন। ভগবতী চিন্তার অতীতা ঐশ্বর্যশালিনী, তাহা বলিতেছেন। জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী জগৎকর্ত্রী। তিনি পালন ও সংহারকারিণী। তিনি জন্ম, পালন ও নাশকরণশীলা; এই হেতুই ভগবতী নিরুপমা। ব্রহ্মা কিরূপ? ব্রহ্মা জগতের জনক, প্রভু ও ভগবতীকে স্তব করিতে সমর্থ॥৬৩-৭১

ব্রহ্মোবাচ ॥৭২

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা ॥৭৩

সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ ॥৭৪

ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা।

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ॥৭৫

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ॥৭৬

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাঽস্মৃতিঃ ॥৭৭

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।

প্রকৃতিস্ত্বংহি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ॥৭৮

কালরাত্রির্মহারাত্রি র্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রী স্ত্বং বুদ্ধির্বোধ-লক্ষণা ॥৭৯

লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।

খড়্‌গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ॥৮০

শংখিনী চাপিনী বাণ ভুশণ্ডী পরিঘায়ুধা।

সৌম্যাসৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী ॥৮১

পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে ॥৮২

অন্বয়। ব্রহ্মা উবাচ। নিত্যে অক্ষরে ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বর-আত্মিকা। ত্বম্ সুধা ত্রি-ধা মাত্রা-আত্মিকা স্থিতা। যা বিশেষতঃ ন-উচ্চার্যা অর্ধ-মাত্রা স্থিতা সা ত্বম্ এব। ত্বং সাবিত্রী। ত্বং পরা নিত্যা দেবজননী। দেবি ত্বয়া এবং সর্বং ধার্যতে। ত্বয়া এতৎ জগৎ সৃজ্যতে। ত্বয়া এতৎ পাল্যতে চ ত্বম্ সর্বদা অন্তে অৎসি। জগৎ-ময়ে ত্বম্ অস্য জগতঃ বিসৃষ্টৌ সৃষ্টি-রূপা পালনে চ স্থিতি-রূপা তথা অন্তে সংহৃতি-রূপা। ভবতি মহাবিদ্যা মহামায়া মহা-মেধা মহা-অস্মৃতিঃ মহা-মোহা মহা-দেবী চ-মহা-

অসুরী। ত্বং হি সর্বস্ত গুণ-ত্রয়-বিভাবিনী প্রকৃতিঃ কালরাত্রিঃ মহারাত্রিঃ চ দারুণা মোহ-রাত্রিঃ। ত্বং শ্রীঃ, ত্বম্ ঈশ্বরী, ত্বং হ্রীঃ, ত্বং বোধ লক্ষণা বুদ্ধিঃ লজ্জা পুষ্টিঃ তথা তুষ্টিঃ। ত্বম্ এব শান্তিঃ ক্ষান্তিঃ চ। খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী শঙ্খিনী চাপিনী তথা বাণ-ভুশুণ্ডী-পরিঘ-আয়ুধা। ত্বম্ এব সৌম্যা অসৌম্যতরা অশেষ-সৌম্যেভ্যঃ তু অতিসুন্দরী পরাণাংপরাপরমা-পরম ঈশ্বরী। অখিল-আত্মিকে, যৎ চ কিম-চিৎ ক-চিৎ অসৎ বা সৎ বস্তু ॥ ৭২-৮২

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মা বলিলেন, নিত্যে, অক্ষরে, আপনিই দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনিই দেবাহ্বানের বষট্‌মন্ত্রস্বরূপা ও উদাত্তাদিস্বরূপা। আপনিই অমৃতরূপা এবং অ-উ-ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা। বিশেষরূপে যাহা অনুচ্চার্যা, নিগু´ণা বা তুরীয়া, তাহাও আপনি। হে দেবি, আপনি গায়ত্রীমন্ত্ররূপা এবং আপনি পরিণামহীনা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদি মাতা। হে দেবি, আপনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনিই ইহা পালন করেন এবং সর্বদা প্রলয়কালে আপনি ইহা সংহার করেন। হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা। আপনি মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও সংসৃতি-কর্ত্রী মহামায়া। আপনি মহতী মেধা (স্মৃতি), মহতী বিস্মৃতি ও মহামোহ। আপনি মহতী দেবশক্তি এবং দুর্জয়া অসুরশক্তি। আপনিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণামবিধায়িনী। আপনি কালরাত্রি (যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়) ও মহারাত্রি (যাহাতে জগতের লয় হয়)। আপনি দুষ্পরিহারা (কারণ, এই মোহরাত্রির অবসান একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সম্ভব, অন্য উপায়ে নহে)। মোহনিশা বা মানুষী রাত্রি (যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়)। (আপনি লক্ষ্মী, আপনি ঈশ্বরশক্তি, আপনি হ্রী, আপনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আপনি লজ্জা, পুষ্টি ও তুষ্টি। আপনিই শান্তি ও ক্ষান্তি। আপনি খড়্গধারিণী, ত্রিশূলধারিণী (একহস্ত নরশির ধারণে) ভয়ংকরী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শংখধারিণী, ধনুর্ধারিণী এবং বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী।\ (বৈকৃতিক রহস্য দ্রষ্টব্য।)

আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা ও দৈত্যগণের প্রতি রুদ্রা। আপনি

সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা। আপনি সর্বপ্রধানা মহাদেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি ॥৭২-৮২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ব্রহ্মোবাচ ॥ স্তুতিমাহ। ত্বমিতি। ত্বং স্বাহা দেবহবির্দানমন্ত্রঃ; ত্বং স্বধা পিতৃহবির্দানমন্ত্রঃ, যদ্বা পিতৃদেয়মন্নং ("স্বধা বৈ পিতৃণামন্নম্" ইতি শ্রুতেঃ)। (হি অবধারণে) ত্বং হি ত্বমেবেত্যর্থঃ বষট্ ক্রিয়তেঽনেনেতি বষট্কারো যজ্ঞঃ, যদ্বা বষট্কারোঽপি দেবহবির্দানমন্ত্রঃ (তথাচামরঃ "স্বাহা দেবহবির্দানে শ্রৌষট বৌষট্ বষট্ স্বধা" ইতি শ্রৌষড়াদীনা-মুপলক্ষণম্; মন্ত্রভেদাৎ পুনরুপাদানম্); স্বরা উদাত্তাদয়ঃ, তৌ আত্মানৌ স্বরূপে যস্যাঃ সা বষট্‌কারস্বরাত্মিকা, তৎস্বরূপেত্যর্থঃ (এতেন যজ্ঞ-তৎসাধনমন্ত্র-তদবিকলাঙ্গতাপ্রতিপাদকস্বরূপত্বেন জগতৃপ্তিহেতুত্বং জগদুদ্ভবহেতুত্বঞ্চ প্রতি-পাদিতম; তদুক্তং গীতায় "যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইতি, পরাশরশ্চ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ইতি)। ত্বং সুধা অমৃতং দেবান্নমিত্যর্থঃ। হে নিত্যে, অক্ষরে অক্ষরসমুদায়ে (জাতিসামান্যাদেকত্বম্) ত্বং মাত্রাত্মিকা সতী ত্রিধা হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত রূপসতী স্থিতা। যা চ অর্দ্ধমাত্রা (ব্যঞ্জনবর্ণরূপা), সাপি ত্বমেব ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ; সা কীদৃশী? যা বিশেষতঃ স্পষ্টম্ অনুচ্চার্যা উচ্চারয়িতুমশক্যা ("মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে। অক্ষরাবয়বে স্বল্পে ক্লীবং কার্‌ৎস্ন্যেঽবধারণে" ইতি মেদিনী)। যদ্বা হে নিত্যে কারণভূতে, হে অক্ষরে প্রণবস্বরূপে ("ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ইতি গীতাসূক্তেঃ) মাত্রাত্মিকা অকারোকারমকারস্বরূপা সত্ত্বরজস্তমোময়ী, যা চ অর্দ্ধমাত্রা নির্গুণা সা ত্বমেব স্থিতা (তথাচাত্রৈব "অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্। এতা এব ত্রয়ো মাত্রাঃ সত্ত্বরাজসতামসাঃ।) নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রাত্র সংস্থিতা। গান্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া। পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে"); যদ্বা মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা চ ব্যক্তাব্যক্তচিচ্ছক্তি পরমপদস্বরূপা; তত্র ব্যক্তং মহদাদি, অব্যক্তং প্রধানং চিচ্ছক্তিঃ চৈতন্যশক্তির্জীবঃ পরমপদং ব্রহ্ম এতচ্চতুষ্টয়াত্মিকা; তথাচাত্রৈব "ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্" ইতি); যদ্বা মাত্রাস্ত্রয়ো বেদা ঋগ্‌যজুঃসামানি, যদ্বা মাত্রাস্ত্রয়ো লোকা ভূ র্ভুবঃ স্বঃ; যদ্বা মাত্রা গার্হপত্যাহবনীয় দক্ষিণাগ্নয়স্ত্রয়ঃ; যদ্বা মাত্রা অংশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ, তথা-চাত্রৈব "ওমিত্যেতত্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়শ্চৈব"

ইতি। (অত্র প্রকৃতেব্রহ্মত্বং শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া)। ত্বং সা প্রসিদ্ধা সাবিত্রী গায়ত্রী। হে দেবী, ত্বমেব জননী মাতা। তস্যাঃ কার্যত্বং নিবারয়তি পরেতি সর্বোৎকৃষ্টা আদিকারণত্বাৎ॥ ত্বয়েতি। ত্বয়া এব সর্বং জগৎ ধার্যতে (এবকারেণ তস্যা আধারান্তরনিরপেক্ষত্বং দ্যোত্যতে)। ব্রহ্মাদি রূপতামাহ—সর্বদা ত্বয়া এতৎ জগৎ সৃজ্যতে উৎপাদ্যতে, ত্বয়া এতৎ জগৎ পাল্যতে রক্ষ্যতে, অন্তে প্রলয়ে ত্বম্ এতৎ জগৎ অৎসি ভক্ষয়সি (সর্বদেতি কদাচিৎ কর্তাং ব্যাবর্ত্তয়তি। সৃষ্ট্যাদীনাং গুণত্রয়কার্যত্বেঽপি গুণত্রয়স্য ত্বদংশত্বাৎ ত্বমেব করোষীতি তাৎপর্যম্)। এতৎসকলকর্ত্তৃত্বেঽপি আসক্তিং ব্যাবর্ত্তয়তি—হে দেবী প্রকাশরূপে অবিলুপ্তচিদ্রূপে (চিৎ প্রকৃত্যভিপ্রায়েণৈতৎ সম্বোধনম্)॥ স্রষ্টৃত্বাদিরূপমুক্ত্বা সৃজ্যত্বাদিরূপতাং তৎক্রিয়ারূপতাঞ্চ শ্লেষেণাহ। বিসৃষ্টাবিতি। অস্য জগতঃ বিসৃষ্টৌ বিবিধসৃষ্ট্যবসরে ত্বং সৃষ্টিরূপা, সৃজ্যতে অসৌ সৃষ্টিঃ কার্যং (কর্মণি ক্তিঃ, পক্ষে সৃষ্টিনির্মাণং ভাবে ক্তিঃ), তৎস্বরূপা (এবমুত্তরবাক্যদ্বয়েঽপি) স্থীয়তে (অন্তর্ভাবিণ্যর্থতয়া) অবস্থাপ্যতে অসৌ স্থিতিঃ, পক্ষে স্থিতিঃ পালনং, পালনে পালনাবসরে ত্বং স্থিতিরূপা পাল্যরূপা পালনরূপা চেত্যর্থঃ। সংহ্রিয়তে অসৌ সংহৃতিঃ, পক্ষে সংহরণম্; অন্তে প্রলয়ে ত্বং সংহৃতিরূপা সংহার্যরূপা সংহৃতিরূপা চেত্যর্থঃ (এতেন কর্তৃকর্মাধি-করণরূপা প্রতিপাদিতা) নিরপেক্ষকর্তৃত্বাৎ করণাকাঙ্ক্ষা নাস্ত্যেব, যদ্বা করণস্যাপি সংগ্রহোঽত্র কার্যঃ॥ সম্প্রদান অপাদান সম্বন্ধতামাহ—হে জগন্ময়ে জগৎস্বরূপে (আর্ষ আৎ, যদ্বা জগতি মহতে ব্যাপ্নোতীতি ময় গতৌ পচাদিত্বাৎ ঙঃ), জগৎ যস্মৈ (যদর্থং) যতঃ সকাশাৎ যস্য সম্বন্ধে বা ভবতি তৎ সর্বং ত্বমেব; তস্মাৎ সর্বকারকক্রিয়াময়ী ত্বমিত্যর্থ॥ মহেতি। ত্বং মহাবিদ্যা তত্ত্বমসীতিমহাবাক্যলক্ষণা (তথাচ "বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ" ইতি), যদ্বা বিদ্যা উক্তলক্ষণা। ক্ষণিকপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি—মহতী মুক্তিপর্যবসানা চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া সর্বমোহিনী। মহামেধা সকলার্থাবধারণলক্ষণা বুদ্ধির্মেধা। স্মৃতির্ধর্মশাস্ত্রং, মহাস্মৃতির্বেদবিদ্যা। যদ্বা স্মৃতিঃ সংস্কারজন্য জ্ঞানবিশেষঃ তস্যা মহত্ত্বম্ অবিলুপ্তত্বম্; যদ্বা মহান্ মেধো পবাদ্যালম্ভনং যস্যাং সা মহামেধা যজ্ঞবিদ্যা "দীক্ষিতোঽগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদিশ্রুতিরূপা ইত্যর্থঃ; যদ্বা মহাস্মৃতিরুপনিষৎ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিরূপা (এতেন প্রবৃত্তি নির্বৃত্তি মার্গবোধক-বিদ্যারূপেতি ভাবঃ)। মহামোহো মহান্ মোহো যস্যাঃ সকাশাৎ

তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ; যদ্বা মহামোহো ভোগেচ্ছা (তথাচ বৈষ্ণবে "মহামোহস্ত বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা" ইতি, স্ত্রীত্বং বিশেষ্যলিঙ্গাশ্রয়ণাৎ)। ভবতী ত্বং, পূজ্যেতি বা; মহাদেবী মহাদেবশক্তিঃ, যদ্বা মহতাং দেবানাম্ ইন্দ্রাদীনাং শক্তিঃ সাত্ত্বিকী শক্তিরিত্যর্থঃ। মহাসুরী মহতী অসুরশক্তিঃ রাজসী শক্তিরিত্যর্থঃ॥ প্রকৃতিরিতি। ত্বঞ্চ সর্বস্য প্রকৃতিঃ কারণম্। তৎ কুত ইত্যাহ -গুণত্রয়বিভাবিনী গুণত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমাংসি বিভাবয়িতুং শীলং যস্যাঃ (তথাচ শ্রীভাগবতে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ" ইতি)। ত্বং কালরাত্রিঃ, কালো মরণং স এব রাত্রিঃ, মরণরূপা রাত্রিরিতি বা, যদ্বা কালস্য রাত্রিঃ বিরাম ইতি যাবৎ (তদুক্তং ভগবতা একাদশে "কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি মযাজে" ইতি); যদ্বা কালরাত্রিঃ ব্রহ্মণো মরণলক্ষণা রাত্রিঃ (তথাচাত্রৈব "উৎপত্তের্ব্রহ্মণো যাবদায়ুষো দ্বিপরার্দ্ধকম্। তাবদ্দিনং পরেশস্য তৎসমঃ সময়ো নিশা" ইতি)। মহারাত্রিঃ ব্রহ্মাণো রাত্রিঃ। মোহরাত্রিশ্চ মোহ উক্তলক্ষণঃ স এব রাত্রিঃ বুদ্ধের্মোহকত্বাৎ, মানুষী রাত্রি-নিদ্রারূপা ত্বম্। কীদৃশী? দারুণা অনতিক্রমণীয়া॥ ত্বমিতি। ত্বং শ্রীঃ সম্পৎ, বিষ্ণুবল্লভা বা। ত্বমীশ্বরী সর্বনিয়ন্ত্রী। ত্বং হ্রীঃ অকর্মজুগুপ্সা, তদধিষ্ঠাত্রী বা। ত্বং বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণ বিশেষঃ। কীদৃশী? বোধলক্ষণা, বোধো ব্যবসা-য়স্তদাত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকেতি যাবৎ (তদুক্তং কপিলেন "সংশয়োহথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্" ইতি)। "অনুনাসিক ইতি বক্তব্যম্" ইতি সানুনাসিকত্বে এতানি বীজানি ভবন্তি, বুদ্ধির্বাগ্‌ভবম্। ত্বং লজ্জা জুগুপ্সিতকরণে পরজ্ঞানশংকয়া দুঃখমিতি ভেদঃ। পুষ্টিঃ উপচয়ঃ। তথা তুষ্টিঃ যাদৃচ্ছিকলাভে সন্তোষঃ। ত্বং শান্তিঃ বিষয়-সুখানুসন্ধানরাহিত্যম্। ত্বং ক্ষান্তিঃ। এব চ অপকারিণ্যনপকারেচ্ছা ক্ষান্তিঃ (এতা মাতৃভেদা অপি)॥ খড়্গিনীতি। (ত্বমিত্যস্যানুষঙ্গঃ) ত্বং খড়্গিনী খড়্গযুক্তা, তচ্ছক্তিরিতি বা। এবং শূলিনী, গদিনী, চক্রিণী, তথা শংখিনী, চাপিনী, বানভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা (বাণাঃ শরাঃ, ভুশুণ্ডী লৌহলগুড়বিশেষঃ যথা "শতঘ্নী চ চতুর্হস্তা লৌহকণ্টকসঞ্চিতা। ভুশুণ্ডী সর্বতো লৌহকণ্টকাত্যুক্রমোন্নতা" ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতম্, ভুবি শণ্ডতে পাতয়তীতি ভুশুণ্ডী—শণ্ডি রুজায়াং তালব্যাদিং পদাদিত্বাৎ ডঃ, নদাদিত্বাৎ ঙী, শেষো বৃদ্ধাদিতি ধাতোরকারস্য উকারঃ পূর্বপদে হ্রস্বশ্চ; পরিঘো লৌহলগুড়ঃ। এতে আয়ুধানি যস্যাঃ সা, তচ্ছক্তিরিতি বা। অতএব ঘোরা

ভয়ংকরা॥ সৌম্যেতি। ত্বং সৌম্যা (আর্ষ আৎ) আহ্লাদিকা মনুষ্যাদি-শোভা। সৌম্যতরা অত্যাহ্লাদিকা চন্দ্রপদ্মাদিশোভা। অশেষসৌম্যেভ্যস্ত সকলাহ্লাদকবস্তুভ্যশ্চ অতিসুন্দরী অত্যাহ্লাদিকা পরমানন্দময়ীত্বাৎ। (সৌম্যা, ঐহিকসুখদত্বাৎ, সৌম্যতরা স্বর্গাদিসুখহেতুত্বাৎ, অশেষসৌম্যেভ্যঃ অতিসুন্দরী নির্বাণহেতুত্বাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ)। পরাপরাণাং (পরে ব্রহ্মাদয়ঃ, অপরে ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং) পরমেশ্বরী পরমনিয়ন্ত্রী ত্বমেব। তত্র হেতুঃ পরমেতি, পরম্ ঈশ্বরং মাতি জীব ভাবেন বধ্নাতি পরমা। পরাপরাণাং কার্যকারণানাং পরমা আদিকারণস্বরূপেতি বা॥ আরোপিতগুণকীর্তনং স্তুতিঃ, সা তব নাস্তীত্যাহ যচ্চেতি। যচ্চ যাদৃক্, কিঞ্চিৎ কিমপি, কচিৎ কুত্রচিৎ দেশে কালে চ, সৎ কারণম্, অসৎ কার্যং যদ্বা সৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মম্—যদ্বা সৎ প্রশস্তম্, অসৎ নিন্দ্যং; যদ্বা সৎ বিদ্যমানম্, অসৎ অবিদ্যমানম্; অতীতং ভাবি চ বস্তু অস্তি, তস্য সর্বস্য বস্তুনো যা ত্বং শক্তিঃ শক্তিরূপা যদা, তদা সা ত্বং স্তূয়সে কিম্? অপি তু তব স্তুতিরেব ন ভবতি, কিন্তু স্বরূপোৎকীর্তনমাত্রমেতদিত্যর্থঃ। এতদেবোপপাদয়তি—হে অখিলাত্মিকে সর্বস্বরূপে॥৭২-৮২

টীকার্থ। ব্রহ্মা বলিলেন॥ 'ত্বম্' শব্দে আরম্ভ করিয়া স্তুতি বলিতেছেন। তুমি স্বাহা, দেব উদ্দেশ্যে হবির্দানের মন্ত্র। তুমি স্বধা, পিতৃ-উদ্দেশ্যক হবির্দানের মন্ত্র। অথবা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় অন্ন। পিতৃ-গণের উদ্দেশ্যে দেয় অন্ন স্বধা—ইহা বেদে উক্ত। 'হি' শব্দ নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত। তুমিই যজ্ঞরূপা অথবা দেবগণের উদ্দেশ্যে হবির্দানের মন্ত্র বষট্‌কার। অমরকোষে উল্লিখিত আছে, দেবতার উদ্দেশ্যক হবির্দানে স্বাহা, শ্রৌষট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। শ্রৌষট্ প্রভৃতি মন্ত্র উপলক্ষণ মাত্র। মন্ত্রভেদে ইহারা পুনরায় উপাদান মাত্র। 'স্বর' শব্দে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত প্রভৃতি স্বর বুঝায়। তুমি বষট্ ও উদাত্ত প্রভৃতি স্বর স্বরূপা। ইহা দ্বারা যজ্ঞ ও যজ্ঞ সাধনের মন্ত্র এবং তাহার অবিকলাঙ্গতা প্রতিপাদক স্বরূপে জগতের তৃপ্তিহেতুত্ব ও জগতের উদ্ভবের হেতুত্ব প্রতিপাদিত হইল। আলোচ্য বিষয়ে গীতায় (৩।১৪) উক্ত আছে, "যজ্ঞ হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে ভূতগণ জাত হন।" পরাশর সংহিতায় আছে, "অগ্নিতে প্রদত্ত সম্যক্ আহুতি আদিত্যতে উপস্থিত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হয়।" উক্ত মর্মে মনুসংহিতায় এই শ্লোক দৃষ্ট হয়। তুমি সুধা, দেবগণের অন্ন। হে নিত্যে, অক্ষর

সমুদয়ে তুমি মাত্রা রূপা হইয়া হ্রস্ব-দীর্ঘ ও প্লুতরূপে তিন প্রকারে অবস্থিতা। এখানে 'অক্ষর' শব্দ জাতিত্ব নিবন্ধন একবচন। আর তুমিই অর্দ্ধমাত্রা, ব্যঞ্জন বর্ণরূপা। 'সেই তুমি' উত্তর পদের সহিত অন্বিত হইবে। সেই যোগ নিদ্রা কিরূপ অবস্থাশালিনী? যিনি স্পষ্টতঃ উচ্চারণের অযোগ্যা, যাঁহাকে উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। মেদিনীকোষ অভিধানে মাত্রা শব্দে কর্ণ, বিভূষণ, বিত্ত, মান ও পরিচ্ছদ বুঝায়। ইহা অক্ষরের অবয়ব, স্বল্প অর্থে, ক্লীবলিঙ্গে কৃৎস্ন (পূর্ণ) এবং অবধারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। অথবা হে নিত্যে, কারণভূতে। হে অক্ষরে, প্রণব স্বরূপে। 'ওম্' এই এক অক্ষর ব্রহ্মগীতায় উক্ত থাকায় অক্ষরা অর্থে প্রণবরূপা। তুমি সত্ত্বরজস্তমোময়ী, অকার-উকার-মকার স্বরূপা ও নির্গুণা। সেই প্রকার এখানেও আকার, উকার এবং মকার এই বর্ণত্রয় নির্দেশিত। এই অক্ষরত্রয়ই সত্ত্বরজস্তমোময়ী ত্রিমাত্রা। নির্গুণা, যোগিগণ দ্বারা জ্ঞেয়া; অর্দ্ধমাত্রারূপে এখানে অবস্থিতা। গান্ধারী শব্দ গান্ধার স্বরকে আশ্রয় করিয়া আছে। পিপীলিকাতুল্য গতিযুক্ত কুণ্ডলিনী অর্থেও ইহা প্রযুক্ত হয়। উক্ত গতি মূর্দ্ধাদেশে (সহস্রারে) লক্ষিত হয়। অথবা ব্যক্ত ও অব্যক্ত চিৎশক্তি-রূপা পরমপদস্বরূপা মাত্রা অর্দ্ধমাত্রা। ব্যক্ত, মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। অব্যক্ত, প্রকৃতি। চিৎশক্তি, চৈতন্যশক্তি জীব। পরম-পদ, ব্রহ্ম এই চতুষ্টয় স্বরূপা অর্দ্ধমাত্রা। সেইরূপ এখানেও প্রথমা মাত্রা ব্যক্তা ও দ্বিতীয়া মাত্রা অব্যক্তা নামে অভিহিতা। তৃতীয়া মাত্রা চিৎশক্তি ও চতুর্থমাত্রা পরমপদ ব্রহ্ম। অথবা ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রিবেদের নাম মাত্রা। অথবা ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই ত্রিলোকের নাম মাত্রা। অথবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই অগ্নিত্রয়ের নাম মাত্রা। অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয়কে বলা যায়। সেইরূপ এখানেও 'ওম্, শব্দে তিন বেদ, ত্রিলোক, ত্রি অগ্নি ও ব্রহ্মাদি দেবত্রয় বুঝায়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ নিমিত্ত প্রকৃতির ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইল। তুমিই সেই প্রসিদ্ধা গায়ত্রী। হে দেবি, তুমিই জননী। আদি কারণ বলিয়া তুমি পরা, সর্বোৎকৃষ্টা। এই পদদ্বারা সেই জননী কারণ পদার্থ, কার্য পদার্থ নহে—ইহা প্রমাণিত। কার্যত্ব নিবারণার্থ 'পরা' পদ উল্লিখিত। 'ত্বয়া' এই শ্লোকে বলিতেছেন, তুমিই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়াছ। 'ত্বয়া এব' এই এব-কার দ্বারা তাঁহার আধার-নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হইল। তাঁহার ব্রহ্মাদি রূপত্ব বলিতেছেন। তুমি ব্রহ্মারূপে সর্বদা এই জগৎকে উৎপাদিত করিতেছ। বিষ্ণুরূপে তুমি এই জগৎকে পালন

করিতেছ। প্রলয়কালে শিবরূপে তুমি এই জগৎকে সংহার করিতেছ। 'সর্বদা' এই পদ দ্বারা কখনও কখনও করেন, এই আশংকার নিবৃত্তি হইল। সৃষ্টি আদি বিষয় গুণত্রয়ের কার্য হইলেও গুণত্রয় তোমার অংশ বলিয়া তুমিই করিতেছ, ইহাই তাৎপর্য। এই সকলের কর্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আসক্তি ব্যাবৃত্ত (নিরাকৃত) করিতেছেন। হে দেবি! প্রকাশরূপে, অলুপ্ত চিন্ময়রূপে। চিন্ময়রূপ লুপ্ত নহে যাঁহার তিনি। দেবী চিন্ময় প্রকৃতি, এই অভিপ্রায়ে 'দেবি' নামে সম্বোধিতা। 'বিসৃষ্টৌ' এই শ্লোকে দেবীর স্রষ্টৃত্বাদি রূপ বলিয়া স্রষ্টৃত্বাদি রূপতা এবং তাঁহার ক্রিয়া রূপত্ব শ্লেষ সহকারে বলিতেছেন। এই জগতের বিবিধ সৃষ্টি কার্যে তুমি সৃষ্টিরূপা। তিনি উহা সৃজন করেন, এই সৃষ্টি অর্থে কার্য। এখানে কর্মবাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয়। অন্যপক্ষে সৃষ্টি শব্দের অর্থ নির্মাণ, ভাববাচ্যে 'ক্তি'। তিনি সৃষ্টি স্বরূপা। এই প্রকার পরবর্তী বাক্যদ্বয়েও বুঝিবে। অন্তর্ভাবিত অর্থে ইনি উহাকে অবস্থাপিত করেন। উক্ত অর্থে 'স্থিতি' শব্দ নিষ্পন্ন। অথবা 'স্থিতি' শব্দের অর্থ পালন। পালন বিষয়ে তুমি পাল্য ও পালনরূপা। সংহার করেন বলিয়া তিনি সংহৃতি, অন্যপক্ষে সংহরণ। প্রলয়কালে তুমি সংহার্যরূপা ও সংহৃতিরূপা। ইহাদ্বারা তাঁহার কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব উভয়ই প্রতিপাদিত হইল। নিরপেক্ষ কর্তৃত্বহেতু তাঁহার করণাকাঙ্ক্ষা নাই। অথবা এখানে করণেরও সংগ্রহ কর্তব্য। সম্প্রদান ও অপাদান কারকের সম্বন্ধ বলিতেছেন। হে জগন্ময়ে, জগৎস্বরূপে। আর্য আৎ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা অনন্তজগতে যিনি পরিব্যাপ্ত। গতি অর্থে ময় প্রত্যয় হইয়াছে পচাদিত্বাৎ সূত্র অনুসারে। যাহা হইতে হয় অথবা যাহার সম্বন্ধে হয়, সেই সমস্ত তুমিই, সেইহেতু সর্বকারক-ক্রিয়াময়ী তুমিই। 'মহাবিদ্যা' এই শ্লোকে বলিতেছেন। তুমি মহাবিদ্যা, সামবেদের মহাবাক্য তত্ত্বমসি (তুমি সেই আত্মা হও) লক্ষণাযুক্তা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের মহাবাক্য যথাক্রমে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম প্রজ্ঞান স্বরূপ), অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম হই) ও অয়মাত্মা ব্রহ্ম (এই আত্মাই ব্রহ্ম) একার্থবোধক। আত্মজ্ঞের সহিত তোমার ভেদ বাধিত হয়। উক্তমর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১৷১৯৷৪০) আছে, "আত্মনি প্রতীতস্য ভেদস্য বাধঃ, এক এব আত্মা সর্বভূতেষু বর্ত্ততে ইত্যেবং "বোধো বিদ্যা"। আত্মাতে প্রতীত ভেদের বাধ এবং এক আত্মা সর্বভূতে বিদ্যমান এই বোধকে পরা বিদ্যা বলে। ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তে আছে, ব্রহ্মবিদুষীবাক্ (অম্ভৃণ দুহিতা) 'সাঽহম্' (আমি সেই ব্রহ্মময়ী) এই অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অথবা, সেই মহামায়াই তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা। প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে লয়—এই ক্ষণবাদি বৌদ্ধ পক্ষকে নিরাকৃত করিতেছেন। যে মায়া মোক্ষলাভে অস্তমিত হন, তিনি মহামায়া, সর্বমোহন-কারিণী। সকল প্রকার অর্থের অবধারক মেধা তিনি। স্মৃতি অর্থে ধর্মশাস্ত্র, মহাস্মৃতি অর্থে বেদবিদ্যা। সংস্কারজাত জ্ঞানবিশেষের নাম স্মৃতি, তাঁহার মহত্ত্ব, অবিলুপ্তি। অথবা মহামেধা, গবাদি আলম্ভন যাহাতে তিনি মহামেধা। মহামেধা, ব্রহ্মমেধা, যাহার সহায়ে ব্রহ্মস্বরূপ বিজ্ঞাত হয়। যজ্ঞবিদ্যা, "দীক্ষিত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের উপযোগী পশু সংগ্রহ করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যরূপা। অথবা মহাস্মৃতি, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বাক্য 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদি মহাস্মৃতি।' উদ্ধৃতশ্রুতি বাক্যের অর্থ এইরূপ। যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিলে আত্মদর্শন হয়। ইহার দ্বারা উপলব্ধ হয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের বোধিকা বিদ্যারূপা মহামায়া যাহা হইতে মহামোহ উপস্থিত হয়, তিনিই তাহার হেতু। অথবা মহামোহ শব্দের অর্থ ভোগেচ্ছা। উক্তমর্মে বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত আছে, 'গ্রাম্য ভোগ সুখের ইচ্ছা মহামোহ বলিয়া জানিবে।' এখানে বিশেষ্যের লিঙ্গানুযায়ী 'এষণা' স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় হইয়াছে। তুমি পূজ্যা, এই অর্থও হয়। মহাদেবী অর্থে, মহাদেবশক্তি, ইন্দ্রাদিদেবগণের সাত্ত্বিকী শক্তি এবং মহতী অসুরশক্তি, মহিষাদি অসুরগণের রাজসী শক্তি। 'প্রকৃতি' এই শ্লোকাবলম্বনে বলিতেছেন, তুমি সকলের প্রকৃতি অর্থাৎ সকলের কারণ। উক্ত মোহ কোথা হইতে আসে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় বিভাবিত করিবার স্বভাব, সামর্থ্য তাঁহার আছে বলিয়া তিনি গুণত্রয় বিভাবিনী বা ত্রিগুণময়ী। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। তুমি কালরাত্রি, কাল অর্থে মরণ, তাহাই রূপ যাহার। অথবা মরণরূপা মহারাত্রি। অথবা কালের রাত্রি, কালের বিশ্রাম। উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবান বলিতেছেন, কাল মায়াময় জীবে ও জীব আত্মায় মগ্ন হয়। অথবা কালরাত্রি ব্রহ্মার মরণলক্ষণ স্বরূপা রাত্রি। ব্রহ্মার জন্ম হইতে দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু ব্রহ্মার দিন এবং সমান সময় তাঁহার নিশা। ব্রহ্মার রাত্রির নাম মহারাত্রি। জৈব বুদ্ধিকে মোহিত করেন বলিয়া তিনি মহারাত্রি। নিদ্রারূপে তুমি মানুষী রাত্রি। কি প্রকার? জীবনিদ্রা অতিক্রম, পরিহার

করা যায় না। 'ত্বম্' এই শ্লোকে বলিতেছেন. (তুমি শ্রী, সম্পদ্‌। অথবা তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী। তুমি ঈশ্বরী, সমস্ত নিয়ন্ত্রণের কর্ত্রী। তুমি হ্রী, অকর্মে নিন্দা, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তুমি বুদ্ধি, অন্তঃকরণ বিশেষ। তুমি কিরূপ? বোধলক্ষণা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সাংখ্যকার কপিলমুনি বলেন, বুদ্ধির লক্ষণ সংশয়. বিপর্যয়, স্মৃতি ও নিদ্রা বৃত্তিভেদে পৃথক্ হয়। শ্রীঁ ও হ্রীঁ বীজদ্বয়ে 'ঈ' অনুনাসিক বর্ণরূপে উচ্চারিত হওয়ায় অনুস্বার সংযুক্ত। বুদ্ধি, বাগ্‌জাত 'ঐ'কার অর্থে সানুনাসিকহেতু ঐঁ হইবে। শ্রীঁ, হ্রীঁ, ঐঁ বীজত্রয়ের অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। তুমি লজ্জা। লজ্জা অর্থে কুৎসিত কর্ম করিলে অন্য ব্যক্তি জানিবে, এই আশংকায় দুঃখ। হ্রী ও লজ্জা একার্থবোধক হইলেও শব্দদ্বয় ভিন্ন অর্থে বুঝিতে হইবে। তুমি পুষ্টি, উপচয় এবং তুষ্টি, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ। তুমি শান্তি, বিষয়ভোগজনিত সুখলাভের অনুসন্ধানে অনিচ্ছা। তুমি ক্ষান্তি, অপকারীর অপকারে অনিচ্ছা বা ক্ষমা। তোমার শক্তিতে এই সকল মাতৃভেদ দৃষ্ট হয়। 'খড়্গিনী' এই শ্লোকে 'তুমি' পদ যোজনা করিবে। তুমি খড়্গাযুক্তা, খড়্গের শক্তি। এইরূপে তুমি শূলিনী শূলধারিণী। তুমি গদিনী, গদাধারিণী। তুমি চক্রিণী, চক্রধারিণী। তুমি চাপিনী, চাপধারিণী। তুমি বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘ-আয়ুধধারিণী। বাণ অর্থে শর। ভুশুণ্ডী, লৌহ-নির্মিত লগুড় বিশেষ। টীকাকার শ্রীধরস্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত বাক্যে ভুশুণ্ডীর বর্ণনা প্রদত্ত। ভুশুণ্ডী শত প্রাণী হননে সমর্থ, চারিহস্ত পরিমিত ও সবদিকে ক্রমোন্নত লৌহকণ্টকে আকীর্ণ। যে অস্ত্র শত্রুকে ভূতলে পাতিত করে, তাহাকে ভুশুণ্ডী বলে। 'শুণ্ড'ধাতু অর্থে পীড়াদান। তালব্য শ' ইত্যাদি পদাদি হেতু ভ, নদাদিগণের অন্তর্গত বলিয়া ঈ প্রত্যয় এবং শেষো বৃদ্ধাৎ এই সূত্রানুসারে শুণ্ডধাতুর অকার স্থানে উকার এবং পূর্বপদ হ্রস্ব। এইরূপে ভুশুণ্ডী পদ নিষ্পন্ন পরিঘ অর্থে লৌহলগুড়। এইসকল আয়ুধ যাঁহার, অথবা আয়ুধসমূহের শক্তি যাঁহার তিনি। এই হেতু তিনি ভয়ংকরী। 'সৌম্য' এই শ্লোকে বলিতেছেন, তুমি সৌম্যা, এখানে আর্ষ আৎ প্রত্যয়। আহ্লাদিকা, মনুষ্যাদির শোভা। সৌম্যতরা, অতিশয় আহ্লাদজনিকা চন্দ্র ও পদ্ম প্রভৃতি তুল্য শোভাযুক্তা। সর্ববিধ আহ্লাদজনক বস্তু অপেক্ষা অতিসুন্দরী, পরমানন্দময়ী বলিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিকা। টীকাকার বিদ্যাবিনোদের মতে ঐহিক সুখ দান করেন বলিয়া তিনি সৌম্যা। স্বর্গাদি সুখের কারণ বলিয়া তিনি সৌম্যতরা। নির্বাণ হেতু অশেষ সৌম্য অপেক্ষা অতিসুন্দরী, সৌম্যতমা। তুমি পর ও অপরগণের

পরম নিয়ন্ত্রী। ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর বলে, আর ইন্দ্রাদি দেবগণকে অপর বলে। ইহার তাৎপর্য, তুমি ব্রহ্মাদি ও ইন্দ্রাদিদেবগণের নিয়ন্ত্রী। 'পরমা' পদদ্বারা তুমি সেই পরম নিয়ন্ত্রী, ইহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরকে জীবরূপে বদ্ধ করেন বলিয়া তিনি পরমা। অথবা তিনি কার্যকরণের আদি স্বরূপা। 'যচ্চ' এই শ্লোকে বলিতেছেন, আরোপিত গুণকীর্তনের নাম স্তুতি, তাহা তোমার নাই। যেরূপ কোনও বস্তু কোনদেশে বা কোনকালে সৎ, কারণ। অসৎ, কার্য। অথবা সৎ, স্থূল এবং অসৎ, সূক্ষ্ম। অথবা সৎ, প্রশংসার্হ এবং অসৎ, নিন্দনীয়। অথবা সৎ, বিদ্যমান এবং অসৎ, অবিদ্যমান। যে সকল অতীত বা ভাবীবস্তু আছে, তৎ সমুদয়ের শক্তিরূপা। সুতরাং তোমাকে কিরূপে স্তব করিব? ইহার তাৎপর্য, ইহা তোমার স্তুতি নয়, তোমার স্বরূপ-কীর্তন মাত্র। 'অখিলাত্মিকে', সর্বস্বরূপে পদদ্বারা দেবীর পূর্বোক্ত স্বরূপ প্রতিপাদিত ॥ ২-৮২

টিপ্পনী। ৩৯. **ব্রহ্মার দিবাবসান**—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, মানুষের এই চারিযুগে দেবতার এক যুগ হয়। এইরূপ কিঞ্চিদধিক একাত্তর দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। এইরূপ চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস। ব্রহ্মার দিবসানুযায়ী মাস ও বৎসর গণনার দ্বারা যে একশত বর্ষ হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু।

৪০. **মধু-কৈটভ**—মধু-কৈটভের উপাখ্যান দেবীভাগবতের ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায়। শৌনক প্রমুখ মুনির প্রশ্নোত্তরে সূত তাঁহাদিগকে উপাখ্যানটি এইভাবে বলিয়াছিলেন। মহাকায় মহাবীর ক্রূরপ্রকৃতি দানবদ্বয় একার্ণব সলিলে শেষনামক সর্পশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়-প্লাবিত সাগরমধ্যে পরিবর্ধিত হইল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ কারণসলিলে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে মনে মনে ভাবিল, "এই অসীম জলরাশি কে সৃষ্টি করিল? আমরাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম?" তাহারা এই প্রকার বিচার করিয়া বুঝিল, অনির্বচনীয় মহাশক্তিই এইসকলের মূলীভূত কারণ। যখন বিচারশীল অসুরদ্বয় এই দুষ্প্রাপ্য বোধলাভে সমর্থ হইল, তখন তাহারা একটি মনোহর বাগ্‌বীজমন্ত্র আকাশে শুনিল। সুশ্রুত মন্ত্রটি উপদেশরূপে গ্রহণপূর্বক তাহারা উহা জপ করিতে লাগিল। দৃঢ়াভ্যাসের ফলে জপ্ত মন্ত্র সৌদামিনীরূপে মহাকাশে সমুদিত হইল। সেই সময় তাহারা গগনে মাল্য-পুস্তক-পাশাঙ্কুশধারিণী সরস্বতীর সগুণ ধ্যেয়মূর্তি দেখিতে পাইল। তাহারা নিরাহার, জিতাত্মা,

তন্ময়চিত্ত ও সমাহিত হইয়া দেবীর মন্ত্রজপেও মূর্তিধ্যানে ব্রতী হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইবার পর পরমা চিৎশক্তিরূপিণী দেবী তাহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আকাশাভ্যন্তরে অদৃশ্যা থাকিয়া তাহাদিগের অনুগ্রহার্থ অশরীরী দৈববাণী উচ্চারণ করিলেন, 'রে দৈত্যদ্বয়, তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর।' তপঃ ক্লিষ্ট দানবদ্বয় আকাশবাণী শ্রবণান্তে স্বেচ্ছামৃত্যুবর প্রার্থনা করিল। দেবী কহিলেন, 'মৎপ্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে। তোমরা উভয়ে সুরাসুরের অজেয় হইবে।' দেবীর নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া দুর্দান্ত মধু-কৈটভ মদগর্বিতভাবে প্রলয়সাগর-মধ্যে জলজন্তুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইভাবে ভ্রমণকালে যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় শুভাসন পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র যাইতে বলিল। ব্রহ্মা ভীত হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণু জাগ্রত না হওয়ায় তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবীভাগবতে ব্রহ্মার যে স্তব আছে, তাহা দেবীমাহাত্ম্যে প্রাপ্ত ব্রহ্মার স্তব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ সুন্দর ও সারগর্ভ।

৪১. **বিশ্বেশ্বরী**—বিশ্বেশ্বর্যাদি সূক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট। উহাতে কাল-রাত্রি ও মোহরাত্রি আদি শব্দের ব্যবহার থাকায় উহাকে তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত বলে। তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত এই শ্লোক হইতে আরম্ভ। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে,

বিশ্বেশ্বর্যাদিকং সূক্তং দৃষ্টং তদ্‌ব্রহ্মণা তদা।
স্তুতয়ে যোগনিদ্রায়াঃ সমং দেব্যাঃ পুরন্দরঃ ॥
অস্যাঃ দেব্যাঃ সমুৎপত্তিশ্চরিতং স্তোতুমিত্যাপি।
হিতায় সর্বভূতানাং ধার্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥

'বিশ্বেশ্বরী' ইত্যাদি সূক্ত তখন ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মাও দেবীযোগনিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদিগণ সকল প্রাণীর কল্যাণের নিমিত্ত এই দেবীর আবির্ভাব, চরিত্র ও স্তোত্র বিধান করেন।

তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাহত্তি যো জগৎ ॥৮৩
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণ-মহ-মীশান এব চ ।।৮৪
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈ রুদারৈর্দেবি সংস্তুতা ।।৮৫
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধু-কৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু ।।৮৬
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ।।৮৭

অন্বয়। তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং তদা কিং স্তুয়সে? যয়া ত্বয়া জগৎ-স্রষ্টা জগৎ-পাতা যঃ জগৎ অত্তি সঃ অপি নিদ্রা-বশং নীতঃ। ত্বাং স্তোতুম্ ইহ কঃ ঈশ্বরঃ? যতঃ বিষ্ণুঃ অহম্ ঈশানঃ এব চ তে শরীর-গ্রহণম্ কারিতাঃ। অতঃ ত্বাং স্তোতুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ? দেবি, সা ত্বম্ ইত্থং স্বৈঃ উদারৈঃ প্রভাবৈঃ সংস্তুতা এতৌ দুরাধর্ষৌ অসুরৌ মধু-কৈটভৌ মোহয়; জগৎ-স্বামী অচ্যুতঃ লঘু প্রবোধং চ নীয়তাং চ এতৌ মহা-অসুরৌ হন্তুম্ অস্য বোধঃ ক্রিয়তাম্ ।৮৩-৮৭।

শ্লোকার্থ। হে বিশ্বরূপিণি, যে-কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকলের যে শক্তি, তাহা আপনিই। সুতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব? যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং শিবরূপে জগৎ সংহার করেন, সেই পরমেশ্বরকেই আপনি নিদ্রাবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং এই সংসারে কে আপনার স্তব করিতে সমর্থ? আপনি আমাকে, বিষ্ণুকে ও রুদ্রকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন। অতএব কে আপনার স্তব করিতে পারে? হে দেবি, আপনি এবংবিধ অলৌকিক স্বীয় মহিমায় সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুরদ্বয়কে মোহিত করুন। শীঘ্র আপনি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া এই মহাসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি সঞ্চার করুন ।৮৩-৮৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। নমু "বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী" ইতি "মমাজ" মায়া গুণ ময্যানেকধা" ইতি—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ সম্বন্ধিত্ব প্রতিপাদনেন বিষ্ণুত্বংপরিচ্ছেদং জানাতু নেত্যাহ। যয়েতি। যো বিষ্ণু জগৎস্রষ্টা জগজ্জনকঃ, যশ্চ জগৎপাতা জগদ্রক্ষকঃ, যশ্চ জগৎ অত্তি ভক্ষয়তি,

সোঽপি যয়া ত্বয়া নিদ্রাবশং নিদ্রায়ত্ততাং নীতঃ প্রাপিতঃ, অতস্ত্বাং স্তোতুম্ ইহ জগতি কঃ ঈশ্বরঃ সমর্থঃ? অপি তু ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্বা এবং সর্বব্যাপারেশ্চরোঽপি ভগবাংশ্চেৎ ত্বয়া নিদ্রাবশং নীতঃ, তদা কঃ ব্রহ্মা কেবল সৃষ্টিব্যাপারেশ্বরঃ স্তোতুমীশ্বরঃ? নৈবেতি কাকুক্ত্যা নিষেধঃ। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু শরীরগ্রহণমপি বয়ং কারিতা ইত্যাহ বিষ্ণুরিতি। বিষ্ণুর্জগৎপালকোঽপি, অহং জগৎস্রষ্টাপি, ঈশানো জগৎসংহারকোঽপি এব চ যতঃ তে ত্বয়া শরীর গ্রহণং কারিতাঃ, অতঃ কারণাৎ ত্বাং স্তোতুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ? অপি তু কোঽপি ন. ত্বৎ প্রভাবত্বাৎ (তত্তৎকার্যায় গুণগ্রহণমেবাত্র শরীরগ্রহণং, ন ত্বিতরবৎ; তথাচ প্রথমে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাম্" ইতি)॥ স্তুত্যাভিমুখী কৃত্য প্রস্তুতং প্রার্থয়তে সেতি দ্ব্যাভ্যাম্। হে দেবি, সা অনির্বচনীয় প্রভাবা ত্বম্ ইত্থম্ উক্তপ্রকারেণ স্বৈঃ আত্মীয়ৈ অসাধারণৈরিতি যাবৎ প্রভাবৈঃ মাহাত্ম্যৈঃ স্তুতা যথাশক্তি বর্ণিতা সতী এতৌ দুরাধর্ষৌ অনভিভবনীয়ৌ মধুকৈটভৌ তদাখ্যৌ অসুরৌ মোহয়। বরসমুচ্চয়মাহ জগৎস্বামী জগদীশ্বরঃ, অচ্যুতঃ অপ্রতিহতবলঃ বিষ্ণুঃ লঘু শীঘ্রং প্রবোধং নিদ্রাভঙ্গং নীয়তাং অর্থাত্ত্বয়া। ন কেবলং প্রবোধো নেতব্য, কিন্তু অস্য বিষ্ণোঃ উভৌ মহাসুরৌ হন্তুং নাশয়িতুং বোধঃ ব্যবসায়শ্চ ক্রিয়তাং কার্যতামিত্যর্থঃ (করোতেরুৎপত্ত্যর্থত্বাদুক্তং "ভবত্যর্থস্য যঃ কর্তা ভবিতুঃ সপ্রযোজকঃ" ইতি; প্রার্থনায়াং (লোট)॥৮৩-৮৭

টীকার্থ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ভগবতী বিষ্ণুমায়া, আমার অজরূপা গুণময়ী মায়া বহুবিধা। যেহেতু আমার মায়া দুরধিগম্যা, ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া, সেইহেতু এই সকল বচনে উভয়ের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হওয়ায় বিষ্ণু তোমার অংশরূপে জানুন। বিষ্ণুমায়া মহামায়ার অংশভূতা।

'যয়া' এই শ্লোকে বলিলেন, তাহা নহে। যে বিষ্ণু জগতের জনক, যিনি জগতের রক্ষক ও যিনি জগতের ভক্ষক, সেই বিষ্ণুকে তুমি যোগনিদ্রায় অভিভূত কর। এই হেতু জগতে কোন ঈশ্বর বা দেবতা তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন ইহার অর্থ, কোন ঈশ্বর বা দেবতা তোমার যোগ্য স্তবে সমর্থ নহেন। অথবা এইরূপ সর্বকর্মের ঈশ্বর ভগবান্ যদি তোমার প্রভাবে নিদ্রাগত হন, তাহা হইলে কেবলমাত্র কোন্ স্রষ্টা ব্রহ্মা তোমার স্তব করিতে সমর্থ! ইহার অর্থ, ব্রহ্মাদি দেবতা তোমার সুযোগ্য স্তবনে অক্ষম। এইরূপ কাতর বচনে

স্বকীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। 'বিষ্ণুঃ' এই শ্লোকে বলিতেছেন, তুমি কেবল বিষ্ণুকে এইরূপে নিদ্রামগ্ন করিয়াছ এমন নহে; আমাদিগকেও শরীর গ্রহণ করাইয়াছ। যেহেতু তুমি জগৎপালক বিষ্ণু, জগৎস্রষ্টা আমি ব্রহ্মা ও জগৎসংহারক শিবকে শরীর ধারণ করাইয়াছ, সেইহেতু তোমাকে স্তব করিতে কোন শক্তিমান্ সমর্থ হইবে? তোমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা কেহই তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহি। সেই সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্যের জন্য গুণ গ্রহণই এই স্থলে শরীর গ্রহণ দ্বারা বুঝাইতেছে, জীবগণের দেহধারণ তুল্য নহে। (বামনসূত্রবৃত্তি অনুসারে ত্বয়া ময়া অর্থে 'তে-মে' শব্দ নিপাতে সিদ্ধ হয়।) প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয় সমন্বিত হইয়া পরমপুরুষ একক এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ ধারণ করেন। স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের শক্তি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবনামে অভিহিত। স্তুতির দ্বারা দেবীকে অভিমুখী করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় 'সা ত্বং' শ্লোকদ্বয়ে প্রার্থনা করিতেছেন। হে দেবি! তুমি বচন দ্বারা অনির্বচনীয়া। সেই তুমি উক্ত প্রকারে স্বকীয় অসাধারণ মহিমা দ্বারা যথাশক্তি বর্ণিতা হইয়া পরাভবের অযোগ্য মধু ও কৈটভনামক অসুরদ্বয়কে সম্যক্ মোহিত কর। ব্রহ্মা অন্য বরও প্রার্থনা করিলেন। অপ্রতিহত শক্তি জগৎ স্বামী বিষ্ণুকে তুমি শীঘ্র নিদ্রামুক্ত কর। শুধু বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিওনা, এই মহাসুরদ্বয়কে নিধনার্থ উদ্যত কর। 'ক্রু' ধাতুর উৎপত্তি অর্থ কথিত। 'ভূ' ধাতুর অর্থের যে কর্তা তিনি ভবিতারও প্রযোজক। প্রার্থনা অর্থে লোট্ ব্যবহৃত। ভবতি অর্থের করোতি অর্থ গৃহীত। ৮৩-৮৭

ঋষিরুবাচ ।।৮৮

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ।।৮৯
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্য নাসিকা বাহু-হৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ ।।৯০
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথ স্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ।৯১
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ।
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ ।।৯২
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।।৯৩

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ ॥৯৪
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥৯৫

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ। তামসী দেবী তদা তত্র এবং বেধসা স্তুতা মধুকৈটভৌ নিহন্তুং বিষ্ণোঃ প্রবোধন অর্থায় নেত্র-আস্য-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যঃ তথা উরসঃ নির্গম্য অব্যক্ত-জন্মনঃ ব্রহ্মণঃ দর্শনে তস্থৌ। তয় মুক্তঃ জন অর্দনঃ জগৎ-নাথঃ এক-অর্ণবে অহি-শয়নাৎ উত্তস্থৌ চ। ততঃ সঃ দুরাত্মানৌ অতি বীর্যপরাক্রমৌ ক্রোধ-রক্ত-ঈক্ষণৌ তৌ মধুকৈটভৌ ব্রহ্মাণম্ অত্তুং জনিত-উদ্যমৌ দদৃশে। ততঃ সমুত্থায় ভগবান্ বিভুঃ হরিঃ বাহু-প্রহরণঃ তাভ্যাং পঞ্চ-বর্ষ-সহস্রাণি যুযুধে। অতিবলউন্মত্তৌ তৌ অপি মহামায়াবিমোহিতৌ অস্মত্তঃ বরঃ ব্রিয়তাম্ ইতি কেশবম্ উক্তবন্তৌ ॥৮৮-৯৫

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, তখন তথায় তামসী দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন। যোগনিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একীভূত কারণ সাগরে অবস্থিত শেষশয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক দেখিতে পাইলেন, দুরাত্মা মহাবীর্য ও মহাপরাক্রমশালী, ক্রোধে আরক্তলোচন সেই মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত। অনন্তর সম্যগ্‌রূপে গাত্রোত্থানপূর্বক জগৎ প্রভু ভগবান বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর তাহাদের সহিত বাহু-যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই অতিবলগর্বিত অসুরদ্বয় মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল, আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন ॥৮৮-৯৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ। এবমিতি। তদা তস্মিন্ কালে তত্র বিষ্ণুনাভিকমলে, সা দেবী দেবদেহবিহারিণী, তামসী নিদ্রারূপা (তথাচ অত্রীয়ং তামসী শক্তিরদৃষ্টা পশ্যতো হরেঃ। যয়াচ্ছাদিতনেত্রোঽয়ং ন পশ্যন্নপি পশ্যতি" ইতি), যদ্বা তামসী তমোময়ী (মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ধ্যেয়া সা তামসী শিবা" ইতি যামলে) বেধসা ব্রহ্মণা এবম্ উক্তরূপেন স্তুতা সতী বিষ্ণোঃ নেত্রাস্য-নাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যঃ (আস্যং মুখং, হৃদয়ং মনঃ; "অঙ্গসহিতঞ্চ" ইত্যনেন অপ্রাণ্যঙ্গ সহিতত্বাপি প্রাণ্যঙ্গস্য একত্বে প্রাপ্তে, "গ্রীবাকুক্ষিললাটে" ষিতিবৎ বাহুল্যাৎ নৈকত্বম্) তথা উরসঃ বক্ষসশ্চ নিঃসৃত্য ব্রহ্মণো দর্শনে দর্শনবিষয়ে

তস্থৌ স্থিতবতী, প্রত্যক্ষা স্থিতেতি যাবৎ (ইতি দ্বায়োরন্বয়ঃ)। কিমর্থম্? মধুকৈটভৌ নিহন্তুং বিষ্ণোঃ প্রবোধনায় জাগরণায় (উক্তার্থাৎ চতুর্থী যদ্বা প্রবোধনরূপমর্থং প্রয়োজনং মনসি কৃত্বা বেধসা স্তুতেতি)। ব্রহ্মণঃ কীদৃশস্য? অব্যক্তজন্মনঃ কেনাপি ন ব্যক্তং (জ্ঞাতং) জন্ম যস্য তস্য স্বয়ম্ভুত্বাৎ সর্বাদ্যত্বাচ্চ, যদ্বা অব্যক্তাদ্বিষ্ণোর্জন্ম যস্য। উত্তস্থাবিতি। জনার্দনঃ তয়া নিদ্রারূপয়া দেব্যা মুক্তঃ সন্ একার্ণবে একীভূতমহাসমুদ্রে অহিশয়নাৎ শেষশয্যায়াঃ উত্তস্থৌ। তদনন্তরং তৌ মধুকৈটভৌ দদৃশে চ (ইতি দ্বায়োরন্বয়ঃ)। চকারাৎ তাবপি তং দদৃশাতে ("কর্মব্যতিহারে" ইত্যাত্মনেপদমং। তৌ কীদৃশৌ? দুরাত্মানৌ দুষ্টস্বভাবৌ, অতিবীর্যপরাক্রমৌ (বীর্যং শক্তিঃ পরাক্রমঃ উৎসাহঃ, অতিশয়িতৌ যয়োস্তৌ), ক্রোধেন রক্তে ঈক্ষণে চক্ষুষী যয়োস্তৌ ক্রোধরক্তেক্ষণৌ, ব্রহ্মাণম্ অত্তুং খাদিতুং জনিতোদ্যমৌ কৃতপ্রযত্নৌ। জনার্দনঃ কীদৃক্? জগন্নাথঃ জগতাং পালকঃ (ততো ব্রহ্মণোঽপি জগদন্তর্গতত্বাৎ তৎপালনায় সমর্থস্যাপি বিষ্ণোরসুর বধোদ্যমো যুজ্যতে এবেতি ভাবঃ)॥ সমুত্থায়েতি। ততঃ পরস্পরদর্শনানন্তরং হরিঃ সংহারকঃ, ভগবান্ নিরতিশয়ৈশ্বর্যঃ (ইতি সামর্থং দ্যোতয়তি) সমুত্থায় পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি ব্যাপ্য তাভ্যাং সহ যুযুধে। কীদৃক্? বাহু প্রহরণে যুদ্ধসাধনে যস্য সঃ, বিভুঃজগদ্ব্যাপকঃ (ইতি জলেঽপি যুদ্ধযোগ্যতাং দ্যোতয়তি)॥ তাবিতি। তৌ মধুকৈটভাবপি যুযুধাতে ইত্যপিশব্দার্থঃ। অনন্তরং মহামায়া-বিমোহিতৌ, অতিবলেন উন্মত্তৌ হিতাহিতবিচারপরাঙ্মুখৌ সন্তৌ অস্মত্তঃ আবয়োঃ সকাশাৎ বরো ব্রিয়তাম্ ইতি কেশবং শ্রীকৃষ্ণম্ উক্তবন্তৌ (অত্র কেশবমিত্যনেন সর্বেশ্বরত্বমুক্তম্, তথাচ-কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বাতি মায়য়া বধ্নাতীতি কেশবঃ। যদ্বা সর্বাবতারিত্বমুক্তং তথাচ মহাভারতে অংশতো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ অতো মাং কেশবং তজ্জ্ঞাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ইতি কেশা অংশাস্তেজোরূপা অবতারা সন্ত্যস্য ইতি কেশবঃ)॥৮৮-৯৫

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। 'এবং স্তুতা' এই শ্লোকে বলিতেছেন। তৎকালে বিষ্ণুর নাভিকমলে সেই দেবী, দেবদেহে বিহরণ-শালিনী নিদ্রারূপা তমোময়ী মহাকালী ব্রহ্মা কর্তৃক উক্তরূপে স্তুতা হইয়া বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু ও বক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন। উক্ত মর্মে অন্যত্র কথিত আছে, এই তমোময়ী নেত্রস্থিতা শক্তি দর্শক শ্রীহরির অদৃশ্যা হইয়া আছেন। সেই নেত্রস্থিতা শক্তির দ্বারা বিষ্ণুনেত্র আচ্ছাদিত হওয়ায় ভগবান দেখিয়াও দেখিতে পান না। রুদ্রযামল তন্ত্রে উল্লিখিত আছে, মধু ও কৈটভের সহিত যুদ্ধে পূজ্যা

তামসী দেবী শিবা নামে খ্যাতা। 'রুদ্রচণ্ডী' রুদ্রযামলের অংশভূতা। আস্য, মুখ। হৃদয়, মন। 'অঙ্গ সহিতস্থ' সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের এই অনুশাসন অনুসারে অপ্রাণি বাচক অঙ্গবোধক শব্দের প্রাণীর অঙ্গ বুঝাইলে একবচন প্রাপ্তির নিয়ম সত্ত্বেও 'গ্রীবাকুক্ষিললাটেষু' স্থলে যেমন বহুপদ বলিয়া বহুবচন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে একবচন না হইয়া বহুবচন হইল। সেইবক্ষঃ হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাকালী ব্রহ্মার দর্শনার্থ প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। এই দুইয়ের অন্বয় একত্রে হইবে। কি জন্য তিনি প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন? মধু ও কৈটভের বিনাশ এবং বিষ্ণুর জাগরণের জন্য। উক্তার্থ অনুসারে চতুর্থী বিভক্তি অথবা জাগরণ রূপ অর্থ প্রয়োজন মনে করিয়া ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা কিরূপ? সকলের আদি ও স্বয়ম্ভু বলিয়া যাঁহার জন্ম কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, কেহ জানিতে পারে না। অথবা অব্যক্ত বিষ্ণু হইতে যাঁহার উদ্ভব। 'উত্তস্থৌ' এই শ্লোকে বলিতেছেন। জনার্দন সেই নিদ্রারূপা দেবী কর্তৃক মুক্ত হইয়া একীভূত মহাসমুদ্রে অহিশয্যা-হইতে উত্থান করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা মধু ও কৈটভকে দেখিতে পাইলেন। এক দুইয়ের সহিত অন্বয় হইবে। 'উত্তস্থৌ চ' এই চ কার সামর্থ্যে সেই মধু ও কৈটভ এবং জনার্দনকে দেখিতে পাইলেন। 'কর্মব্যতীহারে' সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের এই অনুশাসন অনুসারে 'দদৃশাতে' স্থলে আত্মনেপদ হইয়াছে। সেই মধু ও কৈটভ কিরূপ? দুষ্টস্বভাব, অতিশয় শক্তিশালী ও উৎসাহসম্পন্ন। বীর্য অর্থে শক্তি। পরাক্রম অর্থে উৎসাহ। সেই দুই দৈত্য শক্তি ও উৎসাহের আতিশয্য সম্পন্ন ছিল। আবার তাহারা কিরূপ? ক্রোধদ্বারা যাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল। তাহারা দুইজন ব্রহ্মাকে খাইতে উদ্যত হইল। জনার্দন কিরূপ? তিনি জগন্নাথ, জগতের পালক। ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মাও জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অসুর বধার্থ সমর্থ বিষ্ণুরও উদ্যম সঙ্গত হয়। এখন 'সমুত্থায়' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর পরস্পর দর্শনান্তে হরি, অশেষ ঐশ্বর্য সম্পন্ন সংহারক ভগবান উত্থিত হইয়া পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া সেই দুই অসুরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। 'ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন' বিশেষণে ভগবানের অসীম সামর্থ্য নির্দেশিত। কিরূপে? বাহুরূপ অস্ত্রদ্বারা বিষ্ণুর যুদ্ধ সাধিত হইয়াছিল। বিভু, জগদ্ব্যাপক। বিভু শব্দ দ্বারা জলেও যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা প্রকাশিত। এখন 'তাবপ্যতি, শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই মধু ও কৈটভ বিষ্ণুর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া-

ছিল। 'অপি' শব্দগত অর্থ বুঝাইতেছে। সেই মধু ও কৈটভ কিরূপ? মহামায়ার দ্বারা মোহিত, অতিবলে উন্মত্ত। হিতাহিত বিচার-বিমুখ হইয়া তাহারা বিষ্ণুকে বলিলেন, আমাদের নিকট বর গ্রহণ করুন। এখানে কেশব শব্দে বিষ্ণু বোদ্ধব্য, কৃষ্ণ নহে। কেশব শব্দের প্রয়োগে বিষ্ণুর সর্বেশ্বরত্ব কথিত। যথা 'ক' অর্থে ব্রহ্মা, ঈশ অর্থে শিব, 'ত্তৌ' তাঁহাদিগকে যিনি বদ্ধ করেন, তিনি কেশব, বিষ্ণু। অথবা কেশব শব্দ দ্বারা বিষ্ণুর অবতারিত্ব কথিত। মহাভারতে কথিত আছে, আমার অংশ হইতে যাঁহারা প্রকাশিত, তাঁহাদের সংজ্ঞা 'কেশ'। অতএব তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ আমাকে 'কেশব' বলেন। কেশাঃ অর্থে অংশাঃ। কেশব অর্থে অবতারগণ যাঁহার তেজোরূপ অংশসমূহ। (টীকাকার মহাভারতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কেশব অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ধরিলেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য তৎপূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। বিষ্ণুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদ প্রতিপাদনার্থ কৃষ্ণভক্ত ব্যাসদেব উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥৮৮-৯৫

শ্রীভগবানুবাচ ॥৯৬

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি ॥৯৭

কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥৯৮

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। যে উভৌ অপি তুষ্টৌ অদ্য মম বধ্যৌ ভবেতাম্। অত্র অন্যেন বরেণ কিম্? এতাবৎ হি মম বৃতং ॥৯৬-৯৮

শ্লোকার্থ। ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হইয়া থাক, তবে তোমরা উভয়ে এইক্ষণে আমার বধ্য হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এইক্ষণে অন্য বরের প্রয়োজন কি? ৯৬-৯৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শ্রীভগবান উবাচ। ভবেতামিতি। তুষ্টৌ উভৌ অদ্য মম বধ্যৌ ভবেতাম্ (অদ্যেতি তাৎকালিকত্ববোধায়)। নন্বন্যৎ কিমপি কিমিতি ন প্রার্থ্যতে ইতি চেৎ, তত্রাহ যুদ্ধে অন্যেন বরেণ কিম্? ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ (যুদ্ধঃ জয়স্যৈবেষ্টত্বাৎ)। হি অবধারণে, এতাবদ্ধি এতাবদেব মম বৃতঃ বরঃ (ভাবে ক্তঃ ॥৯৬-৯৮

টীকার্থ। শ্রীভগবান বিষ্ণু বলিলেন, ভবেতামিতি শ্লোক। যদি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে 'আজ তোমরা আমার বধ্য হও'। 'অদ্য' এই শব্দে তাৎকালিকত্ব বুঝাইতেছে। যদি বল, অন্য কোন কি প্রার্থনা

ছিলনা? সেইজন্ত বলিতেছেন, এই যুদ্ধে অন্ত বরের কি প্রয়োজন! অর্থাৎ অন্ত কিছু প্রয়োজন নাই। যুদ্ধে জয়ই কাম্য। 'হি' এখানে নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত। ইহাই আমার ঈপ্সিত বর। এখানে ভাবে 'ক্তঃ' প্রয়োগ হইয়াছে ॥৯৬-৯৮

ঋষিরুবাচ ॥৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ ॥১০০

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ।

আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥১০১

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ। ইতি বঞ্চিতাভ্যাং তাভ্যাং তদা সর্বম্ জগৎ আপোময়ং বিলোক্য ভগবান্ কমল-ঈক্ষণঃ গদিতঃ। যত্র উর্বী সলিলেন ন পরিপ্লুতা আবাং জহি ॥৯৯-১০১

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, মহামায়া কর্তৃক এইরূপে বিমোহিত মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় তখন সমগ্র বিশ্ব কারণ-সলিলে মগ্ন দেখিয়া কমল লোচন ভগবান বিষ্ণুকে বলিল, পৃথিবীর যে স্থান জলে প্লাবিত হয় নাই, তথায় আমাদের উভয়কে বিনাশ করুন।৯৯-১০১।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

ঋষিরুবাচ। বঞ্চিতাভ্যামিতি। ইতি অনেন প্রকারেণ বঞ্চিতাভ্যাং মহামায়য়া ছলিতাভ্যাং তাভ্যাং তদা প্রলয়ে সর্বং জগৎ আপোময়ং জলময়ং বিলোক্য ভগবান্ কমলেক্ষণঃ বিষ্ণুঃ গদিতঃ উক্তঃ (আপঃ সাম্বং পয়োবাচি ইতি কোষঃ, "আপোভির্মার্জনং কুর্য্যাৎ" ইতিস্মৃতিঃ); যদ্বা সর্বং জগৎ আ সম্যক্ প্রকারেণ অপো জলানি বিলোক্য, অময়ম্ অহিংসনং যথা ভবতি তথা গদিতঃ (মীঙ্ হিংসায়াং ঙঃ)। কিং গদিত ইত্যত্রাহ আবামিতি অর্দ্ধশ্লোকোঽয়ং। (অত্র "প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বম্‌ত্যু-রাবয়োঃ" ইতি হরিবংশীয়পত্যার্দ্ধং কেচিৎ পঠন্তি, তদুপেক্ষণীয়ং মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ টীকাকৃদ্ভিরব্যাখ্যাতত্ব'চ্চ) যত্র স্থানে উর্বী পৃথ্বী সলিলেন ন পরিপ্লুতা ন ব্যাপ্তা, তত্র আবাং জহি মারয় (এতেন পৃথিব্যা জলপ্লুতত্বেন স্থানাভাবাদেব মরণং ন ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ) ॥৯৯-১০১

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। 'বঞ্চিতাভ্যামিতি' শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে- এই প্রকারে মহামায়া দ্বারা মধু ও কৈটভ বঞ্চিত, ছলিত*ং হইয়া প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে জলময় দেখিয়া পদ্মলোচন ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিল। শব্দকোষ অনুসারে আপঃ অর্থে জল। স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, আপঃ, জলদ্বারা মার্জনা

করিবে। অথবা সমস্ত জগৎ আ, সম্যকরূপে (সম্পূর্ণরূপে) জলমগ্ন দেখিয়া অমর্ষম্, অহিংসন্ যাহাতে হয় (বিষ্ণু যাহাতে প্রতিহিংসা না করিতে পারেন) তাহা বলিলেন। হিংসায় মীঙ্ এর ও প্রত্যয় হয়। কি বলিয়াছিলেন ? 'আবাং এই বাক্য। 'এখানে আপনার সহিত যুদ্ধে আমরা তুষ্ট হইয়াছি। আপনার হাতে আমাদের মৃত্যু কাম্য।' এই পদ্যাংশ কেহ কেহ হরিবংশের উক্তিরূপে পাঠ করেন, কিন্তু তাহা উপেক্ষণীয়। কারণ, মূল সংহিতায় ইহা দৃষ্ট হয় না বলিয়া টীকাকারগণও এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। যেখানে পৃথিবী জলধারা ব্যাপ্ত নয়, সেখানে আমাদিগকে বধ করুন। ইহার দ্বারা সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন বলিয়া স্থানাভাবহেতু মরণও হইবে না, ইহাই মধু-কৈটভের অভিপ্রায় ॥৯৯-১০১

টিপ্পনী।

৪২. দেবীভাগবতমতে বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিতে অক্ষম হইয়া মহাকালীর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবীকে স্তব করিলেন। বিষ্ণুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তামসী দেবী রণাঙ্গনে আসিয়া অট্টহাস্য করিলেন। পরে তিনি আরক্তনয়নে অসুরদ্বয়ের প্রতি স্মিতযুক্ত দ্বিতীয়কন্দর্প-শরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন। পাপিষ্ঠ মধু-কৈটভ মন্মথবাণে প্রপীড়িত হইয়া দেবীর প্রতি একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক জড়বৎ তথায় অবস্থিত রহিল। বিষ্ণু তাহাদিগকে বর দিতে চাহিলে তাহারা বিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করিতে বলিল। বিষ্ণু তখন তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে মৃত্যুবর লইতে বলিলেন।

ঋষিরুবাচ ॥১০২

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শংখচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥১০৩
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥১০৪

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভবধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ। ভগবতা শঙ্খ-চক্র-গদা-ভৃতা তথা ইতি উক্ত্বা তয়োঃ শিরসী জঘনে কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে। এষা এবম্ ব্রহ্মণা স্বয়ম্ সমুৎপন্না। অস্যাঃ দেব্যাঃ প্রভাবম্ ভূয়ঃ শৃণু। তে তু বদামি।১০২-১০৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান বিষ্ণু 'তাহাই হউক' বলিয়া অসুরদ্বয়ের মস্তক জঙ্ঘাদেশে রাখিয়া সুদর্শনচক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। দেবী মহামায়া এইরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন। এই দেবীর আবির্ভাব পুনরায় আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।১০২-১০৪

(কালিকাপুরাণের ৫ম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার আর একটি স্তব দৃষ্ট হয়।)

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে
দেবীমাহাত্ম্যের অনুবাদে মধু-কৈটভবধনামক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ। তথেতি। ভগবতা। অচিন্ত্যৈশ্বর্যেণ শংখচক্রগদাভৃতা তথা এবং কর্তব্যম্ ইত্যুক্ত্বা তয়োঃ শিরসী জঘনে কৃত্বা চক্রেণ ছিন্নে (নমু উর্ব্যামেব ছেদনমঙ্গীকৃত্য কথং জঘনে চিচ্ছেদ? সত্যম্, লোকাত্মকস্য ভগবতো জঘনে পৃথিব্যাঃ স্থিতত্বাৎ, তথাচ দ্বিতীয়ে "মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে, নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি" ইতি)। উপসংহরতি এবমিতি। এবা অপরোক্ষীভূতা মহামায়া এবম্ অনেন প্রকারেণ ব্রহ্মণা সংস্তুতা সতী স্বয়ং সমুৎপন্না। প্রস্তাবান্তরং॥ প্রতিজানীতে প্রভাবমিতি। অস্যা দেব্যাঃ ভূয়স্ত পুনরপি প্রভাবং শৃণু, তে তুভ্যং বদামি॥১০২-১০৪

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। অচিন্ত্যৈশ্বর্যশালী শংখ-চক্র-গদাধারী ভগবান বিষ্ণু সেইরূপই করিব, এই কথা বলিয়া তাহাদের মস্তকদ্বয় জঙ্ঘাদেশে রাখিয়া সুদর্শন চক্রদ্বারা ছেদন[৪৩] করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পৃথিবীতেই ছেদন করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া কেন জঙ্ঘায় ছেদন করিলেন? তিনি ঠিকই করিয়াছেন। লোক, চতুর্দশভুবনরূপ স্থূলতম পৃথিবী ভগবানের জঙ্ঘাদেশে অবস্থিত বলিয়া। এই মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে উক্ত আছে, "সেই মহীপতির জঘন এই মহীতল এবং নভোমণ্ডল ও ভুবর্লোক তাঁহার নাভিসরোবর।" এখন উপসংহার বাক্য বলিতেছেন। এই অপরোক্ষী ভূতা মহামায়া উক্ত প্রকারে ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হইয়া মহাকালী রূপে[৪৪] আবির্ভূতা হইলেন। প্রস্তাবান্তর জ্ঞাপন করিতেছেন, 'প্রভাবমিতি' বাক্য দ্বারা। এই মহাদেবীর মহিমা পুনরায় শ্রবণ কর, তোমাদিগকে বলিতেছি।১০২-১০৪

টিপ্পনী।

৪৪. দেবীভাগবতমতে অসুরদ্বয় গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয়-প্লাবিত কারণ-সমুদ্র তাহাদের মেদদ্বারা পরিপূর্ণ হইল। সেইজন্য পৃথিবীর একনাম মেদিনী। মধুবধের জন্য বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। দেবীর রজঃ শক্তি ব্রহ্মারূপে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিই রজোগুণের কার্য। প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইয়া সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করিবার সংকল্প করিতে ছিলেন। তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইল। বিশ্ব সৃষ্ট হওয়াতে পালকের প্রয়োজন হইল। সেইজন্য বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া জাগ্রত হইলেন। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দেব্যধীনত্ব সংকীর্তিত।

৪৪. ইনি মহাকালী। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

যোগনিদ্রা হরেরুক্তা যা সা দেবী দুরত্যয়া।
মহাকাল্যাত্মতনুং বিদ্ধি তাং মাং দেবীং সনাতনীম্॥
মধুকৈটভনাশার্থং মোহিতৌ চ তদা তয়া।
জঘ্নাতে বরলাভেন দেবদেবেন বিষ্ণুনা॥
এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
স্তুত্যা বশীকৃতা কুর্যাৎ দিশঃ স্তোতুশ্চরাচরম্॥

যিনি হরির যোগনিদ্রা, তিনিই দুরধিগম্যা দেবী। তাঁহাকে মহাকালীরূপা এবং আমাকে সনাতনী দেবী বলিয়া জানিবে। দেবী কর্তৃক মোহিত হইয়া মধু ও কৈটভ বিষ্ণুকে বর দেন। সেই বরলাভ করিয়া দেবদেব বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে নাশ করেন। ইনিই বৈষ্ণবী মায়াশক্তি। ইনিই দুরতিক্রমণীয়া মহাকালী। ব্রহ্মার স্তব দ্বারা ইনি সহজে পরিতুষ্টা হন। উক্ত স্তোত্র পাঠে চরাচর ও দশদিক বশীভূত হয়।

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার অনুবাদে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দেবী-মাহাত্ম্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ঋষিরুবাচ ॥১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥২

অন্বয়। ঋষিঃ (মেধা) উবাচ।১ পুরা মহিষে অসুরাণাম্ চ পুরন্দরে দেবানাং অধিপে পূর্ণম্ অব্দশতং দেব-অসুরম্ যুদ্ধম্ অভূৎ ॥২

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, পূর্বকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের অধিপতি ও ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছিলেন, সেইসময় শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল।১-২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ।১। ভূয় শৃণু বদামি তে ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ প্রস্তৌতি দেবেতি। পুরা পূর্বস্মিন্‌কালে পূর্ণম্ অন্যূনাতিরিক্তম্ অব্দশতং বৎসরশতং ব্যাপ্য দেবাসুরং দেবাসুর নামকং যুদ্ধমভূৎ দেবাশ্চ অসুরাশ্চ যোদ্ধারো যত্র "যুদ্ধে প্রয়োজন যোদ্ধৃভ্যাম্" ইতি টণ্, বাহুল্যাদবৃদ্ধভাবঃ, শুক্লাদ্যাদিত্বাৎ উত্তর পদে বা বৃদ্ধিঃ; তথাচ "তত্র দেবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ ইতি। কদা? মহিষে মহিষাসুরে অসুরাণাম্ অধিপে সতি, দেবানাঞ্চ পুরন্দরে অধিপে সতি। অত্র পুরন্দরনাম্নি ইন্দ্রে বৈবস্বত মন্বন্তরে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ এতদযুক্তম্, দ্বিতীয় মন্বন্তরে অতীতত্বেনৈতদাখ্যানস্য কথনাৎ; ন বা বৈবস্বত মন্বন্তরে পুরন্দর নামা ইন্দ্রঃ বারাহকল্পে, ওজস্বী নাম তত্রেন্দ্রো মহাত্মা যজ্ঞভাগ্ ভুবঃ" ইতি মার্কণ্ডেয়েন বৈবস্বত মন্বন্তরে উক্তত্বাৎ। ইন্দ্রমাত্রস্যৈব পুরন্দরনামত্বাৎ, তথাচাত্রৈব "সর্ব্বে তে ত্রিদশেন্দ্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াস্তুল্য লক্ষণাঃ। সহস্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব্ব এব পুরন্দরাঃ" ইতি। তস্মাৎ স্বারোচিষ মন্বন্তর এবৈতদাখ্যানং, তত্রৈব মহিষাদীনামুৎপত্তেঃ; তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্ "এষ মন্বন্তরে ব্রহ্মণ্ সর্গঃ স্বারোচিষেঽন্তরে" ইতি। ন চ পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয়স্ত্রিদশেশ্বর ইতি বৈষ্ণবোক্তেঃ, "অশ্বিনাবুভবো রাজন্নিন্দ্রস্তেষাং পুরন্দরঃ"

ইতি ভাগবতোক্তেশ্চ বিদ্যাবিনোদোক্তং যুক্তমিতি বক্তব্যং বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইতি মার্কণ্ডেয়েন কথয়িত্বা তৎক্রমেণৈব কথিতত্বাৎ বরাহকল্পীয়মাখ্যানমেতৎ প্রস্তাবসত্বাদাচ্চ। "তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোষো হিরন্ময়" ইত্যাদি সপ্তমমন্বংশাখ্যানোপক্রমে পদ্মে স্রষ্টৃস্রষ্ট্যনুস্মরণাৎ বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতোক্তং পাদ্মকল্পীয়মবগন্তব্যং, অনুক্রমানুরোধাৎ সত্ত্বাচ্চ; অতএব সর্ব্বৈর্নিবন্ধৃভিঃ এবং বিরোধে কল্পভেদ এব সিদ্ধান্তত্বেনোক্তঃ, যদুক্তং কৌর্ম্মে "বিরোধো বাক্যয়োর্যত্রনাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে। যথাবিরোধো ন ভবেত্তথৈবার্থঃ প্রকল্প্যতে" ইতি।২

টীকার্থ। মেধাঋষি সুরথকে বলিলেন। প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ঋষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই দেবীর মহিমা পুনরায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত বিষয়ের প্রস্তাবনা করিতেছেন। পুরাকালে, পূর্বকালে। পরিপূর্ণ একশত বৎসর ব্যাপিয়া, ইহার অন্যূন (অল্প) বা অতিরিক্ত (অধিক) নয়, দেবাসুর নামক যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ ও অসুরগণ যোদ্ধা যেখানে। যুদ্ধে যোদ্ধৃবৃন্দের প্রয়োজন হয়। ইহার উত্তর টন্ প্রত্যয়, বাহুল্য হেতু বৃদ্ধির অভাব, গুরু ও লঘু আদিতে থাকায় উত্তর পদে বিকল্পে বৃদ্ধি হইয়াছে। তথায় দেবাসুর নামক অতিদারুণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। কখন? যখন মহিষাসুর অসুরগণের অধিপতি ও পুরন্দর, ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছিলেন। এখানে টীকাকার বিদ্যাবিনোদ মন্তব্য করেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে পুরন্দর নামক ইন্দ্র ছিলেন। ইহা যুক্তিসংগত। দ্বিতীয় মন্বন্তর অতীত হওয়ায় উহার আখ্যান কথিত নহে। অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরে পুরন্দর নামে কোন ইন্দ্র ছিল না। বরাহ কল্পে উক্ত হইয়াছে, ওজস্বী নামক ইন্দ্র মহাত্মা ও যজ্ঞভাক্ ছিলেন। ইহা বৈবস্বত মন্বন্তরে মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ইন্দ্র মাত্রই পুরন্দর হন, ইহা বুঝিতে হইবে। আরও এইরূপে সমস্ত দেবরাজ সমভাবে ইন্দ্রতুল্য ছিলেন, ইহা জানা যায়। সকল পুরন্দরই সহস্র চক্ষু ও বজ্রধারী। সেই হেতু ইহা স্বারোচিষ মন্বন্তরের কাহিনী। সেই সময়েই মহিষাসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, হে ব্রহ্মণ, তখন দেবতাগণের ঈশ্বর পুরন্দর ছিলেন। বিদ্যা-বিনোদোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, 'হে রাজন্, অশ্বিনীদ্বয় এবং ঋভব! তাঁহাদের যিনি ইন্দ্র, তিনি পুরন্দর ছিলেন।' বরাহ নামক কল্প প্রথমে পরিকীর্তিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় এই কথা বলিয়া সেই ক্রমানুসারে

কথনহেতু এই আখ্যান বারাহ কল্পোক্ত বলা হয়। তাঁহার নাভি হইতে স্বর্ণময় পদ্মকোষ উৎপন্ন হইয়াছিল ইত্যাদি। সপ্তমমনুর বংশাখ্যানের উপক্রমে পদ্মকল্পে স্রষ্টা ও সৃষ্ট নিরন্তর স্মরণ নিমিত্ত বিষ্ণু পুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত পাদ্ম-কল্পীয় উপাখ্যান অবগত হইবে। ক্রমিক পর্য্যায় নিমিত্ত ইহা সম্ভব। অতএব সমস্ত নির্বন্ধ দ্বারা এইরূপ বিরোধে কল্পভেদই সিদ্ধান্তের সহিত উক্ত হইয়াছে। কূর্মপুরাণে উক্ত আছে, যে বাক্য বিরুদ্ধ হয়, তাহা অপ্রমাণ বলিয়া মনে করিবে না। সেখানে বিরোধ নাই, যেখানেই অর্থ প্রকল্পিত হয়।২ (চৌদ্দ মন্বন্তরে এক কল্প এবং সাত কল্পে এক প্রলয়কাল হয়। ইহার অর্থ, সপ্ত-কল্পান্তে প্রলয় ঘটে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় সপ্তকল্পকাল জীবিত ছিলেন।)

টিপ্পনী। পুরাণি (অরীনাং) দারয়তি (দলন করেন) ইতি পুরন্দরঃ (শত্রুপুরী ধ্বংসকারী)।

তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ ॥৩
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ গরুড়ধ্বজৌ ॥৪
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥৫
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥৬

অন্বয়। তত্র মহা-বীর্যৈঃ অসুরৈঃ দেব-সৈন্যং পরাজিতম্ চ মহিষাসুরঃ সকলান্ দেবান্ জিত্বা ইন্দ্রঃ অভূৎ ॥৩

ততঃ পরাজিতাঃ দেবাঃ প্রজাপতিম্ পদ্ম-যোনিং পুরস্কৃত্য যত্র ঈশ গরুড়ধ্বজৌ তত্র গতাঃ ॥৪

ত্রি-দশাঃ তয়োঃ মহিষাসুর-চেষ্টিতম্ দেব-অভিভব-বিস্তরম্ যথা বৃত্তং তৎ-বৎ কথয়ামাসুঃ ॥৫

সূর্য-ইন্দ্র-অগ্নি-অনিল-ইন্দুনাং যমস্য বরুণস্য চ অন্যেষাং চ অধিকারান্ সঃ স্বয়ম্ এব অধিতিষ্ঠতি ॥৬

শ্লোকার্থ। সেই যুদ্ধে মহাবীর অসুরগণ দেবসৈন্য সমূহকে পরাজিত করিল এবং মহিষাসুর দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গের অধিপতি হইল ।৩

অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন।৪

মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে ত্রিদশগণের পরাজয় যেরূপ ঘটিয়াছিল, সেইরূপ বিষ্ণু ও শিবের নিকট তাঁহারা বর্ণনা করিলেন।৫ (বাল্য, যৌবন ও জরা এই তিনদশা দেবগণের আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে ত্রিদশ বলে।)

সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের অধিকার সমূহে মহিষাসুর নিজেই অধিষ্ঠিত হইয়াছে।৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত্রেতি। তত্র যুদ্ধে মহাবীর্য্যৈঃ অসুরৈঃ দেবসৈন্যং পরাজিতম্ অভিভূতং। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু সকলান্ দেবান্ জিত্বা মহিষাসুর ইন্দ্রশ্চাভূৎ।৩ ততস্তদনন্তরং দেবাঃ পরাজিতাঃ সন্তঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিং ব্রহ্মাণং পুরস্কৃত্য তত্র গতাঃ, যত্র ঈশগরুড়ধ্বজৌ হরিহরৌ বর্ত্তেতে দক্ষাদিব্যাবৃত্তয়ে পদ্মযোনিপদং তথাচ কোষঃ, প্রজাপতির্না দক্ষাদৌ মহীপালে বিধাতরি ইতি।৪ যথা। ত্রিদশা দেবাঃ তয়োঃ সমক্ষে মহিষাসুরচেষ্টিতং যথা বৃত্তং যথা জাতং, তদ্বৎ তথৈব কথয়ামাসুঃ। কীদৃক্? দেবাভিভববিস্তরং, দেবানাং অভিভবস্য বিস্তরো বাহুল্যং যত্র কথনক্রিয়া-বিশেষণং বা)।৫ তদেবাহ সূর্য্যেতি। স মহিষাসুরঃ সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দুনাং রবিশক্রাগ্নিপবন চন্দ্রানাং, যমস্য বরুণস্য চ, অন্যেষাং গণদেবতাদীনাং চাধিকারান্ স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি অধিকরোতি।৬

টীকার্থ। এখন 'তত্রাসুরৈঃ' শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই যুদ্ধে বীর্যবান অসুরগণ কর্তৃক দেবসৈন্য পরাজিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, পরন্তু সকল দেবতাকে জয় করিয়া মহিষাসুর ইন্দ্র হইয়াছিলেন। পরবর্তী 'ততঃ' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দেবগণ পরাজিত হইয়া পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেখানে গমন করিলেন, যেখানে ঈশ্বর শিব ও গরুড়বাহন হরি অবস্থান করিতেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতি আদি হইতে ভিন্নতা বুঝাইবার জন্য 'পদ্মযোনি' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।৩-৪

'তথেতি'। ত্রিদশা অর্থে দেবগণ হরি ও হরের নিকটে মহিষাসুরের কার্যকলাপ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কিরূপে? দেবতাগণের পরাজয় বহুল পরিমাণে যে কার্যের মধ্যে আছে। (অথবা 'কথন' ক্রিয়াবিশেষণ।)।৫

অনন্তর 'সূর্যে' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই মহিষাসুর সূর্য,

ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ এবং অন্যান্য গণদেবতাগণের অধিকার নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।৬

টিপ্পনী। *বরাহপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও দেবীভাগবতে মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত। বরাহপুরাণমতে দৈত্য বিপ্রচিত্তির মাহিষ্মতী নাম্নী পুত্রী সিন্ধুদ্বীপ নামক তপস্যারত ঋষিকে মহিষীবেশে ভয় দেখাইয়াছিল। তখন ঋষি তাহাকে 'মহিষীই হও' এই অভিশাপ প্রদান করেন। সেই মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। দেবী মাহাত্ম্যের ১১।৪৩-৪৪ মন্ত্রদ্বয়ে বিপ্রচিত্তি শব্দের উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণমতে মহিষাসুর রম্ভাসুরের তনয় এবং শিবাংশে জাত। রম্ভাসুরের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া মহাদেব তাহাকে অমর পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। মহিষাসুর তপস্যায় দ্বারা দেবীর নিকট সাযুজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। দেবীভাগবতে আছে, দনুর দুই পুত্র রম্ভ ও করম্ভ অমরত্বলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করে। করম্ভাসুর নদীজলে দাঁড়াইয়া তপশ্চর্যায় রত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তিনি কুম্ভীররূপে করম্ভকে আক্রমণ ও নিহত করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে রম্ভাসুর ব্যথিত হইয়া কঠোরতর তপস্যায় মগ্ন হইল। তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে অমরত্ব-বর দান করেন। আপেক্ষিক অমরত্ব লাভে উৎফুল্ল হইয়া রম্ভ গৃহাভিমুখে গমনকালে এক সুন্দরী মহিষীকে বিবাহ করে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া নবদম্পতী অন্য এক অসুর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পত্নীর প্রাণ রক্ষার জন্য রম্ভ নিহত হইল। রম্ভপত্নী মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। মহিষাসুর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব লাভ করে। মহাভক্ত মহিষাসুরকে আমি শতবার সম্বর্ধন করেছি এবং অদ্যাবধি অবিজ্ঞাত মহিষাসুর-মন্ত্র 'ওঁ মূং মহাভক্তায় মহিষাসুরায় নমঃ' মৎকৃত পুস্তকে প্রকাশ করেছি।

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥৭
এতদ্ বঃ কথিতং সর্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥৮
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটী কুটিলাননৌ ॥৯

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥১০

অন্বয়। তেন দুরাত্মনা মহিষেণ সর্বে দেবগণাঃ স্বর্গাৎ নিরাকৃতাঃ যথা মর্ত্যাঃ ভুবি বিচরন্তি ॥৭

এতৎ সর্বম্ অমর-অরি-বিচেষ্টিতম্ বঃ কথিতং চ শরণং প্রপন্নাঃ স্মঃ তস্য বধঃ বিচিন্ত্যতাম্ ॥৮

দেবানাং ইত্থং বচাংসি নিশম্য মধু-সূদনঃ শম্ভুঃ চ ভ্রূকুটী-কুটিল-আননৌ কোপং চকার ॥৯

ততঃ অতি-কোপ-পূর্ণস্য চক্রিণঃ ততঃ ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ বদনাৎ মহৎ তেজঃ নিশ্চক্রাম ॥১০

শ্লোকার্থ। সেই দুরাত্মা মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেবগণ মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন।৭

দেবশত্রু অসুরগণের এই সমস্ত দৌরাত্ম্য আপনাদের নিকট বলিলাম এবং আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। এখন আপনারা উভয়ে মহিষাসুরের বধোপায় বিশেষরূপে চিন্তা করুন।৮

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূ-কুঞ্চনে তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করিল।৯

অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের বদন হইতে মহাতেজ নিঃসৃত হইল।১০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স্বর্গাদিতি। সর্ব্বে দেবগণাঃ তেন মহিষেণ নিরাকৃতাঃ দূরীকৃতাঃ সন্তঃ, যথা মর্ত্ত্যা মনুষ্যাঃ, তথা ভুবি বিচরন্তি প্রতিজন্মা গতাগতং কুর্ব্বন্তি। কীদৃশেন? দুরাত্মনা দুষ্টস্বভাবেন ॥৭। এতদিতি। এতৎ অমরারিবিচেষ্টিতং অসুর চরিত্রং, সর্ব্বং সবিস্তরং বো যুষ্মান্ প্রতি (সম্বন্ধ বিবক্ষায়াং ষষ্ঠী, অভিপ্রেত্যার্থে চতুর্থী বা) কথিতম্। (ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু স্মঃ (অব্যয়ং) বয়ং শরণং প্রপন্নাঃ। তস্য বধোপায়ঃ বিচিন্ত্যতাম্ ইতি প্রার্থনা।৮ ইত্থমিতি মেধসো বচনমিদম্। দেবানাম্ ইত্থং এবং বিধানি বচাংসি বাক্যানি নিশম্য শ্রুত্বা মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কোপং চকার। শম্ভুঃ শিবশ্চ কোপং চকার। মধুসূদনঃ ইতি শম্ভু ইতি চ উচিত পদোপাদানং,

দৈত্যনাশকত্বাৎ কল্যাণকরত্বাচ্চ মধুনামানমসুরং সূদিতবানিতি মধুসূদনঃ, শং কল্যাণায় ভবতীতি শম্ভুঃ। তৌ কীদৃশৌ? ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ; ভ্রূকুটী ললাট সংকোচনং, তয়া কুটিলং ভীষণম্ আননং যয়োঃ তৌ অত্র "ভ্রূকুংশাদীনাং হ্রস্বাতৌ" ইতি হ্রস্বাতোর্বিষয়ে ছান্দস ঋকারাদেশঃ। যথা নাহং বিরম্য জিতভেহতিভয়ানকস্য জিহ্বার্কনেত্রভৃকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ" ইতি সপ্তমে; ভ্রুকুটী ত্যাকারবৎপাঠং কেচিৎ পঠন্তি ভাষারসিকাঃ। অত্র সমুদায়সংখ্যাগ্রহণাদ্দ্বিত্বম।৯। তত ইতি। ততস্তদনন্তরং চক্রিণো বিষ্ণোর্বদনাৎ মহৎ প্রচুরং তেজঃ নিশ্চক্রাম নিঃসৃতম্। ততো বিষ্ণোস্তেজোনিক্রমণানন্তরং ব্রহ্মণঃ শংকরস্য চ তেজো নিশ্চক্রাম। কীদৃশস্য? অতিকোপপূর্ণস্য অতিকোপেণ পূর্ণস্য পদাবৃত্ত্যাত্রয়াণামেব বিশেষণম্। কোপপূর্ণত্বেণ তেজসঃ স্থানাভাবাৎ নিক্রমণম্, অন্তস্মিন্নপি ঘটাদৌ পূর্ণে সতি তদন্তঃস্থং দ্রব দ্রব্যং বহির্নিঃসৃত্য পততীতি লোকপ্রসিদ্ধমপি।১০।

টীকার্থ। 'স্বর্গ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা বলিতেছেন। স্বর্গচ্যুত দেবগণ মহিষাসুর কর্তৃক বিদূরিত হইয়া মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মর্ত্যে তাঁহারা ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই মহিষাসুর কিরূপ ছিল? দুরাত্মা, দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট ছিল।৭

এতদ্' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই দেবতাদের শত্রু মহিষাসুরের কার্য্য সবিস্তারে আপনাদের নিকট কথিত হইল। এখানে সম্বন্ধবিবক্ষায় ষষ্ঠী ও অভিপ্রেতার্থে চতুর্থী হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে, পরন্ত আমরা আপনাদের শরণাগত হইলাম। মহিষাসুরের বধোপায় চিন্তা করুন, এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে।৮

'ইত্থমিতি' শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। ইহা মেধামুনির বাক্য। দেবতাগণের এবম্বিধ বচন শ্রবণ করিয়া মধুসূদন নারায়ণ কুপিত হইলেন এবং শম্ভু, শিব ও কুপিত হইলেন। মধুসূদন ও শম্ভু এই পদদ্বয়ের প্রয়োগ উচিত হইয়াছে। দৈত্যনাশ হেতু মধুসূদন এবং কল্যাণকারক শম্ভু। মধু নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। যিনি শং অর্থাৎ কল্যাণের নিমিত্ত আবির্ভূত, তিনি শম্ভু। তাঁহারা দুই দেবতা কিরূপ? ভ্রূকুটী, ললাট সংকোচন দ্বারা কুটিল, ভীষণ আনন যাঁহাদের তাঁহারা। এখানে 'ভ্রূকুংসাদীনাং হ্রস্বাতৌ' এই সূত্রানুসারে হ্রস্বস্বরে ছন্দে 'ঋ'কার আদেশ হয়। যথা "নাহং......ভৃকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ" উদ্ধৃত শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম

ঋদ্ধে দৃষ্ট হয়। এখানেও হ্রস্বস্বরের স্থলে 'ঋ'কার আদেশ হইয়াছে। 'ভ্রূ'কুটী এইরূপ 'উ'কার সংযোগে পাঠ কোন কোন ভাষা-রসিক পাঠ করেন ॥৯

'ততঃ' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহার পর 'চক্রিণঃ' অর্থাৎ চক্রধারী বিষ্ণুর বদন হইতে প্রচুর তেজঃ নিঃসৃত হইল। বিষ্ণুর তেজঃ নিষ্ক্রমণের পর ব্রহ্মা ও শংকরের তেজঃ নির্গত হইল। তাঁহারা কিরূপ? দেবগণ অতিকোপপূর্ণ ছিলেন। এখানে পদবৃত্তি দ্বারা তিন দেবতার বিশেষণ হইয়াছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর তিনজনই কোপপূর্ণ ছিলেন। কোপপূর্ণত্ব হেতু দেব-তেজের স্থানাভাব নিমিত্ত নির্গমন হইয়াছিল। অন্য বিষয়েও দেখা যায়, ঘট ইত্যাদি পূর্ণ হইলে তাহার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ বাহিরে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে ॥১০

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥১১
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্ ॥১২
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥১৩
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেণ চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥১৪

অন্বয়। অন্যেষাং শক্রাদীনাং দেবানাং চ এব শরীরতঃ সু-মহৎ তেজঃ নির্গতং তৎ চ ঐক্যং সমগচ্ছত ।১১

তত্র তে সুরাঃ জ্বালা-ব্যাপ্ত-দিক্-অন্তরম্ অতীব জ্বলন্তম্ পর্বতম্ ইব তেজসঃ কূটং দদৃশুঃ ।১২

তৎ তত্র ত্বিষা ব্যাপ্ত-লোকত্রয়ং সর্ব-দেবশরীরজম্ তৎ অতুলং তেজঃ এক-স্থং নারী অভূৎ ।১৩

শাম্ভবং যৎ তেজঃ অভূৎ তেন তৎ-মুখম্ অজায়ত যাম্যেন চ কেশাঃ বিষ্ণু-তেজসা বাহবঃ অভবন্ ।১৪

শ্লোকার্থ। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণেরও শরীর হইতে সুবিপুল তেজোরাশি নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল ।১১

পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে দেবগণ সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জকে দিগন্তরব্যাপী জলন্ত পর্বত সদৃশ অবস্থিত দেখিলেন ।১২

অনন্তর সকল দেবতার শরীর হইতে সঞ্জাত ত্রিলোক-ব্যাপী অনুপম তেজোরাশি একত্র হইয়া এক দেবীমূর্তি ধারণ করিল ।১৩

শম্ভুর তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁহার কেশপাশ ও বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহুসকল উৎপন্ন হইল ।১৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা । অন্যেষামিতি । অন্যেষাং শক্রাদীনাম্ ইন্দ্রাদীনামপি দেবানাং শরীরতঃ সুমহৎ অতিপ্রচুরং তেজঃ নির্গতম্ । তচ্চ তেজ ঐক্যং মেলনং সমগচ্ছত প্রাপ্তম্ আত্মনেপদমিচ্ছন্তি পরস্মৈপদিনাং কচিৎ ইতি সম্পূর্বাৎ সকর্মকাদপি গমেরাত্মনেপদম্ ; যদ্বা একমেব ঐক্যং স্বার্থে ষণ্, একমভূদিতি সমিত্যাদিনা আত্মনেপদম্ ।১১

অতীবেতি । তে সুরা দেবাঃ তত্র কাত্যায়নাশ্রমে ইতি পরম্পরয়া জ্ঞেয়ম্ তৎ তেজসঃ কূটং তেজোরাশিং দদৃশুঃ । কীদৃশম্ ? অতীব জলন্তং দেদীপ্যমানং জালাভিঃ শিখাভিঃ ব্যাপ্তানি দিগন্তরাণি যেন ; পর্বতমিব অত্যুচ্ছ্রিতত্বে দৃষ্টান্তঃ, যদ্বা বনদাহাদিনা জলন্তং পর্বতমিব ।১২

অতুলমিতি । তৎ তদনন্তরং তত্র স্থানে তৎ তেজঃ একস্থং মিলিতং সৎ নারী স্ত্রীরূপং অভূৎ । কীদৃক্ ? ত্বিষা কান্ত্যা ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং ভূরাদি যেন ; অতএব অতুলং নিরুপমং ; সর্বদেবানাং শরীরেভ্যো জাতং প্রাদুর্ভূতম্ ।১৩

যত্তেজসা যদজমভূৎ তদর্শয়তি যদভূদিতি । শাম্ভবং শম্ভুসম্বন্ধি যৎ তেজঃ অভূৎ, তেন তেজসা তস্যা মুখম্ অজায়ত । যাম্যেন যমসম্বন্ধিনা তেজসা তস্যাঃ কেশাঃ অভবন্ । বিষ্ণুতেজসা তস্যা বাহবঃ অভবন্ ।১৪

টীকার্থ । 'অন্যেষামিত্যাদি' শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে । ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণের শরীর হইতে অতি প্রচুর তেজ নির্গত হইয়াছিল । সেই সমস্ত নির্গত তেজ মিলিত হইয়া একীভূত হইল । পরস্মৈপদীধাতু কখনও কখনও আত্মনেপদী হয় । এই সূত্রানুসারে সকর্মক গম্ ধাতুর পূর্বে 'সম্' উপসর্গ থাকায় আত্মনেপদ অথবা স্বার্থে ষণ্ প্রত্যয় হইয়াছে । এক হইয়াছিল, এই অকর্মকত্ব-হেতু আত্মনেপদ প্রযুক্ত ।১১

'অতীব' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে । সেই দেবগণ কাত্যায়নাশ্রমে (পরম্পরা বুঝিতে হইবে) তেজোরাশি দেখিতে পাইলেন । সেই তেজোরাশি কিরূপ ? তাহা দেদীপ্যমান ; যাহার শিখার দ্বারা দিগন্তসমূহ পরিব্যাপ্ত

হইয়াছিল। উহা অতি উচ্চ বলিয়া পর্বতের দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত। অথবা যেমন বনদাহকালে পর্বত জলন্ত হয়, তৎ সদৃশ।১২

অতুলমিত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তৎপরে সেইস্থানে সেই তেজ একত্র মিলিত হইয়া নারীরূপে পরিণত হইল। সেই নারীমূর্তি কিরূপ? 'ত্বিষা' অর্থাৎ যাহার কান্তির দ্বারা ভূরাদি (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ) ত্রিলোক ব্যাপ্ত। অতএব উহা অতুলনীয়, নিরুপম; সমস্ত দেবতার শরীর হইতে জাত, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।১৩

যে দেবতার তেজদ্বারা দেবীর যে অঙ্গ হইয়াছিল, এখন 'যদভূদিত্যাদি শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। শম্ভুর যে তেজ আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই তেজদ্বারা উক্ত দেবীর মুখমণ্ডল সংগঠিত হইয়াছিল। যমের তেজদ্বারা তাঁহার কেশপাশ এবং বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহুসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল।১৪

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥১৫
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥১৬
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥১৭
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥১৮

অন্বয়। সৌম্যেন স্তনয়োঃ যুগ্মং ঐন্দ্রেন চ মধ্যং বারুণেন চ জঙ্ঘাউরূ চ ভুবঃ তেজসা নিতম্বঃ অভবৎ।১৫

ব্রহ্মণঃ তেজসা পাদৌ, অর্ক তেজসা তৎ অঙ্গুল্যঃ বসূনাঃ চ কর অঙ্গুল্যঃ কৌবরেণ চ নাসিকা।১৬

প্রাজাপত্যেন তেজসা তু তস্যাঃ দন্তাঃ সম্ভূতাঃ তথা পাবক-তেজসা নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে।১৭

সন্ধ্যয়োঃ তেজঃ ভ্রুবৌ চ অনিলস্য চ শ্রবণৌ অন্যেষাং চ এব দেবানাং তেজসাং সম্ভবঃ শিবা।১৮

শ্লোকার্থ। চন্দ্র তেজে তাঁহার স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে তাঁহার শরীরের

মধ্যভাগ, বরুণ তেজে তাঁহার জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তাঁহার নিতম্ব উদ্ভূত হইল।১৫

ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদযুগল, সূর্যের তেজে তাঁহার পদাঙ্গুলি সমূহ, অষ্টবসুর তেজে তাঁহার করাঙ্গুলি সকল এবং কুবেরের তেজে তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হইল।১৬

[বৈকৃতিকরহস্যের মতে যে দেবতার যে বর্ণ তাঁহার তেজও সেই বর্ণ বলিয়া বিবিধ তেজের বর্ণানুসারে দেবীর অঙ্গসমূহ ও বিভিন্নবর্ণ হইয়াছিল।]

দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে তাঁহার দন্তসকল এবং বহ্নির তেজে তাঁহার তিন চক্ষু উৎপন্ন হইল।১৭

ত্রৈবর্ণিক-বন্দনীয় সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের তেজে তাঁহার ভ্রূযুগল ও বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং বিশ্ব-কর্মাদি অন্যান্য দেবতাগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব হইল।১৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সৌম্যেনেতি। সৌম্যেন সোমসম্বন্ধিনা তেজসা অর্থাত্তস্যাঃ স্তনয়োর্যুগ্মম্ অভবৎ নম্ন স্তনয়োর্যুগ্মমিত্যুক্তেঃ, দ্বয়োর্দ্বিত্বাপত্ত্যা চতুষ্টয়ং স্যাৎ নৈবম্; সন্নিহিতত্বেন প্রকৃত্যর্থস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ, বিভক্তিস্তু পদসাধুত্বার্থৈকৈব; ব্যাখ্যাতঞ্চৈবং স্মৃতিকৃদ্ভিঃ "যাংশ্চ ত্বমত্র তস্মৈতে স্বধা" ইত্যত্র যে চেতি বহুবচনান্তস্য তস্মৈ ইত্যেকবচনান্তেনোপাদানে, একোদ্দিষ্টেঽপি "এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" ইত্যত্র চ। দিত্যাদিতি যমাদিত্যান্ত ইত্যত্র সোমশব্দস্যাপ্যুপলক্ষণীয়ত্বে ণ্যঃ, যদ্বা সোমাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ সোমা দৈবতম্ ইতি "সোমাট্ট্যণ্" ইতি ট্যন্। ঐন্দ্রেণ ইন্দ্রসম্বন্ধিনা তেজসা চ মধ্যং মধ্যভাগোঽভবৎ। বারুণেন বরুণসম্বন্ধিনা তেজসা চ জঙ্ঘোরূঅভবতাম (জঙ্ঘাসহিতাবূরূ; যদ্বা দ্বন্দ্বেঽপি পূর্ববৎ গবাশ্বাদিত্বাভাবঃ, তদা জাতিবৃত্ত্যা একবচনান্তয়োঃ সমাসঃ)। ভুবঃ পৃথিব্যাস্তেজসা নিতম্বোঽভবৎ। ১৫। ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ অভবতাম্। অর্কতেজসা তয়োঃ পাদয়োরঙ্গুল্য অভবন্ যদ্বা তদিত্যব্যয়ং, তস্যা ইত্যর্থঃ; উত্তরত্র করগ্রহণাৎ পাদয়োরিতি জ্ঞেয়ম্ অঙ্গুল্যোঽভবন্। বসূনাং ধরাদীনাম্ অষ্টানাং তেজসা করয়োরঙ্গুল্যঃ অভবন্। কৌবেরেণ কুবেরসম্বন্ধিনা তেজসা নাসিকা অভবৎ। ১৬। তস্যা ইতি। তস্যাঃ দন্তাঃ প্রাজাপত্যেন প্রজাপতীনাং দক্ষাদীনাং সম্বন্ধিনা তেজসা সম্ভূতাঃ। পত্যন্তাদশ্বপত্যাদেরিতি ণ্যঃ। তথাশব্দশ্চার্থঃ, পাবকস্য বহ্নেস্তেজসা নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তেজোরূপত্বাৎ।১৭। ভ্রুবাবিতি। সন্ধ্যয়োঃ পূর্বাপরয়োস্তেজঃ ভ্রুবৌ জজ্ঞাতে ইতি চকারেণ সম্বন্ধঃ।

অনিলস্য পবনস্য তেজঃ শ্রবণৌ জজ্ঞাতে উক্তলিঙ্গস্যকচিদ্ব্যভিচারাৎ পুংস্ত্বম্। অন্যেষাং বিশ্বেদেবাদীনাং তেজসাং সম্ভব উৎপত্তিঃ শিবা জজ্ঞে ইত্যভেদেনান্বয়ঃ, বৃক্ষাগ্নৌরিতিবৎ এতেন তস্যা দেহস্য অভৌতিকত্বম্ উক্তম্।১৮।

টীকার্থ। সৌম্যেনেত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। চন্দ্রের তেজদ্বারা সেই দেবীর স্তনদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিল। 'স্তনয়োর্যুগ্মং' এই কথা বলায় দ্বিত্ব দুইবার হওয়ায় চারি স্তন হওয়া উচিৎ। না, তাহা হইবে না। সন্নিহিত বলিয়া প্রকৃত অর্থ বিবক্ষিত। বিভক্তি পদ সাধুতা রক্ষার জন্যই প্রয়োগ হইয়াছে। স্মৃতিকারগণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'যান্ এখানে বহু বচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া 'তস্মৈ' একবচনান্ত পদ যুক্ত হইয়াছে। এখানে 'যে' এই বহুবচনান্ত পদের পর তস্মৈ একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। একোদ্দিষ্টেও আছে, এতৎ বঃ পিতরো বাসঃ। অর্থাৎ শ্রাদ্ধগ্রন্থে আছে, এই তোমাদের পিতৃগণ বাস করিতেন। এখানেও আছে, যেমন দিতি-অদিতি যমাদিত্যাণ্যঃ, সেইরূপ সোম শব্দেরও উপলক্ষণে ণ্যঃ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা সোমের অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু সোম দেবতা, এই অর্থে সোমাট্টন্ ইতি ট্যন্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইন্দ্রের তেজদ্বারা দেবীর মধ্যভাগ হইয়াছিল। বরুণের তেজদ্বারা তাঁহার দুই জঙ্ঘা ও উরু হইয়াছিল। জঙ্ঘা সহিত উরু অথবা জঙ্ঘা উরু দ্বন্দ্ব সমাস। পূর্ববৎ বাহুল্য হেতু গাভী ও অশ্ব প্রভৃতির অভাব বুঝিবে।' তখন জাতিবৃত্তির দ্বারা দুই এক-বচনান্তের সমাস হইয়াছে। পৃথিবীর তেজদ্বারা দেবীর নিতম্ব হইয়াছিল।১৫

ব্রহ্মার তেজ দ্বারা দেবীর চরণদ্বয় এবং সূর্যের তেজদ্বারা তাঁহার পদের অঙ্গুলিসমূহ হইয়াছিল। অথবা 'তৎ' অব্যয়, তস্যা অর্থে 'তাঁহার' হইতে পারে। তৎপরে করাঙ্গুলির উদ্ভব বলা হইবে। অতএব এখানে পায়ের আঙ্গুলি বুঝিতে হইবে। 'ভব' ইত্যাদি অষ্টবসুর[৫৫] তেজদ্বারা তাঁহার করাঙ্গুলি এবং কুবেরের তেজদ্বারা নাসিকা হইয়াছিল।১৬

তস্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাঁহার (সেই দেবীর) দন্তরাজি দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতি[৫৬] গণের তেজদ্বারা হইয়াছিল। এখানে তথা শব্দের 'চ' অর্থে 'এবং'। অগ্নির তেজদ্বারা তাঁহার তিনটী নয়ন উৎপন্ন হইয়াছিল।১৭

'ভ্রুবৌ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার তেজদ্বারা তাঁহার ভ্রূদ্বয় হইয়াছিল। অনিলের তেজদ্বারা কর্ণদ্বয় হইয়াছিল। উক্ত লিঙ্গের ব্যাভিচার হেতু কোথাও কোথাও পুংলিঙ্গ হয়। ক্লীবলিঙ্গ 'শ্রবণম্' পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত। অন্য সমস্ত দেবতার তেজোরাশি হইতে সেই দেবী শিবা,

চণ্ডী সমুৎপন্না হইয়াছিলেন। এখানে অভেদে অন্বয় হইয়াছে, যেমন বৃক্ষ হইতে নৌকা হয়। ইহার দ্বারা দেবীদেহের অপ্রাকৃতত্ব কথিত।১৮

টিপ্পনী। ৪৫. ভবো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥

ভব, ধ্রুব, সোম, ধব, অনিল, অনল প্রত্যুষ ও প্রভাস—ইহারা গঙ্গাদেবী হইতে উৎপন্ন এবং অষ্টবসু নামে কীর্ত্তিত।

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতাঃ॥১৯
শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ বিষ্ণুঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥২০
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥২১
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ॥২২

অন্বয়। ততঃ সমস্ত-দেবানাং তেজঃ-রাশি-সমুদ্ভবাম্। তাং বিলোক্য মহিষ অর্দিতাঃ অমরাঃ মুদং প্রাপুঃ।১৯

পিনাক-ধৃক্ শূলাৎ শূলং বিনিষ্কৃষ্য তস্যৈ দদৌ, বিষ্ণুঃ স্ব-চক্রতঃ চক্রং সমুৎপাদ্য দত্তবান্।২০

তস্যৈ বরুণঃ চ শঙ্খং হুত-অশনঃ শক্তিং দদৌ [চ] মারুতঃ চাপং তথা বাণ-পূর্ণে ইষুধী দত্তবান্।২১

অমর-অধিপঃ সহস্র-অক্ষঃ ইন্দ্রঃ কুলিশাৎ বজ্রম্ ঐরাবতাৎ গজাৎ ঘণ্টাম সমুৎপাদ্য তস্যৈ দদৌ।২২

শ্লোকার্থ। অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশি হইতে সম্ভূতা মহাদেবীকে দেখিয়া মহিষাসুর কর্তৃক পীড়িত অমরগণ আনন্দিত হইলেন।১৯

ত্রিশূলধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূলান্তর এবং বিষ্ণু স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া মহাদেবীকে দিলেন।২০

এইরূপে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি এবং পবনদেব একটি ধনু ও দুইটি বাণপূর্ণ তূণীর তাঁহাকে দান করিলেন।২১

দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্রান্তর এবং ঐরাবত নামক স্বর্গগজের গলদেশস্থ ঘণ্টা হইতে ঘণ্টান্তর উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।২২

[দেবায়ুধ দেবশক্তি সম্পন্ন বা দেবশক্তির অংশভূত। যে আয়ুধ যে দেবায়ুধ হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাও দেবায়ুধ তুল্য শক্তিমান্]

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততস্তদনন্তরং সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাং তাং বিলোক্য দৃষ্ট্বা, মহিষার্দিতাঃ মহিষাসুরপীড়িতাঃ অমরাঃ দেবাঃ মুদং হর্ষং প্রাপুঃ।১৯। শূলমিতি। পিনাকধৃক্ (পিনাকঃ শিবধনুঃ "পিনাকোঽজগবং ধনুঃ" ইত্যমরঃ।) মহেশঃ শূলাৎ শূলং শূলান্তরং বিনিষ্কৃষ্য নিঃসার্য উৎপাদ্যেতি যাবৎ তস্যৈ দেব্যৈ দদৌ এতেন তস্যা অস্ত্রশস্ত্রাদীনাম্ অলৌকিকত্বং দর্শিতম্। কৃষ্ণঃ স্বচক্রাৎ সুদর্শনাৎ চক্রং সমুৎপাদ্য তস্যৈ দত্তবান্।২০। শংখমিতি। বরুণঃ সমুদ্রঃ বরুণোঽত্র সমুদ্রঃ অভেদবিবক্ষয়া শংখং চকারাৎ শংখান্নিষ্কৃষ্য দদৌ এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্ হুতাশনো বহ্নিঃ শক্তিং শল্যাখ্যমস্ত্রবিশেষং দদৌ। মরুদেব মারুতঃ (স্বার্থে টণ্) পবনঃ চাপং ধনুঃ, তথা বাণপূর্ণে এতেনাক্ষয়শরত্বং প্রতিপাদিতম্ ইষুধী (ইষবো ধীয়ন্তে যস্যাং ইষুধি) তূণৌ দত্তবান্।২১। বজ্রমিতি। ইন্দ্রঃ কুলিশাৎ বজ্রাৎ বজ্রং সমুৎপাদ্য, ঐরাবতাৎ গজাৎ ঘণ্টাং চ অর্থাৎ ঘণ্টায়াঃ সকাশাৎ ঘণ্টাং সমুৎপাদ্য তস্যৈ দদৌ ইতি জ্ঞেয়ং তথৈবোপক্রমাৎ। স কীদৃক্? অমরাধিপঃ দেবাধ্যক্ষঃ অতো দেবকার্য্যার্থমাদরাতিশয়ঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রমক্ষীণি যস্য ভাবিকার্য্যানুমানহর্ষোৎফুল্ললোচনমানত্বাৎ তদানীমেবাক্ষীণ সহস্রতয়া জাতানীব তদ্দর্শনার্থমিত্যুৎপ্রেক্ষাগর্ভকং বিশেষণম্॥২২॥

'তত ইতি' শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তদনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশি হইতে সম্ভূত সেই মহাদেবীকে দেখিয়া মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেবতাগণ হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন॥১৯

শূলং ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পিনাক (শিবধনু), ধৃক্ ধারী অর্থাৎ মহেশ আপন ত্রিশূল হইতে অন্য একটি ত্রিশূল উৎপাদন করিয়া সেই দেবীকে দিলেন। অমরকোষ অনুসারে পিনাক অর্থে ধনু ইত্যাদি। ইহার দ্বারা তাঁহার, সেই দেবীর অস্ত্র শস্ত্র সমূহের অলৌকিকত্ব দর্শিত হইল এবং বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র হইতে অন্য চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে (দেবীকে) দিলেন।২০

শঙ্খমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সমুদ্র দেবীকে শংখ দিলেন; বরুণকে

এখানে সমুদ্র হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। চ শব্দ দ্বারা শঙ্খ হইতে উৎপাদন করা হইয়াছে, ইহাই সূচিত। ইহার পরে অন্যত্রও এরূপ বুঝিতে হইবে। বহ্নি শক্তি শল্যাখ্য অস্ত্র বিশেষ প্রদান করিলেন। মরুৎ শব্দের উত্তর স্বার্থে টন্ প্রত্যয় নিমিত্ত মারুত হইয়াছে। চাপ, ধনু এবং বাণপূর্ণ তূণীর (বাণপূর্ণ শব্দ দ্বারা অক্ষয় শরত্ব প্রতিপাদিত) ইষবঃ, বাণসমূহ যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহা প্রদান করিলেন।২১

বজ্রমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইন্দ্র বজ্র হইতে অন্য বজ্র উৎপাদন করিয়া, ঐরাবত হস্তী হইতে ঘণ্টা, অর্থাৎ ঘণ্টা হইতে অন্য ঘণ্টা উৎপাদন করিয়া (ক্রমানুসারে এই রূপ বুঝিতে হইবে) সেই দেবীকে দিলেন। তিনি কিরূপ ? অমরগণের অধিপতি, দেবতাধীশ। অতএব তিনি দেবকার্য্যের জন্য অতিশয় আদরণীয়া। সহস্র লোচন যাঁহার, তিনি ইন্দ্র। ভবিষ্যৎ কার্য্য অনুমান করিয়া আনন্দোৎফুল্ল লোচনে তাঁহার দৃষ্টি যেন সহস্র গুণে বর্ধিত হইয়াছিল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ইহা উৎপ্রেক্ষাগর্ভক দৃষ্টান্তমূলক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত।২২

টিপ্পনী। ৪৬. অমরকোষে ব্রহ্মার নিম্নলিখিত নামাবলী প্রদত্ত।

ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠ পিতামহঃ।
হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভুশ্চতুরাননঃ॥
ধাতাব্জযোনির্দ্রুহিণো বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ।
স্রষ্টা প্রজাপতির্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃগ্বিধিঃ॥
নাভিজন্মাণ্ডজঃ পূর্বো নিধনঃ কমলোদ্ভবঃ।
সদানন্দো রজোমূর্তিঃ সত্যকো হংসবাহনঃ॥

ব্রহ্মা, আত্মভূঃ, সুরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠ, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, ধাতা, অব্জযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টা, প্রজাপতি, বেধা, বিধাতা, বিশ্বসৃক্ ও বিধি। ব্রহ্মা হংসবাহন, নাভিজন্ম, অণ্ডজ, কমলোদ্ভবঃ প্রভৃতি নামেও অভিহিত। ত্রিপুরাতে বিশ্বকর্মা হংসবাহন ও হস্তীবাহন উভয়ই দৃষ্ট হয়।

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্ ॥২৩

সমস্ত রোমকুপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম চ নির্মলম্ ॥২৪
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥২৫
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্ ॥২৬

অন্বয়। যমঃ কাল-দণ্ডাৎ দণ্ডম্ অম্বু-পতিঃ চ [পাশাৎ] পাশং দদৌ। প্রজাপতিঃ ব্রহ্মা অক্ষ-মালাং কমণ্ডলুম চ দদৌ।২৩

তস্যাঃ সমস্ত রোমকূপেষু দিবা-করঃ নিজ রশ্মীন্ কালঃ চ নির্মলম্ খড়্গং চর্ম চ দত্তবান্।২৪

ক্ষীরোদঃ চ অ-মলং হারম তথা চ অজরে অম্বরে তথা দিব্যং চূড়া-মণিং কুণ্ডলে কটকানি্ চ শুভ্রং অর্ধ চন্দ্রং তথা সর্ব-বাহুষু কেয়ূরান বিমলৌ নূপুরৌ তদ্বৎ অনুত্তমম্ গ্রৈবয়কম্ সমস্তাসু চ অঙ্গুলীষু অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি দত্তবান্।২৫-২৭

শ্লোকার্থ। মৃত্যুরাজ যম স্বীয় কালদণ্ড হইতে একটি দণ্ড, জল-দেবতা বরুণ স্বীয় পাশ হইতে একটি পাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষ-মালা হইতে একটি মালা ও কমণ্ডলু হইতে একটি কমণ্ডলু উৎপাদন পূর্বক দেবীকে দান করিলেন।২৩

দুর্গাদেবীর সমস্ত লোমকূপে দিবাকর নিজ কিরণরাশি এবং নিমেষাদি কালাভিমানিনী দেবতা একটি প্রদীপ্ত খড়্গ ও একটি উজ্জ্বল ঢাল তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।২৪

ক্ষীর সমুদ্র তাঁহাকে উজ্জ্বল মুক্তাহার, চির নূতন বস্ত্র যুগল, দিব্য চূড়ামণি, দুইটি কুণ্ডল এবং হস্তসমূহের বলয়গুলি, শুভ্র ললাটভূষণ, সকল বাহুতে অঙ্গদ (বাজু); নির্মল নূপুর, অত্যুত্তম কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলীতে উত্তম অঙ্গুরী প্রদান করিলেন।২৫-২৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কালেতি। কালো যমঃ কালাদণ্ডাৎ কালাত্মক-দণ্ডাৎ (কালরূপা দণ্ড তস্মাৎ) দণ্ডং সমুৎপাদ্য দদৌ। অম্বুপতির্বরুণঃ পাশং পাশাদুৎপাদ্য পাশমিত্যর্থঃ দদৌ। প্রজাপতির্ব্রহ্মা অক্ষমালাং জপমালাং (অকারাদিক্ষ কারান্তাঃ একপঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণমালেত্যুচ্যতে। জপমালায়া

একৈকা গুটিকা বর্ণরূপেতি শাস্ত্রে কথিতম্। তত্র মেরুরূপঃ ক্ষকারঃ।), কমণ্ডলুং বারিপাত্রঞ্চ দদৌ ব্রহ্মাক্ষমালাঞ্চ কমণ্ডলুঞ্চ ইতি বামণপুরাণাৎ)। ২৩। সমস্তেতি। দিবাকরঃ সূর্যঃ তস্যা দেব্যাঃ সমস্তরোমকূপেষু নিজ রশ্মীন্ স্বকিরণান্ দদৌ। কালো মৃত্যুশ্চ খড়্গং, নির্মলম্ অতিচিক্কণং চর্ম ফলকঞ্চ দত্তবান্ (তস্মৈ ইতি পূর্বস্মাৎ অন্বেতব্যম্, যদ্বা তস্যা ইতি শৈষিক ষষ্ঠী)।২৪। ক্ষীরোদেতি। (সার্দ্ধদ্বয়েনান্বয়ঃ) ক্ষীরোদঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ অমলং স্ফুটকিরণং হারম্, অজরে অবিনশ্বরে অম্বরে বস্ত্রে চ, তথা দিব্যং অলৌকিকং চূড়ামণিং শিরোরত্নং, কুণ্ডলে কর্ণাভরণে, কটকানি বলয়ানি চ, তথা শুভ্রং নিষ্কলম্ অর্দ্ধ চন্দ্রং, সর্ববাহুষু। কেয়ূরান্, অঙ্গদানি, বিমলৌ স্ফুটকিরণৌ নূপুরৌ, তদ্বৎ বিমলম্ অনুত্তমম্ অত্যুৎকৃষ্টং গ্রৈবেয়কং গ্রীবাভরণাং সমস্তাসু অঙ্গুলীষু অঙ্গুরীয়করত্নানি মুদ্রিকা শ্রেষ্ঠানি দদৌ ("কেয়ূরং ব নপুংসকম্" ইতি কোষঃ)।২৫—২৭। বিশ্বকর্মা চ অতি নির্মলং পরশুং কুঠারম্, অনেকরূপাণি অস্ত্রাণি, অভেদ্যং ছেত্তুমশক্যং দংশনং সন্নাহঞ্চ তস্মৈ দদৌ (চূড়ামণ্যাদিকং সর্বং বিশ্বকর্মা দদৌ ইতি কেচিৎ)।২৮। জলনিধির্জলসমুদ্রঃ অম্লানি অপর্যুষিতানি অমলানি ইতি বা পঙ্কজানি যস্যাং তাদৃশীং অম্লানপংকজাং মালাং শিরসি, অপরাং তাদৃশীং মালাম্ উরসি বক্ষসি চ তস্মৈ অদদৎ (দদ দানে, আত্মনেপদানিত্যত্বাৎ পরস্মৈ-পদম্)।২৯। অতি-শোভনং মনোরমতরং পঙ্কজং লীলাকমলঞ্চ দদৌ। ধনাধিপঃ কুবেরঃ সুরয়া অশূন্যং সর্বদা সুরাপূর্ণং পানপাত্রং চষকং দদৌ। হিমবাণ্ হিমালয়ঃ সিংহংবাহনং, বিবিধানি রত্নানি চ দদৌ। ধনাধিপঃ কুবেরঃ সুরয়া অশূন্যং সর্বদা সুরাপূর্ণং পানপাত্রং চষকং দদৌ।৩০।

অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্মা দদৌ তস্মৈ পরশুঞ্চাতি নির্মলম্ ॥২৭
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাঽভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লান পঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্ ॥২৮
অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ॥২৯
দদাবশূন্যং সুরয়া পান-পাত্রং ধনাধিপঃ।
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণি বিভূষিতম্ ॥৩০

অন্বয়। বিশ্ব-কর্মা চ তস্মৈ অতি-নির্মলম্ পরশুং চ অনেকরূপাণি অস্ত্রাণি তথা অভেদ্যং দংশনম্ দদৌ ।২৭-২৮

জলধিঃ তস্মৈ অম্লান-পঙ্কজাং মালাং শিরসি অপরাম্ চ উরসি অতিশোভনম্ চ পঙ্কজং অদদৎ ।২৮-২৯

হিমবান্ সিংহং বাহনং চ বিবিধানি রত্নানি ধন-অধিপঃ সুরয়া অশূন্যং পানপাত্রং দদৌ ।২৯-৩০

শ্লোকার্থ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অত্যুজ্জ্বল কুঠার, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ প্রদান করিলেন। ২৭-২৮

সমুদ্র তাঁহার শিরে অম্লান পদ্মের একটি মালা, তাঁহার বক্ষে তাদৃশ অপর একটি মালা এবং তাঁহার হস্তে একটি পরম সুন্দর পদ্ম দান করিলেন ।২৮-২৯

গিরিরাজ হিমালয় বাহনস্বরূপ সিংহ ও বিবিধ রত্ন এবং কুবের সদা সুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র তাঁহাকে দিলেন ।২৯-৩০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শেষঃ অনন্তশ্চ নাগহারং নাগলোক-ভবং হারং, যদ্বা নাগাকারং হারং, যদ্বা নাগ এব হারঃ তং তস্মৈ দদৌ। যঃ শেষঃ ইমাং পৃথিবীং ধত্তে (ইতি মহত্ত্বপ্রতি পাদনায়, যদ্বা বিষ্ণোঃ পর্যঙ্কীভূতমূর্ত্যন্তরনিবারণায়)। স কীদৃক্? নাগানাং ঈশ। হারং কীদৃশম্ সর্ব মহামণিবিভূষিতং মহামণির্বহুমূল্যমণিঃ তেন বিভূষিতম্ তথাচ। আকাশে চক্রচাপানাম্ উদয়স্ত যতো ভবেৎ অস্তৌ ধন্বন্তরো জ্ঞেয়ো বহুমূল্য মণিঃ সদেতি ॥ ৩১ ॥ সা দেবী দ্যোতমানা অন্যৈরপি সুরৈঃ বসুবিশ্বদেবাদিভিঃ ভূষণৈরাভরণৈঃ, তথা আয়ুধৈরস্ত্রৈঃ সম্মানিতা সতী সাট্টহাসং মহাহাসংসহিতং যথা স্যাৎ তথা মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈর্ননাদ শব্দং চকার (তস্যাঃ সর্বত্র সমবুদ্ধিত্বাৎ নিরপরাধানাং হননাযোগাদ অসুরাণাম্ অপরাধোদ্ভবার্থং তথা চকারেতি ভাবঃ, ন তু তত্ত্ব বস্তুলাভেন হর্ষাৎ)॥ ৩২ ॥ তস্যা ঘোরেণ ভয়ানকেন নাদেন কৃৎস্নং সমগ্রং নভঃ আকাশম্ আপূরিতং, মহান্ প্রতি শব্দশ্চাভূৎ (যদ্যপি অমূর্তেন শব্দেন শূন্যস্য নভসঃ পূরণং ন সম্ভবতি, নভসঃ অনন্তস্য সামগ্র্যমপি ন সম্ভবতি, তথাপি শব্দস্যাপিমহত্ত্বেন জগদ্ব্যাপ্তিরেব তাৎপর্যম্ ; প্রধানধ্বন্যনুকারী শব্দঃ প্রতিশব্দঃ)। অতএব অতিমহতা নাদেন, তত্রাপি হেতুঃ—অমায়তা মানং মাঃ তাং যন্ প্রাপ্নুবন্ মায়ন্ ততো নঞ্ সমাসঃ তেন, অপরিমিতেনেত্যর্থঃ ; যদ্বা অমা রবিরশ্মিবিশেষঃ, তাং যন্ গচ্ছন্ অমায়ন্ তেন তদুক্তম্ ("অমা নাম রবেরশ্মিশ্চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি তাৎপর্যস্তসঞ্চারেণেত্যর্থঃ) ॥৩৩॥ চুক্ষুভিরিতি। সকলাঃ লোকাঃ সমস্ত-

ভুবনানি সর্বেজনাঃ চুক্ষুভুঃ চলিতাঃ। সমুদ্রাঃ সপ্ত জলধরশ্চ কম্পিতা ॥৩৩॥

২৩ শ্লোকের টিপ্পনী।

৪৭. ব্রহ্মা=ব্রহ্মন্=বৃন্‌হ (দীপ্তি—পাওয়া ইত্যাদি)+মণ্ ক, প্রথমার একবচন। পুরাণাদি শাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এইরূপ সংক্ষিপ্ত কাহিনী পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে এই জগৎ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তৎপরে বিরাট পুরুষ নিজতেজে অন্ধকার দূর করিয়া জল সৃষ্টি করেন। সেই জল মধ্যে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হয়। উক্ত বীজ স্বর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে তন্মধ্যে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা-রূপে অবস্থিতি করেন। অনন্তর উক্ত অণ্ডদ্বিখণ্ডিত হইলে এক ভাগে আকাশ ও অন্য ভাগে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতি সৃজন করেন; যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ। এই দশ প্রজাপতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টি কার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর সাধনার ব্যাঘাত আশংকায় নারদ উহাতে অস্বীকৃত হইলে, ব্রহ্মার অভিশাপে তাঁহাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্যার নাম সাবিত্রী। পুষ্করতীর্থে ও ঝাড়গ্রামে সাবিত্রী মন্দির অবস্থিত। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা ব্রহ্মার দুইটি কন্যা।

দক্ষ=দক্ষ (বেগবান্ হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ক। ইনি প্রজাপতি বিশেষ। দক্ষও ব্রহ্মার পুত্র। বিধাতার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয়। ইহার ভার্যার নাম প্রসূতি। দক্ষের বহু কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ ১২টি ধর্মরাজ ১০টি, চন্দ্র ২৭টি, অরিষ্টনেমী ৪টি, অঙ্গিরা ২টি এবং সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর পাণিগ্রহণ করেন শিব।

একদা ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করার সংকল্প করেন এবং শিবকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখিয়া দক্ষ কটুবাক্যে শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদ পাইয়া অনুচরবৃন্দ সহ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শিরচ্ছেদনপূর্বক তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু তাঁহার মস্তক যজ্ঞানলে ভস্মীভূত হওয়ায় একটি ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে

সংযোজিত হয়। শিব নিন্দার ফলে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

টীকার্থ। কাল ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। যম কালাত্মক, কালরূপ দণ্ড হইতে অন্য দণ্ড উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। জলাধি-পতি বরুন স্বীয় পাশ হইতে অন্য পাশ উৎপাদন করিয়া সেই দেবীকে দিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা[৬৭] জপমালা এবং জলপাত্র কমণ্ডলু দিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অক্ষমালা ও কমণ্ডলু বামন পুরাণে উল্লিখিত ॥২৩॥

সমস্ত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দিবাকর সূর্য্য সেই দেবীর সমস্ত রোমকূপে স্বীয় কিরণ দিয়াছিলেন এবং কাল, মৃত্যু খড়্গ ও অতি চিক্কন চর্ম্মফলক দিয়াছিলেন। পূর্বের মত এখানে তস্যৈপদ অন্বিত হইবে। অথবা তস্যাঃ শেষে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।২৪।

ক্ষীরোদ ইতি শ্লোক ব্যাখাত হইতেছে। ইহা আড়াই শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। ক্ষীরসমুদ্র কিরণময় কণ্ঠহার, উজ্জ্বলহার এবং অবিনশ্বর বস্ত্র যুগল ও দিব্য শিরোরত্ন ও কর্ণাভরণ ও বলয় এবং নিষ্কলঙ্ক অর্দ্ধচন্দ্র, সমস্ত বাহুতে অঙ্গদ, অত্যুজ্জ্বল নূপুর, অত্যুৎকৃষ্ট গ্রীবাভরণও সমস্ত অঙ্গুলিতে উত্তম অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। অমরকোষ অনুসারে কেয়ূর বিকল্পে ক্লীবলিঙ্গ হয় এবং বিশ্বকর্ম্মা অতি উজ্জ্বল কুঠার, অনেক প্রকার অস্ত্র, অচ্ছেদ্য কবচ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কাহারও মতে চূড়ামণি আদি সমস্ত অলঙ্কার বিশ্বকর্ম্মা দিয়াছিলেন। সমুদ্র সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মালা মস্তকে ধারণার্থ এবং সেইরূপ অন্য একটি মালা বক্ষে ধারণার্থ তাঁহাকে, সেই দেবীকে দিলেন। দদ দানে আত্মনেপদ, অনিত্যত্ব হেতু পরস্মৈপদ ব্যবহৃত। তিনি (সমুদ্র) অত্যন্ত শোভন, মনোহর পদ্ম, নীলকমল হস্তে ধারণার্থ দিয়াছিলেন। হিমালয় দেবীকে বাহনস্বরূপ মহাসিংহ এবং নানাবিধ রত্ন দিলেন। ধনের অধীশ্বর কুবের সর্ব্বদা সুরাপূর্ণ পানপাত্র তাঁহাকে দিলেন। অনন্তদেব নাগলোকে-জাত হার অথবা নাগ, সর্পাকার হার, অথবা সর্পই হার তাঁহাকে, সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। যিনি শেষ, অনন্ত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার, শেষের মহত্ব প্রতিপাদিত। অথবা বিষ্ণুর পর্যঙ্কীভূত, অর্থাৎ যে সর্পশয্যায় বিষ্ণু শায়িত থাকেন, সেই শেষ মূর্তিনিবারণার্থ যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন, ইহা উক্ত হইল। সেই শেষ কিরূপ? তিনি সমস্ত নাগের অধিপতি। ঐ হার কিরূপ? ইহা মহামণি বিভূষিত, বহুমূল্য মহামণিদ্বারা অলংকৃত। সেই দেবী বসু, বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবগণদ্বারা সম্পূজিত হইয়া,

আভরণ ও আয়ুধদ্বারা সুসজ্জিতা হইয়া মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য ও উচ্চ শব্দ করিতে লাগিলেন। সর্বত্র তাঁহার সমদৃষ্টিত্ব হেতু নিরপরাধ, হননের অযোগ্যতাহেতু অসুরদিগের অপরাধ উৎপাদনার্থ তথা চ কার প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাই ভাবার্থ। সেই সব বস্তু লাভের জন্য দেবীর আনন্দ নয়। তাঁহার ভয়ানক শব্দ দ্বারা সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ এবং মহান্ প্রতিশব্দ উত্থিত হইয়াছিল। যদিও মূর্তিহীন মহাশব্দ দ্বারা আকাশের পূর্ণতার সম্ভাবনা নাই ও অনন্ত আকাশের সামগ্রসীমা অবধারিত হইতে পারে না, তথাপি শব্দের অধিক মহত্ব নিবন্ধন জগদ্ব্যাপ্তিই এইস্থলে সূচিত। প্রধান ধ্বনির অনুকারী শব্দের নাম প্রতিশব্দ বা প্রতিধ্বনি। অতএব অতি মহান শব্দ দ্বারা। তাহার হেতু যাহা পরিমাপ করা যায় তাহা মায়ন্—নঞ্তৎপুরুষ সমাসে ও তৃতীয়ান্ত পদ হওয়ায় অর্থ হইল, 'অপরিমিতেন'। অথবা 'অমা' রবিরশ্মি বিশেষঃ, তাহাতে গমন করে যাহা তাহা অমায়ন্, তাহার দ্বারা, শব্দদ্বারা। কথিত আছে, অমা নামে সূর্যরশ্মি চন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত। যাহা সঞ্চরণ করে; ইহাই ভাবার্থ। সমস্ত লোক, সমস্ত ভুবন এবং সমুদ্র উক্ত ধ্বনিতে ক্ষুব্ধ হইল।২৫-৩৩

নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্।
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ॥৩১
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ॥৩২
অমায়তাঽতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ॥৩৩
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্ ॥৩৪

অন্বয়। যঃ চ ইমাম্ পৃথিবীম্ ধত্তে সর্ব-নাগ-ঈশঃ শেষঃ মহামণিবিভূষিতম্ নাগ-হারং তস্যৈ দদৌ ॥৩০-৩১

দেবী অন্যৈঃ সুরৈঃ অপি ভূষণৈঃ তথা আয়ুধৈঃ সম্মানিতা স-অট্টহাসং মুহুঃ-মুহুঃ উচ্চৈঃ ননাদ।৩১-৩২

তস্যাঃ অমায়তা অতিমহতা ঘোরেণ নাদেন কৃৎস্নম্ নভঃ আপূরিতং [চ] মহান্ প্রতিশব্দঃ অভূৎ ॥৩২-৩৩

সকলাঃ লোকাঃ চুক্ষুভুঃ সমুদ্রাঃ চ চকম্পিরে বসুধা চচাল সকলাঃ চ মহীধরাঃ চেলুঃ ॥৩৩-৩৪

শ্লোকার্থ। যে নাগরাজ বাসুকি এই পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি দুর্গাদেবীকে মহামণিশোভিত একটি নাগহার প্রদান করিলেন ।৩০-৩১

অন্যান্য দেবগণ কর্তৃকও অলঙ্কার এবং অস্ত্রাদি দ্বারা সম্পূজিতা হইয়া জগন্মাতা দুর্গা বারংবার অট্টহাস্য ও হুঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।৩১-৩২

তাঁহার অপরিমিত অতি মহান্ ঘোর গর্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হইল এবং ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল ।৩২-৩৩

সেই সিংহনাদে চতুর্দশ ভুবন সংক্ষুব্ধ, সপ্ত-সমুদ্র কম্পিত এবং পৃথিবী ও পর্বত সমূহ বিচলিত হইল ।৩৩-৩৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। চচালেতি। বসুধা পৃথিবী চচাল চলিতবতী (লোকত্ব বিশেষাৎ বসুধায়াঃ প্রাপ্তেঃ সামান্য বিশেষন্যায়েনেদমুক্তং "গামানয় বলীবর্দঞ্চ" ইতিবৎ, অধিকচলনার্থং বা)। সকলাঃ মহীধরাঃ পর্বতাশ্চ চেলুঃ চলিতবন্তঃ (পর্বতানামপি পৃথিবীত্বে প্রাগুক্তন্যায়াদুক্তং "সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্" ইতিবৎ)। দেবা ইন্দ্রাদয়শ্চ মুদা হর্ষেণ তাং সিংহবাহিনীং দেবীং জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু ইতিঃ উচুঃ (তথা জয়া ইতি নামনির্বচনমপি চক্রুঃ জয়তি অসুরানিতি জয়া; সিংহং বাহয়িতুং শীলম যস্যা ইতি ণিন্, আর্ষত্বাজ্জাত্যুপপদেঽপি ণিন্, সাধ্বর্থে বা; যদ্বা বহতীতি বাহঃ, সিংহ এব বাহঃ সিংহবাহঃ, ততঃ প্রশংসায়াং মত্বর্থীয় ইন্, বহুব্রীহেরর্থপ্রতিপত্তিকরত্বাভাবাৎ) ।৩৪।

টীকার্থ। এখন চচাল ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পৃথিবী বিচলিত হইল। পৃথিবীর লোক সমূহও বিচলিত হইল। সামান্য ও বিশেষ ন্যায়দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যেমন গাভী আনয়ন কর এবং বলীবর্দ্দও আনয়ন কর, বহুল প্রচলনার্থ ইহা বলা হয়। সকল পর্বত প্রকম্পিত হইল। পৃথিবী প্রকম্পিতা হইল বলার সময় পর্বতের কথা বলা হইয়াছিল। পূর্বোক্ত বিশেষ ন্যায় দ্বারা পুনরায় বলা হইল "সমুদ্র, ৪৮ দ্বীপ ও পর্বতের সহিত"। ইন্দ্রাদি দেবগণ মহানন্দে সেই সিংহবাহিনী দেবীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তাঁহার উৎকর্ষ আবিষ্কার করিলেন এবং জয়া এই নাম নির্বাচন করিলেন। যিনি অসুরগণকে জয় করেন, তিনি জয়া। সিংহকে বহন করান স্বভাব যাঁহার, এই অর্থে ণিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। আর্ষত্ব হেতু জাত্যুপপদে ণিন্ অথবা সাধ্বার্থে ণিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা যে বহন করে, সে বাহঃ। সিংহই বাহঃ,

সিংহবাহ, প্রশংসায় মত্বর্থে ইন্, বহুব্রীহি সমাসে অর্থ প্রতিপত্তিকরত্বের অভাব হেতু ।৩৪

টিপ্পনী। ৪৮ সপ্তসমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল। ঊর্ধ্বে সপ্তলোক- ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য (ব্রহ্মলোক)। নিম্নে সপ্তলোক—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ॥৩৫
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ।
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ ॥৩৬
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ।
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা ॥৩৭
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্ ॥৩৮

অন্বয়। দেবাঃ চ মুদা তাম্ সিংহ বাহিনীম্ জয় ইতি উচুঃ চ ভক্তি-নম্র-আত্ম-মূর্তয়ঃ মুনয়ঃ এনাং তুষ্টুবুঃ ।৩৪—৩৫

তে অমর-অরয়ঃ সমস্তং ত্রৈলোক্যম্ সংক্ষুব্ধং দৃষ্ট্বা সন্নদ্ধ অখিল-সৈন্যাঃ উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ ।৩৫—৩৬

মহিষাসুরঃ ক্রোধাৎ আঃ এতৎ কিম্ ইতি আভাষ্য অ-শেষৈঃ অসুরৈঃ বৃতঃ তং শব্দম্ অভ্যধাবত ।৩৬—৩৭

ততঃ সঃ ত্বিষা ব্যাপ্ত-লোক-ত্রয়াং পাদ-আক্রান্ত্যা নত-ভুবং কিরীট-উল্লিখিত অম্বরাম্ ধনুঃ-জ্যা-নিঃস্বনেন ক্ষোভিত অশেষ-পাতালাং ভুজ সহস্রেণ সমস্তাৎ দিশঃ ব্যাপ্য সংস্থিতান্ তাম্ দেবীং দদর্শ ।৩৭—৩৯

শ্লোকার্থ। দেবগণ আনন্দে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন এবং মুনিগণ ভক্তিভরে নতদেহ হইয়া দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন ।৩৪—৩৫

সেই অসুরগণ সমস্ত ত্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া সৈন্যসমূহকে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি উদ্যত করিয়া সমুত্থিত হইল ।৩৫—৩৬

মহিষাসুর ক্রোধে 'আঃ একি!' এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরের সহিত সেই শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল ।৩৬—৩৭

অনন্তর যাঁহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁহার ধনুকের টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত সপ্ত নিম্নলোক আকুলিত, যিনি গগনস্পর্শী মুকুট পরিহিতা, সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দর্শন করিল।৩৭—৩৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তুষ্টুবুরিতি। মুনয়শ্চ ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ ভক্ত্যা ভাবেন নম্রা আত্মা নমঃ মূর্ত্তয়ো দেহাশ্চ যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ (এতেন কায়িক-বাচিক-মানসিক প্রবণত্বমুক্তম্) এনাং তুষ্টুবুঃ স্তুতবন্তঃ। তে অমরারয়ঃ মহিষাদয়ঃ অসুরাঃ সমস্তং ত্রৈলোক্যং সংক্ষুব্ধং ব্যাকুলীভূতং দৃষ্ট্বা উদায়ুধাঃ উদ্যতাস্ত্রাঃ সন্তঃ সমুত্তস্থুঃ উদ্যোগং কৃতবন্তঃ (দেবোদ্যমাশংকয়েতি ভাবঃ)। কীদৃশাঃ? সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাঃ সন্নদ্ধানি কৃতসন্নাহানি অখিলানি সমগ্রাণি সৈন্যানি যেষাং তে। মহিষাসুরঃ আঃ এতৎ কিম্ ইতি ক্রোধাৎ আভাষ্য ত্বরয়া সম্যগহুক্ত্বা অশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ বেষ্টিতঃ সন্ তং শব্দম্ অভি আভিমুখ্যেন অভিলক্ষীকৃত্যেতি বা অধাবত ("আস্ত স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ" ইত্যমরঃ)। ততঃ শব্দাভিমুখগমনানন্তরং স মহিষাসুরঃ তাং দেবীম্ অতিপ্রকাশমানাং দদর্শ। কীদৃশীম্? ত্বিষা কান্ত্যা ব্যাপ্তলোকত্রয়ং লোকত্রয়ং ভূরাদি যয়া তাম্; পাদাক্রান্ত্যা পাদয়োরাক্রমণেন নতভুবং নতা নম্রীকৃতা ভূর্যয়া তাম্; কিরীটোল্লিখিতাম্বরং কিরীটেন মুকুটেন উল্লিখিতম্ ঘৃষ্টম্ অম্বরম্ আকাশং যয়া তাম্ (আকাশস্য অমূর্ত্তত্বেন উল্লেখনাসম্ভবাৎ সর্বব্যাপিত্বাচ্চ অত্যুচ্চতায়ামেব তাৎপর্যম্, যদ্বা অম্বরং মহর্লোকঃ সম্ভবপরত্বাৎ। ধনুর্জ্যানিস্বনেন চাপারূঢ়মৌর্বীশব্দেন ক্ষোভিতা শেষপাতালাং ক্ষোভিতানি চঞ্চলীকৃতানি অশেষাণি সমগ্রাণি পাতালানি যয়া তাম্ (নির্বিসর্গোনিস্বনশব্দঃ "নের্গদনপস্বনঃ" ইতি লক্ষণস্মরণাৎ। যদ্যপি জ্যাশব্দেনৈব মৌর্বী উচ্যতে, তথাপি ধনুঃ শব্দোপাদানম্ আরূঢ়ত্ববোধায়; তথাচ সাহিত্যদর্পণঃ "ধনুর্জ্যাদিষু শব্দেষু শব্দাস্ত ধনুরাদয়ঃ। আরূঢ়ত্বাদিবোধায়" ইতি, এবমন্যত্রাপি; ভুজসহস্রেণ সমন্তাৎ সর্বতো দিশঃ ব্যাপ্য সংস্থিতাং সম্যক্ স্থিতাম্। "অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে" ইতি যামলম্।৩৫—৩৯

টীকার্থ। তুষ্টুবু ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভক্তি ভাবদ্বারা নম্র হইয়াছে আত্মা, মন ও মূর্তি, দেহ যাঁহাদের সেই মুনিগণ তদ্রূপ হইয়া। ইহার দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবণতা কথিত। তাঁহারা দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই মহিষাদি অসুরগণ সমস্ত ত্রিলোক ব্যাকুলীকৃত দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। দেবতাদের উদ্যমে

তাহারা আশঙ্কান্বিত হইয়াছিল। ইহাই ভাবার্থ। তাহারা কিরূপ ছিল? তাহারা স্বীয় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়াছিল। ৩৫—৩৬

মহিষাসুর, আঃ একি! ক্রোধে শীঘ্রতার জন্য সম্যক্ না বলিয়া অগণিত অসুরদ্বারা বেষ্টিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ করিয়া ধাবিত হইল। অমরকোষ মতে ক্রোধে ও পীড়িতাবস্থায় আঃ শব্দ উচ্চারিত হয়। ৩৭

শব্দাভিমুখে গমনের পর মহিষাসুর সেই দেবীকে অতিশয় প্রকাশমানা দেখিলেন। কিরূপ দেখিলেন? যাঁহার কান্তিদ্বারা ভূরাদি ত্রিলোক ব্যাপ্ত। যাঁহার পদের আঘাত দ্বারা পৃথিবী অবনত, নম্রীকৃত। যাঁহার মুকুটদ্বারা আকাশ সংস্পৃষ্ট। আকাশের মূর্তি না থাকায় স্পর্শ অসম্ভব। সর্বব্যাপিত্বহেতু অতি উচ্চ, ইহাই তাৎপর্য। অথবা আকাশে মহর্লোকে অবস্থিত থাকায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। যাঁহার ধনুর চাপের শব্দদ্বারা সমস্ত পাতাল চঞ্চল। নিঃস্বন শব্দ "নের্গদনদপতস্বনঃ" ইতি লক্ষণস্মরণ হেতু। যদিও জ্যা শব্দকেই মৌর্বী বলে, তথাপি ধনুর শব্দোৎপাদন দ্বারা জ্যার আরোপ সূচিত। ধনুর জ্যার শব্দ ধনুরাদির শব্দ। জ্যার আরোপ বুঝাইবার জন্য এইরূপ অন্যত্রও দৃষ্ট হয়, ইহা সাহিত্যদর্পণে কথিত। যিনি ভুজসহস্রে[৪১] সমগ্র দিঙ মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিতা, সেই দেবীকে মহিষাসুর দেখিতে পাইল। রুদ্রযামলতন্ত্রমতে রণে যিনি সহস্রভুজা, তিনি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা হন।৩৮—৩৯

টিপ্পনী। ৪১. বৈকৃতিকরহস্যে আছে, অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী। অর্থাৎ সেই দুর্গাদেবী সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা। মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা হইলেও সহস্রভুজা, অনন্তভুজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। দেবী মাহাত্ম্যের ১১।১৯ মন্ত্রে দেবীকে সহস্রনয়না বলা হইয়াছে।

দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ ॥৩৯
শস্ত্রাস্ত্রৈ র্বহুধামুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্।
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ ॥৪০
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ ॥৪১
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ॥৪২

অন্বয়। ততঃ তয়া দেব্যা সুর-দ্বিষাম্ বহু-ধা মুক্তৈঃ শস্ত্র-অস্ত্রৈঃ আদীপিত দিক্-অন্তরম্ যুদ্ধং প্রববৃতে ।৩৯-৪০

মহিষাসুর সেনানীঃ চিক্ষুর-আখ্যঃ মহাসুরঃ চামরঃ চ চতুঃ-অঙ্গ বল-অন্বিতঃ অন্যৈঃ যুযুধে ।৪০-৪১

উদগ্র-আখ্যঃ মহাসুরঃ রথানাম ষড়্ ভিঃ অযুতৈঃ মহাহনুঃ অযুতানাং সহস্রেণ অযুধ্যত ।৪১-৪২

শ্লোকার্থ। অনন্তর দেবদ্বেষী অসুরগণ বহুপ্রকারে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের দীপ্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ।৩৯-৪০

মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর ও চামর-নামক মহাসুর রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্য এবং অন্যান্য মহাসুরের সহযোগে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ।৪০-৪১

উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত (ষাট হাজার) এবং মহাহনু নামক মহাসুর এক সহস্র অযুত (এক কোটি) রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।৪১-৪২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ততঃ তদনন্তরং তয়া দেব্যা সহ সুরদ্বিষাম্ অসুরাণাং যুদ্ধং প্রববৃতে প্রবৃত্তম্। কৈঃ? শস্ত্রাস্ত্রৈঃ (শস্ত্রং হিংসাসাধনং খড়্গাদি অস্ত্রং ক্ষেপণীয়ং হিংসাসাধনং শরাদি ইতি ধাত্বর্থানুসারাদ্ভেদঃ ; যদ্বা শস্ত্রং লৌহঃ তন্ময়ৈবস্ত্রৈঃ শাস্ত্রমায়ুধ-লোহয়োঃ ইতি কোষঃ)। কীদৃশৈঃ? বহুধা বহুপ্রকারেণ ক্ষিপ্তৈঃ। কীদৃশং যুদ্ধম্? আদীপিতংদিগন্তরম্ আ সম্যক্ দীপিতানি প্রকাশিতানি দিগন্তরাণি যত্র যুদ্ধে ক্ষেপণক্রিয়াবিশেষণং বা। সৈন্যসংখ্যাং দর্শয়তি। মহীতি। মহিষাসুর সেনানীঃ মহিষাসুরস্য সর্বসৈন্যাধিপঃ চিক্ষুরাখ্যঃ চিক্ষুরনামা মহাসুরঃ অসুরশ্রেষ্ঠঃ চামরশ্চ চামরাখ্যঃ সর্বসেনা-ধিপতিত্বাৎ সর্বে সেনাপতয়োঽপি তয়োরেব পশ্চাদ্ যযুরিত্যর্থঃ। ।৪০-৪১। উদগ্রাখ্যঃ উদগ্রনামা মহাসুরঃ রথানাং ষড়্‌ভিঃ অযুতৈঃ ষষ্টি-সহস্রৈঃ সহ অন্বিত ইতি পূর্বোক্তমনুষঞ্জনীয়ং বা, এবমুত্তরত্রাপি অযুধ্যত। মহাহনুঃ মহাহনুনামা অসুরঃ রথানামিত্যনুষঞ্জনীয়ং উপক্রান্তবশাৎ। অযুতানাং সহস্রেণ রথকোট্যা সহ অযুধ্যত ।৪২।

টীকার্থ। তদনন্তর দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিসের দ্বারা? শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা। শস্ত্র, হিংসা সাধনার্থ খড়্গাদি। অস্ত্র, হিংসা সাধনার্থ ক্ষেপণীয় শরাদি। ইহা ধাতুগত অর্থ ভেদ। অমরকোষ অনুসারে

"শস্ত্রমায়ুধলৌহয়োঃ। শস্ত্র, লৌহনির্মিত অস্ত্র। কিরূপে? বহুপ্রকারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিরূপ যুদ্ধ? অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা দিগন্ত পর্যন্ত যেখানে সম্যক্ প্রকাশিত। ক্ষেপন এখানে ক্রিয়াবিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।৪০

মহিষাসুর ইতি শ্লোকে সৈন্যসংখ্যা দেখাইতেছেন। মহিষাসুরের সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক চিক্ষুর এবং চামর নামক অসুরশ্রেষ্ঠ দুই সেনাপতি ছিল। চতুরঙ্গ অর্থে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক রূপ চারি অঙ্গ যাহার। এইরূপ বল, সৈন্য দ্বারা যুক্ত বা অনুগত হইয়া অপরাপর প্রধানভূত অসুরদের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত সেনার অধিপতি হওয়ার ফলে সৈন্যগণ তাহাদের দুইজনেরই (চিক্ষুর ও চামর) পশ্চাৎ ছিল।৪১

উদগ্র নামক মহাসুর ষাট হাজার রথ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। মহাহনু নামক অসুর কোটি রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।৪২

অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাস্কলো যুযুধে রণে।
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ॥৪৩
বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত।
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ॥৪৪
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ।
অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ॥৪৫
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ।
কোটি কোটি সহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা॥৪৬

অন্বয়। অসিলোমা চ মহাসুরঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ নিযুতৈঃ বাস্কলঃ অযুতানাং ষড়্ভিঃ শতৈঃ রণে যুযুধে। পরিবারিতঃ অনেকৈঃ গজ-বাজি-সহস্র-ওঘৈঃ রথানাং চ কোট্যা বৃতঃ তস্মিন্ যুদ্ধে অযুধ্যত।৪২-১৪

অথ চ বিড়ালাক্ষঃ রথানাম্ অযুতানাং পঞ্চাশদ্ভিঃ অযুতৈঃ পরিবারিতঃ তত্র সংযুগে যুযুধে।৪৪-৪৫

তথা তত্র সংযুগে অন্যে চ মহাসুরাঃ অযুত-শঃ রথ-নাগ-হয়ৈঃ বৃতাঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ॥৪৫-৪৬

তত্র যুদ্ধে মহিষাসুরঃ রথানাং তথা দন্তিনাং হয়ানাং চ কোটি-কোটিসহস্রৈঃ তু বৃতঃ অভূৎ।৪৬-৪৭

শ্লোকার্থ। এবং অসিলোমা-নামক মহাসুর পাঁচ কোটি ও বাস্কলাসুর ষাটলক্ষ রথ সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিল। পরিবারিত নামক মহাসুর বহু সহস্র অশ্ব ও হস্তী এবং এক কোটি রথে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।৪২-৪৩

অনন্তর বিড়ালাক্ষ নামক মহাসুর পঞ্চাশ অযুত রথে পরিবৃত হইয়া সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিল।৪৪-৪৫

সেই-রূপ অন্যান্য মহাসুরগণও সেই যুদ্ধে বহু অযুত রথ, অশ্ব ও হস্তীবেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল।৪৫-৪৬

মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল।৪৬-৪৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। পঞ্চেতি অসিলোমা অসিলোমাখ্যঃ অসয়ইব লোমান্যস্য স মহাসুর পঞ্চাশদ্ভির্নিযুতৈঃ পঞ্চকোটিভিঃ সব যুযুধে। বাস্কলঃ বাস্কলনামা মহাসুরঃ রথানাম্ অযুতানাং ষড়্ভিঃ ষষ্টিলক্ষৈঃ সহ রণে যুযুধে।৪৩ পরিবারিতঃ পরিবারিতনামা অসুরঃ অনেকৈরসংখ্যৈঃ গজবাজিসহস্রৌঘৈঃ হস্ত্যশ্বসহস্রাণাং বৃন্দৈঃ, রথানাং কোট্যা চ বৃতঃ সন্ তস্মিন্ যুদ্ধে অযুধ্যতে বিড়ালস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী অস্যেতি ব্যুৎপত্তিঃ "দুর্দ্ধরো দুর্মুখশ্চৈব বিড়ালনয়নোঽপরঃ" ইতি বামণপুরাণদর্শনাৎ, সবকারকবর্গদ্বিতীয়াযুক্ত পাঠো হেয়ঃ অমূলকত্বাৎ অথশব্দশ্চার্থঃ, বিড়ালাক্ষোঽসুরশ্চ রথানাম্ অযুতানাং পঞ্চাশদ্ভিরযুতৈঃ পঞ্চভির্বৃন্দৈশ্চ পরিবারিতঃ বেষ্টিতঃ তত্র সংযুগে যুদ্ধে যুযুধে। তত্র যুদ্ধে অন্যে চ যে মহাসুরাঃ অসুরশ্রেষ্ঠা রক্তবীজাদয়ঃ, তে অযুতশো রথনাগহয়ৈঃ অনেকাযুতরথহস্তিতুরগৈর্বৃতাঃ সন্তঃ দেব্যা সহ তত্র সংযুগে যুদ্ধে যুযুধুঃ যুযুধিরে রথাদিষু প্রত্যেকম্ অযুতাম্বয়ঃ বা বীপ্সায়াংশসপ্রত্যয় করণাৎ। ইতি সেনাপত্যনুযায়িনাং সংখ্যাং প্রদর্শ্য মহিষাসুরানুযায়িনান্তু সংখ্যাং বক্তুমশক্যৈব ইত্যাহ। কোটীতি। তত্র যুদ্ধে মহিষাসুর রথানাং কোটিকোটিসহস্রৈঃ (তথাশব্দশ্চার্থঃ দন্তিনাং গজানাঞ্চ কোটিকোটি সহস্রৈঃ, হয়ানাম্ অশ্বানাঞ্চ কোটি কোটি সহস্রৈঃ বৃতঃ বেষ্টিতঃ অভূৎ এবং সহকোট্যা পূরয়িত্বা পুনঃ কোট্যা পূরণে পরার্দ্ধ সংখ্যা ভবতি, তদেবং রথাদীনাং, প্রত্যেকং পরার্দ্ধসংখ্যতয়া সৈন্যানামপরিমিতত্বমিতি।৪৪-৪৭।*

টীকার্থ। পঞ্চ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অসিলোমা নামক মহাসুর

পঞ্চকোটি রথ সহ যুদ্ধ করিয়াছিল। বাষ্কল নামক মহাসুর ষাটলক্ষ রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ।৪৩

পরিবারিত নামক অসুর বহু সহস্র হস্তী, অশ্ব (সহস্রাণাং বৃন্দ, বহুসহস্র গজ ও বাজি বা অশ্ব) ও কোটি রথে পরিবৃত হইয়া সেই যুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৪৪

বিড়ালের চক্ষুর মত চক্ষু যাহার, সে বিড়ালাক্ষ। বামনপুরাণে আছে, অন্ধ অসুর দুর্দ্ধর্ষ, দুর্ম্মুখ ও বিড়াল চক্ষু বিশিষ্ট। (সকার, যকার ও কবর্গের দ্বিতীয় যুক্ত পাঠ হেয়। কারণ, ইহা অমূলক)। অথ শব্দের অর্থ এবং বিড়ালাক্ষ নামক অসুর পঞ্চাশ নিযুত পাঁচ বৃন্দ রথে পরিবারিত হইয়া সেই যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল ।৪৫

যুদ্ধে রক্তবীজ প্রভৃতি যে সমস্ত অসুরবীর ছিল, তাহারা বহু অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথাদি সমূহের সহিত অযুত অন্বিত হইবে ।৪৬

এইরূপে সেনাপতি অনুযায়ী যুদ্ধবল প্রদর্শন করিয়া মহিষাসুরের অনুসারে সংখ্যাবল বলিতে অক্ষম হইয়াই উক্ত হইতেছে, কোটি ইতি শ্লোক। সেই যুদ্ধে মহিষাসুর কোটি কোটি সহস্র রথ, কোটিকোটিসহস্র হস্তী ও কোটিকোটি সহস্র অশ্বদ্বারা বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কোটির সহিত কোটি পূরণ করিলে পরার্দ্ধ সংখ্যা হয়। অতএব রথাদি প্রত্যেকটির সংখ্যা পরার্দ্ধ। সৈন্য সংখ্যাও উক্ত পরিমাণে ছিল ।৪৭

টিপ্পনী। * পরার্দ্ধপারে গণনায়া অশক্যত্বাৎ অপরিমিতমেব। সংখ্যা-নিয়মমাহ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্। একং দশ-শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেবচ। বৃন্দং খর্বো নিখর্বশ্চ শংখপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত লক্ষ, নিযুত, কোটী, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ প্রভৃতি সংখ্যা পরিমাণ উল্লিখিত।

হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ।
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা ॥৪৭
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে ॥৪৮

দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ।
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা ॥৪৯
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজ শস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
অনায়স্তাননা দেবীস্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ ॥৫০

অন্বয়। তোমরৈঃ ভিন্দিপালৈঃ চ শক্তিভিঃ তথা মুসলৈঃ খড়্গৈঃ [চ] পরশু পট্টিশৈঃ দেব্যা সংযুগে যুযুধুঃ ।৪৭-৪৮

কে চিৎ চ শক্তীঃ তথা অপরে কে চিৎ পাশান্ চিক্ষিপুঃ। তে খড়্গ-প্রহারৈঃ তু তাং দেবীং হন্তুম্ প্রচক্রমুঃ ।৪৮-৪৯

ততঃ নিজ শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষিণী সা চণ্ডিকা দেবী অপি তানি শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি লীলয়া এব প্রচিচ্ছেদ ।৪৯-৫০

শ্লোকার্থ। অন্যান্য অসুরগণ শাবল, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়্গ, কুঠার ও পট্টিশ প্রভৃতি দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল ।৪৭-৪৮

আবার কেহ কেহ শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ নিক্ষেপ করিল এবং অন্য সকলে খড়্গাঘাতে দেবীকে বধ করিতে অগ্রসর হইল ।৪৮-৪৯

অনন্তর সেই চণ্ডিকাদেবীও অসুর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ অনায়াসেই অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন ।৪৯-৫০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তোমরৈরিতি। (যুদ্ধং বর্ণয়তি কেচিদিত্যুত্ত রেণান্বয়ঃ) কেচিদসুরাঃ সংযুগে যুদ্ধে তোমরৈঃ সর্বলাদিভিঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে। কেচিৎ ভিন্দিপালৈঃ হস্তক্ষেপণীয়শরৈঃ কেচিত্তু শক্তিভিঃ শল্যৈঃ, কেচিন্মুষলৈঃ, কেচিৎ খড়্গৈঃ, কেচিৎ পরশুভিঃ কুঠারৈঃ, কেচিৎ পট্টিসৈঃ অস্ত্রবিশেষৈঃ (তত্র মুসলপট্টিসৌ ভট্টভাষা সমাবেশ দর্শনাৎ দন্ত্যসকারযুক্তৌ মুশল পট্টিশ পাশকপাশ ইতি তালব্য প্রসঙ্গে তালব্যযুক্তৌ চ, নৃসিংহস্তু মুষলং মূর্দ্ধন্যযুক্তমপ্যাহ)। কেচিৎ অসুরাশ্চ শক্তীশ্চিক্ষিপুঃ ক্ষিপ্তবন্তঃ। কেচিচ্চ পাশান্ চিক্ষিপুঃ। তথা অপরে যে অসুরাঃ, তে তু খড়্গ প্রহারৈঃ তাং দেবীং হন্তুং প্রচক্রমুঃ প্রচক্রমিরে আরব্ধবন্তঃ। (জগন্মাতৃত্বাৎ সর্বত্র সাম্যেন প্রথম-হননমযুক্তমিতি) ততঃ তেষাং প্রহারানন্তরং সাপি চণ্ডিকা ক্রোধবতী, দেবী ক্রীড়নপরা তানি শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ ছিন্নবতী (সর্ব প্রাণৈঃ প্রহারাভাবাৎ লীলয়েত্যুক্তং অতএব শব্দোপাদানঞ্চ)৪৮-৫০।

টীকার্থ। তোমরৈরিতি শ্লোকে উক্ত যুদ্ধ বর্ণিত হইতেছে। কেচিৎ

শব্দ পর পর অন্বিত হইবে। কোন কোন অসুর যুদ্ধে সর্বলাদি (শাবল) দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কোন কোন অসুর হস্ত-ক্ষেপণীয় শর দ্বারা, কোন কোন অসুর শল্য দ্বারা, কোন কোন অসুর মুষল দ্বারা, কোন কোন অসুর খড়্গ দ্বারা, কোন কোন অসুর কুঠার এবং পট্টিশ নামক ক্ষুরতুল্য তীক্ষ্ণধার বর্শা দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। মুসল এবং পট্টিশ 'স' কার অথবা 'শ' কার যুক্ত হয়। কিন্তু মুষল 'ষ' কার হওয়াই যুক্তি সম্মত।৪৮

কোন কোন অসুর শক্তি অস্ত্র ক্ষেপন করিল। কেহ কেহ পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিল এবং অপর অসুরগণ খড়্গাঘাতে দেবীকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জগতের মাতৃত্বহেতু ও সর্বত্র সমদৃষ্টির ফলে দেবীর পক্ষে প্রথম হনন প্রযুক্ত।৪৯

অনন্তর তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া চণ্ডিকাও ক্রোধান্বিতা হইলেন। ক্রীড়াপরায়ণা দেবী অনায়াসেই সেই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত প্রাণ যখন তাঁহাতে, দেবীতে তখন প্রহারের অভাবহেতু লীলয়া, অনায়াসে (অবলীলাক্রমে) শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব শস্ত্রের উপাদানসমূহ॥৫০

মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী॥৫১
চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ।
নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা॥৫২
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ।
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ॥৫৩
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথা পরে॥৫৪

অন্বয়। সুর-ঋষিভিঃ স্তূয়মানা অনায়স্ত আননা চণ্ডিকা দেবী অসুর দেহেষু শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ মুমোচ।৫০—৫১

সঃ দেব্যাঃ বাহনকেশরী-অপি ক্রুদ্ধঃ ধুত-সটঃ বনেষু হুতাশনঃ ইব অসুর-সৈন্যেষু চচার।৫১—৫২

অম্বিকা চ রণে যুধ্যমানা যান্ নিঃশ্বাসান মুমুচে তে এব সদ্যঃ শত-সহস্র-শঃ গণাঃ সম্ভূতাঃ।৫২—৫৩

তে দেবী-শক্তি-উপবৃংহিতাঃ পরশুভিঃ ভিন্দিপাল-অসি-পট্টিশৈঃ অসুর গণান্ নাশয়ন্তঃ যুযুধুঃ।৫৩—৫৪

শ্লোকার্থ। দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা আয়াস-রহিত বদনা চণ্ডিকাদেবী অসুরগণের শরীরে অস্ত্রশস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিলেন।৫০—৫১

দেবীবাহন সিংহও ক্রোধে কম্পিতকেশর হইয়া বনে দাবাগ্নির ন্যায় অসুর সৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।৫১—৫২

রণক্ষেত্রে অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেইগুলিই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবীসৈন্যরূপে পরিণত হইল।৫২-৫৩

দেবীসৈন্যগণ দেবীর শক্তিতে অধিকতর শক্তিমান্ হইয়া কুঠার, ভিন্দিপাল, অসি (খড়্গ) ও পট্টিশ দ্বারা অসুরসমূহ নাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিলেন। ৫৩-৫৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কীদৃশী? নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী নিজানি অসাধারণানি শস্ত্রাস্ত্রাণি বর্ষিতুম্ শীলং যস্যাঃ সা। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু তান্ জঘান অপীত্যাহ। অনায়স্তেতি। সা দেবী অনায়স্তাননা অবিকৃতমুখী সতী (ইতি অনায়াসং দ্যোতয়তি) অসুরদেহেষু শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ মুমোচ (অসুরদেহেষু ইত্যনেন অব্যর্থপ্রহারিত্বমুক্তম্)। কীদৃশী? ঈশ্বরী সর্বশক্তিযুক্তা, সুরর্ষিভিঃ সুরাশ্চ ঋষয়শ্চ তৈঃ স্তূয়মানা ("আয়স্তং বিকৃতে ক্লিষ্টে ক্লিশিতে কুপিতে হতে" ইতি কোষঃ)। সোঽপি দেব্যা বাহনকেশরী বাহনরূপঃ সিংহঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ অসুরসৈন্যেষু চচার। কুত্র ক ইব? বনেষু হুতাশনো বহ্নিরিব দৃষ্টান্তদ্বারা স্পর্শমাত্রেণ অসুরহননমুক্তম্; কেসরে দন্ত্যবান্ তালব্যবাংশ্চ। স কীদৃক? ধুতসটঃ ধুতাঃ কম্পিতাঃ সটাঃ স্কন্দস্থলোমানি যেন সঃ (সটা দন্ত্যাদিরিতি মেদিনী, তালব্যবতীতি নরসিংহঃ)। নিঃশ্বাসানিতি। রণে যুধ্যমানা অম্বিকা যান্ নিশ্বাসান্ মুমুচে ত্যক্তবতী, তে এব নিশ্বাসাঃ সদ্যস্তৎক্ষণমেব শতসহস্রশো গণাঃ প্রমথাঃ সম্ভূতাঃ (অনেন অপ্রতিহতেচ্ছত্বং সূচিতম্; স্ব স্ব সামগ্রী সহিতা এব জাতা ইতি জ্ঞেয়ম্ উত্তরত্র যুদ্ধবাস্তক্রিয়াকথনাৎ)। তে গণাঃ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ দেব্যাঃ সামর্থ্যেন উপচিত সামর্থ্যাঃ সন্তঃ পরশুভিঃ ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ভিন্দিপালৈঃ খড়্গৈঃ পট্টিশৈশ্চ অসুর-গণান্ নাশয়ন্তঃ যুযুধুঃ যুযুধিরে॥৫১-৫৪

টীকার্থ। সেই দেবী কিরূপ? স্বকীয় অসাধারণ শস্ত্র ও অস্ত্র বর্ষণ করা স্বভাব যাঁহার, এরূপ তিনি। কেবল তাহাই নহে, তাহাদিগকে (অসুরদিগকে) হত্যাও করিয়াছিলেন। এই কথা বলিবার জন্য অনায় ইতি শ্লোক বলিতেছেন। সেই দেবী অবিকৃতাননা হইয়া (অনায়াসে ইহাই বুঝাইতেছে) অসুরদেহে শস্ত্র ও অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অসুর দেহে এই শব্দদ্বারা অব্যর্থ প্রহারিত্ব কথিত। পুনরায় তিনি কিরূপ? ঈশ্বরী, সর্বশক্তিযুক্তা, দেবগণ ও ঋষিগণ দ্বারা বন্দিতা, স্তুতা যিনি। অমরকোষে আছে, আরব্ধ, বিকৃত, ক্ষিপ্ত, ক্লিশিত ও কুপিত একার্থ বোধক।৫১

সেই দেবীর বাহনরূপ সিংহও ক্রুদ্ধ হইয়া অসুর সৈন্যদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। কোথায় এবং কাহার মত? বনে বহ্নিতুল্য। বনে হুতাশন, এই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পর্শমাত্রেই অসুর হনন কার্য কথিত হইল। কেশরী শব্দে দন্ত্য-স ও তালব্য-শ দুইই হয়। সেই সিংহ কিরূপ? ধুতা, কম্পিতা সটা, ঘাড়ের লোমাবলী যাহার সে। সটা শব্দ দন্ত্য-স মেদিনীকোষে ব্যবহৃত এবং তালব্য-শ নরসিংহ পুরাণে উল্লিখিত।৫২

নিঃশ্বাস ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, এমন অম্বিকা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত নিঃশ্বাস তৎক্ষণাৎ শত-সহস্র প্রমথ সৈন্য[৫০] সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার দ্বারা অপ্রতিহত সূচিত। সম্ভূতা, নিজ সামগ্রীর সহিত তাহারা জন্মাইয়াছিল, ইহাই উল্লিখিত। ইহার পরে যুদ্ধবাদ্য ক্রিয়া কথন হেতু।৫৩

সেই প্রমথগণ দেবীর সামর্থ্য দ্বারা বর্দ্ধিত শক্তি হইয়া কুঠার, ভিন্দিপাল, খড়্গ ও পট্টিশদ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে যুদ্ধমান রহিল।৫৪

টিপ্পনী। ৫০. প্রমথ—দেবীসৈন্য
মহাভারতে আছে, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারায়ণী সেনা সৃষ্ট হইয়াছিল।

মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে।
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ॥৫৫
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্।
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ॥৫৬

অসুরান্ ভুবিপাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ।
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈস্তথাপরে ॥৫৭
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশং হতাঃ ॥৫৮

অন্বয়। তস্মিন্ যুদ্ধ-মহোৎসবে গণাঃ পটহান্ তথা অপরে শঙ্খান্ তথা চ অন্যে এব মৃদঙ্গান্ অবাদয়ন্ত ।৫৪-৫৫

ততঃ দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তি-বৃষ্টিভিঃ খড়্গাদিভিঃ চ শত-শঃ মহাসুরান্ নিজঘান ।৫৫-৫৬

অন্যান্ চ ঘণ্টা-স্বন-বিমোহিতান্ ভুবি পাতয়ামাস, অন্যান্ চ অসুরান্ পাশেন বদ্ধা অকর্ষয়ৎ ।৫৬-৫৭

কে-চিৎ তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গ-পাতৈঃ দ্বি-ধা কৃতাঃ তথা অপরে গদয়া বিপোথিতাঃ ভুবি নিপাতেন শেরতে ।৫৭-৫৮

শ্লোকার্থ। সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে দেবীসৈন্যগণের কেহ কেহ ঢাক, অপর কেহ কেহ শঙ্খ এবং অন্য কেহ কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল ।৫৭-৫৫

অনন্তর দুর্গাদেবী ত্রিশূল, গদা ও খড়্গের আঘাতে এবং শক্তি-অস্ত্রবর্ষণ দ্বারা শত শত মহাসুর বিনাশ করিলেন ৫৫-৫৬

দেবী অপর কতকগুলি অসুরকে ঘণ্টাধ্বনিতেই বিমোহিত করিয়া ভূতলে পাতিত কবিলেন এবং অন্যান্য কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন ।৫৬-৫৭

কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইল এবং অপর কেহ কেহ গদা-প্রহারে বিমর্দিত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল ও প্রাণত্যাগ করিল ।৫৭-৫৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে (যুদ্ধমেব মহোৎসবঃ বীরাণাং হর্ষবর্দ্ধনত্বাৎ) কেচিৎ গণাঃ পটহান্ অবাদয়ন্ত চ (লঙ্ অন্ত)। তথা অপরে শংখান্, তথৈব অন্যে মৃদঙ্গান্ অবাদয়ন্ত। ততো গণজননানন্তরং দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ শল্যবর্ষণৈঃ খড়্গাদিভিশ্চ শতশো মহাসুরান্ নিজঘান। (দেবীতি যোজ্যং চকারাৎ) অন্যান্ কাংশ্চিৎ অসুরান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ঘণ্টা-ধ্বনিনা বিচেতসঃ কৃত্বা পাতয়ামাস। অন্যাংশ্চ অসুরান্ পাশেন বদ্ধা ভুবি অকর্ষত অকর্ষয়ৎ আকৃষ্টবতী (আকর্ষয়দিতি পাঠে "অন্যেহপি ধাতবঃ কৃচিৎ" ইতি চুরাদিত্বাৎ লিঙ্)। কেচিৎ অসুরাঃ তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈঃ খড়্গধারাভিঃ (পাতয়-

ত্যানেনেতি পাঠঃ), যদ্বা তীক্ষ্ণৈঃ অত্যুগ্রৈঃ খড়্গপ্রহারৈঃ দ্বিধাকৃতাঃ ছিন্নাঃ (অর্থাৎ দেব্যা)। তথা অপরে গদয়া বিপোথিতাঃ হিংসিতাঃ সন্তঃ নিপাতেন নিপতনেন ভুবি শেরতে (শেরতে স্থিতাঃ) ছান্দসো বা লট্; যদ্বা গদয়া যো নিপাতঃ হননং, তেন বিপোথিতাঃ (সুপাংসুলিতি ষষ্ঠ্যাং বা তৃতীয়া—গদায়া নিপাতেনে-ত্যর্থঃ)। কেচিৎ অসুরাঃ মুষলেন ভৃশম্ অত্যর্থং হতাঃ তাড়িতাঃ সন্তঃ রুধিরং রক্তং বেমুঃ বমন্তি স্ম (ববমুরিতি বক্তব্যে ছান্দসো দ্বিলুক্ এত্বঞ্চ, অন্ত বকারস্ত লত্যযেন শপাদিত্বাৎ; কেচিৎ ওষ্ঠ্যত্বমপীচ্ছন্তি, তৎ অবহুসম্মতম্)। কেচিৎ বক্ষসি শূলেন ভিন্নাঃ বিদীর্ণাঃ সন্তঃ ভূমৌ নিপাতিতাঃ অর্থাদ্দেব্যা ॥৫৫-৫৮

টীকার্থ। সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে (যুদ্ধই মহোৎসব, বীরগণের আনন্দবর্ধক বলিয়া) কোন কোন প্রমথ পটহ, ঢাক বাদ্য করিতে লাগিল। লঙ্ অতীতে প্রথম পুরুষ ও বহুবচন হয়। অপর প্রমথগণ শঙ্খধ্বনি ও অন্যান্য প্রমথগণ মৃদঙ্গ বাদ্য করিল।৫৫

অনন্তর, প্রমথগণের আবির্ভাবের পর দেবী ত্রিশূল, গদা ও শল্যবর্ষণ এবং খড়্গদ্বারা শত শত মহাসুরকে নিহত করিলেন।৫৬

চ-কার দ্বারা পূর্বশ্লোকের কর্তা দেবী, ইহা যুক্ত হইবে। কোন কোন অসুরকে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা অচেতন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অন্য অসুরগণকে পাশাস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অকর্ষয়ৎ পাঠ 'অন্যেঽপি ধাতবঃ' চুরাদিতে কোথাও কোথাও ণিঙ্ প্রত্যয় হয়।৫৭

কোন কোন অসুর (দেবীর) খড়্গাঘাতে অথবা অত্যুগ্র খড়্গ প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইল এবং অপর অসুর গদাঘাতে নিহত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল। অথবা গদাঘাতে যে নিপাতিত হইল সে নিহতও হইল। সুপাং সুপ্ সূত্রে ষষ্ঠী বা তৃতীয়া দুইই হয়—গদয়া বা গদায়াঃ।৫৮

কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি।
নিরন্তরাঃ শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ॥৫৯
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দনাঃ।
কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ॥৬০
শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্যাং মহাসুরাঃ ॥৬১

একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ।
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥৬২

অন্বয়। কে-চিৎ মুষলেন ভৃশং হতাঃ রুধিরং বেমুঃ। কে-চিৎ চ শূলেন বক্ষসি ভিন্নাঃ ভূমৌ নিপাতিতাঃ। ৫৮-৫৯

সেনা-অনুকারিণঃ কে-চিৎ ত্রি-দশ অর্দনাঃ রণ-অজিরে শর-ওঘেন নিরান্তরাঃ কৃতাঃ প্রাণান্ মুমুচুঃ ।৫৯-৬০

কেষাম্-চিৎ বাহবঃ ছিন্নাঃ তথা অপরে ছিন্ন-গ্রীবাঃ। অন্যেষাম্ শিরাংসি পেতুঃ। অন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ৬০-৬১

অপরে তু মহাসুরাঃ বিচ্ছিন্ন-জঙ্ঘাঃ, কে-চিৎ দেব্যা দ্বি-ধা কৃতাঃ এক বাহু-অক্ষি-চরণাঃ উর্ব্যাং পেতুঃ। অন্যে চ শিরসি ছিন্নে অপি পতিতাঃ পুনঃ উত্থিতাঃ ।৬১-৬২

শ্লোকার্থ। কেহ কেহ মুষলে ভীষণভাবে আহত হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ শূলাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় ভূপতিত হইল ।৫৮-৫৯

সৈন্যদলের অগ্রগামী কোন কোন অসুর সর্বাঙ্গে বাণ-বিদ্ধ ও জর্জরিত (সজারু সদৃশ) হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ।৫৯-৬০

কাহাদেরও বা বাহুসকল ছিন্ন হইল, অপর অনেকের গ্রীবাদেশ (ঘাড়) ভগ্ন হইল, অন্য কতকগুলির মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল এবং কাহাদেরও বা দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইল ।৬০-৬১

অপর কতকগুলি মহাসুর দেবী কর্তৃক ছিন্ন-জঙ্ঘ হইয়া এবং অন্য কেহ কেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক বাহু, এক চক্ষু বা একপদে ভূ পতিত হইল। অপর কোন কোন অসুরের মস্তক ছিন্ন হইলেও তাহারা পতিত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইল ।৬১-৬২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কেচিৎ সেনানুকারিণঃ (সেনাম্ অনু পশ্চাৎ কেচিৎ কর্তুং শীলং যেষাং তে) সেনাগ্রে বর্তমানা ইত্যর্থঃ। ত্রিদশার্দনাঃ অসুরাঃ রণাজিরে রণাঙ্গনে শরৌঘেণ বাণসমূহেন (দেব্যা ইত্যাহম্) নিরন্তরাঃ নিরবকাশাঃ জর্জরীকৃতাঃ সন্তঃ প্রাণান্ মুমুচুঃ ত্যক্তবন্তঃ। কেষামিতি (দেব্যা ইত্যাহম্)। কেষাঞ্চিৎ বাহবঃ ছিন্না দ্বিধা কৃতাঃ। তথা অপরে দৈত্যাঃ ছিন্নগ্রীবাঃ ছিন্নাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তে তথাবিধা বভূবুঃ। তথা অন্যেষাম্ অসুরাণাং শিরাংসি পেতুঃ

ছিন্নানি সন্তি ভূমৌ পতিতানি। তথা অন্যে অসুরাঃ মধ্যে মধ্যদেশে বিদারিতাঃ বভূবুঃ। বিচ্ছিইতি অন্যে মহাসুরাঃ বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাঃ বিচ্ছিন্নে জঙ্ঘে যেষাং তে তথা সন্তঃ উর্ব্যাং পেতুঃ। কেচিৎ অন্যে অসুরাঃ দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ দ্বিদলীকৃতাঃ সন্তঃ একবাহ্বক্ষিচরণাঃ একং বাহ্বক্ষিচরণং যেষাং তে তথাভূতাঃ শিরঃপ্রভৃতি পায়ু-পর্যন্তং দ্বিদলীকৃতা ইত্যর্থঃ। ছিন্ন ইতি অন্যে অসুরাশ্চ শিরসি ছিন্নে সতি পতিতাঃ অপি পুনঃ উত্থিতাঃ (কবন্ধোত্থানপরিমাণং প্রাচীনপদ্যং পঠন্তি—"নাগানামযুতং তুরঙ্গ নিযুতং সার্দ্ধং রথানাং শতং, পত্তীনাং দশকোটয়ো নিপতিতা একঃ কবন্ধো রণে। তেষাং কোটি নিপাতনর্ত্তনবিধৌ খেলচ্চলংখেশিরস্তেষাং কোটি-নিপাতনে রঘুপতেঃ কোদণ্ডঘণ্টারবঃ" ইতি, মহানাটকস্থৈতদিতি কেচিৎ)।৬০-৬৩

টীকার্থ। কোন কোন অসুর মুষলদ্বারা অত্যন্ত তাড়িত (আহত) হইয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। 'ববমু' ছন্দানুরোধে বেমু হইয়াছে। দ্বিলুক্ এত্বঞ্চ সূত্রানুসারে দন্ত্য-বর্ণ থাকায় বকারের শানাদি প্রত্যয় হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ওষ্ঠ্যবর্ণ বলে; কিন্তু তাহা বহুসম্মত নয়। কেহ কেহ দেবীর শূল দ্বারা বক্ষে বিদীর্ণ হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল।৫৯

কোন কোন সেনাকে পশ্চাতে রাখা যাহাদের স্বভাব, তাহারা, সেনাগ্রগামী অসুরগণ রণাঙ্গণে বাণসমূহ দ্বারা নিরন্তর জর্জরীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল; দেবীর দ্বারা, ইহাই উক্ত হইয়াছে—ইহা উহ্য আছে।৬০

কোন কোন অসুরের বাহু দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। অপর অসুরের গ্রীবা (ঘাড) দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। তথা অন্যান্য অসুরের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। অন্য অসুরের দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইয়াছে।৬১

অন্য মহাসুরগণের জানুদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। কোন কোন অসুর দেবীদ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটি বাহু, একটি চক্ষু ও একটি চরণ অর্থাৎ মস্তক হইতে পায়ু পর্যন্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।৬২

অন্য অসুরগণ ছিন্ন মস্তকরূপে পতিত হইয়াও পুনরায় উত্থিত হইল। কবন্ধ উত্থানের প্রমাণ প্রাচীন পদ্যে আছে। এক অযুত হস্তী, এক নিযুত অশ্ব, সার্দ্ধশত রথ ও দশকোটি পদাতিক নিহত হইলে যুদ্ধে একটি কবন্ধ উত্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে কোটি অসুরাদি নিপতিত হইলে আকাশে মস্তকমাত্র নৃত্য বিধিতে চলাচল করে। তাহাদের কোটি সৈন্য নিপতিত হইলে রঘুপতির কোদণ্ড ঘণ্টারব উত্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা মহানাটকে উল্লিখিত।৬৩

কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীত পরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্যলয়াশ্রিতাঃ ॥৬৩
কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥৬৪
পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাঽভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহাবণঃ ॥৬৫
শোনিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্ ॥৬৬

অন্বয়। কবন্ধাঃ গৃহীত-পরম-আয়ুধাঃ দেব্যা যুযুধুঃ। অপরে চ তূর্য-লয়-আশ্রিতাঃ তত্র যুদ্ধে ননৃতুঃ।৬৩

ছিন্ন-শিরসঃ কবন্ধাঃ খড্গ-শক্তি-ঋষ্টি-পাণয়ঃ [চ] অন্যে মহাসুরাঃ দেবীম্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি ভাষন্তঃ [যুযুধুঃ]।৬৪

যত্র সঃ মহারণঃ অভূৎ তত্র সা বসুন্ধরা পাতিতৈঃ রথ-নাগ-অশ্বৈঃ অসুরৈঃ চ অগম্যা অভবৎ।৬৫

তত্র চ অসুর-সৈন্যস্য মধ্যে বারণ অসুর-বাজিনাম্ শোণিত-ওঘাঃ সদ্যঃ মহানদ্যঃ বিসুস্রুবুঃ।৬৬

শ্লোকার্থ। কোন কোন ছিন্নশির মহাসুর উত্তম অস্ত্র গ্রহণপূর্বক দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্য কতকগুলি ছিন্ন মস্তক অসুর সেই যুদ্ধস্থলে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।৬৩

ছিন্নশির কবন্ধগণ[১] খড্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে লইয়া এবং অন্যান্য মহাসুর দুর্গাদেবীকে "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিতে বলিতে যুদ্ধে অগ্রসর হইল।৬৪

যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইতেছিল, পৃথিবীর সেই স্থান পতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুরগণের স্তূপে অগম্য হইল।৬৫

যুদ্ধক্ষেত্রে অসুর সৈন্যগণের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও অসুরসমূহের রক্তধারাসমূহ বৃহৎ নদীসমূহের ন্যায় প্রবাহিত হইল।৬৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তেষাং কর্ম আহ কবন্ধা ইতি। (কেচিদিতি উহ্যম্) কবন্ধাঃ গৃহীতপরমায়ুধা সন্তঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ। তত্র যুদ্ধে অপরে কবন্ধাঃ তূর্যলয়াশ্রিতাঃ বাদ্যলয়ানুসারিণঃ সন্তঃ ননৃতুঃ (গীতবাদ্যনৃত্যানাং ক্রিয়াকালয়োঃ সাম্যং লয়ঃ)। অন্যে কবন্ধাঃ কবন্ধদেশোদ্ভবাঃ কবন্ধাখ্যজাতিবিশেষা বা

মহাসুরাঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো ভাষমানা এব ছিন্নশিরসো বভূবুঃ। কীদৃশাঃ? খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টয়ঃ পাণিষু যেষাং তে। ঋষ্টিঃ খড়্গবিশেষঃ। যদ্বা অপরে কবন্ধাঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ। অন্যে মহাসুরাঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ সন্তঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্ত এব ছিন্নশিরসো বভূবুঃ (এতেন দেব্যা অতিলঘুহস্তত্বং সূচিতম্)। যদ্বা কবন্ধাঃ কীদৃশাঃ? ছিন্নশিরসঃ ছিন্নানি অন্যেষাং শিরাংসি যৈঃ তে। যদ্বা অন্যে মহাসুরাঃ ছিন্নশিরসঃ সন্তঃ কবন্ধা এব খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো ভাষমানা বভূবুঃ। ননু মুখরহিতানাং ভাষণং কথং সম্ভবতু? সত্যম্ ভূবিপতিতস্বশিরোনয়নবদনেন তেষাং দর্শনভাষণাসম্ভবাৎ, তদুক্তম্ অষ্টমস্কন্ধে দেবাসুরযুদ্ধে—"কবন্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পশ্যন্তঃ স্বশিরোঽক্ষিভিঃ। উদ্যতায়ুধদোর্দণ্ডৈরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে" ইতি।৬৪

পাতিতৈরিতি। যত্র যস্যাং স মহারণঃ অভূৎ, সা বসুন্ধরা পাতিতৈঃ রথনাগাশ্বৈঃ অসুরৈশ্চ অগম্যা অভবৎ (গবাশ্বাদিরিত্যস্য ক্বচিৎ ব্যভিচারাৎ নৈকত্বম্, যদ্বা গবাশ্বাদিবিধানানন্তরম্, একশেষাৎ বহুত্বম্।৬৫

শোণিতেতি। তত্র মহাসুরসৈন্যমধ্যে চ বারণাসুরবাজিনাং হস্তিদৈত্যাশ্বানাং শোণিতৌঘাঃ রক্তপ্রবাহাঃ সদ্যস্তৎক্ষণং মহানদ্যঃ বিসুস্রুবুঃ। মহানদ্য ইব লুপ্তোপমা বা।৬৬

টীকার্থ। তাহাদের কর্মসম্বন্ধে বলা হইতেছে। কোন কোন কবন্ধ পরম অস্ত্র লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অন্যান্য কবন্ধগণ বাদ্যলয়ানুসারে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রিয়াকালে গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমতাই লয়।

অন্য কবন্ধ, কবন্ধ দেশোদ্ভব অথবা কবন্ধজাতি বিশেষ মহাসুরগণ দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' (থাম থাম) বলিতে বলিতেই ছিন্ন মস্তক হইয়াছিল। কিরূপভাবে? তাহাদের হস্তে খড়্গ, শল্য ও ঋষ্টি ছিল। ঋষ্টি খড়্গবিশেষ। অথবা অন্য কবন্ধ, ইহা পূর্ববৎ অন্বিত হইবে। অন্য মহাসুর খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টিহস্তে দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতেই ছিন্নমস্তক হইয়াছিল। ইহার দ্বারা দেবীর অতি ক্ষিপ্রহস্ততা সূচিত হইল। অথবা কবন্ধ কিরূপ? ছিন্ন শিরসঃ অর্থাৎ অন্যদের যাহা মস্তক ছেদন করিয়াছিল। অথবা অন্য মহাসুরগণ ছিন্নশিরঃ হইয়া কবন্ধরূপেই খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, মুখহীনের ভাষণ কিরূপে সম্ভব? ইহা সত্য। ভূমিতে পতিত নিজ মস্তক, নয়ন ও বদনদ্বারা তাহাদের দর্শন ও ভাষণ সম্ভব। দেবীভাগবতের

অষ্টম স্কন্ধে দেবাসুর যুদ্ধে ইহা উক্ত হইয়াছে, সেখানে কবন্ধগণ স্ব স্ব মস্তক ও চক্ষুর দ্বারা দেখিতে দেখিতে উত্থিত হইল। আদাবন্তে (আদিতে, অন্তে) কবন্ধ, দোর্দণ্ড উদ্যত অস্ত্রদ্বারা সেনাগণকে মারিয়াছিল।৬৪

পাতিতে ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেখানে সেই মহারণ সংঘটিত হইয়াছিল, সেইস্থান নিপতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুরগণদ্বারা গমনের অযোগ্য হইয়াছিল। গরু, অশ্ব-আদির কোথাও কোথাও ব্যভিচার হেতু একত্ব দৃষ্ট হয় না। অথবা গবাশ্বাদি বিধানস্তর একশেষ হেতু বহুত্ব আরোপ হয়।৬৫

শোণিতৌঘা ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেখানে (যুদ্ধে) অসুরসৈন্যের মধ্যে হস্তী, দৈত্য ও অশ্বগণের রক্তপ্রবাহ তৎক্ষণাৎ মহানদীর ন্যায় প্রবাহিত হইল। ইহা লুপ্ত উপমা।৬৬

টিপ্পনী। ৫১. চামুণ্ডা দেবী কবন্ধবাহনা। "কং শিরো বধ্নন্তি ইতি কবন্ধাঃ।—শান্তনবী টীকা। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু হতেষু হতমূর্ধসু। তদাবেশাৎ কবন্ধঃ স্যাদেকো মূর্ধা ক্রিয়ান্বিতঃ" ইতি লক্ষিতঃ।—নাগোজীভট্ট টীকা। "যদ্বা ছিন্নশিরসোপি কং শিরো বধ্নতি মায়াবিত্বাৎ। যদ্বা কবন্ধা অসুরবিশেষঃ। কো বায়ুরেব বন্ধ আশ্রয়ো যেষামিত্যন্তে।—দংশোদ্ধারঃ টীকা।

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥৬৭
স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥৬৮
দেব্যা গণৈশ্চতৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥৬৯
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। যথা বহ্নিঃ তৃণ-দারু-মহাচয়ম্ তথা অম্বিকা অসুরাণাং তৎ মহাসৈন্যম্ ক্ষণেন ক্ষয়ং নিন্যে।৬৭

সঃ চ সিংহঃ ধুত-কেশরঃ মহানাদম্ উৎসৃজন্ অমর-অরীণাম্ শরীরেভ্যঃ অসূন্ বিচিন্বতি ইব।৬৮

তত্র দেব্যাঃ তৈঃ গণৈঃ চ অসুরৈঃ তথা যুদ্ধং কৃতং যথা এষাং দিবি পুষ্পবৃষ্টি-মুচঃ দেবাঃ তুতুষুঃ ।৬৯

শ্লোকার্থ। অগ্নি যেরূপ তৃণস্তূপ ও কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ দুর্গাদেবী বিশাল অসুরসৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে ক্ষয় করিলেন ।৬৭

এবং সিংহও কম্পিতকেশরে ভীষণ গর্জন করিয়া যেন অসুরগণের দেহ হইতে প্রাণসমূহ টানিয়া বাহির করিতে লাগিল ।৬৮

যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সেই সৈন্যগণও অসুরগণের সহিত এরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল যে স্বর্গের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাহাদের সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।৬৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ক্ষণেনেতি। অম্বিকা অসুরাণাং তৎ মহাসৈন্যম্ অতিপ্রচুরং বলং ক্ষণেন তথা ক্ষয়ং নিন্যে, যথা বহ্নিঃ তৃণদারুমহাচয়ং মহারাশিং ক্ষয়ং নয়তি অনায়াসেন নাশে দৃষ্টান্তম্ ।৬৭। স চেতি। স প্রসিদ্ধঃ সিংহশ্চ ধুতকেশরঃ চলিতসটঃ সন্ মহানাদম্ উৎসৃজন্ কুর্বন্ অমরারীণাং শরীরেভ্যঃ প্রাণান্ বিচিন্বতি ইব নিঃসারয়তি ইব (ইত্যুৎপ্রেক্ষা) শব্দশ্রবণ-মাত্রেণৈব তেষাং প্রাণত্যাগাৎ। (বিচিন্বতি ইতি আর্ষো বকারাদেশঃ) ।৬৮। দেব্যা ইতি। তৈঃ নিশ্বাসজাতৈঃ দেব্যা গণৈশ্চ অসুরৈঃ সহ তথা যুদ্ধং কৃতং, যথা এষাং গণানাং সম্বন্ধে পুষ্পবৃষ্টিমুচঃ সন্তঃ দিবি স্বর্গে দেবাঃ তুতুষুঃ পরিতোষং প্রাপ্তাঃ অনেন নিরতিশয়াসুরনাশঃ সূচিতঃ ।৬৯। অত্র পুষ্পিকায়াং দেবী-মাহাত্ম্যে ইত্যে তৎপর্যন্তমেব মূলসংহিতায়াং পাঠোদৃশ্যতে, ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রাচীন-পুস্তকে চ। ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তীবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মহিষাসুরসৈন্যবধঃ।

টীকার্থ। ক্ষণেন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অম্বিকা সেই মহাসৈন্যকে (অতিপ্রচুর বলযুক্ত) ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। বহ্নি যেরূপ রাশি-রাশি তৃণকাষ্ঠকে ক্ষয় করে। ইহা দ্বারা অনায়াসে সৈন্যনাশ দেখান হইয়াছে ।৬৭

স চ শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই প্রসিদ্ধ সিংহও কম্পিত কেশরে মহাশব্দ করিতে করিতে অসুরগণের শরীর হইতে প্রাণ যেন নিঃসারিত করিতে লাগিল। এখানে উৎপ্রেক্ষা হইয়াছে। ইহার অর্থ, শব্দ শ্রবণ মাত্রেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বিচিন্বতি পদে আর্ষ প্রয়োগে বকারাদেশ হইয়াছে ।৬৮

দেব্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবীর নিঃশ্বাস হইতে জাত প্রমথগণ অসুরের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল যে এই প্রমথগণের উপর

পুষ্পবৃষ্টি করিয়া স্বর্গে দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা অতিশয়রূপে অসুর নাশ সূচিত।৬৯

দেবীমাহাত্ম্যের ক্ষুদ্রাংশে এই পর্য্যন্ত মূল সংহিতা পাঠ দৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকেও এইরূপ দেখা যায়।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবীমাহাত্ম্য

তৃতীয় অধ্যায়

ঋষিরুবাচ। ১

নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্ ॥২
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ ॥৩
তস্য ছিত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্ ॥৪

অন্বয়। ঋষিঃ [মেধা] উবাচ—অথ সেনানীঃ মহাসুরঃ চিক্ষুরঃ তৎ সৈন্যম্ নিহন্যমানম্ অবলোক্য কোপাৎ অম্বিকাং যোদ্ধুম্ যযৌ ।১-২

যথা তোয়-দঃ তোয়-বর্ষেণ মেরু গিরেঃ শৃঙ্গং [আচ্ছাদয়তি], [তথা] সঃ অসুরঃ সমরে দেবীং শর-বর্ষেণ ববর্ষ ।৩

ততঃ দেবী তস্য শর-উৎকরান্ লীলয়া এব ছিত্বা তুরগান্ চ বাজিনাম্ যন্তারম্ এব বাণৈঃ জঘান ।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, অনন্তর দৈত্য সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর, অসুরসৈন্যসমূহকে দেবী কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া, ক্রোধে অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল ।১-২

জলদ যেমন জলবর্ষণদ্বারা সুমেরু পর্বতের শিরোদেশ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সেই চিক্ষুরাসুর যুদ্ধে দেবীকে শরবৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন করিল ।৩

অনন্তর দেবী চিক্ষুরের বাণসমূহ স্বীয় বাণদ্বারা অনায়াসে ছিন্ন করিয়া অশ্বসমূহ এবং তাহাদের চালকগণকেও বাণাঘাতে বধ করিলেন ।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ ।১। নিহন্যেতি। অথ সৈন্যবধানন্তরং সেনানীঃ সেনাপতিঃ চিক্ষুর নাম্না মহাসুরঃ নিহন্যমানং তৎ সৈন্যমবলোক্য কোপাৎ যোদ্ধুম্ অম্বিকাং যযৌ।২। স দেবীমিতি। সে চিক্ষুরোঽসুরঃ সমরে যুদ্ধে শর বর্ষেণ দেবীং তথা ববর্ষ যথা তোয়দো মেঘস্তোয়বর্ষেণ জলবর্ষেণ

মেরুগিরেঃ। সুমেরুপর্বতস্য শৃঙ্গঃ শিখরং বর্ষতি। মেরুনামা গিরিঃ মেরুগিরিঃ; অনয়োপময়া অসুরস্য লঘুপ্রহারিত্বং দেব্যা অচলত্বমুক্তং; মেরোরুপরি মেঘসঞ্চারাযোগ্যত্বাদভূতোপমেয়ম্। যদ্বা শৃঙ্গপদেন একদেশ উচ্যতে, যদ্বা তোয়দঃ সূর্য্যঃ, সূর্য্যাদেব বৃষ্টিসম্ভবাৎ তথাচ, "অগ্নৌ প্রত্যাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি ।৩। তস্যেতি। ততস্তদনন্তরং দেবী তস্য শরোৎকরান্ শরনিকরান্ বাণেন লীলয়া কৌতুকেনৈব ছিত্বা তুরগান্ অশ্বান্ বাজিনাম্ অশ্বানং যন্তারাং সারথিঞ্চ জঘান।৪

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন, নিহন্যমানং ইতি শ্লোক। অনন্তর, সৈন্যবধের পর সেনাপতি চিক্ষুর নামে মহাসুর অসুরসৈন্যগণকে নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধে যুদ্ধ করিবার জন্য অম্বিকার দিকে গমন করিল।১-২

স দেবীং ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই অসুর চিক্ষুর যুদ্ধে শরবর্ষণে দেবীকে এইরূপ আচ্ছাদিত করিল, যেমন মেঘ জল বর্ষণ দ্বারা সুমেরু পর্বতের শিখর আচ্ছাদিত করে। মেরু নামক গিরি, মেরুগিরি। এই উপমা দ্বারা অসুরের লঘু প্রহারিত্ব এবং দেবীর অচলত্ব সূচিত। মেরুর উর্ধে মেঘ সঞ্চারের অযোগ্যতার উপমা অদ্ভুত হইয়াছে। কারণ মেঘমণ্ডল হিমালয় পর্বতের অধঃদেশে বিদ্যমান থাকে। অবশ্য পাদদেশ হইতে অত্যুচ্চ শিখর বর্ষাবৃত প্রতীত হয়। অথবা শৃঙ্গ পদ দ্বারা উপমা একদেশী হইয়াছে। অথবা তোয়দ, সূর্য, সূর্য হইতেই বৃষ্টি সম্ভব হয় বলিয়া। মনুসংহিতায় আছে, অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সম্যক্ প্রকারে সূর্যে উপস্থিত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়।

উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোক দৃষ্ট হয়।৩

তস্য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তদনন্তর দেবী স্বীয় শরসমূহ দ্বারা তাহার (অসুরের) শরসমূহকে কৌতুকে, অতি সহজে ছেদন করিয়া অশ্বসহ সারথিকে নিহত করিলেন।৪

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতি সমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥৫
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ ॥৬

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥৭
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥৮

অন্বয়। (দেবী) চ সদ্যঃ ধনুঃ চ অতি সমুচ্ছ্রিতম্ ধ্বজং চিচ্ছেদ চ ছিন্ন-ধন্বানম্ গাত্রেষু এব আশু-গৈঃ বিব্যাধ।৫

সঃ অসুরঃ ছিন্ন-ধন্বা বিরথঃ হত-অশ্বঃ হত-সারথিঃ খড়্গ-চর্ম-ধরঃ তাং দেবীং অভ্যধাবত।৬

অতি বেগবান্ তীক্ষ্ণ-ধারেণ খড়্গেন সিংহম্ মূর্ধনি আহত্য দেবীম্ অপি সব্যে ভুজে আজঘান।৭

নৃপ-নন্দন, খড়্গঃ তস্যাঃ ভুজং প্রাপ্য পফাল। ততঃ সঃ কোপাৎ অরুণ-লোচনঃ শূলং জগ্রাহ।৮

শ্লোকার্থ। দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু ও অত্যুচ্চ রথ-ধ্বজা ছেদন-পূর্বক ছিন্নধনু চিক্ষুরের সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ করিলেন।৫

সেই অসুর ছিন্নধনু, রথশূন্য, অশ্বহীন ও সারথি-বিহীন হইয়া খড়্গ ও ঢাল ধারণপূর্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল।৬

অতি বেগবান অসুর তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা সিংহের মস্তক আহত করিয়া দেবীরও বামহস্তে আঘাত করিল।৭

হে সুরথ, খড়্গ দেবীর হস্তে লাগিয়া ভগ্ন হইল। তখন সেই অসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। চিচ্ছেদেতি। দেবীত্যনুষজনীয়ম্ আশুগৈর্বাণৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণং ধনুঃ, অতিসমুচ্ছ্রিতং অত্যুচ্ছ্রিতং ধ্বজঞ্চ চিচ্ছেদ। ছিন্নং ধন্বানং ছিন্নং ধনুর্যস্য স তথাভূতং তম্ অসুরং গাত্রেষু সকল শরীরেষু বিব্যাধ চ।৫। স ইতি। সোঽসুরঃ চিক্ষুরঃ খড়্গচর্মধরঃ সন্ তাং দেবীম্ অভ্যধাবত আভিমুখ্যেনাধাবত। স কীদৃক্? ছিন্নং ধনুর্যস্য ধনুষঃ সলোপশ্চেতি অন্ সমাসান্তঃ সলোপশ্চ ছিন্ন ধন্বা তত্র যাদৌ লুপ্তে স্বরসন্ধেরেব নিষেধাৎ ছকারস্য দ্বিতম্। বিগতো রথো যস্য স বিরথঃ, হতা অশ্বা যস্য স, হতাশ্বঃ, হতঃ সারথির্যস্য সঃ, হতসারথিঃ।৬।

সিংহমিতি। স ইত্যনুষজনীয়ম্ সোঽসুরঃ চিক্ষুর তীক্ষ্ণধারেণ খড়্গেন মূর্ধ্নি

মস্তকে সিংহস্য আহত্য, দেবীমপি সব্যে বামভুজে আজঘান যতোঽতিবেগবান্ ক্ষিপ্রকারী ।৭।

তস্যাঃ ইতি। খড়্গস্তস্যাঃ ভুজং প্রাপ্য পফাল ভগ্নবান্ ঞিফলাবিষরণে ধাতুঃ। হে নৃপনন্দন সুরথ যদ্বা নৃপান্নন্দয়তীতিতি নৃপনন্দনঃ বিশেষেণাপীতি ব্যবস্থায়া পচাদিত্বাৎ ঙঃ, লট্ বা। হে নৃপনন্দনঃ পফাল ক্রিয়ানিষ্পত্তৌ সমর্থো নাভূৎ ফলনিষ্পত্তৌ। ততস্তদনন্তরং স চিক্ষুরঃ কোপাৎ অরুণ লোচনঃ রক্তাক্ষঃ সন্ শূলং জগ্রাহ হস্তে কৃতবান্ ।৮।

টীকার্থ। চিচ্ছেদ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। 'দেবী' ইহা এই শ্লোকেও অনুষঞ্জিত হইতেছে। শরসমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ধনু ও অত্যুচ্চ পতাকা ছেদন করিলেন। ছিন্নধনু যাহার, এবম্ভূত অসুরকে সমস্ত শরীরে শরবিদ্ধ করিলেন ।৫

স ছিন্ন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই অসুর খড়্গ ও চর্মধারী হইয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই অসুর কিরূপ? সে ছিন্ন ধন্বা, যাহার ধনু ছিন্ন হইয়াছে। (ধনুষঃ শব্দে 'স' লোপ হইয়াচে। অন্ভাগান্ত সমাসান্ত পদের স লোপ হয়।) এখানে য্ আদিতে লুপ্ত হইলে স্বর সন্ধিরই নিষেধে ছ-কারের দ্বিত্ব হয়। লুগ্ য-কারস্তু, লুগ্ ব-কারস্তু, লুগ্বিসর্গস্তু চ সন্ধিনিষেধো বিহিতঃ। সে বিরথ, বিগত হইয়াছে রথ যাহাব। সে হতাশ্ব, হত হইয়াছে অশ্ব যাহার। সে হত সারথি, হত হইয়াছে সারথি যাহার ।৬

সিংহ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। 'সেই অসুর' ইহা এই শ্লোকে অনুষঞ্জিত হইতেছে। সেই অসুর তীক্ষ্ণধার খড়্গদ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত করিয়া দেবীরও বাম হস্তে আঘাত করিল। যেহেতু সে অতি বেগবান্, ক্ষিপ্রকারী ছিল ।৭

তস্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অসুরের খড়্গ দেবীর হস্তপ্রাপ্ত হইয়া হস্তে স্পর্শমাত্র ভাঙ্গিয়া গেল। (ঞি-ফলা বিশরণে ধাতুঃ)। হে নৃপনন্দন সুরথ। অথবা নৃপগণকে যে আনন্দ দেয়, সে নৃপনন্দন। (বিশেষেণা ইতি সূত্রে বিকল্প লট্ প্রত্যয় হয়। "বিশেষেণাপি সামান্যং বাধ্যতে ন কচিৎ কৃতি"— কৃৎ প্রকরণে কোন বিশেষ সূত্রদ্বারা সামান্য সূত্র বাধিত হয় না)। হে নৃপনন্দন! পফাল অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে সমর্থ হইল না, ফল নিষ্পত্তিতে। অনন্তর সেই চিক্ষুর কোপবশে রক্তবর্ণ চক্ষু হইয়া হস্তে শূল গ্রহণ করিল ।৮

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥৯
দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ ॥১০
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ ॥১১
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্ ॥১২

অন্বয়। ততঃ মহাসুরঃ অম্বরাৎ রবি-বিম্বম্-ইব তেজোভিঃ জাজ্বল্যমানং তৎ তু ভদ্রকাল্যাং চিক্ষেপ চ।৯

দেবী তৎ শূলং আপতৎ দৃষ্ট্বা শূলম্ অমুঞ্চত। তেন তৎ শূলং শত-ধা নীতং সঃ চ মহাসুরঃ।১০

তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিষস্য চমূপতৌ হতে ত্রিদশ-অর্দনঃ চামরঃ গজ-আরূঢ়ঃ আজগাম।১১

অস সঃ অপি দেব্যাঃ শক্তিং মুমোচ। অম্বিকা দ্রুতম্ হুঙ্কার-অভিহতাং নিষ্প্রভাম্ তাম্ ভূমৌ পাতয়ামাস।১২

শ্লোকার্থ। অনন্তর মহাসুর চিক্ষুর সূর্যবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল শূল আকাশ হইতে ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল।৯

দেবী সেই শূল আসিতে দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর শূলে অসুর ও তাহার শূল শতধা খণ্ডিত হইল।১০

মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে দেবশত্রু চামরাসুর গজারোহণে আগমন করিল।১১

অনন্তর চামরাসুরও দেবীর প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ তাহা হুঙ্কারনাদে প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। চিক্ষেপেতি। ততো গ্রহণানন্তরং মহাসুরঃ, তচ্ছূলং ভদ্রকাল্যাং তদ্বিষয়ে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবান্ চ। কী দৃক্? অম্বরাৎ অম্বরং প্রাপ্য (সপ্তম্যর্থে পঞ্চমী বা) তেজোভির্জাজ্বল্যমানং; যথা অম্বরমাকাশম্ অত্তীতি অম্বরাৎ, তেজোভিরম্বরং গ্রসমানমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা পিবন্নিব নভস্তলমিতিবৎ;

তো জাজল্যমানম্ অতিশয়েন জ্বলদিতি (হেতুগর্ভবিশেষণম্)। কিমিব? রবিবিম্বমিব সূর্য্যমণ্ডলমিব।৯

দৃষ্ট্বেতি। দেবী চণ্ডীকা আপতৎ আগচ্ছৎ তচ্ছূলং দৃষ্ট্বা শূলং স্বশূলম্ অমুঞ্চত অমুঞ্চৎ। তেন দেবীশূলেন তচ্ছূলং আসুরং শূলং শতধানীতং শত শব্দোঽসংখ্যপরঃ বহুধা খণ্ডিতমিতি যাবৎ সোঽপি অসুর শতধা নীতঃ খণ্ডখণ্ডীকৃতঃ।১০।

হতে ইতি। তস্মিন্ মহাবীর্য্যে চিক্ষুরে মহিষস্য সেনাপত্যৌ হতে সতি চামরনামা ত্রিদশার্দনোঽসুরঃ গজারূঢ়ঃ সন্ আজগাম।১১।

সোঽপীতি। অথ আগমনানন্তরং সোঽপি চামরোঽপি দেব্যাঃ সম্বন্ধে শক্তিং মুমোচ। অম্বিকা ক্রুতং তাং শক্তিং হুঙ্কারেণ ক্রোধাবিষ্কৃত-শব্দ-বিশেষেণ মন্ত্রাত্মকেন অভিহতাং কৃত্বা ভূমৌ পাতয়ামাস। পুনঃ কিং কৃত্বা? নিষ্প্রভাং নিস্তেজসম্। "ক্রোধাখ্যো হুং তনুত্রঞ্চ শম্বান্ত্রৌ রিপুসংজ্ঞক" ইতি বর্ণাভিধাণদর্শনাৎ "হুং বিতর্কে পরিপ্রশ্নে হুং রুষোক্ত্যনুনীতিষু" ইতি বিশ্বপ্রকাশদর্শনাচ্চ হুঙ্কারেণেত্যত্র হুমিতি হ্রস্বঃপাঠো যুক্তঃ পুস্তকেষু তু দীর্ঘো দৃশ্যতে।১২

টীকার্থ। চিক্ষেপ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তত অর্থে শূল গ্রহণানন্তর মহাসুর সেই শূল ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভদ্রা, মঙ্গলা; কালী, চণ্ডিকা। সেই শূল কিরূপ? সেই শূল আকাশ প্রাপ্ত হইয়া, আকাশে উত্থিত হইয়া তেজ দ্বারা জাজ্বল্যমান হইয়াছিল। অম্বরে বিকল্পে ৭মী বা ৫মী বিভক্তি হয়। অথবা উহা আকাশকে গ্রাস করিয়াছিল, এই অর্থে অম্বরাৎ। তেজের দ্বারা আকাশকে গ্রাস করিয়াছিল, ইহা উৎপ্রেক্ষ্য। যেন আকাশকে পান করিতে করিতে এইরূপ। অতিশয়রূপে যাহা জ্বলে তাহা জাজ্বল্যমান। ইহা হেতুগর্ভ বিশেষণ। জাজ্বল্যমান কিরূপ? সূর্য মণ্ডল সদৃশ।৯

দৃষ্ট্বা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী চণ্ডিকা সেই শূলকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন। সেই দেবীর শূলদ্বারা অসুরের শূল শত শত খণ্ডে ভগ্ন হইল। শত সংখ্যা অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই অসুরও শত শত খণ্ডে ছিন্ন হইল।১০

হতে ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। মহিষাসুর-সেনাপতি সেই মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে দেবমর্দক চামর নামক অসুর হস্তীতে আরূঢ় হইয়া আসিল।১১

সোঽপি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। আগমনের পর সেই চামরও দেবীর

প্রতি শক্তিঅস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অম্বিকা দ্রুতবেগে সেই শক্তি-অস্ত্রকে হুঙ্কার দ্বারা, ক্রোধে উদ্ভূত শব্দবিশেষ হুঙ্কার হুং মন্ত্রে, তদাত্মক শব্দে প্রতিহত করিয়া ভূমিতে পতিত করিলেন। পুনরায় কি করিয়া? নিস্তেজ করিয়া। বর্ণাভিধানে দৃষ্ট হয়, শরীরে শস্ত্র ও অস্ত্র রিপু সংজ্ঞা ক্রোধের আখ্যা হুং। বিতর্কে, পরিপ্রশ্নে ও রোষে হুং উক্ত হয়। বিশ্বপ্রকাশে দর্শনহেতু এখানে হুং হ্রস্ব পাঠযুক্ত, কিন্তু অনেক পুস্তকে দীর্ঘ স্বর দৃষ্ট হয়।১১

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥১৩
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজ কুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥১৪
যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীংগতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥১৫
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্ ॥১৬

অন্বয়। শক্তিং ভগ্নাং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা চামরঃ ক্রোধ-সমন্বিতঃ শূলং চিক্ষেপ। সা বাণৈঃ তৎ অপি অচ্ছিনৎ।১৩

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজ-কুম্ভ-অন্তর-স্থিতঃ তেন ত্রিদশ-অরিণা বাহু যুদ্ধেন উচ্চৈঃ যুযুধে।১৪

ততঃ তৌ তু যুধ্যমানৌ তস্মাৎ নাগাৎ মহীং গতৌ অতিসংরব্ধৌ অতিদারুণৈঃ প্রহারৈঃ যুযুধাতে।

ততঃ বেগাৎ খম্ উৎপত্য নিপত্য চ মৃগ-অরিণা করপ্রহারেণ চামরস্য শিরঃ পৃথক কৃতম্।১৬

শ্লোকার্থ। শক্তি-অস্ত্র ভগ্ন ও ভূপতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী তাহাও বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন।১৩

অনন্তর সিংহ লম্ফপ্রদানপূর্বক হস্তীর মস্তকোপরি কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি ভীষণভাবে দেবশত্রু চামরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল।১৪

তৎপরে যুধ্যমান মহাসিংহ ও চামরাসুর উভয়েই ভূতলে নামিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর ভীষণ প্রহারপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল।১৫

তখন মহাসিংহ আকাশে লাফাইয়া উঠিয়া ও পুনরায় সবেগে ভূপতিত হইয়া চামরের মস্তক করাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ভগ্নামিতি। চামরো ভগ্নাং নিপতিতাং শক্তিং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ সন্ শূলং চিক্ষেপ সা দেবী তদাপি শূলং বাণৈরচ্ছিনৎ।১৩

তত ইতি। ততস্তদনন্তরং সিংহঃ সমুৎপত্য উৎপ্লুত্য গজস্য কুম্ভয়োরন্তরে মধ্যে স্থিতঃ সন্ তেন ত্রিদশারিণা সহ বাহুযুদ্ধেন উচ্চৈবতিমহদ্ যথা স্যত্তথা যুযুধে উচ্চৈর্যথা স্যাৎ তথা উৎপ্লুত্যেতি বা সম্বন্ধঃ।১৪

যুধ্যেতি। ততোঽনন্তরং যুধ্যমানৌ তৌ সিংহাসুরৌ তস্মাৎ নাগাৎ গজাৎ মহীং গতৌ সন্তৌ অতিদারুণৈঃ প্রহারৈ র্যুযুধাতে (সন্ধিরার্ষঃ)। যতোঽতি সংরব্ধৌ অতি ক্রুদ্ধৌ।১৫

তত ইতি। ততোঽনন্তরং মৃগারিণা সিংহেন বেগাৎ খম্ আকাশম্ উৎপত্য নিপত্য চ করপ্রহারেণ চপেটাঘাতেন চামরস্য শিরঃ পৃথক্ কৃতং ভিন্নীকৃতং ছিন্নমিতি যাবৎ।১৬

টীকার্থ। ভগ্নামিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শক্তি অস্ত্রকে ভগ্ন ও নিপতিত দেখিয়া চামর ক্রোধান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই শূলও বাণদ্বারা ছেদন করিলেন।১৩

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহার পর সিংহ লম্ফপ্রদান-পূর্বক গজকুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া সেই দেবশত্রু অসুরের সহিত অতি ঘোর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। যথাসাধ্য উচ্চ হইয়া লম্ফপ্রদানে উৎপ্লুত্য হইয়াছে।১৪

যুদ্ধ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহার পর সেই যুধ্যমান মহাসিংহ ও অসুর সেই হস্তীর উপর হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নিদারুণ প্রহার দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এখানে আর্ষ সন্ধি হইয়াছে; যেহেতু সে অতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।১৫

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহার পর মৃগশত্রু মহাসিংহ সবেগে আকাশে উঠিয়া এবং ভূতলে নামিয়া চপেটাঘাতে চামরের মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল।১৬

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥১৭
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥১৮

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥১৯
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥২০

অন্বয়। রণে দেব্যা উদগ্রঃ চ শিলা-বৃক্ষ-আদিভিঃ হতঃ। করালঃ চ দন্ত-মুষ্টি-তলৈঃ এব নিপাতিতঃ।১৭

দেবী ক্রুদ্ধা গদা-পাতৈঃ উদ্ধতম্ চূর্ণয়ামাস বাস্কলং চ ভিন্দিপালেন তথা বাণৈঃ তাম্রং অন্ধকম্ [চ] জঘান।১৮

ত্রি-নেত্রা পরমেশ্বরী উগ্রাস্যম্ উগ্রবীর্য্যং চ তথা মহাহনুম্ এব চ ত্রিশূলেন জঘান চ।১৯

[দেবী] বিড়ালস্য শিরঃ কায়াৎ বৈ অসিনা পাতয়ামাস। দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখং চ উভৌ শরৈঃ যম-ক্ষয়ম্ নিন্যে।২০

শ্লোকার্থ। যুদ্ধে দেবী প্রস্তর ও বৃক্ষাদি প্রহারে উদগ্রাসুরকে এবং দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালাসুরকে বধ করিলেন।১৭

দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে, ভিন্দিপাল (হস্তক্ষেপ্য লগুড় বিশেষ) দ্বারা বাস্কলকে এবং তাম্রাসুর ও অন্ধকাসুরদ্বয়কে বাণ-প্রহারে চূর্ণ করিলেন।১৮

ত্রিনয়না জগদীশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক মহাসুরত্রয়কে বিনাশ করিলেন।১৯

দেবী অসি দ্বারা বিড়ালাসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিলেন এবং বাণ দ্বারা দুর্ম্মুখ ও দুর্দ্ধর নামক অসুরদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাইলেন।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। উদগ্রশ্চেতি। দেব্যা উদগ্রনামাসুরশ্চ রণে শিলাবৃক্ষাদিভির্হত মারিতঃ। করালনামাসুরঃ দন্তমুষ্টিতলৈঃ; দন্তো বৎসদন্তা-খ্যোঽস্ত্র বিশেষঃ, তথাচ হরিবংশীয় বলিবাসবযুদ্ধে "ক্ষুরকৈর্বিশিখৈর্ভল্লৈর্বৎসদন্তৈঃ শিলিমুখৈঃ ইতি, দন্ত নির্ম্মিতৎসরুভিরিতি বিদ্যাবিনোদঃ। তলং চপেটাঘাতঃ করালনামা অসুরঃ নিপাতিতঃ। "তলং স্বরূপেঽনুর্দ্ধেঽস্ত্রী ক্লীবং জ্যাঘাতবারণে। কমলে কার্য্যবীজে চ পুংসি তালমহীরুহে। চপেটে চ ৎসরৌ তন্ত্রী-ঘাতে শব্যেন পাণিনেতি মেদিনী।১৭

দেবীতি। দেবী চণ্ডিকা উদ্ধতম্ উদ্ধতনামানমসুরং গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস।

বাষ্কলং বাষ্কলনামানমসুরং ভিন্দিপালেন চূর্ণয়ামাস। তাম্রনামানং অন্ধকনামানঞ্চ বাণৈশ্চূর্ণয়ামাস।১৮

উগ্রেতি। ত্রিনেত্রা দেবী উগ্রাস্যনামানম্, উগ্রবীর্য্যম্ উগ্রবীর্যনামানং, তথৈব তেন প্রকারেণ মহাহনুঞ্চ ত্রিশূলেন জঘান। পরমেশ্বরী পরমৈশ্বর্যশীলা, পরমানাং ব্রহ্মাদীনাম্ ঈশ্বরী নিয়ন্ত্রীতি বা।১৯

বিড়ালস্যেতি। বিড়ালস্য ভীমো ভীমসেন ইতিবৎ সংজ্ঞৈকদেশঃ বিড়ালাক্ষস্য শিরঃ কায়াৎ অসিনা পাতয়ামাস বৈ। দুর্দ্ধরং দুর্মুখঞ্চ উভৌ শরৈর্যমক্ষয়ং নিন্যে নিনায় প্রাপিতবতী সম্মুখরণহতস্য স্বর্গগামিত্বেন যমগৃহ-গমনাযোগ্যত্বাৎ যমক্ষয়মিত্যনেন মৃত্যুরেবাভিহিতঃ "ক্ষয়ো রোগান্তরে বেশ্মকল্পান্তাপচয়েষু চ" ইতি মেদিনী।২০

টীকার্থ। উদগ্র ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। দেবী উদগ্রনামক অসুরকে শিলা বৃক্ষাদি প্রহারে নিহত করিলেন। করাল নামক অসুরকে তিনি দন্তাঘাতে, মুষ্ট্যাঘাতে ও চপেটাঘাতে নিহত করিলেন। দন্ত অর্থে দন্ততুল্য দন্ত নামক অস্ত্র বিশেষ। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, হরিবংশে আছে, বলি ও ইন্দ্রের যুদ্ধে ক্ষুরক, বিশিখ, ভল্ল, দন্ত, শিলীমুখ ইত্যাদি দন্তবৎ নিৰ্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। তল অর্থে চপেটাঘাত। মেদিনীকোষে আছে, তলে ও অনূর্দ্ধে নারী ও ক্লীবকে জ্যাঘাত নিষিদ্ধ। তলের অন্যনাম কমল, কার্যবীজ তাল ও মহীরুহ। চপেট অর্থে বামহস্ত দ্বারা তন্ত্রী আঘাত।১৭

দেবী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী চণ্ডিকা উদ্ধত নামক অসুরকে গদাঘাতে নিহত করিলেন। বাষ্কল নামক অসুরকে তিনি ভিন্দিপাল অস্ত্রদ্বারা নিহত করিলেন এবং তাম্র ও অন্ধকনামক অসুরদ্বয়কে বাণ নিক্ষেপে নিহত করিলেন।১৮

উগ্র ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। ত্রিনয়না দুর্গাদেবী উগ্রাস্য ও উগ্রবীর্য নামক অসুরদ্বয়কে এবং সেই প্রকারে মহাহনু অসুরকে ত্রিশূল দ্বারা নিহত করিলেন। সেই দেবী পরমেশ্বরী, পরমৈশ্বর্যসম্পন্না অথবা ব্রহ্ম ও বিষ্ণু প্রভৃতি পরম দেবতার ঈশ্বরী, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন।১৯

বিড়াল ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বিড়ালের (ভীম, ভীমসেন এর মত এই সংজ্ঞা একদেশী) বিড়ালাক্ষের মস্তক দেহ হইতে অসিদ্বারা বিচ্ছিন্ন হইল। দুর্দ্ধর ও দুর্মুখ উভয়েই তীক্ষ্ণ শরদ্বারা যমালয়ে প্রেরিত হইল। শাস্ত্রে আছে, সম্মুখরণে হত হইলে স্বর্গে যায়। অতএব যমালয়ে গমন অযৌক্তিক।

সেজন্য এখানে যমক্ষয় অর্থে মৃত্যু। মেদিনীকোষে আছে, ক্ষয়রোগ, অন্তর বেশ্ম, কল্পান্ত, অপচয় প্রভৃতি শব্দ একপর্যায় ভুক্ত।২০

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥২১
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥২২
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২৩
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা ॥২৪

অন্বয়। এবং স্বসৈন্যে সংক্ষীয়মানে মহিষাসুরঃ তু মাহিষেণ স্বরূপেণ তান্ গণান্ ত্রাসয়ামাস।২১

কান্‌চিৎ তুণ্ড প্রহারেণ তথা অপরান্ খুর ক্ষেপৈঃ অন্যান চ লাঙ্গুল-তাড়িতান্ শৃঙ্গাভ্যাং চ বিদারিতান্ ॥২২

কান্‌-চিৎ বেগেন অপরান্ চ নাদেন ভ্রমণেন অন্যান্ নিঃশ্বাসপবনেন ভূতলে পাতয়ামাস।২৩

সঃ অসুরঃ প্রমথ-অনীকম নিপাত্য মহাদেব্যা সিংহং হন্তুং অভ্যধাবত। ততঃ অম্বিকা কোপং চক্রে ॥২৪

শ্লোকার্থ। এইরূপে স্বসৈন্য বিনষ্ট হইলে মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণ-পূর্বক দেবীর নিঃশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল।২১

মহিষাসুর দেবীসৈন্যের কাহাকে মুখাঘাতে, অপর কাহাকে খুরাঘাতে অন্যান্যকে লাঙ্গুল দ্বারা আহত এবং কতকগুলিকে শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ করিল।২২

অন্য দেবী সৈন্যগণকে দ্রুতগতির দ্বারা, এবং অপর কতকগুলিকে গর্জন ও চতুর্দিকে ভ্রমণ দ্বারা এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণকে নিঃশ্বাস-বায়ুদ্বারা ভূতলশায়ী করিল।২৩

মহিষাসুর দেবীর প্রমথ (শিবানুচর) সৈন্যসমূহ সংহারপূর্বক তাঁহার বাহন সিংহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন অম্বিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইলেন।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। এবমিতি। মহিষাসুরঃ এবমনেন প্রকারেণ স্বসৈন্যে সংক্ষীয়মাণে সতি মাহিষেণ স্বরূপেণ তান্ গণান্ ত্রাসয়ামাস।২১

তদ্দর্শয়তি দ্বাভ্যাম্। কাংশ্চিদিতি। তুণ্ডপ্রহারেণ প্রোথাঘাতেন কাংশ্চিৎ গণান্ ভূতলে পাতয়ামাস ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অপরান্ খুরক্ষেপৈঃ খুরাঘাতৈঃ। তথাশব্দশ্চার্থঃ। অন্যান্ লাঙ্গুলতাড়িতান্, অন্যাংশ্চ শৃঙ্গাভ্যাং বিদারিতান্ দ্বিধাকৃতান্, কাংশ্চিদ্বেগেন গতিতারতম্যেন, অপরান্ নাদেন শব্দবিশেষেণ, কাংশ্চিৎ ভ্রমনেন মণ্ডলাকারগত্যা চ, তথা অন্যান্ নিশ্বাসপবনেন ভূতলে পাতয়ামাস ইতি সর্ব্বত্রান্বয়।২২-২৩

নিপাত্যেতি, সোঽসুরঃ মহিষঃ প্রমথানীকং প্রথমসৈন্যং নিপাত্য মহাদেব্যাঃ সিংহং হন্তুং অভ্যধাবত অভিমুখ্যেন অধাবৎ। ততো হেতোরম্বিকা কোপং চক্রে।২৪

টীকার্থ। এবমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহিষাসুর এই প্রকারে স্বসৈন্য বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মহিষরূপ ধারণ করিয়া দেবীর সৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।২১

মহিষাসুর কি ভাবে সন্ত্রাস জন্মাইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে —কাংশ্চিদিতি শ্লোকদ্বয় দ্বারা। কতক সৈন্যকে সে তুণ্ডাঘাতে ভূমিতে নিপাতিত করিল। 'পাতয়ামাস' এই সকলের সহিত অন্বিত হইবে। অপর সৈন্যগণকে খুরাঘাতে, (তথা শব্দের অর্থ এবং) কোনও সৈন্যকে লাঙ্গুল তাড়নে, অন্যকে শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ বা দ্বিধাকৃত করিয়া, কাহাকেও বা গতির তারতম্য দ্বারা, কতককে গর্জন দ্বারা, কতককে ভ্রমণ (মণ্ডলাকার গতির) দ্বারা এবং অপর সৈন্যগণকে নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করিল।২২-২৩

নিপাত্য ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই মহিষাসুর প্রমথ সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া মহাদেবীর মহাসিংহকে হত্যা করিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই হেতু অম্বিকা ক্রোধান্বিতা হইলেন।২৪

সোঽপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥২৫
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ ॥২৬

ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ॥২৭
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাঽকরোৎ ॥২৮

অন্বয়। সঃ মহাবীর্যঃ অপি কোপাৎ খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীতলঃ শৃঙ্গাভ্যাং উচ্চান্ পর্বতান্ চিক্ষেপ চ ননাদ চ।২৫

তস্য বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুণ্ণা মহী ব্যশীর্যত লাঙ্গুলেন চ আহতঃ অব্ধিঃ সর্বতঃ প্লাবয়ামাস।২৬

ঘনাঃ চ ধুত-শৃঙ্গ বিভিন্নাঃ খণ্ডখণ্ডং যযুঃ। শত-শঃ অচলাঃ শ্বাস-অনিল-অস্তাঃ নভসঃ নিপেতুঃ।২৭

ইতি ক্রোধ-সমাধ্মাতং মহাসুরম্ আপতন্তং দৃষ্ট্বা তদা সা চণ্ডিকা তদ্বধায় কোপম্ অকরোৎ।২৮

শ্লোকার্থ। মহাবল অসুরও ক্রোধে খুরদ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা উচ্চ পর্বতসমূহ দেবীর প্রতি নিক্ষেপপূর্বক গর্জন করিতে লাগিল।২৫

পৃথিবী তাহার সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া বিশীর্ণা হইল এবং সমুদ্র তাহার লাঙ্গুল তাড়নে উদ্বেলিত হইয়া সর্বস্থান প্লাবিত করিল।২৬

তাহার কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া মেঘরাশি খণ্ডখণ্ড হইল এবং শতশত পর্বত নিঃশ্বাস বেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপাতিত হইল।২৭

এইরূপে ক্রোধে প্রজ্বলিত মহিষাসুরকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া তাহাকে বধের জন্য চণ্ডিকা অতি ক্রুদ্ধা হইলেন।২৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সোঽপীতি সোঽপি মহাবীর্যাঃ কোপাৎ শৃঙ্গাভ্যাম্ উচ্চান্ পর্ব্বতান্ চিক্ষেপ চ ননাদ চ চকারদ্বয়ং নৈরন্তর্য্যদ্যোতনায়। স কীদৃক? খুরক্ষুণ্ণমহীতলং যেন।২৫

বেগেতি। মহীতস্য বেগেন শৈঘ্রেণ যদ্ভ্রমণং মণ্ডলাকারগতিঃ তেন ক্ষুণ্ণা সংপিষ্টা সতী ব্যশীর্য্যত শীর্ণা অভূৎ। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। অব্ধিঃ সমুদ্রশ্চ তেনাসুরেন লাঙ্গুলেনাহতঃ তাড়িতঃ সন্ সর্ব্বতঃ প্লাবয়ামাস জলপ্লাবিতমকরোৎ।২৬

ধুতেতি। ঘনা মেঘাশ্চ তস্য ধুতে কম্পিতে যে শৃঙ্গে বিষাণে তাভ্যাং

ভিন্নাঃ বিদীর্ণীকৃতাঃ সন্তঃ, খণ্ডখণ্ডং যযুঃ খণ্ডীকৃতত্বং প্রাপুঃ। শতশোঽচলাঃ পর্ব্বতাঃ শ্বাসানিলাস্তাঃ নিশ্বাসপবনোৎক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ নভসঃ পেতুঃ আকাশমুখায় ততঃ পতিতবন্ত ইত্যর্থঃ।২৭

ইতীতি। সা চণ্ডিকা ইত্যুক্তপ্রকারেণ আপতন্তম্ আগচ্ছন্তং ক্রোধ সমাধ্মাতং ক্রোধোদ্দীপ্তং মহাসুরং মহিষং দৃষ্ট্বা তদ্বধায় তদ্বধং কর্ত্তুং কোপমকরোৎ।২৮

টীকার্থ। সোঽপি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই মহাবীর মহিষাসুর ক্রোধে শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা উচ্চ পর্বতসমূহ দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল এবং ভীষণ ভীষণ গর্জন করিতে লাগিল। দুই চ-কার নৈরন্তর্য প্রকাশক। সেই মহিষাসুর কিরূপ? মহীতল যাহার খুর দ্বারা তাড়িত হইতেছে।২৫

বেগেতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। পৃথিবী মহিষাসুরের সবেগ ভ্রমণ, মণ্ডলাকারে ক্ষিপ্রগতি দ্বারা সংপিষ্টা ও বিশীর্ণা হইল। এখানে কর্মে কর্তা প্রয়োগ হইয়াছে। সমুদ্র সেই অসুরের লাঙ্গুলের আঘাতে তাড়িত হইয়া চারিদিক জল দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিল।২৬

ধুত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহিষের কম্পিত শৃঙ্গদ্বারা মেঘজাল বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। শত শত পর্বত তাহাকে নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা আকাশে উৎক্ষিপ্ত এবং আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিল।২৭

'ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই চণ্ডিকা-দেবী[৫২] এই প্রকারে ক্রোধদ্দীপ্ত মহাসুর মহিষকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে বধের নিমিত্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।২৮

টিপ্পনী।

৫২ যদ্‌ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যো ভীত্যা চ গচ্ছতি।

ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বৎ সা দেবী চণ্ডিকা স্মৃতা।—ভুবনেশ্বরী সংহিতা।

যাঁহার ভয়ে বায়ু বহে, সূর্য ভীত হইয়া গমন করে এবং ইন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য করে, সেই দেবীকে চণ্ডিকা বলে। চণ্ডিকা=ব্রহ্মশক্তি। উক্ত মর্মে কঠোপনিষৎ ২।৩।৩ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভয়াৎ অস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

অগ্নি ও সূর্য্য ইহার ভয়ে ভীত হইয়া তাপ দেন এবং ইহারই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু এবং পঞ্চম যম স্ব স্ব কার্য্য করেন।

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥২৯
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥৩০
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্মণা সার্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥৩১
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥৩২

অন্বয়। সা তস্য পাশং বৈ ক্ষিপ্ত্বা তং মহাসুরং ববন্ধ। সঃ অপি মহামৃধে বদ্ধঃ মাহিষং রূপং তত্যাজ।২৯

ততঃ [সঃ] সদ্যঃ সিংহঃ অভবৎ। যাবৎ অম্বিকা তস্য শিরঃ ছিনত্তি তাবৎ [সঃ] খড়্গ-পাণিঃ পুরুষঃ অদৃশ্যত।৩০

ততঃ দেবী আশু এব তং পুরুষং সায়কৈঃ খড়্গ-চর্মণা সার্ধং চিচ্ছেদ। ততঃ সঃ মহাগজঃ অভূৎ।

[মহাগজ] করেণ চ তং মহাসিংহং চকর্ষ জগর্জ চ, দেবী তু কর্ষতঃ করং খড়্গেন নিরকৃন্তত।৩২

শ্লোকার্থ। চণ্ডিকাদেবী সেই মহাসুরের উপর পাশ নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে বন্ধন করিলেন। সেও মহাযুদ্ধে পাশবদ্ধ হইয়া মহিষাকৃতি ত্যাগ করিল।২৯

সেই অসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল এবং যেই অম্বিকাদেবী তাহার মস্তক ছেদন করিলেন অমনি সে খড়্গধারী পুরুষরূপে আবির্ভূত হইল। দেবী শীঘ্রই খড়্গ ও ঢাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সে এক বৃহৎ হস্তীর আকার ধারণ করিল।৩০-৩১

মহাহস্তী শুণ্ডদ্বারা দেবীবাহনসিংহকে আকর্ষণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়্গ দ্বারা তাহার শুণ্ডটিকে আকর্ষণের সময়েই কাটিয়া ফেলিলেন।৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সেতি। সা চণ্ডিকা, বৈ নিশ্চয়ে পাদপূরণে বা, তস্য সম্বন্ধে পাশং ক্ষিপ্ত্বা তং মহাসুরং ববন্ধ। সোঽপি মহাসুরঃ মহামৃধে মহাযুদ্ধে বদ্ধঃ সন্ মাহিষং রূপং তত্যাজ।২৯

ততঃ ইতি। অনন্তরং সদ্যস্তৎক্ষণমেব সিংহোঽভবৎ। অম্বিকা তস্য সিংহস্য

শিরো যাবচ্ছিনত্তি স্মেত্যর্থঃ, তাবদেব খড়্গাপাণিঃ পুরুষোঽদৃশ্যত অর্থাত্তয়া যদ্বা যাবত্তাবচ্ছব্দাভ্যাং সমকালদ্যোতনেন শিরশ্ছেদ প্রক্রম এব পুরুষোঽভূৎ অতো ন খড়্গাপাতো গম্যতে ।৩০

ততঃ ইতি। ততোঽনন্তরমেব দেবী খড়্গ-চর্ম্মণা সার্দ্ধং তং পুরুষং সায়কৈর্ব্বাণৈরাশু শীঘ্রং চিচ্ছেদ এবকারেণ পুরুষ ভবনসমকালমেব ছেদো গম্যতে ; সায়কৈরবসায়কৈ-রিতি যমকদর্শনাৎ সায়কো দন্ত্যাদিঃ, সোঽন্তকর্ম্মণীত্যস্ত রূপম্। ততোঽনন্তরং সোঽসুরঃ মহাগজোঽভূৎ ।৩১

করেণেতি॥ তং প্রসিদ্ধং মহাসিংহং করেণ শুণ্ডাদণ্ডেন চকর্ষ আকৃষ্টবান্, জগর্জ্জ শব্দং কৃতবাংশ্চ চকারদ্বয়ং সমকালদ্যোতনায় ; সিংহাকর্ষণ-সাটোপশব্দাভ্যাং গজস্য প্রাগুক্তং মহত্ত্বং দ্যোতিতম্। দেবী কর্ষতস্তস্যাসুরস্য করং শুণ্ডং খড়্গেন নিরকৃন্তত ছিন্নবতী কৃতি ছেদনে তুদাদিঃ আত্মনেপদম্ আর্ষং কর্ষত ইতি শত্রন্তাৎ ষষ্ঠী ।৩২

টীকার্থ। সা ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই চণ্ডিকা (বৈ নিশ্চয়ার্থে অথবা পাদপূরণে ব্যবহৃত) মহিষাসুরের প্রতি পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন। সেই মহাসুরও মহাযুদ্ধে বদ্ধ হইয়া মহিষরূপ ত্যাগ করিল ।২৯

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তদনন্তর তৎক্ষণাৎ মহিষাসুর সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী অম্বিকা যখনই সেই সিংহের মস্তক ছেদন করিতে গেলেন, তখনই খড়্গাপাণি পুরুষ দৃষ্ট হইল। এখানে অতীতার্থে 'স্ম' উহ্য আছে, ছিনত্তি স্ম হইবে। ইহার অর্থ, যাবৎ তাবৎ শব্দ দ্বারা সমকাল নির্দেশিত। ইহা দ্বারা শিরশ্ছেদের উপক্রম মাত্রই সিংহ পুরুষ হইয়াছিল। অতএব খড়্গাঘাত হয় নাই ।৩০

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহার পরই দেবী খড়্গচর্ম্মের সহিত সেই পুরুষকে বাণাঘাতে সত্বর ছেদন করিলেন। এব কার দ্বারা পুরুষরূপ ধারণ ও শিরশ্ছেদন সমকালেই ঘটিয়াছে। সায়কৈঃ অবসায়কৈঃ যমক দর্শন হেতু (একত্র স্থিতি নিমিত্ত) সায়ক ও দন্তী পশু আদি পদে অন্ত কর্মনি ইতি রূপ হইবে। অনন্তর সেই মায়াবী অসুর মহাগজরূপ ধারণ করিল ।৩১

করেন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই প্রসিদ্ধ দেবীর মহাসিংকে উক্ত মহাগজাসুর শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিল এবং গর্জন করিতে লাগিল। চ-কার

যুগল সমকাল প্রকাশক। সিংহাকর্ষণ-রূপ শব্দ দ্বারা গজের পূর্বোক্ত মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। দেবী আকর্ষণকারী গজের শুণ্ড খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিলেন। কৃতি শব্দে ছেদন অর্থে তুদাদিগনীয় হয়, এখানে আর্যপ্রয়োগে আত্মনেপদ হইয়াছে। কর্ষত পদে শত্রন্তাৎ ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।৩২

ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥৩৩
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥৩৪
ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্।৩৫
সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ॥
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্॥৩৬

অন্বয়। ততঃ মহাসুরঃ ভূয়ঃ মাহিষং বপুঃ আস্থিতঃ তথা এব স-চর-অচরম্ ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ামাস।৩৩

ততঃ জগৎ-মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা উত্তমম্ পানম্ পুনঃ পুনঃ পপৌ অরুণ লোচনা চ এব জহাস।৩৪

সঃ অসুরঃ অপি বল-বীর্য-মদ-উদ্ধতঃ ননর্দ চ চণ্ডিকাং প্রতি বিষাণাভ্যাং ভূ-ধরান্ চ চিক্ষেপ।৩৫

সা চ তেন প্রহিতান্ তান্ শর-উৎকরৈঃ চূর্ণয়ন্তী মদ-উদ্ধৃত-মুখ রাগা তং আকুল-অক্ষরম্ উবাচ।৩৬

শ্লোকার্থ। তৎপর মহাসুর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ববৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিল।৩৩

(পুরাণান্তরমতে সেই মায়াবী যথাক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, শূকর, খড়্গ, চর্মধর পুরুষ, গজ এবং পুনরায় মহিষ প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।)

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরাপান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করিলেন।৩৪

[চণ্ডিকাদেবী তুরীয়া হইয়াও প্রথমে সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাতে রজোগুণাবির্ভাবের আধিক্য হওয়ায় তিনি মহালক্ষ্মী মূর্তি ধারণ করিলেন, মধুপানের দ্বারা মহালক্ষ্মীত্ব প্রাপ্তি সূচিত হইল।—গুপ্তবতী টীকা।]

অসুরও দৈহিক বল ও মানসিক শক্তির গর্বে উদ্ধত (অহঙ্কৃত) হইয়া গর্জন করিল এবং শৃঙ্গযুগল দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বতসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩৫

অসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বতসমূহ শর দ্বারা চূর্ণ করিতে করিতে মদ্যপানে অতিশয় রক্তবদনা চণ্ডিকা দেবী বিজড়িত স্বরে মহাসুরকে বলিলেন।৩৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততঃ অনন্তরং মহাসুরো মহিষো ভূয়ঃ পুনরপি মাহিষং মহিষসম্বন্ধি বপুঃ শরীরম্ আস্থিতঃ সন্ তথৈব পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ সচরাচরং স্থাবরজঙ্গম সহিতং ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ামাস ব্যাকুলীচকার ত্রয়ো লোকা এব ত্রৈলোক্যং চতুর্বর্ণাদিত্বাদ্‌ষ্যণ্‌।৩৩

ততঃ ইতি। অনন্তরং চণ্ডিকা অতিকোপশালিনী, জগন্মাতা জগজ্জননী জগদবচ্ছেদকরণশীলা বা অতঃ স্বমর্য্যাদাতিক্রমপরাণাং নাশ উচিত এব, সামর্থ্যাতিশয়দ্যোতনায় চ বিশেষণং ক্রুদ্ধা সতী উত্তমম্ অলৌকিকং পান-মাসবং পুনঃ পুনঃ পপৌ পিবতি স্ম পীয়তে যৎ তৎ পানং কর্ম্মণি অনট্। অরুণ লোচনা আসবাস্বাদকৃতলোহিতলোচনা সতী জহাস চৈব কোপজনিতোঽয়ং হাসঃ, যদ্বা আঃ কিমিদমপূর্ব্বমাশু মরিষ্যতঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদীত্যনাস্থয়া হাসঃ।৩৪

ননর্দ্দেতি। সোঽপ্যসুরশ্চ বলং দেহশক্তিং বীর্য্যমিন্দ্রিয়শক্তিঃ মদ উৎসাহঃ তৈরুদ্ধতঃ, যদ্বা বলং সামর্থ্যং বীর্য্যমুৎসাহঃ তাভ্যাং মদো গর্বঃ তেনোদ্ধতঃ উচ্ছৃঙ্খলঃ সন্ ননর্দ নদতি স্ম চ। চণ্ডিকাং প্রতি বিষাণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং ভূধরান্ চিক্ষেপ চ পূর্ব্ববচ্চকারস্ত্বর্থঃ।৩৫

সেতি। সা চণ্ডিকা চ তেনাসুরেণ প্রহিতান্ ক্ষিপ্তান্ ভূধরান্ শরোৎ-করৈঃ শরনিকরৈঃ চূর্ণয়ন্তী সতী আকুলাক্ষরম্ অব্যক্তাক্ষরম্ যথা স্যাত্তথা তং মহিষং উবাচ। কীদৃশী? মদোদ্ধতো দূরীভূতো মুখরাগোঽধররাগো যস্যাঃ মুখশব্দ একদেশবৃত্তিঃ. তেনৌষ্ঠাধররাগ ইতি গম্যতে যদ্বা মদেনোদ্ধতোঽতি-শয়িতো মুখরাগো মুখস্যারুণিমা যস্যাঃ।৩৬

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর মহাসুর পুনরায় মহিষরূপে ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে স্থাবর ও জঙ্গম সহ ত্রিলোক বিক্ষুব্ধ করিল। তিন লোকই ত্রৈলোক্য, চাতুর্বর্ণ্যাদি তুল্য ষ্যণ্‌ প্রত্যয়। ত্রৈলোক্য ও চাতুর্বর্ণ ষ্যণ্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।৩৩

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর চণ্ডিকা দেবী অতি ক্রুদ্ধা হইয়া জগন্মাতা, জগজ্জননী, জগতের অবচ্ছেদকরনে সমর্থা। স্বকীয় সামর্থ্য

অতিক্রমে উদ্যত মহিষাসুরের বিনাশ কর্তব্যা নিজ সামর্থ্যের আতিশয্য প্রকাশার্থ।

বিশেষণ ব্যবহৃত চণ্ডিকা অলৌকিক আসব পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। যাহা পান করা হয়, তাহা পান কর্মে অনট্ প্রত্যয়। আসব৫৩ পান হেতু রক্ত চক্ষু হইয়া অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রোধজনিত হাস্য অথবা আঃ ইহা কি অপূর্ব! শীঘ্রই মরণ হইবে, স্বকীয় শৌর্য বীর্যে অনাস্থাহেতু নৈরাশ্যসূচক হাস্য।৩৪

ননর্দ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই অসুরও দেহশক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি ও উৎসাহ দ্বারা উদ্ধত হইয়া অথবা সামর্থ্য ও উৎসাহের গর্বে উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। চণ্ডিকার প্রতি শৃঙ্গ দ্বারা সে পর্বত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পূর্ববৎ চ-কারদ্বয়ের অর্থ নৈরন্তর্য সূচিত।৩৫

সা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই চণ্ডিকা উক্ত অসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পর্বতকে বাণদ্বারা বিচূর্ণ করিতে করিতে আকুলকণ্ঠে মহিষাসুরকে বলিলেন। কিরূপ চণ্ডিকা? মদ্যপানে মুখরাগ, অধররাগ দূরীকৃত হইয়াছে যাঁহার। মুখ শব্দে একদেশবৃত্তি, মুখ অর্থে ওষ্ঠরাগ ও অধররাগ। অথবা মদদ্বারা যাঁহার মুখের অরুণিমা অতিশয়ান্বিত হইয়াছে।৩৬

টিপ্পনী। ৫৩ মহিষের শিবাবতারহেতু জায়মান দয়াদি-বিচ্ছেদের জন্য দেবীর মদ্যপান।—নাগোজীভট্ট টীকা।

দেব্যুবাচ।৩৭

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥৩৮

ঋষিরুবাচ।৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥৪০

অন্বয়। দেবী উবাচ, মূঢ়, অহম্ যাবৎ মধু পিবামি (তাবৎ) ক্ষণং গর্জ গর্জ। ময়া ত্বয়ি হতে অত্র এব আশু দেবতাঃ গর্জিষ্যন্তি।৩৭-৩৮

ঋষিঃ উবাচ, সা এবম্ উক্ত্বা সমুৎপত্য তং মহাসুরম্ আরূঢ়া এনম্ কণ্ঠে পাদেন চ আক্রম্য শূলেণ অতাড়য়ৎ।৩৯-৪০

শ্লোকার্থ। দেবী বলিলেন, রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি,

ততক্ষণ তুই গর্জন্ কর্। আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এইস্থানে শীঘ্রই হর্ষধ্বনি করিবেন।৩৭-৩৮

মেধা ঋষি বলিলেন, চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়া লম্ফপ্রদান পূর্বক মহিষাসুরের উপর আরোহণ করিয়া তাহার কণ্ঠদেশ পদদ্বারা নিপীড়নান্তে বক্ষে শূলাঘাত করিলেন।৩৯-৪০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেব্যুবাচ। গর্জ্জেতি। হে মূঢ, হিতাহিত বিচার পরাঙ্মুখ অহং যাবৎ যাবন্তং কালমতিব্যাপ্য মধু পিবামি, তাবৎ তাবন্তং কালং গর্জ্জ গর্জ্জ ত্বরায়াম্ আভীক্ষ্ণে বা দ্বিরুক্তিঃ। ততঃ কিমিত্যাহ—ত্বয়ি ময়া হতে ব্যাপাদিতে সতি দেবতাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ গর্জ্জিষ্যন্তি। তদপি অত্রৈব অস্মিন্নেব, স্থানে ন তু স্থানান্তরে। তদপি আশু শীঘ্রমেব ন তু কালান্তরে।৩৭-৩৮

ঋষিরুবাচ।৩৯

এবমিতি। সা দেবী এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য উর্দ্ধমুৎপ্লুত্য তং মহাসুরং আরূঢং আরূঢবতী পাদেন কণ্ঠে আক্রম্য নিষ্পীড্য শূলেন এনং মহাসুরম্ অতাডয়ৎ বক্ষসীতি শেষঃ। ঋষের্বচনমিদম্।৪০

টীকার্থ। গর্জ গর্জ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। দেবী বলিলেন, রে মূঢ, হিতাহিত বিচার বিমুখ, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত মধুপান[৫৪] করিতেছি, ততক্ষণ তুই গর্জন কর, গর্জন কর। শীঘ্রতায় বা পুনঃ পুনঃ অর্থে দ্বিরুক্তি হয়। তারপর দেবী কি বলিলেন? আমার দ্বারা তুই নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ গর্জন করিবে। তাহাও এখানে, এইস্থানেই, অন্যত্র নয়। তাহাও এইক্ষণে, অন্য সময়ে নহে।৩৭-৩৮

এবমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই দেবী এই কথা বলিয়া ঊর্ধে উঠিয়া উক্ত মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন। চরণদ্বারা কণ্ঠদেশ নিষ্পীড়ন করিয়াও বক্ষে শূল বিদ্ধ করিয়া তিনি এই মহাসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। বক্ষে এই ঋষি বাক্য শেষে উহ্য আছে।৩৯-৪০

টিপ্পনী। ৫৪. লম্ফ্যাবেশবিশিষ্টা থাকিব।—গুপ্তবতী টীকা।

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ ॥৪১
অর্ধ-নিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাঽসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ॥৪২

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥৪৩
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরবধো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। ততঃ সঃ অপি তয়া পদ-আক্রান্তঃ নিজ-মুখাৎ অর্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব আসীৎ। ততঃ দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ।৪১

অসৌ মহাসুরঃ অর্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ এব তয়া দেব্যা যুধ্যমানঃ মহা-অসিনা শিরঃ ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ।৪২

ততঃ তৎ সর্বং দৈত্য-সৈন্যং হাহাকৃতং ননাশ চ সকলাঃ দেবতাগণাঃ পরং প্রহর্ষং জগ্মুঃ।৪৩

সুরাঃ দিব্যৈঃ মহা-ঋষিভিঃ সহ তাং দেবীং তুষ্টুবুঃ। গন্ধর্ব-পতয়ঃ জগুঃ চ অপ্সরোগণাঃ ননৃতুঃ।৪৪

শ্লোকার্থ। অনন্তর মহিষাসুরও চণ্ডিকার পদদ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজমুখ হইতেই অন্য মহাসুররূপে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল। তখন স দেবীর উগ্রতেজে স্তম্ভিত হইল।৪১

এই মহাসুর অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল।৪২

তখন সেই সকল অসুরসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন।৪৩

ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গস্থিত নারদাদি ঋষিগণের সহিত দেবীর স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বপতিগণ গান করিল এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ দেবী—বিজয়ে নৃত্য করিল।৪৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ততঃ ইতি। ততঃ অনন্তরং সোঽপ্যসুরঃ তয়া পদাক্রান্তঃ সন্ ততো মহিষমুখরূপাৎ নিজমুখাৎ অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্তঃ বিনির্গতার্দ্ধকায় এব দেব্যা অতি বীর্যেণ উগ্রতেজসা সংবৃতঃ স্তব্ধোঽবভূবেত্যর্থঃ।৪১

অর্দ্ধেতি। অসৌ মহাসুরো মহিষঃ অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত এব যুধ্যমানঃ (বর্ত্তমান সামীপ্যে শানঃ) তয়া দেব্যা মহাসিনা মহাখড়্গেন শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ।৪২

তত ইতি। ততঃ শিরশ্ছেদনানন্তরং তৎ সর্ব্বং দৈত্য-সৈন্যং হাহাকৃতং সৎ ননাশ পলায়িতঞ্চ হাহা ইতি শব্দঃ কৃতো যেন তৎ হাহাকৃতং রাজদণ্ডাদিঃ। সকলাঃ সমগ্রা দেবতাগণাশ্চ পরমত্যন্তং প্রহর্ষং জগ্মুঃ প্রাপ্তবন্তঃ।৪৩

তুষ্টুবুরিতি। সুরা দেবাঃ দিব্যৈঃ স্বর্গীয়ৈঃ মহর্ষিভির্নারদাদিভিঃ সহ তাং দেবীং তুষ্টুবুঃ (দিব্যৈরিত্যুপলক্ষণম্, অন্যৈরপি মহর্ষিভিঃ সহেতি জ্ঞেয়ম্।) যদ্বা দিব্যৈঃ দিবি স্থিতৈঃ ভবদ্ভির্বিদ্যমানৎতার্থ তত্র যুদ্ধদর্শনার্থমাকাশস্থিতৈরিতি ভাবঃ। গন্ধর্ব্বপতয়ো বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ো জগুর্গীতবন্তঃ। অপ্সরোগণাঃ উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ ননৃতুঃ নৃত্যবত্যঃ।৪৪ ইতি গয়ঘডবন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মহিষাসুরবধঃ।

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অনন্তর সেই অসুরও দেবীর পদপিষ্ট হইয়া মহিষমুখ রূপ নিজমুখ হইতে অৰ্দ্ধশরীর বাহির করিয়াই দেবীর উগ্রতেজ দ্বারা স্তব্ধীভূত হইল।৭১

অৰ্দ্ধ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই মহাসুর মহিষ অৰ্দ্ধনিক্রান্ত হইয়াই সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে (বর্ত্তমান সামীপ্যে শানঃ) দেবীর মহাখড়্গ দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া নিপতিত হইল।৪২

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহিষাসুরের মস্তক সংছিন্ন হইলে সমস্ত দৈত্যসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল। যেমন কেহ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সঙ্গীগণ পলায়ন করে। হাহাকার যাহার দ্বারা কৃত হয়, যেমন, রাজদণ্ডাদি। সকল দেবতাগণও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।৪৩

তুষ্টুবুঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবগণ নারদাদি স্বর্গীয় মহর্ষির সহিত সেই দেবীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। দিব্য এখানে উপলক্ষণার্থ, অন্যান্য মহর্ষিগণের সহিতও বুঝাইবে। অথবা স্বর্গে অবস্থিত, যুদ্ধদর্শন হেতু আকাশে অবস্থিত ইহাই অর্থ। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন। উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন।৪৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃত তত্ত্ব-প্রকাশিকা টীকায় নিম্নলিখিত গ্রন্থমালার বাক্য উদ্ধৃত। ১। ঋগ্বেদ, ২। অথর্ববেদ, ৩। মহাভারত, ৪। দেবীভাগবত, ৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৬। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৭। হরিবংশ, ৮। নারদ-পঞ্চরাত্র, ৯। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ১০। কঠোপনিষৎ, ১১। মনু সংহিতা,

১২। ভুবনেশ্বরী সংহিতা, ১৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১৪। দেবীপুরাণ, ১৫। বামন-পুরাণ, ১৬। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ১৭। কালিকা পুরাণ, ১৮। বরাহ পুরাণ, ১৯। বিষ্ণু পুরাণ, ২০। স্কন্দ পুরাণ, ২১। ভবিষ্য পুরাণ, ২২। পদ্ম-পুরাণ, ২৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ২৪। লক্ষ্মীতন্ত্র, ২৫। বারাহী তন্ত্র, ২৬। রুদ্রযামল তন্ত্র, ২৭। ডামর তন্ত্র, ২৮। মীমাংসাভাষ্য, ২৯। সংবৎসর-প্রদীপ, ৩০। সাংখ্য সূত্র, ৩১। মন্ত্রকৌমুদী, ৩২। মীমাংসাসূত্র, ৩৩। যোগ-সূত্র, ৩৪। পরামর্শসূত্র, ৩৫। শিবার্চণচন্দ্রিকা, ৩৬। বেদান্তদর্শন, ৩৭। ন্যায়-সূত্র, ৩৮। হস্তামলকস্তোত্র, ৩৯। সরস্বতী সূক্ত, ৪০। শংকরাচার্য্যের প্রশ্নমালা, ৪১। ভারবীকাব্য, ৪২। ভার্গবী, ৪৩। ন্যায়দর্শন, ৪৪। মৎস্য-পুরাণ, ৪৫ বর্ণাভিধান, ৪৬। বাসবদত্তা, ৪৭। অমরকোষ, ৪৮। বিশ্ব-কোষ, ৪৯। মেদিনীকোষ ৫০ বিদ্যাবিনোদকৃত চণ্ডীটীকা, ৫১। শ্রীধরস্বামী-কৃতটীকা, ৫২। শ্রীজীব গোস্বামীকৃত কূর্মপুরাণটীকা, ৫৩। নাগোজীভট্টকৃত-চণ্ডীটীকা, ৫৪। চণ্ডীটীকাশ স্তনবী, ৫৫। চণ্ডীটীকা দংশোদ্ধার, ৫৬। চণ্ডীটীকা-চতুর্ধরী, ৫৭। চণ্ডীটীকা গুপ্তবতী, ৫৮। বিশ্বপ্রকাশদর্শন, ৫৯। ভারতাচার্য্য-ধৃতবচন, ৬০। শৈবাগম ইত্যাদি

দেবীমাহাত্ম্য

মধ্যম চরিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি

ঋষিরুবাচ ।১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা ।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ।।২

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহ মূর্ত্যা ।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ।।৩

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাসুরভয়স্য মতিং করোতু ।।৪

অন্বয়। ঋষিঃ [মেধা] উবাচ। অতিবীর্যে তস্মিন্ দুরাত্মনি সুর অরি-বলে চ দেব্যা নিহতে শক্র-আদয়ঃ সুরগণাঃ প্রণতি-নম্র-শিরোধর-অংসাঃ প্রহর্ষপুলক-উদ্গম-চারু-দেহাঃ বাগ্ভি তাং তুষ্টুবুঃ ।১-২

নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্যা যয়া দেব্যা আত্ম-শক্ত্যা ইদং জগৎ ততম্ অখিল-দেব-মহর্ষি-পূজ্যাং তাম্ অম্বিকাম্ ভক্ত্যা নতাঃ স্ম। সা নঃ শুভানি বিদধাতু ।৩

যস্যাঃ অতুলং প্রভাবম্ বলং চ ভগবান্ অনন্তঃ ব্রহ্মা হরঃ চ বক্তুম্ ন হি

অলং, সা চণ্ডিকা অখিল-জগৎ-পরিপালনায় চ অসুর-ভয়স্য নাশায় মতিং করোতু ।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন। অতি বলশালী দুরাত্মা সেই মহিষাসুর ও অসুর-সৈন্যসকল দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক আনন্দ পুলকিত-চারুদেহে চতুর্বিধ বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।১-২

ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি যে দেবী স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সমস্ত দেব ও ঋষিগণের আরাধ্যা সেই অম্বিকাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন।৩

ভগবান সহস্রবদন বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব যাঁহার অনুপম প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন, সেই চণ্ডিকাদেবী সমগ্র বিশ্ব পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অসুর ভীতি-বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অথ "পূর্বধ্যায়ান্তে তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভি"রিতি যদুক্তং তদেব বর্ণয়িতুং প্রথমং তাবদশেষ সুরনিকরনিরাকরণাতিদুর্দ্ধর্ষ মহিষাসুরবধ। কন্দলিতানন্দসন্দোহবিবশচেতসাং দিবৌকসাং ভক্ত্যতিশয়ত্বমাহ।

ঋষিরুবাচ।১। শক্র ইন্দ্রঃ আদির্যেষাং তে শক্রাদয়ঃ সুরগণাঃ ইন্দ্রমুখ্যা দেবসমূহাঃ তাং দেবীং বাগ্‌ভিঃ তুষ্টুবুঃ (নন্বু প্রাক্ "সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভি" রিত্যুক্তম্, অত্র সুরগণা ইত্যেবোচ্যতে, তদত্র কা সঙ্গতিঃ? উচ্যতে—ইন্দ্রাদীনামতি দুঃখদাসুরনাশেন স্বস্বাধিকারপরিপ্রাপ্ত্যাতিশয়হর্ষপরত্বাং প্রাধান্যেনোক্তং, প্রক্রমবশাৎ ঋষীণামপি জ্ঞেয়ম্, অতএব "সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভি" রিতি গৌণভাবেনোক্তং, বক্ষ্যতি চ "যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ" ইতি)। কদা ইত্যাহ—তস্মিন্ দুরাত্মনি দুষ্টস্বভাবে মহিষে, সুরারিবলে অসুরসৈন্যে চ দেব্যা নিহতে সতি। কীদৃশে? অতিবীর্যে অতিবলবতি (উভয়োরেব বিশেষণদ্বয়ম্)। কীদৃশাঃ? প্রণতিনম্রশিরোধরাংসাঃ প্রণত্যা প্রকৃষ্টনমনেন নম্রং শিরোধরাংসং যেষাং তে (শিরোধরাঃ কন্ধরাঃ, অংসা বাহুমূলানি)। পুনঃ কিম্ভূতাঃ? প্রহর্ষেণ প্রকৃষ্টচিত্তাহ্লাদেন যঃ পুলকোদ্গমঃ লোমহর্ষোদ্গমঃ তেন চারবো রমণীয়া দেহা যেষাং তে (অত্র বাগ্‌ভিরিত্যনেন প্রণতীত্যাদিবিশেষণদ্বয়েন চ বাচিক-কায়িক-মানসিক প্রণামঃ সূচিতঃ, তেন চ ভক্ত্যুদ্রেকঃ সূচিতঃ। অত্র শ্লোকে শ্রীমায়া-

কামবাগ্‌ভবখীজোদ্ধারোবর্ত্ততে কিন্তু গোপ্যত্বাত্তদংশে তাৎপর্যাভাবাচ্চ ন ব্যাখ্যায়তে।২

স্তুতিমাহ দেব্যেতি। তাং প্রসিদ্ধাং অম্বিকাং জগন্মাতরং স্ম: বয়ং ভক্ত্যা নতাঃ (আর্ষো বিসর্গলুক্, বয়মিত্যর্থঃ, পাদপূরণে বা স্মেতি)। নমু দেবানাং তেজোজন্যত্বেন কথং জগন্মাতৃত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ যয়েতি। যয়া দেব্যা ইদং জগৎ প্রপঞ্চরূপম্ আততম্ উৎপাদিতং ততমিতি বা। নমু কার্যোৎপত্তৌ সাধনাবয়বসাপেক্ষঃ কর্ত্তা দৃশ্যতে। তৎ কিং সাধনান্তরমপেক্ষণীয়মস্তি? ন ইত্যাহুঃ আত্মশক্ত্যা স্বকীয়ানির্বাচনীয়সামর্থ্যেন। নমু শ্রূয়তে জগদুৎপত্তৌ মহাদাদীণাং বহূনাং সাধনত্বং ; ন, তেষামপি স্বৎ-পরিণামরূপত্বেনাভেদাৎ ইত্যাহুঃ নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা নিঃশেষদেবগণাঃ মহদাদঃ ত এব শক্তিসমূহরূপাঃ মূর্ত্তিযস্যাঃ (তদুক্তম্ "এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ" ইতি)। যদ্বা নিঃশেষদেবগণানাং মহাদাদীনাং যঃ শক্তিসমূহঃ কার্যোৎপাদনসামর্থ্যং স এব মূর্ত্তিঃ রূপং যস্যাঃ, যদ্বা নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহে মূর্ত্তির্যস্যাঃ, যদ্বা নিঃশেষ দেবগণানাং শক্তিং সমূহতি প্রেরয়তি যা এবংভূতা মূর্ত্তির্যস্যাঃ আর্ষঃ পুংস্ভাবঃ মূর্চ্ছধাতুর্ম্তিং বা রূপং। এতেন তেঽপি তদ্রূপাস্তৎপ্রেরিতা বা কার্যং জনয়ন্তি, ন পৃথগিত্যর্থঃ)। অতএব সর্বকারণতয়া সর্বারাধ্যেত্যাহুঃ তামখিল-দেবমহর্ষি-পূজ্যাম্ অখিলাঃ সমগ্রাঃ দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ তৈরারাধ্যাম্। উত্তরোত্তরফল-মাশংসমানা আহুঃ—সা নোঽস্মাকংশুভানি মঙ্গলানি বিদধাতু করোতু (ইদানীং শুভং কৃতবত্যেব, কালান্তরেঽপি করিষ্যতীত্যাশংসা। যদ্বা যয়া দেব্যা ইদং জগৎ আততং ব্যাপ্তম্। (নমু ইদং কারাস্পদরূপেণ দৃশ্যতাং পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জগদ্ব্যাপকত্বং সম্ভবতু? তত্রাহ নিঃশেষেতি। সকলদেবগণানাং ইন্দ্রাদীনাং শক্তিসমূহায় পুনঃ পুনঃ স্বাধিকারপ্রাপ্ত্যা নিজনিজমর্যাদাপালনায় মূর্ত্তির্দেহো যস্যাঃ তয়া (এতেন পরোপকারায় ইচ্ছাবিলসিতমেব শরীরং, ন তু পারমার্থিকম্, অত্রৈবোক্তং "দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি" ইত্যাদি ; অন্যৎ সমানম্।৩

জগৎ কারণত্বমুক্ত্বা অপরিচ্ছেদ্যতাং ব্রুবন্তঃ প্রার্থয়ন্তে যস্যা ইতি। সা চণ্ডিকা অখিল জগৎপরিপালনায় সমগ্রজগতাং রক্ষণায় মতিং করোতু। নন্বেবং সমস্তজগদ্রক্ষণেঽসুরাণামপি রক্ষা আসজ্যতেতি চেত্তত্রাহুঃ—অশুভেতি অশুভভয়স্য অশুভাঃ দৈত্যাস্তেভ্যো যদ্ভয়ং তস্য নাশনায় নাশং কর্ত্তুং ; যদ্বা অশুভং পাপং, ভয়হেতুত্বাৎ ভয়ম্ অসুরাঃ (সমাহারৈক্যম্) মতিং বুদ্ধিং করোতু (অতোঽসুরনাশঃ স্বতএব প্রাপ্তঃ, কদাচিৎ ভয়মাশংক্য প্রার্থনা)। সা ক

ইত্যপেক্ষায়ামাহঃ—যস্যা অতুলম্ অনন্যসাধারণং প্রভাবং মাহাত্ম্যং বলং সামর্থ্যঞ্চ বক্তুম্ এতাবদিতি নিরূপয়িতুং ভগবান্ সর্ববিৎ অনন্তো বিষ্ণুরপি, ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টাপি, হরো জগৎসংহারকোঽপি ন অলং ন সমর্থঃ নমু যদি সর্বজ্ঞো ভগবান্, তর্হি কথং ন জানাতু? "স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা" ইতি শ্রুতেঃ, "যঃ সর্বজ্ঞ সর্ববিদিত্যাদি" শ্রুতেঃ, তদজ্ঞানে কথং সর্বজ্ঞত্বম্? উচ্যতে—নহ্যনেন ভগবতোঽসর্বজ্ঞতা প্রতিপদ্যতে, কিন্তু তৎপ্রভাব বলয়োরনন্তৈব প্রতিপদ্যতে; সতি পরিচ্ছেদে তদজ্ঞানে এব দোষঃ, পরিচ্ছেদাভাবে তু কুতো দোষাবসরঃ)? উক্তঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ যো হি স্বমায়াবিভবং চ পর্যগাদ্ যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ইতি, দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তব্রহ্মনারদপাদোক্তশ্লোকব্যাখ্যানে ন হি খপুষ্পাজ্ঞানাং পুরুষস্য সার্বজ্ঞং হরতীতি শ্লোকার্থো যথা যঃ স্বমায়ায়াঃ বিভবং বিস্তারং স্বয়মপি পর্যগাৎ পরিশব্দেঽপি নিষেধে, এতাবান্ ইতি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ অপরে কুতো জানীয়ুঃ। যথা নভ আকাশং স্বান্তং স্বস্যান্তং ন পর্বেতীতি। তথা শ্রুতিরপি যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমব্যোম ন সোঽঙ্গ বেদ যদিবা বেদেতি অর্থস্তু অস্যা মায়ায়া যোঽধ্যক্ষঃ পরমব্যোম পরমব্যোমপদেন মহাবৈকুণ্ঠ উচ্যতে মহাকাশঞ্চ পরমব্যোমবর্ত্তী ছান্দসো বিভক্তিলুক্ অঙ্গ হেসোঽপি অর্থাৎ ইমাং মায়াং বেদ এতাবত্তেন বেত্তি, যদিবেতি আপাততঃ সংশয়ে যদিবা ন বেদ ন বেত্তি, বেত্তি ন বেত্তি বেত্ত্যর্থ্যা এবার্থঃ বা নৈব বেত্তীত্যর্থঃ, অনন্তস্য মায়য়া অপ্যানন্ত্যাৎ, অতএব নারদীয়ে, যথা হরির্জ্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথানঘেতি অলমতি প্রপঞ্চেন)।৩

টীকার্থ। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিবৈর্মহর্ষিভিঃ প্রভৃতি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিতে প্রথমে সেই দেবশক্রর নিরাকরণ, অতি দুর্দ্ধর্ষ মহিষাসুরের বধহেতু অতিশয় আনন্দে বিবশচিত্ত দেবগণের ভক্তির আতিশয্য বলিতেছেন।

ঋষি বলিলেন। ইন্দ্র যাঁহাদের আদিতে আছেন, ইন্দ্রাদি সুরগণ। ইন্দ্র এখানে মুখ্য। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দেবীকে বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পূর্বে স্বর্গবাসী মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ স্তুতি করিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এখন দেবগণ স্তুতি করিলেন, ইহা বলা হইতেছে। তাহা হইলে এখানে সঙ্গতি কিরূপে হইবে? সেজন্য কথিত হইতেছে, ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি অতিদুঃখদানকারী অসুর নাশে ও স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্তি হেতু অত্যন্ত হর্ষান্বিত হওয়ায় প্রাধান্য নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ

উল্লিখিত হইয়াছে। প্রক্রম নিমিত্ত ঋষিগণও বুঝিতে হইবে। অতএব 'সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ' ইহা গৌণভাবে কথিত, বুঝিতে হইবে। পরে বলা হইবে, তোমরা ও ব্রহ্মর্ষিগণ যে যে স্তুতি করিয়াছ ইত্যাদি। কখন, তাহাই বলিতেছেন। সেই দুরাত্মা, দুষ্টস্বভাব মহিষাসুর ও অসুরসৈন্য দেবী দ্বারা নিহত হইলে তাহারা কিরূপ ছিল? তাহারা অতি বলবান। 'অতি বলবান' মহিষাসুর ও তৎসৈন্য উভয়ের বিশেষণ। দেবগণ কিরূপ? প্রণত্যা, প্রকৃষ্টরূপে নমিত হইয়াছে যাঁহাদের শির, স্কন্ধ ও গ্রীবা, তাঁহারা। শিরোধরা অর্থে কন্ধরা, স্কন্ধ ও গ্রীবা, দুই বাহুর মূলদ্বয়। পুনঃ তাঁহারা কিরূপ? প্রকৃষ্ট আহ্লাদে যাঁহাদের চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে। পরমপুলকদ্বারা যাঁহাদের রোমাবলী উদ্গত হইয়াছে, তাহাতে সুচারু, রমণীয় হইয়াছে দেহ যাঁহাদের। এখানে বাক্যসমূহের অর্থে প্রণতী ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম সূচিত এবং তাহার দ্বারা যাঁহাদের ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, ইহাই লক্ষিত।১-২

এখন স্তুতি বলিতেছেন, দেব্যা ইত্যাদি শ্লোকে। সেই প্রসিদ্ধা অম্বিকা জগন্মাতাকে আমরা দেবগণ সভক্তি প্রণাম করিতেছি। আর্ষ-প্রয়োগে বিসর্গ বিলুপ্ত। স্মঃ অর্থে আমরা অথবা পাদপূরণে স্ম প্রযুক্ত। এখন প্রশ্ন করা যায়, দেবতাগণের তেজ দ্বারা যে দেবী উদ্ভূতা, তাঁহার জগন্মাতৃত্ব কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যয়া ইতি। যে দেবীর দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপাদিত হইয়াছে; অথবা ততম্, ব্যাপ্ত ও বলা যায়। পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, কার্য-উৎপত্তিতে সাধন ও অবয়ব সাপেক্ষ কর্তা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে এখানে কি সাধন অপেক্ষিত? না; তাহা বলা যায় না। সেজন্য বলিতেছেন, স্বকীয় অনির্বচনীয় সামর্থ্য দ্বারা। শুনা যায়, জগতের উৎপত্তিতে মহদাদি বহু সাধনের প্রয়োজন হয়। না, হয় না। তাঁহারাও দেবীর পরিণামরূপে অভিন্ন বলিয়া। সেজন্য বলিতেছেন, নিঃশেষ দেবগণশক্তি, সমস্ত দেবতা, মহদাদি শক্তিসমূহরূপ মূর্তি যাঁহাদের। উক্ত আছে, সাংখ্যোক্ত এই চব্বিশ তত্ত্ব প্রধান বলিয়া জানিবে। অথবা নিঃশেষ দেবগণানাম্, মহদাদির শক্তিসমূহ কার্যোৎপাদনে যাঁহার সামর্থ্য আছে, তিনিই মূর্তিরূপে চণ্ডিকা। অথবা নিঃশেষ দেবগণের শক্তি সমূহ মূর্তি যাঁহার, অথবা নিঃশেষ দেবগণের শক্তিকে যিনি প্রেরণ করেন, এমন মূর্তি যাঁহার। ইহা দ্বারা তাহারাও তাঁহার রূপ বা তাঁহার প্রেরিত, তিনি কার্য সৃষ্টি করেন।

ইহার অর্থ, মহদাদি দেবী হইতে পৃথক্ নয়। অতএব সর্বকারণরূপে তিনি সকলের আরাধ্যা। সেজন্য বলিতেছেন, তিনি অখিলদেব মহর্ষি পূজ্যা, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া। উত্তরোত্তর ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিতেছেন, তিনি আমাদের জন্য শুভফল বিধান করুন। এখন তিনি শুভ করিয়াছেন। কালান্তরে তিনি মঙ্গল করিবেন, এই আকাঙ্খা। অথবা তাহার দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত। এই প্রকার অসীমমূর্তি দর্শনহেতু কিরূপে তাঁহার জগৎ ব্যাপকত্ব সম্ভব? সেজন্য বলিতেছেন, নিঃশেষ ইত্যাদি শ্লোক। সকল দেবতার শক্তি সমূহের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্তি, স্ব স্ব মর্যাদা পালনের জন্য মূর্তি, শরীর যাঁহার তাঁহার দ্বারা। ইহা দ্বারা পরোপকারের ইচ্ছা-বলে বিধৃত শরীর, পারমার্থিক নয়। দেব ও দেবীগণের নামরূপ ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়। সেজন্য উক্ত হইয়াছে, দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি আবির্ভূতা হইয়াছেন ইত্যাদি। অন্যান্য একই প্রকার।৩

জগন্মাতা চণ্ডিকার জগৎকারণত্ব বলিয়া তিনি অনাবৃত, ইহা বলিতে বলিতে প্রার্থনা করিতেছেন, যস্যা ইতি শ্লোক দ্বারা। সেই দেবী চণ্ডিকা সমস্ত জগৎকে রক্ষা করুন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, সমস্ত জগৎ রক্ষণে অসুরদেরও রক্ষণ সঙ্গত হয়। সেজন্য বলিতেছেন, অশুভ অসুর হইতে যে ভয়, তাহা বিনাশ করিবার জন্য অথবা অশুভ, পাপ, ভয়ের হেতু। ভয় অর্থে অসুরগণ সমাহার ঐক্য, তাহা (ভয়) নাশ করিবার জন্য বুদ্ধি নিশ্চয় করুন। অতএব অসুর নাশ স্বতঃই হইতেছে, কখনও কখনও ভয় আশঙ্কা করিয়া প্রার্থনা। দেবী কে? ইহা উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন, যাঁহার অনন্য সাধারণ মাহাত্ম্য সামর্থ্য বলিতে, এই পর্যন্ত নিরূপণ করিতে সর্বজ্ঞ ভগবান্ অনন্ত বিষ্ণুও জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা বা জগৎসংহারক শিবও সমর্থ নহেন। যদি ভগবান সর্বজ্ঞ হন, তিনি ইহা কেন জানেন না? তিনি জানেন, তিনি বেত্তা, কিন্তু তাঁহার কোন বেত্তা নাই। ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। স্মরণ উক্ত হইয়াছে, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি ইহা না জানিলে তাঁহার সর্বজ্ঞতা কিরূপে সঙ্গত হয়? সেজন্য কথিত হইতেছে, ইহার দ্বারা ভগবানের অসর্বজ্ঞতা প্রতিপাদিত হয় না; কিন্তু দেবীর প্রভাবের অনন্তভাই প্রতিপাদিত হয়। তিনি অজ্ঞানে আবৃত থাকিলে তাহা না জানায় দোষ হইতে পারিত। কিন্তু যিনি অনাবৃত অসীম, তাহা না জানায় দোষের অবসর কোথায়?৪

৫৫. (ক) বৈখরী শব্দ নিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।

দ্যোতিতিতার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা চাপ্যনপায়িনী ॥

অর্থাৎ বাক্ চারি প্রকার। ঘটাদি অর্থরূপা বৈখরী, শ্রোত্রগ্রাহ্যা মধ্যমা জ্ঞানরূপা পশ্যন্তী ও ব্রহ্মরূপা সূক্ষ্মা।

টিপ্পনী। ৫৬ বেদে বিষ্ণুকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রনয়ন ও সহস্রপদ এবং ভাগবতে ইহাকে সহস্রভুজ বলা হইয়াছে।

(খ) অথবা জাতি শব্দ, গুণ শব্দ, ক্রিয়াশব্দ ও দ্রব্য শব্দ, এই চতুর্বিধ বাক্য।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু ॥৬
হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ—
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥৭
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবী।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু—
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥৮

অন্বয়। যা স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু শ্রীঃ পাপ আত্মনাং অলক্ষ্মীঃ কৃত ধিয়াং [চিত্ত] হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ সত্যং শ্রদ্ধা, কুলজন-প্রভবস্য লজ্জা তাং ত্বাং [বয়ম্] নতাঃ স্ম। দেবি বিশ্বম্ পরিপালয় ।৫

দেবি, সর্বেষু অসুর দেব-গণ-আদি কেষু, তব এতৎ অচিন্ত্যম্ রূপম্ কিং [বয়ম্] বর্ণয়াম, কিং চ অসুর ক্ষয়কারী ভূরি অতি বীর্যম্, কিং চ আহবেষু তব যানি অতি চরিতানি কিং বর্ণয়াম ? ।৬

ত্বম্ সমস্ত জগতাং হেতুঃ। ত্রিগুণ অপি দোষৈঃ ন জ্ঞায়সে হরি-হর-আদিভিঃ অপি অপারা। ইদম্ অখিলম্ জগৎ [তব] অংশভূতম্। হি [ত্বম্ এব] সর্ব-আশ্রয়া অব্যাকৃতা পরমা আদ্যা প্রকৃতিঃ ।৭

দেবি যস্যাঃ সমুদীরণেন সমস্ত-সুরতা [ইন্দ্রাদি] সকলেষু মখেষু তৃপ্তিং প্রয়াতি বৈ স্বাহা ত্বম্ অসি। [ত্বম্] পিতৃগণস্য চ তৃপ্তি হেতু স্বধা এব চ, অতঃ [ত্বম্] জনৈঃ উচ্চার্যসে ।৮

শ্লোকার্থ। যিনি স্বয়ং পুণ্যবান্‌দিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা এবং পাপীগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, যিনি শুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধি রূপা ও সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং সদ্বংশ জাত ব্যক্তিগণের লজ্জারূপা, সেই দেবীকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, আপনি এই জগৎ পরিপালন করুন ।৫

হে দেবি, দৈত্য, দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আপনার এই অনির্বাচ্য ও অচিন্তনীয় স্বরূপ, আপনার অসুরনাশকারী অসীম মহাবীর্য, সংগ্রামে আপনার এই অত্যদ্ভুত আচরণ সমূহ আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব ?৬

[কারণ, দেবী বাক্যমনাতীত ব্রহ্মস্বরূপিণী]

আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্ম হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আধারস্বরূপা। আপনি ষড়্ বিকার রহিতা পরমা প্রকৃতি ।৭

হে দেবি, যাঁহার সম্যক্ উচ্চারণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সমস্ত যজ্ঞে তৃপ্তি লাভ করেন, সেই স্বাহা মন্ত্রও আপনি এবং পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ স্বধা মন্ত্রও আপনি। এই জন্য পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ আপনাকে স্বাহা ও স্বধা মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সম্পদ্বিপদ্রূপতয়া সুখদুঃখহেতুত্বং বদন্তঃ প্রার্থয়ন্তে যেতি। সুকৃতিনাং পুণ্যশালিনাং ভবনেষু গৃহেষু যা শ্রীঃ সম্পৎ স্বয়মাত্মনা স্বরূপেণ সম্পদ্রূপেতি যাবৎ। তথাচ স্মৃতিঃ ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যত ইতি। যথা স্বয়ং তেষাং তৎপ্রার্থনামন্তরেণাপি তদ্‌গৃহেষু সম্পদ্ভবতি। তথা স্বয়মপি

ইত্যর্থঃ পাপাত্মনাং কলুষশালিনাং ভবনেষু অলক্ষ্মীঃ বিপৎ (তেষামসুদিনমিতি সম্পদমিচ্ছতামপি বিপদ্ভবতীতি স্বয়মিত্যস্যার্থঃ)। (তদুক্তং অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈ বায়ান্তি দেহিনাম সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যত ইতি।) তথা কৃতধিয়াং নির্মলবুদ্ধীনাং হৃদয়েষু অন্তঃকরণেষু যা বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা (নমু বুদ্ধেরপ্যন্তঃকরণাভিন্নত্বাদনমুগতমেতৎ, তথাচ "মনোবুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তমিত্যন্ত-রান্তকম্" ইতি। সত্যম্। নির্দ্ধারণে সপ্তমী। তদয়মর্থঃ কৃতধিয়াং হৃদয়েষু অন্তঃকরণচতুষ্টয়মধ্যেষু ত্বং বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা তস্যা মুক্তিহেতুত্বাৎ তদুক্তং গীতায় "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্" ইতি বুদ্ধির্বুদ্ধি মতামহমিত্যেকাদশোক্তবৎ। যদ্বা হৃদয়েষু হৃদয়াকাশেষু বক্তব্যাচ্ছেদভেদাৎ বহুত্বং হৃদয়াকাশস্য বুদ্ধ্যাদেরধিকরণত্বাৎ। তদুক্তং কাপিলেয়ে, অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়াম্মন উত্থিতম্। মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধে গিরাং পতিরিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ বুদ্ধ্যাদিষু হৃদয়েমেবাধিষ্ঠানমিতি) তথা সতাং বেদমার্গানুসারিণাং শ্রদ্ধা বেদার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ এতেন বৈদিককর্মফলদাত্রী ত্বমেবেত্যুক্তম্। শ্রদ্ধয়ৈব কর্মফলসম্পত্তেঃ। তথাচ স্মৃতিঃ 'অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ" ইতি। তথা কুলজনপ্রভবস্য সৎকুলজাতস্য লজ্জা অকার্যবৈমুখহেতুঃ (অনেন সৎকর্ম প্রবৃত্তিদ্বারা স্থিতি নির্বাহিকা ত্বমেব ইত্যুক্তম্। অত্র শ্র্যাদ্যাঃ সম্পদাদ্যধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চ "কীর্ত্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীণাম্" ইত্যাদি গীতায় "বুদ্ধির্লজ্জা বপুস্তথা' ইত্যাদের্মৎস্যপুরাণে চ দর্শনাৎ)। তাম্ উক্তলক্ষণাং ত্বাং নতাঃ স্ম। হে দেবি, বিশ্বং জগৎ পরিপালয় (পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা। মহিষাসুরেণ চিরপরিভূতানাম্ অতিতাপানুভবাৎ অন্যদা ভাবিভয়স্য ঝটিতি নিবারণায়, যদ্বা বক্তৃভেদাদ্বা ভেদঃ)।৫

বচনাগোচরতামাহুঃ কিং বর্ণয়ামেতি। হে দেবি সর্বপ্রকাশিকে, তব এতদ্রূপং কিং বর্ণয়াম বর্ণয়িতুম্ শক্নুম? (নৈবেত্যর্থঃ শক্নোর্লোট্)। নমু যদ্দৃশ্যতে তৎ কিমিতি বর্ণয়িতুং ন শক্যতে ইতি চেত্তত্রাহুঃ—সর্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু অচিন্ত্যং কৈরপি চিন্তয়িতুং বুদ্ধিবিষয়ীকর্তুমশক্যম্ (বুদ্ধিমনসোর গোচরত্বে কথং বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ, এতেন দৃশ্যমানমপি ন পরিচ্ছেদবিষয়মিতি ভাবঃ ; আদিনা ব্রহ্মর্ষ্যাদীনাং গ্রহণম্)। কিঞ্চ তব অতি অতিশয়িতং বীর্য্যং সামর্থ্যং কিং বর্ণয়াম? (পূর্ববদর্থঃ)। কীদৃক্? যতোঽসুরক্ষয়কারি অবিদ্যমানা ঈষদ্বা সুরা দেবা যেভ্যস্তে অসুরাঃ (অভাবে ঈষদর্থে বা নঞ্) তেষামপি ক্ষয়করণশীলং (নিঃশেষসুরনিকর নিরাসপরাসুরক্ষয়কারিত্বাদচিন্ত্যমেব)। অতএব ভূরি অতিপ্রচুরম্।

কিঞ্চ অন্যানি আহবেষু যুদ্ধেষু তব যানি চরিতানি চেষ্টিতানি তান্যপি কিং বর্ণয়াম? (পূর্ববৎ)। কিম্ভূতানি? অতি অতিশয়িতানি; যদ্বা সর্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু সর্বাননাদৃত্য যানি চরিতানি, সর্বেষু সর্বান্ অতি অতিক্রম্যেতি বা (দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী "সুপাং সু" রিতি ব্যবস্থয়া)।৬

পুনরপি সর্বকারণতামাহুঃ হেতুরিতি। ত্বম্ আদ্যা পরমাপ্রকৃতিঃ (আদিরেব আদ্যা, ন তু আদৌ ভবা "অজামেকা" মিত্যাদিশ্রুত্যা উৎপত্তিনিষেধাৎ)। অত্র হেতুঃ—সমস্তজগতাম্ অখিলব্রহ্মাণ্ডানাং হেতুঃ কারণং সমস্তেত্যুক্তং প্রকৃত্যাবরণস্য সর্বত্রৈক্যাৎ। নমু গুণপরিণামরূপং জগৎ কুতস্তত্র প্রকৃতের্হেতুত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ—ত্রিগুণাপি ত্রয়ো গুণা যস্যাঃ সা অপি হেতৌ যতস্ত্বং ত্রিগুণা। তথাচ শ্রুতিঃ অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং প্রজাং জনয়ন্তীং স ঐক্ষত ইত্যাদ্যা স্মৃতিশ্চ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা ইতি। নমু হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেক আসীদিতি। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশদিতি শ্রুতিভ্যাং গুণময্যা স্বশক্ত্যাস্য সৃষ্টিস্থিত্যপায়ান্ বিভোঃ। ধৎসে যদা সদৃভুমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধানিতি শিবস্তুতৌ। স্মৃত্যা চ পুরুষাণামেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাং জগৎকর্তৃত্বং শ্রূয়তে, কুতঃ প্রকৃতেরিতি চেত্তত্রাহুঃ হরিহরাদিভিরপ্যপারা ইতি। আদির্ব্রহ্মা বহুবচনেনান্যেষাং সনকাদীনামপি গ্রহণম্। যদ্বা ব্রহ্মণোঽপারা চেৎ সুতরাং তজ্জন্যানামন্যেষাম অপারা এতৈরনধিগত স্বরূপা তেষামেব তদ্গুণদ্বারেণৈব সৃষ্টিহেতুত্বাৎ ত্বমেব জগৎকর্ত্রীত্যর্থঃ। যদ্বা নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীৎ পুরুষ ইত্যাদিস্মৃত্যা, "স ঐক্ষত" ইত্যাদিশ্রুত্যা চ পুরুষো নিমিত্তমাত্রং, ব্যাপারস্তু প্রকৃতেরেব সমবায়িত্বাদিতি ব্যাখ্যাতমেব (অনধিগতমাহাত্ম্যতা তু ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতত্বাৎ অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া ইতি অত্রাপি বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণমিত্যাদ্যুক্তত্বাচ্চ সগুণপক্ষে হরিহরযোরপ্যেবং বিষ্ণোস্তু প্রাগপি ব্যাখ্যাতং। অতএব ভগবতা শংকরেণাপ্যুক্তং অতস্ত্বামারাধ্যা হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপীত্যাদি। ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বস্তু শ্রুত্যা যদুচ্যতে তৎ সনকাদ্যর্বাচীনসৃষ্টৌ। নমু ভবতু কারণত্বং গুণসম্বন্ধে, তজ্জন্যরাগাদি সম্বন্ধো দুষ্পরিহর এবেতি চেত্তত্রাহুঃ। অপীতি। অপীত্যাশ্চর্যে, এবমপি দোষৈন জ্ঞায়সে রাগাদিভির্ণ বিষয়ীক্রিয়সে আশ্চর্যমেতৎ এতেন চিৎপ্রাকৃতত্বমুক্তম্। যদ্বা অত্র হেতুরাদ্যেতি সর্বকারণরূপা তথাপি প্রকৃতেগুর্ণাস্ততো রাগাদয়ঃ, কারণগুণা এব কার্যে বর্তন্তে ন তু কার্যগুণাঃ কারণে ইতি ভাবঃ। নমু নিরাধারা সৃষ্টিঃ কথং ভবতু সতি বা আধারান্তরে সর্বকারণকারণতাব্যাঘাতঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহুঃ সর্বাশ্রয়েতি। সর্বৈরাশ্রীয়তেঽসৌ সর্বাশ্রয়া সর্বাধারেত্যর্থঃ। তৎ কুত ইত্যাহুঃ

জগদিত্যাদি। ইদমখিলং জগৎ তবেতুহম্ অংশভূতং তবাবয়ব স্বরূপং ন হ্যংশ-ধারণেঽংশী আধারান্তরসাপেক্ষো ভবতি, অখিলশব্দোপাদানাৎ সমস্তব্রহ্মাণ্ডানাং ত্বদংশভূতত্বমেব ইতি সূচিতম্ "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" ইতি গীতাসূক্তেঃ, গর্ভং চিদংশম্। নম্বেবমপি পরিণামাদিবিকারাপত্তৌ, জন্মনাশাবপি আসজ্জেতামিতি চেত্তত্রাহুঃ—অব্যাকৃতাঃ অবিকারা বচনাগোচরা বা যো হি বিকারী ভবতি, স বচনবিষয়ো ভবতি, তব তু তথাত্বাভাবান্ন বিকারপ্রসঙ্গঃ। তৎ কুতঃ? পরমা পরম্ ঈশ্বরং মাতি জীবভাবেন বধ্নাতীতি পরমা যতঃ ঈশ্বরমপি বশীকরোষি, অতস্ত্বমেব সর্বজগৎকারণং সর্বেশ্বরী নির্বিকারা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। অত্র ত্রিগুণত্বেন সন্ধিনীত্বমুক্তম্, অব্যাকৃতত্বেন সংবিচ্ছক্তিত্বমুক্তং, পরমত্বেন হ্লাদিনীশক্তিত্বমুক্তম্, তত্র সন্ধিনী ক্রিয়াশক্তিঃ, সংবিচ্চিচ্ছক্তিঃ হ্লাদিনী আনন্দ শক্তিরিতি ত্র্যবয়বা প্রকৃতিঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতা বেতি অলং প্রপঞ্চেন)।৭

এবং সর্বকারণতামুক্ত্বা দেবপিতৃযজ্ঞসাধনত্বেন জগদ্যাত্রানিষ্পাদকতামাহুঃ। যস্যাঃ ইতি। বৈ নিশ্চয়ে, অসি ত্বং স্বাহা দেবহবির্দানমন্ত্রঃ, কীদৃশী? সকলেষু মুখেষু অগ্নিষ্টোমাদিষু যজ্ঞেষু যস্যাঃ স্বাহা ইত্যস্যাঃ সমুদীরণেন সম্যক্ উচ্চারণেন সমস্তসুরতা দেববৃন্দং তৃপ্তিং প্রয়াতি আর্ষস্তাপ্রত্যয়ঃ, স্বরূপমাত্রং বা ভাব ইতি ভাবলক্ষণমাদায় ভাবে তাপ্রত্যয়ো বা, অত্র স্বাহোদীরণেনাহুতিদানং লক্ষ্যতে তৎকরণকহবির্দানেনৈব তৃপ্ত্যুৎপত্তেঃ, তথাচ স্মৃতিঃ "স্বাহাস্যা হোমকর্মণি" ইতি "স্বাহাবসানে জুহুয়াৎ" ইতি চ। অনেন দেবতৃপ্তিদ্বারা বৃষ্ট্যুৎপত্ত্যা বার্তাপ্রবর্তকত্বং জগজ্জনকত্বঞ্চ। তদুক্তং গীতাসু "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্" ইতি। "দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ" ইতি চ। ত্বং স্বধা চ পিতৃহবির্দানমন্ত্রঃ। কিদৃশী? পিতৃগণস্য তৃপ্তিহেতুঃ অনেন উত্তরোত্তরসৃষ্টিধারা প্রবর্তকত্বমুক্তম্। অতঃ কারণাৎ জনৈর্দেব-পিতৃযজ্ঞকারিভিঃ ত্বম্ উচ্চার্যসে দেবপিতৃযজ্ঞেষিতি শেষঃ। এতেন কর্মকাণ্ড সাধনত্বমুক্তং তেন ত্রিবর্গদাতৃত্বমুক্তম্।৮

টীকার্থ। সম্পদ ও বিপদরূপে সুখ দুঃখের কারণ বলিতে বলিতে প্রার্থনা করিতেছেন, য ইতি শ্লোকে। পুণ্যবানদিগের গৃহে যে সম্পদ থাকে, স্বয়ং আত্মস্বরূপে যিনি সম্পদ্রূপা, অথবা দেবী স্বয়ং তাঁহাদের সেই প্রার্থনায় তাঁহাদের গৃহে সম্পদরূপে আসেন। তথা তিনি নিজেই পাপাচারীগণের গৃহে অলক্ষ্মী, বিপদ্রূপা। ইহার অর্থ, প্রতিদিন তাহারা আত্ম সম্পদ্ কামনা করিয়াও বিপন্ন

হয়। সেজন্য তিনি স্বয়ং বিপদ্রূপা। তথা শুভবুদ্ধিদিগের হৃদয়ে যাহা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহা তিনি। বুদ্ধির ও অন্তঃকরণের সহিত অভিন্নতাহেতু ইহা অনুগত। এই হেতু উক্ত হয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত চতুষ্টয়ের সমষ্টি অন্তঃকরণ। ইহা সত্য। এখানে নির্দ্ধারণে সপ্তমী হইয়াছে। অতএব ইহাই ভাবার্থ। কৃতধিয়াং অর্থে নির্মলবুদ্ধিগণের হৃদয়ে অন্তঃকরণ চতুষ্টয় মধ্যে তুমি স্বয়ং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা, শুদ্ধাবুদ্ধি মুক্তি হেতু বলিয়া। গীতায় ২।৪১ শ্লোকে[৫৬] কথিত আছে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমুখী, কিন্তু অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুমুখী, বহুবিষয়ে বিভক্ত। তথা বেদপথানুগামীগণের শ্রদ্ধা, বেদার্থে অটল বিশ্বাস। ইহাতে তুমি বৈদিক কর্মের ফলদাত্রী উক্ত হইল। শ্রদ্ধা দ্বারাই কর্মের ফল সম্পত্তি লাভ হয়। গীতারূপ স্মৃতি শাস্ত্রে ১৭।২৮ শ্লোকে[৫৮] আছে, অশ্রদ্ধার দ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হয়। তথা সংকুল জাতের অকার্য বিমুখতা হেতু লজ্জা। ইহার ফলে সৎকর্মে প্রবৃত্তি দ্বারা স্থিতি নির্বাহক তুমিই, ইহা বলা হইল। এখানে শ্রীঃ প্রভৃতি সম্পদাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নারীগণের কীর্তি, শ্রীঃ ও বাক্ ইত্যাদি গীতার ১০।৩৪ শ্লোকে[৫৯] উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি, লজ্জা, বপু ইত্যাদি নারীশ্রী মৎস্যপুরাণে উল্লিখিত। উক্ত লক্ষণযুক্তা বিবিধ নারীশ্রী তুমিই, তোমাকে নমস্কার করি। জগৎ পরিপালনের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা মহিষাসুর দ্বারা দীর্ঘকাল পরাভূত থাকার ফলে এবং অত্যন্ত তাপ, দুঃখ অনুভব করার ফলে কথিত। অন্য কোন ভবিষ্যৎ ভয় শীঘ্র নিবারণের জন্য, অথবা বক্তার বিভেদ থাকার ফলে ভেদ হেতু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা।৫

টীকার্থ। দেবী বাক্যের অগোচরা বলা হইতেছে, কিং বর্ণয়াম ইতি শ্লোকে। হে দেবি, সর্বপ্রকাশিকে, তোমার উক্তরূপ কিরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব? অর্থাৎ সমর্থ হইব না। শক্ ধাতুর উত্তর লোট্ প্রত্যয়। যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা কি বর্ণনা করা যায় না? যদি এই প্রশ্ন করা হয়, সেজন্য বলিতেছেন, অসুর ও দেবগণেরও তিনি অচিন্ত্যা, কেহই দেবীকে চিন্তা করিতে, বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হয় না। যাহা বুদ্ধি ও মনের অগোচর, তাহা কিরূপে বর্ণিত হইতে পারে? ইহার দ্বারা দেবী দৃশ্যমানা হইয়াও আবৃতা, সসীমা, বুদ্ধিগতা হন না। ইহাই তাৎপর্য। দেবগণ আদি শব্দে ব্রহ্মর্ষি ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। পরন্তু তোমার অতিশয় সামর্থ্য কিরূপে বর্ণনা করিব? পূর্ববৎ অর্থ হইবে। উহা কিরূপ? যেহেতু অসুরক্ষয়কারী, যাহাদের নিকট দেবগণ ঈষৎ অথবা সম্যক অবিদ্যমান থাকে, তাহারা অসুর। অভাব ও ঈষৎ অর্থে নঞ্ প্রত্যয় হয়।

তাহাদেরও ক্ষয়করণ শীলা। নিঃশেষে দেবগণ নিরাস্পর অসুরক্ষয়কারিত্ব হেতু তিনি অচিন্ত্যা। অতএব ভূরি, অতি প্রচুর। কিংবা অসুযুদ্ধে তোমার যেরূপ চরিত্র, চেষ্টা তাহাও কিরূপে বর্ণনা করিব? এখানেও পূর্ববৎ অর্থ গ্রহণীয়। দেবীর চেষ্টা কিরূপ? অতিশয়, অথবা যে চরিত্র সমস্ত অসুর ও দেবগণের চেষ্টাকে অনাদর করে বা ধিক্কার দেয়, সকলকে যিনি অতিক্রম করেন। এখানে সুপাংসু ইতি সূত্র দ্বারা দ্বিতীয়ায় সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে।৬

পুনরায় তিনি সকলের কারণ, ইহা বুঝাইতে হেতুঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তুমি আদ্যা, পরমা প্রকৃতি। আদিই আদ্যা। আদিতে হইয়াছেন যিনি, ইহা নহে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিনি অজা, জন্মরহিতা। তাঁহার উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখানে হেতু, অখিল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের যিনি কারণ। সর্বত্র সমস্ত প্রকৃতির আবরণের ঐক্যহেতু। প্রশ্ন হইতে পারে, ত্রিগুণের পরিণামরূপ জগৎ, কিরূপে জগতের প্রকৃতিরূপ হেতুত্ব বলিতেছেন। ত্রিগুণময়ী হইয়াও তিনি ত্রিগুণাতীতা। হেতু অর্থে অপি উক্ত। পুরুষগণের ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও শিবের জগৎ কর্তৃত্ব শুনা যায়। প্রকৃতির জগৎ কর্তৃত্ব কোথায়? সেজন্য বলিতেছেন, হরিহরাদিভিরপ্যপারা ইতি। আদি পদে বহুবচন থাকায় ব্রহ্মা ব্যতীত সনকাদিও বুঝিতে হইবে। অথবা ব্রহ্মের অপারা, অগম্যা যিনি হন। সুতরাং তাহা হইতে জাত, অন্যের অতীতা, অব্যক্ত তাঁহার স্বরূপ অনধিগত। তাহাদেরও ত্রিগুণদ্বারা সৃষ্টি হেতুত্বের জন্য জগৎ কর্তৃত্ব নিমিত্ত মাত্র। সৃষ্টি কালে ব্রহ্মপুরুষ নিমিত্তমাত্র ছিলেন ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য। স ঈক্ষত ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পরম পুরুষ নিমিত্তমাত্র, বস্তুতঃ প্রকৃতিরই সমবায়িত্ব। ইহা ১ম অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ত্রিগুণ সম্বন্ধ দ্বারা তিনি কারণ বলিয়া, রাগাদি সম্বন্ধ পরিহার দুষ্কর। যদি একই কথা বলা যায়, সেজন্য বলিতেছেন, অপীতি। অপি শব্দ আশ্চর্য অর্থে উক্ত হইয়াছে। আসক্তি প্রভৃতি দোষ দ্বারা দেবী বিজ্ঞাতা, বিষয়ীকৃতা হন না। ইহা দ্বারা চণ্ডিকার চিৎস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে। অথবা এখানে হেতু আদ্য বলিয়া তিনি সর্বকারণরূপা। উক্ত আছে, প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন রাগাদি, কারণ—গুণই কার্যে নিহিত থাকে, কার্যগুণ কারণে বিদ্যমান থাকে না। আধারহীন সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? আধারান্তরে সৃষ্টি হইলে সর্বকারণের কারণতা ব্যাহত হয়। যদি এই কথা বলা হয়, সেইজন্য বলিতেছেন, তিনি সর্বাশ্রয়া, সর্বধারা। সকলের যিনি আশ্রয়, তিনি সর্বাশ্রয়, সকলের আধার। ইহাই তাৎপর্য। তাহা কোথায়? সেজন্য

বলিতেছেন, জগদিত্যাদি। এই দৃশ্য জগৎ তোমার অংশভূত, ইহ' উহ্য আছে। অবয়ব অর্থে স্বরূপ। অংশধারণেও তিনি অংশী নন। তাহা হইলে আধারান্তর অপেক্ষিত হয়। অখিল শব্দোপাদান হেতু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অংশভূত, ইহাই সূচিত হয়। গীতার ১৪।৩ শ্লোকে** উক্ত হইয়াছে, মহৎ নামক ব্রহ্ম আমার যোনি, গর্ভাধানের স্থান। তাহাতে আমি সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করি। গীতোক্ত গর্ভ অর্থে চিদংশ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পরিণামাদি বিকারে আপত্তি উঠিলে জন্ম ও নাশ ইত্যাদি হইতে পারে। সেজন্য বলিতেছেন, তিনি অবিকারা অথবা বচনের অগোচরা। যে বিকারী হয়, সে বাক্যের বিষয় হয়। কিন্তু তুমি বাক্যের বিষয় নও, অতএব তুমি বিকারী নও। তাঁহার অবিকারিত্ব কোথায়? পরম ঈশ্বরকে যিনি জীব ভাবে বদ্ধ করিয়াছেন, তিনি পরমা। যেহেতু ঈশ্বরকেও তুমি বশীভূত কর, অতএব তুমিই সমস্ত জগতের কারণ, সর্বেশ্বরী, নির্বিকারা মূলাপ্রকৃতি। এখানে ত্রিগুণত্ব হেতু দেবীকে সন্ধিনীশক্তি, অব্যাকৃতত্ব হেতু সংবিৎশক্তি এবং পরমত্বহেতু হ্লাদিনী শক্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। এখানে সন্ধিনী ক্রিয়াশক্তি, সংবিৎ চিৎশক্তি এবং হ্লাদিনী আনন্দশক্তি। এই তিন শক্তি অবয়বযুক্তা প্রকৃতি। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তিত্রয় তোমাতে আশ্রিতা অপ্রার্থ প্রপঞ্চের প্রয়োজন নাই।৭

এইরূপ সর্বকারণতা বলিয়া দেবপিতৃযজ্ঞ সাধনত্ব দ্বারা জগৎযাত্রা সম্পাদন সম্বন্ধে বলিতেছেন, যস্যা ইতি শ্লোকে। বৈ অর্থে নিশ্চয়। দেবতাগণকে ঘৃত হুতিদানের মন্ত্র 'স্বাহা' তুমি। কিরূপ? অগ্নিষ্টোমাদি সর্ব যজ্ঞে স্বাহা মন্ত্র সম্যক উচ্চারণে দেববৃন্দ তৃপ্তি লাভ করেন। স্বহতা' পদে তা প্রত্যয় আর্য প্রয়োগ, স্বরূপমাত্র ভাব, ভাবলক্ষণ লইয়া ভাবে বিকল্পে তা প্রত্যয় হয়। এখানে স্বাহা মন্ত্রোচ্চারণে আহুতিপ্রদানই লক্ষ্য। সেই ক্রিয়া ঘৃতদান দ্বারাই সাধ্য হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, হোম কর্মে অন্তে স্বাহা বলিবে, অবসানে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিবে। ইহার দ্বারা, দেবগণের তৃপ্তি দ্বারা বৃষ্টি হইবে বৃষ্টি দ্বারা জগতের সৃষ্টি রক্ষা হইবে। গীতার ৩।১০–১১ শ্লোকে৩১ উক্ত আছে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভিষ্ট-পূরণে কামধেনুতুল্য হউক। তোমরা দেবতাগণকে যজ্ঞদ্বারা সম্বর্দ্ধন কর। দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অনুগৃহীত করুন'। পিতৃগণকে

বদানের মন্ত্র স্বধা তুমি। কিরূপ? পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু স্বধামন্ত্র উচ্চারণান্তে আহুতি দিতে হয়। ইহাদ্বারা উত্তরোত্তর সৃষ্টিধারার প্রবর্তন উক্ত হইয়াছে। এই কারণে দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞকারীগণ দেবপিতৃযজ্ঞে তোমাকেই মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করে। ইহার দ্বারা বৈদিক কর্মকাণ্ড সাধন কথিত। ইহাতে তোমার ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গদাত্রীত্ব উক্ত হইয়াছে।৮

টিপ্পনী। ৫৭. ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহু শাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ বা সকাম বুদ্ধির ভাবনাশক হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তমুখী।

৫৮. অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

হে পার্থ, আস্তিক্য বুদ্ধিরূপ শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যে যজ্ঞ, দান বা তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্তুতিনমস্কারাদি যাহা কিছু করা হয়, তাহা অসৎ। কারণ, এই সকল যজ্ঞাদি সংপ্রাপ্তি সাধনমার্গের বিপরীত। এই সকল যজ্ঞাদি বৈগুণ্যবশতঃ পরলোকে এবং অযশস্কর বলিয়া ইহলোকেও নিষ্ফল হয়।

৫৯ মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥

আমি ধনাদিহারী বা প্রাণহারী মৃত্যু বা প্রলয়ে সর্বনাশী ঈশ্বর। উৎকর্ষ প্রাপ্তিযোগ্য ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে আমি উৎকর্ষ ও তল্লাভের কারণ। আমি নারীগণের মধ্যে ধর্মের সপ্ত পত্নী, কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমারূপা।

বাক্ = সর্ববস্তুর প্রকাশিকা বাণী।

৬০ মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

হে ভারত, মহৎ নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। ইহাতে আমি গর্ভ ধান, সৃষ্টির বীজনিক্ষেপ করি। সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়।

টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই তাঁহার যোনি, সর্বভূতের কারণ। প্রকৃতি সর্বকার্যের কারণ বলিয়া মহৎ এবং ব্রহ্ম

উপাধি বলিয়া ব্রহ্ম নামে খ্যাত। মহৎ ব্রহ্ম ঐশ্বরী চিচ্ছক্তি বা সাংখ্যীয় প্রকৃতি নহে।

ঈশ্বর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয়-রূপ-শক্তিমান। অবিদ্যা, কাম ও কর্মরূপ উপাধি অনুবিধায়ী ক্ষেত্রজ্ঞকে বা জীবকে, ক্ষেত্রের বা দেহের সহিত তিনি সংযোজিত করেন। এই সংযোজনই গর্ভাধান নামে কথিত। গর্ভ বলিতে হিরণ্যগর্ভের জন্মহেতু বীজ, সর্বভূতের জন্মকারণ বীজ। উক্তমর্মে গীতার ১৩.২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬১. সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা সদা সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্টপ্রদানে কামধেনু তুল্য ফলপ্রদ হউক। এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সংবর্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদিদ্বারা শস্যাদি উৎপাদনপূর্বক অনুগৃহীত করুন। এইরূপে পরস্পরের ভাবনাদ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।

৭ম শ্লোকের টিপ্পনী।

(ক) দেবী ষড়্‌বিকার রহিতা। জড়ের ছয় ধর্ম—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। চিদ্‌বস্তুর এইসকল জড়ধর্ম নাই।

(খ) পরমা অর্থে দেবী সগুণা ও নির্গুণা।

(গ) প্রকৃতি—এই দেবীকে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ 'প্রকৃতি' ও বেদান্তিগণ 'অনির্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা' বলেন। বৈয়াকরণিকগণ তাঁহাকে 'শব্দশক্তি', মীমাংসকগণ তাঁহাকে, 'কর্মের অপূর্ব উপাদান সামর্থ্যলক্ষণা ফলগতি' ও তার্কিক বা নৈয়ায়িকগণ তাঁহাকে 'বস্তুস্বাবসিতিসিদ্ধিভেদা' বস্তুতত্ত্বনিশ্চয়রূপ জ্ঞানবিশেষ বলেন। শৈবগণ তাঁহাকে 'শিবশক্তি', বৈষ্ণবগণ 'বিষ্ণুমায়া', শাক্তগণ 'মহামায়া' ও পৌরাণিকগণ 'দেবী' বলেন।—শান্তনবী টীকা।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।

মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ—
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥৯
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান—
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥১০
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥১১
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র—
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥১২

অন্বয়। দেবি যা মুক্তি-হেতুঃ চ অবিচিন্ত্য-মহাব্রতে সা পরমা বিদ্যা ভগবতী [ত্বম্] অসি। হি সু-নিয়ত-ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব-সারৈঃ অস্ত-সমস্ত দোষৈঃ মোক্ষঅর্থিভিঃ মুনিভিঃ অভ্যস্যসে।৯

[ত্বম্] শব্দ আত্মিকা সু বিমল-ঋক্ যজুষাং চ উদ্গীত-রম্য-পদ-পাঠবতাং সাম্নাম্ নিধানম্। দেবী ত্রয়ী [ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ] ভগবতী ভবভাবনায় বার্তা চ সর্বজগতাং পরম-আর্তি-হন্ত্রী।১০

দেবি, বিদিত-অখিল-শাস্ত্র-সারা মেধা অসি। দুর্গ-ভব-সাগর-নৌঃ অ-সঙ্গা দুর্গা অসি। কৈটভ-অরি-হৃদয়-এককৃত-অধিবাসা শ্রীঃ শশি-মৌলি-কৃত-প্রতিষ্ঠা গৌরী ত্বম্ এব।১১

ঈষৎ স-হাসম্ অমলং পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিম্ব-অনুকারি তথা কনক-উত্তম-কান্তি-কান্তম্ বক্ত্রং বিলোক্য অপি আপ্ত রুষা মহিষ অসুরেণ সহসা প্রহৃতম [তৎ] অতি-অদ্ভুতং।১২

শ্লোকার্থ। দেবি, যে পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ, যোগশাস্ত্রোক্ত দুরনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাব্রত যাঁহার সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী আপনিই।

এইজন্য জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, শুদ্ধচিত্ত ও মুমুক্ষু মুনিগণ কর্তৃক আপনি (ব্রহ্ম-বিদ্যারূপে) অভ্যাসের (সাধনের) বিষয়ীভূতা হন।৯

দেবি, আপনি শব্দব্রহ্মরূপা। আপনি বিশুদ্ধ (কারণ অপৌরুষেয়) ঋক্ যজুঃ মন্ত্র সমূহের এবং উদাত্তাদি স্বর ও মধুর পদোচ্চারণবিশিষ্ট সামমন্ত্র সকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি বেদত্রয়স্বরূপা ও সর্বৈশ্বর্যময়ী। আপনি বিশ্বপালনের নিমিত্ত কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি বৃত্তিস্বরূপা এবং সমগ্র জগতের দুঃখহারিণী।১০

দেবি, লোকে যাঁহার কৃপায় সর্বশাস্ত্রের সার মর্ম অবগত হয় সেই মেধারূপিণী সরস্বতী আপনি। আপনি দুস্তর সংসার সমুদ্রের তরণী। আপনি অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। আপনি নারায়ণের হৃদয় বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং আপনিই মহাদেবের হৃদয়-বিহারিণী গৌরী।১১

দেবি, আপনার ঈষৎ হাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ এবং উত্তম-স্বর্ণ-প্রভাতুল্য মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর ক্রোধভরে আপনাকে হঠাৎ প্রহার করিল, ইহা অতি অদ্ভুত।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ন কেবলং কর্মকাণ্ডসাধনদ্বারা প্রবৃত্তিহেতুঃ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডসাধনতয়া মুক্তিহেতুরপি ত্বমেবেত্যাহুঃ। যা মুক্তীতি। হে দেবি, ত্বং সা প্রসিদ্ধপ্রভাবা বিদ্যাসি। ত্বং কিদৃশী? বিদ্যা বা কীদৃশী? ভগবতী নিরতিশয়ৈশ্বর্য-শালিনী; যদ্বা ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনভূতা। কীদৃশী? পরমা পরং ব্রহ্ম মীয়তে সর্বত্র দৃশ্যতেঽনয়া পরমা, "সর্বমিদং ব্রহ্মৈব" ইত্যনুভবরূপা। তদুক্তং গীতায়াং, বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ ইতি (গীতা ৭।১৯)। নারদীয়ে চ, সর্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভি-ধীয়তে ইতি। বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধ ইত্যেকাদশে চ যদ্বা উপনিষদ্রূপা ত্বং তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শ্রুতেঃ। যদ্বা বিদ্যা পঞ্চপর্বরূপা পূর্বোক্তা। ত্বং কীদৃশী? মুক্তের্হেতুঃ মুক্তের্নির্বাণস্য কারণং বন্ধোস্যাহবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতর ইত্যুক্তেঃ "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনীত্যুক্তেঃ" যয়া মর্ত্যো হরিং বিশেদিত্যুক্তেশ্চ। পুনঃ কীদৃশী? অবিচিন্ত্যেতি অবিচিন্ত্যাম্ অনধ্যবসেয়ং দুরনুষ্ঠেয়ং মহাব্রতং বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্যাত্মনিকেতবাসাদিরূপং যস্যাঃ আস্তাং তদাচরণবার্ত্তা, করিষ্যামীত্যধ্যবসায়োঽপি ভয়দত্বাদশক্য ইতি ভাবঃ। নন্বেবং নির্বিষয়তাস্তু? নেত্যাহুঃ—মুনিভির্মননশীলৈঃ অভ্যস্যসে নিদিধ্যাস্যসে সাধ্যসে ইতি বা। কিম্ ঐহিকামুষ্মিকভোগবিশেষায়? নহি নহীত্যাহুঃ—মোক্ষার্থিভিঃ মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষিভিঃ

মুমুক্ষুভিরিত্যর্থঃ, যদ্বা মোক্ষ এব অর্থো ধনং তদিচ্ছতে যেষাং তৈঃ মুক্তৌ দায়ভাগ্‌ভি রিতি সিদ্ধ প্রায়জ্ঞানৈঃ। যোগ্যতামাহুঃ অস্তসমস্ত দোষৈঃ নিবৃত্তরাগাদিভিঃ। অতএব সুনিয়তানি সম্যক্‌ বশীকৃতানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং, তত্ত্বং ব্রহ্মৈব সারং ন্যায্যং যেষাং তে, চ তে তেচেতি তৈঃ, যদ্বা তত্ত্বং ব্রহ্মৈব সারঃ স্থিরম্‌ অবিচলং যেষাং সংসিদ্ধাপরোক্ষজ্ঞানৈরিতি যাবৎ। "সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিষু" ইতি মেদিনী।২

জ্ঞানস্বরূপতামুক্ত্বা জ্ঞানসাধনশাস্ত্রস্বরূপতামাহুঃ। শব্দা। শব্দ আত্মিকা শব্দস্বরূপা শব্দোঽত্র সুপ্তিঙন্তস্বরূপঃ। অতএব সুবিমলানাং নির্মল জ্ঞানহেতুনাম্‌ ঋচাং যজুষাঞ্চ নিধানম্‌ আধারভূতং ঋগাদীনাং শব্দময়ত্বাৎ। সাম্নাং সামবেদানাঞ্চ নিধানম্‌ অবিষ্ঠলিঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বম্‌। কীদৃশাং? উদ্গীতরম্যপদ পাঠবতাম্‌ উদ্গীতমুচ্চৈর্গানম্‌ উদাত্তস্বরঃ স্বরিতানুদাত্তয়োরুপলক্ষণমেতৎ। তেন রম্যো মনোহরঃ পদানাং যঃ পাঠস্তদ্বতাং প্রশংসায়াং মতুঃ। ঋক্‌সামজুষাং লক্ষণমাহ জৈমিনিঃ তেষামৃক্‌ যত্র র্থবশেন পাদব্যবস্থিতি" রিতি। "গীতিষু সামাখ্যা" তি গীয়মানে যু মন্ত্রেযু সামসংজ্ঞেত্যর্থঃ, "শেষে যজুঃ শব্দঃ" ইতি শেষ ঋক্‌সামভিন্নে গদ্যপাদাব্যবচ্ছেদরহিতে মন্ত্রজাতে ইত্যর্থঃ। প্রসঙ্গাদুক্তমেতৎ। ত্বং ত্রয়ী চ ঋক্‌ যজুঃ সামানি চ। কীদৃশী? দেবী দ্যোতনশীলা সকলার্থ প্রকাশনপরা। পুনঃ কীদৃশী? ভগবতী ঐশ্বর্যতঃ স্বরূপতশ্চানবিচ্ছেদ্যা তদুক্তম্‌ একাদশে "অনন্তপারাং বৃহতীম্‌" ইতি। ভোগসাধনতামাহুঃ—ভবভাবনায় জগৎপালনায় ত্বং বার্ত্তা বৃত্ত্যাদিচতুষ্টয়রূপা "কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কুশীদং চেতি বৃত্তয়ঃ" ইতি, যদ্বা ভবভাবনায় জগদুদ্ভবায় তদুক্তং গীতাসু "যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যঃ পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি" ইতি। অতএব সর্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী দারিদ্র্যাদিদুঃখ-নাশিনী যাগসাধনত্বাৎপত্তেঃ। যদ্ব শব্দো প্রণবঃ বিশেষণদ্বারা বিশদ্যমানাস্তব্যং, সর্বেষাং বেদানাং প্রণবজন্যত্বাৎ, যদ্বা শব্দো ঘোষঃপরসংজ্ঞকঃ তদাত্মিকা মূলাধারাৎ মণিপূরপর্যন্তং পশ্যন্তী গ্রহ্যা। ততো মণিপূরাৎ কণ্ঠপর্যন্ত সুবিমলর্গ্‌যজুষাং সাম্নাঞ্চ নিধানং সর্ববেদকারণপ্রণবসূক্ষ্মরূপা মধ্যমাখ্যা। অতএব নিধানশব্দো-পাদানম্‌। ততঃ কণ্ঠাদুপরি বক্ত্রপর্যন্তে ত্রয়ী বেদত্রয়রূপা বৈখরী, এতেন নাদপশ্যন্তী-মধ্যমা বৈখর্যাখ্যা স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রণব-বেদত্রয়রূপা চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, চত্বারি বাক্‌পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তীতি অয়মর্থঃ বাচঃ শব্দব্রহ্মণঃ পরিমিতানি গণিতানি পদ্যতে জ্ঞায়তে তত্ত্বমেভিরিতি পদানি রূপাণি চত্বারি

ভবন্তি তানি চত্বারি পদানি ব্রাহ্মণা অন্তর্দৃষ্টয়ঃ বিদুর্নান্যে। যতো গুহায়াং দেহমধ্যে ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন স্বরূপং প্রকাশয়ন্তি কেবলং তুরীয়ং বা চতুর্থভাগং বৈখরীরূপং মনুষ্যা বদন্তীতি। অভিযুক্তঃ। যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিং বর্ণানন্তঃ প্রকটকরণৈঃ প্রাণসঙ্গাৎ প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাং বাচং বক্ত্রে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে ইতি স্মৃতিঃ। মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু ভাবঃ পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ। বক্ত্রে বৈখর্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘ ইতি। পরাখ্যো নাদ ইত্যর্থঃ একাদশে চ, যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে গিরাৎ। আকাশাদ্ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা। ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবী প্রভুঃ। ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিত স্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্। বিচিত্রভাষাং বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ। অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ং ইতি উদ্গীথরম্যপদপাঠেতি তবর্গদ্বিতীয়বৎপাঠ ইতি উদ্গীথঃ প্রণবঃ, তেন রম্যাঃ পদপাঠোঽস্তি যেষাম্ ইত্যর্থঃ বেদানাং প্রণবাদিত্বেনৈব পাঠাৎ, তথাচ বেদব্যাখ্যানমন্ত্রকৌমুদ্যাং স্মৃতিঃ "প্রবত্যানোংকৃতো মন্ত্রস্তস্মাদাদৌ তু তং পঠেৎ" ইতি উদ্গীথঃ প্রণবো মন্ত্রঃ ইতি কোষঃ।১০

বেদরূপতামুক্ত্বা বেদধারণশক্তিতামাহঃ মেধেতি অসি ত্বং মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিঃ। কীদৃশী? বিদিতেতি। বিদিতমখিলশাস্ত্রসারং সর্বশাস্ত্রন্যায়ং যয়া হেতুভূতয়া সা; যদ্বা বিদিতমখিলশাস্ত্রসারং সকলগ্রন্থফলরূপং ব্রহ্ম যয়া, এবম্ভূতা মেধা সূক্ষ্মগ্রাহিণী বুদ্ধিঃ। অতএব দুর্গভবসাগরনৌঃ দুর্গো দুষ্পারো যো ভবঃ সংসারঃ, স এব সাগরঃ তত্র নৌঃ পারসাধনং "বিদ্যয়া চ তথেতরঃ" ইত্যুক্তেঃ। নন্বু নৌঃ কর্ণধারসাপেক্ষা ভবতি, তথা বা কথং স্বতঃ পারকর্তৃত্বমিতি চেত্তত্রাহঃ অসঙ্গা অবিদ্যমানঃ সঙ্গোঽন্যসংসর্গো যস্যাঃ অদ্বিতীয়েত্যর্থঃ। যদ্বা নন্বেবং চেৎ নিদর্শনসাম্যাৎ তস্যা অপি সংসারসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে; নহি নহীত্যাহঃ—অসঙ্গা নির্লেপা চিদানন্দময়ীত্বাৎ। (তথাচ শ্রুতি, অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তীমানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে ইতি)। অতএব দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া অগম্যস্বরূপেতি যাবৎ তত্র বর্ত্তমানত্বেঽপি তৎসম্বন্ধাভাবাৎ অগমরূপত্বম্; উভয়পক্ষেঽপি হেতুরয়ম্। বিষ্ণ্বাদিবল্লভাপি ত্বমেবেত্যাহঃ—ত্বং শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ। কীদৃশী? কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা কৈটভারের্বিষ্ণোর্হৃদয়ে কৃতঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ অচঞ্চলো বা অধিবাসো বসতির্যয়া সা, হৃদয়মেব কৃতঃ একঃ মুখ্যোঽধিবাসো যয়া ইতি বা। ন কেবলং শ্রীঃ কিন্তু ত্বং গৌরী উমা চ। তথাচ নারদীয়ং, উমেতি কেচিদাহুস্তাং

শক্তিরস্মীতি চাপরে। ভারতীত্যপরে বৈ তাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চেতি। প্রকৃতেঃ প্রথমোভাগ উমাদেবী যশস্বিনীতি হরিবংশে চ। কীদৃশী? শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা শশিমৌলৌ মহেশে কৃতা প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ স্থিতিঃ অর্দ্ধাঙ্গরূপেণ যয়া সা, যদ্বা শশিমৌলেঃ কৃতা প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ স্থিতির্যয়া প্রলয়াভাবাৎ। তদুক্তং ভগবচ্ছ্রীশংকরপাদৈঃ বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নো'তি বিরতিং বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্ বিতন্দ্রা মাহেন্দ্রী বিরতিরপি সম্মীলতি দৃশাং মহাসংসারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ইতি। যদ্বা প্রতিষ্ঠা উৎকর্ষঃ।১১

জেতব্যোৎকর্ষদ্বারা জেতুরুৎকর্ষপ্রতিপাদনায় মহিষস্য রণকার্কশ্যমাহুঃ ঈষদিতি। তবেত্যাহুঃ তব এবম্ভূতং বক্ত্রং মুখং বিলোক্য তথাপি মহিষাসুরেণ সহসা হঠাৎ যৎ প্রহৃতম্ এতৎ অত্যদ্ভুতমিত্যন্বয়। কীদৃক? ঈষৎসহাসম্ অল্পহাসেন সহ বর্তমানম্ এতেন দেব্যাঃ সম্বন্ধে অনতিপ্রয়াসপরতা সূচিতা। যদ্যপি ঈষৎসহাসমিতি সমাসেন ঈষদিতি সহাস শব্দপ্রতিপাদ্যস্য মুখস্যৈব বিশেষণং তথাপ্যর্থাসঙ্গত্যা "সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে" ইতি বচনাৎ হাসস্যৈব ঈষদিতি বিশেষণং প্রতীমঃ। "একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্তব্যো নারদো মুনিঃ" ইতিবৎ। যদ্বা ঈষদিতি পৃথক্ পদম্, ঈষদপি যৎ প্রহৃতমিত্যর্থঃ জড়ীভাবাভবনমেবাশ্চর্যম্। পুনঃ কীদৃক? পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি ষোড়শকলচন্দ্রসদৃশং; তথা সতি দার্ষ্টান্তিকে সকলঙ্কত্বাপত্তৌ তদ্বারণায় বিশেষণমাহুঃ—অমলং মালিন্যরহিতম্ এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপ্যুত্তমমিত্যর্থঃ। যদ্বা অনুপশ্চাদর্থে যতোঽমলম্ অতঃ পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বমপ্যনু পশ্চাৎ কর্তুং শীলং যস্য উৎকৃষ্টাদপকৃষ্টং পশ্চাদ্ভবত্যেব। পুনঃ কীদৃক্? "কনকোত্তমকান্তিঃ কনকোত্তমস্য অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণস্য কান্তিরিব কান্তির্যস্য তৎ। অতএব কান্তং অতি কমনীয়ম্। মহিষেণ কীদৃশেন? আপ্তরুষা প্রাপ্তক্রোধেন, যদ্বা আপ্তা অত্যন্তাতরঙ্গা ইব রুট্ ক্রোধো যস্য এতেন বীররসৈকনিষ্ঠত্বং সূচিতম্। যদ্বা মহিষাসুরেণ যৎ অত্যদ্ভুতং প্রহৃতং তথাপি তদীয়দ্বিলোক্য মন্যে তব বক্ত্রং সহাসং জাতম্, অন্যৎ সর্বং পূর্ববৎ।১২

টীকার্থ। কেবল যে তুমি কর্মকাণ্ড সাধনদ্বারা প্রবৃত্তির হেতু, তাহা নয়। জ্ঞানকাণ্ড সাধনের দ্বারাও তুমি মুক্তির হেতু, তাহাই বলিতেছেন, যা মুক্তি ইতি শ্লোকে। হে দেবি, তুমি সেই প্রসিদ্ধ প্রভাবা মহাবিদ্যা। তুমি কিরূপ, বিদ্যাই বা কিরূপ? তুমি ভগবতী, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালিনী। অথবা

তুমি ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতা মোক্ষবিদ্যা। সে কিরূপ? পরমা, অনয়া পরং ব্রহ্ম মীয়তে। অর্থাৎ ইহার দ্বারা পরব্রহ্ম নাম রূপে পরিমিত হন। ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হয়, এই অর্থে তিনি পরমা। এই সমস্ত ব্রহ্মই, এই অনুভবরূপা অথবা উপনিষদুক্তা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা, যোগবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, পরাবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, বেদবিদ্যা ও মোক্ষবিদ্যা একার্থবোধক। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন, পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম অধিগত হন। তুমি কিরূপ? মুক্তে, নির্বাণের কারণ। সেই পরমা বিদ্যা নিত্যা এবং মুক্তির হেতুভূতা, ইহা বলা হইয়াছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা, তুমি কিরূপ? অবিচিন্ত্য, অনধ্যবসা নিশ্চেষ্টা। দুরনুষ্ঠেয় মহাব্রত, বৃহৎ ব্রহ্মচর্যাদি নির্দিষ্ট আশ্রয়বিহিনাদি রূপ ব্রত যাহার। আচরণও বার্তা ছিল, করিব এই অধ্যবসায়েও ভয়দত্বহেতু অক্ষমতার ভাব। তাহা হইলে ইহা নির্বিষয়। না, সেজন্য বলিতেছেন, মননশীলগণ ইহা অভ্যাস করেন, নিদিধ্যাসন করেন। ইহা কি ইহলোক ও পরলোকের ভোগ বিশেষের জন্য? না, না যাঁহারা পরামুক্তি কামনা করেন, অথবা মোক্ষার্থিভিঃ অর্থাৎ মোক্ষই অর্থ, ধন যাহাদের অথবা মুক্তিতে দায়ভাক্ যাহারা, তাঁহারা অতি সিদ্ধপ্রায় জ্ঞানী। এখন মোক্ষলাভের যোগ্যতা উক্ত হইতেছে। সমস্ত দোষ, রাগ নিবৃত্ত হইয়াছে যাহাদের, এতএব সম্যক্ বশীকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহাদের, সেই ব্রহ্মই যাহাদের সার হইয়াছে, তাহারাই যথার্থ মুমুক্ষা অথবা ব্রহ্মই সারতত্ত্ব, স্থির, অবিচল হইয়াছে জ্ঞান যাহাদের, সংসিদ্ধ ও পরোক্ষ জ্ঞানী। মেদিনীকোষ অনুসারে সার, বল, স্থির, অংশ, ন্যায্য বর প্রভৃতি শব্দ একই পর্যায়ভুক্ত।

জ্ঞানস্বরূপতা বলিয়া জ্ঞানশাস্ত্রস্বরূপতার কথা বলিতেছেন, শব্দেতি শ্লোক দ্বারা। শব্দাত্মিকা৬২, শব্দস্বরূপা। এখানে শব্দ সুপ্ তিঙ্ অন্ত প্রভৃতি সুবরূপা৬৩। অতএব নির্মল জ্ঞান হেতু ঋক্ ও যজুঃ নিধানরূপা, আশ্রয়ভূতা, ঋগাদি বেদ শব্দময় বলিয়া। সামবেদেরও আধারভূতা। আবিষ্ট লিঙ্গত্বহেতু ক্লীবলিঙ্গ। কিরূপ? উচ্চৈঃস্বরে যাহা গীত হয় তাহা উদাত্ত স্বর। স্বরিত ও অনুদাত্ত স্বরদ্বয় উপলক্ষিত বুঝাইবে। তাহার দ্বারা মনোহর পদ সমূহের যাহা পাঠ তৎযুক্ত। প্রশংসায় মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ঋক্, সাম ও যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণ জৈমিনি এইরূপে বলিতেছেন। তাহাদের মধ্যে, ঋক্, যেখানে অর্থবশ দ্বারা পাদব্যবস্থিতি হইয়াছে। গীতি সমূহের মধ্যে সাম, গীয়মান বেদমন্ত্র সমূহকে সাম বলে। শেষে যজু শব্দ, ঋক্ সাম্ ব্যতীত গান এবং পাদাদিব্যবচ্ছেদহীন মন্ত্র। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উক্ত হইবে, তুমি ত্রয়ী, ঋক্

যজু ও সাম বেদরূপা। কিরূপ? তুমি দেবী, দ্যুতিমতী, সকল অর্থ প্রকাশিকা। পুনরায় কিরূপ? ভগবতী স্বরূপতঃ অনবচ্ছেদ্যা, অনাবৃতা। দেবীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত আছে, তিনি বিরাট অনন্তপারা। এখন ভোগসাধনতা বলা হইতেছে। জগৎ পালনের জন্য তুমি বার্ত্তা, কৃষি আদি বৃত্তি চতুষ্টয়রূপা। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুশীদ এই চারি বৃত্তি। অথবা ভবভাবনায় জগৎ সৃষ্টির জন্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞ হইতে মেঘ সৃষ্টি হয়, মেঘ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রাণী জাত হয়। সুতরাং দেবী সমস্ত জগতের পরমার্তিহন্ত্রী, দারিদ্র্যাদি দুঃখ নাশিনী। বার্ত্তাদ্বারা ধনাদির বৃদ্ধি হয়। অথবা শব্দব্রহ্ম প্রণব। বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্য জানিবে। চতুর্বেদ প্রণব হইতে উৎপন্ন। অথবা শব্দের অন্য নাম ঘোষ, তদাত্মক মূলাধার হইতে মণিপুর পর্যন্ত 'পশ্যন্তী' গ্রাহ্য হয়। তাহার পর মণিপুর হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত সুবিমল যজু ও সামগানের আশ্রয়। সর্ববেদের কারণ প্রণব সূক্ষ্মরূপ 'মধ্যমা' রূপে আখ্যাত হয়। অতএব নিধান শব্দ উপাদান। অনন্তর কণ্ঠের উপরে মুখ পর্যন্ত 'ত্রয়ী', বেদত্রয়রূপা 'বৈখরী'। ইহার দ্বারা যথাক্রমে পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী নামে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শব্দরূপে বেদত্রয় তুমিই। উদ্গীথরম্য-পদপাঠ ইতি ত-বর্গ পাঠ কালীন দ্বিতীয় বর্ণ 'থ' হইয়াছে। সেজন্য উদ্গীত উদ্গীথ হইয়াছে। উদ্গীথ প্রণব, তাহার দ্বারা রম্য পাঠ যাহাদের আছে, ইহাই অর্থ। বেদ সমূহের মূল প্রণব বলিয়া পাঠের হেতু। আরও বেদব্যাখ্যামূলক মন্ত্রকৌমুদীতে উদ্ধৃত স্মৃতি বাক্যে আছে, এই হেতু আদিতে ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া সকল মন্ত্র পাঠ করিবে। অমরকোষমতে উদ্গীথ অর্থেও প্রণব।১০

টিপ্পনী। ৬২. গুপ্তবতী টীকা অনুসারে শব্দাত্মিকা অর্থে নাদব্রহ্ম এবং চতুর্ধরী টীকা মতে শব্দ ব্রহ্ম।

৬৩. আলোচ্য টীকাংশ 'সুপ্‌ তিঙ্‌ অন্ত স্বরূপা' পদের অর্থবোধে অক্ষম হয়ে ১৪ মে ১৯৬৯ বুধবার বৈকাল ৪টায় ধর্মচক্রে পুরাণ মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় পশ্চিমমুখে চেয়ারে বসে আমি গম্ভীরভাবে চিন্তিত ছিলাম। তখন আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে উপবিষ্ট লিপিকারের পার্শ্বে একটি শ্যামবর্ণ বয়োবৃদ্ধ স্বর্গবাসী সূক্ষ্মদেহী এসে দাঁড়ালেন এবং পূর্বোক্ত দুরূহপদের অর্থ ইঙ্গিত করিলেন। উক্ত সূক্ষ্মদেহীর মাথায় গ্রন্থিযুক্ত দীর্ঘ শিখা গ্রীবাদেশে লম্বমান ছিল, গাত্রে গলাবন্ধ নীলবর্ণ লম্বা কোট, ঐ কোট সূতার কাপড়ে

তৈরী ও ভিতরে তুলাযুক্ত, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা ও বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। ইনি টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী, যাঁহার চণ্ডীটীকায় অনুবাদ আমি সংশোধন ও মুদ্রণে ব্যাপৃত হয়েছি। এমন সময় মহাগৌরী নীচ থেকে উপরে এলেন এবং স্বর্গবাসী বৈয়াকরণিক টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তীকে দেখিলেন এবং মন্তব্য করিলেন, গ্রীষ্মকালে কোট গায় দিয়ে আসাতে মনে হয়, ইনি শীতকালে দেহরক্ষা করেছিলেন। টীকাকার বলিলেন, উক্ত পদের অর্থ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণোক্ত সুপ্ তিঙ্ অন্ত সূত্ররূপা ও শব্দাত্মিকা মহামায়া। প্রায় তিন মিনিট মৎসমক্ষে থেকে স্বর্গবাসী টীকাকার স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি মৎপার্শ্বে অবস্থিত দুর্গা, কার্ত্তিক, কল্কি, অনন্তদেব, মহাকালী ও বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ দর্শনে বিস্মিত হলেন এবং কোন অজ্ঞাত কারণে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

টিপ্পনী। ৮৪. উদ্গীথরম্যপদপাঠবতামিত্যন্ত ব্যাখ্যান্তরম্ উদ্গীথঃ সাম্নো ভাগবিশেষঃ, তেন রম্যাণি ; পদপাঠো নাম পদক্রমাপরনামধেয় আর্ষো গ্রন্থবিশেষঃ (যত্র বৈদিকানাং মন্ত্রাণাং পদচ্ছেদঃ প্রদর্শিতঃ, "বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ" রিতি ভাগবতে) তদ্বন্তি চ, তানি চ তানি সামানি তেষাম্। এতৎ পদম্ ঋগ্ যজুষাং সাম্নাঞ্চেত্যুভয়োর্বা বিশেষণং, তত্র যথাসম্ভবমন্বয়ো বোদ্ধব্যঃ।

টীকার্থ। দেবীর বেদরূপতা বলিয়া তাঁহাকে বেদধারণ শক্তিরূপা বলিতেছেন, মেধা ইতি শ্লোকে। তুমি মেধা, ধারণাবতী বুদ্ধি। কিরূপ ? দেবীর শক্তিতে অখিলশাস্ত্রমর্ম বিদিত হয়, যাহা দ্বারা সর্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুদ্ধিগত হয়, যিনি সর্বশাস্ত্রের হেতুভূতা, তিনি দেবী। অথবা বিদিত অখিলশাস্ত্রসার, যাঁহার করুণায় সকল গ্রন্থফলরূপ ব্রহ্ম বিদিত হয়, এইরূপ ব্রহ্ম মেধা, সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধিনী বুদ্ধি। অতএব দুর্গভবসাগর নৌঃ, দুষ্পার যে ভব, সংসার তাহাই সাগর। উহার পারসাধন নৌকা, ভেলা তুমি। ইহা অন্যত্র উক্ত আছে, উহা বিদ্যা বলে পার হওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নৌকা কর্ণধারের অপেক্ষা করে। তাহা স্বতঃ কিরূপে কর্ত্তা হইতে পারে ? সেজন্য বলিতেছেন, তুমি সঙ্গরহিতা, যাঁহার অন্য সংসর্গ অবিদ্যমান। দেবী অদ্বিতীয়া, ইহাই অর্থ। অথবা যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নিদর্শনসাম্যহেতু তাঁহার ও সংসার মধ্যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়। না, তাহা বলিতে পার না। সেহেতু বলিতেছেন, তুমি অসঙ্গা, নির্লিপ্তাচিদানন্দময়ী বলিয়া। অতএব দুর্গা, দুর্জ্ঞেয়া, অগম্যস্বরূপা তুমি। সেখানে, সংসারে বর্ত্তমান হইয়াও তাহার সম্বন্ধ অভাবহেতু

দেবীর দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ উভয় পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অন্যত্র কথিত হইয়াছে, তুমিই বিষ্ণু আদি দেবরূপা। সেজন্য বলিতেছেন, তুমি শ্রী, লক্ষ্মী। কিরূপ? কৈটভহন্তা, বিষ্ণুর হৃদয়ে যিনি অদ্বিতীয়া অচঞ্চলা হইয়া অধিবাস করেন, তিনি। অথবা যাঁহার দ্বারা এক, মুখ্য অধিবাস হইয়াছে। কেবল শ্রী, লক্ষ্মী নও, কিন্তু তুমি গৌরী, উমা প্রভৃতিও। কিরূপ? শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা, চন্দ্রকলা যাঁহার মস্তকে শোভিত, সেই মহেশে অর্দ্ধাঙ্গরূপে যিনি প্রকৃষ্টপ্রকারে অবস্থিতা, তিনি তুমি। অথবা যাঁহার দ্বারা শশিমৌলির প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি, প্রলয়ের অভাব নিমিত্ত অথবা প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ।১১

উৎকর্ষদ্বারা জয় হওয়া উচিত। জয়ের উৎকর্ষ প্রতিপাদন জন্য মহিষাসুরকৃত যুদ্ধের কর্কশতা বলিতেছেন, ঈষদ্ ইতি শ্লোকে। 'তোমার' ইহা উহ্য আছে। তোমার মনোহর মুখমণ্ডল দেখিয়া মহিষাসুর সহসা যেভাবে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিরূপ? তোমার মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, অল্প হাসির সহিত বর্ত্তমান। ইহাদ্বারা দেবীর সম্বন্ধে অনতিপ্রয়াসপরতা, অনায়াস সূচিত। যদিও 'ঈষৎসহাসম্' এই সমাসদ্বারা ঈষৎ ইহা সহাস শব্দ প্রতিপাদ্য মুখেরই বিশেষণ, তথাপি অর্থ সঙ্গতির দ্বারা বিশেষণের সহিত বিধি-নিষেধ বিশেষণে উপসংক্রামিত হইলে বিশেষ্য বাধিত হয়, এই বচনানুসারে হাসিরই ঈষৎ রূপতা এই বিশেষণ সঙ্গত হয়। আকাশে একটি তারা দেখিয়া নারদ (বা কপিল) মুনিকে স্মরণ করিবে, এই বিধি তুল্য। অথবা ঈষৎ প্রহার করিয়াছে, ইহা অর্থ। জড়ভাব প্রাপ্তি আশ্চর্যজনক। পুনরায় কিরূপ? পরিপূর্ণচন্দ্র বিম্বানুকারি, ষোলকলাযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। ইহাতে দৃষ্টান্ত অনুসারে কলঙ্ক আসিয়া পড়ে, তাহা নিবারণের জন্য বিশেষণ দিতেছেন। অমল, মালিন্যরহিত। ইহাদ্বারা পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর, ইহাই অর্থ। অথবা অনু অর্থে পশ্চাৎ। যেহেতু অমল, অতএব পূর্ণচন্দ্রকেও যিনি নিষ্প্রভ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট অপেক্ষা অপকৃষ্ট বস্তু পশ্চাতে থাকে। পুনরায় কিরূপ? কনকোত্তম কান্তি, কনকোত্তমের, অত্যুৎকৃষ্ট সুবর্ণের কান্তিতুল্য কান্তি যাঁহার। অতএব কান্ত, অতি কমনীয়। মহিষাসুর কিরূপ? আপ্তরুষা, প্রাপ্ত ক্রোধদ্বারা। অথবা আপ্তা, অত্যন্ত অন্তরঙ্গার তুল্য ক্রোধ যাহার। ইহার দ্বারা বীররসের একনিষ্ঠত্ব সূচিত। অথবা মহিষাসুর যে অতি অদ্ভুত ৺৺ প্রহার করিয়াছে, তথাপি তাহা অতি ঈষৎ মনে করিয়া তাহার মুখে হাসির সঞ্চার হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত পূর্ববৎ বুঝিতে হইবে।১২

টিপ্পনী। ৬৫. দেবীদর্শনে ভক্তের ষড়রিপুনাশ নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সত্ত পরমতত্ত্বোপলব্ধি হয়। কিন্তু মহিষাসুরের ক্ষেত্রে তদ্বিপরীত হওয়ায় তাহার পাপাধিক্য ধ্বনিত হইতেছে।—গুপ্তবতী টীকা।

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রূকুটিকরাল—
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥১৩
দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত—
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥১৪
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥১৫
ধর্ম্ম্যাণি দেবী সকলানি সদৈব কর্ম্মাণ্য—
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা—
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥১৬

অন্বয়। দেবি, কুপিতং ভ্রূকুটী-করালম্ উদ্যত শশাঙ্ক-সদৃশ ছবি [তব বদনং] দৃষ্ট্বা তু যৎ মহিষঃ সদ্য প্রাণান্ ন মুমোচ তৎ অতীব চিত্রং হি কুপিত অন্তক দর্শনেন কৈঃ জীব্যতে ?১৩

দেবি, [ত্বম্] প্রসীদ। ভবতী পরমা ভবায়; কোপবতী [সতি] সদ্যঃ কুলানি বিনাশয়সি। এতৎ অধুনা এব বিজ্ঞাতম্। যৎ মহিষাসুরস্য এতৎ সু-বিপুলং বলং অস্তম্ নীতং।১৪

সদা অভ্যুদয়-দা ভবতী যেষাং প্রসন্না [ভবতি] তে জনপদেষু সম্মতা। তেষাং ধনানি যশাংসি চ [ভবন্তি] তেষাং [চ] ধর্ম্মবর্গঃ ন সীদতি। তে এব নিভৃত-আত্মজ-ভৃত্য দারাঃ ধন্যাঃ [ভবন্তি] ১৫

দেবি, সুকৃতী ভবতী-প্রসাদাৎ সদাএব অতি-আদৃতঃ প্রতিদিনং সকলানি ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি করোতি ততঃ স্বর্গং প্রয়াতি চ। দেবি, তেন লোক-ত্রয়ে অপি ননু [ত্বম্] ফল-দা।১৬

শ্লোকার্থ। দেবি, ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রূকুটি-ভীষণ নবোদিত পূর্ণচন্দ্র তুল্য আরক্তবর্ণ আপনার মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিষাসুর তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। কারণ কুপিত যম-দর্শনে কে বাঁচিতে পারে?১৩

দেবি, আপনি প্রসন্না হইন। আপনি পরম কৃপাময়ী। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আপনি ক্রোধান্বিতা হইয়া সদ্য অসুর কুল নাশ করেন। মহিষাসুরের বিপুল সৈন্য আপনা কর্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আমরা সম্প্রতি ইহ অবগত হইলাম।১৪

[দেবীর ক্রোধ সাধুরক্ষণ ও পাপীবিনাশের নিমিত্ত; ইহা স্বাভাবিক নহে। কারণ তিনি সত্ত্ব গুণ প্রধানা]

দেবি, আপনি সর্বদা অভীষ্ট দায়িনী। আপনি যাহাদের প্রতি প্রসন্না হন, তাহারা সর্বত্র সম্মানিত হয়। তাহাদের ধন ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হ্রাস পায় না। তাহাদের স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যাদি নিরাপদে থাকে এবং তাহারাই কৃতার্থ (দেবী মোক্ষাদিচতুর্বর্গদাত্রী)।১৫

দেবি, আপনার অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম বিহিত কর্মসমূহ অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফলে স্বর্গলাভ ও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন। অতএব দেবি, ত্রিভুবনে আপনিই একমাত্র ফলদায়িনী।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। এবং কেবলবীররসাভিনিবেশবতো মহিষস্যাতি-নির্ভয়ত্বমাহঃ দৃষ্ট্বেতি। পূর্বশ্লোকাদ্বক্ত্রমিত্যনুবর্তনীয়ম্ হে দেবি, তব কুপিতং জাতক্রোধং বক্ত্রং দৃষ্ট্বা মহিষো যৎ প্রাণান্, সদ্যো ন মুমোচ, তৎ অতীব চিত্রম অত্যাশ্চর্য মিত্যর্থঃ। কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামর্থান্তরন্যাসমাহঃ। হি যতঃ কুপিতান্তক-দর্শনেন ক্রুদ্ধযমদর্শনেন কৈর্জীব্যতে? ন কৈরপীত্যর্থঃ। যদ্বা নেতি পৃথক্ যতঃ কুপিতান্তকদর্শনে সতি কৈরপি ন জীব্যতে। কীদৃক্? ভ্রূটী ললাটত্রিবলী তয়া করালং ভীষণং, "করালো দন্তুরে তুঙ্গ ভীষণে" ইতি কোষঃ। ভ্রুকুটীতি পূর্ববৎ অকারঃ (২য় অধ্যায় ৯ শ্লোক) কচিহ্নকারযুক্তোঽপি পাঠঃ। পুনঃ কীদৃক? উদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি উদ্যন্ উদগচ্ছন্ যঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রস্তৎ-সদৃশী ছবির্দ্যুতি-র্যস্যঃ ক্রোধেনারক্তীভূতত্বাৎ। শশাঙ্কপদেন পূর্ণচন্দ্রো ব্যক্তিতঃ। ও

রোষান্মহিষাসুরনাশাৎ, সন্তোষাৎ স্বকীয়বিপত্তারণাচ্চ রোষপ্রসাদয়োস্তাৎ

কালিকং ফলমীক্ষমাণাঃ পুনরপি প্রসাদং প্রার্থয়ন্তে। দেবীতি। হে দেবি! দ্যোতনশীলে, ত্বং ভবায় উদ্ভবায় তদর্থং প্রসীদ প্রসন্না ভব। যদ্বা ভবতীতি ভবঃ প্রপঞ্চঃ তদর্থং, নিরন্তর নিগ্রহানুগ্রহস্থিতিধারার্থম্। ননুপ্রসন্নায়াঃ কিংপ্রসাদপ্রার্থনয়া? ন কদাচিদপরাধসত্ত্বে রোষলেশেন সদ্যঃ সর্বক্ষয়প্রসঙ্গাদিত্যাহুঃ ত্বং কোপবতী সতী কুলানি রিপুগোত্রাণি ক্রোধোৎপাদক-কুজন-কুলানি ইতি বা সদ্যো বিনাশয়সি, এতৎ অধুনৈব বিজ্ঞাতম্ অপরোক্ষীকৃতমস্মাভিরিত্যর্থঃ। যত্তস্মাৎ মহিষাসুরস্য এতৎ সুবিপুলং অতিমহৎ বলং সৈন্যম্ অন্তং নীতং বিনাশং প্রাপিতং তত্রাপি সদ্য ইতি অধুনেতি বা অনুষঞ্জনীয়ম্।

যদ্বা এতৎ মহিষঃ অসুঃ মহিষাসুরস্য সুবিপুলং বলঞ্চ অন্তং নীতং "ক্লীবা-ক্লীবয়োঃ ক্লীবঃ স চৈকবচ্চে" তি একশেষাৎ ক্লীবৈকত্বে। ত্বং কীদৃশী? পরমা সর্বোৎকৃষ্টা যদ্বা পরা উৎকৃষ্টা অচঞ্চলেতি যাবৎ, সা চাসৌ মা লক্ষ্মীশ্চেতি অবিচল সম্পদ্রূপা ইত্যর্থঃ। যদ্বা সর্বৈরপ্যতিদুষ্করং মহিষাসুরঘাতনং ত্বয়া ঈষৎ করমিতি সূচয়িতুং হেতুগর্ভ বিশেষণমাহুঃ। যতঃ ত্বং পরমা পরান্ ব্রহ্মা-দীনপি মাতি সম্মিতান্ করোতি ইতি। তথা ভবতী পূজ্যা "ভবদ্ যুষ্মৎ প্রশস্তয়োঃ" ইতি কোষঃ। যদ্বা ভবতী দীপ্যমানা ভাতি দীপ্তাবিত্যস্মাৎ ভবতু ভশব্দেন নক্ষত্রমালোচ্যতে তদ্যুক্তা ব সংসর্গে মতু; সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতি মৌক্তিকৈঃ ইত্যমরঃ। যদ্বা সমীপলক্ষণয়া ভশব্দেন চন্দ্র উচ্যতে তদ্যুক্তা নিত্যযোগে মতুপ্। যদ্বা পরমা আভা যস্য স পরমাভশ্চন্দ্রঃ তদযুক্তা ॥১৪

প্রসাদফলমাহুঃ। তে ইতি। জনপদেষু সকলদেশেষু তে সম্মতাঃ সম্যঙ্ মানিতাঃ পূজিতা ইতি যাবৎ, ভবন্তীত্যন্বয়ঃ সত্তায়াঃ সর্বত্র সম্বন্ধাৎ। তেষামেব ধনানি রত্নাদীনি ভবন্তি; তেষাং যশাংসি চ ভবন্তি; তেষাং ধর্মবর্গঃ ধর্মসমূহঃ, যদ্বা ধর্মপ্রধানো বর্গঃ ধর্মার্থকাম-মোক্ষাখ্য ইত্যর্থঃ, ন সীদতি নাবসন্নো ভবতি ন নশ্যতীত্যর্থঃ এতেনৈহিকামুষ্মিক-ভোগাপবর্গসাধং ত্বৎপ্রসাদ ইত্যুক্তম্। তত্র ধন্যাঃ শ্লাঘ্যাঃ এবকারঃ সর্বত্রানুষঞ্জনীয়ঃ। তে এব নিভৃতাত্মজ-ভৃত্যদারাঃ নিভৃতা বিনীতাঃ আত্মজাঃ পুত্রাঃ ভৃত্যাঃ ভরণীয়াঃ সেবকদয়ঃ দারাঃ স্ত্রিয়শ্চ যেষাং ভবৎ-কৃপাপাঙ্গাবলোকনপবিত্রাণাং সম্বন্ধেনাপ্যেবং গুণবন্তো ভবন্তীতি ভাবঃ। তে কে ইত্যাহুঃ, যেষাং সম্বন্ধে ভবতী ত্বং প্রসন্না সানুগ্রহা। কীদৃশী? সদা অভ্যুদয়দা অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ সর্বদা বাঞ্ছিতপ্রদাত্রী। যদ্বা অভি অভিতঃ সর্বতঃ উদয়ঃ সমৃদ্ধিঃ অভ্যুদয়ঃ ॥১৫

পূর্বোক্তমেব প্রতিপাদয়ন্তো ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বেন স্তবন্ত আহুঃ। ধর্ম্যাণীতি।

হে দেবি, ভবতীপ্রসাদাৎ তবানুগ্রহাৎ সুকৃতী পুণ্যবান্ জনঃ সদৈব অত্যাদৃতঃ সন্ অতিশ্রদ্ধান্বিতঃ সন্ সকলানি সাঙ্গানি ধর্ম্ম্যাণি ধর্ম্মাদনপেতানি কর্ম্মাণি প্রতিদিনং করোতি। যতঃ সকলানি সাঙ্গানি অতএব ধর্ম্ম্যাণীতি হেতুমদ্ভাবঃ। "সাঙ্গাদ্ধি বৈদিককর্ম্মণঃ ফলাবশ্যম্ভাবঃ" ইত্যুক্তেঃ। ততঃ তেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ স্বর্গং সত্যলোকপর্য্যন্তং প্রয়াতি চ, চ শব্দান্মুক্তিমপি প্রয়াতি। যদ্যপি কর্ম্মিণাং ব্রহ্মলোকাদুপরি গমনং নাস্তি, তথাপি হিরণ্যগর্ভদৃষ্ট্যা ভজতাং হিরণ্যগর্ভাণাং তেন সহ পরব্রহ্মণি প্রবেশাৎ সংগচ্ছতে। তথাচ শ্রুতিঃ "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্" ইতি। প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ। নমু তথাপি মনুষ্যাণামেব মুক্ত্যধিকারশ্রবণাৎ কথং দেবত্বে মুক্তিঃ ? নৈবং বাচ্যং ; "ততোঽপি বাদরায়ণঃ সম্ভবতীতি পরামর্শসূত্রে দেবাণামপি মুক্তিপ্রতিপাদনাৎ। স্মৃতৌ চ, ব্রহ্মণা কৃতসংকারো বহুকালং নৃপাত্মজ। ততো বিষ্ণুপুরং গত্বা পুনঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। ইত্যুক্তত্বাৎ। নমু সানুনয়সম্বোধনে, তেন হেতুনা হে দেবি, লোকত্রয়েঽপি ফলদা ত্বং ফলদাত্রী কৃতক-কৃতকাকৃতকাকৃতকভেদাল্লোকত্রয়ং, তত্র কৃতকো মর্ত্তাদিস্বর্গপর্য্যন্তঃ প্রতিদিনকরণাৎ, কৃতকাকৃতকো মহর্লোকঃ প্রতিদিনমকরণাৎ প্রলয়ে শূন্যত্বাচ্চ, অকৃতকো জনলোকাদিঃ। যদ্বা মুক্তিদানসমর্থনায় সম্বোধনং হে দেবি, দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তির্যতঃ। তদুক্তং ভগবতা শংকরেণ "পরব্রহ্মমহিষী"তি। যদ্বা ভবতীপ্রসাদাৎ সুকৃতী পুণ্যবান্ ভবতি ইতি প্রাচীনলোকে ফলদাত্রী ত্বং, সম্প্রতি চ প্রতিদিনং ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি করোতীতি বর্ত্তমানলোকে ফলদাত্রীত্বং ততঃ স্বর্গং প্রয়াতি চেতি পরলোকে ফলদাত্রী ত্বম্ ইতি লোকত্রয়ে ফলদানম্। যদ্বা লোকো দেহঃ, যথা নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকগতা ইব ইত্যত্র ইমং লোকং দেহমিতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যানাৎ ; তেনোক্তক্রমেণ ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানদেহ-রূপত্রয়েঽপি মুক্তৌ দেহাভাব এব ব্রহ্মণি লয়াৎ। ভবতীপ্রসাদাদিত্যার্থঃ পুংস্বত্বাভাবঃ। যদ্বা নমু "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে" ইত্যাদিদর্শনাৎ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ প্রাচীনকর্ম্মণ এব ফলং ভবতি, কুতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেঃ ফলদাত্রীত্বমিতি বদত আক্ষিপন্তস্তত্র এব সর্ব্বং ভবতীতি স্তবন্ত আহুঃ। তে ইত্যস্য ব্যবহিতস্যাপ্যন্বয়ঃ, তে ইতি পৃথক্ হে দেবি, তে তব প্রসাদাৎ ঈ লক্ষ্মীর্ভবতি, ততঃ প্রতিদিনং ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি করোতি, ততঃ সুকৃতী সন্ স্বর্গং প্রয়াতি, চকারান্মোক্ষঞ্চ কর্ম্মতারতম্যাৎ, অতঃ ইতি গম্যম্ অতঃ কারণাৎ লোকত্রয়ে ত্বং ফলদা ন ? অপি তু ত্বমেব ফলদা ইত্যর্থঃ। "শিবাপদাম্ভোজ-

যুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব" ইত্যাগমাৎ। অস্তা আরাধনাৎ সর্বস্ত সর্বং ভবতীত্যাদিপ্রথমমাহাত্ম্যব্যাখ্যানোক্তশ্রুতেঃ। নৃসিংহতাপিন্যাঞ্চ, তস্মাদ্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাত্তত্র এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং জয়তি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুত ইতি। যদ্বা ত্রিবর্গসম্পৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং মুক্তিপ্রাপ্তিমাহ ততো ভবতীতি। ততঃ স্বর্গভোগানন্তরং ভবতী ত্বমেব ভবতীত্যর্থঃ তৎসাযুজ্যং প্রাপ্নোতীতি যাবৎ। তদুক্তং ভগবতা শংকরেণ, তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদামিতি। নন্থ ভবতু প্রকৃতিসেবিনাং প্রকৃতিসাযুজ্যং গুণময়প্রকৃতিলয়ে কুতো মুক্তিপ্রসঙ্গঃ গুণত্রয়াতিক্রমানন্তরং নৈর্গুণ্যাদেব তৎপ্রাপ্তেঃ। তদুক্তং ভগবতৈব, ত্রীন্ গুণান্ সমতীত্য এতান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ইতি। অন্যত্র চ গুণাপারাদাত্মদর্শনমিতি জ্ঞানেন জিত্বা প্রকৃতিং বলীয়সীম্। ততঃ পরং তৎপরিমার্গিতব্যমিতি, গীতাসু চ। অত্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ খলু নির্গুণা সগুণা-চেতি দ্বিধা তত্র চিৎপ্রকৃতিঃ হ্লাদিনী প্রকৃতিঃ নির্গুণা ইতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরেতি মন্ত্রব্যাখ্যানে গৌতমীয়ে কেবলং চিৎকলাশক্তিরিতি চ শ্রুতৌ চ, আনন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে ইতি। আগমে চ, নিত্যানন্দময়ীং সদাশিবপুরীং শক্তিং নমঃ শাশ্বতীমিতি। মীনকূর্মবরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ। ব্রহ্মাদ্যাস্তসমা জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতিস্ত সমাসমা ইতি কূর্মপুরাণীয়প্রকৃতিনিরূপণশ্লোকব্যাখ্যানে জীবগোস্বামিনা চ সমা চিৎপ্রকৃতিঃ অসমা সন্ধিনীতি ব্যাখ্যাতং অতএব হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতপদ্যে আশ্লিষ্ট একীভূত ইতি দর্শনাৎ। তস্মাত্তত্রালয়ে মুক্তিঃ সুতরাং সিদ্ধা চিদানন্দময়ত্বপ্রাপ্তেঃ নহি সগুণস্য নির্গুণেন সহ যোঽস্তি সগুণা সন্ধিনী প্রকৃতিঃ গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাৎ। সা তু ঈশ্বরেচ্ছয়া সৃষ্ট্যর্থং ব্রহ্মণো নিঃসরতি অবসরে একীভবতি চ। তদুক্তং একাদশে চ তন্ময়া কলযোগেন দ্বিধা সমভবৎ বৃহৎ। তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতি সোভয়াত্মিকেতি। অর্থঃ পুরুষঃ উভয়াত্মিকা কার্যকারণরূপা। আনন্দঘনসন্দোহঃ প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃগিত্যাগমশ্চ। তত্র সকামানাং লয়ো ভাব্যঃ সগুণত্বাৎ। অলং প্রপঞ্চেন।১৬

টীকার্থ। এইরূপে কেবল বীররসে অভিনিবিষ্ট মহিষাসুরের অতিনির্ভয়ত্ব উক্ত হইতেছে, দৃষ্ট্বা ইতি শ্লোকে। পূর্ব শ্লোকের মুখ (মূল) এই শ্লোকেও অনুষক্তিত হইতেছে। হে দেবি, তোমার ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে নাই, তাহা অতীব আশ্চর্য! ইহা কি আকাঙ্ক্ষায় তাহা অর্থান্তরন্যায়ে বলিতেছেন। যেহেতু কুপিত অন্তক, ক্রুদ্ধ যম দর্শনে কে

জীবিত থাকিতে পারে? না, কেহ পারে না, ইহাই অর্থ। অথবা না, ইহা পৃথক্। যেহেতু ক্রুদ্ধ যম দর্শনে কেহ জীবিত থাকে না। কিরূপ? ললাটে ত্রিবলী রেখা, তাহাদ্বারা করাল, ভীষণ হইয়াছে। অমরকোষে আছে, করাল, দন্তুর, তুঙ্গও ভীষণ একার্থবোধক শব্দ। ভৃকুটী ইহা পূর্ববৎ ঋকার কোথাও (২য় অধ্যায় ৯ম শ্লোকে) উকারযুক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। পুনরায় কিরূপ? উদ্যচ্ছশাঙ্ক সদৃশচ্ছবি, উদীয়মান চন্দ্র সদৃশ দ্যুতি যাঁহার। ক্রোধদ্বারা রক্তিমতা হেতু। শশাঙ্ক পদে পূর্ণচন্দ্র ধ্বনিত হইতেছে।১৩

ক্রোধ হেতু মহিষাসুরের বিনাশ ঘটিয়াছে। সন্তোষ হইতে, নিজমনের বিপদতারণ হইতে, তোমার ক্রোধ ও প্রসাদের তাৎকালিক সদ্য ফল দেখিয়াছি। পুনরায় দেবীর প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন, দেবীতি শ্লোকে। হে দেবি, প্রকাশ-শীলে, তুমি উদ্ভবের জন্য প্রসন্না হও। অথবা যাহা হয়, তাহা ভব, প্রপঞ্চ। সেই প্রপঞ্চের জন্য, নিরন্তর সৃষ্টি-ধারা সংরক্ষণের জন্য। যে প্রসন্ন তাহার নিকট প্রসাদ প্রার্থনার কি প্রয়োজন? না, কখনও অপরাধ সত্ত্বেও ক্রোধলেশ দ্বারা সদ্য সেই সমস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেজন্য বলিতেছেন, তুমি কোপান্বিতা হইলে সমস্ত শত্রুকুল, ক্রোধোৎপাদক দুর্জনকুল সদ্য বিনষ্ট হয়। ইহা অধুনা জানিয়াছি। আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেহেতু মহিষাসুরের এই সুবিপুল সৈন্য[৬৬] ধ্বংস হইল। ক্লীব ও অক্লীবের মধ্যে ক্লীব হয়, একবচন হয়। ইহার সূত্র যথা, 'একশেষাৎ ক্লীবৈকত্বে'। একশেষ হেতু ক্লীবের একত্ব হয়। তুমি কিরূপ? পরমা, পরা, অচঞ্চলা, সর্বোৎকৃষ্টা যিনি, তিনি মহালক্ষ্মী, অবিচল সম্পদস্বরূপা। অথবা সকলের পক্ষে যাহা অতি দুষ্কর কর্ম, মহিষাসুর বিনাশ, তাহা তোমার দ্বারা অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই সূচিত। হেতুগর্ভ বিশেষণ বলিতেছেন। তুমি পরমা, পরা, ব্রহ্মাদিকেও যিনি মোহগ্রস্ত করেন। অতএব তুমি সকল দেবাসুরের পূজ্যা। অমরকোষ মতে ভবৎ ও যুষ্মৎ উভয় প্রশস্ত। অথবা ভবতী, দীপ্তিমতী। ভা, দীপ্তি আমাদের তোমা হইতে আগত। 'ভ' শব্দে নক্ষত্রমালা কথিত, তৎযুক্তা। সংসর্গে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অমরকোষ মতে সাতাশ মুক্তাখচিত মুক্তাহার নক্ষত্রমালা রূপে পরিগণিত। অথবা সমীপলক্ষণা দ্বারা 'ভ' শব্দে চন্দ্র বলা হয়, তদ্যুক্তা। নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় হয়। অথবা পরমা প্রভা যাহার, সে পরমাভশ্চন্দ্র, তদ্যুক্ত।১৪

টিপ্পনী। ৬৬. এষ মহিষশ্চ, এতৎ বলঞ্চ ইত্যর্থে এষ চ এতেচ্চেতি ক্লীবাক্লীবয়োরেকশেষে ক্লীবঃ শিষ্যতে, স চ একবচনং বা ভবতি ইতি এতৎ।

টীকার্থ। দেবীর প্রসন্নতার ফল বলিতেছেন, তে ইতি শ্লোকে। সকলদেশে তাহারা সম্মানিত, পূজিত হয়। আপনি প্রসন্না হইলে, সত্তার সর্বত্র সম্বন্ধ হেতু, তাহাদেরই ধনরত্নাদি লাভ হয়। তাহাদের যশঃ লাভ হয়। তাহাদের ধর্মসমূহ, ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ চতুবর্গ অবসন্ন, হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ইহাদ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ এবং মোক্ষ সাধন তোমার প্রসাদেই হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। তাহারাই শ্লাঘ্য, পূজ্য। এব-কার সর্বত্র যুক্ত হইবে। বিনয়ী আত্মীয়, পুত্র, ভৃত্য, পালনীয়া, সেবিকাদি, পত্নী যাহাদের তাহারাই। তোমার কৃপারূপ কটাক্ষের পবিত্র সম্পর্কদ্বারাই তাহারা এইরূপ গুণযুক্ত হয়, ইহাই ভাবার্থ। তাহারা কাহারা, তাহা বলিতেছেন। যাহাদের উপর তুমি প্রসন্না হও, অনুগ্রহ কর। কিরূপ? সর্বদা অভীষ্টদান কর। অভ্যুদয়, ইষ্টলাভ। সর্বদাই তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কর। অথবা অভি, অভিতঃ, সর্বতঃ সর্বদিকে উদয়, সমৃদ্ধি দান কর।১৫

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া ভুক্তি-মুক্তিদাত্রীত্ব হেতু স্তব করিতেছেন, ধর্মাণি ইতি শ্লোকে। হে দেবি, আপনার অনুগ্রহে পুণ্যবানগণ সর্বদাই অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সমস্ত অঙ্গের সহিত ধর্ম ও কর্ম প্রতিদিন সম্পাদন করেন। যেহেতু সর্ব অঙ্গের সহিত, অতএব ধর্মাণি—ইহা হেতু হেতুমদ্ভাব, অঙ্গের সহিত বৈদিক কর্মের ফললাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহা উক্ত হইল। অনন্তর সেই কর্মসমূহের ফলে স্বর্গাদি সত্যলোক পর্যন্ত ঊর্দ্ধগতি হয়। চ শব্দ দ্বারা মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় বলা হইল। যদিও কর্মীগণের ব্রহ্মলোক, সত্যলোকের উপর গমন নাই; তথাপি হিরণ্যগর্ভ দেখিয়া, হিরণগর্ভের ভজনা করিয়া তাহার সহিত পরব্রহ্মে প্রবেশ করে। শ্রুতিবাক্যে উক্ত আছে, ব্রহ্মের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তৎসহ তাঁহারা প্রলয় প্রাপ্ত হন। এইরূপে কৃতাত্মগণ ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মপদে, ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হন। প্রতিসঞ্চর অর্থে প্রলয়। তথাপি মনুষ্যগণ মুক্তিলাভে অধিকারী শুনা যায়। কিরূপে দেবগণ মুক্তিলাভ করেন? না, ইহা বলা উচিত নয়। তাহা হইলেও ব্যাসের সিদ্ধান্ত সম্ভব হইল। ব্যাসকৃত পরামর্শসূত্রে দেবতাগণেরও পরামুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, রাজপুত্র বহুকাল ব্রহ্মা কর্তৃক সৎকৃত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন পূর্বক সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। অনুনয় পূর্বক সম্বোধন কেন? সেই হেতু হে দেবি, এই ত্রিলোকেও তুমিই ফলদাত্রী। কৃতক, কৃতকাকৃতক, অকৃতক ভেদে ত্রিলোক, কৃতক, মর্ত হইতে স্বর্গ পর্যন্ত ব্রহ্মার দিনে সৃজন। কৃতকাকৃতক,

মহর্লোক ব্রহ্মার প্রতিদিনে অস্থজন হেতু প্রলয়ের শূন্যত্ব। অকৃতক, জনলোকাদি। অথবা মুক্তিদান সমর্থনের জন্য সম্বোধন, হে দেবি, যাহা হইতে বিষ্ণুর শক্তি লাভ হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, চণ্ডিকা পরব্রহ্মমহিষী, যাঁহার শ্রীপদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতামুকুট লুণ্ঠিত হয়। অথবা প্রশ্ন হইতে পারে, কর্মদ্বারা জীব জন্মায় এবং কর্মফলেই লীন হয়, এই দর্শন হেতু ঈশ্বরে অধিষ্ঠানের জন্য পূর্ব কর্মেরই ফল জন্মে। জড়া প্রকৃতির ফলদাত্রীত্ব কোথায়? সেজন্য বলিতেছেন, তুমিই এই সমস্ত হও, এই ভাবে স্তুতি করিতেছেন। 'তে' ব্যবহিত অন্বয়, 'দূরে' পৃথক অন্বয় হইবে। হে দেবি, তোমার প্রসন্নতায় ঈ, শ্রীমান হয়। অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম-কর্ম করেন, তারপর পুণ্য অর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করেন। চ-কার দ্বারা মোক্ষ পর্য্যন্ত উক্ত হইল, কর্মফলের তারতম্যহেতু। অতএব এইরূপে যাইবে। উক্ত কারণে ত্রিলোকে তুমি কি ফলদাত্রী নও? ইহার অর্থ, তুমিই একমাত্র ফলদাত্রী। দেবীর পাদপদ্মযুগল অর্চনাকারীগণের ভোগ ও মোক্ষ করতলগত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। অথবা ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ সম্পদ্ প্রাপ্তির পর মোক্ষতত্ত্ব উপদিষ্ট হয়। অনন্তর, স্বর্গ ভোগের পর তুমিই তোমাতে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্তি করাও।১৬

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥১৭
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু।
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥১৮
দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি সাধ্বী ॥১৯

খড়্গ প্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড—
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥২০

অন্বয়। দুর্গে স্মৃতা অশেষ জন্তোঃ ভীতিম্ [ত্বম্] হরসি। স্ব-স্থৈঃ স্মৃতা অতীব শুভাং মতিং দদাসি। দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণী ত্বম্-অন্যা সর্ব উপকার করণায় সদা আর্দ্র-চিত্তা কা।১৭

দেবি, এভিঃ হতৈঃ জগৎ সুখং উপৈতি তথা এতে চিরায় নরকায় পাপম্ কুর্বন্তু নাম সংগ্রাম মৃত্যুম্ অধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু ইতি মত্বা [ত্বম্] নূনং অহিতান্ বিনিহংসি।১৮

ভবতী দৃষ্ট্বা এব সর্ব-অসুরান্ কিং ভস্ম ন প্রকরোতি? অরিষু যৎ শস্ত্রম্ প্রহিণোষি রিপবঃ অপি শস্ত্র-পূতাঃ হি লোকান্ প্রয়ান্তু। তে তেষু অপি ইত্থম্ অতি সাধ্বী মতিঃ ভবতি।১৯

উগ্রৈঃ খড়্গ-প্রভা-নিকর-বিস্ফুরণৈঃ তথা- শূল-অগ্র-কান্তি নিবহেন অসুরাণাম্ দৃশঃ যৎ বিলয়ম্ ন আগতাঃ তৎ তব এতৎ অংশু-মৎ-ইন্দু-খণ্ড-যোগ্যআননং বিলোকয়তাং ২০

শ্লোকার্থ। দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয়নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিন্তা করিলে আপনি তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণ বিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন?১৭

দেবি, এই অসুরগণ নিহত হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করিবে এবং ইহারা দীর্ঘকাল নরক ভোগজনক পাপ করিলেও সম্মুখ সংগ্রামে মৃত্যু লাভ করিয়া স্বর্গ লোকে গমন করিবে। নিশ্চয়ই ইহা মনে করিয়া আপনি অনিষ্টকারী অসুরনাশে প্রবৃত্ত হন।১৮

দেবি, আপনি সমস্ত অসুর দৃষ্টিমাত্রই ভস্মীভূত করিতে পারেন। তথাপি আপনি যে তাহাদের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তাহার কারণ শত্রুগণও আপনার অস্ত্রাঘাতে পাপমুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিবে। তাহাদের প্রতি আপনার এইরূপ অতীব উদার অনুগ্রহ প্রদর্শিত।১৯

দেবি, আপনার খড়্গ-নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোরাশি এবং শূলাগ্র-নির্গত জ্যোতিঃপুঞ্জ দ্বারা যে অসুরগণের চক্ষু বিনষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ, তাহারা আপনার জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদন দেখিতেছিল ।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স্মরণেনাপি তাপহন্ত্রীত্বমাহুঃ। দুর্গে ইতি। হে দারিদ্র্যদুঃখ ভয়হারিণি, ত্বদন্যা কা সর্বোপকারকরণায় সর্বেষামুপকারার্থং সদা আর্দ্র চিত্তা সকরুণচিত্তা অপি তু ত্বমেব। দারিদ্র্যং ধনরাহিত্যং, দুঃখম্ আধ্যাত্মিকাদি, যদ্বা দুঃখং পাতঞ্জলোক্তং ক্লেশসংজ্ঞং যথা "অবিদ্যাস্মিতারাগ-দ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা" ইতি ভয়ং সংসারভয়ং, তদপহরণশীলে। দুঃখং ব্রণাদিপীড়াভয়ং প্রতিকূলানুসন্ধানজমনোগতিমিত বিদ্যাবিনোদঃ। তদ্দর্শয়তি ত্বং দুর্গে সংকটে স্মৃতা সতী অশেষজন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্য এতেন ভক্ত্যাদরাদিবিধিরপি নাপেক্ষিতঃ ভীতিং দস্যুতস্কররাজাদিজন্যপীড়াং হরসি নাশয়সি। ন কেবলমে-তাবৎ, কিন্তু স্বস্থৈঃ স্বচ্ছন্দবৃত্তিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা সতী অতীব শুভাং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণাং পুণ্যশালিনীং মতিংবুদ্ধিং দদাসি। তথাচ দেবীপুরাণং "তব নাম্নি স্মৃতে দেবি সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ" ইতি। যদ্বা স্বস্মিন্ আত্মনি তিষ্ঠন্তি স্বস্থাঃ আত্মা-আত্মবিচারপরাঃ, তৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা সতী অতীব শুভাং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণাং মতিং দদাসি অত এবাতিশব্দোপাদানং, সুরথসমাধ্যোস্তথাদর্শনাৎ ; অতীবেত্যব্যয়সমুদায়ঃ অতিশয়ার্থে। অতঃ সর্বেষাং সকামনিষ্কামাণামিত্যর্থঃ ।১৭

নতু দেবানাং সহায়তয়া অসুরবিনাশপরায়াঃ কুতঃ সর্বোপকারসদার্দ্র চিত্তত্বমিতি চেন্ন, তদপি তেষামসুরাণাং পাপনিরাস নিরতিশয় সুখাস্পদ স্বর্গ-প্রাপণদ্বারা পরমোপকার এবেত্যাহুঃ। এভিরিতি। এভিরসুরৈর্হতৈঃ সদ্ভিঃ জগৎ বিশ্বং সুখম্ উপৈতি প্রাপ্স্যতি তথাশব্দশ্চার্থঃ এতে অসুরাশ্চ নামেত্যভ্যুপগমে চিরায় নরকায় চিরং কালং ব্যাপ্য নরকভোগায় নরকভোগার্থং পাপং ন কুর্বন্তু মানং নিশ্চিতম্ ইতি মত্বা অহিতান্ শত্রূন্ বিনিহংসি মারয়সি। নন্বেবং চেৎ অবধ্যেচ্ছত্বাৎ ইচ্ছামাত্রেণৈব কিমিতি ন নাশয়তীতি চেত্তত্রাহুঃ এতে সংগ্রামমৃত্যুং রণমূর্দ্ধনি মরণম্ অধিগম্য প্রাপ্য দিবং স্বর্গং প্রয়ান্তু। অতঃ তেষ্বধিকৈব কৃপেতি ভাবঃ। হে দেবি প্রকাশরূপে, অত্যুদারচরিতে ইতি বা ।১৮

উক্তমর্থং পুষ্ণন্ত আহুঃ। দৃষ্টৈবেতি। ভবতী ত্বং দৃষ্টৈব চক্ষুঃসাৎ কৃত্বৈব সর্বান্ অসুরান্ কিং ভস্ম ন প্রকরোতি কর্ত্তুং ন শক্নোতি? যদ্বা প্রথমং তাবৎ তাবৎ কালাত্মকদৃষ্ট্যা ভস্ম ভস্মপ্রায়ান্ ন করোতি? দৃষ্ট্যেতি পাঠে দর্শনব্যাপারেণ-ত্যর্থঃ নন্বেবং চেৎ কিমিতি প্রয়াসবাহুল্য শস্ত্রাস্ত্রপ্রয়োগৈরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহুঃ

অরিষ্বিতি। তথাপি অরিষু যৎ শস্ত্রং প্রহিণোষি প্রক্ষিপসি ত্বমিত্যুহং তৎ এতে রিপবোঽপি শস্ত্রপূতাঃ সন্তঃ লোকান্ স্বর্গাদিভুবনানি প্রয়ান্ত গচ্ছন্ত লোকানিতি বহুবচনং ভোগ্যানাম্ ইন্দ্রাদিলোকানাং বাহুল্য-সূচনায় ; শস্ত্রপদেনাত্র যুদ্ধ সাধনমাত্রমুচ্যতে, ন তু খড়্গাদ্যেব। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ তে তব তেষ্বপি রিপুষপি মতিঃ অতিসাধ্বী অতিদয়ার্দ্রা অতো নিগ্রহানুগ্রহলক্ষণং বৈষম্যং সর্বজনন্যাস্তব নাস্ত্যেব, অসুরনাশস্ত তব দর্শনেনৈব সিদ্ধঃ, শস্ত্রাস্ত্রক্ষেপস্তু তেষামুপকারার্থমিতি সর্বোপকারকরণমিতি ভাবঃ।১৯

পুনরসুরাণামসাধ্বসতামাহঃ। খড়্গেতি। খড়্গানাং যে প্রভানিকরাঃ কান্তিসমূহাঃ তেষাং বিস্ফুরণানি ঝনঝনিতানি তৈঃ। কীদৃশৈঃ? উগ্রৈঃ দুর্নিরীক্ষৈঃ। তথা শূলাগ্রাণাং শূলশ্রেষ্ঠানাং শূলাগ্রদেশানাং বা কান্তিনিবহেন অসুরাণাং দৃশঃ চক্ষুংষি যৎ বিলয়ং নাশং ন আগতা ন প্রাপ্তাঃ, তদেতদাশ্চর্য-মিতি শেষঃ। কিং কুর্বতাম্? তবাননং বিলোকয়তাং পশ্যতাম্। কীদৃক্? অংশুমৎ কিরণশালিযদিন্দুখণ্ডং তদ্‌যোগো যস্যাস্তি তাদৃক্। যদ্বা তদ্ম-খণ্ডাতিসৌহিত্যহেতুতয়া তেষাং দৃশাং নাশাভাবায় হেতুমাহঃ। তব ইদম্ অংশুমদিন্দুখণ্ডযোগি যদাননং তদ্বিলোকয়তামেব অসুরাণাং দৃশঃ উগ্রৈরপি খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণাদিভির্বিলয়ং নাগতাঃ ইত্যন্বয়ঃ এতেন তব বদনদর্শনাদেব চক্ষুষাং সৌহিত্যজননাৎ স্ফুটনং নাভূদিতি মুখস্য মাহাত্ম্যাধিক্যম্।২০

টীকার্থ। স্মরণ দ্বারা দেবীর তাপহন্তৃত্ব উক্ত হইতেছে, দুর্গে ইতি শ্লোকে। হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি, তুমি ভিন্ন অন্য কে আছেন, যিনি সকলের উপকারের জন্য সর্বদা অত্যন্ত করুণ-চিত্ত? অর্থাৎ একমাত্র তুমিই আছ। দারিদ্র্য, ধনহীনতা। দুঃখ অর্থে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপ। অথবা পাতঞ্জল যোগসূত্রে কথিত পঞ্চক্লেশ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ভগবান পতঞ্জলি কৃত যোগসূত্রের সাধন পাদে ৩য় সূত্রে পঞ্চক্লেশ উল্লিখিত। অবিদ্যা অর্থে মোহ। অস্মিতা, দেহেন্দ্রিয়াদি অহংভাব। সুখ সাধনের ইচ্ছাকে রাগ বলে। দুঃখ নিবারণ চেষ্টাই দ্বেষ। অভিনিবেশ অর্থে মৃত্যুভয়। এই পঞ্চক্লেশে মানুষ বিপর্যস্ত হয়, মোক্ষেচ্ছা বিস্মৃত হয়। ভয়, সংসৃতি-ভীতি, তুমি অপহরণ কর কিরূপে, তাহা দেখাইতেছেন। দুর্গে, সংকটে তোমাকে স্মরণ করিলে প্রাণিমাত্রের দস্যুতস্কর রাজাদি জন্য পীড়ারূপ ভীতি নষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, পরন্তু স্বচ্ছন্দ বৃত্তির দ্বারা ভাবিত হইলে তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণরূপ অত্যন্ত শুভ ও পুণ্যশালিনী বুদ্ধি তুমিই দান কর। দেবীপুরাণে উক্ত আছে, হে দেবি,

তোমার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আত্মাতে অবস্থান রত আত্ম-অনাত্ম বিচারপরায়ণ ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিলে তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণ অতি-শুভ মতি, বুদ্ধি তুমি দান কর। অতএব অতি শব্দ উপাদান, সুরথ ও সমাধির তদ্রূপ দর্শনহেতু। এখানে অতীব অব্যয় সমূহ অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত। অতএব দেবী সকলের সকাম ও নিষ্কাম কর্মের ফল প্রদান করেন, ইহাই অর্থ।১৭

প্রশ্ন হইতে পারে, দেবতাগণের সহায়শীলা অসুরবিনাশপরা দেবীর কোথায় সর্বোপকারপরতা ও সর্বদা আর্দ্রচিত্ততা? না, ইহা বলিতে পার না। তাহাও সেই অসুরগণের পাপ নষ্ট করিয়া নিরতিশয় স্বর্গসুখ প্রাপ্তিদ্বারা তাহাদের পরমোপকার করিয়াছিলেন, এভি ইতি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। এই অসুরগণ নিহত হইলে জগৎ সুখী হইল। এখানে তথা শব্দের অর্থ এবং। এই অসুরগণ, ইহার ফলে চিরদিনের জন্য নরকভোগপ্রদ পাপানুষ্ঠান আর না করে। ইহা নিশ্চয় জানিয়া দেবী যুদ্ধে সর্বশত্রুকে নিধন করিয়াছিলেন যদি তাহাই হয়, তবে ইচ্ছাময়ী হইয়াই ইচ্ছামাত্রই তাহাদিগকে নাশ করিলেন না কেন? ইহা যদি বল, সেজন্য বলিতেছেন, ইহারা সম্মুখ সমরে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করুক। অতএব দেবী তাহাদের প্রতি অধিক কৃপা প্রদর্শন করিলেন, ইহাই ভাবার্থ। হে প্রকাশরূপা মহাদেবি, অথবা হে অতি উদারচরিতে, তুমি নিধনদ্বারাও শত্রুদের পরম মঙ্গল সাধন কর।১৮

যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা পুষ্টির জন্য বলিতেছেন, দৃষ্টৈব ইতি শ্লোকে। তুমি দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অসুরকে কি ভস্ম করিতে পারিতে না? অথবা তাহাদিগকে সেইরূপ যমসদৃশ দেখিয়া কি ভস্মপ্রায় করিতে পারিতে না? প্রশ্ন হইতে পারে, এইরূপ হইলে কি চেষ্টা-প্রসূত শস্ত্রাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অসুরদের স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইত? সেজন্য বলিতেছেন, অরিষু ইতি। তাহা হইলেও তুমি অসুরগণের প্রতি যে শরক্ষেপণ কর, তাহাতে এই রিপুগণও তোমার শস্ত্রদ্বারা পবিত্র হইয়া স্বর্গাদিলোকে গমন করুক। লোকান্ পদে বহুবচন স্বর্গাদিলোকেব বহুত্ব সূচিত। শস্ত্র পদে যুদ্ধ সাধন মাত্র উক্ত হইয়াছে, খড়্গাদি নয়। এই প্রকারে রিপুগণের প্রতি তোমার মতি অতি দয়ার্দ্র সূচিত হইতেছে। অতএব নিগ্রহ-অনুগ্রহ লক্ষণ বৈষম্য, সকলের জননীরূপা তোমাতে নাই। অসুর নাশ তোমার দৃষ্টিমাত্রই সিদ্ধ হইতে পারিত। তাহাদের প্রতি তোমার শস্ত্রনিক্ষেপ উপকার হেতুই, ইহাই ভাবার্থ।১৯

পুনরায় অসুরগণের অসাধুপ্রবৃত্তি বলিতেছেন, খড়্গোতি শ্লোকে। খড়্গোৎব

কান্তি সমূহ, তাহার বিস্ফূরণ দ্বারা, তাহা কিরূপ অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং শূলের অগ্রভাগের কান্তিসমূহের দ্বারা যে অসুরগণের দৃষ্টি বিনষ্ট হয় নাই, তাহা অতীব আশ্চর্য। তাহারা কি করিয়াছিল? তোমার সুমনোহর মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছিল বলিয়া। কিরূপ? পূর্ণচন্দ্রের কিরণশালি প্রভাসংযুক্ত বদনমণ্ডল। অথবা তোমার মুখের অতিশয় স্নিগ্ধতা নিমিত্ত তাহাদের দৃষ্টি নষ্ট হয় নাই। তাহার হেতু, তোমার চন্দ্রকিরণ সমন্বিত মুখমণ্ডল অবলোকনের ফলে অসুরগণের দৃষ্টি খড়্গাদি শস্ত্রসকলের প্রভাসমূহ দ্বারা উগ্রতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহাদ্বারা দেবীরবদন দর্শন হেতু চক্ষুর স্নিগ্ধতা প্রাপ্তি নিমিত্ত জ্বালা উৎপাদন করে নাই, ইহা দেবীমুখের মাহাত্ম্য।২০

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥২১
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রু ভয় কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥২২
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত—
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥২৩
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥২৪

অন্বয়। দেবি, দুর্বৃত্ত-বৃত্ত-শমনং তব শীলং তথা এতৎ রূপং অন্যৈঃ অতুলম্ অবিচিন্ত্যম্ [তব] বীর্যং চ হৃত-দেব-পরাক্রমাণাং হন্তৃ, বৈরিষু অপি ইত্থম্ দয়া ত্বয়া এব প্রকটিতা।২১

দেবি, তে অস্য পরাক্রমস্য কেন উপমা ভবতু চ শত্রু ভয়কারি অতিহারি রূপং কুত্র? বর-দে, চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা চ ভুবন-ত্রয়ে অপি ত্বয়ি এব দৃষ্টা।২২

ত্বয়া রিপু-নাশনেন এতৎ অখিলং ত্রৈলোক্যম্ ত্রাতং। সমর মূর্ধনি হত্বা তে রিপুগণাঃ অপি দিবং নীতাঃ। অস্মাকম্ উন্মদ-সুর অরি ভবং ভয়ম্ অপি অপাস্তম্। তে নমঃ।২৩

দেবি, নঃ শূলেন পাহি চ অম্বিকে, খড়্গেন পাহি। ঘণ্টাস্বনেন চাপ-জ্যা নিঃস্বনেন চ নঃ পাহি।২৪

শ্লোকার্থ। দেবি দুর্বৃত্তগণের দুষ্টপ্রবৃত্তি দমনই আপনার স্বভাব। আপনার সৌন্দর্য অনুপম ও অচিন্তনীয়। আপনার অসীম বীর্য দেবগণের শক্তি হরণকারী অসুরগণের নাশক। আপনিই একমাত্র শত্রুগণের প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ করেন।২১

দেবি, অন্য আর কাহার সহিত আপনার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে? আপনার সৌন্দর্য সদৃশ শত্রু ভীতিজনক অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যই বা কাহার আছে? বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই পরিদৃষ্ট হয়।২২

দেবি, আপনি শত্রুনাশ করিয়া নিখিল ত্রিভুবনকে রক্ষা করিলেন। সেই শত্রুগণও আপনার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করিল। উদ্ধত অসুরগণ হইতে আমাদের ভয়ও আপনি দূর করিলেন। আপনাকে প্রণাম।২৩

দেবি, আমাদিগকে শূলের দ্বারা রক্ষা করুন। অম্বিকে, আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা রক্ষা করুন। জননি আমাদিগকে ঘণ্টাশব্দ এবং ধনুষ্টঙ্কার দ্বারাও রক্ষা করুন।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শীলাদেরচিন্ত্যমাহঃ। দুর্বৃত্তেতি। হে দেবি, তব শীলম্ অবিচিন্ত্যমেব বুদ্ধিমনসোরগোচরমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং দুর্বৃত্তাঃ দুঃস্বভাবা যে অসুরাদয়ঃ তেষাং বৃত্তস্য তথাভূতচরিত্রস্য শমনং নাশকং যদতিদুর্বৃত্তানপি কৃপয়া সুবৃত্তান্ করোষি তদতিমহত্ত্বাদচিন্ত্যমেব। তথা তব এতৎ পুরোবর্ত্ত্যপি রূপম্ অচিন্ত্যম্। তথা বীর্যং বলঞ্চ অচিন্ত্যং, তত্র হেতুঃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং হৃতা অপনীতাঃ দেবানাং পরাক্রমা যৈঃ তে অসুরা ইত্যর্থঃ। তেষাং হন্তৃ, নাশকম্ অতএব সর্বাতিশয়িত্বাৎ এতাবদিতি পরিচ্ছেত্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। তে তব দয়াপি অচিন্ত্যা, কুত ইত্যত আহঃ ইত্থং পূর্বোক্ত প্রকারেণ যতো বৈরিষ্বপি প্রকটিতা প্রকাশিতা। নিগ্রাহ্যবিষয়ে-হনুগ্রহলক্ষণা দয়া তু অচিন্ত্যৈবেত্যর্থঃ বিষ্ণাবিনোদস্তু তব শীলং দুর্জনচেষ্টাখণ্ডনং রূপং সৌন্দর্যং অন্যৈরতুলং এতদস্মাভির্দৃষ্টং পরিচ্ছিন্নমপি তথা বীর্যং অসুরাণাং হন্তৃ, ইত্থমনেন প্রকারেণ ত্বয়া বৈরিষ্বপি দয়া প্রকটিতেতি ব্যাচকার।২১

পরাক্রমাদীনামনুপমত্বমাহুঃ। কেনেতি। হে দেবি, তে তব অস্য পরাক্রমস্য মহিষাসুরনাশে প্রকটীভূতস্য উদ্যমস্য তেজসো বা কেন সহ উপমা ভবতু? অপি তু ন কেনাপীত্যর্থঃ; যথা যতোঽস্য ইদৃগ্বিধস্তুল্যস্তেত্যর্থঃ। তব রূপং সৌন্দর্যঞ্চ কুত্র? ত্বাং বিনা নাস্তত্রেত্যর্থঃ এতেন সৌন্দর্যমপ্যতুল্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ শত্রুভয়কারি শত্রুণাং ভয়জননশীলম্, অথচ অতিহারি অতিমনোহরঞ্চ ভয়জনকত্বাতিমনোহরত্বয়োরেকাধিকরণবৃত্ত্যভাবাদন্যত্র কুত্রাপি নৈবংবিধং রূপং, কিন্তু ত্বয্যেব সর্বশক্তিময়ত্বাত্তবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ চিত্তে মনসি কৃপা পরদুঃখাপহরণেচ্ছা, সমরনিষ্ঠুরতা যুদ্ধে নির্দ্দয়প্রহারিত্বঞ্চ ভুবনত্রয়েঽপি ভুবনত্রয়মধ্যে ত্বয্যেব দৃষ্টা, নান্যত্রেত্যর্থঃ পরদুঃখহারিত্ব-ক্রূরকারিত্বয়োরেকাধিকরণবৃত্ত্যভাবাৎ। হে বরদে অভীষ্ট পদে।২২

একেনৈব কর্ম্মণা শত্রুমিত্রোপকারং দর্শয়ন্তঃ স্তুবন্তি। ত্রৈলোক্যমিতি। রিপুনাশনেন শত্রুমারনেন এতদখিলং সমগ্রং ত্রৈলোক্যং ত্বয়া ত্রাতং পালিতং সমরমূর্দ্ধনি সংগ্রামমধ্যে হত্বা তে রিপুগণা অপি দিবং যথোক্তলোকং নীতাঃ প্রাপিতাঃ অস্মাকমপি উন্মদসুরারিভবং উন্মদা উদ্ধতা যে সুরারয়ো দৈত্যাঃ তেভ্যো ভবং জাতং যদ্ভয়ং তৎ অপাস্তং খণ্ডিতম্। এবং সর্বোপকারকরণশীলায়াং ত্বয়ি প্রত্যুপকারাসম্ভবাৎ কেবলং তে তুভ্যং নমঃ নমনং কুর্ম ইতি অর্থঃ।২৩

যদযৎ স্তুতৌ প্রস্তুবন্তি স্বরূপং সকলং হিত তৎ। ইতি স্তুতিং ন পশ্যন্তো যাচন্তে স্ববলং সুরাঃ। প্রার্থনাসমুচ্চয়মাহুঃ শূলেনেত্যাদিভিঃ চতুর্ভিঃ। শূলেনেতি। হে দেবি, নোঽস্মান্ শূলেন পাহি রক্ষ। হে অম্বিকে জননি, খড়্গেন চ পাহি। তথা ঘণ্টাস্বনেন ঘণ্টাধ্বনিনা নোঽস্মান্ পাহি। চাপজ্যানিঃস্বনেন চাপারূঢ়জ্যাটংকারেণ চ পাহি।২৪

টীকার্থ। দেবীর চরিত্র অচিন্তনীয়, সে জন্য বলিতেছেন, দুর্বৃত্ত ইতি শ্লোক। হে দেবি, তোমার স্বভাব, অবিচিন্ত্য, বুদ্ধি ও মনের অগোচর। তাহার হেতু, দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট যে অসুরাদি, তাহাদের তদ্রূপ চরিত্রের নাশক তুমি। সেহেতু অতিদুর্বৃত্তকে তুমি কৃপাদ্বারা সুবৃত্ত, শিষ্ট কর। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, দেবী অতীব অচিন্ত্য। তদীয়া অগ্রবর্তীরূপও অচিন্ত্য। তথা বীর্য, বলও অচিন্ত্য, তাহার হেতু দেবতাদের পরাক্রম যে অসুরগণ অপহরণ করিয়াছে, তাহাদের তুমি বিনাশক। অতএব এই পর্যন্ত তোমার সর্বাতিশয়িত্ব কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। তোমার দয়াও অচিন্ত্য। কোথায়?

সেজন্য বলিতেছেন, এইরূপ পূর্বোক্তপ্রকারে শত্রুগণকেও তুমি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। অগ্রাহ্য বিষয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শনরূপ তোমার দয়াও অচিন্ত্য।২১

পরাক্রমাদির অতুলনীয়তা বলিতেছেন, কেন ইতি শ্লোকে। হে দেবি, তোমার এই পরাক্রমের, মহিষাসুর নাশে প্রকটিত উদ্যমের বা তেজের উপমা কাহার সহিত হইতে পারে? অর্থাৎ কাহারও সহিত উপমা হইতে পারে না। অথবা এবম্বিধ অতুলনীয়, সৌন্দর্যই বা আর কাহার আছে? তুমি ব্যতীত আর অন্য কাহারও নাই। ইহাদ্বারা তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য প্রতিপাদিত। তাহার হেতু, তুমি শত্রুদের ভয়জনক অথচ অতি মনোহর। ভয়জনকত্ব ও অতিমনোহরত্বের মধ্যে একাধিকরণবৃত্তি অভাবহেতু অন্য কোথাও এবম্বিধ রূপ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা কেবল তোমাতেই দৃষ্ট হয়। তুমি সর্বশক্তিময়ী, ইহাই তাৎপর্য। কিংবা মনে পরদুঃখহরণের ইচ্ছারূপ কৃপা এবং যুদ্ধে সমরনিষ্ঠুরতা, নির্দয়ভাবে প্রহার, ত্রিভুবনে কেবল তোমাতেই দৃষ্ট হয়, আর অন্য কোথাও হয় না। পরদুঃখহারিত্ব ও ক্রূরকারিত্বের মধ্যে একাধিকরণবৃত্তির অভাবহেতু। হে বরদে, অভীষ্টপ্রদে।২০

এক কর্ম দ্বারা শত্রু ও মিত্র উভয়ের উপকার দেখাইতেছেন, ত্রৈলোক্য ইতি শ্লোকে। শত্রু বিনাশদ্বারা সমগ্র ত্রিলোক পালন করিয়াছ, সংগ্রামের মধ্যে শত্রুগণকে হত্যা করিয়া তাহাদিগকেও দিব্য লোক প্রাপ্ত করাইয়াছ। উদ্ধত দেবশত্রু দৈত্য হইতে জাত আমাদের ভয় নষ্ট করিয়াছ। এইরূপ সর্বপ্রকার উপকারকরণশীলা তুমি, তোমাকে আমাদের পক্ষ হইতে কোন প্রত্যপকারের অসম্ভবতার জন্য আমরা তোমাকে সভক্তি প্রণাম করি।২৩

তোমাকে যাহা যাহা স্তুতি করিলাম, স্বরূপতঃ তুমি তাহাই। দেবগণ স্তুতির স্বরূপকে দেখিতে না পাইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা সমূহ বলিতেছেন, শূলেন ইতি শ্লোক হইতে চারি শ্লোকে। হে দেবি, শূলদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জননি, খড়্গ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর এবং ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। ধনুকে আরোপিত জ্যা শব্দ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।২৪

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চত্তোরস্যাং তথেশ্বরি॥২৫

সৌম্যাণি যানি রূপানি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থ ঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥২৬
খড়্গ শূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥২৭

অন্বয়। চণ্ডিকে, আত্ম-শূলস্য ভ্রামণেন [নঃ] প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং দক্ষিণে চ ঈশ্বরি, তথা উত্তরস্যাং রক্ষ ।২৫

তে যানি সৌম্যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি, যানি চ অত্যর্থ ঘোরাণি তৈঃ অস্মান্ তথা ভুবম্ রক্ষ ।২৬

অম্বিকে, তে করপল্লব-সঙ্গীনি খড্গ-শূল-গদা-আদীনি যানি অস্ত্রাণি [সন্তি] তৈঃ অস্মান্ সর্বতঃ রক্ষ ।২৭

শ্লোকার্থ। হে চণ্ডিকে, হে ঈশ্বরি, আপনার-শূল-সঞ্চালনের দ্বারা আমাদিগকে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে রক্ষা করুন ।২৫

দেবি, ত্রিভুবনে আপনার যে-সকল সৃষ্টিস্থিতিকারিণী সৌম্য-মূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেইসকল দ্বারা আমাদিগকে ও সমস্ত জগৎবাসীকে রক্ষা করুন ।২৬

অম্বিকে, আপনার করপল্লবে খড্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় দ্বারা আমাদিগকে সর্বত্র রক্ষা করুন ।২৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। প্রাচ্যামিতি। হে চণ্ডিকে, আত্মশূলস্য ভ্রামণেন ভ্রমণেন, প্রাচ্যাং পূর্বস্যাং দিশি, প্রতীচ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি, দক্ষিণে দক্ষিণস্যাং দিশি, উত্তরস্যাম্ উদীচ্যাং দিশি প্রাচ্যাদিষু দিক্ষু রক্ষ। হে ঈশ্বরি সর্বনিয়ন্ত্রি ।২৫

সৌম্যানীতি। ত্রৈলোক্যে তব যানি সৌম্যানি অত্যাহ্লাদকানি, যানি চ অত্যর্থঘোরাণি অতিভয়ঙ্করাণি রূপাণি মূর্তয়ঃ বিচরন্তি প্রচরন্তি, তৈঃ রূপৈঃ অস্মান্ তথা ভুবং পৃথিবীঞ্চ তাৎস্থ্যাৎ পৃথিবীস্থিতান্ মানুষাদীন্ রক্ষ। ভূপদেন পাতালানামপি গ্রহণং রক্ষ ।২৬

খড়্গেতি। হে অম্বিকে, খড়্গশূলগদাদীনি তে তব যান্যস্ত্রানি চ, তৈরস্ত্রৈঃ অস্মান্ সর্বতঃ সর্বেভ্যঃ সর্বত্র বা রক্ষ। কীদৃশানি? করা এব পল্লবাঃ অতিমনোজ্ঞত্বাৎ তৈঃ সঙ্গঃ সংসর্গো যেষামস্তি তানি ।২৭

টীকার্থ। প্রাচ্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে চণ্ডিকে, আপনি স্বীয় শূল ভ্রামিত করিয়া আমাদিগকে পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, দক্ষিণদিকে ও

উত্তরাদিকে (পূর্বাদি দশ দিকে) রক্ষা করুন। হে ঈশ্বরি, আপনি দেবাসুরের নিয়ন্ত্রী।২৫

সৌম্যেন ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। ত্রিলোকে আপনার যে সমস্ত অতি আহ্লাদজনক রূপ বিদ্যমান এবং যে সমস্ত অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি বিরাজমান, সেই সমস্ত রূপদ্বারা আমাদিগকে তথা পৃথিবীবাসী মনুষ্যগণকে এবং পাতালবাসীগণকেও রক্ষা করুন।২৬

খড়্গা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে অম্বিকে' খড়্গ, শূল, গদা প্রভৃতি আপনার হাতে যে সমস্ত অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় দ্বারা আমাদিগকে সমস্তদিকে, দশদিকে রক্ষা করুন। কিরূপ সেই সকল অস্ত্র? আপনার করপল্লবে যে অস্ত্রসমূহ শোভনার্থ সংযুক্ত আছে।২৭

ঋষিরুবাচ।২৮
এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥২৯
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈঃ সুধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥৩০
দেব্যুবাচ।৩১
ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্॥৩২

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ, সুরৈঃ এবং স্তুতা নন্দন উদ্ভবৈঃ দিব্যৈঃ কুসুমৈঃ তথা গন্ধ-অনুলেপনৈঃ অর্চিতা সমস্তৈঃ ত্রি-দশৈঃ ভক্ত্যা দিব্যৈঃ ধূপৈঃ সু-ধূপিতা জগতাং ধাত্রী প্রসাদ-সু-মুখী প্রণতান্ সমস্তান্ সুরান্ প্রাহ।২৮-৩০

দেবী উবাচ, সর্বে ত্রি-দশাঃ অস্মত্তঃ।[ভবদ্ভিঃ] যৎ অভিবাঞ্ছিতম্ [তৎ] ব্রিয়তাং অহম এভিঃ স্তবৈঃ সু পূজিতা অতি প্রীত্যা দদামি।৩১-৩২

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, জগদ্ধাত্রীকে এইরূপে দেবগণ স্তব করিলেন এবং দেবোদ্যানজাত পারিজাতাদি দিব্যপুষ্প এবং কুঙ্কুমাদি দিব্য সুগন্ধ, অনুরাগ ও মনোজ্ঞ ধূপাদি দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তির সহিত পূজা করিলেন। তখন চণ্ডীদেবী প্রসন্নবদনে প্রণত দেবগণকে বলিলেন।২৮-৩০

দেবী বলিলেন, হে অমরগণ, আমার নিকট তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় আছে, তাহা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের স্তবসমূহ দ্বারা সুপূজিতা হইয়া অতিশয় প্রসন্না হইয়াছি। তোমাদিগকে অভীষ্ট বরপ্রদান করিব।৩১-৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ। উপসংহরতি এবমিতি দ্বাভ্যাম্। সুরৈর্দ্দেবৈঃ এবমুক্তপ্রকারেণ স্তুতা সতী অর্থাদ্দেবীত্যূহ্যম্ বিশেষণাম্বয়াৎ যদুক্তং ত্রিধৈব জায়তে কর্ত্তা বিশেষণ প্রতিক্রিয়ম্। যোগ্যত্ব প্রতিসিদ্ধত্ববিশেষণপদা-ম্বয়ৈরিতি। তান্ সমস্তান্ সুরান্ প্রাহতথাদিব্যৈর্মনোরমৈঃ নন্দনোদ্ভবৈঃ নন্দন-বনজাতৈঃ কুসুমৈরর্চ্চিতা পূজিতা, তথা গন্ধানুলেপনৈশ্চ অর্চিতা গন্ধঃ শ্রীবাসাদিঃ, অনুলেপনানি শ্রীখণ্ডদ্রব্যাদীনি। যদ্বা "ঘৃষ্টো মলয়জো গন্ধঃ" ইতি বৈদিকমন্ত্র-কৌমুদীব্যাখ্যানাং গন্ধো মলয়জ পঙ্কঃ, যদ্বা "চন্দন অগুরু কর্পূর চোর কুংকুম রোচনাঃ। জটামাংসীকপিযুতা শক্তের্গন্ধাষ্টকং বিদুঃ" ইতি আগমোক্তো গন্ধাষ্টক-রূপো গন্ধঃ; তত্র চোরং কৃষ্ণশঠী কপির্গাঠ্যালা ইতি খ্যাতঃ, অনুলেপনং কুংকুমাদি তথা ভক্ত্যা সমস্তৈঃ ত্রিদশৈর্দ্দেবৈর্দিব্যৈর্ধূপৈঃ কালাগুর্বাদিভির্ধূপিতা (তর্পিতা) সতী সমস্তান্ সুবান্ প্রাহ ইত্যুত্তরেণাম্বয়ঃ। কীদৃশী? জগতাং ধাত্রী পোষয়িত্রী, আধারভূতা বা। প্রসাদসুমুখী প্রসাদেন প্রসন্নতয়া সুমুখী, প্রসাদায় অভিমুখীতি বা। কিম্ভুতান্? প্রণতান্ নম্রান্ অত্র সুরৈরিতি ত্রিদশৈরিতি চোভয়োরুপাদানাৎ ত্রিদশৈরিতি বিশেষণং বাচ্যং; দশ চ দশ চ দশ চ দশ, ত্রিভিরধিকা দশ এষামিতি "কচিদন্তত্রাপী" তি ডঃ সমাসান্তঃ, ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যৈ রিত্যর্থঃ; যদ্বা সুরৈরিত্যস্মাৎ পূর্বমকারো দ্রষ্টব্যঃ—অসুরৈঃ অসূন্ প্রাণান্ রান্তি আদদতে অসুরাঃ, পূর্বং মহিষাসুরপীডিতত্বাৎ মৃতা ইব আসন্, ইদানীং শত্রুনাশস্বাবিকার-প্রাপ্তিভ্যাং সপ্রাণা ইবেত্যর্থঃ, তৈঃ। যদ্বা পৃথগ্বাক্যং, যথা—এবং প্রকারেণ সুরৈঃ স্তুতা ইত্যেকং ত্রিদশৈরিত্যাদ্যেকঞ্চ ।২৯-৩০

দেব্যুবাচ ।৩১

কিং প্রাহেত্যাহ। ব্রিয়তামিতি, হে সর্বে সমগ্রাঃ ত্রিদশা দেবাঃ, যৎ অভিবাঞ্ছিত, ভবতামভীষ্টং, তদস্মত্তো ব্রিয়তাং প্রার্থ্যতাম্ (অর্দ্ধ পদ্যমেতৎ। এতদনন্তরং কেচিদন্যদর্দ্ধপদ্যং "দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা" ইতি পঠন্তি, তদনর্থং; মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ, কেনাপি টীকাকৃতা অব্যাখ্যাতত্বাচ্চ ।৩২

টীকার্থ। ঋষি বললেন। দুই শ্লোকদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। দেবগণ-দ্বারা উক্তরূপে স্তুত হইয়া দেবী অতি মনোরম নন্দনবনজাত পুষ্পদ্বারা পূজিতা হইয়া, দিব্য গন্ধে৬৭ অর্চিতা হইয়া, এবং ভক্তিভরে দেবতাগণ কর্তৃক কালা অগুরু৬৮ আদি দিব্য ধূপ দ্বারা তর্পিতা হইয়া দেবতাগণকে বলিলেন। দেবী কিরূপ? জগৎপালয়িত্রী অথবা জগতের আধারস্বরূপা। প্রসন্নতা হেতু তিনি সুমুখী। অথবা প্রসন্নতানিমিত্ত তিনি অভিমুখ। দেবগণ কিরূপ? প্রণত,

নম্র। এখানে সুরৈ এবং ত্রিদশৈ উভয়ের উপাদান হেতু ত্রিদশ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। দশ দশ দশ এবং দশ, তিনের অধিক দশ এইগুলিকে কোথাও অন্যত্র ও ইহা 'ডঃ সমাসান্ত হয়।' তেত্রিশ কোটি সংখ্যা, ইহার অর্থ হয়। অথবা সুটর ইতি অস্মাৎ পূর্ব অকার দ্রষ্টব্য। অসুরৈ, অসূন্, প্রাণসমূহকে রাস্তি, গ্রহণ করে যাহারা, তাহারা অসুর। পূর্বকালে মহিষাসুরের নির্যাতনে দেবগণ মৃতবৎ ছিলেন। ইদানীং শত্রুনাশ ও স্ব স্ব অধিকার পুনঃ প্রাপ্তিহেতু জীবিততুল্য হইলেন, ইহাই অর্থ। তাহাদের দ্বারা, অথবা পৃথকবাক্য, যথা, এই প্রকারে দেবগণ দ্বারা স্তুতা এবং ত্রিদশগণদ্বারা দেবী অর্চিতা হইয়াছিলেন।২৮-৩০

দেবী বলিলেন। কি বলিলেন, তাহাই ব্রিয়তামিতি শ্লোকে বলিতেছেন। হে দেবগণ, যাহা তোমাদের অভীষ্ট আছে, তাহা আমার নিকট প্রার্থনা কর। ইহা অর্দ্ধশ্লোক। ইহার পর কেহ কেহ আমি তোমাদের স্তবদ্বারা সুপূজিতা হইয়া অতি প্রীতির সহিত বর দিতেছি, ইহা পাঠ করেন। ইহা অসঙ্গত। যেহেতু মূল সংহিতায় ইহা নাই এবং কোনও টীকাকার কর্তৃকও ব্যাখ্যাত হয় নাই।৩১-৩২

টিপ্পনী। ৬৭. গন্ধ—কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন ও কর্পূর এই পাঁচটি মহাসুগন্ধ। শ্রীবাস, অনুলেপন, শ্রীখণ্ড দ্রব্যাদি; অথবা ঘৃষ্টচন্দন-গন্ধ, ইহা বৈদিক। মন্ত্রকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে, গন্ধ-চন্দন। অথবা চন্দন, অগুরু, কর্পূর, চোর, কুঙ্কুম, রোচনা, জটামাংসী ও কপিযুতা এই আটটি গন্ধ জানিবে। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, গন্ধরূপ গন্ধ, চোর-কৃষ্ণশঠী, কপি-গাব্যোলা, অনুলেপন কুঙ্কুমাদি।

৬৮ কালাগুরু অর্থে কৃষ্ণবর্ণসুগন্ধি বিশেষ, যাহা পুরাকালে দেবপূজায় ব্যবহৃত হইত।

দেবা উচুঃ।৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ।।৩৪

যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ।

যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি ।।৩৫

সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।

যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে ।।৩৬

তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদি সম্পদাম্ ।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে ॥৩৭

অন্বয় । দেবাঃ উচুঃ । যৎ ভগবত্যা অস্মাকং শত্রুঃ অয়ং মহিষাসুরঃ নিহতঃ । সর্বং কৃতং, কিঞ্চিৎ ন অবশিষ্যতে ।৩৩-৩৫

মহা-ঈশ্বরি, যদি বা অপি ত্বয়া অস্মাকং বরঃ দেয়ঃ ত্বং সংস্মৃতা সংস্মৃতা নঃ পরম-আপদঃ হিংসেথাঃ ।৩৫-৩৬

অমল-আননে, যঃ চ মর্ত্যঃ এভিঃ স্তবৈঃ ত্বাং স্তোষ্যতি অম্বিকে, অস্মৎ-প্রসন্না ত্বং সর্বদা তস্য বিত্ত-ঋদ্ধি-বিভবৈঃ ধন-দার আদি-সম্পদাং বৃদ্ধয়ে ভবেথাঃ ।৩৬-৩৭

শ্লোকার্থ । দেবগণ বলিলেন, হে ভগবতি, আপনি আমাদের এই শত্রু মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন । ইহাতেই সমস্ত নিষ্পাদিত হইয়াছে , আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ।৩০-৩৫

হে মহেশ্বরি, যদ্যপি আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার চরণে এই প্রার্থনা করি যে, যখনই আমরা আপনাকে স্মরণ করিব, তখনই আপনি আবির্ভূ‌তা হইয়া আমাদের ঘোর বিপদ সমূহ নাশ করিবেন ।৩৫-৩৬

(দেবীর পুনঃ পুনঃ স্মরণে সকল দুঃখ দূর হয় এবং বহুজন্মের সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় ।)

হে অমলাননা দেবি, যে মানব এই সকল স্তব দ্বারা আপনার স্তব করিবে, দেবি আমাদের প্রতি প্রসন্না, আপনি তাহার বিবেক, ঋদ্ধি, বিভবাদি ধনসম্পদ ও স্ত্রী পুত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন ।৩৬-৩৭

[দেবীর কৃপায় ঐহিক অভ্যুদয় ও পারত্রিক মুক্তি উভয়ই লাভ হয় ।]

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা । দেবা উচুঃ ।৩৩

ভগবত্যেতি । ভগবত্যা অচিন্ত্যৈশ্বর্যশালিন্যা ত্বয়া অস্মাকং সর্বং কৃতং নিষ্পাদিতম্, কিঞ্চিদপি ন অবশিষ্যতে অবশিষ্টং নাস্তীতি যাবৎ । যৎ যস্মাৎ অয়ং মহিষাসুরো নিহতঃ । কীদৃক্ ? অস্মাকং শত্রুঃ শাতয়িতা নাশক ইতি যাবৎ তন্নাশেন প্রাণদানাৎ সর্বমেব দত্তমিতি ভাবঃ ৩৪

অতিপ্রসন্নতয়া তথাপি বরৈশ্ছন্দয়ন্তীমাহুঃ । যদীতি । অপীতি নিশ্চয়ে, যদি বেতি বাক্যান্তরে যদ্যপি হে মহেশ্বরি, ত্বয়া অস্মাকং সম্বন্ধে বরো দেয়ঃ অবশ্যং

দাতব্যঃ, তদা ত্বং সংস্মৃতা সতী স্মরণসময়ে ইতি তাৎপর্যম্। অত্র বীপ্সয়াঃ পুনঃ পুনর্বিপন্নাশঃ কর্তব্য ইত্যুক্তং পরমাপদো মহাবিপত্তীঃ হিংসেথাঃ নাশয়িষ্যসি। যদ্বা পরমাঃ নিরতিশয়াঃ আপদো যেভ্যঃ পরমাপদো রিপবঃ তান্ আত্মনেপদং বিকরণঞ্চার্যম। প্রতিবিধানান্তরমন্ত্রৈঃ কৃতমপ্যরমণীয়ত্বাদুপেক্ষিতং ঋষিবাক্যে অনুপযুক্তত্বাচ্চ।৩৫ জগদুপকারার্থং বরান্তরং প্রার্থয়মান' আহুঃ সার্দ্ধেন। যশ্চেতি। হে অমলাননে নির্মলমুখি প্রসাদসুমুখীতি যাবৎ, যো মর্ত্ত্যো মনুষ্যঃ এভিরস্মৎকৃতৈঃ স্তবৈস্ত্বাং স্তোষ্যতি, তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈঃ সহ ধনদারাদিসম্পদাং বৃদ্ধয়ে উপচয়ার্থং সর্বদা ভবেথাঃ আত্মনেপদমার্ষং, ভূ প্রাপ্তাবিত্যস্য যুজাদেরনেকার্থত্বাদ্বা। ভূপ্রাপ্তাবাত্মনেপদী গাবর্ণৌ চ সম্বন্ধঃ সংবধ্যতে ইতি স্মরণাৎ। বিত্তং সুবর্ণাদিজ্ঞানমিতি কেচিৎ, তস্য ঋদ্ধিঃ প্রাচুর্য্যং বিভব ঐশ্বর্যং, যদ্বা বিশিষ্টং ভবনং বিভবঃ পুত্রাদ্যুৎপত্তিঃ; ধনং গোমহিষাদি দারাঃ স্ত্রিয়ঃ; আদিনা পুত্রপৌত্রাদিঃ পক্ষান্তরে ভৃত্যাদিঃ, আদিনা ত এব সম্পদঃ; যদ্বা সম্পৎ রাষ্ট্রাশ্বহস্ত্যাদিঃ, তাসাং বৃদ্ধিঃ নিরন্তর প্রবৃত্তিস্তদর্থম্। ত্বং কীদৃশী? অস্মৎপ্রসন্না যতোঽস্মাসু সানুগ্রহা। যদ্বা সর্বং দদাতীতি সর্বদা, যতস্ত্বং সকলদাত্রী।৩৬-৩৭

টীকার্থ। দেবগণ বলিলেন।৩৩

ভগবত্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবতী, অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী তুমি, আমাদের সমস্ত কিছু অভীষ্ট পূরণ করিয়াছ। আর কোন অভীষ্ট প্রার্থনীয় নাই, যে হেতু মহিষাসুর নিহত হইয়াছে। সে কিরূপ? আমাদের মহাবৈরী, মহাশত্রু। আমাদেব অভীষ্টনাশক মহাশত্রু প্রাণত্যাগ করায় আমাদের সর্বকাম সিদ্ধ হইয়াছে।৩৪

অতিশয় প্রসন্নতাহেতু তথাপি বরদ্বারা তাহার সামঞ্জস্য বিধানার্থ বলিতেছেন, যদীতি শ্লোকে। অপি নিশ্চয়ে, বা বাক্যান্তরে প্রয়োগ হইয়াছে। যদ্যপি হে মহেশ্বরি, তুমি যদি আমাদিগকে বরদানে সম্মতা হও, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন তোমাকে স্মরণ করিলে আমাদের সমস্ত বিপত্তি দূরীভূত হয়। তোমার স্মরণ সময়ে এখানে 'বীপ্সা', পুনঃ পুনঃ বিপদ সমুপস্থিত হইলে নাশ করিবে। অথবা নিরতিশয় আপদ যাহাদের নিকট হইতে আসিবে, সেই শত্রুগণকে নাশ করিবে। আত্মনেপদ বিকরণে আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে।৩৫

জগতের উপকারের জন্য অন্যবর প্রার্থনাকারী দেবগণ, যশ্চ ইতি অর্ধশ্লোকে বলিলেন। হে নির্মলবদনে, প্রসন্নতাদ্বারা যাহার মুখ সুন্দর হইয়াছে, যে মনুষ্য

আমাদের কৃত এই স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, তাহার ঐশ্বর্যের সহিত অর্থ, স্ত্রী ও পুত্রাদি বৃদ্ধি সাধন প্রাপ্তির জন্য সর্বদা চেষ্টিত হইবে। আত্মনেপদ আর্ষ প্রয়োগে হইয়াছে। যুজাদি ধাতুর অনেক অর্থ থাকায় ভূ ধাতু প্রাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত। বৃত্তি-শাস্ত্রে আছে, 'ভূ' ধাতু প্রাপ্তি অর্থে আত্মনেপদ হয়। "নাবানেষ্ট চ সম্বন্ধ সম্বধ্যতে"। বিত্ত, সুবর্ণাদি জ্ঞান, তাহার ঋদ্ধি (প্রাচুর্য)। বিভব, ঐশ্বর্য অথবা বিশিষ্ট ভবন। বিভব, পুত্রাদি উৎপত্তি; ধন-গো-মহিষাদি, দারা; স্ত্রী; আদি পদে ভৃত্যাদি তাহারাই সম্পদ। অথবা সম্পদ, রাষ্ট্রের অশ্ব, হস্তী আদি, তাহাদের বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা, ইহাই অর্থ। তুমি আমাদের প্রতি কিরূপ প্রসন্না? অনুগ্রহকারিণী অথবা সকল অভীষ্ট দান করেন যে, তিনি সর্বদাত্রী।৩৬-৩৭

ঋষিরুবাচ।৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥৩৯
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয় হিতৈষিণী ॥৪০
পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাঽভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৪১
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎকথয়ামি তে ॥৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতির্নাম-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ—নৃপ [সুরথ] ইতি দেবৈঃ আত্মনঃ তথা জগতঃ অর্থে প্রসাদিতা ভদ্রকালী [ভদ্রং কলয়তি, বর্ধয়তি] তথা ইতি উক্ত্বা অন্তর্হিতা বভূব।৩৮-৩৯

ভূপ, সা দেবী জগৎ-ত্রয়-হিতৈষিণী পুরা যথা দেব-শরীরেভ্যঃ সম্ভূতা এতৎ ইতি কথিতং।৪০

পুনঃ চ দুষ্ট-দৈত্যানাং তথা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ বধায় লোকানাং চ রক্ষণায়

দেবানাম্ উপকারিণী সা গৌরী-দেহা যথা সমুদ্ভূতা অভবৎ তে যথাবৎ কথয়ামি ময়া আখ্যাতং তৎ শৃণুষ্ব ।৪১-৪২

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, হে নরপতি সুরথ, এইরূপে দেবগণ নিজেদের ও জগতের কল্যাণের জন্য দেবীকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্না করিলে, ভদ্রকালী 'তাহাই হউক' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ।৩৮-৩৯

(দেবী দেবগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ।)

হে নরপতি, ত্রিজগতের কল্যাণকারিণী সেই দেবী যেরূপে পুরাকালে দেবগণের শরীরসমূহ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিলাম ।৪০

শুম্ভ, নিশুম্ভ ও ধূম্রলোচনাদি দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশার্থ এবং ত্রিলোকের রক্ষণার্থ দেবগণের উপকারিণী সেই মহাদেবী পুনরায় যেরূপে গৌরীদেহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা এখন তোমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিব। মৎ কথিত সেই আখ্যান শ্রবণ কর ।৪১-৪২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ ।৩৮ ইত্যাতি। জগতোঽর্থে যশ্চেত্যাদিনা, তথা আত্মনশ্চ দেববৃন্দস্বরূপস্য চার্থে নিমিত্তং সংস্মৃতেত্যাদিনা, দেবৈঃ ইতি উক্তপ্রকারেণ প্রসাদিতা প্রসন্নতাং প্রাপিত সা ভদ্রকালী, তথা এবমস্তু ইত্যুক্ত্বা সদ্যস্তৎক্ষণমেব অন্তর্হিতা তিরোহিতা বভূব। হে নৃপ সুরথ! ভদ্রং কল্যাণং কলয়তি দদাতীতি ভদ্রকালী, যদ্বা কলয়তি ধারয়তি বশীকরোতি জনয়তীতি বা কালী ছান্দসী বৃদ্ধিঃ তত্ত্রহেতুত্বাৎ ভদ্রা ; সা চাসৌ সা চেতি। অন্যদুক্তমেব ।৩৯

উপসংহরতি ইত্যেতদিতি। হে ভূপ সুরথ, সা দেবী দেবশরীরেভ্যঃ পুরা পূর্বং যথা সম্ভূতা প্রাদুর্ভূতা ইতি এতৎ তথা কথিতম্। কীদৃশী ? জগত্ত্রয়হিতৈষিণী জগতাং হিতৈষণশীলা ।৪০ প্রাদুর্ভাবান্তরং প্রতিজানীতে পুনশ্চেত্যাদিনাদ্বাভ্যাম্। পুনশ্চেতি। সা গৌরী পুনশ্চ দেহা দেহবতী সতী মত্বর্থীয়াৎপ্রত্যয়েন রূপং যথা যেন প্রকারেণ অভবৎ প্রাদুর্ভূতা, অর্থাত্তৎ যথাবৎ যথার্থ্যেন কথয়ামি। তন্ময়া আখ্যাতং কথয়িতব্যম্ ইত্যাশংসায়াং ক্তঃ যদ্বা কথয়িতুমারব্ধং শৃণুষ্ব পূর্ববদাত্মনেপদম্। শৃণু যদ্বা গৌর্যাঃ সকাশাদ্দেহো যস্যাঃ, যদ্বা গৌরীদেহ এব দেহো যস্যাঃ, তদ্দেহাদেব প্রাদুর্ভূতত্বাৎ, বক্ষ্যতি চ "শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ" ইতি। যামলে চ, "গৌরীদেহাৎ সমুৎপন্না যা সত্ত্বৈক-গুণাশ্রয়া। সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী" ইতি। কীদৃশী ?

সমুদ্ভূতা সম্যগুদ্ভূতরূপা অতিমহতীতি যাবৎ যদ্বা নমু তচ্ছরীরজাতত্বাৎ কার্যকারণতয়া পার্থক্যমেবোপগতং, কুতস্তস্যা এব প্রাদুর্ভাবান্তরমিত্যাশঙ্ক্যাহ সমুদ্ভূতা সম্যক্ উৎ অধিকং ভূতঃ ব্যাপ্তির্যস্যাঃ সৈব মূর্ত্তিভেদেন প্রাদুর্ভূ‌র্তা, ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ ; ভূ প্রাপ্তৌ ধাতুঃ। যদ্বা দেহম্ অসতি আদত্তে পাচাদি ডঃ দেহা সা গৃহীতদেহা সতী সমুদ্ভূতা চামুণ্ডাদিরূপেণ প্রচুরা যথাবদিতি যোজনা অসগতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাৎ পচাদিত্বাৎ ডঃ কর্ত্তরি ঘণ্ বা। গৌরীতি ভিন্নমেব। কীদৃশী? দেবানামুপকারিণী উপকরণশীলা নতু স্বার্থঃ প্রাদুর্ভাব ইতি অনেন সূচিতম্। কিমর্থম্? দুষ্টদৈত্যানাং ধূম্রলোচনাদীনাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োশ্চ বধায় বধং কর্ত্তুং, লোকানাং জনানাং ভুবনানাং বা রক্ষণায় চ। প্রত্যক্ষাপ্য-পরিচ্ছেদ্যা সগুণাপি চ নির্গুণা। মায়াপি মোক্ষদাত্রী ত্বমিত্যূচুঃ স্তুতিভিঃ সুরাঃ।৪১-৪২

যথামতি স্তুতিরিয়ং শ্রীগোপাল দ্বিজন্মনা ব্যাখ্যাতা চণ্ডিকাদেব্যাঃ সুধিয়োঽ-নুভবন্ত্বিমাম্। ইতি গয়ঘড় বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তি বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং মহিষাসুরবধঃ সমাপ্তঃ।

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন। ইতি এই শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। জগতের জন্ত যশ্চ ইতি পূর্ব শ্লোক উক্ত হইয়াছে। এবং দেববৃন্দের নিমিত্ত 'সংস্তুতা' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। দেবগণকর্তৃক উক্তপ্রকারে প্রসন্না হইয়া সেই ভদ্রকালী 'তথাস্তু' (তাই হউক) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিরোহিতা হইলেন। হে রাজা সুরথ! ভদ্র, কল্যাণ প্রদান করেন যিনি, তিনি ভদ্রকালী। অথবা কলয়তি, ধারণ করেন, বশীকৃত করেন, অথবা উৎপাদন করেন যিনি, তিনি কালী। ছন্দে ই-কার ঈ-কার হইয়াছে। ভদ্রের (মঙ্গলের) হেতু বলিয়া ভদ্রা, তিনিই ইনি। ইহা অন্যত্র উক্ত হইয়াছে।৩৮-৩৯

এখন ইত্যেতৎ ইতি শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। হে রাজা সুরথ, সেই দেবী দেবতাদের শরীর হইতে অতীতে যেমন প্রাদুর্ভূ‌ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিরূপ? ত্রিজগতের তিনি মঙ্গল পরায়ণা।৪০

প্রাদুর্ভাবের পর পুনরায় দুই শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করেন। সেই গৌরীদেবী পুনরায় দেহবতী হইয়া (মতুপ্ প্রত্যয়রূপ) যেরূপে আবির্ভূ‌ত হইয়াছিলেন, যথার্থরূপে বলিতেছি। সেইজন্য আমাদ্বারা ইহা কথিত৩৯ হইতেছে। ইতি আশংকায়, ইচ্ছার্থে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা বলিতে আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রিয়াপদে 'শৃণুষ' পূর্ববৎ আত্মনেপদ হইয়াছে। অথবা গৌরীর

নিকট হইতে যাঁহার দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, গৌরী দেহই যাঁহার, সেই দেহ হইতেই প্রাদুর্ভূতত্বহেতু উক্ত হইবে ; শরীর কোষ হইতে ইহার দেহ উৎপন্ন। রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে, গৌরী দেহ হইতে সমুৎপন্না যিনি সত্ত্বগুণস্বরূপ একটি গুণের আশ্রয়, সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাঁহাকে শুম্ভাসুর নিসূদিনী বলা হয়। কিরূপ ? সমুদ্ভূতা, সম্যক্ উদ্ভূতরূপ অতি মহৎ যিনি। অথবা তাঁহার শরীরের জন্মহেতু কার্যকারণ তাই স্বীকৃত হইতেছে। যদি এই প্রশ্ন উঠে, কোথায় তাঁহার আবির্ভাব হয়। ইহা আশংকা করিয়া বলিতেছেন, সমুদ্ভূতা সম্যক্ উৎ অর্থাৎ অধিক ভূত, ব্যাপ্তি যাঁহার। তিনিই মূর্তিভেদে পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূতা হন। এই সকল মূর্তি স্বরূপতঃ পৃথক নয়, ইহাই তাৎপর্য। ভূ ধাতুর অর্থে প্রাপ্তি। অথবা নিরাকারা হইয়াও দেহ গ্রহণ করেন, ইতি দেহাসা। গৃহীত দেহ হইয়া সমুদ্ভূতা, চামুণ্ডাদিরূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, যুক্ত হইবে। অপ্ ধাতুর অর্থ গতি, দীপ্তি ও আদান প্রভৃতি হয়। অথবা 'পচাদিত্বাৎ ঙঃ' এই সূত্রানুসারে ঘণ্ প্রত্যয় ধরা যায়। 'গৌরী' ইহা ভিন্ন শব্দ। কিরূপ গৌরী ? দেবতাগণের উপকরণ লীলা। কোন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দেবী প্রাদুর্ভূতা হন নাই, ইহাই সূচিত। কিজন্য ? ধূম্রলোচনাদি দুষ্ট দৈত্যগণের এবং শুম্ভ নিশুম্ভ বধের জন্য জনসমূহের অথবা ভুবনের রক্ষণার্থ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।৪১-৪২

টিপ্পনী। ৬৯ লোক প্রসিদ্ধ। যথা লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

> অভিষ্টুতা সুরৈঃ সাহং মহিষং জঘ্নুষী ক্ষণাৎ।
> মহিষাসুকারী-সূক্তং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিঃ॥
> উৎপত্তিং যুদ্ধবিক্রান্তিঃ স্তোত্রং চেতি সুরেশ্বর।
> কথয়ন্তি সুবিস্তীর্ণং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
> লভন্তে চ ফলং শশ্বৎ আধিপত্যমনশ্বরম্॥

অর্থাৎ সুরগণ দ্বারা সংস্তুতা হইয়া সেই আমি মহিষাসুরকে ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ করিয়াছিলাম। মহিষাসুরের বধজনক সূক্ত, মন্ত্র, স্তোত্র দেবগণ কর্তৃক দৃষ্ট। হে সুরেশ্বর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার আবির্ভাব, যুদ্ধবিক্রম ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন এবং তদ্দ্বারা আত্যন্তিক মোক্ষফল ও চিরস্থায়ী অভ্যুদয় লাভ করেন।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার চতুর্থ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

হাওড়ার স্বর্গগত ভক্ত-কবি অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নিম্নোক্ত ভজনে শাক্ত সাধনার নিগূঢ় রহস্য সরল ভাষায় অভিব্যক্ত।

শিব যে তোরে সহস্রারে ডাকছে কুল কুণ্ডলিনী।
ঘুম ভেঙে তুই ওঠ মা জেগে, ফণা তুলে ভুজঙ্গিনী॥
ব্রহ্ম-দ্বার খুলে দাঁড়া, কুণ্ডলিনী শিব দারা।
অনেকটা পথ যেতে হবে, পদ্মে পদ্মে মা শিবানী॥
জেগে ওঠ্ মা মূলাধারে, স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুরে।
অনাহতে বাঁধ মা বাসা, তবেই যাবি শিবদ্বারে॥
উঠবি যবে অনাহতে, নামিস্ না মা সেথা হতে।
দ্বিদল পারে হাত ধরে শিব, নেবে শিব-সীমন্তিনী॥
পদ্মে পদ্মে ওঠ মা শ্যামা, প্রদীপ জেলে শিব রমা।
পদ্মের দল সব জলে উঠে, পথ দেখাবে সদা যে মা॥
সব পদ্মের পরপারে, পরম আনন্দ ধারে।
শিব-শক্তির মিলন দেখে, ধন্য হব মা জননী॥

দেবীমাহাত্ম্য

পঞ্চম অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥২
তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥৩
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ।
ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥৪

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ। পুরা শুম্ভ-নিশুম্ভাভ্যাম্ অসুরাভ্যাং মদ-বল আশ্রয়াৎ শচীপতেঃ ত্রৈলোক্যং যজ্ঞ-ভাগাঃ চ হৃতাঃ ।১-২

তৌ এব সূর্যতাং তদ্ বৎ ঐন্দবম্ তথা কৌবেরম্ অথ চ যাম্যং বরুণস্য চ অধিকারম্ চক্রাতে ।৩

তৌ এব পবন ঋদ্ধিম্ বহ্নি-কর্ম চ চক্রতুঃ। ততঃ দেবাঃ বিনির্ধূতা ভ্রষ্ট-রাজ্যাঃ চ পরাজিতাঃ ।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, পূর্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় বল ও গর্ব-প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগসমূহ হরণ করিয়াছিল ।১-২

তাহারা উভয়েই সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ এবং বায়ু ও অগ্নির অধিকার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের কার্য-সম্পাদন করিতে লাগিল। তখন দেবগণ সম্যক্‌রূপে অধিকারশূন্য, রাজ্যচ্যুত ও পরাজিত হইলেন ।৩-৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ইতি পূর্বাধ্যায়ান্তে যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ কথয়িতুং ইতিহাসং প্রস্তৌতি। ঋষিরুবাচ ।১ পুরেতি। অত্র পুরাশব্দোপাদানাৎ ভূতকালীনপ্রত্যয়োপাদানাচ্চ তদানীং অতীতত্বেনাখ্যানাৎ, "বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে" ইতি অত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ ইদম্ উপাখ্যানং নৈতন্মন্বন্তরীয়ম্, কিঞ্চ স্বায়ম্ভুবেঽপি দিত্যাদের্জন্মাভাবাৎ ন প্রথমমন্বন্তরীয়মপি; কিন্তু দ্বিতীয় মন্বন্তরীয়ম্ এবেতি

গম্যতে। "এষ মন্বন্তরে ব্রহ্মন্ স্বর্গঃ স্বারোচিষেঽন্তরে" ইতি পরাশরোক্তেশ্চ- এবং চেৎ, ষষ্ঠমন্বন্তরীয়ামৃতমন্থনোপাখ্যানে দেবাসুরযুদ্ধে "শুম্ভনিশুম্ভয়োর্দেবী ভদ্রকালী তরস্বিনী" ইতি যৎ অষ্টমস্কন্ধে দৃশ্যতে, তদন্যৌ শুম্ভনিশুম্ভৌ কল্পান্তরীয়ং বা তদাখ্যানং প্রাগুক্তবচনাদ্বোব্যম্। অথ প্রকৃতার্থো ব্যাখ্যায়তে। পুরা পূর্বস্মিন্ কালে শুম্ভনিশুম্ভাভ্যাম্ অসুরাভ্যাম্ শচীপতেরিন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা অপনীতাঃ (শচীপতেরিতি মুখ্যতয়োক্তং সর্বেষাং দেবানাং যজ্ঞভাগাপহারাৎ) মদবলাশ্রয়াৎ মদো গর্বঃ বলং শক্তিস্তয়োরাশ্রয়াৎ তদেকাধি- করণত্বাৎ (আশ্রীয়তেঽসৌ আশ্রয় ইতি ব্যুৎপত্তাবপি লক্ষণয়া ধর্মপ্রধানো বোদ্ধব্যঃ আশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ; যদ্বা ভাবে ঙঃ; হেতৌ পঞ্চমী; তথাচ বামনপুরাণং "কশ্যপস্য দনুর্নাম ভার্যাসীদ্দ্বিজসত্তম। তস্যাঃ পুত্রত্রয়ং যজ্ঞে সহস্রাক্ষাদ্বলাধিকম্। জ্যেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরোঽসুরঃ। তৃতীয়ো নমুচির্নাম মহাবলপরাক্রমঃ" ইতি শ্রেণীশীল শুম্ভাবিতি শভেদদর্শনাৎ শুম্ভনিশুম্ভৌ তালব্যশকারান্তৌ শুম্ভ শোভার্থে ধাতুঃ।২ তাবেবেতি। তৌ শুম্ভনিশুম্ভাবেব সূর্যতাং চক্রাতে কৃতবন্তৌ, তদ্বৎ ঐন্দবম্ অধিকারঞ্চ ইন্দুসম্বন্ধি কার্যঞ্চ চক্রাতে। তদ্বৎ তাদৃগেব নতু সূর্যাচন্দ্রমসোভ্যাং কেনাপি প্রকারেণ ন্যূনৌ তথা কৌবেরং কুবেরসম্বন্ধিনং অথশব্দশ্চার্থঃ যাম্যংযমসম্বন্ধিনঞ্চ, বরুণস্য চ অধিকারং চক্রাতে।৩ তাবেবেতি। তৌ শুম্ভনিশুম্ভাবেব পবনর্দ্ধিং পবনৈশ্বর্যং বহনজলপ্রক্ষেপণাদি, বহ্নিকর্ম জ্বলনাদি চক্রতুঃ এতেন সর্বশক্ত্যাশ্রয়ত্বং দর্শিতম্।৪

টীকার্থ। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে প্রতিজ্ঞাত বিষয় কথনার্থ উপাখ্যানের প্রস্তাবনা করিতেছেন। ঋষি বলিলেন, পুরা ইতি শ্লোকে। এখানে পুরা শব্দ উপাদান হেতু অতীতকালের প্রত্যয়োপাদান নিমিত্ত তৎকালীন অতীতত্বের আখ্যান, ইহাই বুঝাইতেছেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে। এখানে কথিত হওয়ার ফলে এই উপাখ্যান বর্তমান মন্বন্তরে ঘটে নাই। কিংবা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেও দিতি আদির জন্মের অভাব হেতু ইহা প্রথম মন্বন্তরও নয়। উহা দ্বিতীয় মন্বন্তরেই ঘটিয়াছিল। হে ব্রহ্মন্, এই মন্বন্তরে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা ব্যাসপিতা পরাশরমুনির উক্তি। যদি এইরূপ হয়, ষষ্ঠ মন্বন্তরে অমৃতমন্থন উপাখ্যানে দেবাসুর যুদ্ধে, দেবী ভদ্রকালী শুম্ভ নিশুম্ভকে তারণ করিবেন, এই পাঠ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দৃষ্ট হয়, তাহা কল্পান্তরে সংঘটিত। অন্য শুম্ভ-নিশুম্ভ অথবা সেই আখ্যান পূর্বোক্ত বচন হইতে বোঝা যায়।

অনন্তর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। পূর্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় কর্তৃক শচীপতি ইন্দ্রদেবের যজ্ঞভাগ অপহৃত হইল। প্রাধান্যে একমাত্র শচীপতি উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ সমস্ত দেবতাগণের যজ্ঞভাগ অপহৃত হইয়াছিল, ইহাই অর্থ। মদ, গর্ব, বল ও শক্তি তাহাদের আশ্রয়হেতু, একাধিকরণহেতু, যাহা আশ্রিত হয়, তাহা আশ্রয়—ইতি ব্যুৎপত্তিতেও লক্ষণাদ্বারা ধর্মপ্রধান জানা উচিত, আশ্রয়ত্বহেতু ইহাই অর্থ। অথবা ভাবে 'ঙঃ' হেত্বর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বামণপুরাণে কথিত আছে, দ্বিজসত্তম কশ্যপের দনু নামে একভার্যা ছিল। ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর বলবান তাঁহার, তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ শুম্ভ, অন্যপুত্র নিশুম্ভ নামে খ্যাত এবং তৃতীয়পুত্র নমুচি মহাবিক্রমশালী ছিল।১-২

'তাবেব' ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই অসুরদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভই সূর্যের কর্ম করিতে লাগিল, তাহারই মত অধিকার লাভ এবং চন্দ্রের কর্মও করিতে লাগিল। কুবেরের অধিকার, যমের অধিকার এবং বরুণের অধিকারও তাহারা সম্ভোগ করিতে লাগিল।৩

সেই দুই অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভই পবনের অধিকার বহন ও জল প্রক্ষেপণাদি এবং অগ্নিকর্ম জ্বলনাদি করিতে লাগিল। ইহাদ্বারা তাহাদের সর্বশক্তির আশ্রয়ত্ব প্রদর্শিত হইল।৪

> হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ।
> মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥৫
> তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
> ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥৬
> ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
> জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥৭

অন্বয়। সর্বে ত্রি-দশাঃ তাভ্যাং মহাসুরাভ্যাং হৃত অধিকারাঃ নিরাকৃতাঃ তাম্ অপরাজিতাং দেবীং সংস্মরন্তি।৫

তয়া অস্মাকং বরঃ দত্তঃ যথা আপৎসু স্মৃতা ভবতাম্ অখিলাঃ পরম-আপদঃ তৎক্ষণাৎ (অহম্) নাশয়িষ্যামি।৬

ইতি মতিং কৃত্বা দেবাঃ নগ-ঈশ্বরম্ হিমবন্তং জগ্মুঃ। ততঃ তত্র বিষ্ণু মায়াং দেবীং প্রতুষ্টুবুঃ।৭

শ্লোকার্থ। প্রধান দেবতাগণ সেই মহাসুরদ্বয় কর্তৃক স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই অপরাজিতা দেবীকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিলেন।৫

সেই দেবী আমাদিগকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, 'বিপদকালে আমাকে স্মরণ করিলে আমি তোমাদের সমস্ত মহাবিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ গিরিরাজ হিমালয়ে গমন-পূর্বক তথায় বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে উত্তমরূপে স্তব করিলেন।৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। সার্দ্ধশ্লোকেনান্বয়ঃ। ততস্তদনন্তরং সর্বে দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তাভ্যামসুরাভ্যাং নিরাকৃতাঃ খণ্ডিতাধিকারাঃ সন্তঃ তাং মহিষাসুরনাশে দৃষ্ট প্রভাবাম্ অপরাজিতাং সর্বজিত্বরীং দেবীং সংস্মরন্তি স্মেত্যন্বয়ম্। কিম্ভূতাঃ? বিনির্দ্ধূতাঃ ভয়েন কম্পিতাঃ স্থানাদ্বারিতাবা। ভ্রষ্টরাজ্যাঃ রাজ্যাৎ রাজকর্মণো ভ্রষ্টাঃ রাজদণ্ডাদিঃ ভ্রষ্টং রাজ্যং যেষাং ইতি বা। পরাজিতাঃ যুদ্ধে অভিভূতাঃ হেতুগর্ভমিদম্, যত ইত্যর্থঃ। অতো হৃতাধিকারাঃ হৃতোঽধিকারো নিজনিজমর্য্যাদা যজ্ঞভাগাদির্বা যেষাম্। ত্রিদশাঃ বিশেষণমিদং তিস্রঃ কৌমার-পৌগণ্ডকৈশোররূপাঃ যদ্বা বাল্যকৈশোরযৌবনরূপা দশা বয়োঽবস্থা যেষাং নির্জরত্বাৎ, যদ্বা ত্রিগুণা দশ বয়োঽবচ্ছেদিকা যেষাং ত্রিংশদ্বর্ষীয়া ইত্যর্থঃ বহুব্রীহৌ ডঃ সমাসান্তঃ; যদ্বা বিশেষ্যমিদং, ততোঽদেবাঃ ইত্যত্রাকার প্রশ্লেষঃ; কীদৃশাঃ? অদেবাঃ দেবনং দেবঃ ক্রীড়া বিজিগীষা বা কান্তির্বা তদ্রহিতাঃ, সততভয়াকুলচিত্তত্বাৎ ক্রীড়াহীনা ইতি অর্থঃ, অতিবলোদগ্রত্বাত্তয়োর্বিজিগীষার-হিতা ইতি বা অর্থঃ, হীনাধিকারাদিত্বাৎ নিরন্তরচিন্তয়া স্বাভাবিককান্তিরহিতা বা অর্থঃ; যদ্বা অদেবা মনুষ্যা ইব লুপ্তস্বর্গাদ্যধিকারত্বাদিতি লুপ্তোপমা।৫ তয়েতি। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ তয়া দেব্যা অস্মাকং সম্বন্ধে বরো দত্তঃ মহিষাসুরবধকালে কোঽসৌ বর ইত্যাহঃ আপৎসু যথা যথাবৎ স্মৃতা সতী তৎক্ষণাৎ স্মরণক্ষণং প্রাপ্য সপ্তম্যাং পঞ্চমী বা স্মরণক্ষণে ভবতাং যুষ্মকম্ অখিলাঃ সমগ্রাঃ পরমাপদো নাশয়িষ্যামি। ইতি মতিং বুদ্ধিং কৃত্বা দেবা হিমবন্তং হিমালয়ং নগেশ্বরং পর্বতরাজং জগ্মুঃ অতিপুণ্য ক্ষেত্রত্বাৎ তস্যাঃ প্রাদুর্ভাবস্থানত্বাচ্চ। ততো গমনানন্তরং তত্র হিমবতি বিষ্ণুমায়াং দেবীংপ্রতুষ্টুবুঃ প্রকর্ষেণ স্তুতবন্তঃ।৬-৭

টীকার্থ। তদনন্তর ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতাগণ[১০] সেই অসুরগণকর্তৃক স্ব স্ব অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং মহিষাসুর নাশে উক্ত দেবীর প্রভাব দেখিয়া সর্বজয়ী অপরাজিতা দেবীকে[১১] স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিরূপ

সেই দেবগণ? ভয়ে কম্পিত, অথবা পদচ্যুত। রাজ্য হইতে, রাজকর্ম হইতে ভ্রষ্ট। ভ্রষ্টরাজ্যাঃ অর্থে রাজদণ্ডাদি, ভ্রষ্ট হইয়াছে রাজ্য যাহাদের। যুদ্ধে পরাজিত, অধিকার অপহৃত, স্ব স্ব মর্য্যাদা অথবা যজ্ঞভাগ যাহাদের হৃত হইয়াছে। ইহা হেতুগর্ভ বিশেষণ, যাহা হইতে ইহাই অর্থ হয়। ত্রিদশ (এখানে বিশেষণ) তিনটি দশা—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর রূপ দশা। অথবা বাল্য, কৈশোর ও যৌবন রূপ দশা, বয়স বা অবস্থা যাঁহাদের, জরাহীনত্ব হেতু। দেবগণ জরা ও মৃত্যুহীন। সেজন্য তাঁহাদের অপর নাম অজর বা নির্জর। ত্রিগুণীকৃত দশ বয়সে (যাহাদের বয়োঃবৃদ্ধি চ্ছেদ হইয়াছে) তিরিশ বৎসর, ইহাই অর্থ। বহুব্রীহিতে 'ডঃ' সমাসান্ত হইয়াছে, অথবা ইহা বিশেষ্য, ততোঽদেবা এখানে অকার প্রশ্লেষ (প্রয়োগ)। কিরূপ? অদেবা, দেবগণের দেবক্রীড়া রহিত অথবা দেবগণের কান্তি রহিত। সর্বদাই ভয়সংকুল চিত্ততা হেতু ক্রীড়াহীন, ইহাই অর্থ। অতিশয় বলদ্বারা উদগ্র বা উচ্ছ্রিত, ইহাও অর্থ হইতে পারে। অধিকার হীনতার জন্য নিরন্তর চিন্তাদ্বারা স্বাভাবিক কান্তি রহিত। অথবা অদেবা, মনুষ্যের মত স্বর্গাদির অধিকার বিলুপ্তির লুপ্ত উপমা হইয়াছে।

দেবী চণ্ডিকা মহিষাসুরবধান্তে আমাদিগকে বরদান করিয়াছিলেন। সেই বর কি? সেজন্য বলিতেছেন, বিপদে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ, স্মরণ সময়েই আবির্ভূত হইয়া (৭মী অথবা ৫মী) আমি তোমাদের সকল বিপদ নাশ করিব। এই নিশ্চয় করিয়া দেবগণ নগরাজ হিমালয়ের নিকট গমন করিলেন। দেবতাত্মা হিমালয় অতিশয় পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া তথায় দেবীর আবির্ভাব ও অবস্থান সঙ্গত। সেখানে গমন করিয়া দেবগণ হৈমবতী বিষ্ণুমায়া দেবীকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।৫-৭

টিপ্পনী। ১০ দ্বাদশ সূর্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও দুই বিশ্বদেব। নাগোজীভট্ট টীকা মতে ইহারা প্রধান দেবতা।

১১ দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীর দিন অপরাজিতা দেবীর পূজা বিধেয়। দুর্গাদেবীর চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমারূপে অপরাজিতা বর্ণিতা। অপরাজিতা দেবীর ধ্যানে আছে—"ওঁ চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাং উপর্যধহস্তয়োঃ খড়্গাচর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাং ঈষৎ প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্।" মৎস্য পুরাণে (১৭৯।১৩) দুর্গা দেবীর অষ্ট মাতৃকাগণের অন্যতমারূপে অপরাজিতা আখ্যাতা। অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব কর্তৃক মাতৃকা অপরাজিতা সৃষ্টা।

এই পুরাণে (১৭।৯।৬৯) অপরাজিতা 'মায়াসুচরী' নামে কথিতা। বরাহপুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা' মহিষাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নয়নোৎপন্না বৈষ্ণবী মূর্তির সহচরীরূপে অভিহিতা।

দেবা উচুঃ ।৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥৯
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥১০
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥১১
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥১২

অন্বয়। দেবাঃ উচুঃ, দেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমঃ। সততং শিবায়ৈ নমঃ। প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নমঃ। নিয়তাঃ [বয়ং] তাম্ প্রণতা স্ম।৮-৯

রৌদ্রায়ৈ নমঃ। নিত্যায়ৈ নমঃ। গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমঃ। জ্যোৎস্নায়ৈ ইন্দুরূপিণ্যৈ চ সুখায়ৈ সততং নমঃ।১০

কল্যাণ্যৈ প্রণতাঃ। বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমঃ নমঃ কুর্মঃ। নৈর্ঋত্যৈ ভূ-ভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমঃ নমঃ।১১

দুর্গায়ৈ দুর্গ-পারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ খ্যাত্যৈ কৃষ্ণায়ৈ তথা এব ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।১২

শ্লোকার্থ। মহামায়াকে দেবগণ এইরূপে স্তব কহিলেন—দেবীকে, মহাদেবীকে প্রণাম। সতত, মঙ্গলদায়নীকে প্রণাম। সৃষ্টিশক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম। স্থিতিশক্তিরূপিণী ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।৮—৯

রৌদ্রাকে (সংহার শক্তিকে) প্রণাম। নিত্যাকে (ত্রিকালাতীত সত্তারূপিণীকে) প্রণাম। গৌরবর্ণা জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা ও সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম।১০

কল্যাণীকে প্রণাম করি। বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম

করি। অলক্ষ্মীরূপা এবং ভূপতিগণের লক্ষ্মীরূপা শর্বাণী আপনাকে বার বার প্রণাম করি।১১

দুস্তর-ভব-সমুদ্র-পার-কারিণী, শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকর্ত্রী, খ্যাতি (বা প্রকৃতি পুরুষের ভেদ বা প্রসিদ্ধি) রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা বা ধূম্রবর্ণা দুর্গাদেবীকে সতত প্রণাম করি।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেবা উচুঃ। স্তুতিমাহ। নমো ইতি। দেব্যৈ প্রকাশরূপায়ৈ ইন্দ্রিয়রূপায়ৈ ইত্যর্থঃ, মহাদেব্যৈ মহতী চাসৌ দেবী চেতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যৈ সূর্য্যাদিরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ। এবমপি কুত্রাপ্যাশক্তিরাহিত্যামাহ। শিবায়ৈ পরমানন্দরূপায়ৈ নিরঞ্জনায়ৈ নিরপেক্ষায়ৈ বা; যদ্বা যতঃ সর্বেষাম্ ইন্দ্রিয়ং তদধিষ্ঠাতৃরূপা, অতঃ শিবা বিষয়ভোগসম্পর্কত্বাৎ সুখকরী; যদ্বা দেব্যৈ ইন্দ্রাদিশক্তিরূপায়ৈ, মহাদেব্যৈ মহাদেবস্য শিবস্য বিষ্ণোশ্চ শক্তিঃ তদ্রূপায়ৈ; প্রকৃত্যৈ সৃষ্টিকর্ত্র্যৈ মূলপ্রকৃতিরূপায়ৈ, ভদ্রায়ৈ ভদ্রহেতুত্বাৎ ভদ্রা চিৎপ্রকৃতিঃ তস্যৈ। যদ্বা ভদ্রায়ৈঃ মঙ্গলকারিণ্যৈ। পূর্বং সুখরূপত্বম্, অত্রসুখহেতু-ত্বমিতি ভেদঃ; যদ্বা প্রকৃত্যৈ সৃষ্টিকর্ত্র্যৈ, ভদ্রায়ৈ পালনকর্ত্র্যৈ উত্তরত্র রৌদ্রায়ৈ ইতি সংহারকর্ত্র্যৈ এতেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপায়ৈ ইত্যুক্তং; তদুক্তম্ "উৎপত্তি-স্থিতিসংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তণু" মিত্যাগমে। সততম্ অনবরতং নমঃ কুর্ম ইত্যর্থঃ। নিয়তাঃ তদেকাত্মানঃ সন্তঃ স্মো বয়ং তাং প্রণতাঃ ভক্ত্যতিশয়দ্যোতনায় পুনঃপুনর্নমঃ শব্দাবৃত্তিঃ।৯

রৌদ্রায়ৈ ইতি। রৌদ্রায়ৈ ভীষণরূপায়ৈ (পূর্বমন্ত্রব্যাখ্যাতং), নিত্যায়ৈ নাশেঽপ্যবশিষ্যমানায়ৈ, ধাত্র্যৈ জগদাধাররূপায়ৈ উপাধিসম্বন্ধং বারয়তি, গৌর্য্যৈ অবদাতায়ৈ নির্লেপায়ৈ ইত্যর্থঃ, যদ্বা গৌর্য্যৈ গৌরীনাম্ন্যৈ তদ্বর্ণত্বাৎ; ইন্দুরূপিণ্যৈ চন্দ্ররূপায়ৈ, ন কেবলমেতাবৎ জ্যোৎস্নায়ৈ চন্দ্রিকারূপায়ৈ যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামক" মিতি গীতাসূক্তেঃ। মামকং তেজঃ ঐশী শক্তিঃ; অতএব সুখায়ৈ সুখদায়িন্যৈ সুখয়তীতি সুখা সততং নমোনমঃ।১০ কল্যাণ্যৈ ইতি। প্রণতা বয়ং তস্যৈ নমো নমঃ কুর্মঃ। কল্যাণ্যৈ কল্যাণরূপায়ৈ, বৃদ্ধ্যৈ সম্পদ্রূপায়ৈ, সিদ্ধ্যৈ অণিমাদিরূপায়ৈ; নৈর্ঋত্যৈ রাক্ষসশক্ত্যৈ, যদ্বা অলক্ষ্মীরূপায়ৈ; ভূভৃতাং রাজ্ঞাং লক্ষ্ম্যৈ শ্বেতচ্ছত্রচামরাদিরূপায়ৈ, যদ্বা ভূভৃতাং পর্বতানাং লক্ষ্ম্যৈ মণিরত্নাদিরূপায়ৈ, শর্বাণ্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ তে তুভ্যং নমো নমঃ মানসপ্রত্যক্ষত্বাদ্ যুষ্মৎপ্রয়োগঃ।১১ দুর্গায়ৈ ইতি। তে তুভ্যং নমো নমঃ ভক্ত্যতিশয়দ্যোতনায় দ্বিত্বং দুর্গায়ৈ দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি দুর্গা। তৎ কুতঃ? দুর্গা দুর্গম্যঃ

দেশতঃ কালতশ্চ পার ইয়ত্তা যস্যাঃ। তৎ কুতঃ সর্বকারিণ্যৈ সর্বজনস্তৈ আদিকারণত্বাৎ। অতএব সারায়ৈ সর্বশ্রেষ্ঠায়ৈ, যদ্বা সারায়ৈ, প্রলয়েঽপ্যবশিষ্য মাণায়ৈ লোকপ্রয়ত্বাৎ স্ত্রীত্বং "সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে-ত্রিষ্বি"তি কোষঃ। খ্যাত্যৈ প্রতিষ্ঠারূপায়ৈ খ্যাতিঃ প্রসিদ্ধিঃ, যদ্বা খ্যাতি-বিকল্পাদিপঞ্চকং, তথাচৈকাদশে "বিকল্পঃ খ্যাতিরাদিনা" মিতি। কৃষ্ণায়ৈ এতেন তামস্যৈ ইত্যর্থঃ, যদ্বা কর্ষতি জগদ্বশীকরোতি ইতি কৃষ্ণা, যদ্বা জনানাং পাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণা, যদ্বা "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইতি অভিধীয়তে" ইতি বুৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বাৎ ব্রহ্মস্বরূপ-কৃষ্ণাত্মিকায়ৈ তথাচ শ্রুতিঃ কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতিরূপিণীতি। গৌতমীয়ে চ। কৃষ্ণাত্মিকা প্রকৃতিরিতি বাচ্যভেদাৎ স্ত্রীত্বম্। ধূম্রায়ৈ তদ্বর্ণায়ৈ, যদ্বা ধূমযোগাৎ ধূম্রা যজ্ঞবিদ্যা যদুক্তম্ "আহুর্ধ্রধিয়ো বেদ"মিত্যাদি, যদ্বা ধূম্রা পিতৃযানস্বরূপা ধূমমার্গত্বাৎ যোগিন্যৈ ইতি বিদ্যাবিনোদঃ।১২

টীকার্থ। দেবগণ বলিলেন। এখন দেবগণকর্তৃক দেবীর স্তুতি[১২] বলিতেছেন। প্রকাশরূপা, ইন্দ্রিয়রূপা দেবীকে। এই দেবী মহতী, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সূর্যাদিরূপা মহাদেবীকে। এইরূপে উক্ত হইলে, দেবী সর্বত্র আসক্তি রহিতা। সেজন্য বলিতেছেন, তিনি শিবা, পরমানন্দরূপা, অঞ্জনরহিতা, নির্ভররহিতা। অথবা যাহা হইতে সকলের ইন্দ্রিয় উৎপন্ন, তাহার অধিষ্ঠাত্রী-রূপা। অতএব শিবা, বিষয়ভোগ সম্পর্কহেতু সুখকরী। অথবা দেবী ইন্দ্রাদি শক্তিরূপা। মহাদেবী, মহাদেবের, শিবের ও বিষ্ণুর শক্তিরূপা যিনি, তৎরূপা। প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্ত্রী, মূলাপ্রকৃতিরূপা। ভদ্রা, ভয়হেতু ভদ্রা, চিৎপ্রকৃতি যিনি। অথবা ভদ্রা, মঙ্গলকারিণী যিনি। পূর্বে সুখরূপত্ব বলা হইয়াছে, এখন সুখহেতুত্ব বলা হইল, ইহাই ভেদ। অথবা প্রকৃতি, সৃষ্টিকর্ত্রী। ভদ্রা, পালনকর্ত্রী। পরে বলা হইবে, রৌদ্রা, সংহারকর্ত্রীরূপা যিনি তাঁহাকে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব স্বরূপা যিনি, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। সেজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করিতে দেবী ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সতত, অনবরত তোমাকে প্রণাম করিতেছি। নিয়ত একাত্ম হইয়া আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি। ভক্তির আতিশয্য প্রকাশার্থ পুনঃ পুনঃ শব্দ আবৃত্ত হইয়াছে।৮-৯

ভীষণরূপা, প্রলয়ান্তেও অবশিষ্ট থাকেন, তিনি নিত্যরূপা। ধাত্রী, জগদা-ধাররূপা। ইহাতে উপাধিসম্বন্ধ নিবারিত হইল। গৌরী, অবদাতা, নির্লিপ্তা।

ইহাই অর্থ। অথবা গৌরী নাম্নী, চন্দ্ররূপা, জ্যোৎস্নারূপা। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ১৫।১২ শ্লোক[৭৩] কথিত আছে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিদ্যমান, তাহাই আমার তেজ রূপে জানিবে। আমার তেজ ঐশী শক্তি। সুখা, সুখদায়িনী। যাহা সুখ দেয়, তাহা সুখা। তোমাকে সতত প্রণাম করি।১০

টিপ্পনী। ৭২. তন্ত্রমতে ইহাই দেবীসূক্ত। ইহাকে 'অপরাজিতাস্তব' বলে। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

নমো দেব্যাদিকং দেবীসূক্তং সর্বফলপ্রদম্।
ইমাং দেবীং স্তবন্নিত্যং স্তোত্রেণানেন মামিহ॥
ক্লেশানতীত্য সকলানৈশ্বর্যং মহদশ্নুতে॥

এই দেবীসূক্ত সর্বফলদায়ক। এই সূক্তদ্বারা নিত্য দেবীর স্তব করিলে মানুষ সর্ব ক্লেশ অতিক্রম করিয়া মহৈশ্বর্য লাভ করেন।

৭৩. যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

যে জ্যোতিঃ সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে বর্তমান এবং যাহা সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে, সেই জ্যোতিঃ আমার জানিবে।

টীকার্থ। কল্যাণ্যৈ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমরা তোমার চরণে প্রণত হই, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তুমি কিরূপ? কল্যাণ-রূপা, সম্পদ্‌রূপা, অণিমাদি ঐশ্বর্যরূপা। তুমি নৈঋতি, রাক্ষসশক্তিরূপা, অথবা অলক্ষ্মীরূপা। তুমি রাজাগণের শ্বেতছত্র চামররূপা, অথবা পর্বতসমূহের মণিরত্নাদিরূপা। কিংবা তুমি মাহেশ্বরী। তোমাকে প্রণাম করি। মানসপ্রত্যক্ষ হেতু যুষ্মৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।১১

দুর্গায়ৈ, ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তোমাকে প্রণাম করি। ভক্তির আতিশয্য প্রকাশার্থ দ্বিত্ব প্রয়োগ হইয়াছে। তুমি দুর্গা, দুঃখে পাওয়া যায় বা জানা যায় যাঁহাকে। তিনি কোথায়? দুর্গম দেশ ও কালের পারে যাঁহার অবস্থান। তাহা কোথায়? সকলেব কারণ, জননী, আদিকারণ হেতু। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠা। অথবা সারা, প্রলয়কালেও যিনি অবস্থান করেন। লোকাশ্রয়হেতু স্ত্রীত্ব হইয়াছে। অমরকোষ অনুসারে সার, বল, স্থির, অংশ, ন্যায্য ও বর একার্থবোধক। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠারূপা। খ্যাতি প্রসিদ্ধি অথবা খ্যাতি বিকল্পাদি পঞ্চক[৭৪] পাঁচ প্রকার খ্যাতি বা দার্শনিক মতবাদ আছে। যথা—বিজ্ঞানবাদের আত্মখ্যাতি, শূন্যবাদের অসৎখ্যাতি, মীমাংসার অখ্যাতি,

ন্যায়ের অন্যথাখ্যাতি এবং অদ্বৈতবাদের অনির্বচনীয় খ্যাতি। শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, তিনি খ্যাতিবাদিগণের বিকল্পস্বরূপ। কৃষ্ণা, তামসী অথবা কর্ষতি, জগৎকে যিনি বশীকৃত করিয়াছেন তিনি কৃষ্ণা। অথবা জনসমূহের পাপ কর্ষণ করেন বলিয়া দেবী কৃষ্ণা। অথবা কৃষ্‌ ধাতু সত্তাবাচক, 'ণ' প্রত্যয় নির্বৃতি (আনন্দ) বাচক। এই দুইয়ের যোগে পরমব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' নামেও অভিহিত হন। এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা তাহার সহিত একাত্মকত্বহেতু ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণাত্মিকা মায়াশক্তি তিনি। বাচ্যভেদহেতু স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে। ধূম্রা[৭৫], ধূম্রবর্ণরূপা। অথবা ধূমযোগহেতু ধূম্রা, যজ্ঞবিদ্যা। উক্ত আছে—ধূম্রধীগণ বলেন, বেদ ইত্যাদি। অথবা ধূম্রা, পিতৃযানস্বরূপা। টীকাকার বিদ্যাবিনোদের মতে ধূম্রমার্গ পিতৃযানের হেতু তিনি।১২

টিপ্পনী। ৭৪. বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনামিতি। খ্যাতিবাদিনাং বিজ্ঞানশূন্য-মীমাংসা-তর্কাদ্বৈতবাদিনাম্ এবমিদম্ এবং বেতি যো দুরন্তো বিকল্পঃ সোঽহমিতি উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্। তত্র খ্যাতিঃ পঞ্চবিধা যথা—আত্মখ্যাতি রসৎ-খ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথাঽনির্বচনখ্যাতি-রিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্। বিজ্ঞান-শূন্য-মীমাংসার্তকাদ্বৈতবিদাং মতম্। তত্র অন্তর্বৃত্তিরূপবিজ্ঞানপরম্পরৈব তত্তদ্বিষয়াকারতয়া বহির্ভাসতে স্বাপ্নিকবিষয়বদিতি বিজ্ঞানবাদিনঃ। তে চ শুক্তিরজতাদৌ আত্মখ্যাতিং মন্যন্তে। তস্যাশ্চ লক্ষণংরজতাদিবিষয়াকারে বিজ্ঞানে সত্যপি স্বপ্নবদ্রজতাপাদকবৈশিষ্ট্যাগ্রহণমিতি।১ শূন্যাদেব সর্বম অবিদ্যয়া জায়তে ইতি শূন্যবাদিনঃ, তে চ শুক্তিরজতাদাবপি অসৎখ্যাতিং মন্যন্তে। তস্যশ্চ লক্ষণম্—অলীকপদার্থতয়া ভাসমানত্বমিতি।২ মীমাংসকা হি শুক্তিরজতাদিস্থলে অখ্যাতিং মন্যন্তে। তল্লক্ষণং যথা—পরস্পরসংশ্লেষেণ স্মরণাত্মকং প্রত্যক্ষাত্মকঞ্চ যৎ জ্ঞানদ্বয়ং তদখ্যাতিরিতি। ইদং রজতং, তত্র ইদন্তাপরামর্শেন প্রত্যক্ষতঃ শুক্ত্যাদি গৃহ্যতে তত্তাপরামর্শেন তু রজতং স্মর্যতে। তথাচ জ্ঞানদ্বয়মপি সত্যমেব, অভেদেন গ্রহণন্তু মানসদোষাদিত্যর্থঃ।৩ তার্কিকা হি শুক্তিরজতাদৌ অন্যথাখ্যাতিং মন্যন্তে দ্ব্যণুকাদ্যারম্ভেণ তত্তৎ দ্রব্যং পৃথগেব জায়তে। অতস্তত্তি তৎপ্রকারকোঽনুভবঃ অন্যথাখ্যাতিঃ।৪ সর্বমেব দ্বৈতম্ অনির্বচনীয়মিতি অদ্বৈতবাদিনঃ। তে চ তত্র দৃষ্টান্তে শুক্তিরজতাদৌ অনির্বচনখ্যাতিং মন্যন্তে তস্যাশ্চ লক্ষণং—সদসদ্ভিন্নত্বে সতি সদসদাত্মকং জ্ঞানম্ অনির্বচনখ্যাতিরিত্যর্থঃ।৫ ভগবন্মতে তু তে চ বিকল্পা মম শক্তিময়া এবেতি ন পরস্পরম্ অত্রাপি ব্যুচ্ছিদ্যন্তে।

১৫. ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৮।২৫

পিতৃযানমার্গে কর্মযোগী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক স্ব স্ব কর্মের ফলস্বরূপ সুখভোগান্তে মর্তলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন। ২২ জুন থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসকে দক্ষিণায়ন বলে। তখন সূর্য দক্ষিণাকাশে স্থিতিলাভ করেন। ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ছয়মাসকে উত্তরায়ণ বলে। তখন উত্তরাকাশে সূর্য অবস্থান করেন। দক্ষিণায়নে পিতৃপক্ষ পড়ে এবং পিতৃপক্ষে পিতৃলোকের দ্বাররুদ্ধ থাকে। পিতৃগীতা দ্রষ্টব্য।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥১৩
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১৬
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ (১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥১৯
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২২

অন্বয়। অতি-সৌম্য-অতি রৌদ্রায়ৈ নতাঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ। জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। কৃত্যৈ দেব্যৈ নমঃ নমঃ।১৩

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু বিষ্ণুমায়া ইতি শব্দিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ। ১৪-১৬

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনা ইতি অভিধীয়তে তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।১৭-১৯

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধি-রূপেণ-সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈঃ নমঃ নমঃ নমঃ।২০-২২

শ্লোকার্থ। যিনি বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা-এবং অবিদ্যারূপে অতিরৌদ্রা (অতি ভীষণা) তাঁহাকে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।১৩

যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া নামে (আগমশাস্ত্রে) অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।১৪-১৬

যে দেবী সর্বভূতে-চেতনারূপে প্রসিদ্ধা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার; তাঁহাকে নমস্কার; নমস্কার, নমস্কার।১৭-১৯

যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।২০-২২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অতীতি। নতা বয়ং তস্যৈ নমো নমঃ কুর্মঃ ইত্যন্বয়ঃ। অতিসৌম্যা অত্যাহ্লাদিকা, অতিরৌদ্রা অতিভীষণা, সা চাসৌ সা চেতি তস্যৈ বিদ্যাবিদ্যারূপত্বাৎ তথাত্বম্। জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ জগৎস্থ চেতনাচেতনপ্রপঞ্চেষু প্রকর্ষেণ স্থিতির্যস্যাঃ সর্বান্তর্যামিন্যৈ ইত্যর্থঃ, এবমপি দেব্যৈ দ্যোতনশীলায়ৈ নির্লেপত্বাৎ, কৃত্যৈ ক্রিয়ারূপায়ৈ ; যদ্বা জগতাং প্রতিষ্ঠা প্রতিপালনং যস্যাঃ হেতোঃ, তৎ কুতঃ? কৃত্যৈ কৃতির্বার্ত্তা কৃষ্যাদিক্রিয়াকপা তদ্রূপায়ৈ, দেব্যৈ জগৎফলদাত্র্যৈ ক্রিয়াফলস্য দেবাধীনত্বাৎ।১৩ ভক্ত্যতিশয়মাবিষ্কুর্বন্তঃ স্তুবন্তি পঞ্চবিংশতিপদ্যৈঃ। যা দেবীতি। যা দেবী সর্বভূতেষু সর্বভৌতিকেষু বিষ্ণুমায়া ইতি শব্দিতা মুনিভিরুদিতা তথাচ বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগদিতি তস্যৈ নমো নমঃ। যদ্বাঃ, নমো নম ইত্যস্য সর্বত্রান্বয়াৎ তস্যৈ নমো নমঃ ইতি ত্রিরেবান্বয়ঃ। ভক্তেরাধিক্যায় দ্বিরুক্তিঃ, ত্বরায়াং বা, কায়িক-বাচিক-মানসিক-প্রণামসূচনায় বা ত্রিরুক্তিঃ, এবমুত্তরত্রাপি। মায়া উক্ত লক্ষণা ১ম অধ্যায়ঃ (অত্রানুক্রমবোধকং বিদ্যাবিনোদকৃতং সার্দ্ধপদ্যদ্বয়ং লিখ্যতে যথা। বিষ্ণুমায়া চেতনা চ বুদ্ধিনিদ্রা ক্ষুধা তথা। ছায়া শক্তিঃ তথা তৃষ্ণা ক্ষান্তির্জাতিশ্চ লজ্জয়া। শান্তিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ লক্ষ্মীর্বৃত্তি স্মৃতিস্তথা। দয়া তুষ্টিশ্চ মাতা চ ভ্রান্তির্ব্যাপ্তিঃ চিতিঃ তথা। ধৃতিঃ পুষ্টী স্বনার্বে দ্বে ইতি কস্যাপি সম্মতং ইতি।) ১৪—১৬ চেতনা সর্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিহেতুঃ অন্তঃকরণ শক্তিবিশেষঃ, সা মিত্যুক্তত্বাৎ, সা চ চিত্তব্যাপাররূপা চিত্তং তু জ্ঞানশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বং চিত্তং তন্মহদাত্মকমিতুক্তত্বাৎ মহত্তত্ত্বস্য দ্বে শক্তী জ্ঞানং ক্রিয়া চ, তত্র জ্ঞানশক্ত্যাত্মকং চিত্তং ক্রিয়াশক্ত্যাত্মকং সূত্রমুচ্যতে ইতি প্রসঙ্গাদুক্তং চেতনা সুখদুঃখাদ্যনুসন্ধানশক্তিরিতি কেচিৎ। ১৭—১৯ বুদ্ধিঃ সংশয়াদ্যাত্মকোঽন্তঃকরণ বিশেষোবুদ্ধি যদুক্তং তৃতীয়ে "সংশয়োঽথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্" ইতি, বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপিণীতি চ।২০—২২

টীকার্থ। অতীতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। আমরা তাঁহাকে প্রণাম

করিতেছি। অতি শব্দ প্রতি পদের সহিত অন্বিত হইবে। অতিসৌম্যা, অতিশয় আহ্লাদিকা। অতি রৌদ্রা, অতিভীষণা। তিনি এই তিনি এমন। তাঁহাকে প্রণাম করি। বিদ্যা ও অবিদ্যারূপত্বহেতু এইরূপ তুমি। জগৎ প্রতিষ্ঠা অর্থে জগতে চেতন ও অচেতন মায়িক বস্তুতে প্রকৃষ্টরূপে অবস্থান যাঁহার, তিনি সর্বান্তর্যামিনী। নির্লেপত্ব হেতু দেবী অর্থে দ্যোতনশীলা। এইরূপ হইয়াও প্রকাশশীলা দেবী, ক্রিয়ারূপকারিণী, অথবা জগতের প্রতিষ্ঠা, প্রতিপালন যাহার হেতু, তাহা কোথায়? কৃতিবার্তা, কৃষ্যাদি ক্রিয়ারূপা। সেই রূপকে, জগৎ-ফলদাত্রী, সেই রূপকে আমরা প্রণাম করি। ক্রিয়ার ফল দেবতার অধীন।১৩

পরবর্তী ২৫ শ্লোকে ভক্তির আতিশয্য প্রকাশ করিয়া স্তব করিতেছেন। যে দেবী সর্বভূতে, সর্বপ্রাণীতে বিষ্ণুমায়ারূপে[৭৬] শব্দিতা, তাঁহাকে প্রণাম। অথবা 'নমঃ সকলের সহিত ইহার অন্বয়হেতু 'তস্যৈ নমো নমঃ' ইহা তিনবার উহিত হইবে। ভক্তির আধিক্যহেতু দুইবার উক্ত হয় বা শীঘ্রতার জন্য কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম সূচনার্থ তিনবার উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপই হইবে। মায়ার লক্ষণ ১ম অধ্যায়ে ৬০ তম শ্লোক ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে।১৪—১৬

চেতনা[৭৭], সর্বেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিহেতু অন্তঃকরণের শক্তিবিশেষ। অথবা চেতনা অর্থে চিত্তব্যাপাররূপ। চিত্ত জ্ঞানশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্ব। সেই চিত্ত মহদাত্মক, ইহা উক্ত হইয়াছে। মহত্তত্ত্বের দুইটি শক্তি আছে, জ্ঞান ও ক্রিয়া। চিত্ত জ্ঞানশক্ত্যাত্মক এবং সূত্র ক্রিয়াশক্ত্যাত্মকরূপে কথিত। কেহ কেহ সুখ দুঃখ সন্ধানশক্তিকে চেতনা বলেন।১৭—১৯

সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বিশেষই বুদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে আছে, সংশয় অর্থে বিপর্যাস বা ভ্রান্তবুদ্ধি এবং নিশ্চয়ই স্মৃতি এবং অন্তঃকরণের পৃথক-বৃত্তি নিদ্রাও বুদ্ধির লক্ষণ। নিদ্রা বুদ্ধির বিজ্ঞান রূপ।২০—২২।

টিপ্পনী। ৭৬ বরাহপুরাণমতে যে শক্তি মেঘ, বৃষ্টি ও শস্যের উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করেন, তিনিই বিষ্ণুমায়া। বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া ও মহামায়া চণ্ডিকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি। —গুপ্তবতী টীকা।

(এই মর্মে দেবীমাহাত্ম্যের ১১।৩-৪ শ্লোকের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।)

৭৭. গুপ্তবতী টীকা অনুসারে চেতনাই জীবনাড়ী এবং চতুর্ধরী টীকা মতে চেতনা অন্তঃকরণ-বৃত্তি।

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[23] নমস্তস্যৈ[24] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৫
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[26] নমস্তস্যৈ[27] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৮
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[29] নমস্তস্যৈ[30] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩১
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[32] নমস্তস্যৈ[33] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৪

অন্বয়। যা দেবী সর্ব-ভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।২৩—২৫

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।২৬—২৮

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।২৯—৩১

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।৩২—৩৪

শ্লোকার্থ। যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে বিরাজিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ।২৩—২৫

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ।২৬—২৮

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার নমস্কার ।২৯—৩১

যে দেবী সর্ব-প্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।—৩২—৩৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। নিদ্রা বাহ্যেন্দ্রিয়নিমীলনম্। ২৩-২৫ ক্ষুধা পার্থিবধাতুক্ষয়কৃতোঽবসাদঃ আদ্যন্তোঽয়ং ক্ষুধাশব্দঃ ক্ষুধা বাচা দিশা গিরেতে ভাগুরিদর্শনাৎ ।২৬—২৮ ছায়াআতপাভাবঃ আতপঃ-প্রকাশরূপত্বাৎ বিদ্যা, তদভাবোঽবিদ্যেত্যর্থঃ ; তদুক্তং ভাগবতে ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ "বিতি"

ছায়াতপৌ বিদ্যাবিদ্যে, গৃধ্রো জীবঃ। ছায়া প্রতিবিম্ব ইতি বিদ্যাবিনোদঃ ।২৯—৩১
শক্তিঃ সামর্থ্যম্ উৎসাহো বা ।৩২—৩৪

টীকার্থ। বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুর নিমীলনই নিদ্রা ।২৩—২৫ পার্থিব ধাতুক্ষয় জনিত অবসাদই ক্ষুধা ।২৬—২৮ ছায়া অর্থে আতপ বা রৌদ্রের অভাব। আতপ —প্রকাশ রূপত্বহেতু বিদ্যা, তাহার অভাব—অবিদ্যা, ইহাই অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, ছায়া ও রৌদ্রে কোথাও গৃধ্র (শকুন) পক্ষী নাই। ছায়া ও আতপ এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে গৃধ্রই জীব। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, ছায়া অর্থে প্রতিবিম্ব ।২৯—৩১

শক্তি অর্থে সামর্থ্য বা উৎসাহ ।৩২—৩৪

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৩৫] নমস্তস্যৈ[৩৬] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৩৭
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৩৮] নমস্তস্যৈ[৩৯] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪০
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৪১] নমস্তস্যৈ[৪২] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৩
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৪৪] নমস্তস্যৈ[৪৫] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৬

অন্বয়। যা দেবী সর্ব-ভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।৩৫—৩৭

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু ক্ষান্তি-রূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।৩৮—৪০

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈঃ নমঃ নমঃ নমঃ ।৪১—৪৩

যা দেবী সর্ব-ভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ।৪৪—৪৬

শ্লোকার্থ। যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণা (বিষয়-বাসনা) রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ।৩৫—৩৭

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৩৮—৪০

যে দেবী সর্ব প্রাণীতে জাতিরূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৪১—৪৩

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৪৪—৪৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তৃষ্ণা অপোধাতুক্ষয়কৃতোঽবসাদঃ, যদ্বা প্রচুরধনাদি-প্রাপ্তাবপি অধিকলাভবৈমুখ্যাভাবস্তৃষ্ণা।৩৫—৩৭ ক্ষান্তি রূপকারিণ্যনপকারেচ্ছা ৩৮—৪০ জাতিঃ সামান্যম্ উৎপত্তির্বা "জাতিঃ সামান্যজন্মনো" রিতি কোষঃ।৪১—৪৩ লজ্জা জগুপ্সিতকরণেঽন্যজ্ঞানশংকা।৪৪ ৪৬

টীকার্থ। দেহস্থ রসধাতু ক্ষয়জনিত অবসাদই তৃষ্ণা অথবা প্রচুর ধন-প্রাপ্তিতেও অধিকলাভের বৈমুখ্যের অভাব। আরও অধিক লাভের আকাঙ্খা তৃষ্ণা।৩৫—৩৭ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতুতে নরদেহ গঠিত; রস ধাতু ক্ষয় হেতু তৃষ্ণা বা পিপাসা বা পানেচ্ছা হয়। অপ্ সমূহের সারাংশকে রস বলে।

অপকারীর প্রতি অপকার না করার ইচ্ছাই ক্ষান্তি, ক্ষমা[৭৮]।৩৮—৪০ জাতি অর্থে[৭৯] সামান্য, উৎপত্তি। অমরকোষ মতে, জাতি, সামান্য ও জন্ম একার্থ বাচক।৪১—৪৩ গোপন করিবার ইচ্ছাকরণে, অন্যব্যক্তির জানার শংকাকে লজ্জা[৮০] বলে।৪৪—৪৬

টিপ্পনী। ৭৮. সামর্থ্যসত্ত্বেও অপকারীর প্রতি অপকারের অনিচ্ছা। ৭৯. জাতি=গোত্ব-মনুষ্যত্বাদি। গুপ্তবতীমতে জন্ম বা ব্রহ্মসত্তা। জাতিস্মর পদে জাতি অর্থে জন্ম।

৮০. লজ্জা=নিজের কুকার্য অপরে পাছে জানিতে পারে এই ভয়।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৪৭] নমস্তস্যৈ[৪৮] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৪৯

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৫০] নমস্তস্যৈ[৫১] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫২

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৫৩] নমস্তস্যৈ[৫৪] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৫

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৫৬] নমস্তস্যৈ[৫৭]নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৫৮

অন্বয়। যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৪৭-৪৯

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ, নমঃ, নমঃ।৫০-৫২

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৫৩-৫৫

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৫৬-৫৮

শ্লোকার্থ। যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৪৭-৪৯

যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৫০-৫২

যে দেবী নরাদি সব প্রাণীতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৫৩-৫৫

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৫৬-৫৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শান্তিঃ বিষয়োপভোগানিচ্ছা।৪৭-৪৯ শ্রদ্ধা বেদার্থে দৃঢ়প্রতীতিঃ।৫০-৫২ কান্তিঃ শোভা।৫৩-৫৫ লক্ষ্মীঃ সম্পৎ।৫৬-৫৮

টীকার্থ। রূপরসাদি বিষয়ভোগের অনিচ্ছাই শান্তি।৪৭-৪৯
বেদার্থে ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা।৫০-৫২
শোভা, কান্তি।৫৩-৫৫ সম্পদ, লক্ষ্মী।৫৬-৫৮

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৫৯] নমস্তস্যৈ[৬০] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬১
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৬২] নমস্তস্যৈ[৬৩] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬৪

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৬৫] নমস্তস্যৈ[৬৬] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৬৭
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৬৮] নমস্তস্যৈ[৬৯] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭০

অন্বয়। যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৫৯-৬১

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতি রূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৬২-৬৪

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৬৫-৬৭

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৬৮-৭০

শ্লোকার্থ। যে দেবী সর্বভূতে (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি) বৃত্তি (জীবিকা) রূপে সংস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৫৯-৬১

যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৬২-৬৪

যে দেবী নরাদি সর্ব প্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৬৫-৬৭

যে দেবী সর্বভূতে সন্তোষরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৬৮-৭০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। বৃত্তিঃ কৃষ্যাদিচতুষ্টয়ী; প্রাক্ ক্রিয়ারূপা উক্তা, অত্র সিদ্ধিরূপেতি ভেদঃ অন্যদ্ব্যাখ্যাতম্ ৫৯-৬১ স্মৃতিঃ সংস্কারজো বোধ "স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রজে"ত্যুক্তেঃ, যদ্বা স্মৃতিধর্মশাস্ত্রম্।৬২-৬৪ দয়া পরদুঃখাপনয়নেচ্ছা।৬৫-৬৭ তুষ্টির্যাদৃচ্ছিকাধিকার্থলাভ বৈমুখ্যম্।৬৮-৭০

টীকার্থ। কৃষ্যাদি বৃত্তি চতুষ্টয় সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ইহা ক্রিয়ারূপে উক্ত হইয়াছে। এখানে সিদ্ধিরূপা বৃত্তি, ইহাই মাত্র ভেদ। ইহা অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইবে।৫৯-৬১

সংসার হইতে জাত বোধ স্মৃতি। স্মৃতি সংসার মাত্রজ উক্ত হয়। অথবা স্মৃতি অর্থে ধর্মশাস্ত্র।৬২-৬৪

পরদুঃখ দূরীভূত করার ইচ্ছা দয়া।৬৫-৬৭

যদৃচ্ছা অধিক লাভে বিমুখতা, তুষ্টি[৮১] ৬৮-৭০

টিপ্পনী। ৮১. সন্তোষ, যথালাভে তুষ্টি, প্রাপ্ত বস্তুর অধিক প্রাপ্তির আকাঙ্খাশূন্যতা।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৭১] নমস্তস্যৈ[৭২] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৩
যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ[৭৪] নমস্তস্যৈ[৭৫] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৭৬
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমো নমঃ ॥৭৭
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ[৭৮] নমস্তস্যৈ[৭৯] নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥৮০

অন্বয়। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৭১-৭৩

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৭৪-৭৬

যা সততম্ অখিলেষু ভূতেষু ইন্দ্রিয়াণাম্ ভূতানাং চ অধিষ্ঠাত্রী তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ ॥৭৭

যা চিতিরূপেন এতৎ কৃৎস্নম্ জগৎ ব্যাপ্য স্থিতা তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ। তস্যৈ নমঃ নমঃ নমঃ।৭৮-৮০

শ্লোকার্থ। যে দেবী সর্ব নারীতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৭১-৭৩

যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৭৪-৭৬

যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা এবং

যিনি পৃথিবী আদি পঞ্চ স্থূল ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপা মহাদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।৭৭

যিনি চিৎশক্তিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।৭৮-৮০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মাতা জনয়িত্রী।৭-৩০। ভ্রান্তিরতত্ত্বেন প্রবৃত্তিঃ শুক্তৌ রজত প্রতীতিবৎ তথাচোক্তং "ভ্রান্তিবিপর্যয়জ্ঞানং দ্বিধা সাপি নিগদ্যতে। অতত্ত্বে তত্ত্বরূপা যা তত্ত্বে চাতত্ত্বরূপিণী" ইতি। যদ্বা ভ্রান্তিরনুভূতাপ্রবোধঃ। এতাঃ তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাশ্চ।৩৪-৭৬। ইন্দ্রিয়েতি। যা অখিলেষু ভূতেষু ভৌতিকেষু ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াধারাণাং নেত্রগোলকাদীনাম্, ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাঞ্চ, চকারাৎ তদধিষ্ঠাতৃসূর্যাদীনাঞ্চ সততম্ অধিষ্ঠাত্রী প্রেরয়িত্রী এতেন অধিভূত অধ্যাত্ম অধিদেবানাং পরমার্থরূপা তৎপ্রেরিকা বা ত্বমেব। তথাচ হস্তামলকভাষ্যং "মনশ্চক্ষুরাদের্মনশ্চক্ষুরাদিশ্চে" তি। পূর্বম্ ইন্দ্রিয়তদধিষ্ঠাতৃসূর্যাদি-দেবতারূপত্বমুক্তম্, ইহ তু তেষামপি পরমার্থরূপত্বমিতি ন পৌনরুক্ত্যং; পরমার্থত্বঞ্চ ধারণ-গ্রহণ-প্রেরণশক্তিঃ। এতৎ প্রতিপাদয়ন্তি। ব্যাপ্তিদেব্যৈ ইতি ব্যাপ্তিরনুস্যূতত্বং পটে তন্তুবৎ মণিষু সূত্রবচ্চ, তদ্রূপা চাসৌ দেবী অপ্রকাশিকা চেতি তথা। যদ্বা অখিলেষু ভূতেষু ভৌতিকেষু ইন্দ্রিয়াণাং ভূতানাং তদারম্ভক পৃথিব্যাদীনাং, চকারাৎ অহংকার তন্মাত্রাণাঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী অন্যৎ সমানম্।৭৭। চিতীতি। চিতিঃ চৈতন্যং তন্ময়ো জীব ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বেদান্তগ্রন্থে "অবিদ্যোপহিতং চৈতন্যং জীব" ইতি। গীতায়ু চ অপরে যমিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাম্ জীবসংজ্ঞাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ইতি এতেন চিজ্জড়াত্মকং সমষ্টিব্যষ্টিরূপং জগৎ ত্বমেবেতি প্রতিপাদিতম্। ননু বিষ্ণোস্তু ত্রীনি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং তত্ত্বসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি সাত্বতগ্রন্থোক্ত-ত্বাৎ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচেতি গীতাসূক্তত্বাচ্চ পুরুষস্যৈব জীবত্বং কথং প্রকৃতের্জীবত্বমুচ্যতে ইতি ন বাচ্যং প্রকৃতের্নাম ব্রহ্মণ এব সগুণমূর্তিভেদ ইতি প্রাগুক্তমেব পুংস্ত্রীভেদশ্চ জড়মাত্রবিষয়কত্বে নাস্পষ্টং চিদংশস্থাভাবান্তব এব অতএব জ্ঞানিজনানুভাবোঽপি তথা ব্যক্তমুক্তং প্রথমে, তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগতুস্তবাস্তি স্ত্রীপুংভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ ইতি অতএব শ্রীবলরামঃ প্রকৃতিত্বেনোক্তা দশমেঃ এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধান ইতি। বীজং নিমিত্তং মুকুন্দঃ পুরুষঃ যোনিঃ

সমবায়িকারণং রামঃ প্রধানমিত্যর্থক্রমস্ত বলবত্ত্বাৎ প্রণবত্বেন প্রকৃতিং বদন্তি ইতি আথর্বণশ্রুতৌ চ। প্রকৃতিপদং পারিভাষিক মুক্তং ন তু স্ত্রীসংস্থানাৎ পরিশয়নাৎ পুরুষপদমপি তথা শ্রুতিসিদ্ধং নন্থ ভবতু তথাপি জড়ায়াঃ প্রকৃতেঃ কুতশ্চেতনত্বং অত্রোচ্যতে চিৎপ্রকৃতিপক্ষে বিবাদানবসর এব গুণময় এব প্রকৃতিপক্ষেঽপি বাদিভেদমতে সত্ত্বোদ্রেকাৎ চেতনত্বং যদুক্তং গীতাসু, সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্মেত্যাদি সত্ত্বোদ্রেকতা তু গুণসাম্যেঽপি পুরুষেক্ষাবশাদেবেতি সমঞ্জসমলমতি প্রপঞ্চেন। প্রাগন্তঃকরণবিশেষ শক্তিত্বয়োক্তম্, অত্র জীবত্বয়োক্তমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্।৭৮-৮০।

টীকার্থ মাতা,[৮২] জননী, গর্ভধারিণী।৭১-৭৩
যাহা-তাহা নয়, তাহাতে তদ্দর্শন ভ্রান্তি, যেমন শুক্তিকাতে রজত, মরুভূমিতে জল, আকাশে নীলিমা এবং ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। ভ্রান্তি[৮৩] অর্থে বিপর্যয়জ্ঞান দ্বিবিধরূপে কথিত। অতত্ত্বে যাহা তত্ত্ববোধ, আর তত্ত্বে অতত্ত্ববোধ। যাহা তাহা নয়, তাহাতে তৎ বুদ্ধি এবং যাহা তাহা, তাহাতে অতৎ বুদ্ধি। অথবা ভ্রান্তি অর্থে অমুভূত অপ্রবোধ। এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও চণ্ডিকা।৭৪-৭৬

ইন্দ্রিয় ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যিনি সর্বভূতে ও ভৌতিক পদার্থে, ইন্দ্রিয়ের আধার নেত্রগোলক প্রভৃতিব ও চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী[৮৪]। তিনিই সূর্যাদি ইন্দ্রিয় দেবতার প্রেরয়িত্রী দেবী। চ-কার অর্থে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকদুঃখত্রয়ের পরমার্থরূপা প্রেরয়িত্রী তুমিই। শংকরাচার্যকৃত নির্বাণষটকের হস্তামলককৃত ভাষ্যে আছে, ইন্দ্রিয় ও মন ও চক্ষুর দেবতা পরমাত্মা। কেনোপনিষদেও উক্ত মর্মে বাক্য দৃষ্ট হয়। পূর্বে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী সূর্যাদিদেবতারূপে মহামায়া বর্ণিতা। এখন কিন্তু তাহাদেরও পরমার্থরূপত্ব পুনরায় বলা হইল না। পরমার্থত্ব অর্থে ধারণ গ্রহণ ও প্রেরণশক্তি। চণ্ডিকাকে ব্যাপ্তিদেবীরূপে কথনে ইহা প্রতিপাদিত হইল। ব্যাপ্তি অর্থে অনুস্যূতত্ব। যেমন কাপড়ে তন্তু ও মণিমালায় সূত্র অনুস্যূত থাকে, তেমনি দেবী সর্বভূতে পরিব্যাপ্তা। এইরূপে সেই দেবী সর্ববস্তুর প্রকাশিকা হন। অথবা সর্বভূতে ও ভৌতিক পদার্থে এবং ইন্দ্রিয়সমূহেও তদারম্ভক পঞ্চভূত ও অহংকার ও তন্মাত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও চণ্ডিকা। চ-কার দ্বারা অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র যোজনীয়। অন্য অংশের অর্থ পূর্ববৎ হইবে।৭৭

চিতি ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। চিতি অর্থে চৈতন্ত, তন্ময় জীব। বেদান্তগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, জীব অবিদ্যারূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্ত। যাহা চিতিরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া৮৫ রহিয়াছে, তাহাই দেবী চণ্ডিকা। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, চিৎ-জড়াত্মক সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ জগৎ তুমিই। পূর্বে অন্তঃকরণ বিশেষ শক্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। এখানে জীবরূপে কথন পুনরুক্তি নহে।৭৮—৮০

টিপ্পনী। ৮২ ব্রাহ্মী আদি অষ্টমাতৃকা বা মাতৃকানাম্নী বর্ণ দেবতা বা জননী এবং গুপ্তবতীমতে প্রমাতা।

৮৩. ভ্রান্তি—অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ অর্থাৎ যাহা তাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করারূপ মিথ্যাজ্ঞান। গুপ্তবতী মতে ভ্রান্তি অর্থে অপ্রমা।

৮৪. কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও প্রজাপতি।

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, শংকর ও অচ্যুত

৮৫. ১৪শ হইতে ৮০তম মন্ত্রে দেবীর ত্রয়োবিংশতি রূপ বর্ণিত। কাত্যায়নী-তন্ত্রমতে ইহার অধিক সংখ্যা অনার্ষ।

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥৮১
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥৮২

ঋষিরুবাচ ॥৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥৮৪

অন্বয়। যা সুরৈঃ পূর্বম্ স্তুতা তথা সুর ইন্দ্রেণ অভিষ্ট-সংশ্রয়াৎ দিনেষু সেবিতা, যা চ ঈশা সাম্প্রতম্ উদ্ধত দৈত্য তাপিতৈঃ সুরৈঃ অস্মাভিঃ নমস্যতে, যা চ ভক্তি বিনম্র-মূর্তিভিঃ [অস্মাভিঃ] স্মৃতা নঃ সর্ব-আপদঃ তৎক্ষণম্ এব হন্তি, সা শুভ হেতুঃ ঈশ্বরী নঃ ভদ্রাণি শুভানি করোতু চ আপদঃ অভিহন্তু ।৮১—৮২

ঋষি উবাচ—নৃপ-নন্দন, তত্র এবং স্তব আদি যুক্তানাং দেবানাং [অগ্রতঃ] পার্বতী জাহ্নব্যাঃ তোয়ে স্নাতুম্ অভ্যাযযৌ ।৮৩—৮৪

শ্লোকার্থ। পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুরবধরূপ অভীষ্ট প্রাপ্তি হওয়ায় প্রতিদিন যাঁহার পূজা করিতেন, উদ্ধত দৈত্যগণ কর্তৃক পীড়িতা হইয়া আমরা, দেবগণ যে ঈশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব করিতেছি এবং যাঁহাকে ভক্তিনত দেহে স্মরণ করিলে তিনি সেই ক্ষণেই আমাদের সকল বিপদ দূর করেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের আপদ সমূহ বিনাশ করুণ ।৮১—৮২

মেধা ঋষি বলিলেন ; হে নৃপ নন্দন সুরথ, তথায় এই রূপ স্তবাদিতে নিযুক্ত দেবগণের সম্মুখে দেবী পার্বতী জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে আগমন করিলেন ।৮৩—৮৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স্তুতেতি। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। সা নোঽস্মাকং ভদ্রাণি নির্বিঘ্নানি নিরন্তরাণীতি যাবৎ শুভানি মঙ্গলানি করোতুঃ, যতঃ শুভহেতুর্মঙ্গলকারণম্। আপদঃ অভিহন্তু যতঃ ঈশ্বরী সর্বশক্তিযুক্তা সর্বনিয়ন্ত্রীতি বা। সা কা? যা পূর্বং মহিষাসুরবধকালীনেষু দিনেষু অভীষ্ট সংশ্রয়াৎ বাঞ্ছিতফললাভাৎ সুরৈর্দেবৈঃ সহ সুরেন্দ্রেণ স্তুতা, সেবিতা চ পঞ্চপুষ্পাদি উপহারৈঃ পূজিতা চ তথাশব্দশ্চার্থঃ ; দিনেষ্বিতি একস্তাপ্যাভিমত-লাভকালস্যেন গৌরবাৎ বহুত্বম্ সাম্প্রতম্ ইদানীঞ্চ উদ্ধতদৈত্যতাপিতৈরস্মাভিঃ সুরৈঃ যা নমস্যতে ইত্যন্বয়ঃ। যা চ ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিরস্মাভিঃ স্মৃতা সতী তৎক্ষণং স্মরণসমকালেব নোঽস্মাকং সর্বাপদো হন্তি। কীদৃশী? ঈশা ঈশ্বরী ।৮১—৮২ ঋষিরুবাচ ।৮৩ এবমিতি। হে নৃপনন্দন সুরথ! তত্র স্থানে এবম্ উক্তপ্রকারেণ স্তবাদিযুক্তানাম্ আদিনা পূজা প্রাণায়াম-ধ্যান-ধারণাদেঃ সংগ্রহঃ স্তবাদৌ তৎপরাণাং দেবানাম্ অভি আভিমুখ্যেন সম্বন্ধ বিবক্ষায়াং ষষ্ঠী পার্বতী জাহ্নব্যা গঙ্গায়াস্তোয়ে স্নাতুম আযযৌ (অনাদরে ষষ্ঠীতি বিস্তাবিনোদঃ তথা সতি প্রশ্নোঽসঙ্গতঃ স্যাৎ) ।৮৪

টীকার্থ। এই দুই শ্লোকে স্তুতি করিতেছেন। সেই দেবী আমাদিগকে নিরন্তর নির্বিঘ্ন ও মঙ্গলযুক্ত করুন। যেহেতু শুভের কারণ মঙ্গল এবং তিনি বিপদ বিনাশ করেন। যেহেতু ঈশ্বরী সর্বশক্তিযুক্ত বা সর্বনিয়ন্ত্রী। তিনি কিরূপ? যিনি পূর্বে, মহিষাসুর বধকালে বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য দেববৃন্দের সহিত ইন্দ্র কর্তৃক স্তুতা ও গন্ধপুষ্পাদি উপচারে পূজিতা হইয়াছিলেন। এখানে 'তথা' শব্দের অর্থ এবং। বহুদিনে একজনেরও প্রশংসা লাভকালে। গৌরব হেতু বহুবচন হয়। ইদানীং উদ্ধত দৈত্যগণ দ্বারা পীড়িত আমরা যাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। আমরা ভক্তিভরে নম্রচিত্ত হইয়া স্মরণ করিলে সেই স্মরণ মাত্রই যিনি আমাদের সমস্ত বিপদ নষ্ট করেন, তিনি কিরূপ? তিনি ঈশা, ঈশ্বরী। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে আছে, এই জগৎ ঈশাবাস্য ।৮১-৮২

ঋষি বলিলেন।৮৩ এবম্ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে নৃপনন্দন সুরথ, সেইস্থানে উক্তরূপে স্তবাদিযুক্ত। আদি শব্দে ঔপচারিক পূজা, প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারনাদি বুঝিতে হইবে। স্তবাদিতে তৎপর দেবগণের সম্মুখে পার্বতী জাহ্নবীজলে, গঙ্গাসলিলে স্নানার্থে আসিয়াছিলেন। বিবক্ষণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। জহ্নু মুনির উরুদেশ হইতে প্রবাহিতা বলিয়া গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী ।৮৪

সাব্রবীত্তান্ সুরান সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।
শরীর-কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাঽব্রবীচ্ছিবা ॥৮৫
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥৮৬
শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥৮৭
তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাত হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৮৮

অন্বয়। সা সুভ্রূ তান্ সুরান্ অব্রবীৎ—ভবদ্ভিঃ অত্র কা স্তূয়তে? অস্যাঃ শরীর কোষতঃ চ সমুদ্ভূতা শিবা অব্রবীৎ ।৮৫

সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ শুম্ভ-দৈত্য-নিরাকৃতৈঃ সমেতৈঃ দেবৈঃ মম এতৎ স্তোত্রং ক্রিয়তে ।৮৬

যৎ তস্যাঃ পার্বত্যাঃ শরীর কোষাৎ অম্বিকা নিঃসৃতা ততঃ সমস্তেষু লোকেষু কৌশিকী ইতি গীয়তে ।৮৭

তস্যাং বিনির্গতায়াং তু সা পার্বতী অপি কৃষ্ণা হিমাচল কৃত আশ্রয়' অভূৎ। [অতঃ] কালিকা ইতি সমাখ্যাতা ।৮৮

শ্লোকার্থ। সেই শুভ্র দেবী পার্বতী ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন? তখন তাঁহার (দেবীর) শরীর কোষ হইতে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন ।৮৫

নিশুম্ভাসুর কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন ।৮৬

সেই পার্বতীদেবীর দেহ-কোষ হইতে অম্বিকা উৎপন্না হইয়াছেন বলিয়া ত্রিজগতে তিনি কৌশিকী বা কৌষিকী নামে অভিহিতা।৮৭

কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পর পার্বতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া দেবতাত্মা হিমালয়ে অধিষ্ঠান করিয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন ।৮৮

তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা। সেতি। সা শুভ্রাস্তান্ সুরান্ অব্রবীৎ। কিমব্রবী-দিত্যাহ—ভবদ্ভিরত্রকা স্তূয়তে স্তুতৌ স্তূয়তে স্ত্রীলিঙ্গোপাদানাৎ কেতি স্ত্রীত্বং প্রশ্নেঽপি। তদানীমেব অস্যাঃ পার্বত্যাঃ শরীরকোষতঃ শরীরমেব কোষঃ রত্নৌঘরূপঃ তস্মাৎ সমুদ্ভূতা প্রাদুর্ভূতা সতী শিবা অব্রবীৎ কোষপদোপাদানাৎ তচ্ছরীরাৎ লোকোৎপত্তিযোগ্যতা সূচিতা ।৮৫ কিমব্রবীদিত্যাহ স্তোত্রমিতি। এতৈঃ সমেতৈর্মিলিতৈর্দেবৈঃ এতৎ মম স্তোত্রং ক্রিয়তে। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণ-দ্বয়মাহ যতঃ সমরে যুদ্ধে শুম্ভদৈত্যেন নিরাকৃতৈর্নিবস্তৈঃ, নিশুম্ভেন চ পরাজিতৈঃ অভিভূতৈঃ অত্র শুম্ভনিশুম্ভয়োর্দানবত্বেঽপি দৈত্যধর্মগ্রাহিত্বাৎ দৈত্য উচ্যতে, যদ্বা "দিতি স্যাৎ খণ্ডনে দনৌ" ইতি বিশ্বপ্রকাশদর্শনাৎ দিতিশব্দেন দনুরপ্যুচ্যতে ।৮৬ তস্যা নামনির্বচনমাহ। শরীরেতি। যদ্ যস্মাৎ তস্যাঃ পার্বত্যাঃ শরীর কোষাৎ অম্বিকা নিঃসৃতা নির্গতা, ততো হেতোঃ সমস্তেষু লোকেষু ভুবনেষু জনেষু বা কৌষিকীতি গীয়তে উচ্যতে মুনিভিরিত্যর্থঃ সুপাং সুবিতি ব্যবস্থয়া সমস্তৈর্জ-নৈরিত্যর্থো বা; কোষো ভবা কৌষিকী অধ্যাত্মাদিঃ "কোষোঽস্ত্রী কুট্মলে খড়্গ-পিধানেঽর্থৌঘদিব্যয়ো" রিতি মূর্দ্ধন্যান্তে মেদিনী দর্শনাৎ, "কোশাতকীকৌশিকী দন্দশূকে" ত্যাদিতালব্যশব্দের দর্শনাচ্চ কৌষিকীতি মূর্দ্ধন্যবতী তালব্যবতী চ ।৮৭ তস্যামিতি। তস্যাং কৌষিকাং বিনির্গতায়াং সত্যাং সাপি হিমাচলকৃতাশ্রয়া হিমবন্নিকেতা পার্বতী কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণা অভূৎ। ইতি হেতোঃ কালিকা ইতি সমাখ্যাতা প্রসিদ্ধা অভূৎ ইতি শব্দোঽত্রাধ্যেতব্যঃ, স্বার্থে কশ্চ ।৮৮

টীকার্থ। সা ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই শুভ্রদেবী দেবতা-

গণকে বলিলেন। কি বলিলেন? তোমরা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছ? স্তুতিতে স্ত্রীলিঙ্গের প্রাধান্যহেতু 'কা' এই প্রশ্নে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত। তখন এই পার্বতী শরীরকোষ, রত্নময় দিব্যদেহ হইতে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন। শরীর কোষ, শরীরই কোষ পদ উপাদান হেতু সেই শরীরের লোকোৎপত্তি যোগ্যতা সূচিত হইতেছে।৮৫

কি বলিলেন, এই স্তোত্রে ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই দেবগণ মিলিত হইয়া আমার স্তব করিতেছেন। হেতুগর্ভ বিশেষণ দ্বয় ব্যবহৃত। যেহেতু যুদ্ধে দেবগণ শুম্ভ দৈত্য কর্তৃক বিতাড়িত এবং নিশুম্ভ দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এখানে শুম্ভ নিশুম্ভের দানবত্বহেতু দৈত্যধর্মগ্রাহী বলিয়া দৈত্য। বিশ্বপ্রকাশ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, খণ্ডন ও দনুতে দিতি হয়। অতএব দিতি শব্দে দনুও উক্ত হয়।৮৬

শরীর ইতি শ্লোকে তাঁহার নাম নির্বাচন করিতেছেন। যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে অম্বিকা নির্গতা হইয়াছিলেন।

সেইহেতু সমস্ত ভুবন বা জনলোকে মুনিগণ কর্তৃক কৌষিকী৮৬ নামে অভিহিত। অথবা সুপাং সুপ সূত্রবলে জনগণ কতৃক অভিহিতা, ইহাই অর্থ। কোষে জাতা বলিয়া তিনি কৌষিকী—অধ্যাত্মাদি ত্রিরূপা। মেদিনী কোষে দৃষ্ট হয়, ষ-অন্তে থাকিলে, কোষে, স্ত্রী, কুট্‌মল, খড়্গ, পিধান অর্থে ও ওঘ শব্দে 'ষ' ও 'শ' দুইই হয়। কোষ হইতে জাত কৌষিকী দন্দশূকে ইত্যাদি তালব্য-শ ভেদ দৃষ্ট হওয়ায় ষ ও শ দুইই হয়।৮৭

তস্যা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই কোষ হইতে নির্গতা হইলে হিমাচলবাসিনী পার্বতীদেবী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছিলেন। এই হেতু তিনি কালিকা নামে আখ্যাতা, প্রসিদ্ধা। স্বার্থে কাশ্চ সূত্রবলে এখানে 'ইতি' শব্দ অন্বিত হইবে।৮৮

টিপ্পনী। ৮৬. শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহারা দেব ও মানব সকল পুরুষের অবধ্য হইবেন। কিন্তু অযোনিজা অথচ পুংস্পর্শরহিতা স্ত্রীশরীর হইতে উদ্ভূতা অলঙ্ঘ্যপরাক্রমা নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ কেবল তাঁহারই দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইবেন। ব্রহ্মা অসুরদ্বয়কে প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাদের উপদ্রবে যখন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অস্থির হইল, তখন তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নাশিনী দেবীকে প্রেরণ করিবার জন্য শিবের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

তদনন্তর মহাদেব রহস্যচ্ছলে পার্বতীকে 'কালী' নামে সম্বোধন করেন। তাহাতে পার্বতী অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, আমি গৌরবর্ণা নহি বলিয়া তোমার এত অপ্রীতিভাজন হইয়াছি। সুতরাং ইহা তোমার সত্য উক্তি, পরিহাস নহে। অনন্তর পার্বতী ক্রোধভরে গৌতমাশ্রমে গমনপূর্বক কঠোর তপস্যাপ্রভাবে রজোগুণের বিকার হেতু ভুজঙ্গী কঞ্চুকের ন্যায় স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ কোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইয়া গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। সেই চন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্তা অতিসুন্দরী কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হইয়া পার্বতীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। পার্বতী প্রত্যাগতা হইয়া কৌশিকীর মহিমা এইভাবে দেবগণের নিকট বর্ণনা করেন—

কিং দেবেন ন সা দৃষ্টা যা সৃষ্টা কৌশিকী ময়া।
তাদৃশী কন্যকা লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
অজাত পুংস্পর্শরতিরধৃষ্যা চাতিসুন্দরী॥

শিবপুরাণ সংহিতায় আছে, আমি যে অতি সুন্দরী অজাত পুংস্পর্শরতি অজেয়া কৌশিকীকে সৃষ্টি করিয়াছি, দেবগণ কি তাহাকে দেখেন নাই? তাদৃশী দেবকন্যা ইহলোকে পূর্বে হয় নাই বা পরেও হইবে না।

টিপ্পনী। দেবীমাহাত্ম্যের, বৈকৃতিকরহস্য ও মহাসরস্বতী-ধ্যানানুসারে পরদেবতা পার্বতী আদিতে গৌরবর্ণা ছিলেন এবং অন্তে কৃষ্ণবর্ণা হইলেন।

শিব পুরাণ ও কালিকাপুরাণাদি মতে কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পর পরদেবতা পার্বতী প্রথমে গৌরবর্ণা ও অন্তে কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা টীকাকারগণসম্মত নহে। কারণ বায়ুসংহিতায় আছে।

তৎকোশং সহসোৎসৃজ্য গৌরী সা সমজায়ত। অর্থাৎ সহসা তাঁহার দেহ-কোশ পরিত্যাগ করিয়া পার্বতী গৌরবর্ণা হইলেন। এই বিষয়ে বায়ুসংহিতার সহিত শিবপুরাণসংহিতাও একমত। বৈকৃতিকরহস্য ও মহাসরস্বতীর ধ্যানানুসারে সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া, অষ্টভুজা সাক্ষাৎ সরস্বতী গৌরী কৌশিকী দেবীই শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিবেন। ৮৮ তম মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। গুপ্তবতী টীকা মতে পরদেবতা পার্বতী তথায় কৌশিকী দেবীকে রাখিয়া স্নানার্থ বা স্নানান্তে হিমাচল-শিখর কৈলাসে গমন করিলেন। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ স্তবকারী দেবগণের স্তব অঙ্গীকার করিয়া কৌশিকী দেবীর অন্যত্র প্রস্থান অনুচিত। আবার ৮৯তম মন্ত্রেও কৌশিকী দেবীর তথায় অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। কারণ অম্বিকা, কৌশিকী দেবীকেই চণ্ড-মুণ্ড দর্শন করে।

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৮৯
তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা সাতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥৯০
নৈব তাদৃক্ কচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥৯১
স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥৯২

অন্বয়। ততঃ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ভৃত্যৌ চণ্ডঃ মুণ্ডঃ চ পরং সুমনোহরম্ রূপং বিভ্রাণাং অম্বিকাং দদর্শ।৮৯

তাভ্যাং চ শুম্ভায় সা [এবং] আখ্যাতা-মহারাজ, অতীব সুমনোহরা কা অপি স্ত্রী হিম অচলম্ ভাসয়ন্তী আস্তে।৯০

অসুর ঈশ্বর, তাদৃক্ উত্তমম্ রূপং কেনচিৎ কচিৎ ন দৃষ্টম্ এব। অসৌ কা অপি দেবী। [অতঃ] জ্ঞায়তাং গৃহ্যতাং চ।৯১

দৈত্য ইন্দ্র, সা তু অতি-চারু-অঙ্গী স্ত্রী রত্নম্ ত্বিষা [অঙ্গ] দিশঃ দ্যোতয়ন্তী তিষ্ঠতি, তাং ভবান্ দ্রষ্টুম্ অর্হতি।৯২

শ্লোকার্থ। অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচরদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড অতি মনোহর মূর্তি ধারিণী অম্বিকা (কৌশিকী) দেবীকে দেখিতে পাইল।৮৯

এবং তাহারা উভয়ে শুম্ভের সমীপে সেই কৌশিকী দেবীর এই রূপ বর্ণনা করিল—হে মহারাজ, পরমা সুন্দরী এক রমণী হিমাচল আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন।৯০

হে অসুর পতি, তাদৃশ রমণীর মূর্তি কেহ কখনও কোথাও দেখে নাই। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবপত্নী। তাঁহার বিষয় জানিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করুন।৯১

হে দৈত্যেন্দ্র, অতিশয় চারু অবয়বা সেই নারীরত্ন স্বীয় অঙ্গপ্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি আপনার দর্শনযোগ্যা।৯২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ততঃ প্রাদুর্ভাবানন্তরং পরম্ অত্যুৎকৃষ্টম্ অতিমনোহরং রূপং বিভ্রাণাং ধারয়ন্তীং অম্বিকাং কৌষিকীং চণ্ডো মুণ্ডশ্চ দদর্শ প্রত্যেক-

মন্বয়াদেকত্বম্। তৌ কাবিত্যাহ—শুম্ভনিশুম্ভয়োর্ভৃ্ত্যৌ।৮৯ তাভ্যামিতি। ন কেবলং দদর্শ তাভ্যাং শুম্ভায় আখ্যাতা কথিতা চ। তদাহ—হে মহারাজ, কাপি বচনাগোচরা স্ত্রী আস্তে। কীদৃশী? হিমাচলং ভাসয়ন্তী শোভয়ন্তী একত্রাবস্থানেঽপি সকলাচলাবভাসনপরতয়া বচনাগোচররূপৈব, অতোঽতীব সুমনোহরা।৯০। নৈবেতি। তাদৃক্ রূপং ক্বচিদপি দেশে কালে চ কেনচিজ্জনেন নৈব দৃষ্টম্। কীদৃক্? উত্তমম্। ততঃ কিমিত্যাহ—অসৌ দেবী কা জাত্যা স্বরূপেণ চেতি জ্ঞায়তাম্। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু গৃহ্যতাং চ। হে অসুরেশ্বর।৯১ স্ত্রীতি। সা স্ত্রীরত্নং স্ত্রীশ্রেষ্ঠা, অতিচার্বঙ্গী অতিচারূণ্যঙ্গানি করচরণাদীনি যস্যাঃ সা, ত্বিষা কান্ত্যা দিশো দ্যোতয়ন্তী সতী তিষ্ঠতি। হে দৈত্যেন্দ্র, ভবান্ তাং দ্রষ্টুং চক্ষুঃসাৎকর্তুং জ্ঞাতুং বা অর্হতি রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি ইত্যমরঃ।৯২

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাঁহার প্রাদুর্ভাবের পর অত্যুৎকৃষ্ট অতিমনোহর-রূপধারিণী সেই দেবী অম্বিকাকে চণ্ড ও মুণ্ড দৈত্যদ্বয় দেখিতে পাইল। অন্বয় হেতু প্রত্যেকে একক হইয়াছে। তাহারা কে? এখন বলিতেছেন, তাহারা শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয়।৮৯

তাভ্যাম্ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। কেবল দেখিল তাহা নহে, পরন্তু তাহারা দেবীকে শুম্ভের নিমিত্ত আগতা কথিত হইল। তাহারা বলিল, হে মহারাজ, বাক্যের অগোচরা কোন দেবী আছেন। সে কিরূপ? তাহারা বলিল, তিনি হিমালয়কে সুশোভিত করিয়াছেন। একস্থানে অবস্থিতা হইলেও তিনি সকল পার্বত্যাঞ্চল শোভান্বিত করার জন্য বচনের অগোচর দিব্যরূপ ধারণ করেন। অতএব তিনি অতীব মনোহরা।৯০

নৈব ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই প্রকার দিব্যরূপ কোনও লোক কোনও দেশে কদাপি দেখে নাই। কিরূপ? উত্তম। তারপর কি বলিল? সেই দেবী কোন্ জাতিভুক্তা তাহা জানুন। কেবল তাহাই নয়, কিন্তু তিনি আপনার গ্রহণীয়া।৯১

স্ত্রী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তিনি নারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। অতি রমণীয় অঙ্গসমূহ, কর ও চরণ ইত্যাদি যাহার, সেই চার্বঙ্গীদেবী দিব্য কান্তি দ্বারা দশদিক উজ্জ্বল করিয়া অবস্থান করিতেছেন। হে দৈত্যেন্দ্র, তাঁহাকে আপনার দর্শন করা বা জানা উচিত। অমরকোষ মতে রত্ন অর্থে স্বজাতি শ্রেষ্ঠ।৯২

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৯৩
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাত তরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥৯৪
বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্ ॥৯৫
নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্ ॥৯৬

অন্বয়। প্রভো, ত্রৈলোক্যে অশ্ব-গজ-আদীনি যানি রত্নানি মণয়ঃ বৈ [সন্তি] সমস্তানি তু সাম্প্রতং তে গৃহে ভান্তি।৯৩

[ভবতা] পুরন্দরাৎ গজঃরত্নম্-চ অয়ং পারিজাত তরুঃ তথা চ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতঃ হয়ঃ এব সমানীতঃ।৯৪

এতৎ হংসসংযুক্তম্ রত্ন-ভূতম অদ্ভুতম্ বিমানং যৎ বেধসঃ আসীৎ ইহ আনীতং [তৎ] তে অঙ্গনে তিষ্ঠতি।৯৫

ধন-ঈশ্বরাৎ এষঃ মহাপদ্মঃ নিধিঃ সমানীতঃ। অব্ধিঃ চ কিঞ্জল্কিনীম্ অম্লান পঙ্কজাম্ মালাম্ দদৌ।৯৬

শ্লোকার্থ। হে প্রভু, ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বাদিরূপ যে সকল রত্ন এবং পদ্মরাগাদি মণি আছে, তৎসমুদায় সম্প্রতি আপনার প্রাসাদে শোভা পাইতেছে।৯৩

আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজরাজ ঐরাবত, এই দেবতরু পারিজাত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন আনিয়াছেন।৯৪

এই হংসসংযুক্ত রত্নতুল্য আশ্চর্য দেবযান বিমান ব্রহ্মার নিকটে ছিল, আপনা কর্তৃক আনীত হইয়া ইহা এখন আপনার অঙ্গনে আছে।৯৫

কুবেরের নিকট হইতে নবনিধির অন্যতম মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন এবং সমুদ্রও আপনাকে অম্লান পদ্মের কিঞ্জল্কিনী নামক একটি মালা দিয়াছেন।৯৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ সর্বরত্নাশ্রয়ত্বোক্ত্যা প্রলোভয়তি যানীতি। গজাশ্বাদীনি যানি রত্নানি স্বস্বজাতিশ্রেষ্ঠানি, যে মণয়ো মহাপদ্মাদয়ঃ ত্রৈলোক্যে সন্তি, তানি সমস্তানি একশেষাৎ ক্লীবশেষঃ সাম্প্রতম্ ইদানীং তে তব গৃহে ভান্তি শোভন্তে।৯৩

এতদ্বিবৃণোতি। ঐরাবত ইতি। ঐরাবতো গজরত্নং গজশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরাৎ সমানীতঃ। অয়ংপারিজাততরুশ্চ, তথাশ্বার্থঃ উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্চানীতঃ।২৪

বিমানমিতি। হংসসংযুক্তং যদ্বিমানং ক্রীডাযানম্ অদ্ভুতম্ অত্যাশ্চর্যং রত্নভূতং বস্তুস্বরূপং বেধসো ব্রহ্মণ আসীৎ, তদেতৎ আনীতং যৎ ইহ তে তব অঙ্গনে অজিরে তিষ্ঠতি অঙ্গনং 'তবর্গ পঞ্চমোপেত মঙ্গনং কেবলং বিদুবিতি শব্দ মহার্ণবাৎ। অঙ্গনং প্রাঙ্গণে যানে কামিন্যামঙ্গনা মতেতি মেদিনীকারাচ্চ।২৫

নিধিরিতি। এষ মহাপদ্মো মহাপদ্মনামা নিধিঃ ধনেশ্বরাৎ কুবেরাৎ সমানীতঃ তল্লক্ষণমাহ মার্কণ্ডেয়পুরাণং "সত্ত্বাধারো নিধিশ্চান্যো মহাপদ্ম ইতি স্মৃতঃ। সত্ত্বপ্রধানো ভবতি তেন চাধিষ্ঠিতো নরঃ। করোতি পদ্মরাগাদিরত্নানাঞ্চ পরিগ্রহম্।" (মৌক্তিকানাং প্রবালানাং তেষাঞ্চ ক্রয়বিক্রয়ম্। দদাতি যোগশীলেভ্যস্তেষামাবসথাংস্তথা। স কার্যয়তি তচ্ছীলঃ স্বয়মেব চ জায়তে। তৎপ্রসূতাস্তথাশীলাঃ পুত্রপৌত্রক্রমেণ চ। পূর্বদ্ধিমাত্রঃ সপ্তাসৌ পুরুষাংশ্চ ন মুঞ্চতীতি।) অব্ধিঃ সমুদ্রঃ কিঞ্জল্কিনীং তথাম্লাম্ অম্লানপংকজাম্ অম্লানানি পঙ্কজানি যস্যাম্ এবং ভূতাং মালাং দদৌ অর্থাৎ তুভ্যম্।২৬

টীকার্থ। তিনি সর্বরত্নের[৮৭] আশ্রয়ভূতা, ইহা যান্ ইতি পরবর্তী অষ্ট শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভকে ইহা বলিয়া প্রলুব্ধ করিতেছে। হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি যে সকল রত্ন নিজ নিজ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে মহাপদ্মাদিমণিরাজি ত্রিলোকে বিদ্যমান, সেই সকল সম্প্রতি আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। এখানে একশেষ ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে।২৩

টিপ্পনী। ৮৭, মুক্ত, মাণিক্য, বৈদুর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত ও নীলকণ্ঠ—এইসকল নবরত্ন।

টীকার্থ। ঐরাবত ইত্যাদি শ্লোকে ইহা বিবৃত হইতেছে। গজরাজ ঐরাবত ইন্দ্রের নিকট আনীত হইয়াছিল এবং এই পারিজাত বৃক্ষ ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও আনীত হইয়াছিল।২৪

বিমান ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অত্যাশ্চর্যতুল্য হংসসংযুক্ত বিমান ব্রহ্মার নিকট ছিল। তাঁহার নিকট হইতে আনীত হইয়া এখন উহা আপনার অঙ্গণে আছে।২৫

নিধি ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহাপদ্ম নামক নিধি কুবেরের নিকট হইতে আনীত হইয়াছে। তাহার লক্ষণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, সত্ত্বাধার নিধির অন্য নাম মহাপদ্ম বলিয়া জানিবে। তাহার সান্নিধ্যে মানুষ

সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয় এবং মহা-পদ্মরাগমণি আহরণ করে। সমুদ্র আপনাকে কিঞ্জল্কিনী নামক অম্লান পদ্মের মালা দিয়াছে।৯৬

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ॥৯৭
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে॥৯৮
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী॥৯৯
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে॥১০০

অন্বয়। তে গেহে বারুণং কাঞ্চন-স্রাবি-ছত্রং তিষ্ঠতি তথা অয়ং স্যন্দন-বরঃ যঃ পুরা প্রজাপতেঃ আসীৎ।৯৭

ঈশ ত্বয়া মৃত্যোঃ উৎক্রান্তি-দা নাম শক্তিঃ হৃতা। সলিল-রাজস্য পাশঃ তব ভ্রাতুঃ পরিগ্রহে।৯৮

অব্ধিজাতাঃ চ সমস্তাঃ রত্ন-জাতয়ঃ নিশুম্ভস্য [সন্তি] চ বহ্নিঃ অপি তুভ্যম্ অগ্নি-শৌচে বাসসী দদৌ।৯৯

দৈত্য-ইন্দ্র এবং সমস্তানি রত্নানি তে আহৃতানি। এষা কল্যাণী স্ত্রী-রত্নম্ ত্বয়া কস্মাৎ ন গৃহ্যতে।১০০

শ্লোকার্থ। বরুণের স্বর্ণময় ছত্র এবং প্রজাপতির শ্রেষ্ঠরথ এক্ষণে আপনার প্রাসাদে শোভা পাইতেছে।৯৭

প্রভো, আপনি যমের উৎক্রান্তিদা নামক-শক্তি-অস্ত্র আহরণ করিয়াছেন এবং জলদেবতা বরুণদেবের পাশাস্ত্রও আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধিকারে আছে।৯৮

সমুদ্রজাত রত্নরাজি নিশুম্ভের হস্তগত এবং অগ্নিও আপনাকে এমন বস্ত্রযুগল দিয়াছেন, যাহা কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারাই পরিষ্কৃত হয়।৯৯

হে দৈত্যেন্দ্র, এইরূপে আপনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে কেন আপনি এই কল্যাণী স্ত্রীরত্নকে গ্রহণ করিতেছেন না?১০০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ছত্রমিতি। তে তব গেহে কাঞ্চনস্রাবি কনক-

প্রস্রবণশীলং বারুণং বরুণসম্বন্ধি ছত্রং তিষ্ঠতি। তথাশব্দশ্চার্থঃ প্রজাপতেশ্চ দক্ষস্য যঃ পুরা আসীৎ সোঽয়ং স্যন্দনবরো যুদ্ধসাধনরথশ্রেষ্ঠঃ তব গেহে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥৯৭॥ মৃত্যোরিতি। সার্দ্ধশ্লোকোঽয়ম্। হে ঈশ শত্রুনিরাকরণ-সমর্থ, মৃত্যোর্দ্ধর্মপুত্রস্য উৎক্রান্তিদা মরণদাত্রী উৎক্রমণমুৎক্রান্তিঃ শক্তি-রস্ত্র-বিশেষঃ ত্বয়া হৃতা মৃত্যোর্যমস্যেতি বিদ্যাবিনোদঃ, কিন্তু যমস্য দণ্ড এব প্রসিদ্ধম্ অস্ত্রং, নিরুক্তং চাত্রৈব "কালদণ্ডাদ্‌যমো দণ্ড" মিতি। পাশঃ সলিলরাজস্য বরুণস্য পাশঃ তব ভ্রাতুর্নিশুম্ভস্য পরিগ্রহে অধিকারেঽস্তি মূলে বা, যদ্বা পরিগৃহ্যতেঽনেনেতি পরিগ্রহো হস্তঃ "পরিগ্রহঃ কলত্রেঽপি মূলস্বীকারয়োরপি। শপথে পরিবারে চ রাহুগ্রস্তে চ ভাস্করে" ইতি কোষঃ। (স্রোতঃ সদঃ সকল-সলিলমিতি সম্ভেদদর্শনাৎ সলিলং দন্ত্যাদি)। অব্ধিজাতাঃ সমুদ্রভবাঃ সমস্তা রত্নজাতয়ো রত্নপ্রকারাঃ পদ্মরাগাদয়শ্চ সন্তীত্যন্বয়ম্। বহ্নিরপি পাবকোঽপি অগ্নিশৌচে অগ্নিনা শৌচং শুদ্ধির্যয়োঃ এতাদৃশী বাসসী বসনে তুভ্যং দদৌ। অপীতি বিস্ময়ে।৯৮-৯৯

উপসংহরতি। এবমিতি। হে দৈত্যেন্দ্র, এবমুক্তপ্রকারেণ সমস্তানি রত্নানি তে ত্বয়া আহৃতানি ভ্রাতুরপ্যভিন্নাচারত্বাৎ ত্বয়েত্যুহ্যম্। এষা কল্যাণী স্ত্রীরত্নং স্ত্রীশ্রেষ্ঠা ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে? অপি তু গৃহ্যত এব বর্ত্তমানপ্রায়ে বর্ত্তমান-বন্নির্দেশঃ, সর্বরত্নভোগিনস্তব তৎপরিত্যাগস্যানর্হত্বাৎ। বাক্যভেদাৎ তে ইতি ত্বয়েতি চোক্তম্।১০০

টীকার্থ। ছত্রমিতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। আপনার গৃহে কনক-প্রস্রবনশীল, স্বর্ণস্রাবী বরুণ-ছত্র আছে। প্রজাপতি দক্ষের যুদ্ধসাধনশীল যে শ্রেষ্ঠ রথ ছিল, তাহা আপনার আছে।৯৭

মৃত্যোরিতি অর্দ্ধশ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে ঈশ, শত্রু দূরীকরণসমর্থ মৃত্যুর, ধর্মপুত্রের উৎক্রান্তিদা, মরণদাত্রী নামক শক্তি অস্ত্র, যাহা প্রাণীগণের আয়ুশেষে প্রাণাকর্ষণ করে, আপনি তাহা হরণ করিয়াছেন। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, মৃত্যুর, যমের। কিন্তু যমের দণ্ড প্রসিদ্ধ অস্ত্র। এখানে উহা উক্ত হয় নাই। কালদণ্ড হইতে যমদণ্ড দিলেন। বরুণের পাশাস্ত্র আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধিকারে আছে অথবা যাহাদ্বারা বস্তুমাত্র পরিগৃহীত হয়, তাহা হস্ত। অমরকোষ মতে পরিগ্রহ, কলত্র, মূল· স্বীকার, শপথ, পরিবার, রাহুগ্রস্ত ও ভাস্কর সমানার্থক। সমুদ্রজাত বিভিন্ন প্রকার পদ্মরাগাদি

সর্বরত্ন আপনার আছে। অগ্নিও অগ্নিদ্বারা যাহা শুদ্ধ হয় এমন দুইটি বসন আপনাকে দিয়াছেন। এখানে 'অপি' অব্যয় বিস্ময়ার্থে ব্যবহৃত।৯৮-৯৯

এবমিতি শ্লোকের উপসংহার করা হইতেছে। হে দৈত্যেন্দ্র শুম্ভ, উক্তরূপ নানারত্ন আপনি আহরণ করিয়াছেন। ভ্রাতার অভিন্নচারিত্ব হেতু 'ত্বয়া' উক্ত আছে। এই কল্যাণী স্ত্রীরত্ন আপনি কেন গ্রহণ করিবেন না? নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। বর্তমান প্রায়ে বর্তমানবৎ নির্দ্দেশ আছে, সমস্ত রত্নভোগী আপনি, আপনার পক্ষে ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বাক্যভেদহেতু ইহা 'ত্বয়া' উক্ত হইয়াছে।১০০

ঋষিরুবাচ।১০১

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥১০২
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু ॥১০৩
স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥১০৪

দূত উবাচ।১০৫

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥১০৬

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ—সঃ শুম্ভঃ তদা চণ্ড-মুণ্ডয়োঃ ইতি বচঃ নিশম্য মহাসুরম্ সুগ্রীবং দেব্যাঃ দূতং প্রেষয়ামাস।১০১-১০২

[ত্বং] গত্বা মম বচনাৎ ইতিচ ইতিচ সা বক্তব্যা যথা সংপ্রীত্যা লঘু [সা] অভি-এতি তথা ত্বয়া কার্যং।১০৩

ততঃ সঃ অতি শোভনে শৈল-উদ্দেশে যত্র সা দেবী আস্তে তত্র গত্বা তাং শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা প্রাহ।১০৪

দূতঃ উবাচ দেবি, দৈত্য-ঈশ্বরঃ শুম্ভঃ ত্রৈলোক্যে পরম-ঈশ্বরঃ, তেন প্রেষিত দূতঃ অহম্ ইহ ত্বৎ সকাশম্ আগতঃ।১০৫-১০৬

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, তখন সেই শুম্ভ চণ্ড এবং মুণ্ডের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিল।১০১-১০২

শুম্ভ সুগ্রীবকে বলিল, তুমি তথায় যাইয়া আমার কথানুসারে 'এই' 'এই' কথা তাঁহাকে বলিবে এবং যাহাতে তিনি সম্প্রীতিসহ শীঘ্রই আমার নিকট আসেন, তদ্রূপ করিবে।১০৩

অতি রমণীয় শৈলশিখরে যথায় সেই দেবী বিরাজিতা ছিলেন, সুগ্রীব তথায় গমনপূর্বক দেবীকে অতিশয় কোমল ভাবে মধুর বাক্যে বলিল।১০৪

দূত বলিল হে দেবি, দৈত্য শুম্ভ ত্রিভুবনের একমাত্র অধিপতি। আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত দূত। আমি এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি।১০৫-১০৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ।১০১। নিশম্যেতি। সঃ শুম্ভস্তদা চণ্ডমুণ্ডয়োরিতি প্রলোভনাত্মকং বচো নিশম্য শ্রুত্বা দেব্যাঃ সম্বন্ধে সুগ্রীবাখ্যং মহাসুরং দূতং প্রেষয়ামাস। ১০২। ইতীতি। ত্বয়া গত্বা সা, ইতি চ উক্তম্, ইতি চ বক্ষ্যমাণং, মম বচনাৎ বক্তব্যা। কিঞ্চ যথা প্রীত্যা লঘুঃ শীঘ্রম্ অভ্যেতি, তথা ত্বয়া কার্যং কর্তব্যং চ এতেনাপরমপি প্রলোভনং ত্বয়াবক্তব্যমিতি সূচিতম্। ১০৩। স ইতি। মেধসো বচনমিদম্। সা দেবী কৌষিকী যত্রাতি-শোভনে শৈলোদ্দেশে শৈলস্য উর্দ্ধপ্রদেশে আস্তে, স দূতঃ তত্র গত্বা শ্লক্ষ্ণং কোমলং যথা স্যাৎ তথা মধুরয়া মনোহরয়া প্রলোভনাত্মিকয়েতি যাবৎ গিরা বাচা তাং প্রাহ উক্তবান্।১০৪ দূত উবাচ।১০৫ দেবীতি। হে দেবি দৈত্যেশ্বরঃ দৈত্যা, ধিপতিঃ শুম্ভোঽস্তীতি শেষঃ। ন কেবলমেতাবৎ, কিঞ্চ ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ইন্দ্রঃ এতেন তদধিকারবর্ত্তিনী ত্বমিত্যুক্তম্। অহ দূতস্তেন প্রেষিতঃ সন্ ইহ ত্বৎসকাশং তব সমীপম্ আগতঃ। "সদৃশস্পর্শনিস্ত্রিংশসকাশাশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ" ইতি সভেদদর্শনাৎ সকাশন্তালব্যান্তো দন্ত্যাদিঃ।১০৬

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন।১০১

নিশম্য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই শুম্ভ তখন চণ্ড-মুণ্ডের প্রলোভনাত্মক বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবীর নিকট সুগ্রীব নামে এক মহাসুরকে দূতরূপে প্রেরণ করিল।১০২

ইতি-শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহার নিকট যাইয়া আমার বক্তব্য বলিও। কিংবা যাহাতে প্রীত হইয়া শীঘ্র সে আমার কাছে আসে, তাহা তোমার কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা অপর প্রলোভন-বাক্য তুমি বলিবে, ইহা সূচিত।১০৩

স-ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা মেধামুনির বাক্য। দেবী কৌষিকী যেখানে অতি শোভান্বিতা হইয়া পর্বতের উর্দ্ধস্থানে আছেন, সেই দূত সেখানে

গমন করিয়া যতদূর সম্ভব কোমল, মধুর ও মনোহর প্রলোভনপূর্ণ বাক্য তাঁহাকে বলিল।১০৪

দূত বলিল। দেবী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে দেবি, বর্ত্তমানে শুম্ভ দৈত্যগণের অধিপতি। কেবল তাহাই নহে, তিনি ত্রিলোকের পরমেশ্বর ইন্দ্র। ইহাদ্বারা তুমি তাহার অধিকারবর্তিনী, ইহাই উক্ত হইল। আমি দূত, তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। সদৃশ, স্পর্শ, নিস্ত্রিংশ, সকাশ এই শব্দ সমূহে 'শ' ভেদ দর্শনহেতু স-কার তালব্য-শ-কার হয়।১০৫-১০৬

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিল দৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥১০৭
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞ ভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৮
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নং চ হৃতং দেবেন্দ্র বাহনম্ ॥১০৯
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥১১০

অন্বয়। সদা সর্বাসু দেবযোনিষু অব্যাহত আজ্ঞঃ যঃ নির্জিত-অখিল দৈত্য-অরিঃ সঃ যৎ আহ তৎ শৃনুষ্ব।১০৭

অখিলং ত্রৈলোক্যম্ মম। দেবাঃ মম বশ অনুগাঃ। অহং সর্বান্ যজ্ঞভাগান্ পৃথক্ পৃথক্ উপাশ্নামি।১০৮

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি অশেষতঃ মম বশ্যানি তথা দেব-ইন্দ্র-বাহনম্ গজরত্নম্ এব হৃতং।১০৯

ক্ষীরোদ-মথন উদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ অশ্বরত্নম্ অমরৈঃ প্রণিপত্য মম সমর্পিতম্।১১০

শ্লোকার্থ। দেবতাগণের মধ্যে যাঁহার আদেশ সদা অপ্রতিহত, যিনি সকল দৈত্যশত্রু দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন।১০৭

সমগ্র ত্রিভুবন আমার অধীন, দেবগণও আমার বশবর্ত্তী। বিভিন্ন দেবতার

উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমুদয় যজ্ঞাংশ আমি পৃথক্ ভাবে সেই সেই দেবতারূপে উপভোগ করি।১০৮

এই তিনলোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, তসমুদয় আমার অধিকৃত। আমি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতও বলপূর্বক হরণ করিয়াছি।১০৯

ক্ষীর-সমুদ্র মন্থনে উদ্ভুত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবাকে দেবগণ প্রণামপূর্বক আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন।১১০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অব্যেতি। স শুম্ভো যৎ প্রাহ, তচ্ছৃণুধ্ব। স কীদৃক্? নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ নির্জ্জিতনিখিলদেবগণঃ। অতএব যঃ শুম্ভঃ সদা সর্বদা সর্বাসু দেবযোনিষু বিদ্যাধরাদিষু অব্যাহতাজ্ঞঃ অব্যাহতা আজ্ঞা যস্য স তথা এতেন ত্বমপি তস্যাজ্ঞাং অবশ্যং করিষ্যসীতি ধ্বনিতং; লিঙ্গস্য কচিদ্ব্যভিচারাৎ ছান্দসত্বাৎ বা দেবযোনিশব্দস্য স্ত্রীত্বম্।১০৭ কিমাহেতি কথয়তি মমেতি। অখিলং সমগ্রং ত্রৈলোক্যং মম মদীয়ম্। অখিলা দেবাশ্চ মম বশা মদধীনাশ্চ তে অনুগা অনুবর্তিনশ্চেতি তথা; যদ্বা মম বশা যে রক্তবীজাদয়ঃ তেষামপ্যনুগাঃ পশ্চাদ্গামিনঃ এতেন মদাজ্ঞালঙ্ঘনে তব সহায়ঃ কোঽপি ন ভবিষ্যতীতি ব্যঞ্জিতম্। অহং সর্বান্ যজ্ঞভাগান্ চরুপুরোডাশাদীন্ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রাদিরূপেণ উপাশ্নামি ভক্ষয়ামি এতেনাত্মনঃ সর্বশক্তিযুক্তত্বমুক্তম্।১০৮ ন কেবলং সামর্থ্যাস্পদং, সর্ববিভূত্যাস্পদমপ্যহমিত্যাহ ত্রৈলোক্যে ইতি। ত্রৈলোক্যে যানি বররত্নানি শ্রেষ্ঠরত্নানি সন্তি, তানি অশেষতোঽশেষাণি অশেষেণ সাকল্যেন বা মম বশ্যানীতি ত্রিভিঃ পাদৈরন্বয়ঃ। তথৈব গজরত্নানি ঐরাবতাদয়ো গজশ্রেষ্ঠাঃ মম বশ্যানি মম বশাগতানি। অমরৈর্দেবৈঃ ক্ষীরোদমথনে উদ্ভুতং জাতং দেবেন্দ্রস্য বাহনম্ উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রসিদ্ধম্ অশ্বরত্নং হৃত্বা আনীয় প্রণিপত্য তদাদান-পরাঙ্মুখমপি মাং প্রণিপাতেনানুনীয় মম সম্বন্ধে সমর্পিতং দত্তম্ আঙ্ উপসর্গং ঋতেঽপি হরতিরানয়নে বর্ত্ততে অত্র, অর্থানাং কচিৎ দ্যোতকনিরপেক্ষত্বাৎ; যদ্বা মোহাত্তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখাদপীন্দ্রাৎ, কার্যগৌরবমালক্ষ্য, হৃত্বা বলাদাচ্ছিদ্য সমর্পিতম্ ইত্যর্থঃ, অতএব সুরৈরিত্যুক্তং, ন তু ইন্দ্রেণেতি। উচ্চৈঃ শ্রবো যশো যস্য স উচ্চৈঃশ্রবসঃ, ছান্দসত্বাৎ অৎ সমাসান্তঃ, "কচিদন্যত্রাপী" তি বা।১০৯-১১০

শ্লোকার্থ। অব্যাহত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই শুম্ভ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শোন। তিনি কিরূপ? যিনি সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন। অতএব যে শুম্ভের আজ্ঞা সর্বদা সমস্ত বিদ্যাধরাদি দেবযোনির নিকট অব্যাহত থাকে। অব্যাহত আজ্ঞা যাহার, সে অব্যাহতাজ্ঞ। ইহাদ্বারা

তুমিও তাহার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিবে, ইহাই ধ্বনিত। কোথাও কোথাও লিঙ্গে ব্যভিচার হেতু ছন্দে দেবযোনিপদে স্ত্রীত্ব প্রয়োগ হইয়াছে।১০৭

মম ইতি শ্লোকদ্বারা কি বলিয়াছিল তাহা উক্ত হইতেছে। সমগ্র ত্রিলোক আমার অধীন। সমস্ত দেবতা আমার অধীন। তাহারা আমার অনুবর্তী; অথবা আমার বশীভূত রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরগণ পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। ইহাদ্বারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনে তোমার সহায় কেহই হইবে না, ইহাই ধ্বনিত। আমি চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রাদি দেবরূপে ভক্ষণ করি। ইহাদ্বারা নিজের সর্বশক্তিযুক্তত্ব উক্ত হইয়াছে।১০৮

কেবল সামর্থ্যবান নহে, তিনি ত্রিলোকে সর্বভূতের অধিপতি। ইহাই আলোচ্য শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ত্রিলোকে যে সকল শ্রেষ্ঠরত্ন অবস্থিত, তৎসমুদয় অশেষরূপে অথবা সর্বপ্রকারে আমার বশীভূত, ইহা শ্লোকস্থ তিন পাদের সহিত অন্বিত হইবে। সেজন্য ঐরাবতাদি গজরাজগণ আমার বশীভূত। দেবতাগণের ক্ষীরোদ মন্থনে ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা নামে প্রসিদ্ধ অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবতাগণ তাহা আনিয়া উহা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া আমাকে প্রণামপূর্বক অনুনয়সহকারে সমর্পণ করিয়াছিল। এখানে আঙ্ উপসর্গ ছাড়াও 'হৃতি' আনয়ণ হইতেছে। কোথাও কোথাও অর্থের প্রকাশ নিরপেক্ষতাহেতু; অথবা মোহিতত্বহেতু তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখতানিমিত্ত ইন্দ্র অপেক্ষা আমার কার্য গৌরবময় লক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক হরণান্তে সমর্পণ করিয়াছিল, ইহাই অর্থ। অতএব ইহা দেবতাগণেরই উক্তি, ইন্দ্রের নহে। উচ্চৈঃশ্রবা, যাহার সুনাম উচ্চশব্দে সর্বত্রঘোষিত। ছন্দানুরোধে বা অন্যত্র মৎ-সমাসান্ত পদ কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়। ১০৯-১১০

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥১১১

স্ত্রী রত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥১১২

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥১১৩

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎ পরিগ্রহতাং ব্রজ ॥১১৪

অন্বয়। শোভনে, দেবেষু গন্ধর্বেষু উরগেষু চ যানি চ অন্যানি রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময়ি এব।১১১

দেবি, তাং লোকে স্ত্রীরত্নভূতাং মন্যামহে। সা ত্বম্ অস্মান্ উপাগচ্ছ। যতঃ বয়ম্ রত্ন-ভুজঃ।১১২

চঞ্চল-অপাঙ্গি, যতঃ ত্বং বৈ রত্ন-ভূতা অসি মাং বা মম অনু-জং বা উরু বিক্রমম্ নিশুম্ভম্ অপি ভজ।১১৩

মৎ-পরিগ্রহাৎ অতুলং পরম্ ঐশ্বর্যম্ প্রাপ্‌স্যসে, বুদ্ধ্যা এতৎ সমালোচ্য মৎ পরিগ্রহতাং ব্রজ।১১৪

শ্লোকার্থ। হে সুন্দরি, ইন্দ্রাদি দেবগণের, বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বগণের এবং বাসুকি আদি সর্পগণের অধিকারে যত কিছু রত্নতুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সেই সবই এক্ষণে আমার অধিকৃত।১১১

হে দেবি, এই সংসারে আমরা আপনাকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া মনে করি। আপনি আমাদের গৃহে আসুন। কারণ আমরাই শ্রেষ্ঠ বস্তু সম্ভোগের উপযুক্ত পাত্র।১১২

হে চঞ্চলাক্ষি, আপনি রমণীকুলের রত্নস্বরূপা। অতএব আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রম নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করুন।১১৩

আমার পাণি গ্রহণ করিলে অতুলনীয় উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য পাইবেন। ইহা বুদ্ধি-বলে উত্তমরূপে বিচার করিয়া আমার পত্নীত্ব গ্রহণে স্বীকৃতা হউন।১১৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। যানীতি। হে শোভনে, দেবেষু গন্ধর্বেষু বিশ্বাবস্বাদিষু উরগেষু সর্পেষু বাসুকিপ্রভৃতিষু, চকারাৎ যক্ষবিদ্যাধরাদিষু চ যানি রত্নভূতানি রত্নস্বরূপাণি ভূতানি বস্তুনি সন্তি ভূতানি জাতানি বা ইতি তানি ময্যেব সন্তি এবকারেণান্যত্রাভাব উক্তঃ।১১১

স্ত্রীতি। হে দেবি, লোকে ভুবনে বয়ং ত্বাং স্ত্রীরত্নভূতাং মন্যামহে। ততঃ কিমিত্যাহ—সা স্ত্রীরত্নভূতা ত্বম্ অস্মান্ উপাগচ্ছ অস্মৎসমীপমাগচ্ছইত্যর্থঃ। এতদুচিত-মেবেত্যাহ—যতো বয়ং রত্নভূজঃ রত্নভোগার্হাঃ তস্মাদনর্হস্থানে তবাবস্থান-মনুচিতমেবেত্যর্থঃ।১১২

মামিতি। হে চঞ্চলাপাঙ্গি চঞ্চলে অপাঙ্গে যস্যাঃ সা ছান্দস ঈপ্রত্যয়ঃ মাং বা মম অনুজং নিশুম্ভং বা ত্বং ভজ (নির্বন্ধাভাবং বাশব্দো বোধয়তি। যতঃ ত্বং রত্নভূতা অসি ভবসি (এতেন দ্বয়োরপ্যবিশেষাৎ রত্নভোগিত্বমুক্তম্)। কীদৃশম্? উরুর্মহান্ বিক্রমো যস্য তম্ উরুবিক্রমম্ উভয়োরেব বিশেষণং; বাশব্দস্য দন্ত্যত্বাৎ অনুস্বারবানেব পাঠঃ মাংবেতি।১১৩

প্রলোভয়তি পরমেতি। মৎপরিগ্রহাৎ মদাশ্রয়াৎ অতুলং পরমৈশ্বর্যং পরমাং বিভূতিং প্রপ্স্যসি। বুদ্ধ্যা এতৎ ময়োক্তং সমালোচ্য বিচার্য মৎপরি গ্রহতাং মম কলত্রতাং ব্রজ প্রাপ্নুহি "পরিগ্রহঃ পরিজনে পত্ন্যাং স্বীকারমূলয়োঃ" ইতি মেদিনী। লোচৃ দর্শনে চুরাদিঃ ।১১৪

টীকার্থ। যান্ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে শোভনে, দেবগণে বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বে, বাসুকী প্রভৃতি সর্পসমূহে, (চ-কার প্রয়োগ হেতু। যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতিতে যে সমস্ত রত্নতুল্য জাত বস্তু বিদ্যমান্, তদ্‌সমুদয় আমার গৃহে আছে। এব-কার দ্বারা অন্যস্থলের অভাব উক্ত হইল। ইহার অর্থ, এই সকল বস্তু অন্যত্র নাই ।১১১

স্ত্রী-ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। হে দেবি, এই ভুবনে আমরা তোমাকে স্ত্রীরত্ন মনে করি। তাহার পর সে কি বলিল? সেই স্ত্রীরত্নভূতা তুমি আমার সমীপে আগমন কর। ইহার ঔচিত্য কথিত হইল। যেহেতু আমরা রত্নভোগী, আমাদের পক্ষে রত্ন ভোগ করা উচিত, সেহেতু অযোগ্যস্থানে তোমার অবস্থান অনুচিত ।১০২

মান্ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি, চঞ্চল অপাঙ্গযুগল (চক্ষুদ্বয়) যাঁহার, তিনি চঞ্চলাপাঙ্গী। ছন্দানুরোধে 'ঈ' প্রত্যয় হইয়াছে। অপাঙ্গ অর্থে নয়ন। আমাকে অথবা আমার অনুজ নিশুম্ভকে বরণ কর। নিশ্চয়ের অভাবহেতু বা-শব্দ প্রযুক্ত। যেহেতু তুমি রত্নতুল্যা। ইহা দ্বারা দুইজনেরই বিশেষত্ব, রত্নভোগের যোগ্যতা উক্ত হইয়াছে। কিরূপ? উরু, মহান্ বিক্রম যাহার সে উরুবিক্রম। উভয়ের বিশেষণ, বা-শব্দের দন্ত্যত্ব হেতু অনুস্বারযুক্ত পাঠ মাং' ই হইবে ।১১৩

পরমেতি শ্লোকে দেবীকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমার আশ্রয়ের ফলে, আমাকে আশ্রয় করিলে অতুল ঐশ্বর্য, পরম বিভূতি পাইবে। বুদ্ধিবলে আমার বাক্য বিচার করিয়া আমার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হও। মেদিনীকোষ মতে পত্নী ও পরিজন পরিগ্রহ স্বীকৃতিমূলক। লোচৃ চুরাদিগণীয় ধাতু ও দর্শনার্থক ।১১৪

ঋষিরুবাচ ।১১৫

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥১১৬

দেব্যুবাচ ।১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্ ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১১৮
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্ ।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥১১৯
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি ।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥১২০

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ—যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে সা দুর্গা ভগবতী ভদ্রা দেবী ইতি উক্তা তদা গম্ভীরা অন্তঃস্মিতা জগৌ ।১১৫-১১৬

দেবী উবাচ—ত্বয়া সত্যম্ উক্তং। ত্বয়া অত্র কিঞ্চিৎ মিথ্যা ন উদিতম্। শুম্ভঃ ত্রৈলোক্য-অধিপতিঃ নিশুম্ভঃ চ অপি তাদৃশঃ ।১১৭

কিন্তু অত্র পুরা অল্পবুদ্ধিত্বাৎ যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ কথম্ মিথ্যা ক্রিয়তে। যা প্রতিজ্ঞা কৃতা [তৎ] শ্রূয়তাম্ ।১১৯

যঃ মাং সংগ্রামে জয়তি, যঃ মে দর্পং ব্যপোহতি, যঃ লোকে মে প্রতিবলঃ সঃ মে ভর্তা ভবিষ্যতি ।১২০

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলিলেন, দূত কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হইয়া তখন সেই জগদ্ধাত্রী ভদ্রা ভগবতী দুর্গাদেবী গম্ভীরা হইলেন এবং মনে মনে হাস্যপূর্বক দূতকে বলিলেন ।১১৫-১১৬

দেবী বলিলেন, তুমি সত্যই বলিয়াছে। শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তাদৃশ শক্তিশালী। তুমি এই বিষয়ে কিছুই মিথ্যা বল নাই ।১১৭-১১৮

কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে আমার অল্পবুদ্ধিবশতঃ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিরূপে লঙ্ঘন করি? আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ।১১৯

যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হইবেন ।১২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ ।১১৫

ইত্যুক্তেতি। তদা তস্মিন্ কালে সা দেবী ইত্যুক্তা সতী জগৌ উক্তবতী। কীদৃশী? গম্ভীরা দুর্বোধাভিপ্রায়া তথাচ ভরতঃ "গম্ভীরাস্তাস্ত যা নার্য্যঃ সমানা য়োষতোষয়ো" রিতি। পুনঃ কীদৃশী? অন্ত-রভ্যন্তরে স্মিতং যস্যাঃ। অতএব

দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া। ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্যা। ভদ্রা মঙ্গলহেতুঃ। যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে অতএব তস্যাঃ এতচ্ছ্রবণোদ্ভূতক্রোধধারণং ন চিত্রমিতি ভাবঃ।১১৬

দেব্যুবাচ।১১৭

সত্যমিতি। ত্বয়া সত্যং যথার্থমুক্তম্। অত্র অস্মিন্ বিষয়ে কিঞ্চিদপি মিথ্যা নোক্তম্। এতদনুবদতি শুম্ভঃ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ, নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ত্রৈলোক্যাধিপতিরিত্যর্থঃ। গূঢ়ার্থস্তু—অত্র নিশুম্ভশুম্ভবিষয়ে ত্রৈলোক্যাধিপতিরিতি মিথ্যা উক্তং, কিঞ্চিদপি সত্যং নোক্তম্; ত্রৈলোক্যমধ্যাৎ ময্যজিতায়াং কথং ত্রৈলোক্যাধিপতিত্বং তস্যেত্যভিপ্রায়ঃ।১১৮

কিন্ত্বিতি। অত্র পরিগ্রহতাবিষয়ে অর্থাৎময়া যৎ প্রতিজ্ঞাতং, তৎ কথং মিথ্যা ক্রিয়তে। ময়েত্যত্রাপ্যনুষজ্যঃ অল্পবুদ্ধিত্বাৎ বাল্যাৎ পুরা যা প্রতিজ্ঞা কৃতা, সা শ্রূয়তাম্। গূঢ়ার্থস্তু—নিত্যতয়া জন্মরহিতায়াস্তস্যাঃ বাল্যাভাবাৎ প্রতিজ্ঞা ন কৃতৈবেতি, কৃতেত্যস্য প্রাক্ অকার প্রশ্লেষঃ; অল্পা বুদ্ধির্যস্যাঃ, মূলপ্রকৃতেস্তস্যাঃ কার্যভূতায়া বুদ্ধেরল্পত্বমুচিতমেব; যদ্বা রজঃকার্যরূপায়া বুদ্ধেঃ সত্ত্বজননী সা অগোচরৈব, অতো বুদ্ধেরল্পত্বম্।১১৯

প্রতিজ্ঞামাহ যো মামিতি। যঃ সংগ্রামে মাং জয়তি জেষ্যতি, যশ্চ মে মম দর্পং গর্বং ব্যপোহতি নাশয়িষ্যতি, যশ্চ লোকে মে মম প্রতিবলস্তুল্যবলঃ, স মে মম ভর্ত্তা স্বামী ভবিষ্যতি সংগ্রামে জয়াদেব দর্পব্যপোহসম্ভবে পুনরুপাদানং নিরুৎসাহীকরণসূচনায়; প্রতিবল ইত্যনেন ব্যাজজয়ো নিরস্তঃ। যচ্ছব্দাবৃত্তির্বাক্যভেদাৎ।১২০

টীকার্থ। ঋষি বলিলেন।১১৫

ইত্যুক্তা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তৎকালে সেই দেবী এইভাবে কথিতা হইয়া বলিলেন। কিরূপ তিনি? গম্ভীরা, তাঁহার অভিপ্রায় দুর্বোধ্য। ভরত বলেন, যে সমস্ত নারী রোষ ও তুষ্টিতে সমান তাহাদের প্রকৃতি গম্ভীর হয়। পুনরায় কিরূপ? অন্তরে হাসি যাঁহার। অতএব দুর্গা, দুর্জ্ঞেয়া। ভগবতী, যাঁহার ঐশ্বর্য অচিন্ত্যনীয়া। ভদ্রা, মঙ্গলময়ী। যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ শ্রবণজনিত ক্রোধ ধারণ বা ক্রুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়।১১৬

দেবী বলিলেন।১১৭

তুমি যথার্থ বলিয়াছ, ইহা সত্যমিতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই বিষয়ে কিছুমাত্র মিথ্যা বল নাই। ইহা পশ্চাৎ বলিতেছে। যে শুম্ভ ত্রিলোকের

অধিপতি, নিশুম্ভও তদ্রূপ ত্রিলোকের অধিপতি—ইহাই অর্থ। ইহার গূঢ়ার্থ যথা, এখানে নিশুম্ভ ও শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি, ইহা মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি কিছুমাত্র সত্য বল নাই, কারণ ত্রিলোক আমাতে সংস্থিত। আমাকে জয় না করিলে কিরূপে সে ত্রিলোকের ঈশ্বর হইবে। ইহাই গুপ্ত অভিপ্রায়।১১৮

অত্র এই শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এখানে পরিগ্রহতা বিষয়ে আমাদ্বারা যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা[৮৮] করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা করিব? 'না' পদ এখানেও অনুষজিত হইবে। অল্পবুদ্ধি হেতু বাল্যকালে, পূর্বে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর। গূঢ়ার্থ এইরূপ। দেবীর নিত্যতাহেতু জন্মরহিত বলিয়া বাল্যকালের অভাবজন্য প্রতিজ্ঞা হয় নাই। 'কৃত' ইহার পূর্বে অকার প্রযুক্ত হইবে, অল্প বুদ্ধি যাহার। তিনি মূলাপ্রকৃতি, তাঁহার কার্যভূত রজঃবুদ্ধির অল্পত্ব সূচিত। রজঃ বুদ্ধি সত্ত্বুদ্ধি হইতে প্রভূতা বলিয়া অল্পরূপে প্রতিজ্ঞাত।১১৯

দেবীর প্রতিজ্ঞার কথা যো মাম্ ইতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে সংগ্রাম দ্বারা আমাকে জয় করিবে, যে আমার গর্ব চূর্ণ ও ইহলোকে আমার সমান বলবান হইবে, সেই আমার প্রতিপদে অভিষিক্ত হইবে। সংগ্রামে বিজয় দ্বারাই দর্পনাশ অসম্ভব বলিয়া পুনরায় উপাদান, নিরুৎসাহীকরণ সূচনার্থ, প্রতিবল, কপট জয় নিরস্ত হইতেছে। যৎ শব্দের আবৃত্তি বাক্যভেদ হেতু হইয়াছে।১২০

টিপ্পনী। ৮৮. বামনপুরাণের একোনবিংশ অধ্যায়ে মহিষাসুর-বধের পূর্বে দেবীর উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লিখিত। শুম্ভাসুর দূতমুখে মহালক্ষ্মীর অনুপম কান্তির বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইল। দৈত্যপতি অন্তরীক্ষপথে দেবীর নিকট ময়দানবের পুত্র দুন্দুভিকে বার্তাবহরূপে প্রেরণ করিল। দেবীর অভয় পাইয়া দুন্দুভি অম্বর হইতে ভূতলে নামিয়া শুম্ভাসুরের বার্তা দেবীকে নিবেদন করিল। দেবী দূতকে বলিলেন, "মদীয় কুলক্রমাগত একটি ধর্মশুল্ক আছে। শুম্ভাসুর যদি তাহা দেন, তবে এই দণ্ডেই আমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিব।" কৌলিক শুল্ক কি তাহা দুন্দুভি জানিতে চাহিলে দেবী কহিলেন "মদীয় ঊর্ধ্বতনপুরুষেরা আমাদের কুলে এই শুল্কবিধির প্রবর্তন করিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি মদীয় কুলোৎপন্না রমণীকে রণে জয় করিতে পারিবে, সেই তাহার পতি হইবে।" শুম্ভাসুর দূতমুখে দেবীর

প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে এবং ঘোর যুদ্ধে দেবী কর্তৃক নিহত হয়।

বামনপুরাণম্ (১৯।৩৩) বলেন,

শ্রীদেব্যুবাচ। কুলেঽস্মদীয়ে শৃণু দৈত্য শুল্কঃ কৃতং হি যৎ পূর্বতরৈঃ প্রসহ্য। যো জেষ্য তে স্মৎকুলজাং রণাগ্রে তস্যাঃ পতি সোপি ভবিষ্যতীতি।

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু ॥১২১

দূত উবাচ ॥১২২

অবলিপ্তাঽসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠে-দগ্রে শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ ॥১২৩
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা ॥১২৪

অন্বয়। তৎ অত্র মহাসুরঃ শুম্ভঃ বা নিশুম্ভঃ আগচ্ছতু। মাং অত্র জিত্বা লঘু মে পাণিং গৃহ্লাতু। চিরেণ কিং ?১২১

দূতঃ উবাচ দেবি, ত্বম্ অবলিপ্তা অসি। মম অগ্রতঃ এবং মা ব্রূহি। ত্রৈলোক্যে কঃ পুমান্ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ অগ্রেতিষ্ঠেৎ ?১২২-১২৩

অন্যেষাম্ দৈত্যানাম্ অপি সম্মুখে সর্বে দেবাঃ যুধি ন বৈ তিষ্ঠন্তি। দেবি, ত্বম্ একিকা স্ত্রী পুনঃ কিং ?১২৪

শ্লোকার্থ। অতএব মহাসুর শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুক এবং আমাকে পরাজিত করিয়া শীঘ্র আমার পাণি গ্রহণ করুক। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?১২১

দূত সুগ্রীব বলিল, হে দেবি, আপনি অত্যন্ত গর্বিতা হইয়াছেন। আপনি আমার অগ্রে এরূপ কথা আর বলিবেন না। ত্রিভুবনে এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখের দাঁড়াইতে পারে ?১২২-১২৩

যুদ্ধে সমস্ত দেবতা একত্র মিলিত হইয়া অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না। আপনি একাকিনী নারী কিরূপে দাঁড়াইবেন ?১২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তদেতি। তত্তস্মাৎ অত্র শুম্ভো মহাসুরঃ নিশুম্ভো

বা বাশব্দঃ বিশেষাগ্রহাভাবে আগচ্ছতু। মাং জিত্বা লঘু শীঘ্রং পাণিং গৃহ্লাতু। চিরেণ বিলম্বেন কিং কিং প্রয়োজনমিত্যর্থঃ।১২১

দূত উবাচ।১২২। অসহমান আহ অবেতি। হে দেবি, ত্বম্ অবলিপ্তা গর্বিতা অসি ভবসি। মমাগ্রতঃ এবং মা ব্রূহি বচনমপ্যযুক্তমিত্যর্থঃ। ত্রৈলোক্যে শুম্ভনিশুম্ভয়োরগ্রে কঃ পুমান্ তিষ্ঠেৎ স্ত্রিয়াঃ কা বার্ত্তা।১২৩

অন্যেষামিতি। আস্তাং তয়োর্বার্ত্তা হে দেবি, অন্যেষাং দৈত্যানামপি সম্মুখে যুধি যুদ্ধে, সর্বে মিলিতা অপি দেবা ন তিষ্ঠন্তি। ত্বং স্ত্রী, তত্রাপি একিকা অসহায়া ন স্থাস্যসীতি কিং পুনর্বক্তব্যম্।১২৪

টীকার্থ। তদা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই হেতু এখানে মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ উপস্থিত হউক। 'বা' শব্দ এখানে অধিক আগ্রহের অভাবে ব্যবহৃত। আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র আমার পাণি গ্রহণ করুক। ইহাতে বিলম্বের কি প্রয়োজন ?১২১

দূত বলিল।১২২

অবলিপ্তা ইতি শ্লোকে দেবীর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ইত্যাদিতে ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে দেবি, তুমি অত্যন্ত গর্বিতা হইয়াছ। আমার সম্মুখে এইরূপ বলিওনা। তোমার বাক্যও অযুক্ত, ইহাই অর্থ। ত্রিলোকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখে কোন্ পুরুষ অবস্থান কবিতে পারে ? স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই।১২৩

অন্যেষাম্ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইতেছে, তাহাদের উভয়ের কথা থাকুক। হে দেবি, যুদ্ধে অন্য দৈত্যগণের সম্মুখে সকল দেবতা মিলিত হইয়াও অবস্থান করিতে পারে না। তুমি স্ত্রীলোক, তাহাতে একাকিনী, অসহায়া হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। ইহাতে সন্দেহ নাই।১২৪

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্॥১২৫
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি॥১২৬

দেব্যুবাচ।১২৭

এবমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা॥১২৮

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥১২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়। ইন্দ্র আদ্যাঃ সকলাঃ দেবাঃ যেষাং শুম্ভ আদীনাং সংযুগে ন তস্থুঃ তেষাং সম্মুখম্ [ত্বং] স্ত্রী কথং প্রযাস্যসি ।১২৫

ময়া এব উক্তা সা ত্বং শুম্ভ নিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং গচ্ছ। কেশ আকর্ষণ নির্ধূত গৌরবা বা গমিষ্যসি ।১২৬

দেবী উবাচ—এতৎ এবম্। শুম্ভঃ বলী নিশুম্ভঃ চ অতি বীর্যবান্। [পরং] কিং করোমি যৎ পুরা মে প্রতিজ্ঞা অনালোচিতা ।১২৭—১২৮

স ত্বং গচ্ছ যৎ তে ময়া উক্তম্ এতৎ সর্বম্ আদৃতঃ অসুর ইন্দ্রায় আচক্ষ্ব। সঃ চ যৎ যুক্তং তৎ করোতু ।১২৯

শ্লোকার্থ। ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ প্রমুখ যে সকল দৈত্যের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারেন না, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে যাইবেন ?১২৫

আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও আমার পরামর্শানুসারে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সমীপে গমন করুন , কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইয়া যাইবেন না ।১২৬

দেবী বলিলেন, শুম্ভ বলবান্ এবং নিশুম্ভও অতিবীর্যবান্, ইহা সত্যই। কিন্তু কি করিব ? পূর্বে আমি এরূপ বিচারপূর্বক প্রতিজ্ঞা করি নাই ।১২৭—১২৮

তুমি শুম্ভের নিকট যাও। আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম, সেই সব কথা যত্নপূর্বক দৈত্যেন্দ্রকে বল। সে যাহা সমুচিত বিবেচনা করে, তাহাই করুক ।১২৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তদেব বিবৃণোতি ইন্দ্রাদ্যা ইতি। যেষাং শুম্ভাদীনাং সংযুগে যুদ্ধে ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলাঃ সমগ্রা দেবাঃ ন তস্থুঃ এতদনুভূতমেবেতি ভূতপ্রত্যয়ঃ, ত্বং স্ত্রী তেষাং সম্মুখং কথং প্রযাস্যসি ।১২৫

সা ত্বমিতি। যদ্যেবং প্রতিজ্ঞাতবতী ত্বং, তথাপি ময়ৈবোক্তা এবকারেণা-ন্যোক্তামনুমতীচ্ছাপি নিরাকৃতা উপদিষ্টা সতী শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং গচ্ছ। বিপক্ষে দোষমাহ—কেশাকর্ষণনির্ধূত-গৌরবা কেশানামাকর্ষণেন নির্ধূতং খণ্ডিতং

গৌরবং যস্যাঃ তথাভূতা সতী মা গমিষ্যসি ন যাস্যসি ? অপি তু গমিষ্যস্যেব অথচ কঃ প্রজাপতিঃ; অঃ বিষ্ণুঃ, ঈশঃ শিবঃ, তেষামাকর্ষণেন শরীরাদি-গ্রাহণেন নির্দ্ধূতং গৌরবং যয়া সা ত্বং মা গমিষ্যসি ইত্যর্থঃ ।১২৬ দেব্যুবাচ ।১২৭

এবমিতি। অর্থাত্ত্বয়া এতদুক্তং এবমেব উক্তরূপমেব সোল্লুণ্ঠনমিদম্। যতঃ শুম্ভো বলী, নিশুম্ভশ্চ অতিবীর্যবান্ অতিশক্তিমান্। কিন্তু কিং করোমি, যদ্ যস্মাৎ মে ময়া প্রতিজ্ঞা পুরা অনালোচিতা যোগ্যাযোগ্যা বেতি ন বিচারিতা অথচ কিমিত্যনাদরে ঈষদর্থে বা, ঈষৎ করোমি মারয়িষ্যামীত্যর্থ ; মম প্রতিজ্ঞেয়ং যৎ যাভ্যাং পুরা পূর্বং মহিষাসুরবধকালে অহং নালোচিতা ন জ্ঞাতা কিমু ইতি উহ্যম্ ইতি অর্থঃ ।১২৮

স ইতি। স তেন প্রেরিতস্ত্বং গচ্ছ, ময়া যৎ তে তুভ্যম্ উক্তং, তৎ এতৎ সর্বম্ আদৃতঃ সাদরঃ সন্ অসুরেন্দ্রায় শুম্ভায় আচক্ষ্ব ব্রূহি ("যদভিপ্রেত্য ধাত্বর্থঃ" ইতি সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী)। স চ শুম্ভঃ যৎ যুক্তং, তৎ করোতু (ন্যায়যুদ্ধং বলাৎকারং বা করোত্বিত্যর্থঃ। ঈষৎসাধ্যস্ত্রীজয়েন স্ত্রীরত্নলাভেন কথনে আদরঃ ।১২৯

অত্রাপি দেবীমাহাত্ম্যে ইতি পর্যন্তমেব পুষ্পিকা সংহিতায়াং দৃশ্যতে। ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপালচক্রবর্ত্তীবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং দূতবাক্যম্ ॥

টীকার্থ। ইন্দ্রাদ্যা ইতি শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে। শুম্ভাদি অসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণ অবস্থানে অসমর্থ। ইহা তোমার বোঝা উচিত। এখানে ভূত প্রত্যয় হইয়াছে। স্ত্রীলোক হইয়া তাহাদের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিবে ?১২৫

যা ত্বং ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যদি তুমি এইরূপই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তথাপি আমাকর্তৃক কথিত, অনুরুদ্ধ হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের সমীপে গমন কর। এব-কারে অন্যের অনুমতির ইচ্ছাও নিরাকৃত হইল। অত্র দূত বিপক্ষে দোষ বলিতেছে। কেশাকর্ষণ দ্বারা নষ্ট হইবে গৌরব যাহার. এইরূপ অপমানিত হইয়া কি গমন করিবে ? না, তুমি এইরূপে গমন করিবে না।

অথচ কঃ—প্রজাপতি, অঃ—বিষ্ণু এবং ঈশ—শিব, তাঁহাদের আকর্ষণে শরীরাদি গ্রহণ নিমিত্ত খণ্ডিত হইয়াছে গৌরব যাহার, এখন সেই তুমি যাইবে না ।১২৬

দেবী বলিলেন ।১২৭

এবমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তোমাদ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে, এইরূপই হইবে যাহা আমি বলিয়াছি। ইহা উল্লুণ্ঠন যুক্ত, গূঢ়াভিসন্ধিযুক্ত। যেহেতু শুম্ভ বলবান, নিশুম্ভ অতি শক্তিমান্। কিন্তু কি করিব? কারণ পূর্বে আলোচনা, যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া আমি[৮৯] প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কোন বিচার করি নাই। অথচ কি, ইহা অনাদরে ব্যবহৃত। অথবা ঈষৎ অর্থে ব্যবহৃত। ঈষৎ নাশ করিব, মারিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্বে মহিষাসুর বধকালে যাহারা জানে নাই, এখন কি বলিব।১২৮

টিপ্পনী। ৮৯ বামনসূত্রবৃত্তিঃ অনুসারে, 'তে-মে শব্দৌ নিপাতেষু', ত্বয়া ময়া ইত্যস্মিন্নর্থে তে মে শব্দৌ নিপাতেষু (অব্যয়েষু) দ্রষ্টব্যৌ।

টীকার্থ। য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহাদের দ্বারা প্রেরিত তুমি যাও। আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছি, তৎ সমুদায় সাদরে অসুররাজ শুম্ভকে বল। যাহা অভিপ্রেত তাহা ধাতুর অর্থ ইতি সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। সেই শুম্ভ যাহা যৌক্তিক, তাহা করুক। ন্যায়যুদ্ধ অথবা অন্যায়ভাবে বল প্রকাশ সে করুক। অল্পসাধ্য স্ত্রী জয়, স্ত্রীরত্নলাভ দ্বারা তাহাই করুক। ইহাতে কথনে আদর দর্শিত।

এই পর্যন্তই দেবীমাহাত্ম্য পুষ্পিকা সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নির্বাণতন্ত্রের ত্রয়োদশ পটলে নিম্নোক্ত প্রকারে দশাক্ষর চণ্ডীমন্ত্র রচনার কৌশল বর্ণিত।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দশার্ণং মন্ত্রমুত্তমম্।
মায়াবীজং বধূবীজং লক্ষ্মী কালী চ পাশকম্॥
গগনং পক্ষি বীজং চ বহ্নি কান্তাং ততঃ প্রিয়ে।
ইতি তে কথিতং চণ্ডি দশাক্ষরমনুত্তমং॥

আচার্য্য মহীধর বিরচিত 'মন্ত্রমহোদধি' নামক মন্ত্র গ্রন্থের অষ্টাদশ তরঙ্গে চণ্ডীমন্ত্র রচনা ভিন্নরূপে কথিত।

দেবীমাহাত্ম্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋষিরুবাচ।১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥২
তস্য দূতস্য তদ্‌বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥৩
হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্য-পরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৪

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ।১ সঃ দূতঃ দেব্যাঃ ইতি বচঃ আকর্ণ্য অমর্ষ পূরিতঃ সমাগম্য বিস্তরাৎ দৈত্য-রাজায় সমাচষ্ট।২

ততঃ অসুররাট্ তস্য দূতস্য তৎ-বাক্যম্ আকর্ণ্য স-ক্রোধঃ দৈত্যানাম্ অধিপং ধূম্রলোচনম্ প্রাহ।৩

হে ধূম্রলোচন ত্বম্ আশু স্বসৈন্য পরিবারিতঃ তাম্ দুষ্টাং বলাৎ কেশ আকর্ষণ বিহ্বলাম্ আনয়।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, অম্বিকা দেবীর এইবাক্য শুনিয়া সেই দূত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বস্থানে আগমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত দৈত্যরাজ শুম্ভকে নিবেদন করিল।১-২

তখন অসুররাজ শুম্ভ সেই দূতের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে কুপিত হইয়া দৈত্য সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আজ্ঞা করিল।৩

হে সেনাপতি ধূম্রলোচন, শীঘ্র তুমি স্বীয়সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দুষ্টাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করিয়া এখানে আনয়ন কর।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ।১ পূর্বাধ্যায়ান্তে তদাচক্ষ্বেতি যদুক্তং তদ্ দূতপ্রত্যাগমনপূর্বককথনং সংক্ষেপেণাহ। ইতীতি। স দূতো দেব্যা ইতি বচঃ আকর্ণ্য শ্রুত্বা, অমর্ষঃ কোপঃ তেন পূরিতঃ সন্ সমাগম্য প্রতি-নিবৃত্য, বিস্তরাৎ বিস্তরমুপলক্ষ্য দৈত্যরাজায় সমাচষ্ট কথয়ামাস পূর্ববচ্চতুর্থী।২

তস্যেতি। ততোঽনন্তরম্ অসুররাট্ শুম্ভঃ তস্য দূতস্য সুগ্রীবস্য তদ্বাক্যং দেব্যোক্তরূপম্ আকর্ণ্য শ্রুত্বা সক্রোধঃ ক্রোধসহিতঃ সন্ দৈত্যানামধিপং সেনাপতিং ধূম্রলোচনং তৎসংজ্ঞং প্রাহ।৩ কিং প্রাহেত্যাহ হে ধূম্রেতি। হে ধূম্রলোচন, ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ নিজসৈন্যৈর্বেষ্টিতঃ সন্ আশু শীঘ্রং তাং দুষ্টাং দুরভিপ্রায়াং কেশানামাকর্ষণেন গ্রহণেন বিহ্বলাং ব্যাকুলাং কৃত্বেত্যর্থঃ, বলাৎ আনয় সামর্থ্যমাস্থায় আনয়েত্যর্থঃ ; যদ্বা অন্যস্য কস্যাপি বলাৎ দুষ্টাং নির্ভয়াম্, অতএব স্বসৈন্যপরিবারিতত্বস্যাদেশঃ।৪

টীকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন।১

পূর্বঅধ্যায়ের শেষে তদাচক্ষ্ব ইতি যাহা বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাগমনান্তে দূতের কথন সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সেই দূত দেবীর বাক্য শুনিয়া ক্রোধপূর্ণ হইয়া প্রত্যাগমণ পূর্বক দৈত্যরাজের নিকট বিস্তারিত বলিল। পূর্বের মত এখানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে।২

তস্য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর অসুররাজ শুম্ভ তাহার দূত সুগ্রীবের মুখে সেই দেবীর উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধের সহিত দৈত্য-সেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলিল।৩

কি বলিল ? হে ধূম্রলোচন ইতি শ্লোকে তাহা উক্ত হইতেছে। হে ধূম্রলোচন, তুমি নিজ সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শীঘ্র সেই দুরভিপ্রায়াকে কেশাকর্ষণপূর্বক কাতর করিয়া বলপ্রয়োগে আনয়ন কর। সামর্থ্য রাখিয়া দেবীকে আনয়ন কর ; অথবা অন্য কাহারও বলে নির্ভরশীলা দুষ্টা, সেজন্য নিজসৈন্যসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টনের আদেশ দিতেছি।৪

তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ॥৫

ঋষিরুবাচ ।৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণা-মসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥৭
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৮

অন্বয়। যদি তৎ-পরিত্রাণ-দঃ কঃ চিৎ অমরঃ অপি বা যক্ষঃ বা গন্ধর্বঃ বা অপরঃ উত্তিষ্ঠতে, সঃ এব হন্তব্যঃ ।৫

ঋষিঃ উবাচ—ততঃ সঃ দৈত্যঃ ধূম্রলোচনঃ তেন আজ্ঞপ্তঃ শীঘ্রম্ অসুরাণাং সহস্রাণাম্ ষষ্ট্যা বৃতঃ দ্রুতং যযৌ ।৬-৭

ততঃ সঃ তাং তুহিন-অচল-সংস্থিতাম্ দেবীং দৃষ্ট্বা উচ্চৈঃ জগাদ, শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ মূলং প্রয়াহি ইতি ।৮

শ্লোকার্থ। যদি তাহাকে রক্ষা করিতে কোন দেবতা, কুবেরাদি যক্ষ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব বা অপর কেহ উদ্যত হয়, তাহাকেও অবশ্য বধ করিবে ।৫

মেধা ঋষি কহিলেন, অনন্তর সেনানায়ক ধূম্রলোচন শুম্ভের আদেশে সেইক্ষণেই ষাট হাজার অসুর কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিল ।৬-৭

অনন্তর দৈত্যবীর ধূম্রলোচন হিমাচলে আসীনা সেই অম্বিকা দেবীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন করুন ।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ন হ্যেকাকিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ এবংবিধসাহসমস্তি, তস্মাৎ পার্ষ্ণিগ্রাহঃ কোঽপ্যতিবলবান্ ভবিষ্যতীত্যাশংক্যাহ। তদিতি। যদি বেতি সম্ভাবনায়াং, কশ্চিদপয়োঽমরো দেবোঽপি বা যক্ষো গন্ধর্বো বা তৎপরিত্রাণদঃ সন্ উত্তিষ্ঠতে উদ্যমং করোতি, তদা স হন্তব্য এবেত্যন্বয়ঃ ।৫ ঋষিরুবাচ।৬ তেনেতি। ততস্তৎ অনন্তরং স ধূম্রলোচনো দৈত্যঃ তেন শুম্ভেন আজ্ঞপ্তঃ প্রেরিতঃ শীঘ্রং তৎক্ষণমেব অসুরাণাং অসুরসম্বন্ধিনাং সহস্রাণাং ষষ্ট্যা ষড়্‌ভিরযুতৈর্বৃতঃ সন্ দ্রুতং যযৌ আজ্ঞপ্ত ইতি কেবলস্য লিঙঃ লোপাস্মাত্র পুঙ্‌নিবৃত্তিঃ, লিঙঙোঃ সমুদিতয়োর্লোপে এব তদ্বিধানাৎ ।৭

স ইতি। অনন্তরং স দৈত্যঃ তাং দেবীম্ অতিপ্রকাশমানাং, তুহিনাচলো হিমবান্ তত্র সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা, উচ্চৈরিতি প্রাহ। কিং তৎ? শুম্ভনিশুম্ভয়োর্মূলং সমীপং প্রয়াহি "মূলং বিত্তেঽন্তিকে" ইতি মেদিনী ।৮

টীকার্থ। একাকিনী স্ত্রীলোকের এবম্বিধ সাহস হয়না। অতএব তাঁহার পশ্চাতে স্থিত শত্রু অতিবলবান হইবে, এই আশংকায় তদিতি শ্লোক কথিত হইতেছে। যদি বা সম্ভাবনা থাকে, অন্য অমর দেবতা বা যক্ষ বা গন্ধর্ব দেবীর পরিত্রাণার্থ উদ্যম করে, তাহাকেও বধ করিবে। এইরূপ অন্বিত হইবে ।৫

মেধা ঋষি বলিলেন ।৬

তেন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তদনন্তর সেই ধূম্রলোচন দৈত্য শুম্ভের আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ ষাটহাজার অসুরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুত গমন করিল। আজ্ঞপ্ত পদে কেবলের লিঙঃ লোপাৎ এখানে পুংলিঙ্গ নিবৃত্তি হইয়াছে, লিঙঙোঃ স্ব সমুদিতয়ো লোপে তাহার বিধান নিমিত্ত।৭

স ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সেই দৈত্য অতি প্রকাশমানা দেবীকে নগরাজ হিমালয়ে সংস্থিতা দেখিয়া উচ্চৈস্বরে[১০] বলিল। তাহা কি? শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন কর। মেদিনীকোষ মতে মূলা অর্থে বিত্ত বা অন্তিক, নিকট।৮

টিপ্পনী।১০. গুপ্তবতী টীকামতে 'উচ্চৈঃস্বরে' শব্দে অনুনয়ের অভাব ধ্বনিত।

> ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্‌ভর্তার-মুপৈষ্যতি।
> ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৯
> দেব্যুবাচ।১০
> দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
> বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥১১

অন্বয়। চেৎ অদ্য ভবতী প্রীত্যা মৎ-ভর্তারম্ ন উপ-এষ্যতি ততঃ এষঃ, বলাৎ কেশ আকর্ষণ বিহ্বলাম্ নয়ামি।৯

দেবী উবাচ। দৈত্য ঈশ্বরেণ প্রহিতঃ বল-সংবৃতঃ, বলবান এবং বলাৎ মাম্ নয়সি ততঃ অহম্ তে কিং করোমি।১০-১১

শ্লোকার্থ। আজ যদি আপনি প্রীতির সহিত আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না করেন, তাহা হইলে আমিই আপনাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া যাইব।৯

চণ্ডীদেবী বলিলেন, তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত, সৈন্যপরিবৃত ও বলবান। তুমি যদি আমাকে এইরূপে বলপূর্বক লইয়া যাও আমি তোমার কি করিতে পারি?১০-১১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। বিপক্ষে দোষমাহ। ন চেদিতি। চেৎ যদি ভবতী ত্বম্ অদ্য প্রীত্যা মদ্ভর্তারং শুম্ভং ন উপৈষ্যতি, ততস্তদা এষোঽহং ত্বাং বলাৎ কেশাকর্ষণবিহ্বলাং কচগ্রহণাকুলিতাং কৃত্বা নয়ামি নেষ্যামীত্যর্থঃ।৯ দেব্যুবাচ।

১০। দৈত্যেতি। দৈত্যেশ্বরেণ শুম্ভেন প্রহিতঃ প্রেরিতঃ ইতি স্বামিবলং, বলসংবৃতঃ সৈন্যবেষ্টিতঃ ইতি সহায়বলং, স্বয়মপি ত্বং বলবান্ সামর্থ্যযুক্তঃ, এবমনেন প্রকারেণ মাং বলান্নয়সি নেষ্যসি ততস্তদা অহং তে তব কিং করোমি কিং করিষ্যামি? ন কিমপীত্যর্থঃ তব সর্ব সামর্থ্যাতিশয়ত্বাৎ। গূঢ়ার্থস্তু—এবমপি সমর্থস্ত তব কিং কুৎসিতং মরণমেব করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ।১১

টীকার্থ। দূত বিপক্ষের দোষ বলিতেছে, ন চেৎ ইতি শ্লোকে। যদি তুমি প্রীতি সহকারে আজ আমার প্রভুর নিকট না যাও, তাহা হইলে এই আমি তোমাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণ দ্বারা কাতর করিয়া লইয়া যাইব।৯

দেবী বলিলেন।১০

দৈত্য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত (প্রভুবল), সৈন্যবেষ্টিত (সহায়বল) ও স্বয়ং বলবান্, সামর্থ্যযুক্ত। তুমি এই প্রকারে আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিব? না, কিছুই না। তোমার সকল সামর্থ্যের অতিশয়ত্বহেতু। ইহাই গূঢ়ার্থ— এইরূপ সামর্থ্যসম্পন্ন তোমার কি, কুৎসিৎ, মরণ ঘটাইব।১১

ঋষিরুবাচ।১২

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তা-মসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥১৩
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈ-স্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ॥১৪
ততো ধুতশটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ॥১৫
কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান স মহাসুরান্॥১৬

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ—সঃ অসুরঃ ধূম্রলোচনঃ ইতি উক্তঃ তাম্ অভি-অধাবৎ। ততঃ সা অম্বিকা তং হুংকারেণ এব ভস্ম চকার।১২-১৩

অথ অসুরাণাং মহাসৈন্যম্ ক্রুদ্ধম্ অম্বিকাম্ তীক্ষ্ণৈঃ তথা শক্তি-পরশ্বধৈঃ তথা ববর্ষ।১৪

ততঃ দেব্যাঃ সঃ বাহনঃ সিংহঃ কোপাৎ ধূত-শটঃ সু-ভৈরবম্ নাদং কৃত্বা অসুর-সেনায়াং পপাত।১৫

সঃ কান্-চিৎ দৈত্যান্ কর প্রহারেণ অপরান্ চ আস্যেন চ অন্যান্ মহাসুরান্ অধরেণ আক্রান্ত্যা জঘান।১৬

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন—দেবীর এই কথা শুনিয়া সেই দৈত্য ধূম্রলোচন তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র অম্বিকাদেবী হুংকার দ্বারাই তাঁহাকে ভস্মীভূত করিলেন।১২-১৩

অনন্তর অসুরসৈন্যসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া জগদম্বার প্রতি তীক্ষ্ণ শর, শল্য ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

তখন দেবীর বাহন সেই সিংহ ক্রোধে কম্পিত-কেশর হইয়া ভীষণ গর্জন-পূর্বক অসুরসেনাসমূহের মধ্যে লম্ফপ্রদান করিয়া পতিত হইল।১৫

দেবীর বাহন সিংহ কতকগুলি দৈত্যকে করাঘাতে, অপর কতকগুলিকে দংশনদ্বারা এবং অন্যান্য মহাসুরদিগকে অধরদেশ দ্বারা আক্রমণপূর্বক বিনাশ করিল।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ইত্যুক্তঃ ইতি। স ধূম্রলোচনোঽসুরঃ অর্থাৎ তয়া দেব্যা ইত্যুক্তঃ সন্ তাং দেবীম্ অভ্যধাবৎ আভিমুখ্যেনাধাবৎ। গ্রহীতুমিতি শেষঃ। ততস্তদনন্তরম্ অম্বিকা হুংকারেণ ক্রোধোদ্দীপকশব্দেন তং ভস্ম চকার।১৩ অথেতি। অথ ধূম্রলোচননাশানন্তরম্ অসুরাণাং তৎ মহাসৈন্যং বৃহদ্বলং ক্রুদ্ধং সৎ তীক্ষ্ণৈ সায়কৈঃ বাণৈঃ, তথা শক্তি-পরশ্বধৈঃ শল্যৈঃ কুঠারৈশ্চ তথা ববর্ষ যথা বাণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ চ ইত্যর্থঃ, দ্বিতীয়ঃ তথাশব্দাশ্চার্থে; পরশ্বধস্তালব্যশঃ।১৪ ততঃ ইতি। ততঃ অনন্তরং দেব্যাঃ স্ব বাহনঃ অসাধারণ-বাহনঃ সিংহঃ কোপাৎ সুভৈরবম্ অতিভয়ানকং নাদং ধ্বনিং কৃত্বা ধূতসটঃ কম্পিত-কেশরঃ সন্ অসুরসেনায়াং পপাত উৎফালং কৃত্বা পতিতবান্।১৫ তস্য কর্মাহ কাংশ্চিদিতি। কাংশ্চিৎ দৈত্যান্ করপ্রহারেণ চপেটাঘাতেন আজঘানেতি সর্বত্রান্বয়ঃ। অপরান্ কাংশ্চিৎ আস্যেন তুণ্ডাঘাতেন, অন্যান্ মহাসুরান্ আক্রান্ত্যা আক্রমণেন, অন্যান্ অধরেণ মুখাধোভাগেন।১৬

টীকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন।১২

ইত্যুক্ত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই অসুর ধূম্রলোচন দেবী কর্তৃক কথিত হইয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইল। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে

এইরূপ বাক্য শেষে যুক্ত হইবে। তাহার পর অম্বিকা হুংকার, ক্রোধোদ্দীপক শব্দ সহিত তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন।১৩

অথ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ধূম্রলোচন নাশের পর অসুরসৈন্যের বৃহদ্বল ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ, শল্য ও কুঠার বর্ষণ করিতে লাগিল। যেরূপ বাণ, সেইরূপ শক্তি ও পরশুদ্বারা, এইরূপ অর্থ হইবে। দ্বিতীয় 'তথা' শব্দ চ-কার অর্থে প্রযুক্ত। পরশুপদে তালব্য-শ হইবে।১৪

ততঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দেবীর অসাধারণ বাহন সিংহ কোপহেতু অতিভয়ানক শব্দ করিয়া এবং কেশর কম্পিত করিয়া অসুর-সৈন্যের উপর আস্ফালন করিয়া পতিত হইল।১৫

কাংশ্চিদিতি শ্লোক দ্বারা তাহার কর্ম উক্ত হইতেছে। কোন দৈত্যকে করপ্রহারে সিংহ হত্যা করিল। 'হত্যা করিল' ইহা সর্বত্র অম্বিত হইবে। অপর কাহাকেও তিনি মুখাঘাতে, অন্য কাহাকেও আক্রমণে এবং কাহাকেও মুখের অধোভাগ প্রহারে হত্যা করিল।১৬

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৭
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেশরঃ ॥১৮
ক্ষণেন তদ্‌বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥১৯
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥২০
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥২১

অন্বয়। কেশরী নখৈঃ কেষাম্ চিৎ কোষ্ঠানি পাটয়ামাস তথা তল-প্রহারেণ শিরাংসি পৃথক্ কৃতবান্।১৭

তথা তেন অপরে বিচ্ছিন্ন-বাহু-শিরসঃ কৃতাঃ চ ধৃত-কেশরঃ অন্যেষাং কোষ্ঠাৎ রুধিরং পপৌ।১৮

দেব্যাঃ বাহনেন অতিকোপিনা তেন কেশরিণা মহাত্মনা সর্বং তদ্-বলং ক্ষণেন ক্ষয়ং নীতং ।১৯

তম্ অসুর ধূম্রলোচনম্ দেব্যা নিহতং ততঃ চ দেবীকেশরিণা কৃৎস্নং বলং ক্ষয়িতং শ্রুত্বা দৈত্য-অধিপতিঃ শুম্ভঃ চুকোপ চ প্রস্ফুরিত-অধরঃ তৌ মহা-অসুরৌ চণ্ড-মুণ্ডৌ আজ্ঞাপয়ামাস ।২০-২১

শ্লোকার্থ। সিংহ নখ দ্বারা অনেক অসুরের উদর-মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল এবং করতলপ্রহারে অনেকের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল ।১৭

সেই সিংহ অনেক দৈত্যের বাহু ও মস্তক ছিন্ন করিল এবং কম্পিত কেশরে কাহারও বা উদর হইতে রক্তপান করিল ।১৮

দেবীর বাহন অতিক্রুদ্ধ সেই সিংহ মহোৎসাহে মুহূর্তমধ্যে সমগ্র দৈত্যসৈন্য ধ্বংস করিল ।১৯

দৈত্যনায়ক ধূম্রলোচন দেবী কর্তৃক নিহত এবং দেবীর বাহন সিংহ কর্তৃক সমগ্র দৈত্য সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতাধরে পূর্বোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে আদেশ করিল ।২০-২১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কেষামিতি। কেশরী সিংহঃ কেষাঞ্চিৎ কোষ্ঠানি উদরাণি নখৈঃ পটয়ামাস বিদীর্ণীচকার। তথা কেষাঞ্চিৎ শিরাংসি তলপ্রহারেণ বিস্তৃত অঙ্গুলিপাণিঘাতেন পৃথক্ দ্বিধা কৃতবান্। তলমিত্যুপক্রম্য "চপেটে চ ৎসরা" বিতি মেদিনী ।১৭ বিচ্ছিন্নেতি। তথা অপরেঽসুরাস্তেন সিংহেন বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাঃ, বিচ্ছিন্নানি বাহবঃ শিরাংসি চ তথা তদ্যেষাম্। অন্যেষাং কোষ্ঠাৎ কোষ্ঠমুদরং বিদার্য্য রুধিরং পপৌ। কীদৃক্? ধূত কেশরঃ চলিত কেশরঃ ।১৮ ক্ষণেনেতি। অতি কোপিনা অতিক্রোধযুক্তেন মহাত্মনা মহা-পরাক্রমেণ দেব্যাবাহনেন তেন প্রসিদ্ধেন সিংহেন সর্বং তদ্বলং সৈন্যং ক্ষণেন ক্ষয়ং বিনাশং নীতং প্রাপিতং তুহাদির্নয়তিঃ শ্রুত্বেতি ।১৯ দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। অনন্তরং দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ তম্ অসুরং ধূম্রলোচনং দেব্যা নিহতং শ্রুত্বা, কৃৎস্নং সমগ্রং বলং দেবীকেশরিণা দেব্যাঃ সিংহেন ক্ষয়িতং মারিতঞ্চ শ্রুত্বা চুকোপ কোপং কৃতবান্। প্রস্ফুরিতাধরঃ সন্ তৌ পূর্বোক্তৌ চণ্ডমুণ্ডাখ্যৌ মহাসুরৌ আজ্ঞাপয়ামাস চ ক্ষয়িতমিতি নামলিঙন্তাৎ ক্তঃ ।২০-২১

টিকার্থ। কেষামিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সিংহ কাহারও উদর

নখরদ্বারা বিদারণ করিল এবং কাহারও মস্তক চাপড় মারিয়া বিখণ্ডিত করিল। মেদিনীকোষ মতে 'তল' অর্থে চপেট ও চৎস।১৭

বিচ্ছিন্ন ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তারপর সেই সিংহদ্বারা অন্য অসুরগণের বাহু ও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বাহু ও মস্তক যাহাদের, তাহারা বিছিন্ন বাহুশিরসঃ। মহাসিংহ অন্য অসুরদের উদর বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিল। কিরূপ? সিংহ কম্পিত কেশরে রক্তপান করিল।১৮

অনেন ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অতি ক্রোধযুক্ত মহাপরাক্রমশালী দেবীবাহন সেই মহাত্মা[২১] সিংহদ্বারা অসুরগণের সমস্ত সৈন্যবল বিনাশপ্রাপ্ত হইল। জুহাদিগণীয় 'নি' ধাতু লটে 'নয়তি' হয়।১৯

শ্রুত্বা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। অনন্তর সেই অসুর ধূম্রলোচন দেবীদ্বারা নিহত হইয়াছে, এবং দেবীর বাহন সিংহ সমস্ত সৈন্যবলকে মারিয়াছে শুনিয়া দৈত্যাধিপতি শুম্ভ কোপান্বিত হইল। তদন্তে শুম্ভ অধর কম্পিত করিয়া পূর্বোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড নামে মহাসুরদ্বয়কে আজ্ঞা করিল। 'স্ফুরিত' পদে নামণিঙ্ সূত্রবলে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে।২০—২১

টিপ্পনী। ২১. চতুর্ধরীটীকামতে মহাত্মা অর্থে মহোৎসাহ।

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছতং গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥২২
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদা শেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্ ॥২৩
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥২৪
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধো
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। হে চণ্ড, হে মুণ্ড, বহুলৈঃ বলৈঃ পরিবারিতৌ তত্র গচ্ছতং; গত্বা চ কেশেষু আকৃষ্য বদ্ধা লঘু সা সমানীয়তাং। যদি বঃ সংশয়ঃ তদা অশেষ আয়ুধৈঃ যুধি সর্বৈঃ অসুরৈঃ বিনিহন্যতাম্।২২—২৩

তস্যাং দুষ্টায়াং হতায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে অথ তাম্ অম্বিকাম্ বদ্ধা গৃহীত্বা শীঘ্রং আগম্যতাং ।২৪

শ্লোকার্থ। হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা উভয়ে বহুসৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকা দেবীর নিকট গমন কর এবং তথায় যাইয়া কেশাকর্ষণ বা বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আর যদি এই বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে সমস্ত সৈন্য একযোগে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিবে ।২২—২৩

সেই দুষ্টা অম্বিকা অস্ত্রাঘাতে আহতা এবং সিংহ নিহত হইলে অম্বিকাকে বন্ধনপূর্বক সত্বর এখানে আনয়ন কর ।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। আজ্ঞামেবাহ। হে চণ্ডেতি। হে চণ্ড, হে মুণ্ড, যুবাং বহুভির্বলৈঃ সৈন্যৈঃ পরিবারিতৌ সন্তৌ তত্র গচ্ছত গচ্ছতম্ ছান্দসো বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। গৌরবাৎ, সসৈন্যাভিপ্রায়াদ্বা বহুত্বমিতি বিদ্যাবিনোদঃ।

তত্র গত্বা চ লঘু শীঘ্রং সা কেশেষু আকৃষ্য গৃহীত্বা বদ্ধা বা আনীয়তাম্ ইত্যুত্তরপদ্যচরণেনান্বয়ঃ ।২২ কেশেম্বিতি। পাদো ব্যাখ্যাতঃ। যদি বো যুষ্মাকং আনয়নে সংশয়ঃ সন্দেহঃ আনেতুং শক্যাশক্যেতি বা, তদা প্রথমং যুধি সংগ্রামে অশেষাণ্যায়ুধানি যেষাং তথাভূতৈঃ সর্বৈরসুরৈ র্বিনিহন্যতাং সামর্থ্যক্ষয়ায় প্রহ্রিয়তামিত্যর্থঃ সংশয়ো বিরোধীতি বিদ্যাবিনোদঃ হন্যতাং সংশয় ইতি চ ব্যাখ্যাতবান্ এবং সতি তস্যাং হতায়াং ইত্যুপপন্নং স্যাৎ ।২৩ ততঃ কিমিত্যাহ। তস্যামিতি। তস্যাং দুষ্টায়াম্ অতিবলদৃপ্তায়াং হতায়াং হতপ্রায়ায়াং সত্যাং সামর্থ্যনিরাকরণাৎ, সিংহে চ বিনিপাতিতে মারিতে সতি, অথ অনন্তরং তামম্বিকাং বদ্ধা গৃহীত্বা শীঘ্রমাগম্যতাম ।২৪ ইতি গরুড়বন্দ্য ঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং শুম্ভ নিশুম্ভসেনানী ধূম্রলোচন বধঃ।

টীকার্থ। হে চণ্ড ইতি শ্লোকে এই আজ্ঞা বলিল। হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা দুইজন বহু সৈন্যবলে পরিবৃত হইয়া সেখানে যাও। টীকাকার বিদ্যাবিনোদের মতে ছন্দানুরোধে বিভক্তির ব্যত্যয় ঘটিয়াছে এবং গৌরবহেতু বা সসৈন্যাভি-প্রায়হেতু বহুবচন হইয়াছে। সেখানে যাইয়া শীঘ্র তাঁহাকে কেশাকর্ষণ অথবা বন্ধন করিয়া লইয়া আইস। ইহা পরবর্তী পদ্যচরণের সহিত অন্বিত হইয়াছে ।২২

কেশেষু ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহার এক পাদ পূর্বে ব্যাখ্যাত

হইয়াছে। যদি তাঁহাকে আনয়নে কোন সংশয় হয়, পারিবে কি পারিবে না এইরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে প্রথমে অশেষ আয়ুধসংযুক্ত অসুরগণসহ মিলিত হইয়া সমরে তাঁহাকে ভীষণ প্রহার করিবে। সামর্থ্যক্ষয়ের নিমিত্ত হত্যা করণ, ইহাই অর্থ।২৩

তাহার পর কি? ইহার কারণ তস্যাম্ ইতি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই অতিবলদৃপ্তা দুষ্টা দেবী নিহতা, হতপ্রায় হইলে এবং সিংহও বিনষ্ট হইলে সেই দেবীকে শীঘ্র বাঁধিয়া লইয়া আসিবে। সামর্থ্য নিরাকরণহেতু নিহত অর্থে হতপ্রায় হইবে।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার অনুবাদে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

দেবীমাহাত্ম্য

সপ্তম অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ড পুরোগমাঃ ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥২
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্ ।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥৩
তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎ সমীপগাঃ ॥৪

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ, ততঃ আজ্ঞপ্তাঃ চণ্ড মুণ্ড পুরোগমাঃ তে দৈত্যাঃ চতুঃ-অঙ্গ-বল উপেতাঃ অভি-উদ্যত-আয়ুধাঃ যযুঃ ।১-২

ততঃ তে দেবীম্ কাঞ্চনে মহতি শৈল-ইন্দ্র-শৃঙ্গে সিংহস্য উপরি ব্যবস্থিতাম ঈষৎ-হাসাং দদৃশুঃ ।৩

তে তাং দৃষ্ট্বা উদ্যতাঃ সমাদাতুম্ উদ্যমং চক্রুঃ। তথা অন্যে আকৃষ্ট-চাপ-অসি-ধরাঃ তৎ সমীপ-গাঃ ।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, তখন শুম্ভের আদেশে চণ্ড মুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্যবলসহ বিবিধ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল ।১-২

অনন্তর সেই দৈত্যগণ স্বর্ণপ্রভা সুবিপুল হিমাচল শৃঙ্গে সিংহের পৃষ্ঠে সমাসীনা ও ঈষৎ হাস্যবদনা অম্বিকাকে দর্শন করিল ।৩

তাহারা দেবীকে দর্শন করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইল এবং অপর কেহ কেহ ধনুর্গুণ আকর্ষণ ও খড়্গ উত্তোলন করিয়া দেবীর নিকটবর্ত্তী হইল ।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ ।১ আজ্ঞপ্তাস্থিতি। তত আজ্ঞা-প্রাপ্ত্যনন্তরং, চণ্ডমুণ্ডৌ পুরোগমৌ মুখ্যত্বেন অগ্রগামিনৌ যেষাং তে দৈত্যাঃ পূর্বোক্তপ্রকারেণাজ্ঞপ্তাঃ সন্তঃ, চত্বারি হস্ত্যশ্বরথপাদাতিরূপাণি অঙ্গানি যেষাংতে

বৈর্বলৈঃ সৈন্যৈরুপেতা যুক্তাঃ, অভ্যুদ্যতানি উর্দ্ধীকৃতানি আয়ুধানি যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যযুঃ। "বলং গন্ধরসে রূপে স্থামিনি স্থৌল্য রূপয়োঃ সৈন্যয়ো" রিতি মেদিনী। "হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুষ্টয়" মিত্যমরঃ।২ দদৃশুরিতি ততো গমনানন্তরং তে অসুরাঃ কাঞ্চনে কাঞ্চনময়ে মহতি বিপুলে শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে হিমালয়শিখরে সিংহস্যোপরি ব্যবস্থিতাং বিশব্দোপাদানাৎ যুদ্ধোপক্রমায় স্থিতাম্ ইত্যর্থঃ, ঈষদ্ধাসো যস্যাস্তথাবিধাম্ অসম্ভ্রমবোধনায় বিশেষণং। দেবীং কৌষিকী' দদৃশুর্দৃষ্টবন্তঃ কাঞ্চনশব্দস্য রজতাদৌ পাঠো বক্তব্যঃ, অতো ণট্, অতএব ভট্টিঃ "পুরীং ত্রক্ষ্যর্থ কাঞ্চনী" মিতি। অভেদবিবক্ষয়েতি বিদ্যাবিনোদঃ।৩ তে ইতি। তে চণ্ডমুণ্ডাদয়ঃ তাং দৃষ্ট্বা সমাদাতুং গ্রহীতুম্ উদ্যমং উদ্‌যোগং চক্রুঃ। কীদৃশাঃ? উদ্যতাঃ উদ্ধতাঃ, তথা আকৃষ্টচাপাসিধরাঃ সন্তঃ তৎসমীপগাঃ তস্যা নিকটগামিন আসন্ আকৃষ্টাশ্চাপা যৈস্তে, 'অসিং ধরন্তি যে তে, তে চ চেতি দ্বন্দ্বঃ; যদ্বা কেচন তাম্ আদাতুম্ উদ্যতাঃ অস্ত্রাণি ত্যক্ত্বা দৃঢপরিকরা আসন্, কেচন তদানুকূল্যায় গৃহীত শস্ত্রাস্ত্রাস্তস্যাঃ সমীপং যযুরিত্যর্থঃ।৪

টীকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন।১

আজ্ঞপ্তাস্তিতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। আজ্ঞা পাইবার পর চণ্ড ও মুণ্ড প্রাধান্যহেতু অগ্রে গমন যাহাদের, সেই সকল দৈত্য প্রাগুক্ত প্রকারে চতুরঙ্গ সৈন্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক অঙ্গ যাহাদের, সেইরূপ সৈন্যযুক্ত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করিয়া গমন করিল। মেদিনী কোষ মতে বল, গন্ধ, রস, রূপ স্বামি, স্থূল ও সৈন্য প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। অমর কোষ মতে হস্তী অশ্ব, রথ ও পদাতিক সেনাঙ্গ চতুরঙ্গ।২

দদৃশু ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। গমনান্তর সেই অসুরগণ স্বর্ণময় বিপুল হিমালয়শিখরে সিংহের পৃষ্ঠে যুদ্ধার্থে উদ্যতা ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা কৌষিকী দেবীকে দেখিতে পাইল। ঈষৎ হাস্যযুক্তা বিশেষণ আজ্ঞাসূচক। কাঞ্চন-শব্দে রজতাদি পাঠ বলা উচিত। অতো ণট্। ভট্টি কাব্যে আছে, কাঞ্চনময় নগর দেখিলেন। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, ইহা অভেদ সূচনার্থ।৩

তে-ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই চণ্ড-মুণ্ড প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিয়া বন্ধন করিতে উদ্যোগ করিল। কিরূপ? সম্যক্ উদ্ধত, ধনুর জ্যা আকর্ষণকারী ও খড়্গধারী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল। আকৃষ্ট হইয়াছে চাপ যাহাদের দ্বারা, অসি ধরে যাহারা তাহারা, তাহারা ও তাহারা দ্বন্দ্ব সমাস। অথবা কেহ

কেহ তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দৃঢ় পরিকর হইল, কেহ কেহ স্বকীয় আনুকূল্য নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রধারিণী তাঁহার সমীপে গমন করিল ।৪

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি ।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥৫
ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্‌দ্রুতম্ ।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৬
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৭
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা ॥৮

অন্বয় । ততঃ অম্বিকা তান্ অরীন্ প্রতি উচ্চৈঃ কোপং চকার । তদা কোপেন চ অস্যাঃ বদনং মসীবর্ণম্ অভূৎ ।৫

তস্যাঃ ভ্রুকুটী-কুটিলাৎ ললাট ফলকাৎ দ্রুতম্ অসিপাশিনী করাল বদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা ।৬

[সা] বিচিত্র-খট্বাঙ্গ ধরা নর-মালা-বিভূষণা দ্বীপি-চর্ম-পরীধানা শুষ্ক-মাংসা অতিভৈরবা অতি-বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা নিমগ্ন-আরক্ত-নয়না নাদ-আপূরিত-দিক্-মুখা ।৭-৮

শ্লোকার্থ । তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন এবং ভীষণ ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল ।৫

তখন দেবীর ভ্রুকুটী-কুটিল ললাটদেশ হইতে শীঘ্র খড়্গ ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন ।৬

[চণ্ডাদি অসুরগণ অতি তমোগুণী বলিয়া তাহাদের বিনাশার্থ তামসী চামুণ্ডা দেবীর আবির্ভাব হইল]

অম্বিকার ললাটোদ্ভূতা সেই চামুণ্ডা দেবী বিচিত্র নরকংকালধারিণী, নরমুণ্ডমালিনী, ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্মমাত্রদেহা, অতিভীষণা, বিশালবদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা, কোটরগত আরক্ত-চক্ষুবিশিষ্টা এবং বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডলপূর্ণকারিণী ।৭-৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ততঃ ইতি। তেষামুদ্যমানন্তরম্ অম্বিকা তান্ অরীন্ প্রতি উচ্চৈর্মহান্তং কোপং চকার। তদা কোপেন চ তস্যা অম্বিকায়া বদনং মসীবর্ণম অত্যারক্তম্ বভূব, "মসী শেফালিকাবৃন্তে" ইতি কোষঃ। মসী কজ্জলবিকার ইতি বিদ্যাবিনোদ-বিদ্যাভূষণৌ, "সমবায়িকারণগুণা হি কার্যগুণমারভন্তে" ইতি নিয়মাৎ চামুণ্ডায়াঃ শ্যামত্বায় মুখস্য কালিমেতি ব্যাচক্রতুঃ। বস্তুতস্তু ক্রোধে শ্যামিকোৎপত্তিরপ্রসিদ্ধৈব কেনাপি বর্ণিতত্বাভাবাৎ, কিঞ্চালংকারশাস্ত্রে রক্তিমৈব রৌদ্ররসস্য প্রতিপাদিতা যথা, "রৌদ্রে ক্রোধঃ স্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ। আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্" ইতি। চামুণ্ডায়াঃ শ্যামতাকারণন্তু ক্রোধস্য তমঃকার্যত্বাৎ, তমসস্তু শ্যামতয়া সা তামসী কৃষ্ণবর্ণৈব জাতেতি মন্তব্যম্। যথা তড়িদ্বহ্নিরোচিষো জটায়াঃ জাতো বীরভদ্রঃ শ্যামবর্ণো বভূব। তথাচ চতুর্থে, "ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্" ইত্যুপক্রম্য "ততোঽতিকায়স্তনুবাস্পৃশন্দিবং সহস্র-বাহুর্ঘনরুক্ত্রিসূর্য দৃক্" ইতি বর্ণিতং, ন হি তত্র সমবায়িকারণজটায়া গুণঃ শ্যামতা, কিন্তু পিঙ্গতা, তথাপি ততো ঘনশ্যামো জাতঃ, তস্মাত্ক্রমেব কারণং সঙ্গচ্ছতে ইত্যলং প্রপঞ্চেন।৫ ভ্রূকুটীতি। তস্যাঃ কৌষিক্যাঃ ভ্রূকুট্যা কুটিলাৎ সংকুচিতাৎ ভীষণাদিতি বা ললাটফলকাৎ ললাটপট্টাৎ দ্রুতং কালী কৃষ্ণবর্ণা দেবী বিনিষ্ক্রান্তা নিঃসৃতা। কীদৃশী? করালবদনা ভীষণাননা "করালং দন্তুরে তুঙ্গে ভীষণে ত্বভিধেয়বৎ" ইতি অমরঃ। অসিপাশিনী অসিঃ পাশশ্চ তদ্যুক্তা।৬ তাং বর্ণয়তি দ্বাভ্যাম্। বিচিত্রেতি। বিচিত্রং খট্বাঙ্গং লৌহময়যষ্টিবিশেষঃ কোতক ইতি প্রসিদ্ধং ত্রিশিখং বা ধরতি (পচাদিঃ)। নরশব্দেনাত্র সামান্যা-ভিধানেঽপি সম্ভবপরত্বাৎ নরশির উচ্যতে "নরেন্দ্রমূর্দ্ধস্রজমুদ্বহন্তী" তি বামন-পুরাণাৎ, স্তবৌ চ "শিরোমালাবিভূষণেতি" বক্ষ্যমাণাৎ তন্ময়ী মালা বিভূষণং যস্যাঃ। দ্বীপিনো ব্যাঘ্রস্য চর্ম পরীধানং বস্ত্রং যস্যাঃ। শুষ্কং মাংসং যস্যাঃ কৃশত্বাৎ অতএবাতি ভৈরবা অতিভয়ানকা।৭ অতীতি। অতিবিস্তারম্ অতিপ্রকটিতং বদনং যস্যাঃ। জিহ্বায়া ললনং চলনং তেন ভীষণা। নিমগ্নে অত্যন্ত গম্ভীরে আরক্তে নয়নে যস্যাঃ। নাদেন শব্দেন আ সর্বতঃ পূরিতানি দিঙ্মুখানি যয়া অমূর্ত্তেনামূর্ত্তস্য পূরণাসম্ভবাৎ অতিমহত্ত্বমেব শব্দস্যেতি তাৎপর্যম্।৮

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহাদের উদ্যোগের পর অম্বিকা সেই শত্রুর প্রতি ভীষণভাবে ক্রোধান্বিতা হইলেন। তখন ক্রোধদ্বারা অম্বিকার বদন মসীবর্ণ, অতি আরক্ত হইল। অমরকোষ মতে মসী ও শেফালিকা

বৃন্ত গাঢ় লালবর্ণ। আচার্য্য বিদ্যাবিনোদ ও বিদ্যাভূষণ উভয়ে মন্তব্যই করেন, "মসী অর্থে কজ্জল বিকার এবং সমবায়ী কারণগুণই কার্যক্ষণকে আরম্ভ করে।" এই নিয়মানুসারে চামুণ্ডার ১২ শ্যামত্বের জন্য মুখের কালিমাই প্রধান কারণ। বস্তুতঃ ক্রোধে শ্যামবর্ণের উৎপত্তি কাহারও দ্বারা বর্ণিত হয় নাই। সেই হেতু কিংবা অলংকার শাস্ত্রে লৌহিত্য বা রৌদ্ররসের প্রতিপাদক ; যথা রৌদ্রে ক্রোধ স্থায়িভাব রক্ত, রুদ্র অধিদেবতা, সেখানে অরি অবলম্বন এবং তাহার চেষ্টা উদ্দীপন। চামুণ্ডার শ্যামত্বের কারণ কিন্তু ক্রোধে তমঃ মূলতা। তমোগুণের শ্যামত্ব থাকায় সেই দেবী তামসী, কৃষ্ণবর্ণাই সঞ্জাত হইয়াছিলেন ; যথা তড়িৎ ও বহ্নি প্রভা সম শিবের জটা হইতে উৎপন্ন বীরভদ্র শ্যামবর্ণ হইয়াছিল। উক্তমর্মে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে আছে, দারুণ ক্রোধে নিজ ওষ্ঠদ্বয় দংশনপূর্বক শিব তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করিলেন। সেই জটা বিদ্যুৎ ও শিখার ন্যায় উগ্রভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। ঐ জটা হইতে মহাকায় বীরভদ্র উৎপন্ন হইলেন। উক্ত বীরভদ্রের হুংকার এত উচ্চ হইল যে, তদ্দ্বারা তিনি স্বর্গ স্পর্শ করিলেন। বীরভদ্রের মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ সহস্রবাহু ও সূর্যবৎ জ্বলন্ত তিনটি চক্ষু—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে সমবায়িকারণ জটার গুণ শ্যামতা কিন্তু পিঙ্গতা, তথাপি বীরভদ্র ঘন শ্যামবর্ণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এইহেতু উক্ত হয়, কারণ কার্যের সংগমন করে। ইহার বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।৫

ভ্রুকুটী শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই দেবী কৌষিকীর ভৃকুটীদ্বারা কুটিল, ভীষণ সংকোচন হইতে এবং ললাটফলক হইতে দ্রুত কৃষ্ণবর্ণা দেবী কালিকা নিষ্ক্রান্তা হইলেন। কিরূপ তিনি? ভীষণ মুখমণ্ডল যাঁহার। অমরকোষমতে করাল, দন্তুর, তুঙ্গ ও ভীষণ সমাণ্যার্থে ব্যবহৃত। কালিকাদেবী খড়্গ ও পাশযুক্তা।৬

বিচিত্র ইতি দুই শ্লোকে তাঁহার, কালিকার বর্ণনা করা হইতেছে। বিচিত্র খট্টাঙ্গ,[১৩] লৌহময় যষ্টি বিশেষ। ইহা কোতক নামে প্রসিদ্ধ ও তিন শিখাযুক্ত। সাধারণ অভিধানেও নরশব্দ সত্ত্বপরতাহেতু নরমস্তকরূপে কথিত। বামন-পুরাণে আছে, কালিকাদেবী নরমুণ্ডমালা ধারণ করিতেছেন। কালী স্তুতিতেও আছে, শিরোমালায় বিভূষিত, ইহা পরে উক্ত হইবে। শিরোমালা বিভূষণ যাঁহার। ব্যাঘ্রের চর্ম বস্ত্র যাঁহার। কৃশতাহেতু শুষ্ক প্রায় মাংস যাঁহার। অতএব কালিকা ভীষণাকৃতি।

অতি বিস্তৃত, অতি প্রকটিত বদন যাঁহার। জিহ্বার ললন, চলনদ্বারা বদন ভীষণ। অতি গম্ভীর আরক্তনয়ন যাঁহার। কালিকার হুংকারে দশদিক পরিপূর্ণ হইতেছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অমূর্ত্তা কালিকার হুংকারে দিক্‌পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া ইহাতে হুংকারের মহত্ত্ব সূচিত।৭-৮

টিপ্পনী। ৯২. শারদীয়া ও বাসন্তীপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ সময়ে সন্ধিপূজা হয়। উক্ত সময় চামুণ্ডাদেবীর পূজা হয়। সন্ধিকাল ৪৮ মিনিট মাত্র স্থায়ী। কার্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যা রাত্রিতে যে কালীপূজা হয়, তাহা চামুণ্ডারই পূজা।

৯৩। (ক) খট্বা, পিতৃ-ভূমিষ্ঠা শ্মশানসিদ্ধিলব্ধিদা দেবতা; অস্ত্র, তদস্ত্র আয়ুধ। উহা অপ্রতিহতশক্তিক ও অসাধ্যসাধক।

(খ) খট্বা—অসুরের শরীর পঞ্জর, তদাখ্য অস্ত্র।

(গ) খট্বা—মৃত নর বা অসুরের কংকাল।—শান্তনবী টীকা।

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্‌বলম্॥৯
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশ-গ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥১০
তথৈব যোধং তুরগৈঃ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ন্ত্যতিভৈরবম্॥১১
একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ॥১২

অন্বয়। সা বেগেন সুর অরীনাম সৈন্যে অভিপতিতা তত্র মহাসুরান ঘাতয়ন্তী তদবলম্ অভক্ষয়ত।৯

পার্ষ্ণিগ্রাহ-অঙ্কুশগ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্ বারণান্ এক-হস্তেন সমাদায় মুখে চিক্ষেপ।১০

তথা এব তুরগৈঃ যোধং সারথিনা সহ রথং বক্ত্রে নিক্ষিপ্য দশনৈঃ অতি ভৈরবম্ চর্বয়তি।১১

একং কেশেষু অথ অপরম্ চ গ্রীবায়াম্ জগ্রাহ। অন্যম্ চ এব পাদেন আক্রম্য অন্যম্ উরসা অপোথয়ৎ।১২

শ্লোকার্থ। তিনি সবেগে অসুরসেনা মধ্যে ধাবিতা হইয়া প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিতে এবং সৈন্যসমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।৯

পৃষ্ঠরক্ষক, মহামাত্র (মাহুত), (গজারূঢ়) বীর ও গলঘণ্টাদি সংযুক্ত হস্তিসকলকে একহস্তে লইয়া চামুণ্ডা মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১০

এইরূপে চামুণ্ডা অশ্বের সহিত অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং সারথির সহিত রথকে বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তসমূহ দ্বারা অতি ভীষণরূপে চর্বন করিতে লাগিলেন।১১

তিনি কাহাকে কেশে, আবার অপর কাহাকেও গ্রীবাদেশে ধরিলেন। কাহাকেও বা পদদলিত এবং অন্য কাহাকেও বা বক্ষঃস্থল দ্বারা মর্দিত করিলেন।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সা বেগেনেতি। মহাসুরান্ ঘাতয়ন্তী সতী বেগেনাভিপতিতা আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তী সা তত্র সৈন্যে সুরারীণাং তদ্বলম্ অভক্ষয়ত ঘাতয়ন্তীতি "হিংসার্থাশ্চে"তি হন্তেশ্চুরাদিত্বাৎ লিঙ্।৯ এতদ্বিবৃণোতি চতুর্ভিঃ। পার্ষ্ণীতি। বারণান্ গজান্ একহস্তেন সমাদায় গৃহীত্বা মুখে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবতী। কীদৃশান্? পার্ষ্ণিগ্রাহো যোধস্য পশ্চাৎ রক্ষকঃ, অংকুশগ্রাহী যোধস্য পুরঃ স্থিত্বা গজ নিয়ামকঃ, যোধঃ প্রহর্ত্তা, ঘণ্টা আভরণং, তাভিঃ সমন্বিতান্ যুক্তান্, শম্বকাঙ্কুশ-শম্বর-শরেত্যাদি-শভেদদর্শনাৎ অংকুশঃ তালব্যশঃ।১০ তথৈবেতি। তথৈব একহস্তেনাদায়ৈব তুরগৈরশ্বৈঃ সহ যোধম্ অশ্ববারং জাত্যপেক্ষয়া একবচনং, সারথিনা সহ রথং রথিনাপীতি জ্ঞেয়ং বক্ত্রে মুখে নিক্ষিপ্য অতিভৈরবম্ অতিভয়ানকং যথা স্যাৎ তথা চর্বয়তি স্মেত্যন্বয়ম্।১১ একমিতি। একং দৈত্যং কেশেষু জগ্রাহ গৃহীতবতী। অথ চ অপরং গ্রীবায়াং জগ্রাহ। অন্যং পাদেনাক্রম্য জগ্রাহ অপোথয়দিত্যুত্তরক্রিয়য়া সম্বন্ধো বা অন্যম্ উরসা বক্ষসা অপোথয়ৎ মর্দ্দিতবতী ১২

টীকার্থ। সা বেগেন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহাসুরগণকে হত্যা করিতে করিতে অতি বেগে সেই সৈন্যাভিমুখে গমন করিয়া এবং সৈন্যের মধ্যে আপতিত হইয়া কালিকা, চামুণ্ডা দৈত্যসৈন্যসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘাতয়ন্তি পদ হিংসার্থক বলিয়া হন্তে চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর লিঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে।৯

পার্ষ্ণি ইতি শ্লোক হইতে চারি শ্লোকে ইহা বিবৃত হইতেছে। চামুণ্ডা গজসমূহকে এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১০

কিরূপ ? যোদ্ধার পৃষ্ঠরক্ষক, অংকুশগ্রাহী যোদ্ধার সম্মুখে স্থিত হস্তীনিয়ন্ত্রণকারী, যোধ-প্রহর্তা-ঘণ্টা-আভরণ ইত্যাদি সমন্বিত গজসমূহকে। শম্বুক, অংকুশ, শম্বর ও শর ইত্যাদি শব্দে 'শ' ভেদ দর্শনে অংকুশে শ-কার হইয়াছে।১০

তথৈব শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেইরূপেই এক হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়াই অশ্বসহ যোদ্ধা (জাতিহেতু একবচন), সারথির সহিত রথ (রথীদের সহিত বুঝিতে হইবে) মুখে নিক্ষেপ করিয়া যতদূর সম্ভব অতি ভয়ানকভাবে চর্বণ করিতে লাগিলেন। 'স্ম' এখানে উহ্য আছে।১১

একং ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এক দৈত্যকে কেশে ধরিয়া তিনি গ্রহন করিলেন। অনন্তর অপর দৈত্যকে গ্রীবায় ধরিয়া গ্রহণ করিলেন। অন্য দৈত্যকে চরণদ্বারা আক্রমণ কবিলেন। অপোথয়ৎ এই উত্তর ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইবে। অন্য দৈত্যকে চামুণ্ডাদেবী বক্ষাঘাতে মর্দন করিলেন।১২

> তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
> মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥১৩
> বলিনাং তদ্ বলং সর্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
> মমার্দভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা ॥১৪
> অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গ তাড়িতাঃ।
> জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥১৫
> ক্ষণেন তদ্বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
> দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥১৬

অন্বয়। তৈঃ অসুরৈঃ মুক্তানি শস্ত্রাণি তথা মহাস্ত্রাণি মুখেন জগ্রাহ রুষা চ দশনৈঃ অপি মথিতানি।১৩

বলিনাং মহাত্মনাম্ অসুরাণাং তৎ সর্বম বলং তদা মমর্দ। অন্যান্ চ অভক্ষয়ৎ অন্যান্ চ অতাড়য়ৎ।১৪

কেচিৎ অসিনা নিহতাঃ। কেচিৎ খট্বাঙ্গ তাড়িতাঃ। তথা অসুরাঃ দন্ত অগ্র অভিহতাঃ বিনাশম্ জগ্মুঃ।১৫

ক্ষণেন অসুরাণাং সর্বম্ তৎ-বলং নিপাতিতম্ দৃষ্ট্বা চণ্ডঃ তাম্ অতি ভীষণাম্ কালীম্ অভিদুদ্রাব।১৬

শ্লোকার্থ। অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত খড়্গাদি এবং আগ্নেয় ও বায়ব্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র সমূহ মুখে ধরিয়া চামুণ্ডা দেবী ক্রোধে দন্ত দ্বারা চর্বন করিতে লাগিলেন।১৩

বলবান মহাকায় অসুরদিগের সেই সৈন্য সমূহের কতকাংশ তিনি মর্দন, কতকাংশ ভক্ষণ এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে বিতাড়িত করিলেন।১৪

কোন কোন অসুর খড়্গাঘাতে নিহত হইল। কেহ খট্বাঙ্গের প্রহারে এবং কেহ বা দন্তাগ্রের আঘাতে বিনষ্ট হইল।১৫

অসুরগণের সেই সমস্ত সৈন্য মুহূর্ত মধ্যে নিহত হইল দেখিয়া অসুরসেনাপতি চণ্ড অতি ভয়ংকরা চামুণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইল।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা। তৈরিতি তৈর্মহাসুরৈর্মুক্তানি ক্ষিপ্তানি শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি চ মুখেন জগ্রাহ। অনন্তরং রুষা ক্রোধেন দশনৈঃ মথিতানি চূর্ণিতানি চ তরেত্যুহ্যং; চকারেতি ক্রিয়াপদং বা উহ্যং, করোতেঃ ক্রিয়া সামান্যাভিধায়িত্বাৎ।১৩ বলিনামিতি। বলিনাং বলবতাং মহাত্মনাং মহাকায়ানাং অসুরাণাং তৎ সর্বং সৈন্যং মমর্দ্দ মর্দ্দিতবতী, অভক্ষয়চ্চ। অন্যাংশ্চাসুরান্ তথা অতাড়য়ৎ তাড়িতবতী।১৪ অসিনেতি। কেচিৎ অসুরা অসিনা নিহতাঃ সন্তঃ বিনাশং জগ্মুঃ। কেচিৎ খট্বাঙ্গেন তাড়িতাঃ, তথা কেচিৎ অসুরাঃ দন্তাগ্রাভিহতা দন্তাগ্রৈস্তাড়িতা দষ্টাঃ সন্তো বিনাশং জগ্মুরিত্যন্বয়ঃ।১৫ ক্ষণেনেতি। চণ্ডোঽসুরঃ অসুরাণাং তৎসর্বং বলং সৈন্যং ক্ষণেন নিপাতিতং দৃষ্ট্বা অতিভীষণাং তাং কালীম্ অভিদুদ্রাব আভিমুখ্যেন অধাবৎ।১৬

টীকার্থ। তৈরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী সেই মহাসুরদ্বারা নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও মহাস্ত্রাদি মুখে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রোধে সেই অস্ত্র সমূহকে দন্ত দ্বারা চর্বণ করিয়া তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তরা, তাঁহার দ্বারা ইহা উহ্য আছে। চ-কার দ্বারা করোতি ক্রিয়াপদ অভি-ধায়িত্বহেতু উহ্য আছে বুঝিতে হইবে।১৩

বলিনামিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বলবান্ মহাকায় অসুরগণের সেই সৈন্যগণকে দেবী মর্দন ও ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অন্য অসুরগণকে তিনি বিতাড়িত করিয়াছিলেন।১৪

অসিনা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। কোন অসুর খড়্গ দ্বারা নিহত হইয়া

বিনাশপ্রাপ্ত হইল। কেহ কেহ খট্টাঙ্গদ্বারা তাড়িত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। আবার কোন কোন অসুর দন্তাগ্রদ্বারা দষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।১৫

ক্ষণেন ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। চণ্ডাসুর সেই অসুরগণের সমস্ত সৈন্যবল ক্ষণকালের মধ্যে নিপাতিত দেখিয়া অতিভীষণা কালিকার (চামুণ্ডার) অভিমুখে ধাবিত হইল।১৬

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ॥১৭
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্॥১৮
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করাল বক্ত্রান্ত দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা॥১৯
উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ॥২০

অন্বয়। মহাসুরঃ মহাভীমৈঃ শর-বর্ষৈঃ মুণ্ডঃ চ সহস্রশঃ ক্ষিপ্তৈঃ চক্রৈঃ তাং ভীম-অক্ষীং ছাদয়ামাস।১৭

যথা ঘন-উদরম্ সু-বহূনি অর্ক বিম্বানি তানি অনেকানি চক্রাণি তৎ-মুখম্ বিশমানানি বভুঃ।১৮

ততঃ ভৈরব-নাদিনী করাল-বক্ত্র অন্তঃ-দুর্দশ-দশন-উজ্জ্বলা কালী অতিরুষা ভীমং জহাস।১৯

চ দেবী হং মহা-অসিং উত্থায় চণ্ডম্ অধাবত, অস্য চ কেশেষু গৃহীত্বা তেন অসিনা শিরঃ অচ্ছিনৎ।২০

শ্লোকার্থ। চণ্ড ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা এবং মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীমনেত্রা চামুণ্ডাকে আচ্ছন্ন করিল।১৭

কাল মেঘের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য সূর্যবিম্বের ন্যায় অসংখ্য চক্র চামুণ্ডার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।১৮

অনন্তর ভীমনাদিনী চামুণ্ডা অতি ক্রোধে ভয়প্রদ অট্টহাস্য করিলেন। তখন তাঁহার করাল বদনমধ্যস্থ ভীষণ দন্তসমূহের প্রভায় তিনি তেজোময়ী হইলেন।১৯

ক্রোধসূচক হুং শব্দে দেবী মহাখড়্গ উত্তোলনপূর্বক চণ্ডের দিকে ধাবিতা হইলেন এবং উহার কেশে ধরিয়া সেই খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলন ।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শরেতি। মহাসুরশ্চণ্ডঃ ভীমৈরতিভয়ানকৈঃ শরবর্ষৈস্তাং ভীমাক্ষীং ভীষণনয়নাং কালীং ছাদয়ামাস আচ্ছাদিতবান্। মুণ্ডোঽসুরশ্চ ক্ষিপ্তৈঃ প্রেরিতৈঃ সহস্রশো বহুসহস্রৈশ্চক্রাস্ত্রৈশ্ছাদয়ামাস।১৭ তানীতি। তানি চক্রাণি তয়া গিলিতানি ইত্যুপমামুখেনাহ। তানি অনেকানি চক্রাণি তস্যা মুখং বিশমানানি বিশন্তি সন্তি তথা বভুঃ শুশুভিরে যথা সুবহুনি অত্যনেকানি রবিবিম্বানি সূর্যমণ্ডলানি ঘনোদরং মেঘমধ্যং প্রবিশন্তি সন্তি ভান্তীত্যন্বয়ঃ অদ্ভুতোপমেয়ম্, একদা বহুতর রবিবিম্বানামুদয়াসম্ভবাৎ; যদ্বা প্রলয়কালে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্যোদয়াদুপমেয়ং, কিন্তু তদা ঘনাভাবাদ্দাহ কালিনাস্বশতাস্তে বর্ষণোপক্রমকালে সম্ভবতি চক্রাণি রবিবিম্বতুল্যানি নিবিড়ঘনমণ্ডলীতুল্যং কালীবদনম্।১৮ তত ইতি। ততস্তদনন্তরং কালী অতিরুষা অতিক্রোধেন ভীমং যথা স্যাত্তথা জহাস অট্টহাসং কৃতবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী? ভৈরবম্ অতিভয়ংকরং নাদিতুং শীলং যস্যাঃ সা ভৈরবনাদিনী। করালং ভীষণং যদ্বক্ত্রং তস্মিন্নন্তর্মধ্যে দুঃখেন দৃশ্যন্তে দুর্দশা অতি ভয়ানকা যে দশনাস্তৈরুজ্জ্বলা অতিদীপ্তিমতী।১৯ উত্থায়েতি। দেবী কালী হুম্ ইতি কোপাহ্বানশব্দং কৃত্বা মহাসিং মহাখড়্গম্ উত্থায় (উত্থাপ্য) উর্দ্ধীকৃত্য চণ্ডং চণ্ডাসুরমধাবত। অস্য চণ্ডস্য কেশেষু গৃহীত্বা তেন অসিনা শিরোঽচ্ছিনচ্চ। অন্যৈঃ কৃতমপি ব্যাখ্যান্তরমরমণীয়ত্বাদস্মোপেক্ষিতম্। "হুং প্রশ্নেঽঙ্গীকৃতৌ রোষে" ইতি বিশ্বঃ।২০

টীকার্থ। শর ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। চণ্ডাসুর অতি ভয়ানক শরবর্ষণ দ্বারা ভীষণনয়না কালীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। মুণ্ডাসুরও বহুসহস্র চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল।১৭

তানি ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই দেবী উক্ত চক্রসমূহকে গিলিয়া ফেলিলেন। ইহা উপমাদ্বারা কথিত হইতেছে। সেই চক্রসমূহ তাঁহার মুখে প্রবেশ করিলে তদ্রূপ ভীষণ শোভা ধারণ করিল; যেমন অনেকানেক সূর্যমণ্ডল মেঘমধ্যে প্রবেশ করিলে ভয়ংকর শোভা হয়। ইহা অদ্ভুত উপমেয়। একদা অসংখ্য রবিবিম্বের উদয় অসম্ভব বলিয়া, অথবা প্রলয়-কালে একসঙ্গে দ্বাদশ সূর্য উদয় উপমেয় হইতে পারে। তখন মেঘের অভাবহেতু

দাহকালীন একশত বৎসর পরে বর্ষণের উপক্রমের সম্ভাবনা থাকে।[২৪] প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্য একত্রে উদিত হইয়া জগতকে বিদগ্ধ করেন। তৎপরে সংবর্তাদি মেঘসমূহ আবির্ভূত হইয়া সেই সকল আদিত্য আবৃত করিয়া প্রচুর জল বর্ষণপূর্বক পৃথিবী প্লাবিত করেন। চক্রসমূহ রবিবিম্বতুল্য, নিবিড় মেঘমণ্ডলীতুল্য কালিকার বদন।১৮

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তদনন্তর দেবী কালিকা অতি ক্রোধ-ভরে ভয়ানক অট্টহাস্য করিলেন। কিরূপ? ভৈরব, ভীষণ শব্দ করিতে সামর্থ্য যাঁহার, তিনি ভৈরবনাদিনী কালী। করাল, ভীষণ যাঁহার মুখমণ্ডল, তাহার মধ্যে দুঃখের সহিত যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা দুর্দর্শ অতি ভয়ানক যে দন্ত, তাহাদ্বারা উজ্জ্বল, অতি দীপ্তিমতী।১৯

উত্থায় ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী কালী হং[২৫] এই কোপসূচক শব্দ উচ্চারণপূর্বক মহাখড়্গ উত্থিত করিয়া চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবিতা হইলেন। তিনি চণ্ডের কেশ ধরিয়া অসিদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অন্যে ইহার অন্যরকম ব্যাখ্যা করেন। উহা রমণীয় নহে বলিয়া পরিত্যক্ত।[২৬] বিশ্বকোষ অনুসারে হং শব্দে রোষ অঙ্গীকৃত, প্রকটিত।২০

টিপ্পনী। ২৪. প্রলয়কালে দ্বাদশাদিত্যাঃ উদিতাঃ অব্দশতং যাবৎ জগৎ দহন্তি। ততঃ সংবর্তাদয়ো মেঘাঃ প্রাদুর্ভূয় তান্ আদিত্যান্ আচ্ছাদ্য বর্ষন্তি।

২৫. মহাসিং মহাখড়্গ, হং=রোষবাচক শব্দ। এইভাবে অধিকাংশ টীকাকার অর্থ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মহাসিং+হং—মহাসিংহং =মহাসিংহের উপর, উত্থায়=উঠিয়া—এই পাঠ ও অর্থই সুগম মনে করেন। কালী সিংহবাহনা নহেন এবং উক্ত মন্ত্রের শেষ পাদ 'তেন অসিনা' থাকায় এই অর্থ সুসঙ্গত হয় না।

২৬. কাল্যাঃ সিংহবাহনাভাবাৎ রণস্থলে অন্যদীয়বাহনারোহণস্য অনৌচিত্যাৎ, মূলদেব্যাঃ স্ববাহনমন্যস্যৈ দত্ত্বা ভূমাববস্থানস্য ব্যবহারবিরুদ্ধত্বাৎ, 'তেনাসিনাচ্ছিনৎ" ইত্যত্র তেনেতিপদস্য অসঙ্গতত্বাচ্চ মহাসিংহম্ উত্থায় ইত্যর্থো ন রমনীয়ঃ।

কালিকার সিংহবাহন না থাকায়, রণস্থলে অন্যের বাহনে আরোহণ অনুচিত বলিয়া এবং মূলাদেবী নিজবাহন অন্যকে দিয়া ভূমিতে অবস্থান ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া 'তাঁহার অসিদ্বারা ছিন্ন করিলেন, এখানে 'তেন' পদ অসঙ্গত বলিয়া চামুণ্ডা সিংহে উত্থিত হইয়া অর্থ রমণীয় নহে।

অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥২১
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥২২
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৪

অন্বয়। অথ চণ্ডং নিপাতিতম্ দৃষ্ট্বা মুণ্ডঃ অপি তাম্ অধাবৎ। সা রুষা খড়্গ অভিহতং তম্ অপি ভূমৌ অপাতয়ৎ।২১

ততঃ হত শেষং সৈন্যং সু-মহা-বীর্য্যং চণ্ডং মুণ্ডং চ নিপাতিতম্ দৃষ্ট্বা ভয় আতুরম্ দিশঃ ভেজে।২২

চ কালী চণ্ডস্য শিরঃ মুণ্ডম্ এব চ গৃহীত্বা চণ্ডিকাম্ অভি-এত্য প্রচণ্ড অট্টহাসমিশ্রম্ প্রাহ।২৩

অত্র যুদ্ধ-যজ্ঞে ময়া তব মহা-পশূ চণ্ড-মুণ্ডৌ উপহৃতৌ। [ত্বম্] স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভং চ হনিষ্যসি।২৪

শ্লোকার্থ। অনন্তর চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডও চামুণ্ডার প্রতি ধাবিত হইল। তখন চামুণ্ডা ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন।২১

অতঃপর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল।২২

চামুণ্ডা চণ্ডের ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় লইয়া চণ্ডিকার নিকট আগমনপূর্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্যমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন।২৩

এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবেন।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অথেতি। অথ চণ্ডবধানন্তরং মুণ্ডোঽপি চণ্ডং নিপাতিতং দৃষ্ট্বা তাং কালীম্ অধাবৎ। সা কালী রুষা তমপি খড়্গাভিহতং কৃত্বা ভূমৌ অপাতয়ৎ।২১ হতেতি। ততো মুণ্ডবধানন্তরং হতশেষং সৈন্যং (কর্ত্তৃ) মহাবীর্যং মহাবলং চণ্ডং মুণ্ডঞ্চ নিপাতিতং দৃষ্ট্বা ভয়াতুরং যৎ দিশো ভেজে

পলায়িতবৎ দিশ ইতি বহুবচনাৎ কান্দিশীকতয়া পন্থানং ত্যক্ত্বাপি যথাদৃষ্টদেশং গতমিতি গম্যতে। হতেভ্যঃ শেষং হতশেষম্।২২ শিরঃ ইতি। কালী চণ্ডস্য শিরঃ, মুণ্ডমেব চ লক্ষণয়া মুণ্ডাসুরস্য মুণ্ডমিত্যর্থঃ যদ্বা সুপাং সুবিতি ব্যবস্থয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া, মুণ্ডস্য চ শির ইতি অর্থঃ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রং যথা স্যাৎ প্রচণ্ডস্তীব্রশ্চাসৌ অট্টো মহান্ হাসশ্চেতি তেন মিশ্রং মিশ্রণং যত্র কথনে তৎ যথাস্যাত্তথা চণ্ডিকাম্ অভ্যেত আভিমুখ্যেন এত্য আগত্য প্রাহ উক্তবতী।২৩ কিং প্রাহেত্যাহ। ময়েতি। অত্র যুদ্ধযজ্ঞে যুদ্ধমেব যজ্ঞঃ হিংসায়াং স্বর্গদায়িত্বাৎ তত্র, তব সম্বন্ধে চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ ময়া উপহৃতৌ উপঢৌকিতৌ। প্রয়োজনমাহ—শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ ত্বং স্বয়ং হনিষ্যসি মারয়িষ্যসি এতেনৈব তাবৎ মহাপশূ ইতি উক্তং, যজ্ঞে পশোরেবালম্ভনাৎ; হর্ষজনকমিদমুপঢৌকনম্।২৪

টীকার্থ। অথ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর চণ্ডবধের পর মুণ্ডও চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া, সেই কালীর প্রতি ধাবিত হইল। সেই কালী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গদ্বারা হত্যা করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।২১

হত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর মুণ্ডবধান্তে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া ভয়াতুর হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। 'দিশ' পদে বহুবচন অর্থে ভয়ে পলায়নপর, পথ ত্যাগ করিয়া যেদিকে দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকে গমন করিল। হতদের শেষ—হতশেষ।২২

শিরঃ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। কালী চণ্ড ও মুণ্ডের শির, লক্ষণাদ্বারা মুণ্ডাসুরের শির বুঝাইতেছে। অথবা 'সুপাং সুপ' সূত্রানুসারে ৬ষ্ঠীতে ২য়া দ্বারা মুণ্ডের শির বুঝাইতেছে। প্রচণ্ড অট্টহাস্যসহকারে, তীব্র অট্ট, মহান্ হাস্যদ্বারা যুক্ত হইয়া চণ্ডিকার অভিমুখে আগমন করিয়া বলিলেন।২৩

কি বলিলেন? ময়া ইতি শ্লোকে ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই যুদ্ধ যজ্ঞে, যুদ্ধই যজ্ঞ। যুদ্ধরূপ হিংসায় স্বর্গপ্রাপ্তি হেতু যুদ্ধই যজ্ঞ। তোমাকে চণ্ড-মুণ্ড মহাপশুদ্বয় আমি উপঢৌকন দিলাম। ইহার প্রয়োজন উক্ত হইতেছে। শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তুমি নিজেই হত্যা করিবে। ইহাদ্বারাই সমস্ত মহাপশু বধ কথিত হইল। যজ্ঞে পশুরই হত্যা হয়। হর্ষজনক বলিয়া উপঢৌকন উক্ত হইয়াছে।২৪

ঋষিরুবাচ ॥২৫

তাবানীতো ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকাবচঃ ॥২৬

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥২৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ডবধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ, ততঃ তৌ মহাসুরৌ চণ্ড মুণ্ডৌ আনীতৌ দৃষ্ট্বা কল্যাণী চণ্ডিকা কালীং ললিতং বচঃ উবাচ।২৫-২৬

দেবি, যস্মাৎ ত্বম্ চণ্ডং চ মুণ্ডং চ গৃহীত্বা উপাগতা ততঃ লোকে [ত্বম্] চামুণ্ডা ইতি খ্যাতা ভবিষ্যসি।২৭

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, তখন কালী কর্ত্তৃক আনীত মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী কালীকে মধুর বাক্যে বলিলেন।২৫-২৬

দেবি, আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় আমার নিকট আনিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীতে আপনি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবেন।২৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ।২৫ তাবিতি। অনন্তরম্ আনীতৌ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ অত্রাপ্যেকদেশে সমুদায়োপচারাৎ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা কৌষিকী কালীং ললিতং মধুরং বচঃ উবাচ অত্র ললিতমিতি বিশেষণসার্থকত্বায় ধাত্বর্থো-পনীতস্যাপি বচ ইতি অস্য উপাদানম্। কীদৃশী? কল্যাণী শুভংকরী।২৬ কিমুবাচ ইতি আহ। যস্মাদিতি। ত্বং যস্মাদ্ধেতোঃ। চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা উপগতা মৎসমীপমাগতা, ততো হেতোঃ হে দেবি! লোকে জগতি চামুণ্ডা ইতি খ্যাতা বিশ্রুতা ভবিষ্যসি চণ্ডমুণ্ডৌ বিদ্যেতে অস্যাঃ চামুণ্ডা, শৈষিকী সিদ্ধিঃ অত্রাপি চণ্ডমুণ্ডমিতি পূর্ববৎ লক্ষণয়া বা।২৭

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং চণ্ডমুণ্ডবধঃ।

টীকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন।২৫

তাবানীতৌ শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর চণ্ড-মুণ্ড মহাসুরের মস্তকদ্বয় আনীত দেখিয়া কৌষিকী চণ্ডিকা কালীকে মধুর বাক্য বলিলেন। এখানে ললিত পদে সার্থক বিশেষণ থাকায় ধাতুর অর্থ উপনীত হইলেও 'বচ' পদ বিশেষ্য হইয়াছে। কিরূপ দেবী? তিনি কল্যাণী, শুভংকরী।২৬

যস্মাচ্চণ্ড ইতি শ্লোকে চণ্ডিকা কি বলিলেন উক্ত হইতেছে। যেহেতু

তুমি চণ্ড-মুণ্ডের[২৭] মস্তকদ্বয় লইয়া আমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছ, সেই হেতু হে দেবি, এই জগতে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবে। চণ্ড-মুণ্ড আছে যাহার, তিনি চামুণ্ডা ইহা শৈষিকী সিদ্ধি।[২৮] এখানে চণ্ড-মুণ্ড পূর্ববৎ লক্ষণাদ্বারা উক্ত হওয়ায় উহাদের মস্তকদ্বয় বুঝিতে হইবে।২৭

টিপ্পনী। ২৭. বামনপুরাণের ৫৫তম অধ্যায়ে চণ্ড-মুণ্ড বধের বিস্তৃততর বিবরণ আছে। চণ্ডিকার ললাটজা কালিকার সহিত রুরুদৈত্য যুদ্ধ করিল। কালিকা মহাসুরের মস্তকে খট্টাঙ্গ প্রহার করায় সে ছিন্নমূল পাদপের (বৃক্ষের) ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইল। পতিত রুরুর মৃতদেহ হইতে কালিকা কেশউৎপাটনান্তে তাঁহার স্বীয় বিপুল জটাভার বন্ধন করিলেন; কিন্তু একটি জটা অনাবৃত রহিল। তখন তিনি সেই জটা উৎপাটনপূর্বক ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। শক্তিরূপিণী দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমন কি নখ চুল পর্যন্তও শক্তিময়। মুহূর্ত মধ্যে সেই জটা একটি ভয়ংকরা দেবীমূর্তি ধারণ করিল। উক্ত মূর্তি শুক্ল, অর্ধ-কৃষ্ণ এবং উহার কেশপাশ তৈলাভ্যক্ত। কালিকা উহার নাম চণ্ডমারী রাখিলেন। কালিকার আদেশে চণ্ডমারী চণ্ড-মুণ্ডকে ধরিতে গেলেন। চণ্ড-মুণ্ড ভয়ার্ত হইয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করিল। চণ্ডমারী ও গরুড়তুল্য বেগবান গর্দভে আরোহণপূর্বক বিস্রস্ত বসনে অসুরদ্বয়ের পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অসুরদ্বয় যেখানে যেখানে ছুটিল, দেবীও সেই সেই স্থানে নিমেষে পৌঁছিলেন। গমনকালে তিনি যমবাহন পুণ্ড্র মহিষের ভুজঙ্গনিভ বিষাণ উৎপাটিত করিয়া হস্তে ধারণ-পূর্বক দানবসেনার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। তখন চণ্ড-মুণ্ড ভূতল ত্যাগ করিয়া গগনে উত্থিত হইল। চণ্ডমারী রাসভারোহণে সবেগে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। পথিমধ্যে গরুড় এবং পন্নগপতি কর্কোটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি উর্ধ্বরোমা রহিলেন। গরুড় তখন ভয়ার্ত হইয়া মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত হইল এবং তাহার ভীষণ পক্ষসমূহ পতিত হইতে লাগিল। চণ্ডমারী সেই পতিত পক্ষগুলি কুড়াইয়া কর্কোটককে হস্তে লইয়া দ্রুতবেগে ভয়াতুর চণ্ডমুণ্ডকে ধরিতে চলিলেন। অনন্তর তিনি অসুরদ্বয়কে ধরিয়া কর্কোটকের দ্বারা বাঁধিয়া কালিকার নিকট আনিলেন। তথায় তিনি ভয়ংকর কোষ গ্রহণপূর্বক দানবেন্দ্রগণের মস্তকসমূহ ও সুন্দর গরুড়পক্ষরচিত নিরুপম মালা এবং মৃগেন্দ্রচর্মের ঘর্ঘরা চণ্ডিকাকে সমর্পণ করিলেন। পরে স্বয়ং গরুড়পক্ষ নির্মিত অপর একটি মালা স্ব-মস্তকে বাঁধিয়া দানব রুধিররূপ পেয়, মদ্যপানে প্রমত্তা হইলেন। এদিকে কালিকা অসুরনায়ক চণ্ড-মুণ্ডকে আকর্ষণ-

পূর্বক রোষভরে তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। চণ্ডমারীর সহিত ধূমাবতীর সাদৃশ্য আছে। ঊর্ধ্বাম্নায়োক্ত ধূমাবতী স্তোত্রে আছে, তাঁহার বক্ষে দৈত্যমুণ্ডমালা, শিরে গরুড়পক্ষ, হস্তে যমবাহন মহিষের শৃঙ্গ এবং তাঁহার একটি বেণী তৈলাভ্যক্ত।

৯৮. শৈষিকী:—"শেষো বৃদ্ধাৎ" দিতি স্বত্রেণ সিদ্ধিঃ। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণমতে "শেষো বৃদ্ধাৎ"—যদত্র শাস্ত্রে সর্বথা ন সম্ভবতি স শেষঃ। বৃদ্ধান্ অভিজ্ঞতরান্ উপজীব্য (শিষ্টপ্রয়োগানুসারেণ ইতি অর্থঃ) যথাসম্ভবং প্রকৃতি প্রত্যয়ৌ তদ্বিকারাশ্চ পরিকল্প্য ব্যুৎপাদনীয়াঃ।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার সপ্তম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।

কোন কোন গ্রন্থে নিম্নোক্ত চামুণ্ডা ধ্যান দৃষ্ট হয়।

ওঁ নীলোৎপল দল শ্যামা চতুর্বাহু সমন্বিতা।
খট্বাঙ্গ চন্দ্র হাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে॥
বামে চর্ম চ পাশং চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতী মুণ্ডমালাং চ ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা॥
কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
নিমগ্নারক্ত নয়না নাদাপূরিত দিঙমুখা॥
কবন্ধ বাহনাসীনা বিস্তার শ্রবণাননা।
এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে॥

চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, কালিকা ও মহাকালিকাদেবী চতুষ্টয়কে আমি ভিন্নভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। চামুণ্ডা সারারাত্রি ও মহাকালী সারাদিন আমার নিকটে বিরাজ করেন এবং চণ্ডিকা ও কালিকা দিনে-রাতে শতবার দর্শনদানে কৃতার্থ করেন।

দেবীমাহাত্ম্য

অষ্টম অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে ।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষসুরেশ্বরঃ ॥২
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্ ।
উদ্যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥৩
অদ্য সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥৪

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ ।১ দৈত্যে চণ্ডে চ নিহতে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষু ততঃ কোপ পরাধীন চেতাঃ অসুর-ঈশ্বরঃ প্রতাপবান্ শুম্ভ সর্ব-সৈন্যানাং দৈত্যানাম্ উদ্যোগম্ আদিদেশ হ ।২-৩

অদ্য ষড়শীতিঃ উৎআয়ুধাঃ দৈত্যাঃ সর্ব বলৈঃ কম্বুনাং চতুরশীতি স্ব-বলৈঃ বৃতাঃ নির্যান্তু ।৪

শ্লোকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন। চণ্ড ও মুণ্ডনামক দৈত্যদ্বয় নিহত ও বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলে প্রতাপশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রোধাভিভূত হইয়া সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ করিল ।১-৩

অদ্যই ছিয়াশি জন উদ্যতাস্ত্র প্রধান দৈত্য চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এবং চুরাশি জন কম্বুকুলজাত দৈত্য স্বীয় সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক ।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ। চণ্ডে চেতি। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। চণ্ডে চ নিহতে সতি, মুণ্ডে চ দৈত্যে বিনিপাতিতে সতি দেব্যোক্তুহং, বহুলেষু ভূরিতরেষু সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষু সৎসু ততোঽনন্তরম্ অসুরেশ্বরঃ শুম্ভঃ কোপপরাধীন-চেতাঃ ক্রোধপরবশচিত্তঃ সন্ দৈত্যানাং সর্বসৈন্যানাং সর্বাণি চ তানি সৈন্যানি চেতি নিঃশেষাসুরবলানাং, যদ্বা সর্বাণি নিঃশেষাণি সৈন্যানি যেষাং তথাভূতানাং দৈত্যানাম্ উদ্যোগং যুদ্ধার্থং সমারম্ভম্ আদিদেশ আজ্ঞপ্তবান্। হ ইতি সুরথ-সম্বোধনে, পাদপূরণে বা। কীদৃশঃ? প্রতাপবান্ অতিতেজোযুক্তঃ ।২-৩

কিমাদিদেশেত্যাহ। অদ্যেতি। অদ্য অস্মিন্নহনি উদায়ুধা উদ্যতাস্ত্রাঃ সন্তঃ সততং পার্শ্ববর্ত্তিন ইত্যর্থঃ ষড়শীতির্দৈত্যাঃ সর্ববলৈঃ সহ নির্যান্ত নির্গচ্ছন্তু। যদ্বা উদায়ুধসংজ্ঞকাঃ ষড়শীতিসংখ্যকাঃ মুখ্যানামিয়ং সংখ্যা এবমুত্তরত্র। কম্বূনাং কম্বূসংজ্ঞকদৈত্যকুলোৎপন্নানাং তদ্দেশোদ্ভবানাং বা মধ্যে বা চতুরশীতিঃ চতুরশীতিসংখ্যকানি স্ববলৈর্বৃতাঃ সন্তো নির্যান্ত।৪

টীকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন।১

চণ্ডে চ নিহতে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এখানে দুই শ্লোক একত্রে অন্বিত হইবে। দেবীদ্বারা চণ্ডদৈত্য নিহত ও মুণ্ডদৈত্য নিপাতিত এবং প্রচুর সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অসুররাজ শুম্ভ ক্রোধাভিভূত হইয়া সমস্ত দৈত্য-সৈন্যকে নিঃশেষরূপে অসুঃসৈন্যকে অথবা নিঃশেষ সৈন্যগণ যাহাদের তথাভূত দৈত্যগণকে, যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিতে আদেশ দিল। 'হ' এই শব্দ সুরথকে সম্বোধনহেতু অথবা পাদপূরণে প্রযোগ হইয়াছে। শুম্ভ কিরূপ ? সে প্রতাপবান্, অতি তেজযুক্ত।২-৩

শুম্ভ কি আদেশ করিল, তাহা অদ্য ইতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। আজই উদ্যতাস্ত্র হইয়া ৮৬সংখ্যক সতত পার্শ্বচর দৈত্যগণ তাহাদের সমস্ত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে গমন করুক। অথবা উদায়ুধা নামক ৮৬ সংখ্যক দৈত্যগণ। এই সংখ্যা প্রধান বলিয়া, এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে। কম্বুনামক দৈত্যকুলোৎপন্ন অথবা সেইদেশে জাত দৈত্যগণের মধ্যে ৮৪ সংখ্যক দৈত্য নিজ নিজ সৈন্যগণপরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করুক।৪

কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৫
কালকা দৌর্হৃদা মৌর্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্ত আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৬
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্য সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥৭
আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্ ॥৮

অন্বয়। কোটিবীর্ধাণি অসুরাণাং পঞ্চাশৎ কুলানিবৈ ধৌম্রাণাং শতং কুলানি মম আজ্ঞয়া নির্গচ্ছন্তু।৫

কালকাঃ দৌর্হৃদাঃ মৌর্যাঃ তথা কালকেয়াঃ অসুরাঃ ত্বরিতাঃ মম আজ্ঞয়া যুদ্ধায় সজ্জাঃ নির্যান্তু ।৬

ইতি আজ্ঞাপ্য ভৈরব-শাসনঃ অসুর-পতিঃ শুম্ভঃ বহুভিঃ মহা-সৈন্য-সহস্রৈঃ বৃতঃ নির্জগাম ।৭

চণ্ডিকা অতিভীষণম্ তৎ সৈন্যম্ আয়াতং দৃষ্ট্বা জ্যা-স্বনৈঃ ধরণী-গগন-অন্তরম্ পূরয়ামাস ।৮

শ্লোকার্থ। কোটিবীর্যনামক অসুরগণের পঞ্চাশবাহিনী এবং ধৌম্রাসুরগণের একশতসংখ্যক বংশ আমার আজ্ঞায় যুদ্ধে নির্গত হউক ।৫

কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য এবং কালকেয় অসুরগণ আমার আজ্ঞায় শীঘ্র যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হউক ।৬

এইরূপ আদেশ করিয়া উগ্রদৈত্যপতি শুম্ভ বহু সহস্র উত্তম সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিল ।৭

অতি ভীষণ সেই সকল অসুরসৈন্য সমাগত দেখিয়া চণ্ডিকা ধনুষ্টঙ্কার শব্দে পৃথিবী ও গগনের মধ্যদেশ (ভুবর্লোক) পূর্ণ করিলেন ।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কোটীতি। কোটিবীর্যাণি কোটিবীর্য্যসংজ্ঞকাসুর-কুলোদ্ভবানি অসুরাণাং পঞ্চাশৎ কুলানি গণাঃ মমাজ্ঞয়া নির্যান্তু। ধৌম্রাণাং ধৌম্রবংশোদ্ভবানাং শতং কুলানি নির্গচ্ছন্তু প্রেরণে লোট্। "কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণেঽপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্লীব" মিতি মেদিনী।৫ কালকা ইতি। কালকাঃ কালকাসংজ্ঞাস্তদভিধাঃ দৌর্হৃতা দুর্হৃতনামাসুরবংশজাঃ দৌর্হৃদা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, মৌর্য্যা মুরবংশজাঃ, তথা কালকেয়াঃ কালকানাম্নী কশ্যপ পত্নী তদপত্যানি এতে চত্বারোগণাঃ সজ্জা গৃহীতসন্নাহাঃ সন্তঃ মমাজ্ঞয়া যুদ্ধায় ত্বরিতাঃ সংজাতত্বরাঃ সন্তো নির্যান্তু আজ্ঞয়েত্যত্র "ইকশ্চাসবর্ণে নিত্য-সমাসবর্জং" ইত্যসন্ধিঃ। কালকা দৌর্হৃতা ইতি শিবাদেরাকৃতিগণত্বাট্টণ্, তস্যেদমিতি বিবক্ষয়া।৬ ইতীতি অসুরপতিঃ শুম্ভঃ ইত্যেবমাজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কৃত্বা বহুভির্মহাসৈন্যৈসহস্রৈর্বৃতঃ সন্ নির্জগাম আজ্ঞাপ্যেতি "অন্যেঽপি ধাতবঃ ক্বচি" দিতি চৌরাদিকো লিঙ্, যদ্বা আজ্ঞাপনং বোধনং, বোধয়িত্বা ইতি বোধনবিবক্ষায়াং প্রয়োজকে লিঙ্। কীদৃক্? ভৈরবং ভয়জনকং শাসনমাজ্ঞা যস্য অতএব সর্বে তথৈব যযুঃ।৭ আয়াতমিতি। চণ্ডিকা কৌষিকী অতিভীষণম্ অতিভয়জনকং তৎ সৈন্যম্ আয়াতম্ আগতং দৃষ্ট্বা ধরণীগগনান্তরং ভুলোকং জ্যাস্বনৈঃ মৌর্ব্বীটংকারধ্বনিভিঃ পূরয়ামাস পূরিতবতী। যদ্বা

গগনপদেষু গগনগামিনো দেবাঃ উপলক্ষ্যন্তে, ধরণীসাহচর্যাৎ তল্লোকস্ত গ্রহণঃ, স্বর্গপর্যন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা শতযোজনান্তরমাকাশমিতি করিসংপ্রদায়াপেক্ষয়া।৮

টীকার্থ। কোটিবীর্যাণি ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। কোটিবীর্য্য-নামক অসুরকুলোৎপন্ন দৈত্যগণের মধ্যে ৫০টি সম্প্রদায় (বাহিনী) আমার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থে গমন করুক। ধৌম্রবংশজাত দৈত্যগণের মধ্যে একশত সম্প্রদায় গমন করুক। মেদিনী কোষমতে প্রেরণার্থে কুল, জনপদ, গোত্র, সজাতীয়গণ, ভরণ ও তমু লোট্ প্রত্যয়ে ক্লীবলিঙ্গ হয়।৫

কালকা ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। কালক নামক ও দুর্হৃতনামক অসুরবংশজাত, মুরবংশজাত এবং কশ্যপ-পত্নীর কালকা নামে পুত্রগণ এই চারি সম্প্রদায়ের অসুরগণ নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে আমার আজ্ঞায় যুদ্ধের জন্য শীঘ্র গমন করুক। দুর্হৃৎ নামক বংশজাত অসুরকে দৌহৃৎ বলে। 'দুর্হৃদ্' পাঠও 'ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। আজ্ঞয়া' পদে 'ইকশ্বাসবর্ণে নিত্যসমাসবর্জ' এই সূত্রানুসারে সন্ধি হইয়াছে। কালকা দৌর্হৃতা প্রভৃতি দৈত্যগণ শৃগালাকৃতি বলিয়া গণাদিহেতু টুণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা ইহা তাহার, এই অর্থ বলিবার ইচ্ছাদ্বারা।৬

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতি ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অসুরপতি শুম্ভ এই প্রকারে আজ্ঞা দিয়া বহুসহস্র মহাসৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ গমন করিল। আজ্ঞাপ্য পদে অন্য কাহারও মতে চৌরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর লিঙ্ প্রত্যয়, অথবা আজ্ঞাপনং, বোধন করিয়া বোধন বলিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজকে লিঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। কিরূপ? ভৈরব, ভয়জনক আজ্ঞা যাহার। অতএব অসুরগণ সেইভাবে গমন করিল।

আয়ত ইতি শ্লোকের ব্যাখা হইতেছে। চণ্ডিকা কৌষিকী অতিভয়জনক অসুরসৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া জ্যাশব্দে, ধনুকের টংকারধ্বনিদ্বারা ভূতল ও আকাশের মধ্যবর্তী ভূবর্লোক, অন্তরীক্ষ পরিপূরণ করিলেন। অথবা গগন পদে আকাশচারী দেবগণ উপলক্ষিত। ধরণীর সাহচর্যহেতু স্বর্গ পর্যন্ত ধরণীর গ্রহণ, ইহাই অর্থ। অথবা করিসম্প্রদায় অপেক্ষা হেতু। ইহা একশত যোজন ব্যাপী আকাশ বুঝিতে হইবে।৮

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ।৯

ধনুর্জ্যাসিংহ ঘণ্টানাং শব্দাপুরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥১০
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥১১
এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্য বলান্বিতাঃ ॥১২
ব্রহ্মেশগুহ বিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥১৩

অন্বয়। নৃপ ততঃ সিংহঃ অতীব মহানাদম্ কৃতবান্, অম্বিকা চ তান্ নাদান্ ঘণ্টা-স্বনেন উপবৃংহয়ৎ।৯

শব্দ আপূরিত দিক্‌মুখা বিস্তারিত আননা কালী ভীষণৈঃ নিনাদৈঃ ধনুঃ-জ্যা-সিংহ-ঘণ্টানাং জিগ্যে।১০

তৎ-নিনাদম্ উপশ্রুত্য দেবী সিংহঃ তথা কালী চতুঃ-দিশম্ স-রোষৈঃ দৈত্য-সৈন্যৈঃ পরিবারিতাঃ।১১

ভূ-প, এতস্মিন্ অন্তরে সুর-দ্বিষাম্ বিনাশায় তথা অমর-সিংহানাম ভবায় ব্রহ্মা-ঈশ-গুহ-বিষ্ণুনাম ইন্দ্রস্য চ অতি বীর্য-বল-অন্বিতাঃ শক্তয়ঃ শরীরেভ্যঃ বিনিষ্ক্রম্য তৎরূপৈঃ চণ্ডিকাং যযুঃ।১২-১৩

শ্লোকার্থ। হে নৃপ, অনন্তর সিংহ ভয়ংকর গর্জন করিতে লাগিল, এবং অম্বিকা (চণ্ডিকা) ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই সকল মহানাদ আরও বর্ধিত করিলেন।৯

বিস্তারিতমুখা কালী (চামুণ্ডা) হুঙ্কার নাদে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ভীষণ গর্জনে ধনুষ্টংকার, সিংহনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি অভিভূত করিলেন।১০

সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ দৈত্য-সৈন্যসকল আদ্যাদেবী চণ্ডিকা, সিংহ এবং চণ্ডীললাটভবা চামুণ্ডাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল।১১

হে নৃপ, ইত্যবসরে অসুরগণের বিনাশ এবং অমরগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব ইন্দ্র ও কার্তিকেয়াদি দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিসমূহ (ব্যতিরেকিণী দেবীগণ) তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গতা হইয়া দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণপূর্বক চণ্ডিকার নিকটে গমন করিলেন।১২-১৩

(শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—নাগোজী ভট্টি টীকা)

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। হে নৃপ, অনন্তরং সিংহোঽতীব মহানাদং কৃতবান্। অম্বিকা কৌষিকী চ ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদান্ জ্যাস্বনসিংহধ্বনীন্ উপবৃংহয়ৎ উপাবৃংহয়ৎ অডাগমাভাবশ্ছান্দসঃ বর্দ্ধিতবতী অতীবোপাবৃংহয়ৎ ইতি ব্যবহিতেনান্বয়ো বা।৯ কাল্যাঃ সাটোপশব্দাধিক্যমাহ। ধনুরিতি। কালী চামুণ্ডা ভীষণৈর্নিনাদৈঃ ধনুর্জ্যা সিংহঘণ্টানাং (দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী) ধনুর্জ্যা সিংহঘণ্টাঃ তদ্ধ্বনীন্ লক্ষণয়া জিগ্যে অভিভূতবতী যদ্বা নাদামিত্যাহম্; ধনুর্জ্যাদীনাং শব্দানভিভূয় তস্যা নাদা অতিমহান্তো জাতা ইত্যর্থঃ (৯ অঃ ২২ দ্রষ্টব্য)। এতৎ প্রতিপাদকং বিশেষণমাহ। শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা শব্দৈঃ আ সম্যক্ পূরিতানি দিঙ্মুখানি দিশো যয়া; বিস্তারিতাননা অতিপ্রকটিতমুখী। অত্র জ্যাদিনিনাদৈঃ কর্তৃভিঃ কালী জিগ্যে ইতি বিদ্যাবিনোদাদিব্যাখ্যানমসমীচীনং, পূর্বং তস্যা উপদানাভাবাৎ। জ্রি জি অভিভবে ধাতুঃ, আত্মনেপদমার্ষম্।১০ তমিতি। দৈত্যসৈন্যৈঃ কর্তৃভিঃ তং জ্যাদিজনিতং নিনাদম্ উপশ্রুত্য সমীপে শ্রুত্বা দেবী কৌষিকী, সিংহঃ, তথাশব্দশ্চার্থঃ কালী চ চতুর্দ্দিশং চতসৃষু দিক্ষু পরিবারিতাঃ চতুর্দিক্ষু আবৃত্য অন্তঃস্থাপিতা ইত্যর্থঃ দুহাদিত্বাৎ দ্বিকর্মকতা। কীদৃশৈঃ? সরোষৈঃ ক্রোধসহিতৈঃ।১১

এতস্মিন্নিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। হে ভূপ, এতস্মিন্নন্তরে অবসরে সুরদ্বিষাম্ অসুরাণাং বিনাশায়, অমরসিংহানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং ভবায় উদ্ভবায় সম্পদে ইতি যাবৎ, ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং চতুর্মুখশিবকার্তিকেয়হরীণাং, তথা ইন্দ্রস্য, চকারাৎ বরাহনৃসিংহয়োশ্চ যদ্বা বিষ্ণুপদেনৈব তয়োরপি গ্রহণং বস্তুভেদাৎ শক্তয়ঃ সামর্থ্য-রূপা দেব্যঃ অর্থাত্তেষাং শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য নিঃসৃত্য তদ্রূপৈর্ব্রহ্মাদীনাকৃতিভিঃ উপলক্ষিতাঃ সত্যঃ চণ্ডিকাং যযুঃ প্রাপ্তবত্যঃ। কিম্ভূতাঃ? অতিশয়িতং বীর্য্য-মুৎসাহো বলং সামর্থ্যং চ তাভ্যাম্ অন্বিতা যুক্তাঃ।১২-১৩

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে নৃপ, অনন্তর সিংহ অতীব মহাশব্দ করিল। অম্বিকা কৌষিকী ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা জ্যা শব্দ ও সিংহ-নাদকে পরিবর্দ্ধিত করিলেন। ছন্দানুরোধে অটের আগম অভাব হইয়াছে। অথবা অতীব 'উপবৃংহয়ৎ' শব্দ ব্যবধানে অন্বিত হইয়াছে।৯

কালীর মুখশব্দের আধিক্য ধনুরিতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। কালী চামুণ্ডা ভীষণ নিনাদ দ্বারা ধনুর জ্যাশব্দ, সিংহের গর্জন ও ঘণ্টার শব্দকে (দ্বিতীয়ায় ষষ্ঠী), [ধনু, জ্যা ও সিংহের ঘণ্টাধ্বনিকে লক্ষণা করা হইয়াছে] অভিভূত, পরাস্ত করিল; ইহার অর্থ, ধনুর্জ্যা শব্দাদিকে অভিভূত, পরাস্ত

করিয়া চামুণ্ডার হুংকার অতি মহান্ হইয়াছিল। ৯ম অধ্যায়ের ২২তম শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহার প্রতিপাদক বিশেষণ উক্ত হইতেছে। শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা, শব্দে সম্যক পূরিত হইতেছে দিকসমূহ যাহা দ্বারা। বিস্তারিতাননা অর্থে অতিশয় মুখব্যাদান যাঁহার। বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি টীকাকারগণ বলেন, এখানে জ্যা শব্দাদিদ্বারা কালী জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত; পূর্বে এইরূপ ব্যাখ্যার উপাদানের অভাব হেতু। জি, জি প্রভৃতি অভিভবার্থক ধাতু, আর্ষপ্রয়োগে আত্মনেপদ হইয়াছে।১০

তমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দৈত্যগণ সেই জ্যা শব্দাদি নিকটে শ্রবণ করিয়া দেবী কৌষিকী, সিংহ এবং কালীকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিল। দুহাদিগণীয় ধাতু বলিয়া 'বৃ' ধাতু দ্বিকর্মক। কিরূপ ভাবে বেষ্টন করিল? সরোষে, ক্রোধের সহিত।১১

এতস্মিন্নন্তরে ইতি শ্লোকদ্বয়ের অন্বয় একত্রে হইতেছে। হে ভূপ, এই অবসরে দেবশত্রু অসুরগণের বিনাশার্থ এবং দেবশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলার্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক এবং ইন্দ্রের, (চ-কার প্রয়োগ হওয়ায়) বরাহ ও নৃসিংহের (অথবা বিষ্ণুপদের দ্বারাই বরাহ-নৃসিংহ এই উভয়ের বস্তুভেদ হেতু গ্রহণ করা যায়) শক্তিসমূহ, সামর্থ্যরূপা দেবীগণ তাঁহাদের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সেই সেই ব্রহ্মাদিগণদ্বারা উপলক্ষিতা শক্তি সমূহ চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবশক্তিগণ কিরূপ? শক্তিসমূহ অতিশয় উৎসাহ ও সামর্থ্য যুক্তা ছিলেন। ১২-১৩।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধু্মাযযৌ ॥১৪
হংসযুক্ত বিমানাঽগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাঽভিধীয়তে ॥১৫
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৬

অন্বয়। যস্য দেবস্য যৎ-রূপং যথা ভূষণ-বাহনম্ তৎ শক্তিঃ তৎ-বৎ-এব হি অসুরান্ যোদ্ধুম্ আযযৌ।১৪ হংস-যুক্ত-বিমান-অগ্রে স-অক্ষ-সূত্র কমণ্ডলুঃ ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ আয়াতা। সা ব্রহ্মাণী অভিধীয়তে।১৫ বৃষ-আরূঢ়াঃ ত্রিশূল-বর-ধারিণী মহা-অহি-বলয়া চন্দ্র-রেখা-বিভূষণা মাহেশ্বরী প্রাপ্তা।১৬

শ্লোকার্থ। যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন।১৪

প্রথমে জপমালা ও কমণ্ডলু হস্তে হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ়া ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা।১৫

অনন্তর বৃষবাহনা শ্রেষ্ঠ ত্রিশূলধারিণী মাহেশ্বরী আসিলেন। তাঁহার ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত এবং তাঁহার হস্তে তক্ষক ও অনন্তনামক মহানাগদ্বয় বলয়রূপে ভূষিতা।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তদ্রূপৈরিতি যদুক্তং অভিবৃণোতি যস্তেতি। যস্য দেবস্য যৎ যাদৃক্ রূপমাকৃতিঃ, যথাভূষণবাহনং ভূষণং কমণ্ডল্বক্ষমালাভরণাদি বাহনং হংসাদি চ অনতিক্রম্য, তদ্বদেব তাদৃগেব তচ্ছক্তিঃ তস্য দেবস্য শক্তিঃ অসুরান্ যোদ্ধুং প্রহর্তুম্ আযযৌ "রূপং স্বভাবে সৌন্দর্য্যে আকার শ্লোকয়োরপী" তি মেদিনী।১৪

উক্তমর্থং প্রত্যেকং বিবৃণোতি সপ্তভিঃ। হংসেতি। অগ্রে প্রথমং ব্রহ্মণঃ শক্তিরায়াতা আগতা, সা চ ব্রহ্মাণীত্যভিধীয়তে কথ্যতে। তাং বর্ণয়তি, হংসযুক্তং বিমানং যস্যাঃ। অক্ষসূত্রং জপমালা, কমণ্ডলুঃ যতীনাং জলভাজনবিশেষঃ, তাভ্যাং সহ বর্তমানা হংসযুক্তে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে হংসযুক্তে বিমানাগ্রে বিমান-শ্রেষ্ঠে স্থিতেত্যর্থঃ।১৫ মাহেশ্বরীতি। মাহেশ্বরী মহেশ্বর শক্তিঃ প্রাপ্তা আগতা। তাং বর্ণয়তি, বৃষমারূঢ়া বৃষারূঢ়া। ত্রিশূলবরং ত্রিশূলশ্রেষ্ঠং ধর্তুং শীলং যস্যাঃ সা। মহান্ অহিবলয়ঃ সর্পময়বলয়ো যস্যাঃ, যদ্বা মহাহী অশ্বতর তক্ষকৌ বলয়ৌ যস্যাঃ সা। চন্দ্ররেখা চন্দ্রখণ্ডং ভূষণং যস্যাঃ রেখাশব্দোপাদানাৎ বালচন্দ্রোপল-ভ্যতে।১৬

টীকার্থ। তদ্রূপৈরিতি শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, যস্তেতি শ্লোকে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণিত হইতেছে। যে দেবের যেমন রূপ, আকৃতি, ভূষণ, কমণ্ডলু, অক্ষমালা প্রভৃতি আভরণ এবং হংসাদি বাহন প্রভৃতি অতিক্রম না করিয়া তাঁহাদের মত সেই শক্তি, সেই দেবের শক্তি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। মেদিনীকোষ মতে আকার ও শ্লোকের, স্বভাব ও সৌন্দর্যের অর্থ রূপ হয়। শ্লোক অর্থে খ্যাতি, কীর্তি যেমন—পুণ্যশ্লোক-নল রাজা ও পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির ইত্যাদি।১৪

যে শক্তিসমূহের কথা উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকটি পরবর্তী সপ্ত-

শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। হংসেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রথমে ব্রহ্মার শক্তি আসিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী, ব্রাহ্মী নামে কথিতা হন। তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছেন, হংসযুক্ত বিমান যাঁহার, তিনি ব্রহ্মাণী। অক্ষসূত্র, জপমালা ও যতিদের জলপাত্র বিশেষ কমণ্ডলু তৎসমুদয়সহ যিনি বর্তমান, তিনি ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী।১৫

মাহেশ্বরী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মাহেশ্বরী, মহেশ্বরের শক্তি আসিলেন। তাঁহাকে বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বৃষে আরূঢ়া ও শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ধারণশীলা। মহান্ সর্পময় বলয় যাঁহার, অথবা অশ্বতর তক্ষক বলয় যাঁহার তিনি মাহেশ্বরী। চন্দ্রকলা তাঁহার ললাট ভূষণ। রেখা শব্দে বালচন্দ্র, চন্দ্রকলা বুঝিতে হইবে।১৬

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবর বাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥১৭
তথৈব বৈষ্ণবীশক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥১৮
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্ ॥১৯
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহিতঃ ॥২০

অন্বয়। চ শক্তি-হস্তা ময়ূর-বর-বাহনা গুহরূপিণী অম্বিকা কৌমারী দৈত্যান্ যোদ্ধুম্ অভ্যাযযৌ।১৭ তথা গরুড়-উপরি-সংস্থিতা শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গা-হস্তা বৈষ্ণবী শক্তিঃ এব অভ্যুপাযযৌ।১৮

অতুলং যজ্ঞ-বারাহম্ রূপং বিভ্রতঃ হরেঃ যা শক্তিঃ সা অপি বারাহীং তনুম্ বিভ্রতী তত্র আযযৌ।১৯

নারসিংহী নৃসিংহস্য সদৃশং বপুঃ বিভ্রতী সট-আক্ষেপ-ক্ষিপ্ত-নক্ষত্র সংহতি তত্র প্রাপ্তা।২০

শ্লোকার্থ। কাতিকেয়রূপিণী দেবী কৌমারী শ্রেষ্ঠ ময়ূরে আরোহণপূর্বক শক্তি হস্তে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন।১৭

সেইরূপে গরুড়-বাহনা বৈষ্ণবী দেবী শংখ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ (বৈষ্ণবী ধনু) ও খড়্গাহস্তে চণ্ডিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন।১৮

বিষ্ণুর শক্তি বারাহী অনুপম যজ্ঞ-বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন।১৯

নারসিংহী নরসিংহের মূর্তি (বিষ্ণুর চতুর্থাবতারে বিধৃত রূপ) ধারণপূর্বক কেশর কম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ চালিত করিয়া তথায় আগমন করিলেন।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কৌমারীতি। কৌমারী কুমারসম্বন্ধিনী কার্ত্তিকেয়-শক্তিরিতি যাবৎ অম্বিকা গুহরূপিণী সতী অসুরান্ যোদ্ধুম্ অভ্যাযযৌ আভি-মুখ্যেনাগতবতী। কীদৃশী? শক্তিঃ শল্যং হস্তে যস্যাঃ। ময়ূরবরো ময়ূরশ্রেষ্ঠো বাহনং যস্যাঃ।১৭ তথৈবেতি। তথৈব তদ্রূপৈব বৈষ্ণবী বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তিঃ অভি আভিমুখ্যেন উপসমীপমাযযৌ। কীদৃশী? গরুড়স্যোপরি সম্যক্ স্থিতা। শংখচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গাঃ হস্তেষু যস্যাঃ শৃঙ্গস্য বিষাণস্যায়ং শার্ঙ্গঃ, তন্ময়মুষ্টিত্বাৎ লক্ষণয়া খড়্গোঽপি শার্ঙ্গ উচ্যতে কৃষ্ণশারঙ্গ পটবৎ, স চাসৌ খড়্গশ্চেতি, যদ্বা শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টণ্, শার্ঙ্গঃপ্রধানঃচাসৌ খড়্গশ্চেতি খড়্গশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ত্রিশূলবরবৎ, তথাচামরঃ "শৃঙ্গং প্রধান সাম্বোশ্চে" তি, এবং চতুর্ভুজেয়ং, যদ্বা অষ্টভুজেয়ং জ্ঞেয়া দক্ষযজ্ঞাদৌ তদানীং কচিৎ কচিৎ অষ্টভুজা বিষ্ণোরাবির্ভাবদর্শনাৎ, তদা শঙ্খসাহচর্য্যাৎ পদ্মং, শার্ঙ্গং ধনুঃ তৎসাহচর্য্যাৎ শরাশ্চ, খড়্গসাহচর্য্যাৎ চর্ম্ম চ গ্রাহ্যং; তথাচ চতুর্থে "শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম্মব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ" ইতি।১৮ যজ্ঞেতি। অতুলম্ অনুপমং যজ্ঞবারাহং তন্ময়ং রূপং বিভ্রতো ধারয়তো হরেষা শক্তিঃ, সাপি তত্র যুদ্ধে আযযৌ। কীদৃশী? বারাহীং বরাহসম্বন্ধিনীং তনুং মূর্ত্তিং বিভ্রতী ধারয়ন্তী যজ্ঞাত্মকো বরাহঃ যজ্ঞবরাহঃ, তস্যেদমিতি টণ্, উত্তরপদে বৃদ্ধিঃ।১৯ নারেতি। নারসিংহী শক্তিঃ তত্র প্রাপ্তা। কীদৃশী? নৃসিংহস্য সদৃশং বপুর্বিভ্রতী ধারয়ন্তী। সটাঃ স্কন্ধস্থদীর্ঘরোমাণি তাসাং ক্ষেপশ্চলনং তেন ক্ষিপ্তা ইতস্ততশ্চালিতা নক্ষত্রসংহতির্যয়া সা সটা জটাকেশরয়ো রিতি মেদিন্যাং দন্ত্যাদৌ পাঠাৎ সটা দন্ত্যাদিঃ।২০

টীকার্থ। কুমার সম্বধিনী কার্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী, 'কৌমারী' ইতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। অম্বিকা গুহরূপিণী হইয়া অসুরগণের অভিমুখে যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। কিরূপ ভাবে? শক্তি, শল্য হস্তে যাঁহার। ময়ূরবর, ময়ূরশ্রেষ্ঠ বাহন যাঁহার, তিনি কৌমারী। কুক্কুট ও কৌমারীর বাহনরূপে অন্যত্র কথিত।১৭

তথৈবেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেইরূপে বৈষ্ণবী,[২২] বিষ্ণুর শক্তি অম্বিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিরূপভাবে? গরুড়ে আরূঢ়া হইয়া। শংখ,

চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ হস্তে যাহার, তিনি বৈষ্ণবী। শৃঙ্গ বা বিষাণ নির্মিত শার্ঙ্গ, তন্ময় মুষ্টিযুক্ত বলিয়া খড়্গকেও শার্ঙ্গ বলে। কৃষ্ণসারঙ্গের শৃঙ্গতুল্য বলিয়া খড়্গকে শার্ঙ্গ বলা হয়। অথবা শৃঙ্গ প্রধান এই অর্থে 'টন্' প্রত্যয় করিলে শার্ঙ্গ প্রধান। অতএব ইহা খড়্গ, খড়্গশ্রেষ্ঠ, যেমন ত্রিশূলশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গপ্রধান বলিয়া ইহার অর্থ চামরও হয়। বৈষ্ণবী চতুর্ভুজা অথবা অষ্টভুজা বুঝিতে হইবে। দক্ষযজ্ঞাদিতে তৎকালে কোথাও কোথাও অষ্টভুজ বিষ্ণুর আবির্ভাব দর্শনহেতু, তখন শংখের সহিত পদ্ম, শার্ঙ্গ ধনুর সহিত শর ও খড়্গের সহিত চর্ম (ঢাল) গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে আছে, শংখ-পদ্ম-চক্র-শর-চাপ-গদা-অসি-চর্মধারী স্বর্ণময় হস্ততুল্য কর্ণিকার (বৃক্ষ)। ৮

যজ্ঞেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে: অনুপম যজ্ঞবরাহরূপ যিনি ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি হরির শক্তি, বারাহী। তিনিও সেই যুদ্ধে আসিলেন। কিরূপ তিনি? বারাহী, বরাহের মূর্তিধারিণী। যজ্ঞাত্মক বরাহ, যজ্ঞবরাহ্ তাঁহার, এই অর্থে টণ্ প্রত্যয় ও উত্তরপদে বৃদ্ধি হইয়াছে।১৯

নারেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। নারসিংহীনাম্নী[১০০] শক্তি তথায় আসিলেন। তিনি কিরূপ? নৃসিংহ সদৃশ শরীরধারিণী। সটা স্কন্দের দীর্ঘ লোমাবলী তাহাদের সঞ্চালনদ্বারা ইতঃস্তত ক্ষিপ্ত, চালিত নক্ষত্রনিচয় যাহাদ্বারা, তিনি নারসিংহী। মেদিনীকোষ মতে সটা অর্থে জটা বা কেশর। সটাপদে দন্ত্য-সকার ও শ-কার দুই পাঠই দৃষ্ট হয়।২০

টিপ্পনী। ৯৯. বামনপুরাণমতে বৈষ্ণবী ষড়্‌ভুজা। শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গের সহিত বাণ ও ধরিতে হইবে। যথা—

বাহুভির্গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাসিনী।
শার্ঙ্গ বাণধরায়াতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী॥

গরুড়ারূঢ়া রূপশালিনী বৈষ্ণবী ষড়্‌হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ধনু ও বাণ ধারণপূর্বক আগতা হইলেন। খড়্গসাহচর্যে চর্ম ধরিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবীকে অষ্টভুজা বলেন। তাঁহার এক হস্ত শূন্য থাকায় দোষ নাই। কারণ কৌমারী প্রভৃতি একায়ুধধারিণী। দক্ষাদিকে বরদানের সময় বিষ্ণুর অষ্টভুজা মূর্তি ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ। অন্যমতে বৈষ্ণবী বা নারায়ণী চতুর্ভুজা। সাধারণতঃ চতুর্ভুজে বিষ্ণু শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। কিন্তু বিষ্ণুকে শার্ঙ্গ বা শার্ঙ্গপাণি বলা হয়, কারণ তিনি রামাবতারে ধনুর্ধারী হইয়াছিলেন। ইহা সংশোদ্ধার-টীকায় উল্লিখিত।

টিপ্পনী। ১০০. বরাহের ন্যায় নরসিংহেরও বিষ্ণুত্ব সূচিত। কিন্তু কালীপুরাণে শরভ-বরাহযুদ্ধে বিষ্ণুর শরভপক্ষপাতিত্ব ও বরাহবলহারিত্ব উক্ত। নরসিংহেরও বরাহাসুযারিত্ব কথিত। ইহা বিরোধ নহে, কারণ ইহা বিষ্ণুর লীলামাত্র। শরভ=হরিণ।

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্র নয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥২১
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্ ॥২২
ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশত নিনাদিনী ॥২৩
সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২৪

অন্বয়। তথা এব ঐন্দ্রী বজ্র-হস্তা গজ-রাজ-উপরি-স্থিতা সহস্র নয়না যথা শক্রঃ তথা এব সা প্রাপ্তা ।২১। ততঃ ঈশানঃ তাভিঃ দেবশক্তিভিঃ পরিবৃতঃ চণ্ডিকাম্ আহ—মম প্রীত্যা শীঘ্রম্ অসুরাঃ হন্যন্তাম্ ।২২ ততঃ দেবী-শরীরাৎ তু অতিভীষণা অতি উগ্রা শিবা-শত-নিনাদিনী চণ্ডিকা শক্তিঃ বিনিষ্ক্রান্তা ।২৩ স চ অপরাজিতা ধূম্রজটিলম্ ঈশানম্ আহ-ভগবন্ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং দূতত্বং গচ্ছ ।২৪

শ্লোকার্থ। সেইরূপেই সহস্রনয়না ঐন্দ্রী বজ্রহস্তে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের মত দেবীমূর্তিতে সমাগতা হইলেন ।২১

তখন মহাদেব সেইসকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন, আমার প্রতি প্রীতিবশে ইহাদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরগণকে সংহার করুন ।২২

অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা, অত্যুগ্রা, অসংখ্য ঘোররাবা শৃগালীবেষ্টিতা চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন ।২৩

এবং সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণজটাধারী মহাদেবকে বলিলেন, ভগবন্ আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট বার্তাবহরূপে গমন করুন ।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। বজ্রেতি। তথাশব্দশ্চার্থঃ, এবশব্দোঽবধারণার্থ-

পূরণে ঐন্দ্রী চ তত্র প্রাপ্তা। কীদৃশী? বজ্রং হস্তে যস্যাঃ। গজরাজস্য ঐরাবতস্য উপরি স্থিতা। সহস্রং নয়নানি যস্যাঃ। যথা যাদৃক্ শক্র ইন্দ্রঃ সাপি তথৈব এতৎ বিশেষণাভ্যাং বিবৃতং; যদ্বা প্রথমং তথৈবেতি ব্রহ্মাণ্যাদিভিঃ সহাগমনসাদৃশ্য সূচনায়োক্তম্।২১ তত ইতি। ততোঽনন্তরম্ ঈশানঃ শিবঃ তাভির্দেবশক্তিভিঃ পরিবৃতঃ সন্ চণ্ডিকাং প্রাহ। কিমাহেত্যাহ—মম প্রীত্যা মৎপ্রীতিহেতোঃ অসুরাঃ শীঘ্রং হন্যন্তাম্।২২ ততো ইতি। ততঃ শিববচনানন্তরং দেব্যাঃ কৌষিক্যাঃ শরীরাৎ অত্যুগ্রা অত্যুদ্ধতা চণ্ডিকা কোপনা শক্তিঃ চণ্ডিকায়াঃ শক্তিরিতি বা তেজঃস্বরূপা বিনিষ্ক্রান্তা নিঃসৃতা। কীদৃশী? অতিভীষণা। শিবাশতনিনাদিনী শিবানাং শতং তস্য নিনাদোঽস্তীতি মত্বর্থীয় ইন্, শত শব্দোঽসংখ্যাপরঃ, এতেন শতশঃ শিবাঃ তয়া সহ বিশ্বস্তে, তা অপি তয়া সার্দ্ধং জাতা ইতি প্রতিপাদিতম্; অতএব বক্ষ্যতি "তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ "ইতি এতেন শিবাশতবন্নিনদিতুং শীলমস্যা ইতি তদ্বন্নিনদতীতি বেত্যর্থে ধাত্বধিকারীয়নিন্ ইতি বিদ্যাবিনোদব্যাখ্যানমমূলকমিব প্রতিভাতি।২৩ সা চেতি। সা অপরাজিতা সর্বজিত্বরী ঈশানং শিবম্ আহ চ উক্তবতী। কীদৃশম্? ধূম্রজটিলং ধূম্রাঃ জটাঃ সন্ত্যস্যেতি পিচ্ছাদিত্বাদিলঃ, অভিধাশক্তিলক্ষণাশক্ত্যোরভিধাশক্তির্গরীয়সীতি ন্যায়াৎ কর্মধারয়াদপি মত্বর্থীয়ঃ নৈয়ায়িকমতানুসারাৎ; যতো নৈয়ায়িকাঃ বহুব্রীহৌ লক্ষণয়া অর্থপ্রতিপত্তিমাহুঃ; ভূম্নি বা প্রত্যয়ঃ। কিমাহ? হে ভগবন্ সর্বেশ্বর, হে দূতঃ, ত্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং গচ্ছ দূতত্বস্যারোপিতত্বেন দূতত্বাৎ সম্বোধনং; যদ্বা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পার্শ্বং প্রতি দূতত্বং দূতভাবং গচ্ছ প্রাপ্নুহি অন্যেষামশক্যত্বাৎ ত্বমেব দূতো ভূত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ।২৪

টীকার্থ। বজ্রেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তথা শব্দের অর্থ এবং। 'এব' শব্দ এখানে পাদপূরণে ব্যবহৃত। ঐন্দ্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কিরূপ? বজ্রহস্তে যাঁহার। তিনি ঐরাবতের উপর আসীনা এবং তাঁহার সহস্রনয়ন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ২।২২ মন্ত্রে আছে, ইন্দ্র সহস্রনয়ন নামে খ্যাত। যেরূপ ইন্দ্র, ঐন্দ্রীও তদ্রূপ। এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা বিবৃত হইল, অথবা প্রথমে সেইরূপই, ইহা ব্রহ্মাণী আদির সহিত আগমন-সাদৃশ্য সূচনার্থ উক্ত।২১

তত ইতি শ্লোক ব্যাখাত হইতেছে। অনন্তর শিব সেই দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন। কি বলিলেন, তাহা উক্ত হইতেছে। আমার প্রীতির নিমিত্ত অসুরগণকে শীঘ্র হত্যা কর।২২

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। শিবোবাক্যের পর দেবী কৌশিকীর শরীর হইতে অতি উদ্ধত ও কুপিতশক্তি চণ্ডিকা, চণ্ডিকার শক্তি তেজঃরূপে নির্গতা হইলেন। কিরূপ? অতিভীষণা। শত শত শৃগালের নিনাদতুল্য নিনাদ তাঁহার আছে। এখানে মতুপ্ প্রত্যয়ে ইন হয়েছে, 'শত' শব্দে অসংখ্য বুঝিতে হইবে। ইহাদ্বারা শত শত শৃগাল সেই দেবীর সহিত আছে, তাহারাও তাঁহার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিল। ইহা প্রতিপাদিত। অতএব উক্ত হইবে, তোমাদের মাংস ভোজনে আমার শৃগালগণ তৃপ্তিলাভ করুক।২৩

সা চেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই সর্বজয়ী অপরাজিতা ঈশানকে, শিবকে বলিলেন। কিরূপ তিনি? ধূম্রজটিল, ধূম্রবর্ণ জটাজাল যাঁহার। পিচ্ছাদি হেতু ইল্ প্রত্যয়। অভিধাশক্তি ও লক্ষণাশক্তির মধ্যে অভিধাশক্তি বড়, এই ন্যায়বলে কর্মধারয় সমাস হইতেও মত্বর্থীয় নৈয়ায়িক মতহেতু, যেহেতু নৈয়ায়িকগণ বহুব্রীহি সমাস লক্ষণাদ্বারা অর্থ-প্রতিপত্তি বলেন, ভূমিতে 'বা' প্রত্যয়। অপরাজিতা দেবী শিবকে কি বলিলেন? হে ভগবন্ সর্বেশ্বর, হে দূত, তুমি শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট যাও। দূতত্বের আরোপহেতু ঈশানকে দূত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অথবা শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট দূতরূপে গমন কর, অন্যের অক্ষমতাহেতু তুমিই দূত রূপে গমন কর।২৪

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৫
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৬
বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৭
যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮

অন্বয়। অতি গর্বিতৌ দানবৌ শুম্ভং নিশুম্ভং চ ব্রূহি যে চ অন্যে দানবাঃ তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।২৫ ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং লভতাং, দেবাঃ হবিঃ ভুজঃ সন্তু, যূয়ং পাতালং প্রয়াত যদি জীবিতুম্ ইচ্ছথ।২৬ অথ চেৎ বল অবলেপাৎ ভবন্তঃ যুদ্ধ কাঙ্ক্ষিণঃ তদা আগচ্ছত। মৎ শিবাঃ বঃ পিশিতেন তৃপ্যন্তু।২৭

যতঃ তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্ দৌত্যেন নিযুক্তঃ ততঃ অস্মিন্ লোকে সা শিবদূতী ইতি খ্যাতিম্ আগতা।২৮

শ্লোকার্থ। অতিগর্বিত দানবদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং অন্যান্য যে সকল দানব তথায় যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন।২৫

দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউন এবং দেবগণ যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন। যদি তোমরা বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে প্রবেশ কর।২৬

আর যদি বল-গর্বহেতু তোমরা যুদ্ধাকাঙ্খী হও, তবে আগমন কর। আমার শৃগালীগণ তোমাদের মাংস ভক্ষণপূর্বক পরিতৃপ্ত হউক।২৭

সাক্ষাৎ শিবকে দেবী দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া এই জগতে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।২৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ব্রূহীতি। শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ অতিগর্বিতৌ দানবৌ ব্রূহি বক্ষ্যমাণমিতি শেষঃ। তত্র তয়োঃ পার্শ্বে যেঽন্যে দানবাশ্চ যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুং সমুপস্থিতাঃ সম্যগুপস্থিতাঃ, তানপি ব্রূহীত্যর্থঃ।২৫ বক্তব্যমুপদিশতি। ত্রৈলোক্যমিতি। ইন্দ্রঃ ত্রৈলোক্যং ত্রীন্ লোকান্ লভতাং প্রাপ্নোতু। অন্যে সর্বে দেবাঃ অগ্ন্যাদয়ঃ হবির্ভুজঃ যজ্ঞভাগভোজিনো ভবন্তু। যূয়ং যদি জীবিতুম্ ইচ্ছথ, তদা পাতালং প্রয়াত প্রশস্যোপাদানাৎ সদারভৃত্যকুটুম্বা ব্রজত ইত্যুক্তম্।২৬ বিপক্ষে দোষমাহ বলেতি। অথ বাক্যারম্ভে, চেদ্ যদি ভবন্তো বলাবলেপাৎ সৈন্যগর্বাৎ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণো যুদ্ধার্থিনো ভবথ, তদা আগচ্ছত। মচ্ছিবাঃ এতা মদীয়াঃ শিবাঃ বো যুষ্মাকং পিশিতেন মাংসেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা ভবন্তু "অবলেপস্তু গর্বে স্যাল্লেপনে দূষণেঽপি চ" তি মেদিনী।২৭ তস্যা নাম নির্বক্তি যত ইতি। মেধসো বচনমিদম্। তয়া দেব্যা কৌষিকীদেহ ভূতয়া যতো হেতোঃ দৌত্যেন দূতকর্মণা হেতুনা স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ শিবো নিযুক্তঃ, ততো হেতোরস্মিন্ জগতি সা শিবদূতীতি খ্যাতিং প্রসিদ্ধিম্ আগতা প্রাপ্তা শিবো দূতো যস্যাঃ সা শিবদূতী নদাদিঃ, দৌত্যমিতি "বণিগ্‌দূতাভ্যাং যশ্চেতি ট্যণ্।২৮

টীকার্থ। ব্রূহিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতিগর্বিত দানব শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বল, বলিবে ইহাই অর্থ। সেখানে তাহাদের উভয়ের নিকট অন্য যে দানবগণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত আছে, তাহাদিগকেও বলিবে।২৫

ত্রৈলোক্যমিতি শ্লোকে বক্তব্য উপদেশ করিতেছেন। ইন্দ্র ত্রিলোক লাভ করুন। অন্য দেবগণ যজ্ঞভাগ ভোগ করুক। যদি তোমরা বাঁচিতে ইচ্ছা

কর, তাহা হইলে পাতালে পলায়ন কর। 'প্র' শব্দ উপাদানহেতু স্ত্রী, ভৃত্য ও কুটুম্বের সহিত গমন কর, ইহা উক্ত হইয়াছে।২৬

বলেতি শ্লোকে বিপক্ষে দোষ উক্ত হইতেছে। অনন্তর বাক্যারম্ভে যদি তোমরা তোমাদের সৈন্যগর্বে গর্বিত হইয়া যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে এস, আমার এই শৃগালগণ তোমাদের মাংসভক্ষণে তৃপ্তিলাভ করুক। মেদিনী-কোষ মতেঅবলেপ, গর্ব, লেপন, দূষণ একার্থক।২৭

যত ইতি শ্লোকে তাঁহার নাম নির্বাচন করা হইতেছে। ইহা মেধামুনির বাক্য। সেই দেবী কৌশিকীর দেহোৎপন্না, যাঁহার নিমিত্ত দূতকর্মে নিজ স্বাতন্ত্র্যসহ শিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেইহেতু এই জগতে সেই দেবী শিবদূতী নামে খ্যাতিলাভ করিলেন। শিব হইয়াছে দূত যাঁহার, তিনি শিবদূতী। নদাদি দৌত্য পদে 'বণিগ্‌দূতাভ্যাম্ যশ্চ' সূত্রানুসারে ট্যণ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে।২৮

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৯
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবী মমরারয়ঃ ॥৩০
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূল চক্র পরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ ॥৩১
তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গ প্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ তদা ॥৩২

অন্বয়। তে মহাসুরাঃ অপি শর্ব-আখ্যাতং দেব্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা অমর্ষ-আপূরিতাঃ যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা জগ্মুঃ।২৯ ততঃ প্রথমম্ এব অগ্রে উদ্ধত-অমর্ষাঃ অমর-অরয়ঃ শর-শক্তি-ঋষ্টি-বৃষ্টিভিঃ তাং দেবীম্ ববর্ষুঃ।৩০ সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূল-চক্র-পরশ্বধান্ লীলয়া আধ্মাত-ধনুঃমুক্তৈঃ মহা-ইষুভিঃ চিচ্ছেদ।৩১ তদা কালী তস্য অগ্রতঃ তথা অরীন্ শূল-পাত-বিদারিতান্ খট্বাঙ্গ-প্রোথিতান্ চ কুর্বতী ব্যচরৎ।৩২

শ্লোকার্থ। সেই মহাসুরগণও শিবকথিত শিবদূতী দেবীর বাক্যসমূদয় শ্রবণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যেখানে কাত্যায়নী অবস্থিতা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।২৯

অনন্তর ক্রোধোন্মত্ত দেবশত্রু অসুরগণ প্রথমেই দেবীর অগ্রে শর, শক্তি ও ঋষ্টি (খড়্গ) বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল।৩০

কালীও অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ, চক্র ও কুঠারাদি অস্ত্র অনায়াসে টংকৃত ধনুর্মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন।৩১

তখন কালী শুম্ভের সম্মুখে অসুরগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্বাঙ্গের প্রহারে মর্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তেঽপীতি। তেঽপি মহাসুরাঃ শুম্ভাদ্যাঃ শর্বাখ্যাতং শিবেনোক্তং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা, অমর্ষঃ কোপঃ তেনাপূরিতাঃ সন্তঃ যতো যত্র কাত্যায়নী স্থিতা আসীৎ, তত্র জগ্মুঃ।২৯ তত ইতি। ততঃ আগমনানন্তরং প্রথমমেব আদাবেব অগ্রে পুরতঃ উদ্ধতামর্ষাঃ উদ্ধতকোপাঃ তে অসুরাঃ তাং দেবীং শরশক্ত্যৃষ্টীনাং বাণশল্যখড়্গবিশেষাণাং শূলাদীনামুপলক্ষণমেতৎ উত্তরে বক্ষ্যমাণত্বাৎ বৃষ্টিভিঃ সন্ততধারাভিঃ ক্ষেপণৈঃ ববর্ষুঃ ববৃষুঃ গুণ আর্ষত্বাৎ।৩০ সা চেতি। সা দেবী চ প্রহিতান্ অসুরৈঃ প্রেরিতান বাণান্ এতদপি শল্যখড়্গয়োরুপলক্ষণং প্রাগুক্তত্বাৎ শূলচক্রপরশ্বধাংশ্চ ধ্মাতধনুর্মুক্তৈঃ সশব্দধনুষা ক্ষিপ্তৈঃ মহেষুভিঃ মহাবাণৈঃ লীলয়া চিচ্ছেদ ধ্মাতশব্দোপাদানেন অতিলাঘবাৎ সন্ধানবিক্ষেপবিরামাভাবঃ সূচিতঃ।৩১ তস্যেতি। তথা তেনৈব প্রকারেণ পূর্বোক্তরীত্যা তস্য শুম্ভস্য অগ্রতঃ পুরতঃ কালী অরীন্ শূলপাতবিদারিতান্, খট্বাঙ্গপ্রোথিতাংশ্চ খট্বাঙ্গেন মথিতান্ কুর্বতী সতী তদা ব্যচরৎ বিচচার তস্যাঃ কৌষিক্যা অগ্রত ইতি বার্থঃ; তদা বিসর্গলোপোঽপি সন্ধিরার্ষঃ।৩২

টীকার্থ। তেঽপীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শুম্ভাদি মহাসুরগণও শিবের মুখে দেবীর বাক্য শুনিয়া ক্রোধে পরিপূরিত হইয়া যেখানে কাত্যায়নী অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে গমন করিল। মূলশক্তি অভিন্ন বলিয়া শিবদূতীরও কাত্যায়নীত্ব উক্ত হইল।২৯

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেখানে গমন করিয়া প্রথমেই, অগ্রেই উদ্ধত, কুপিত সেই অসুরগণ দেবীকে শর, শক্তি ও ঋষ্টি অস্ত্র (খড়্গবিশেষ অস্ত্র-ঋষ্টি) বর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। শূলাদিরও উপলক্ষণ পরে উক্ত হইবে।৩০

সা চেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ, শূল, চক্র ও পরশুসমূহকে সেই দেবী সশব্দ ধনুর্দ্বারা নিক্ষিপ্ত মহাবাণে ছেদন করিলেন। উপলক্ষণহেতু শল্য এবং খড়্গ ও বুঝিতে হইবে। শূলাদির কথা পূর্বেই উক্ত

হইয়াছে। খ্যাত শব্দে উপাদান দ্বারা অতি লঘুত্বহেতু সন্ধান বা বিক্ষেপে বিরামাভাব সূচিত।৩১

তস্তেতি শ্লোক ব্যাখাত হইতেছে। তখন সেই প্রকারে, পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে সেই শুম্ভের অগ্রে কালী শত্রুগণকে শূলাঘাত দ্বারা বিদীর্ণ ও খট্বাঙ্গ-প্রহারে মর্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই কৌশিকীর অগ্রে এই অর্থও হইতে পারে। তথায় বিসর্গলোপে সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ।৩২

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূণ্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥৩৩
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৩৪
ঐন্দ্রীকুলীশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ ॥৩৫
তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৬

অন্বয়। ব্রহ্মাণী যেন যেন ধাবতি স্ম শত্রূণ্ কমণ্ডলু-জল-আক্ষেপ-হত-বীর্যান্ চহত-ওজসঃ অকরোৎ।৩৩ তথা অতি-কোপনা মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন বৈষ্ণবী চক্রেণ তথা কৌমারী শক্ত্যা দৈত্যান্ জঘান।৩৪। ঐন্দ্রী কুলিশ-পাতেন শত-শঃ দৈত্য-দানবাঃ বিদারিতাঃ রুধির-ওঘ-প্রবর্ষিণঃ পৃথ্ব্যাং পেতুঃ।৩৫ বরাহ মূর্ত্ত্যা তুণ্ডপ্রহার বিধ্বস্তাঃ দংষ্ট্রা-অগ্র-ক্ষত-বক্ষসঃ চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ন্যপতন।৩৬

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মাণী যে যে পথে ধাবিতা হইলেন, তত্রস্থ অসুরগণকে কমণ্ডলু (প্রণবপূত) জলসিঞ্চন দ্বারা বীর্যহীন ও ওজঃশূন্য করিলেন।৩৩

উক্ত প্রকারে অতিক্রুদ্ধা মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তি অস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণকে সংহার করিলেন।৩৪

ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য ও দানব বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৫

অসুরগণ বারাহী কর্তৃক মুখ প্রহারে বিনষ্ট, দন্তাগ্রের আঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত এবং চক্রদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।৩৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মাতৃণাং যুদ্ধমাহ কমণ্ডল্বিতি। ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ যেন যেন প্রদেশেন ধাবতি স্ম, তেন তেন দেশেন শত্রূন্ কমণ্ডলুজলাক্ষেপ হতবীর্য্যান্ কমণ্ডলোর্জলস্য আক্ষেপেণ অর্থাৎ প্রোক্ষণরূপেণ হতং বীর্যং শক্তির্যেষাং তথাভূতান্ হতৌজসঃ হতোদ্যমাংশ্চ অকরোৎ অত্রাপি সমাসান্তর্গতকমণ্ডলুজলাক্ষেপপদমনুষঞ্জনীয়ং, যেনেতি করণে তৃতীয়া, "যয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ স্পৃহেতিবৎ সপ্তম্যাং তৃতীয়া বা।৩৩

মাহেশ্বরীতি। মাহেশ্বরী শক্তিঃ ত্রিশূলেন দৈত্যান্ জঘান। কৌমারী চ শক্ত্যা দৈত্যান্ জঘান। কীদৃশী? অতিকোপনা সর্বাসাং বিশেষণম্।৩৪ ঐন্দ্রীতি। ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন ইন্দ্রশক্তের্বজ্রপ্রহারেণ বিদারিতাঃ শতশো দৈত্যদানবাঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ পতন্তি স্ম। কীদৃশাঃ? রুধিরৌঘ প্রবর্ষিণঃ রক্তপ্রবাহবাহিনঃ।৩৫ তুণ্ডেতি। কেচিদ্দৈত্যাঃ বরাহমূর্ত্ত্যা বারাহ্যা তুণ্ডপ্রহারেণ বিধ্বস্তাঃ মুখাঘাতেন তাড়িতাঃ সন্তো ন্যপতন্ নিপেতুঃ। কেচিৎ দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ দন্তাগ্রেণ বিদারিতহৃদয়াঃ, কেচিচ্চক্রেণ বিদারিতা ন্যপতন্ ইত্যন্বয়ঃ।৩৬

টীকার্থ। কমণ্ডলু ইতি শ্লোকে মাতৃগণের যুদ্ধ উক্ত হইতেছে। ব্রহ্মাণী-যে যে স্থানে ধাবিত হইতেছিলেন, সেই সেই স্থানে শত্রুগণের প্রতি কমণ্ডলুর (১১।১৩ এবং ৯।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) প্রণবপূত জলসিঞ্চনদ্বারা তাহাদের বীর্য, শক্তি (শারীরিক) নষ্ট করিলেন। তাহাদিগকে ওজঃ শূন্য (উৎসাহ, মানসিক উদ্যম) করিলেন। এখানে সমাসান্তর্গত কমণ্ডলুর জল প্রক্ষেপের সহিত অন্বিত হইবে। 'যেন' পদে করণে তৃতীয়াবিভক্তি। যে দিকে দেবতাগণ ধাবিত হইতেছেন, এখানে স্পহা পদ তুল্য সপ্তমী অর্থে তৃতীয়া-বিভক্তি ও হইতে পারে।৩৩

মাহেশ্বরী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মাহেশ্বরী শক্তি ত্রিশূলদ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছিলেন। কৌমারীশক্তি শূলদ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কিরূপ? অতি ক্রোধযুক্তা। অতিক্রোধযুক্তা ইহা সর্বশক্তির বিশেষণ হইবে।৩৪

ঐন্দ্রীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ঐন্দ্রী, ইন্দ্রশক্তি প্রহারদ্বারা অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। শত শত দৈত্য-দানব ভূমিতে নিপতিত হইল। কিরূপে তাহারা নিপতিত হইল? রক্তস্রোত বাহী হইয়া।৩৫

তুণ্ডেতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। কোন কোন দৈত্য বরাহমূর্তির তুণ্ড

(মুখ) প্রহারে তাড়িত হইয়া নিপতিত হইল। কোন কোন দৈত্য দন্তাগ্র এবং কোন কোন দৈত্য চক্রদ্বারা বিদারিত হইয়া নিপতিত হইল।৩৬

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥৩৭
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরা শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৩৮
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥৩৯
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪০

অন্বয়। নারসিংহী নাদ-আপূর্ণ-দিক্-অম্বরা চ নখৈঃ বিদারিতান্ অন্যান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী আজৌ চচার।৩৭ তদা শিবদূত্যা চণ্ড-অট্ট-হাসৈঃ অভিদূষিতাঃ অসুরাঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ। অথ সা তান্ পতিতান্ চখাদ।৩৮ ইতি ক্রুদ্ধং মাতৃগণং বিবিধৈঃ অভ্যুপায়ৈঃ মহা-অসুরান্ মর্দয়ন্তং দৃষ্ট্বা দেব-অরি-সৈনিকাঃ নেশুঃ।৩৯ মাতৃ-গণ অর্দিতান্ দৈত্যান্ পলায়ন-পরান্ দৃষ্ট্বা মহাসুরঃ রক্তবীজঃ ক্রুদ্ধঃ যোদ্ধুম্ অভ্যাযযৌ।৪০

শ্লোকার্থ। নারসিংহী সিংহনাদে দশদিক ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া নখসমূহ দ্বারা অন্যান্য মহাসুরকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিলেন।৩৭

তখন শিবদূতীর উৎকট অট্টহাস্তে মূর্ছিত হইয়া অসুরগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। আর দেবী ভূপতিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৮

এইরূপে ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকাগণ বিবিধ উপায়ে মহাসুরগণকে মথিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অসুর সৈন্যগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।৩৯

ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা কর্তৃক মর্দিত দৈত্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাদের সম্মুখীন হইল।৪০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। নখৈরিতি। নারসিংহী নৃসিংহশক্তিঃ আজৌ যুদ্ধে চচার। কিং কুর্বতী? কাংশ্চিদসুরান্ নখৈর্বিদারিতান্ কুর্বতী। অন্যান্

মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী। কীদৃশী? নাদাপূর্ণদিগম্বরা নাদৈরাপূর্ণানি সম্যক্ পূরিতানি দিশো অম্বরাণি আকাশানি চ যয়া।৩৭ চণ্ডেতি। কেচিদসুরাঃ চণ্ডাট্টহাসৈরত্যাভুত-মহাহাসৈঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ শিবদূত্যা অভিদূষিতাঃ হৃতপরাক্রমাঃ মূর্চ্ছিতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাং পেতুঃ। অথ অনন্তরং তাংশ্চ পতিতান্ সা শিবদূতী তদা চখাদ খাদিতবতী।৩৮ উপসংহরতি ইতীতি। ইতি উক্ত প্রকারেণ বিবিধৈরভ্যুপায়ৈর্মহাসুরান্ মর্দয়ন্তং ক্রুদ্ধং মাতৃগণং দৃষ্ট্বা দেবারিসৈনিকাঃ অসুরসেনাপতয়ো নেশুঃ পলায়িতবন্তঃ।৩৯ পলায়নেতি। রক্তবীজো মহাসুরঃ মাতৃগণার্দ্দিতান্ মাতৃগণ-পীড়িতান্ পলায়নপরান্ দৈত্যান্ দৃষ্ট্বা যোদ্ধুম্ অভ্যাযযৌ আভিমুখ্যেনাযযৌ।৪০

টীকার্থ। নখৈরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। নৃসিংহ-শক্তি যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কি করিতেছিলেন? কোন কোন অসুরকে তিনি নখদ্বারা বিদারিত এবং অন্য মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতেছিলেন। কিরূপ? যাঁহার মহাশব্দদ্বারা সম্যক্‌প্রকারে দিক্‌সমূহ ও আকাশ পূরিত হইতেছে।৩৭

চণ্ডেতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। শিবদূতী চণ্ডিকার অদ্ভুত অট্টহাস্যদ্বারা কোন কোন অসুর পরাক্রমচ্যুত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর সেই শিবদূতী ভূপতিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৮

ইতীতি শ্লোকে উপসংহার করা হইতেছে। উক্ত প্রকারে বিবিধ উপায়ে মহাসুরগণকে ক্রুদ্ধ মাতৃগণ মর্দন করিতেছেন দেখিয়া অসুরসেনাপতিগণ পলায়ন করিতে লাগিল।৩৯

পলায়নেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহাসুর রক্তবীজ মাতৃগণ কর্তৃক পীড়িত ও পলায়নপর দৈত্যগণকে দেখিয়া যুদ্ধ করিতে তদভিমুখে আগমন করিল।৪০

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎ পততি মেদিন্যাস্তৎ প্রমাণস্তদাঽসুরঃ॥৪১
যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥৪২
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥৪৩
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্ রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্যবলবিক্রমাঃ॥৪৪

অন্বয়। অস্য শরীরতঃ যদা রক্তবিন্দুঃ ভূমৌ পততি মেদিন্যাঃ তদা তৎপ্রমাণঃ অসুরঃ সমুৎপততি ।৪১ সঃ মহাসুরঃ গদা পাণিঃ ইন্দ্র-শক্ত্যা যুযুধে। ততঃ ঐন্দ্রী চ স্ব-বজ্রেণ রক্তবীজম্ অতাড়য়ৎ ৪২ কুলিশেন আহতস্য তস্য আশু শোণিতম্ সুস্রাব। ততঃ তৎ-রূপাঃ তৎ-পরাক্রমাঃ যোধাঃ সমুত্তস্থুঃ ।৪৩ তস্য শরীরাৎ যাবন্তঃ রক্ত-বিন্দবঃ পতিতাঃ তাবন্তঃ তদ্‌-বীর্য-বল-বিক্রমাঃ পুরুষাঃ জাতাঃ ।৪৪

শ্লোকার্থ। যখন রক্তবীজের শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইল, তখনই ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজের মত দেহধারী ও বলশালী এক এক অসুর উৎপন্ন হইল ।৪২

সেই মহাসুর রক্তবীজ ঐন্দ্রীর সহিত গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল; তখন ঐন্দ্রীও স্বীয় বজ্রাঘাতে রক্তবীজকে আহত করিলেন ।৪২

বজ্রাহত রক্তবীজের শরীর হইতে দ্রুতবেগে রক্তস্রাব বহিতে লাগিল। সেই রক্ত হইতে তাহার মত আকার বিশিষ্ট ও বিক্রমসম্পন্ন অসংখ্য যোদ্ধা সমুত্থিত হইল ।৪৩

রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইল তাহার মত বলবান্ বীর্যশালী ও বিক্রমসম্পন্ন তত বীরপুরুষ উৎপন্ন হইল ।৪৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। হেতুং নির্বদন্নাম নির্বক্তি রক্তেতি। যদা অস্য শরীরতঃ ভূমৌ রক্তবিন্দুঃ পততি, তদা মেদিন্যাঃ সকাশাৎ তৎপ্রমাণস্তৎ-সদৃশোঽসুরঃ সমুৎপততি সমুৎপন্নো ভবতি এতেন রক্তমেব বীজং যস্য স রক্তবীজ ইতি যৌগিকসংজ্ঞা প্রতিপাদিতা ।৪১ যুযুধে ইতি। স রক্তবীজো মহাসুরঃ গদাপাণিঃ সন্ ইন্দ্রশক্ত্যা ঐন্দ্র্যা সহ যুযুধে। অনন্তরম্ ঐন্দ্রী স্ববজ্রেণ অসাধারণ বজ্রেণ রক্তবীজম্ অতাড়য়ৎ ।৪২ কুলিশেনেতি। কুলিশেন বজ্রেণ আহতস্য তস্য রক্তম্, শোণিতং আশু শীঘ্রং সুস্রাব দ্রুতবৎ, ক্ষরিতবৎ। ততস্তস্মাৎ শোণিতাৎ তদ্রূপাঃ তস্য রক্তবীজস্য রূপমিব রূপমাকৃতির্যেষাংতদাকারা ইত্যর্থঃ, তৎপরাক্রমাঃ তত্তুল্যবলাঃ যোধাঃ সমুত্তস্থুঃ উত্থিতবন্তঃ ।৪৩ যাবন্ত ইতি। তস্য শরীরাৎ যাবন্তো রক্তবিন্দবঃ পতিতাঃ তাবন্তঃ তৎসংখ্যকাঃ পুরুষা জাতাঃ। কীদৃশাঃ? তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ তস্যেব বীর্যম্ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ বলং দেহশক্তিঃ বিক্রম উৎসাহো যেষাং তে পূর্বতমশ্লোকোক্তমপ্যর্থং রক্তবিন্দুসমসংখ্যপুরুষোৎপত্তিবিজ্ঞাপনার্থমুক্ত-বানিতি। ন পৌনরুক্ত্যম্ ।৪৪

টীকার্থ। রক্তেতি শ্লোকে ইহার হেতু বলিয়া নাম নির্বাচন করিতেছেন।

যখন রক্তবীজের শরীর হইতে রক্তবিন্দু ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী হইতে তৎসদৃশ মহাসুর সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। ইহাদ্বারা রক্তই বীজ যাহার, সে রক্তবীজ, এই যৌগিক সংজ্ঞা প্রতিপাদিত হইল।৪১

যুযুধে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহাসুর রক্তবীজ গদাহস্তে ইন্দ্র শক্তি ঐন্দ্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐন্দ্রী নিজ অসাধারণ বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে প্রহার করিলেন।৪২

কুলিশেনেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বজ্রদ্বারা আহত হওয়ায় তাহার রক্ত দ্রুত ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেইজন্য সেই রক্ত হইতে রক্তবীজের ন্যায় রূপ ও আকৃতি যাহাদের তদাকার, তৎপরাক্রম ও তত্তুল্য বলবান যোদ্ধা উত্থিত হইল।৪৩

যাবন্ত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তাহার (রক্তবীজের) শরীর হইতে যতগুলি রক্তবিন্দু পতিত হইল, তৎসংখ্যক পুরুষ জাত হইল। কিরূপ? তাহার বীর্য, বল ও বিক্রম, তাহার মত ইন্দ্রিয়শক্তি, দেহশক্তি উৎসাহ যাহাদের তাহারা উৎপন্ন হইল। পূর্বতন শ্লোকের উক্তির অর্থ রক্তবিন্দুর সমান সংখ্যক পুরুষের উৎপত্তি জ্ঞাপনার্থ ইহা কথিত হইল। ইহা পুনরুক্তি নহে।৪৪

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥৪৫
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৬
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥৪৭
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥৪৮

অন্বয়। তে চ রক্তসম্ভবাঃ পুরুষাঃ অপি তত্র মাতৃভিঃ সমম্ অতি-উগ্র-শস্ত্র-পাত-অতি ভীষণম্ যুযুধুঃ।৪৫ পুনঃ চ যদা অস্য শিরঃ বজ্র-পাতেন ক্ষতম্ [তদা] রক্তং ববাহ। ততঃ পুরুষাঃ সহস্র-শঃ জাতাঃ।৪৬ বৈষ্ণবী সমরে এনং চক্রেণ অভিজঘান হ। ঐন্দ্রী চ গদয়া তম্ অসুর-ঈশ্বরম্ তাড়য়ামাস।৪৭

বৈষ্ণবী-চক্র ভিন্নস্ত রুধির স্রাব-সম্ভবৈঃ সহস্র শঃ তৎ প্রমাণৈ্য মহাসুরৈঃ জগৎ ব্যাপ্তং।৪৮

শ্লোকার্থ। সেই সকল রক্তসম্ভূত বীরগণও যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃগণের সহিত উগ্র অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ পূর্বক অতি ভীষণরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল।৪৫

পুনরায় যখন রক্তবীজের মস্তক বজ্রাঘাতে ক্ষত হইল, তখন রক্তধারা বহিতে লগিল এবং সেই রক্ত হইতে সহস্র বীর অসুর জাত হইল।৪৬

সেই যুদ্ধে বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্র দ্বারা এবং ঐন্দ্রী তাহাকে গদা দ্বারা আঘাত করিলেন।৪৭

বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা ছিন্ন সেই অসুর দেহের রক্তস্রাব হইতে রক্তবীজতুল্য সহস্র সহস্র মহাসুর উৎপন্ন হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল।৪৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তে ইতি। তে চাপি রক্তসম্ভবাঃ রক্তাজ্জাতাঃ পুরুষাঃ অত্যুগ্রশস্ত্রপাতেন অতিভীষণং যথা স্যাৎ তথা মাতৃভিঃ সমং সহ তত্র যুযুধুঃ যুযুধিরে।৪৫ পুনশ্চেতি। পুনশ্চ। পুনরপি যদা বজ্রপাতেন বজ্রাস্ত্রনির্দেশাৎ ঐন্দ্র্যা অস্য রক্তবীজস্য শিরঃ ক্ষতং, তদা রক্তং ববাহ উবাহ ক্ষরিতবৎ বহির্ব্যক্তৌ আর্ষ উ-আদেশাভাবঃ; যদ্বা বাহ প্রযত্নে ইত্যস্যানেকার্থত্বাৎ রূপং বহগতাবিত্যস্য ওষ্ঠ্যার্দেবা রূপং নিরুক্তঞ্চ মনোরমাকারেণ অস্তি বহিঃ প্রকৃত্যন্তরমোষ্ঠ্যাদিস্তস্য ববাহেতি; বর্ণাদেশস্যাশরণাদবশ্চেতি। উৎকলদেশীয়াস্তু বব্ ইত্যব্যক্তশব্দম্ আহ ভক্‌ভক্ ধ্বনিং কৃতবদিতি ব্যাচক্ষতে। ততো রক্তাৎ সহস্রশঃ বহুসহস্রসংখ্যকা অসুরা জাতা ইত্যর্থঃ।৪৬ বৈষ্ণবীতি। সমরে যুদ্ধে বৈষ্ণবী চ এনং রক্তবীজং চক্রেণাভিজঘান হ সম্বোধনে পাদপূরণে বা। ঐন্দ্রী ইন্দ্রশক্তিঃ তম্ অসুরেশ্বরম্ রক্তবীজম্ গদয়া বাচা তাড়য়ামাস তর্জিতবতী গদনং গদা, ভিদাদেরাকৃতিগণত্বাদাৎ। যদ্বা ঐন্দ্রীং দিশম্ ইতং গতম্ ঐন্দ্রীতং পূর্বদিগবস্থিতং; যদ্বা ঐন্দ্রীম্ ইন্দ্রশক্তিম্ ইতং যোদ্ধুং প্রাপ্তং তং রক্তবীজং বৈষ্ণবী চক্রেণাভিজঘান, গদয়া চ তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ।৪৭ বৈষ্ণবীতি। বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য বৈষ্ণব্যাশ্চক্রেণ ছিন্নস্য তস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ রক্তক্ষরণজাতৈঃ সহস্রশঃ বহুসহস্রৈঃ তৎপ্রমাণৈস্তত্তুল্যৈঃ মহাসুরৈর্জগৎ ব্যাপ্তম্।৪৮

টীকার্থ। তে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহারাও, রক্ত হইতে জাত পুরুষগণও অতি উগ্র শস্ত্রপাতদ্বারা ভয়ঙ্করা মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।৪৫

পুনশ্চেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পুনরায় যখন বজ্রপাতদ্বারা, ঐন্দ্রীর

বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ হেতু এই রক্তবীজের মস্তক ক্ষত হইয়াছিল, সেইজন্য রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। প্রাপনার্থক 'বহ' ধাতুর আর্ষ প্রয়োগে 'উ' আদেশের অভাব হইয়াছে; অথবা 'বাহ' অর্থে প্রযত্নে ও অনেক অর্থ থাকাহেতু রূপ, অথবা 'বহ' গমনে ইহার ওষ্ঠাদির রূপ, এবং মনোরমাকারদ্বারা নিরুক্ত আছে, বাহ প্রকৃতি অন্তর ওষ্ঠ্য আদির ববাহ পদ হয়, বর্ণাদেশের অনাশ্রয়হেতু ব চ ইতি বা। উৎকলদেশীয়গণের মতে বব্ অর্থে অব্যক্ত শব্দ। যেমন তাঁহারা বলেন ভক্ ভক্ ধ্বনি করিলেন। অনন্তর সেই রক্ত হইতে বহুসহস্র, অসংখ্য অসুর জাত হইল।৪৬

বৈষ্ণবীতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই যুদ্ধে বৈষ্ণবীশক্তি এই রক্তবীজকে চক্রদ্বারা আহত করিলেন। 'হ' অব্যয়, সম্বোধনে অথবা পাদপূরণে ব্যবহৃত। ঐন্দ্রী, ইন্দ্র-শক্তি সেই অসুরেশ্বর রক্তবীজকে গদাদ্বারা প্রহার করিলেন। গদনার্থে গদা, ভিদাদির আকৃতিগণত্বাৎ আৎ প্রত্যয়। অথবা ঐন্দ্রীর দিকে ইত, গত—ঐন্দ্রীত; পূর্বদিকে অবস্থিত, অথবা ঐন্দ্রী, ইন্দ্র-শক্তির সহিত যুদ্ধকারী সেই রক্তবীজকে বৈষ্ণবী-শক্তি চক্রদ্বারা আহত ও গদাঘাতে তাড়িত করিলেন।৪৭

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা ছিন্নদেহ রক্তবীজের রক্তস্রাব হইতে উৎপন্ন বহুসহস্র তৎতুল্য মহাসুর জগৎ ব্যাপ্ত করিল।৪৮

শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাঽসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥৪৯
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৫০
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥৫১
তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৫২

অন্বয়। কৌমারী শক্ত্যা তথা বারাহী অসিনা চ মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন মহাসুরম্ রক্তবীজং জঘান।৪৯ সঃ চ দৈত্যঃ মহাসুরঃ রক্তবীজঃ অপি কোপসমাবিষ্টঃ গদয়া সর্বাঃ মাতৃঃ পৃথক্ এব অহনৎ।৫০ শক্তি-শূল-আদিভিঃ বহু-ধা আহতস্য তস্য যঃ বৈ রক্ত-ওঘঃ ভুবি পপাত তেন শত-শঃ অসুরাঃ আসন্।৫১

অসুর-অসৃক্ সম্ভূতৈঃ চ তৈঃ অসুরৈঃ সকলং জগৎ ব্যাপ্তম্ আসীৎ। ততঃ দেবাঃ উত্তমম্ ভয়ম্ আজগ্মুঃ।৫২

শ্লোকার্থ। কৌমারী শক্তি-অস্ত্র দ্বারা, বারাহী অসি দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করিলেন।৪৯

সেই দৈত্যবীর মহাসুর রক্তবীজ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহাশক্তি মাতৃগণকে পৃথকভাবে গদা দ্বারা আঘাত করিল।৫০

দেবীগণের শক্তি ও শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে নানা প্রকারে আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্ত-প্রবাহ ভূতলে পতিত হইল, তাহা হইতে শত শত অসুর উৎপন্ন হইল।৫১

রক্তবীজাসুরের রক্তজাত অসুরগণ সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিল। তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন।৫২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। প্রহারসংকুলমাহ শক্ত্যেতি। রক্তবীজং মহাসুরং কৌমারী শক্ত্যা জঘান। বারাহী চ অসিনা খড়্গেন তথা জঘান। মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন জঘান।৪৯ রক্তবীজস্যাতিক্ষিপ্রপ্রহারিত্বং দর্শয়তি স চা-পীতি। স চ রক্ত-বীজো দৈত্যোঽপি কোপসমাবিষ্টঃ সন্ সর্বা এব মাতৄঃ পৃথক্ প্রত্যেকম্ অহনৎ তাড়িতবান্ ভ্রাতীতিবৎ গণব্যত্যয়াৎ হন্তেঃ শঙ্, যতো মহাসুরঃ দৈত্যশ্রেষ্ঠঃ ইতি উচিতপদোপন্যাসঃ।৫০ তস্যেতি শক্তি শূলাদিভির্বহুধা বহুপ্রকারেণাহতস্য তাড়িতস্য তস্য রক্ত বীজস্য ভুবি পৃথিব্যাং যো রক্তৌঘঃ রক্ত প্রবাহ পপাত, তেন রক্তৌঘেন শতশো বহুশতানি অসুরা আসন্।৫১ তৈরিতি। অসুরাসৃক্ সম্ভূতৈঃ অসুররক্তসম্ভবৈঃ তৈরসুরৈশ্চ সকলং জগৎ ব্যাপ্তমাসীৎ। ততস্তেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ উত্তমমতিমহৎ ভয়ম্ আজগ্মুঃ প্রাপ্তবন্তঃ।৫২

টীকার্থ। শক্ত্যা জঘান ইতি শ্লোকে প্রহার-সংকুল ঘোরযুদ্ধ উক্ত হইতেছে। মহাসুর রক্তবীজকে কৌমারী শক্তি-অস্ত্রদ্বারা (শল্য) আহত করিলেন। বারাহী খড়্গদ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন।৪৯

সা চাপি গদয়া ইতি শ্লোকে রক্তবীজের অতি ক্ষিপ্র প্রহারিত্ব প্রদর্শিত। সেই রক্তবীজ দৈত্যও কোপযুক্ত হইয়া সমস্ত মাতৃগণের প্রত্যেককে আহত করিল। ভ্রাতিতুল্য শব্দবৎ গণব্যত্যয়হেতু হন্তেঃ শঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। যেহেতু মহাসুর রক্তবীজ দৈত্যশ্রেষ্ঠ। ইহা উপযুক্ত পদোপন্যাস হইয়াছে।৫০

তস্যাহতস্য ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শক্তি-শূলাদি অস্ত্রদ্বারা বহু

প্রকারে আহত সেই রক্তবীজের দেহ হইতে যে রক্তপ্রবাহ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, সেই রক্তস্রোত হইতে বহুশত অসুর উৎপন্ন হইল।৫১

তৈশ্চাসুর ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। রক্তবীজের রক্ত হইতে উৎপন্ন সেই অসুরগণ সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। অনন্তর সেই অসুরগণ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতারা অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৫২

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্ত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫৩
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥৫৪
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৫৫
ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্ ॥৫৬

অন্বয়। তান্ সুরান্ বিষণ্ণান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসৎ কালীম্ উবাচ, চামুণ্ডে ত্বরা বদনং বিস্তরং কুরু।৫৩

ত্বং বেগিতা অনেন বক্ত্রেণ মৎ-শস্ত্র পাত-সম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন রক্ত-বিন্দোঃ মহাসুরান্ প্রতীচ্ছ।৫৪

তৎ-উৎপন্নান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী রণে চর। এবম্ এষঃ দৈত্যঃ ক্ষীণ-রক্তঃ ক্ষয়ং গমিষ্যতি।৫৫

ত্বয়া ভক্ষ্যমাণাঃ চ উগ্রাঃ চ অপরে ন উৎপৎস্যন্তি চ। তাম্ ইতি উক্ত্বা দেবী তম্ শূলেন অভিজঘান। ততঃ কালী মুখেন রক্তবীজস্য শোণিতম্ জগৃহে।৫৬-৫৭

শ্লোকার্থ। সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা সহাস্যে কালীকে বলিলেন, চামুণ্ডে, শীঘ্র মুখ ব্যাদান কর।৫৩

এবং আমার অস্ত্রাঘাতে উৎপন্ন রক্তবিন্দুসমূহ ও রক্তবিন্দুজাত মহাসুরগণকে সত্বর ভক্ষণ কর।৫৪

রক্তবীজজাত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর। ইহাতে এই রক্তবীজ রক্তহীন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।৫৫

তুমি এইরূপে সেই সকলকে ভক্ষণ করিলে অন্য উগ্রাসুরগণ আর উৎপন্ন হইবে না। চণ্ডিকা কালীকে এইরূপ বলিয়া শূলদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন। তখন কালী রক্তবীজের রক্ত ভূপতিত হইতে না দিয়াই মুখে গ্রহণ ও পান করিলেন।৫৬-৫৭

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তানিতি। তান্ বিষণ্ণান্ প্রাপ্তবিষাদান্ সুরান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা কৌষিকী কালীং চামুণ্ডাম্ উবাচ। কীদৃশী? প্রাহসত্বরা প্রাহস্ততেঽত্রেতি প্রাহো রণঃ "অন্যতোঽপি দৃশ্যতে" ইতি ডঃ তত্র সত্বরা ত্বরাবতী তথাচ স্কান্দে রথেনকাঞ্চনাঙ্গেন প্রযযৌ প্রাহলালসঃ"—প্রাহ লালসো রণাভিলাষী ইতি। যদ্বা তান্ সুরান্ বিষণ্ণান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসৎ অহো ময়ি রণশিরসি স্থিতায়ামপ্যেতে যৎ বিভ্যতি, তন্মন্যাপি বলানভিজ্ঞা ভীরব এবেতি মত্বা ইতি ভাবঃ। কীদৃশী? ত্বরা ত্বরাবতী অর্শ-আদ্যৎ; অজাদিহলন্ত ইত্যাদিনা দ্বিত্বকারবান্ পক্ষে ত্বরাশব্দঃ, যদ্বা ত্বরাবতীতি বক্তব্যেঽত্যন্তত্বরাশীলত্বাৎ ত্বরেত্যভেদনির্দেশঃ মূর্ত্ত্যা ত্বরৈবেত্যর্থঃ; যথা "কালচক্রং ভ্রমী তীক্ষ্ণ" মিত্যত্র স্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং ভ্রমীবদিতি বক্তব্যেঽত্যন্তভ্রমণশীলত্বাৎ ভ্রমীত্যুক্তমিতি। যদ্বা তান্ সুরান্ বিষণ্ণান্ দৃষ্ট্বা প্রাহ মা ভৈষ্টেত্যুক্তবতী অনন্তরং কালীম্ উবাচ। কিমুবাচেত্যাহ—হে চামুণ্ডে, ত্বং বদনং বিস্তরং বিততং কুরু যদ্যপি "স চ শব্দস্য বিস্তরঃ" ইতি কোষে দৃশ্যতে, ব্যাকরণেঽপি "শব্দে তু বিস্তরঃ" ইতি প্রত্যুদাহৃতং, তথাপ্যত্র আর্ষো ঙঃ, নঞ্ যুক্তমনিত্যমিতি ব্যবস্থয়া বা।৫৩ প্রয়োজনমাদিশতি। মচ্ছস্ত্রেতি। অনেনাতিবিস্তৃতেন বক্ত্রেণ মচ্ছস্ত্রপাত-সম্ভূতান্ মম অস্ত্রপাতেন জাতান্ রক্তবিন্দূন্ অপ্রাপ্তপুরুষাবস্থান্ অন্তরীক্ষ এবেত্যর্থাৎ রক্তবিন্দোঃ ইতি জাতাবেকত্বং রক্তবিন্দুভ্যো জাতাংশ্চ মহাসুরান্ উত্তরত্র উভয়োরপ্যুপাদাস্যমানত্বাৎ বেগিতা সতী প্রতীচ্ছ ভক্ষয় যদ্বা রক্তেন বিন্দতি শরীরান্তরং লভতে রক্তবিন্দুরসুরঃ তস্য রক্তবিন্দুমহাসুরানিতি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া। যদ্বা "জাতা তু বিন্দুরোবিন্দু"রিতি স্মরণাৎঃ রক্তমেব বিন্দুর্জাতা প্রাণী যস্য; যদ্বা মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ মহাসুররূপান্ রক্তবিন্দোঃ রক্তবিন্দুং রক্তবীজং প্রাপ্য প্রতীচ্ছ অজাতানেব ভক্ষয়েত্যর্থঃ।৫৪ ভক্ষয়ন্তীতি। তদুৎপন্নান্ রক্তবিন্দুভবান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্তী সতী রণে চর বিচর। ফলমাহ—এবমনেন প্রকারেণ এব দৈত্যো রক্তবীজঃ ক্ষীণরক্তঃ সন্ ক্ষয়ং নাশং গমিষ্যতি প্রাপ্স্যতি।৫৫ ভক্ষ্যেতি। ত্বয়া ভক্ষ্যমাণা অপরে উগ্রাঃ অসুরাঃ ন চ নৈব উৎপৎস্যন্তে উৎপন্না ন ভবিষ্যন্তি অত্র পত্যার্দ্ধে

প্রথমশ্চকারস্ত্বর্থঃ, দ্বিতীয় এবার্থঃ, তৃতীয়ঃ সমুচ্চয়ার্থঃ ; বর্ত্তমানা ক্ষয়ং গমিষ্যন্তি;
অপরে নোৎপৎস্যন্তে চেত্যর্থঃ। দেবী কৌষিকী তাং কালীম্ ইত্যুক্ত্বা শূলেন তং রক্তবীজম্ অভিজঘান ।৫৬

টীকার্থ। তান্ বিষণ্ণান্ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই দেবতাগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা কৌশিকী কালী চামুণ্ডাকে বলিলেন। কিরূপ ? প্রকৃষ্টরূপে হনন হয় যেখানে, উহা প্রাহো, রণ। অন্যত্রও দৃষ্ট হয় ইহা ডঃ। সেখানে সত্বরা, ত্বরাবতী যিনি, তিনি প্রাহসত্বরা। স্কন্দপুরাণে আছে, স্বর্ণরথে গমন করিয়াছিল যুদ্ধলালসায়, প্রাহলালস, রণাভিলাষী। অথবা সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা হাস্য করিয়াছিলেন। অহো! রণের শিখরদেশে অবস্থিত আমাকে দেখিয়াও ইহারা বৃথা ভয় পাইতেছে। আমারও সামর্থ্যে অনভিজ্ঞ দেবগণ ভী, ভয়প্রাপ্ত জানিয়া চণ্ডিকা হাসিয়াছিলেন। কিরূপ ? সত্বরা, ত্বরান্বিতা। স্বর্ণ আস্থং, অজাদি হলন্ত ইত্যাদি দ্বারা ১০১ দ্বিত্বকার পক্ষে ত্বরা শব্দ ; অথবা ত্বরাবতী অর্থে, বাক্যে অত্যন্ত ত্বরাশীলা; সেইহেতু 'ত্বরা'পদে অভেদ নির্দেশিত। মৃতি দ্বারা ত্বরা-ই, এই অর্থ: যথা কালচক্রং ভ্রমী ভীক্ষ্ম্, এখানে টীকাকার শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভ্রমীবৎ ইহা বাক্যে অত্যন্ত ভ্রমণশীল, সেই সেই ভ্রমী উক্ত হইয়াছে। অথবা সেই দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা বলিলেন, 'ভয় পাইওনা'। অনন্তর চণ্ডিকা কালীকে বলিলেন। কি বলিলেন ? সেজন্য বলিতেছেন, হে চামুণ্ডে, তুমি বদন বিস্তার কর। অমরকোষে দেখা যায়, যদিও উক্ত শব্দের অর্থ বিস্তর এবং ব্যাকরণেও উক্ত অর্থে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তথাপি এখানে আর্ষ প্রয়োগে 'ভ' অথবা ণঞ যুক্ত হয় না, এই সূত্রালোকে।৫৩

মচ্ছস্ত্র-ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অত্র শ্লোকে প্রয়োজন আদিষ্ট হইতেছে। এই অতি বিস্তৃত মুখদ্বারা আমার শস্ত্রাঘাতজনিত রক্তবিন্দুসমূহকে পুরুষাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, অন্তরীক্ষেই রক্তবিন্দু হইতে (জাতিতে একত্ব), রক্তবিন্দুসমূহ হইতে জাত মহাসুরগণকে (উভয়ত্র উভয়েরই অতিবিস্তৃত বদন বলিয়া) ত্বরান্বিতা হইয়া ভক্ষণ কর। অথবা রক্তদ্বারা অন্য শরীর লাভ করে যে, সে রক্তবিন্দুই অসুর, তাহার রক্তবিন্দুজাত মহাসুরগণকে শীঘ্র ভক্ষণ কর। কার্যকারণের মধ্যে অভেদ বিবক্ষায়, অথবা বিদুরো বিন্দু, ধীর ব্যক্তি জ্ঞাতা— এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে রক্তই বিন্দু, জ্ঞাতা প্রাণী যাহার ; অথবা আমার অস্ত্রাঘাত সম্ভূত রক্তবিন্দুজাত মহাসুরগণকে, মহাসুররূপ রক্তবিন্দুর রক্তবিন্দু,

রক্তবীজকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ কর। তাহারা জাত হইবার পূর্বেই ভক্ষণ করে।৫৪

ভক্ষয়ন্তী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ কর। এখন ইহার ফল উক্ত হইতেছে। এই প্রকারেই রক্তবীজ ক্ষীণরক্ত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইবে।৫৫

ভক্ষ্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তোমার দ্বারা ভক্ষ্যমান অন্য উগ্রঅসুরগণ আর উৎপন্ন হইবে না। এখানে, শ্লোকের অর্ধাংশে প্রথম চ-কারের অর্থ তু, দ্বিতীয় চ-কারের অর্থ এব ও তৃতীয় চ-কারের অর্থ সমুচ্চয়। যাহারা বর্তমান আছে, তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আব অন্য অসুরের উদ্ভব হইবে না। দেবী কৌশিকী সেই কালীকে ইহা বলিয়া শূলদ্বারা সেই রক্তবীজকে নিহত করিলেন।৫৬

টিপ্পনী। ১০১ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে আছে, "অজাদিঃহলন্তোঽদীর্ঘাৎ"। অজাদির্হলন্তো বর্ণঃ দ্বির্বা ভবতি ন তু দীর্ঘাৎ পরঃ। প্রাহ-সত্বরা ইতি স্থিতে তকারস্য আদৌ হ্রস্বস্বরঃ অকারোঽস্তি, অন্তে চ হল্‌বর্ণো বকারোঽস্তি, অতঃ তস্য পাক্ষিকে দ্বিত্বে প্রাহসত্ত্বরা (প্রাহসৎ ত্বরা) ইতি পাঠো জ্ঞেয়ঃ

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্ ॥৫৭
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্ ॥৫৮
যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ ॥৫৯
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্।
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভিঋ্ষ্টিভিঃ ॥৬০

অন্বয়। অথ অসৌ গদয়া চণ্ডিকাম্ তত্র আজঘান। ততঃ গদা-পাতঃ অস্যাঃ অল্পিকাম্ অপি বেদনাং ন চক্রে।৫৭-৫৮ আহতস্য তস্য দেহাৎ তু বহু শোণিতম্ সুস্রাব। চামুণ্ডা যতঃ ততঃ তদ্-বক্ত্রেণ সম্প্রতীচ্ছতি।৫৮-৫৯ অথ অস্যাঃ মুখে যে মহাসুরাঃ রক্ত-পাতাৎ সমুদ্‌গতাঃ চামুণ্ডা তান্ চখাদ। তস্য চ

শোণিতম্ পপৌ ।৫৯-৬০ দেবী চামুণ্ডা পীত-শোণিতম্ তং রক্তবীজং শূলেন, বজ্রেণ, বাণৈঃ, অসিভিঃ, ঋষ্টিভিঃ জঘান ।৬০-৬১

শ্লোকার্থ। তখন রক্তবীজও গদাদ্বারা তথায় চণ্ডিকাকে আঘাত করিল। কিন্তু গদাঘাতে চণ্ডিকা কিঞ্চিন্মাত্রও বেদনা প্রাপ্ত হইলেন না। কারণ দেবী চিদানন্দরূপিণী ।৫৭-৫৮

আহত রক্তবীজের শরীর হইতে বহু রক্ত প্রবাহিত হইল। চামুণ্ডা স্বীয় মুখে সর্বত্র সেই রক্ত পান করিলেন ।৫৮-৫৯

অনন্তর কালীর মুখ-গহ্বরে পতিত রক্তবিন্দু হইতে যে সকল মহাসুর তথায় উৎপন্ন হইল, চামুণ্ডা (কালী) তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করিলেন ।৫৯-৬০

চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত পান করিলে চণ্ডিকা দেবী তাহাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে বধ করিলেন ।৬০-৬১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মুখেনেতি। ততোঽনন্তরং কালী মুখেন রক্তবীজস্য শোণিতং জগৃহে জগ্রাহ পীতবতী। অথশব্দোঽপ্যর্থে ততস্তদনন্তরম্ অসৌ রক্তবীজোঽপি তত্র যুদ্ধে গদয়া চণ্ডিকাম্ আজঘান। গদাপাতঃ গদপ্রহারোঽস্যাঃ চণ্ডিকায়াঃ অল্পিকামপি (স্বার্থে কঃ) অল্পামপি বেদনাং ন চক্রে নৈব চকারেত্যর্থঃ। আহতস্য তাড়িতস্য তস্য যতো যস্মাৎ দেহপ্রদেশাৎ বহু শোণিতং সুস্রাব ক্ষরিতং, ততঃ তস্মাদেব দেহপ্রদেশাৎ তৎ শোণিতং মুখেন বক্তে্রণ চামুণ্ডা সংপ্রতিচ্ছতি সম্যক্ পিবতি স্মেত্যর্থঃ মায়াময়ত্বাৎ। যথা যতো যস্মিন্ ক্ষণে সুস্রাব, ততস্তস্মিন্নেব ক্ষণে, ক্ষরণসমকালমেব পানমিত্যর্থঃ (সপ্তম্যাস্তসিঃ)। মুখে ইতি। অস্যাঃ কাল্যা মুখে রক্তপাতাৎ যে মহাসুরাঃ সমুদ্ভূতাঃ সমুৎপন্নাঃ, চামুণ্ডা তান্ মহাসুরান্ চখাদ। অথ অনন্তরং তস্য শোণিতং চ পপৌ পীতবতী অত্র যদ্যপি ক্ষিতাবেব রক্তপাতাৎ অসুরোৎপত্তেরুক্তত্বান্মুখে রক্তপাতাদসুরোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, তথাপি মূলপ্রকৃত্যংশভূতায়াং তস্যাং সকলপদার্থানাং সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানাৎ পৃথিব্যামেব রুধিরপাতোঽবিরুদ্ধঃ, অতএব "মুখস্য পার্থিবত্বা" দিতি বিদ্যাবিনোদঃ। দেবী কৌষিকী শূলেন, বজ্রেণ, বাণৈঃ শরৈঃ, অসিভিঃ, খড়্গৈঃ, ঋষ্টিভিঃ খড়্গবিশেষৈঃ তং রক্তবীজং জঘান ।৫৭-৬১

টীকার্থ। মুখেন ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর কালী মুখদ্বারা রক্তবীজের রক্ত পান করিতে লাগিলেন। অথ শব্দে অপি বুঝিতে হইবে। তদনন্তর এই রক্তবীজও সেই যুদ্ধে গদাদ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত

করিতে লাগিল। গদাপ্রহারে চণ্ডিকার অল্পমাত্রও বেদনা হইল না। অল্প শব্দে স্বার্থে কঃ প্রত্যয় হইয়াছে। আহত রক্তবীজের যে যে দেহস্থান হইতে বহু শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, সেই সেই দেহস্থান হইতে চামুণ্ডা মুখের দ্বারা সম্যক্‌রূপে সেই শোণিত পান করিতে লাগিলেন। মায়াময় মুখ হেতু। অথবা যেই সময় ক্ষরিত হইতেছিল সেই সময়েই, ক্ষরণকালেই পান করিতে লাগিলেন। এই কালীর মুখে রক্তপানহেতু যে সমস্ত মহাসুর সমুৎপন্ন হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই মহাসুরগণকে ভক্ষণ এবং তাহাদের শোণিত, রক্ত পান করিতে লাগিলেন। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, এখানে যদিও ভূমিতেই রক্তপাত হইতে অসুর উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, মুখে রক্তপাত হইতে অসুরোৎপত্তি সম্ভব হইতেছে, তথাপি মূলাপ্রকৃতির অংশভূতা তাঁহাতে সকল পদার্থের সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতিহেতু পৃথিবীতেই রক্তপাত বিরুদ্ধ হইতেছে না। অতএব চামুণ্ডা দেবীর মুখে রক্তপাতের পার্থিবত্ব হেতু ইহা বিরুদ্ধ নহে। দেবী কৌশিকী শূল, বজ্র, বাণ, খড্গ এবং ঋষ্টিনামক খড্গবিশেষের দ্বারা সেই রক্তবীজকে নিহত করিলেন।৫৭-৬০

জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ ॥৬১
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ ॥৬২
তেষাংমাতৃগণো জাতো ননর্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
রক্তবীজবধো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। মহীপাল সঃ মহাসুরঃ রক্ত বীজঃ শস্ত্র-সঙ্ঘ-সমাহতঃ নিঃ-রক্তঃ চ মহীপৃষ্ঠে পপাত।৬১-৬২ নৃপ ততঃ তে ত্রি-দশাঃ অতুলম্ হর্ষম্ অবাপুঃ। তেষাং জাতঃ মাতৃগণঃ অসৃক্ মদ-উদ্ধতঃ ননর্ত।৬২-৬৩

শ্লোকার্থ। হে মহীপাল, সেই মহাসুর রক্তবীজ শস্ত্রসমূহ দ্বারা আহত ও রক্ত শূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৬১-৬২

হে নৃপ, তখন সেই দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের শরীর হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাণীপ্রমুখ মাতৃগণও অসুর-রক্তপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।৬২-৬৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কীদৃশম্? চামুণ্ডাপীতশোণিতং চামুণ্ডয়া পীতং

শোণিতং যস্য তম্। স রক্তবীজঃ শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ সন্ মহীপৃষ্ঠে পপাত "সংঘসার্থৌ তু জন্তুভিঃ" ইত্যমরোক্তত্বাৎ যদ্যপি জন্তুসমূহ এব সংঘো বর্ত্ততে, তথাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ অপ্রাণিসমূহেঽপ্যত্র। স কীদৃশঃ? নীরক্তঃ নির্গতাশেষরুধিরঃ। ততো রক্তবীজবধানন্তরং তে ত্রিদশাঃ দেবাঃ অতুলম্ অনুপমং হর্ষম্ অবাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ। তেষাং ত্রিদশানাং সকাশাদিতি শেষঃ, জা৩ঃ প্রাদুর্ভূতো মাতৃগণঃ অসৃঙ্মদোদ্ধতঃ অসৃক্ রক্তং মদ আসব ইব তেনোদ্ধতঃ প্রগল্ভঃ সন্ যদ্বা অসৃগ্ভির্যো মদো মত্ততা তেনোদ্ধতঃ সন্ ননর্ত্ত; যদ্বা তেষাম্ অসুরাণাম্ অসৃঙ্মদোদ্ধতো জাতো মাতৃগণঃ ইতি সম্বন্ধঃ "মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্বে হর্ষেভদানয়ো" রিতি মেদিনী।৬১-৬৩ ইতি গয়গড়বন্দ্যঘটিকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং চণ্ডীটীকায়াং রক্তবীজ-বধঃ॥ *॥

টীকার্থ। কিরূপ রক্তবীজ? চামুণ্ডাপীতশোণিত, চামুণ্ডা দ্বারা পীত হইয়াছে শোণিত যাহার। সেই রক্তবীজ শস্ত্রসমূহদ্বারা প্রহৃত হইয়া ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইল। যদিও অমরকোষে সংঘ, সার্থ ও জন্তু একার্থক, এবং জন্তু, প্রাণীসমূহের সংঘ হয়, তথাপি উপলক্ষণহেতু অপ্রাণীসমূহেও এখানে 'সংঘ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেই দৈত্য কিরূপ? নীরক্ত, নির্গত হইয়াছে নিঃশেষে রুধির যাহার সে। তারপর, রক্তবীজ বধান্তে সেই দেবগণ অতুলনীয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। সেই দেবগণের শরীর হইতে প্রাদুর্ভূতা মাতৃগণও রক্তরূপ মদ্যপানে উদ্ধতা হইয়া অথবা রক্তপানে মত্ততাহেতু উদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অথবা সেই অসুরদের রক্তপানে জাত মদেমত্ত মাতৃগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। মেদিনীকোষে আছে, 'মদ শব্দ রেতঃ, কস্তুরী, গর্ব, হর্ষ ও দানব প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।৬১-৬৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবীমাহাত্ম্য

নবম অধ্যায়

রাজোবাচ ।১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম ।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ।।২
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে ।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ।।৩

অন্বয়। রাজা উবাচ। ভগবন্, ভবতা মম আখ্যাতং রক্তবীজ-বধ আশ্রিতম্ দেব্যাঃ ইদম্ চরিত-মাহাত্ম্যং বিচিত্রম্ ।১-২

রক্তবীজে নিপাতিতে অতি-কোপনঃ শুম্ভঃ নিশুম্ভঃ চ যৎকর্ম চকার ভূয়ঃ চ অহং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ।৩

শ্লোকার্থ। রাজা সুরথ মেধামুনিকে বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি রক্তবীজ-বধ সম্বন্ধে দেবীর যে কর্ম ও প্রভাব আমাকে বলিলেন, ইহা অতি অদ্ভুত ।১-২

রক্তবীজ নিহত হইলে অতিকুপিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ যাহা যাহা করিয়াছিল, তৎসমুদয় আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি ।৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। রাজোবাচ ।১ অত্যাশ্চর্য্যং দেবীমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা বিস্ময়েন রাজা মুনিং পৃচ্ছতি বিচিত্রমিতি। হে ভগবন্ অতীতানাগতজ্ঞ, ভবতা মম সম্বন্ধে ইদং বিচিত্রম্ অত্যদ্ভুতং রক্তবীজবধাশ্রিতং রক্তবীজবধবিষয়কং দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং চরিতং চেষ্টিতং তস্য মাহাত্ম্যম্ ঔদার্য্যম্ আখ্যাতং কথিতম্ ।২ ভূয় ইতি। রক্তবীজে নিপাতিতে সতি শুম্ভো যৎ কর্ম চকার, নিশুম্ভশ্চ যৎ কর্ম চকার তদহং ভূয়ঃ পুনরপি শ্রোতুম্ ইচ্ছামি যদ্বা ভূয়ঃ প্রচুরং বিস্তৃতমিতি যাবৎ যথা স্যাৎ তথা শ্রোতুম্ ইচ্ছামি; যদ্বা প্রথমং তাবৎ সৈন্যোদ্যোগাদিকং যুদ্ধভূমিসমাগমঞ্চ চকার, ইদানীং ভূয়ঃ পুনরপি কিং চকারেতি সম্বন্ধঃ। কীদৃক্? অতিকোপনঃ উভয়োর্বিশেষণম্ ।৩

টীকার্থ। রাজা সুরথ বলিলেন ।১

অত্যাশ্চর্য দেবীমাহাত্ম্য শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত রাজা মেধামুনিকে বিচিত্র ইতি শ্লোকদ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্, অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালজ্ঞ আপনি অবগত আছেন। আপনি আমাকে এই বিচিত্র অত্যদ্ভুত রক্তবীজবধ বিষয়ে দেবীর চরিত্র-মহিমা, অনুপম ঔদার্য বলিয়াছেন।২

ভূয় ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। রক্তবীজ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যে কর্ম করিয়াছিল, তাহা আমি পুনরায় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। অথবা ইহা ভূয়, প্রচুর, বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অথবা প্রথমাবধি যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল, ইদানীং তাহারা পুনরায় কি কর্ম করিয়াছিল। কিরূপ? সেই অসুরদ্বয় উভয়েই অতি কোপনস্বভাব।৩

ঋষিরুবাচ ॥৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥৫
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোহথ মুখ্যয়াঽসুরসেনয়া ॥৬
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৭
আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥৮

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ, আহবে রক্তবীজে নিপাতিতে চ অন্যেষু হতেষু শুম্ভাসুরঃ নিশুম্ভঃ চ অতুলং কোপম্ চকার।৪-৫

অথ মহাসৈন্যং হন্যমানং বিলোক্য নিশুম্ভঃ অমর্ষম্ উদ্বহন্ মুখ্যয়া অসুরসেনয়া অভ্যধাবৎ।৬

তস্য অগ্রতঃ তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োঃ চ মহাসুরাঃ ক্রুদ্ধাঃ সন্দষ্ট-ওষ্ঠ-পুটাঃ দেবীম্ হন্তুম্ উপাযযুঃ।৭

মহাবীর্যঃ শুম্ভঃ অপি স্ব বলৈঃ বৃতঃ মাতৃভিঃ যুদ্ধং তু কৃত্বা কোপাৎ চণ্ডিকাং নিহন্তুম্ আজগাম।৮

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, সেই যুদ্ধে রক্তবীজ ও অন্যান্য দৈত্যগণ নিহত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অতিশয় কুপিত হইল।৪-৫

অনন্তর অসুর সৈন্যগণ দেবী কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া নিশুম্ভ ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রধান প্রধান সৈন্যের সহিত দেবীর দিকে ধাবিত হইল।৬

নিশুম্ভের সম্মুখে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করিতে করিতে দেবীকে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল।৭

মহাবীর শুম্ভও স্বসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাণীপ্রমুখ মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রোধে চণ্ডিকাকে বধ করিতে আসিল।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিঃ উবাচ।৪ চকারেতি। রক্তবীজে নিপাতিতে সতি দেব্যা মারিতে সতি, অন্যেষু চ দৈত্যেষু আহবে যুদ্ধে হতেষু সৎসু শুম্ভাসুরঃ অতুলং কোপং চকার। ন কেবলং সঃ নিশুম্ভোঽপি ৫ হন্যেতি। অথানন্তরং নিশুম্ভঃ হন্যমানং দেব্যা মার্য্যমাণং মহাসৈন্যং বিলোক্য, অমর্ষং ক্রোধম্ উদ্বহন্ অধিকং ধাবয়ন্ মুখ্যয়া প্রধানভূতয়া অসুরসেনয়া সহ অভ্যধাবৎ আভিমুখ্যে-নাধাবৎ।৬ তস্যেতি। তস্য নিশুম্ভস্য অগ্রতঃ পুরতঃ তথা পৃষ্ঠে পশ্চাচ্চ, পার্শ্বয়োর্দক্ষিণবাময়োশ্চ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ সন্তঃ ক্রুদ্ধা মহাসুরাঃ দেবীং হন্তুম্ উপাযযুঃ সমীপম্ আজগ্মুঃ।৭ আজগামেতি। শুম্ভোঽপি মাতৃভিঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা চ অম্বিকাং নিহন্তুং কোপাদাজগাম। স কীদৃক্? মহাবীর্য্যঃ অসাধারণশক্তিঃ; স্ববৈর্নিজসৈন্যৈর্বৃতো বেষ্টিতঃ।৮

টীকার্থ। চকারেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যুদ্ধে দেবী কর্তৃক রক্তবীজ নিহত এবং অন্য দৈত্যগণ হত হইলে শুম্ভাসুর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিল। কেবল শুম্ভই নয়, নিশুম্ভও ক্রোধান্বিত হইয়াছিল।৫

হন্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর নিশুম্ভ দেবীদ্বারা মহাসৈন্য-গণকে হন্যমান, নিহত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান অসুরসেনার সহিত দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল।৬

তস্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই নিশুম্ভের অগ্রে, পৃষ্ঠে (পশ্চাতে), দক্ষিণে ও বামপার্শ্বে অবস্থিত মহাসুরগণ ক্রোধে অধর দংশনপূর্বক দেবীকে হত্যা করিতে দেবীর সমীপে আগমন করিল।৭

আজগাম ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শুম্ভও মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অম্বিকাকে নিহত করিতে ক্রোধের সহিত অগ্রসর হইল। সে কিরূপ? সে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ও নিজ সৈন্যবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত।৮

তভো যুদ্ধমতীবাসীৎ দেব্যা শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥৯
চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥১০
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥১১
তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥১২

অন্বয়। ততঃ মেঘয়োঃ ইব অতীব উগ্রং শর-বর্ষম্ বর্ষতোঃ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ দেব্যা অতীব যুদ্ধং আসীৎ।৯

চণ্ডিকা আশু-শর-উৎকরৈঃ তাভ্যাম্ অস্তান্ শরান্ চিচ্ছেদ-শস্ত্র-ওঘৈঃ চ অসুর ঈশ্বরৌ অঙ্গেষু তাড়য়ামাস।১০

নিশুম্ভঃ নিশিতং খড়্গং সুপ্রভম্ চ চর্ম আদায় দেব্যাঃ উত্তমম্ বাহনম্ সিংহং মূর্ধ্নি অতাড়য়ৎ।১১

বাহনে তাড়িতে দেবী খুরপ্রেণ নিশুম্ভস্য উত্তমম্ অসিম্ আশু চ অষ্টচন্দ্রকম্ চর্ম অপি চিচ্ছেদ।১২

শ্লোকার্থ। তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ বারি-বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় অতি ভীষণভাবে বাণ বর্ষণপূর্বক চণ্ডিকার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল।৯

চণ্ডিকা স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা শুম্ভ ও নিশুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল ছেদন করিলেন এবং সেই অসুরাধিপতিদ্বয়ের সর্বাঙ্গে শস্ত্রসমূহ দ্বারা তীব্র আঘাত করিলেন।১০

নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ ও উজ্জ্বল ঢাল গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মস্তকে প্রহার করিল।১১

স্বীয় বাহন সিংহ আহত হইলে দেবী খুরপ-অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ নিশুম্ভের উত্তম অসি ও অষ্টচন্দ্রযুক্ত ঢাল ছেদন করিলেন।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততোঽনন্তরং দেব্যা সহ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োরতীব যুদ্ধমাসীৎ। কিম্ভূতয়োঃ? অতীবোগ্রম্ অত্যুৎকটং শরবর্ষং শর-বৃষ্টিং বর্ষতোঃ কুর্বতোরিত্যর্থঃ। কয়োরিব মেঘয়োরিব বর্ষতোরিত্যপ্রাপ্যসুখ-

নীয়ম্। তৌ মেঘাবিব, নিরন্তরশরনিকরা আসারধারাইব।৯ চিচ্ছেদেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রং শরোৎকরৈঃ শরসমূহৈঃ তাভ্যাং শুম্ভনিশুম্ভাভ্যাম্ অস্তান্ ক্ষিপ্তান্ শরান্ চিচ্ছেদ। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু শস্ত্রৌঘৈঃ বাণসমূহৈঃ অসুরেশ্বরৌ শুম্ভনিশুম্ভৌ অঙ্গেষু তাড়য়ামাস চ অঙ্গেষিতি বহুবচনোপাদানাৎ নিরন্তরশরনিকরজর্জরিতাঙ্গৌ তৌ চকারেতি গম্যতে। এতেন চণ্ডিকায়া দুরন্তরশরনিক্ষেপলাঘবমুক্তম্। অস্তাঞ্ছরানিত্যত্র ঞকাব-চকাব-ছকাররূপমিলিতবর্ণত্রয়াত্মকোঽপি পাঠঃ, "শঞ্চ্ছে"তি ঞকারে কৃতে "শচ্ছে" তি শকারস্য ছকারাদেশাৎ।১০ নিশুম্ভ ইতি। নিশুম্ভো নিশিতং শাণিতং, খড়্গং সুপ্রভম্ অতিনির্মলং চর্ম ফলকঞ্চ আদায় গৃহীত্বা দেব্যা উত্তমং শ্রেষ্ঠং বাহনং সিংহং মূর্ধ্নি অতাডয়ৎ। তাড়িতে ইতি। দেবী কৌষিকী বাহনে তাড়িতে সতি খুরপ্রেণ অস্ত্রবিশেষেণ নিশুম্ভস্য উত্তমং অসিং খড়্গং অষ্টচন্দ্রকং চর্ম চ আশু শীঘ্রং চিচ্ছেদ অষ্টৌ চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকাবা মণিময়াশ্চন্দ্রকবিশেষাঃ যত্রেতি বহুব্রীহৌ কঃ। খুরপ্রেতি কবর্গ-দ্বিতীয়াদিপাঠঃ "দশাননক্ষিপ্রখুরপ্রখণ্ডিতঃ" ইতি হরিবংশদর্শনাৎ কবযুক্তাদিশ্চ "হরতি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈ"রিতি শাস্তিশতক দর্শনাৎ।১২

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে! অনন্তর দেবীর সহিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিরূপ? অত্যুৎকট শরবর্ষণকারী মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। কিরূপ শরবর্ষণ? মেঘের মত বর্ষণ ইহার সহিত সংযোজিত হইতেছে। তাহারা দুজন মেঘের মত, বৃষ্টিধারার তুল্য নিরন্তর শরসমূহ বর্ষণকারী।৯

চিচ্ছেদ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। চণ্ডিকা শীঘ্র শরসমূহদ্বারা শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহ ছেদন করিলেন। কেবল ইহাই নহে, কিন্তু বাণসমূহ দ্বারা শুম্ভ ও নিশুম্ভের সর্বাঙ্গে ভীষণ আঘাত করিলেন। অঙ্গেষু পদে বহুবচন প্রয়োগ হেতু নিরন্তর দৈত্যদ্বয়ের সর্বাঙ্গ শরসমূহদ্বারা জর্জরিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা চণ্ডিকার দুরন্ত শর নিক্ষেপের ক্ষিপ্রতা বর্ণিত হইয়াছে। অস্তাঞ্ছরান্ এখানে ঞ-কার চ-কার ছকার রূপ মিলিত বর্ণত্রয়াত্মক ও পাঠান্তর আছে। "শে ঞ্চ্ছে" ঞ-কারদ্বারা শচ্ছে তি শ-কারের ছ-কারাদেশ হয়। নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ ও অতি নির্মল চর্মফলক গ্রহণ করিয়া দেবীর শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল।১০-১১

তাড়িতে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী কৌষিকীর বাহন সিংহ আহত হইলে খুরপ্র নামক অস্ত্রবিশেষ দ্বারা নিশুম্ভের শ্রেষ্ঠ খড়্গ, অষ্টচন্দ্রক ও

চর্ম (ঢাল) শীঘ্র ছেদন করিলেন। অষ্টচন্দ্রা, চন্দ্রাকারা মণিময় চন্দ্র বিশেষ খচিত যে খড়্গে, তাহা অষ্টচন্দ্রা। ইহাতে বহুব্রীহি সমাসে কঃ প্রত্যয় হইয়াছে। খুরপ্র পদে ক-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণপাঠ দৃষ্ট হয়। হরিবংশে আছে, দশানন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত খুর খণ্ডিত হইল। ভর্তৃহরিকৃত শান্তিশতকে দৃষ্ট হয়, 'ক-য যুক্তাদি পদে হরতি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষি ক্ষুরপৈ'।১২

ছিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥১৩
কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥১৪
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাঽপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥১৫
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৬

অন্বয়। চর্মণি খড়্গে চ ছিন্নে সঃ অসুরঃ শক্তিং চিক্ষেপ। অস্য অভিমুখ আগতাম্ তাম্ অপি চক্রেণ [দেবী] দ্বি-ধা চক্রে। ৩

অথ দানবঃ নিশুম্ভঃ কোপ আধ্মাতঃ শূলং জগ্রাহ। দেবী আয়ান্তং তং চ অপি মুষ্টি-পাতেন অচূর্ণয়ৎ।১৪

অথ সঃ অপি গদাং আবিধ্য চণ্ডিকাংপ্রতি চিক্ষেপ। সা অপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বম্ আগতা।১৫

ততঃ পরশু-হস্তং আয়ান্তং তম্ দৈত্য-পুঙ্গবম্ দবী বাণ-ওঘৈঃ আহত্য ভূতলে আপাতয়ত।১৬

শ্লোকার্থ। ঢাল ও খড়্গ ভগ্ন হইলে নিশুম্ভাসুর শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। অভিমুখাগত তাহার সেই শক্তি-অস্ত্রও চণ্ডিকা চক্রদ্বারা দুইখণ্ড করিলেন।১৩

অনন্তর দানব নিশুম্ভ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শূল গ্রহণ করিল। আগত সেই শূলও চণ্ডিকার মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ হইল।১৪

তখন নিশুম্ভও গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই গদাও ত্রিশূলদ্বারা ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিলেন।১৫

তখন দেবী কুঠার হস্তে আগমনকারী সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুম্ভকে বাণাঘাতে আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ছিন্নে ইতি। চর্মণি ফলকে খড়্গে চ অর্থাদ্দেব্যা ছিন্নে সতি সোঽসুরো নিশুম্ভঃ শক্তিং চিক্ষেপ। অস্য নিশুম্ভস্য তাং শক্তিমপি চক্রেণ দ্বিধা চক্রে প্রকরণাদ্দেবীতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীম্? অভিমুখাগতাঃ সম্মুখমাগতাম্।১৩ কোপেতি। অথানন্তরং নিশুম্ভো দানবঃ কোপাধ্মাতঃ কোপেন জ্বলিতঃ সন্ শূলং জগ্রাহ। দেবী আয়াস্তং তদপি শূলং মুষ্টিপাতেন অচূর্ণয়ৎ চূর্ণিতবতী।১৪। আবিধ্যেতি। অথ অনন্তরং সোঽপি নিশুম্ভোঽপি গদাম্ আবিধ্য ভ্রময়িত্বা চণ্ডিকাং প্রতি চিক্ষেপ। সাপি গদা ত্রিশূলেন দেব্যা ভিন্না বিদারিত মিশ্রিতা বা সতী, ভস্মত্বং আগতা প্রাপ্তা ত্রিশূলতেজোঽগ্নিনা জ্বলিতাভূদিত্যর্থঃ "ভিন্নৌ দারিতমিশ্রিতা" বিত্তি অমরঃ।১৫ তত ইতি। ততোঽনন্তরং পরশুহস্তম যায়ান্তম্ আগচ্ছন্তং তং দৈত্যপুঙ্গবং দৈত্যশ্রেষ্ঠং দেবী বাণৌঘৈঃ শরসমূহৈঃ আহত্য ভূতলে স্বরূপে তলশব্দঃ ভূবি অপাতয়তঃ পিণ্ডস্যাদাত্মনেপদং; "তলং চাধঃস্বরূপয়ো" রিতি কোষঃ। ৬

টীকার্থ। ছিন্নে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। চর্মফলক ও খড়্গ ছিন্ন হইলে সেই নিশুম্ভাসুর শক্ত্যস্ত্র নিক্ষেপ করিল। এই নিশুম্ভের সেই শক্ত্যস্ত্রকেও চণ্ডিকা চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলেন। প্রকরণহেতু বুঝিতে হইবে, দেবী শক্তি অস্ত্রকে দুই খণ্ডে ভগ্ন করিলেন। কিরূপ অস্ত্র? সম্মুখে আগত শক্তি অস্ত্রকে।১৩

কোপেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দানব নিশুম্ভ কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দ্রুতবেগে আগত সেই শূলকে দেবী মুষ্ট্যাঘাতে বিচূর্ণ করিলেন।১৪

আবিধ্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সেই নিশুম্ভও গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই গদাকে দেবী ত্রিশূলদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভস্মীভূত করিলেন। উক্ত গদা ত্রিশূলের তেজে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অমরকোষে দৃষ্ট হয়, ভিন্ন, দারিত ও মিশ্রিত একার্থবোধক।১৫

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অনন্তর পরশু হস্তে আগত দৈত্যবীর নিশুম্ভকে দেবী শরসমূহদ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে নিপাতিত করিলেন। স্বরূপে তল শব্দ প্রয়োগ হয়। পিণ্ড অস্ত হেতু এখানে আত্মনেপদ হইয়াছে। "তল অধঃ স্বরূপ" ইহা অমরকোষে দৃষ্ট হয়।১৬

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্॥১৭

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥১৮
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্ ॥১৯
পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥২০

অন্বয়। ভীম বিক্রমে ভ্রাতরি তস্মিন্ নিশুম্ভে ভূমৌ নিপতিতে অতীব সংক্রুদ্ধঃ অম্বিকাম্ হন্তুম্ প্রযযৌ ॥১৭

সঃ রথ-স্থঃ অতুলৈঃ তথা অতি উচ্চৈঃ অষ্টাভিঃ ভুজৈঃ গৃহীত-পরম-আয়ুধৈঃ অশেষং নভঃ ব্যাপ্য বভৌ ॥১৮

দেবী তম্ আয়ান্তং সমালোক্য শঙ্খম্ অবাদয়ৎ ধনুষঃ চ অতীব দুঃসহম্ জ্যা শব্দম্ অপি চকার ॥১৯

[দেবী] চ সমস্ত দৈত্য-সৈন্যানাং তেজঃ-বধ-বিধায়িনা নিজ ঘণ্টা-স্বনেন ককুভঃ পূরয়ামাস ॥২০

শ্লোকার্থ। মহাবীর ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে পতিত হইলে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে বধ করিতে ধাবিত হইল।১৭

শুম্ভ অনুপম ও সুদীর্ঘ অষ্টহস্তে পরমাস্ত্রসমূহ ধারণপূর্বক রথারূঢ় হইয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে লাগিল।১৮

চণ্ডিকা শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি এবং অতীব দুঃসহ ধনুষ্টঙ্কার করিলেন।১৯

দেবী অম্বিকা দৈত্যসৈন্যসমূহের বলহানিকর নিজঘণ্টাশব্দে দশদিক পরিপূর্ণ করিলেন।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ভীমবিক্রমে ভয়ানক-পরাক্রমে ভ্রাতরি সোদরে নিশুম্ভে ভূমৌ নিপতিতে সতি অর্থাৎ শুম্ভঃ অতীব সংক্রুদ্ধঃ সন্ অম্বিকাং হন্তুং প্রযযৌ।১৭ স ইতি। স শুম্ভঃ রথস্থঃ সন্ অতুলৈরনুপমৈঃ অত্যুচ্চৈঃ অতিদীর্ঘৈরষ্টাভির্ভুজৈরশেষং সমগ্রং নভোব্যাপ্য বভৌ অতিশয়োক্তিঃ। কীদৃশৈঃ? গৃহীতপরমায়ুধৈঃ ধৃতশ্রেষ্ঠাস্ত্রৈঃ।১৮ তমিতি। দেবী তম্ আয়ান্তম্ আগচ্ছন্তং শুম্ভং সমালোক্য শংখম্ অবাদয়ৎ। অতিদুঃসহং ধনুষো জ্যাশব্দং চকার।১৯ পূরয়েতি। নিজঘণ্টাস্বনেন অসাধারণঘণ্টাশব্দেন

কম্বুভো দিশঃ পূরয়ামাস চ। কীদৃশেন? সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং সর্বদৈত্যবলানাং তেজোবধবিধায়িনা তেজসাং নাশকারিণা।২০

টীকার্থ। তস্মিন্নিতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই ভয়ানক পরাক্রমশালী সহোদর ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে নিপতিত হইলে, শুম্ভ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল।১৭

স রথস্থ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই শুম্ভ রথস্থিত হইয়া অনুপম অতিদীর্ঘ অষ্টভুজযুক্ত দেহে সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ইহা অতিশয়োক্তি। কিরূপ? গৃহীত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হইয়া।১৮

তমায়ান্তং ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী সেই শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া শংখ বাজাইলেন এবং দুঃসহ ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন।১৯

পূরয়া ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। দেবী অসাধারণ ঘণ্টাশব্দে দশদিক্ পরিপূরিত করিলেন। কিরূপ ঘণ্টাদ্বারা? সমস্ত দৈত্যসৈন্যগণের তেজনাশকারী ঘণ্টাদ্বারা।২০

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥২১
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২২
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥২৩
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥২৪

অন্বয়। ততঃ সিংহঃ ত্যাজিত-ইভ-মহামদৈঃ মহানাদৈঃ গগনং গাং তথা দশ উপদিশঃ পূরয়ামাস।২১

ততঃ কালী গগনং সমুৎপত্য ক্ষ্মাম্ করাভ্যাম্ অতাড়য়ৎ। তৎ-নিনাদেন তে প্রাক্-স্বনাঃ তিরোহিতাঃ।২২

শিবদূতী অশিবম্ অট্ট-অট্ট-হাসম্ চকার হ। তৈঃ শব্দৈঃ অসুরাঃ ত্রেসুঃ। শুম্ভঃ পরং কোপং যযৌ।২৩

দুরাত্মন্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি যদা অম্বিকা ব্যাজহার তদা আকাশ সংস্থিতৈঃ দেবৈঃ জয় ইতি অভিহিতং।২৪

শ্লোকার্থ। অনন্তর সিংহ মত্ত হস্তিগণের মদস্রাবনিবারক (ভীতিজনক) মহাগর্জন দ্বারা আকাশ, পৃথিবী ও যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী দশদিক পূর্ণ করিল।২১

অনন্তর কালী উল্লম্ফনে আকাশে উঠিয়া করদ্বয় দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন। সেই তুমুল শব্দে পূর্বোত্থিত সর্ব ধ্বনি তিরোহিত হইল।২২

শিবদূতী শত্রুগণের ভীতিজনক মহা অট্টহাস্য করিলেন। সেই হাস্য-ধ্বনিতে অসুরগণ ত্রস্ত ও শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।২৩

'রে দুষ্ট, থাম্ থাম্' এই রূপ যখন দেবী অম্বিকা শুম্ভকে বলিলেন, তখন আকাশে দেবগণ জয়ধ্বনি করিলেন।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততঃ অনন্তরং সিংহঃ মহানাদৈর্মহা-শব্দৈঃ গগনং পূরয়ামাস। তথাশব্দশ্চার্থে: গাং পৃথিবীঞ্চ, তথা দশ উপদিশঃ সমীপভূতা দশদিশ ইত্যর্থঃ পূরয়ামাস। অত্র শব্দানামতিমহত্ত্বাৎ সর্বত্র ব্যাপ্তা দিক্সাংকর্য্যং জাতমিবেত্যুপশব্দার্থঃ। কীদৃশৈঃ? ত্যাজিতা ইভা হস্তিনো মহামদম্ অতিশয়দানং গর্বং বা যৈঃ সিংহস্তোত্তটনাদশ্রবণাৎ ক্ষরন্মদা অপি করিণ-স্তৎক্ষণমেবাতিভয়ান্নির্মদা বভূবুরিত্যর্থঃ।২১ ততঃ ইতি। ততঃ অনন্তরং কালী গগনং সমুৎপত্য উত্থায় করাভ্যাং ক্ষ্মাং পৃথিবীম্ অতাড়য়ৎ তাড়িতবতী। তন্নিনাদেন করতাড়নজন্যশব্দেন তে প্রাক্স্বনাঃ পূর্বকালীনাঃ শংখাদিধ্বনয়ঃ তিরোহিতাঃ আচ্ছাদিতাঃ কৃতাঃ।২২ অট্টেতি। শিবদূতী অশিবম্ অস্মাস্বাদং ভয়জনকমিতি যাবৎ অট্টাট্টহাসং মহাহাসং চকার, হ স্ফুটম্ অট্ট অট্টেতি শকন্ধ্বা-দেরাকৃতিগণত্বাৎ অকারলুক্। তৈঃ পূর্বোক্তাদিভিঃ শব্দৈঃ অসুরাস্ত্রেসুঃ ত্রাসং প্রাপ্তাঃ ত্রসী উদ্বেগে ধাতুঃ। শুম্ভঃ পরমতিশয়ং কোপং যযৌ প্রাপ্তঃ।২৩ দুরাত্মন্নিতি। রে দুরাত্মন্! দুষ্টস্বভাব, ত্বং তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি অম্বিকা যদা ব্যাজহার উক্তবতী, তদা আকাশস্থৈতৈর্দ্দেবৈঃ জয় জয়যুক্তা ভব উৎকর্ষেণ বর্দ্ধস্ব ইতি অভিহিতম্ উক্তম্ (আশিষি লোট্)।২৪

শ্লোকার্থ। ততঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সিংহ মহাশব্দে অনন্ত গগন পরিপূরিত করিল। তথা শব্দের অর্থ এবং। উক্ত শব্দে পৃথিবী ও নিকটস্থ দশদিক্ পরিপূর্ণ করিল। এখানে শব্দের অতিমহত্ত্ব হেতু সর্বত্র ব্যাপিয়া, সমস্ত দিক (দশ দিক) একাকার হইল। কিরূপ? হস্তিগণের মহামদ, অতিশয় গর্ব যাহাদ্বারা ব্যক্ত হয়। সিংহের অদ্ভুত গর্জন শ্রবণে ভয়ে হস্তীর লালা স্রাব তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়।২১

ততঃ কালী ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অনন্তর কালী গগনে উঠিয়া

হস্তদ্বয়দ্বারা পৃথিবী তাড়িত করিলেন। সেই শব্দ, কর তাড়ন জন্য শব্দদ্বারা সেই পূর্বে নিনাদিত শংখাদিধ্বনি তিরোহিত হইল।২০

অট্টাট্টহাসমশিবং শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যখন শিবদূতী অতিশয় ভয়জনক, অশিব, অশুভ অট্টহাস্য করিলেন। হ স্ফুট, অট্ট অট্ট পদে শকন্ধা-দেরাকৃতিগণ হেতু অকারলুক্ প্রত্যয় হয়। সেই পূর্বশব্দ দ্বারা অসুরগণ ভয় পাইয়াছিল। 'ত্রসী'ধাতু উদ্বেগার্থক। ইহাতে শুম্ভ অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়াছিল।২৩

দুরাত্মং-ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। রে দুরাত্মন্, দুষ্টস্বভাব। যখন অম্বিকা তিষ্ঠ তিষ্ঠ (থাম্ থাম্) বলিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবতাগণ বলিতে লাগিলেন জয়যুক্তা হও, উৎকর্ষে সমৃদ্ধা হও। (আশীর্লোট)।২৪

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥২৫
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥২৬
শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎ প্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭
ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৮

অন্বয়। শুম্ভেন আগত্য জ্বালা-অতি-ভীষণা যা শক্তিঃ মুক্তা বহ্নি-কূট আভা সা আয়ান্তী মহোল্কয়া নিরস্তা।২৫

অবনী-পতে শুম্ভস্য সিংহ নাদেন লোক ত্রয় অন্তরং ব্যাপ্তং। ঘোরঃ নির্ঘাত-নিঃস্বনঃ জিতবান্।২৬

দেবী শুম্ভ-মুক্তান্ শত-শঃ সহস্রশঃ শরান্ উগ্রৈঃ স্ব-শরৈ চিচ্ছেদ। অথ শুম্ভঃ তৎ-প্রহিতান্ শরান্।২৭

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা তম্ শূলেন অভিজঘান। সঃ তদা অভিহতঃ মূর্চ্ছিতঃ ভূমৌ নিপপাত হ।২৮

শ্লোকার্থ। শুম্ভ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া অতি ভীষণ শিখাযুক্ত ও অগ্নিরাশি তুল্য তেজোময় যে শক্ত্যস্ত্র নিক্ষেপ করিল, তাহা আসিতে আসিতে দেবীর মহোল্কা নামক উল্কাতুল্য-অগ্নিবর্ষী শক্ত্যস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হইল।২৫

হে রাজা সুরথ, শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবনের মধ্যস্থল (ভুবর্লোক) কম্পিত হইল। অকস্মাৎ ঘোর বজ্রধ্বনি শুম্ভের সেই হুঙ্কার শব্দকে অভিভূত করিল।২৬

শুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শতশত, সহস্র সহস্র শর দেবী স্বীয় ভীষণ শর সমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন এবং শুম্ভও দেবী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগণিত শর স্বীয় বাণে ছিন্ন করিল।২৭

তৎপর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শুম্ভকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। তখন সে আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল।২৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অত্রান্তরে আকস্মিকবিধিচেষ্টিতমাহ শুম্ভেনেতি। শুম্ভেন আগত্য যা শক্তিরস্ত্রবিশেষো মুক্তা ক্ষিপ্তা, সা আয়ান্তী আগচ্ছন্তী মহোল্কয়া আকস্মিক্যা নিরস্তা পথি ভগ্নেতি যাবৎ। কীদৃশী? জ্বালাভিঃ শিখাভিঃ অতিভীষণা অতিভয়দাত্রী। বহ্নিকূটোৎথগ্নিরাশিঃ তদ্বদাভা যস্যাঃ।২৫ সিংহেতি। শুম্ভস্য সিংহনাদেন সাটোপবীরধ্বনিনা লোকত্রয়ান্তরং ত্রিলোক্যা অন্তরালং ব্যাপ্তং পূরিতম্। ঘোরোঽতিভয়ানকো নির্ঘাতনিস্বনঃ নির্ঘাতশব্দো জিতবান্ জিতঃ কর্মণি ক্তবতুরার্ষঃ; যদ্যপি কর্ত্তর্য্যেব ক্তবতুবিধানং দৃশ্যতে তথাপি বাহুল্যাৎ ক্বচিৎ কর্মণি চ দৃশ্যতে, তথাচ ভারবিঃ "নীরন্ধ্রে গমিতবতী ক্ষয়ং পূর্বৎকৈর্ভূতানামধিপতিনা শিলাবিতানে" ইতি, গদসিংহেনাপি তত্রৈব ব্যাখ্যাতং; কিন্তু ময়া তত্র সিদ্ধান্তান্তরং কল্পিতং। যদ্বা তদানীমেব জাতো ঘোরো নির্ঘাতধ্বনিঃ জিতবান্ শুম্ভস্য সিংনাদধ্বনিমভিভূতবান্ আকস্মিকোল্কয়া শক্তির্নিরাকৃতা, ইদমপি তথা অন্তরীক্ষস্থদেবতানির্মিতমদ্ভুতং বিঘ্নজনকং জ্ঞেয়ম্; অলমিতি পক্ষান্তরৈঃ।২৬ শুম্ভেতি। দেবী উগ্রৈরতিদুঃসহৈঃ স্বশরৈঃ শুম্ভমুক্তান্ শতশঃ সহস্রশশ্চ শরাংশ্চিচ্ছেদ শুম্ভশ্চ তৎপ্রহিতান্ তয়া দেব্যা ক্ষিপ্তান্ শতশঃ সহস্রশশ্চ শরাংশ্চিচ্ছেদ।২৭। তত ইতি। ততঃ তদনন্তরং সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা সতী শূলেন তং শুম্ভম্ অভিজঘান। স শুম্ভঃ তদা অভিহতঃ সন্ ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত। হ হে সুরথ।২৮

টীকার্থ। শুম্ভেনাগত্য শ্লোকে আকস্মিক বিধি চেষ্টা ব্যাখ্যাত হইতেছে। শুম্ভ আসিয়া যে শক্তিনামক অস্ত্রবিশেষ ক্ষেপণ করিল, তাহা আসিতে আসিতে অকস্মাৎ বিধি বশে পথে ভগ্ন হইয়া গেল। কিরূপ শক্তি? যাহা অতিভয়দাত্রী। শিখাযুক্ত অগ্নিস্রাবী।২৫

সিংহনাদেন ইতি শ্লোকে শুম্ভকৃত সিংহধ্বনিতুল্য ভীমনাদ ত্রিলোক ব্যাপিয়া পরিপূর্ণ হইল। অতি ভয়ানক বজ্রধ্বনি ঐ সিংহানাদকে জয় করিল। এখানে

কর্মে ক্ত বতু প্রত্যয় আর্ষ। যদিও কর্তাতেই ক্ত বতু বিধান দেখা যায়, তথাপি বাহুল্যহেতু কখনও কখনও কর্মেও প্রয়োগ হয়। তথাচ ভারবি-কাব্যে ছিদ্রহীন শিলাক্ষেত্রে গমনকারিণী ক্ষয়প্রাপ্তা নারীগণের অধিপতিদ্বারা, ইহা গদসিংহদ্বারা ব্যাখ্যাত। তথায় মৎকর্তৃক অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণীয়। অথবা সেই সময়েই জাত অতিভীষণ বজ্রধ্বনি তাহা জয় করিল, শুম্ভের সিংহনাদকে অভিভূত করিল। যেমন আকস্মিক উল্কাপাতদ্বারা শক্তি অস্ত্র পরাভূত হয়, তদ্রূপ ইহাও আকাশস্থ দেবগণকর্তৃক বিসৃষ্ট বিঘ্নজনক অদ্ভুতধ্বনি বুঝিতে হইবে। অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।২৬

শুম্ভেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী অতি দুঃসহ নিজ বাণদ্বারা শুম্ভকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শতশত হাজার হাজার শর সংছিন্ন করিলেন এবং শুম্ভ সেই দেবীকর্তৃক নিক্ষিপ্ত শতশত হাজার হাজার বাণ ছেদন করিলেন।২৭

ততঃ সা চণ্ডিকা ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। তদনন্তর সেই চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শূলদ্বারা সেই শুম্ভকে আঘাত করিলেন। তখন সেই শুম্ভ আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। 'হ' অর্থে হে সুরথ।২৮

ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৯
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥৩০
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥৩১
ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৩২

অন্বয়। ততঃ নিশুম্ভঃ চেতনাম্ সংপ্রাপ্য আত্ত-কার্মুকঃ দেবীং কালীং তথা কেশরিণং শরৈঃ আজঘান।২৯

পুনঃ চ দনু-জ-ঈশ্বরঃ দিতি-জঃ বাহূনাম্ অযুতম্ কৃত্বা চণ্ডিকাম্ চক্র-আয়ুধেন ছাদয়ামাস।৩০

ততঃ দুর্গ-আর্তি-নাশিনী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা তানি চক্রাণি তান্ চ সায়কান্ স্ব-শরৈঃ চিচ্ছেদ।৩১

ততঃ নিশুম্ভঃ দৈত্য-সেনা-সমাবৃতঃ বেগেন গদাম্ আদায় চণ্ডিকাম্ বৈ হন্তুম্ অভ্যধাবত ।৩২

শ্লোকার্থ। অনন্তর নিশুম্ভ সংজ্ঞা লাভপূর্বক ধনু হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ শরদ্বারা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল ।২৯

পুনরায় দানবেশ্বর দিতিসুত নিশুম্ভ দশ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া চণ্ডিকাকে চক্রাস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিল ।৩০

তদনন্তর বিপন্ন জনের দুস্তরভয়হারিণী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া নিশুম্ভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সকল চক্র ও বাণ স্বীয় বাণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন ।৩১

তৎপর নিশুম্ভ দৈত্যসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে গদা লইয়া চণ্ডিকাকে বধ করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ।৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততঃ অনন্তরং নিশুম্ভশ্চেতনাং সংপ্রাপ্য আত্তকার্মুকো গৃহীতচাপঃ সন্ শরৈর্দেবীং, কৌষিকীং কালীং চামুণ্ডাং চ তথা কেশরিণং সিংহম্ আজঘান ।২৯ পুনশ্চেতি। পুনশ্চ পুনরপি দিতিজো নিশুম্ভঃ বাহূনাম্ অযুতং দশসহস্রাণি কৃত্বা চক্রায়ুধেন চক্রাণি চ আয়ুধানি বাণাশ্চ তৎ চক্রায়ুধম্ তেন "অপ্রাণিদ্রব্যজাতিরনিয়তদ্রব্যত্বে" ইতি ক্লীবত্বৈকত্বে ; অতএব বক্ষ্যতি "চক্রাণি সায়কাংশ্চে"তি চণ্ডিকাং ছাদয়ামাস চক্রাখ্যশস্ত্রেণেতি বিদ্যাবিনোদঃ। স কীদৃক্? দনুজেশ্বরঃ দানবানামধিপঃ "দিতিঃ স্যাৎ খণ্ডনে দনৌ" ইতি বিশ্বঃ। দনুঃ কশ্যপপত্নী "অদিতির্দনুঃ কাষ্ঠে"ত্যাদি শ্রীভাগবতোক্তেঃ ।৩০ তত ইতি। ততঃ অনন্তরং ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী স্বশরৈঃ নিজবাণৈঃ তানি চক্রাণি তান্ সায়কাংশ্চ চিচ্ছেদ সায়কৈরবসায়কৈরিতি যমকদর্শনাৎ সায়কো দন্ত্যাদিঃ। কীদৃশী? দুর্গা দুর্গমা দুরতিক্রমেতি যাবৎ। দুর্গার্ত্তিনাশনী দুর্গঃ সংকটম্ আর্ত্তিঃ পীড়া, যদ্বা দুর্গে সংকটে যা আর্ত্তিঃ তাং নাশয়তীতি ণ্যন্তাৎ ণিনট্। এতেন যা অন্যেষাং দুর্গার্ত্তিং নাশয়তি, সা নিজশস্ত্রপীড়াং নাশয়িষ্যতীতি কিং চিত্রমিত্যুক্তং ভবতি ।৩১ তত ইতি। ততঃ অনন্তরং নিশুম্ভো গদাম্ আদায় গৃহীত্বা চণ্ডিকাং হন্তুং বেগেনাভ্যধাবৎ। কীদৃক্? দৈত্যসেনয়া সমাবৃতো বেষ্টিতঃ ।৩২

টীকার্থ। ততো নিশুম্ভঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া ধনুক ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শরদ্বারা দেবী কৌষিকী, কালী, চামুণ্ডা এবং কেশরী সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল ।২৯

পুনশ্চ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। পুনরায় দিতিপুত্র নিশুম্ভ দশসহস্র

বাহু বিস্তার করিল চক্রই আয়ুধ, বাণ তাহা চক্রায়ুধ। তদ্রূপ চক্রাস্ত্রদ্বারা চণ্ডিকা নিশুম্ভের বাহুসমূহ ছেদন করিলেন। অপ্রাণিবাচক দ্রব্য, জাতি ও অনিয়তদ্রব্য ক্লীবলিঙ্গে একবচন হয়। অতএব বলিতেছেন চক্র ও সায়ক অর্থে বাণ। টীকাকার বিদ্যাবিনোদের মতে চক্রায়ুধ অর্থে চক্রনামক শস্ত্র। নিশুম্ভ কিরূপ? দানবগণের অধিপতি। বিশ্বকোষ মতে দিতির অর্থ দনু ও খণ্ডন হইবে। দনু কশ্যপের পত্নী। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, অদিতি ও দনু কশ্যপের দুই পত্নী।৩০

ততো ভগবতী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর ভগবতী, অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী দেবী নিজ বাণদ্বারা সকল চক্র ও বাণ ছেদন করিলেন। সায়ক ও অতিসায়ক প্রায়শঃ একত্র ব্যবহারহেতু 'সায়ক' পদে স-কার ব্যবহৃত। দেবী কিরূপ? দুর্গা দুর্গমা বা দুরতিক্রম্যা। দুর্গতের আর্তিনাশিনী দুর্গা। দুর্গ অর্থে সংকট, আর্তি, পীড়া। অথবা দুর্গে, সংকটে যে আর্তি তাহা যিনি নাশ করেন, তিনি দুর্গা। শ্যস্তাৎ শুনট্। ইহাদ্বারা যিনি অন্যের দুর্গতি নাশ করেন, তিনি নিজ শত্রু-পীড়াকে নাশ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কি? ৩

ততো নিশুম্ভো ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর নিশুম্ভ গদা গ্রহণ পূর্বক চণ্ডিকাকে হত্যা করিবার জন্য দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইল। কিরূপ? সেই নিশুম্ভ দৈত্যসৈন্য দ্বারা বেষ্টিত।৩২

তস্যাপততঃ এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৩৩
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥৩৪
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৩৫
তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ ভুবি ॥৩৬

অন্বয়। চণ্ডিকা আপততঃ এব তস্য গদাং শিত-ধারেণ খড়্গেন আশু চিচ্ছেদ। সঃ চ শূলং সমাদদে।৩৩

চণ্ডিকা শূলং-হস্তং সমায়ান্তং অমর-অর্দনম্ নিশুম্ভম্ বেগ-আবিদ্ধেন শূলেন হৃদি বিব্যাধ।৩৪

শূলেন ভিন্নস্য তস্য হৃদয়াৎ অপরঃ মহাবলঃ মহাবীর্যঃ পুরুষঃ তিষ্ঠ ইতি বদন্ নিঃসৃতঃ ।৩৫

ততঃ দেবী স্বন-বৎ প্রহস্য নিষ্ক্রামতঃ তস্য শিরঃ খড়্গেন চিচ্ছেদ। ততঃ অসৌ ভুবি অপতৎ ।৩৬

শ্লোকার্থ। স্ব-মস্তকে পতিতপ্রায় নিশুম্ভের গদাটি চণ্ডিকা শীঘ্রই তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন এবং নিশুম্ভ শূল গ্রহণ করিল ।৩৩

তখন চণ্ডিকা অতিবেগে ঘূর্ণিত স্বীয় শূল দ্বারা শূলহস্তে আগমনকারী দেবশত্রু নিশুম্ভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন ।৩৪

নিশুম্ভের শূলবিদ্ধ হৃদয় হইতে মহাবল মহোৎসাহী অপর এক অসুর 'থাম', 'থাম' বলিতে বলিতে বহির্গত হইল ।৩৫

তখন দেবী অট্টহাস্য করিয়া নিশুম্ভের হৃদয় নিঃসৃত সেই অসুরের মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। সে ইহাতে ভূপতিত হইল ।৩৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্যেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রম্ আপতত আগচ্ছ-তস্তস্য গদাং শিতধারেণ তীক্ষ্ণেণ খড়্গেন চিচ্ছেদ। অনন্তরং স চ নিশুম্ভোঽপি শূলং সমাদদে গৃহীতবান্ ।৩৩ শূলেতি। চণ্ডিকা শূলহস্তং সমায়ান্তম্ আগচ্ছন্তং নিশুম্ভম্ অমরার্দ্দনং দৈত্যং বেগাবিদ্ধেন অত্যন্তভ্রমিতেন শূলেন হৃদি বক্ষসি বিব্যাধ ।৩৪ ভিন্নস্যেতি। শূলেন ভিন্নস্য তস্য নিশুম্ভস্য হৃদয়াৎ অপরঃ অন্যঃ পুরুষো নিঃসৃতঃ বিনিষ্ক্রান্তবান্। কিং কুর্বন্? তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তর্জনাবচনং বদন্। কীদৃক্? মহাবলঃ অতিশক্তিঃ; মহাবীর্য্যোঽত্যুৎসাহযুক্তঃ ।৩৫ তস্যেতি। ততোঽনন্তরং দেবী নিষ্ক্রামতস্তস্য পুরুষস্য শিরঃ স্বনবৎ সশব্দং যথা স্যাৎ তথা প্রহস্য খড়্গেন চিচ্ছেদ। ততশ্ছেদনানন্তরম্ অসৌ পুরুষো ভুবি অপতৎ ।৩৬

টীকার্থ। তস্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। চণ্ডিকা শীঘ্রই আগমনোদ্যত গদাকে শিতধার তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। অনন্তর সেই নিশুম্ভও শূল গ্রহণ করিল ।৩৩

শূলেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শূলহস্তে নিশুম্ভকে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবপীড়ক দৈত্যকে অতিবেগে বিঘূর্ণিত শূলদ্বারা তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিলেন ।৩৪

ভিন্নস্যেতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। সেই শূলবিদ্ধ নিশুম্ভের হৃদয় হইতে অন্য এক পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইল। কি করিতে করিতে? তিষ্ঠ তিষ্ঠ

(থাম থাম) এই তর্জনবাক্য বলিতে বলিতে। সেই পুরুষ কিরূপ ? মহাবল ও অতি উৎসাহযুক্ত।৩৫

তস্তেতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অতঃপর দেবী সেই বিনিষ্ক্রান্ত পুরুষের শির অট্টহাস্য[১০২] সহকারে খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। শির ছিন্ন হইলে সেই পুরুষ ভূমিতে পতিত হইল।৩৬

টিপ্পনী। ১০২ 'মায়া সর্বাপি মন্ময়ী'—সমুদয় মায়া আমা হইতে উৎপন্না। মন্ময়ী (মদাশ্রিতা) মায়া অবলম্বন করিয়া অসুর আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া চণ্ডিকা অসুরকে বিনাশ করিলেন। মহামায়ার শরণাগতি ব্যতীত মায়া-মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। কোন শক্তি দ্বারা মহামায়াকে পরাভূত করা যায় না। —শান্তনবী টীকা।

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৩৭
কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ ॥৩৮
মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥৩৯
খণ্ডং খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাঽপরে ॥৪০
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। ততঃ সিংহঃ উগ্র-দংষ্ট্রা-ক্ষুণ্ণ-শিরঃ-ধরান্ তান্ অসুরান্ চখাদ তথা কালী তথা শিবদূতী অপরান্।৩৭

ক-চিৎ মহাসুরাঃ কৌমারী-শক্তি-নির্ভিন্নাঃ নেশুঃ। অন্যে ব্রহ্মাণী মন্ত্র-পূতেন তোয়েন নিরাকৃতাঃ।৩৮

অপরে মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন ভিন্নাঃ তথা কে-চিৎ বারাহী-তুণ্ড-ঘাতেন চূর্ণীকৃতাঃ ভুবি পেতুঃ।৩৯

দানবাঃ বৈষ্ণব্যা চক্রেণ খণ্ডং খণ্ডং চ কৃতাঃ চ তথা অপরে ঐন্দ্রী-হস্ত-অগ্র বিমুক্তেন বজ্রেণ ।৪০

কে-চিৎ অসুরাঃ বিনেশুঃ। মহা-আহবাৎ কে-চিৎ নষ্টাঃ। অপরে চ কালী-শিবদূত-মৃগ-অধিপৈঃ ভক্ষিতাঃ ।৪১

শ্লোকার্থ। তখন সিংহ সেই অসুরগণের গ্রীবা (ঘাড়) উগ্রদন্ত দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিল এবং কালী ও শিবদূতী অন্যান্য অসুরগণকে নিধন করিলেন ।৩৭

কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইল। অপর কেহ কেহ ব্রহ্মাণীর প্রণবপূত জলদ্বারা দূরীকৃত হইল ।৩৮

অপর অনেকে মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং অন্যান্য সকলে বারাহীর মুখাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।৩৯

বৈষ্ণবী চক্রের দ্বারা দৈত্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং সেইরূপে ঐন্দ্রী অঙ্গুলি নিক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা অন্যান্য অসুরকেও খণ্ড খণ্ড করিলেন ।৪০

এই মহাযুদ্ধে কোন কোন অসুর নিহত হইল ও কেহ কেহ পলায়ন করিল। অন্যান্য সকলকে কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ সিংহ ভক্ষণ করিলেন ।৪১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।—তত ইতি। ততঃ অনন্তরং সিংহঃ উগ্রদংষ্ট্রাভিঃ ক্ষুণ্ণা চূর্ণিতা শিরোধরা গ্রীবা যেষাং তথা কৃত্বা অসুরাংশ্চখাদ। তথা কালী চ অপরান্ চখাদ। শিবদূতী চ অপরাংশ্চখাদ ।৩৭ কৌমারীতি। কেচিন্মহাসুরাঃ কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কৌমার্য্যাঃ শক্ত্যা বিদারিতাঃ সন্তঃ নেশুঃ নষ্টাঃ। অন্যে ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন ব্রহ্মাণ্যা অভিচারিকমন্ত্রেণ সংস্কৃতেন তোয়েন নিরাকৃতাঃ নিরস্তাঃ সন্তো নেশুঃ ।৩৮ মাহেশ্বরীতি। তথা অপরে মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্না বিদীর্ণাঃ সন্তঃ পেতুঃ। কেচিদসুরা বারাহীতুণ্ডঘাতেন বারাহ্যাঃ প্রোথ-প্রহারেণ চূর্ণীকৃতাঃ সন্তো ভুবি পেতুঃ ।৩৯ খণ্ডেতি। বৈষ্ণব্যা চক্রেণ দানবাঃ খণ্ড খণ্ডং যথা ভবতি তথা কৃতাঃ। তথা ঐন্দ্রীচ হস্তাগ্রবিমুক্তেন ঐন্দ্র্যা হস্তাগ্রেণ ক্ষিপ্রেন বজ্রেণ চ অপরে খণ্ড খণ্ডং কৃতা ইত্যর্থঃ (খণ্ডখণ্ডমিতি গুণঃ সাদৃশ্যে সমাসবচ্চে" তি দ্বিত্বং, সমাসবত্ত্বাদ্বিভক্তিলুক্ চ) ।৪০ কেচিদিতি। কেচিদসুরা বিনেশুঃ মৃতাঃ; কেচিন্মহাহবাৎ মহাযুদ্ধাৎ নষ্টাঃ পলায়িতাঃ; অপরে কালী শিবদূতী মৃগাধিপৈঃ ভক্ষিতাশ্চ ।৪১ ইতি গয়ঘড় বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং নিশুম্ভবধ ॥

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর উগ্রদন্তদ্বারা

বিদীর্ণ হইয়াছে শিরোধরা, গ্রীবাদেশ যাহাদের, অসুরগণকে সেইরূপ করিয়া সিংহ ভক্ষণ করিল। কালী অন্ত অসুরগণকে ভক্ষণ করিলেন এবং শিবদূতী অপর দৈত্যগণকে ভক্ষণ করিলেন।৩৭

কৌমারী ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি-অস্ত্রদ্বারা বিদারিত হইয়া বিনষ্ট হইল। অন্ত অসুরগণ ব্রহ্মাণীর অস্ত্রদ্বারা অভিচারিত মন্ত্রপূত (প্রণবপূত ১০৩) জলদ্বারা নিরস্ত হইয়া বিনষ্ট হইল।৩৮

মাহেশ্বরীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তখন অপর অসুরগণ মাহেশ্বরীর ত্রিশূলদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোন অসুর বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তুণ্ড অর্থে মুখ।৩৯

খণ্ডেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বৈষ্ণবীর চক্রদ্বারা দানবগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং ঐন্দ্রীর হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রদ্বারা অপর অসুরগণ খণ্ড খণ্ড হইল। খণ্ড খণ্ড পদে গুণসাদৃশ্যে সমাসবৎ দিত্ব প্রয়োগে বিভক্তি লুপ্ত হইয়াছে।৪০

কেচিদিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। কোন কোন অসুর বিনাশপ্রাপ্ত, মৃত হইল। কোন কোন অসুর মহাযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল। অপরগণ কালী, শিবদূতী এবং সিংহকর্তৃক ভক্ষিত হইল।৪১

টিপ্পনী। ১০৩. প্রণব সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রহ্মবাচক। উপনিষদে প্রণব জপের (ওঁ-কারউপাসনার)বহু প্রশংসা আছে। যথা—ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মানম্। মুণ্ডকোপনিষৎ। অর্থাৎ পরমাত্মাকে ওঁকার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করিবে।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবীমাহাত্ম্য

দশম অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্ ।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥২

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী ॥৩

অন্বয় । ঋষিঃ উবাচ, প্রাণ-সম্মিতম্ ভ্রাতরং নিশুম্ভং নিহতং বলং চ এব হন্যমানং দৃষ্ট্বা শুম্ভঃ ক্রুদ্ধঃ বচঃ অব্রবীৎ ।১-২

বল-অবলেপ-দুষ্টে দুর্গে ত্বং গর্বম মা আবহ [যতঃ] অতিমানিনী যা অন্যাসাং বলম্ আশ্রিত্য যুধ্যসে ।৩

শ্লোকার্থ । মেধাঋষি বলিলেন, প্রাণতুল্য প্রিয়ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবলও বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া শুম্ভ ক্রোধভরে বলিল ।১-২

হে বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না । ইহার কারণ, অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি (বল) আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ ।৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা । ঋষিরুবাচ ।১ নিশুম্ভমিতি । শুম্ভঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ বচোঽব্রবীৎ বক্ষ্যমাণমুবাচ উক্তার্থস্যাপি কচিৎ প্রয়োগাৎ বচ ইতি কর্মোপাদানম্ । কিং কৃত্বা ? প্রাণসম্মিতং প্রাণতুল্যং ভ্রাতরং নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা, বলং সৈন্যঞ্চৈব হন্যমানং দৃষ্ট্বা ।২ কিমুবাচেত্যাহ বলেতি । হে দুর্গে, ত্বং গর্বম্ অহং সর্বজিদস্মীতি অহংকারং মা আবহ ন কুরু । গর্বাকরণে হেতুমাহ—হে বলাবলেপদুষ্টে বলং মাতৃগণঃ তস্মাদবলেপো গর্বস্তেন দুষ্টে উদ্ধতে ! যা ত্বম্ অন্যাসাং বলং সামর্থ্যম্ আশ্রিত্য যুধ্যসে । কীদৃশী ? অতিমানিনী অত্যহংকারবতী "অবলেপস্তু গর্বে স্যাৎ লেপনে ভূষণেঽপি চে"তি মেদিনী । পরমার্থস্তু বলযোগাদ্বলং শক্তিমন্তম্ অবলয়তি নিরস্যতীতি বলাবলা, যদ্বা বলম্ আ সম্যগ্ বলতি বর্দ্ধতে অন্তর্তাবিণ্যর্থত্বাৎ বর্দ্ধয়তীতি বলাবলা সর্বান্তর্যামিত্বাৎ ভক্তান্ প্রবলান্ করোতি, অভক্তাংশ্চ নির্বলান্ করোতি, তস্যাঃ

সম্বোধনম্। নন্থ সর্বজনন্থাঃ অনুগ্রহনিগ্রহলক্ষণবৈষম্যমনুচিতমিতি চেত্তত্রাহ, অপদুষ্টে অপগতং দুষ্টং দোষঃ স্বপরভেদরূপঃ যস্থাঃ নিরস্ত-স্বপর-মতিভেদে, তেষাং ভক্ত্যনুসারেণ ফলদাত্রি। তথাচ "সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োঽত্র" ইতি, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি গীতাসু চ। হে দুর্গে, হে দুর্জ্ঞেয়ে মনোবচসোরগোচরে, গর্বম্ ঔদ্ধত্যং মা আবহ অর্থাদ্মাং মা প্রাপয় অন্তর্ভাবিণার্থ-ত্বাৎ, যদুক্তং "সর্বেষামেব ধাতুনাং ণ্যন্তান্তর্ভাব ইষ্যতে। আনুকূল্যাৎ প্রয়োগস্ত স্বেচ্ছয়া ন কথঞ্চনে"তি মন্ত্রকৌমুদ্যাম্; এতেন কৃপয়া সুমতিং দত্ত্বা মামনুগৃহাণ ইত্যুক্তম্। যা ত্বং অস্মাসামপি বলং দেহশক্তিম্ আশ্রিত্য তন্ময়ীভূয় যুধ্যসে সর্বশক্তিরূপত্বাৎ। অতঃ কারণাৎ সা ত্বম্ অতিমানিনী, অতিমানযোগ্যা, কেবলং পূজার্হা ইত্যর্থঃ; অতো ময়া অজ্ঞানাৎ যৎ প্রাগুক্তং তৎ ক্ষন্তব্য-মিত্যভিপ্রায়ঃ। "বলমুপক্রময্য বলযুক্তেঽস্ত্রলিঙ্গং স্ত্রা" দিতি মেদিনী।৩

টীকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন।১

নিশুম্ভমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া বক্ষ্যমান বাক্য বলিল। উক্ত অর্থেরও কোথাও কোথাও 'বা' পদে কর্মোপাদান হয়। কি করিয়া? প্রাণতুল্য প্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যগণ হত হইতেছে দেখিয়া।২

কি বলিল? বলেতি শ্লোকে উহাই উক্ত হইতেছে। হে দুর্গে, তুমি তোমার যে গর্ব 'আমি সর্বজয়ী' এই অহংকার আর করিও না। গর্ব না করিবার হেতু বলা হইতেছে। হে বলাবলেপদুষ্টে, বল, মাতৃগণ তাহা হইতে যে অবলেপ, গর্ব, তাহার দ্বারা দুষ্টা, উদ্ধতা। হে বলগর্বদুর্বিনীতে দুর্গে, তুমি অন্যদের বল, সামর্থ্য আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ। কিরূপ? তিনি অতি অহংকারবতী। মেদিনীকোষ অনুসারে অবলেপ অর্থে গর্ব, লেপন ও ভূষণ। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলযোগ হইতে বল, শক্তিকে নিরস্ত করে যে তাহা বলাবল। অথবা বলকে সম্যক্ বৃদ্ধি করে যে। অন্তর্ভাবিনী অর্থহেতু বৃদ্ধি যাহা ঘটায়, তাহা বলাবল। সর্বভূতের অন্তর্যামিত্বহেতু ভক্তকে প্রবল করেন ও অভক্তকে নির্বল করেন যিনি, তাঁহার সম্বোধনপদ বলাবলে। প্রশ্ন হইতেছে, যখন তিনি সকলের জননী, তখন অনুগ্রহ ও নিগ্রহলক্ষণসূচক বৈষম্য তাঁহার পক্ষে অনুচিত। যদি একথা বল, সেজন্য বলিতেছেন। অপদুষ্টে, অপগত হইয়াছে দুষ্ট, দোষ নিজ ও পর ভেদরূপ মতি যাঁহার, তিনি তাহাদের প্রার্থনা অনুসারে ফলদান করেন। ইহা উক্ত আছে (গীতা ৪।১১) [১০৪], সেবানুরূপ,

আনন্দের বিপর্যয় হয় না। যে যেভাবে আমার প্রপন্ন হয় ইত্যাদি। হে দুর্গে, হে দুর্জ্ঞেয়ে, তুমি মন ও বাক্যের অগোচরা, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিওনা। তুমি আমাকে আশ্রয় কর। অন্তর্ভাবিনী অর্থহেতু যা উক্ত হইয়াছে, সমস্ত ধাতুরূপেই ণ্যভাব আরোপ হয়। মন্ত্র কৌমুদী গ্রন্থে আছে, আনুকূল্যহেতু প্রয়োগের ইচ্ছা দ্বারা কোন ধাতুরূপ হয় না। এইরূপে কৃপা দ্বারা সুমতি প্রদান করিয়া আমাকে অনুগ্রহ করুন ; ইহা উক্ত হইয়াছে। যে তুমি অন্যের দেহশক্তি আশ্রয়পূর্বক তন্ময়ী হইয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহার কারণ তুমি সর্বশক্তিরূপা। এই কারণে সেই তুমি অভিমানিনী, অভিমানযোগ্যা, তুমি কেবল পূজার যোগ্যা। অতএব আমি অজ্ঞানতাবশে যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর, ইহাই অভিপ্রায়। মেদিনীকোষে আছে, বলকে উপক্রম করিয়া বলযুক্ত পদে অন্যলিংগ হইবে।৩

টিপ্পনী। ১০৪. যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁহাকে সেই ফলপ্রদান দ্বারাই অনুগৃহীত করি। হে পার্থ, বর্ণাশ্রমাদিধর্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণ সকলপ্রকারে আমার পথের অনুসরণ করেন। উক্ত মর্মে গীতার ৭।২১-২২ও ৭।২৩ শ্লোকত্রয় দ্রষ্টব্য।

দেব্যুবাচ ।৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥৫
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥৬

দেব্যুবাচ ।৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥৮

অন্বয়। দেবী উবাচ, অত্র জগতি অহম্ এব একা। মম অপরা দ্বিতীয়া কা? দুষ্ট, এতাঃ মদ্‌বিভূতয়ঃ ময়ি এব বিশন্ত্যঃ পশ্য ।৪-৫

ততঃ ব্রহ্মাণী-প্রমুখাঃ তাঃ সমস্তাঃ দেব্যাঃ তস্যা দেব্যাঃ তনৌ লয়ম্ জগ্মুঃ। তদা অম্বিকা একা এব অসৎ ।৬

দেবী উবাচ, ইহ অহং বিভূত্যা বহুভিঃ রূপৈঃ যৎ আস্থিতা তৎ ময়া সংহৃতম। আজৌ একা এব তিষ্ঠামি। স্থিরঃ ভবঃ।৭-৮

শ্লোকার্থ। চণ্ডিকাদেবী বলিলেন, একা মাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? আমিই অদ্বিতীয়া। রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী প্রমুখ এই সকল দেবী আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দেখ, ইহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে।৪-৫

মেধা ঋষি বলিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাণী প্রমুখ অষ্ট-মাতৃকা চণ্ডিকাদেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন (কারণ তাঁহারা আদ্যা শক্তি হইতে অভিন্না)। তখন চণ্ডিকা একাকিনীই রহিলেন।৬

দেবী বলিলেন, এই যুদ্ধে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে (মায়া দ্বারা) আমি যে সকল মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সকল এক্ষণে উপসংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনীই রহিলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।৭-৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেব্যুবাচ। একৈবাহমতি। অহম্ অত্র জগতি একৈব অদ্বিতীয়ৈব। মম অপরা দ্বিতীয়া কা? ন কাপীত্যর্থঃ। এতেন সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতাহমিত্যুক্তম্। হে দুষ্ট হে দুর্বুদ্ধে, পশ্য এতা মদ্বিভূতয়ঃ মমাংশভূতা ময্যেব বিশন্ত্যঃ প্রবিশন্ত্যঃ সন্তি যদ্বা মদ্বিভূতীঃ প্রবিশন্তীঃ পশ্যেতি দ্বিতীয়ায়াং জস্।৪-৫ তত ইতি। ঋষের্বচনমিদম্। ততঃ অনন্তরং তা ব্রহ্মাণীপ্রমুখাঃ সমস্তাঃ দেব্যঃ তস্যা দেব্যাস্তনৌ দেহে লয়ম্ ঐক্যং জগ্মুঃ প্রাপুঃ। তদা সা অম্বিকা কৌষিকী একৈবাসীৎ।৬ দেব্যুবাচ।৭ অহমিতি অহং বিভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ বিভুত্বেন ইহ যুদ্ধে বহুভিঃ রূপৈঃ মূর্ত্তিভিঃ যৎ আস্থিতা যদবস্থানং কৃতবতী ময়া তদবস্থানং সংহৃতং সংক্ষিপ্তং সা অবস্থা দূরীকৃতেত্যর্থঃ। একৈবাহং তিষ্ঠামি। ত্বম্ আজৌ যুদ্ধে স্থিরো ভব।৮

টীকার্থ। দেবী বলিলেন।৪ একৈবাহমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমি এখানে এই জগতে অদ্বিতীয়া, একা১০৫। আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় কে আছে, অর্থাৎ কেহ নাই। ইহাতে দেবীর স্বরূপে সজাতীয় ও বিজাতীয় সর্বভেদ রহিত হইল। রে দুষ্ট, দুর্বুদ্ধে, আমার বিভূতি দেখ, আমার অংশোদ্ভূতা মাতৃগণ আমাতেই বিলীন হইতেছে। অথবা আমায় প্রবিষ্টমান বিভূতি দেখিতেছ। এখানে দ্বিতীয়ায় জস্ প্রত্যয় হইয়াছে।৫

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা মেধামুনির বাক্য। অনন্তর

ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবীগণ, মাতৃগণ১০৬ সেই চণ্ডিকার দেহে লয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই অম্বিকা কৌষিকীদেবী একাই হইলেন।৬

দেবী চণ্ডিকা বলিলেন।৭

অহমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমি বিভূতি, ঐশ্বর্যদ্বারা এই যুদ্ধে বহু মূর্তিরূপে অবস্থিত ছিলাম; আমি সেই অবস্থাকে সংবরণ, দূরীকরণ করিলাম। এখন আমি একাই অবস্থান করিব। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।৮

টিপ্পনী। ১০৫. একা=স্বগত স্বজাতীয় ভেদহীনা। অনুভূয়মান ভেদ বাস্তব নহে। শান্তনবী টীকাতে উদ্ধৃত আছে—

জগতো নাহমন্যা স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপ্যৈক্যাৎ ব্যক্তিরণ্যা ততোহস্তি কা॥
অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতঃ।
দুগ্ধবৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতঃ॥

আমি জগৎ হইতে পৃথক নহি এবং জগৎ মদ্ব্যতিরিক্ত নয়। আমি ও জগৎ শক্তিতঃ অভেদ বলিয়া মদতিরিক্তা দ্বিতীয়া কেহ জগতে নাই। যেমন দধি দুগ্ধময় এবং এক দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎও মন্ময়ী।

১০৬. ডামরতন্ত্রে আছে—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা
বারাহী নারসিংহৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ॥৯

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা—ইহারা অষ্টমাতৃকা।

ঋষিরুবাচ।৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্॥১০
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ সর্বলোকভয়ঙ্করম্॥১১
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎ প্রতিঘাতকর্তৃভিঃ॥১২

অন্বয়। ঋষিঃউবাচ, ততঃ পশ্যতাং সর্ব দেবানাম্ অসুরাণাং চ দেব্যাঃ শুম্ভস্য চ উভয়োঃ দারুণম্ যুদ্ধং প্রববৃতে॥৯-১০

শর-বর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ চ তথা দারুণৈঃ অস্ত্রৈঃ এব ভূয়ঃ তয়োঃ সর্ব-লোক ভয়ঙ্করম্ যুদ্ধম্ অভূৎ ॥১১

অথ অম্বিকা যানি দিব্যানি অস্ত্রাণি শত-শঃ মুমুচে তানি দৈত্য-ইন্দ্রঃ তৎ-প্রতিঘাত-কর্তৃভিঃ বভঞ্জ ॥১২

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, অনন্তর সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের সমক্ষে চণ্ডিকা ও শুম্ভ উভয়ে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ।৯-১০

বাণবৃষ্টি এবং শাণিত শস্ত্র ও দারুণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে আবার ত্রিলোকের ভীতিপ্রদ তুমুল সমর আরম্ভ হইল ।১১

অনন্তর অম্বিকাদেবী যে শত শত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ প্রতিষেধক অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নিক্ষেপপূর্বক তৎ সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিল ।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ঋষিরুবাচ। অতঃপরম্ ঋষিরুবাচেতি ক্বচিৎ সংহিতায়াং দৃশ্যতে, ক্বচিন্ন দৃশ্যতে, চ; কিন্তু টীকাকৃদ্ভির্ন লিখিতম্ ।৯ তত ইতি। ঋষের্বচনমিদম্। ততঃঅনন্তরং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চ উভয়োর্যুদ্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধমিতি যাবৎ প্রববৃতে প্রবৃত্তম্। কীদৃক্? পশ্যতাং সর্বদেবানাম্ অসুরাণাং চ দারুণং ভয়ানকম্ ।১০

শরেতি। ভূয়ঃ পুনরপি তয়োর্যুদ্ধমভূৎ। কীদৃশম্? শরবর্ষৈঃ বাণবর্ষণৈঃ, তথাশব্দশ্চার্থঃ শিতৈঃ শাণিতৈঃ শস্ত্রৈঃ খড়্গাদিভিঃ, অস্ত্রৈঃ শক্ত্যাদিভিঃ কীদৃশৈঃ? দারুণৈঃ ভীষণৈঃ, সর্বলোকানাং ভয়ংকরং ভূয়ঃ প্রচুরং যথা স্যাৎ তথা ভয়ংকরমিতি বা; যদ্বা যুদ্ধবিশেষণং ভূয়োঽতিমহৎ ।১১ দিব্যানীতি। অম্বিকা যানি শতশো দিব্যানি অলৌকিকানি আগ্নেয়াদীনি অস্ত্রাণি মুচে ক্ষিপ্তবতী, অথ অনন্তরং দৈত্যেন্দ্রঃ তানি তৎপ্রতিঘাতকর্তৃভিঃ তেষাং দিব্যাস্ত্রাণাং প্রতিঘাতো নিরাকরণং তৎকারিভিঃ প্রত্যস্ত্রৈরিতি যাবৎ অস্ত্রৈর্বাণাদিভির্বভঞ্জ নিরস্তবান্ ।১২

টীকার্থ। মেধাঋষি বলিলেন। অতঃপর ঋষিরুবাচ ইহা কোন কোন সংহিতায় দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু টীকাকারগণ ইহা উল্লেখ করেন নাই ।৯

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা মেধামুনির বাক্য। অনন্তর দেবী ও শুম্ভ উভয়ের মধ্যে ভয়ংকর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিরূপ? সমাগত দেবগণ ও অসুরগণ ইহা দেখিতে লাগিলেন ।১০

শরেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইল। কিরূপ যুদ্ধ? বাণবর্ষণ, শাণিত খড়্গ এবং শক্তি আদি অস্ত্রদ্বারা। সেগুলি কিরূপ?

সমস্ত লোকের ভয়ংকর, অতি ভীষণ। অত্যন্ত ভয়ংকর অথবা যুদ্ধের বিশেষণ ভূয়, অতি মহান্। যথা ভূয়সী প্রশংসা ।১১

দিব্যানীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অম্বিকা যে শত শত অলৌকিক আগ্নের অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ অনন্তর সেই দিব্য অস্ত্রসমূহকে প্রতিঘাত, নিরাকরণ করিবার জন্য প্রতি অস্ত্র, বাণাদি নিক্ষেপে নিরস্ত করিল ।১২

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥১৩
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১৪
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥১৫
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥১৬

অন্বয়। তেন চ মুক্তানি দিব্যানি অস্ত্রাণি পরমেশ্বরী লীলয়া এব উগ্র হুঙ্কার-উচ্চারণ আদিভিঃ বভঞ্জ ॥১৩

ততঃ সঃ অসুরঃ শর-শতৈঃ দেবীম্ আচ্ছাদয়তঃ চ সা দেবী অপি কুপিতা ইষুভিঃ তৎ ধনুঃ চিচ্ছেদ ॥১৪

অথ তথা ধনুষি ছিন্নে দৈত্য-ইন্দ্রঃ শক্তিম্ আদদে। দেবী অস্য কর-স্থিতাম্ তাম অপি চক্রেণ চিচ্ছেদ ॥১৫

ততঃ দৈত্যানাম্ অধিপ-ঈশ্বরঃ তদা শত-চন্দ্রম্ চ ভানু মৎ খড়্গম্ উপাদায় দেবীম্ অভ্যধাবৎ ।১৬

শ্লোকার্থ। এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র সমূহ পরমেশ্বরী অনায়াসেই উগ্র হুঙ্কারাদি শব্দ দ্বারা ভগ্ন করিলেন ।১৩

অনন্তর সেই অসুর শত শত শর বর্ষণ দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদন করিল এবং সেই দেবীও তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা অসুরের সশর ধনু ছেদন করিলেন ।১৪

অনন্তর উক্ত প্রকারে ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ শুম্ভ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল ; কিন্তু দেবী তাহার হস্তস্থিত সেই শক্তিকেও চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন ।১৫

তখন দৈত্যরাজাধিরাজ শুম্ভ শতচন্দ্রাঙ্কিত ঢাল এবং সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় খড়্গ লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল ।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মুক্তানীতি। দেবী তেন শুম্ভেন মুক্তানি দিব্যাস্ত্রাণি উগ্রহুংকারোচ্চারণাদিভিঃ উদ্ভটক্রোধশব্দোচ্চারণাদিভিঃ লীলয়া অনায়াসেন বভঞ্জ আদিনা ক্রোধদৃষ্ট্যবলোকনাদয়ঃ। সমর্থয়তি বিশেষণেন—যতঃ পরমেশ্বরী সর্বনিয়ন্ত্রী পরমসামর্থ্যশীলা বা।১৩ তত ইতি। ততঃ অনন্তরং সোঽসুরঃ শরশতৈর্বহুভির্বাণৈঃ দেবীম্ আচ্ছাদয়ত (ণিঙন্তাদাত্মনেপদম্) সাপি দেবী কুপিতা সতী ইষুভিঃ বাণৈঃ তৎ তানি শরশতানি ধনুশ্চ চিচ্ছেদ।১৪ ছিন্নে ইতি। অথানন্তরং দৈত্যেন্দ্রঃ শুম্ভঃ ধনুষি ছিন্নে সতি, তথা তেনৈব প্রকারেণ কুপিতঃ সন্নিতি যাবৎ শক্তিম্ আদদে অগ্রহীৎ। দেবী অস্য শুম্ভস্য করস্থিতাং হস্তস্থামেব তামপি শক্তিং চক্রেণ চিচ্ছেদ ছিন্নবতী।১৫ তত ইতি। অনন্তরং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ দৈত্যপতীনামপি শাস্তা শুম্ভঃ যদ্বা হে অধিপ। হে রাজন্! দৈত্যানামীশ্বরঃ শুম্ভঃ খড়্গম্ উপাদায় গৃহীত্বা ভানুমৎ অতিকিরণশালি শতচন্দ্রং শতচন্দ্রাখ্যং ফলকঞ্চ উপাদায় তাং দেবীং তদা অভ্যধাবৎ শতং চন্দ্রাঃ চন্দ্রাকারা মণিময়াশ্চন্দ্রকা যত্র তৎ।১৬

টীকার্থ। মুক্তানীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী সেই শুম্ভকর্তৃক নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহকে অত্যুগ্র হুংকার, উচ্চারণদ্বারা, ক্রোধসূচক উদ্ভটশব্দদ্বারা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ছিলেন। 'আদি' শব্দে ক্রোধদৃষ্টি বা অবলোকন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। ইহা বিশেষণদ্বারা সমর্থিত হইতেছে, যেহেতু চণ্ডিকা পরমেশ্বরী, সর্বনিয়ন্ত্রী, পরমসামর্থ্যশীলা।১৩

তত ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। অনন্তর সেই অসুর শত শত বাণদ্বারা দেবীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ণিঙ্ অন্ত বলিয়া আত্মনেপদ হইয়াছে। চণ্ডীদেবীও কুপিতা হইয়া বাণদ্বারা সেই শত শত শর ও ধনু ১০৭ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।১৪

ছিন্নে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দৈত্যরাজ শুম্ভ ধনু ছিন্ন হইলে পূর্ববৎ কুপিত হইয়া শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিল। দেবী এই শুম্ভের করস্থিত শক্তিকে চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন।১৫

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দৈত্যগণের অধীশ্বর, দৈত্য-পতিগণেরও শাসক শুম্ভ অথবা হে অধিপ, রাজন্, দৈত্যগণের ঈশ্বর শুম্ভ খড়্গ

গ্রহণপূর্বক অতি কিরণশালী শতচন্দ্রনামক ফলক (ঢাল) গ্রহণ করিয়া সেই দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। শত চন্দ্রাকারা, মণিময় চন্দ্র শোভিত।১৬

টিপ্পনী। ১০৭. তৎ-তানি চ তৎ চ ইতি বাক্যে "ক্লীবাক্লীবয়োঃ ক্লীবঃ স চৈকবদ্বা" ইত্যনেন একশেষঃ পাক্ষিকমেকবচনঞ্চ।

তস্যাপততএবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্॥১৭
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥১৮
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥১৯
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥২০

অন্বয়। চণ্ডিকা আশু এব আপততঃ তস্য অর্ক-কর-অমলম্ খড়্গং চর্ম চ ধনুঃ-মুক্তৈঃ শিতৈঃ বাণৈঃ চিচ্ছেদ॥১৭ তদা-হত-অশ্বঃ-ছিন্ন-ধন্বা বি সারথিঃ সঃ দৈত্যঃ অম্বিকা নিধন উদ্যতঃ ঘোরম্ মুদ্গরং জগ্রাহ।১৮

আপততঃ তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ চিচ্ছেদ। তথা অপি সঃ বেগবান্ মুষ্টিম্ উদ্যম্য তাম্ অভ্যধাবৎ।১৯

সঃ দৈত্যপুঙ্গবঃ দেব্যাঃ হৃদয়ে মুষ্টিং পাতয়ামাস চ সা দেবী তম্ অপি তলেন উরসি অতাড়য়ৎ।২০

শ্লোকার্থ। শুম্ভের আগ্রতপ্রায় সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল এবং শাণিত খড়্গ ও ঢাল দেবী চণ্ডিকা ধনুর্মুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন।১৭ তখন অশ্বহীন, ভগ্নধনু ও সারথিশূন্য হইয়া শুম্ভ চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য ভীষণ মুদ্গার গ্রহণ করিল।১৮

অম্বিকা আক্রমণোদ্যত শুম্ভের মুদ্গার নিশিত শর দ্বারা ছেদন করিলেন। তথাপি শুম্ভ মুষ্টি উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল।১৯

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুম্ভ দেবীর হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং দেবীও করতল দ্বারা শুম্ভকে বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তস্যেতি। চণ্ডিকা আশু শীঘ্রম্ আপততঃ

আগচ্ছতঃ তস্য খড়্গং চর্ম চ ধনুর্মুক্তৈর্ধনুষা ক্ষিপ্তৈঃ হস্তক্ষেপ্যশরনিয়াসায় ধনুঃপদং শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ। কীদৃশম্? অর্ককরামলং সূর্য্যকিরণবদতিনির্মলম্ উভয়োর্বিশেষণম্।১৭ হতেতি। যদা তস্মিন্নেবাবসরে স দৈত্যঃ হতাশ্বো হতত্তুরগঃ ছিন্নধন্বা বিগতসারথিশ্চ সন্ এতেন পদাতিরিতি লভ্যতে ঘোরং ভয়ানকং মুদ্গরং লৌহ লগুড়ং জগ্রাহ। কীদৃক্ অম্বিকানিধনায় উদ্যতঃ কৃতোদ্যোগঃ।১৮ চিচ্ছেদিতি। আপততঃ আগচ্ছতস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ চণ্ডিকেতি তৃতীয়শ্লোকাদন্বেতব্যম্। তথাপি অশস্ত্রোঽপি স দৈত্যঃ মুষ্টিম্ উদ্যম্য প্রসার্য্য বেগবান্ সন্ তাং চণ্ডিকাম্ অভ্যধাবৎ "বেগো জবে প্রবাহে চ মহাকালফলেঽপি চে" তি মেদিনী।১৯ বেগবত্তাফলমাহ। স ইতি। স দৈত্যপুঙ্গবঃ দেব্যা হৃদয়ে তাং মুষ্টিং পাতয়ামাস মুষ্ট্যা তাড়িতবানিত্যর্থঃ মুষ্টিঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ। সা দেবী তঞ্চাসুরমপি তলেন তলাঘাতেন চপেটেনেতি যাবৎ উরসি অতাড়য়ৎ।২০

টীকার্থ। তস্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। চণ্ডিকা শীঘ্র তস্তের আগমনকালীন খড়্গ ও চর্ম (ঢাল) কে স্বীয় ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল বাণদ্বারা ছেদন করিলেন। হস্তক্ষেপ্য শর সন্ধানের নিমিত্ত ধনুপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিরূপ ধনু? সূর্যকিরণতুল্য অতি নির্মল, অতি উজ্জ্বল। ইহা উভয় পদের বিশেষণ।১৭

হতেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই দৈত্যের অশ্ব হত, ধনু ছিন্ন এবং সারথি নিহত হইল (ইহাদ্বারা পদাতিকও হত হইয়াছে বুঝিতে হইবে) ভয়ানক লৌহমুদ্গর (মুগুর) গ্রহণ করিল। কিরূপ মুদ্গর? অম্বিকাকে নিধনার্থ উদ্যত মুদ্গর।১৮

চিচ্ছেদিতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। আপততপ্রায়, আগমনকারী মুদ্গরকে চণ্ডিকা শাণিত, তীক্ষ্ণ শরদ্বারা খণ্ডিত করিলেন। ইহা তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। তথাপি শস্ত্রহীন হইয়াও সেই দৈত্য মুষ্টি প্রসারণ করিয়া দেবী চণ্ডিকার প্রতি বেগে ধাবিত হইল। মেদিনীকোষে আছে, বেগ, অর্থে জব, প্রবাহ, মহাকাল ও ফল।১৯

বেগবত্তার ফল স ইতি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। সেই দৈত্যবর দেবীর হৃদয়ে তদীয় মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিল। মুষ্টি স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ দুই-ই হয়। সেই দেবী উক্ত অসুরকেও চপেটাঘাতদ্বারা তাহার বক্ষে প্রহার করিলেন।২০

তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥২১
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥২২
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥২৩
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥২৪

অন্বয়। সঃ দৈত্যরাজঃ তল-প্রহার অভিহতঃ মহীতলে নিপপাত তথা সহসা এব পুনঃ উত্থিতঃ।২১

দেবীং প্রগৃহ্য উচ্চৈঃ উৎপত্য গগনম্ আস্থিতঃ। অত্র অপি সা চণ্ডিকা নিঃ-আধার তেন যুযুধে।২২

তদা দৈত্যঃ চণ্ডিকা চ পরস্পরম্ খে প্রথমং সিদ্ধ-মুনি-বিস্ময়-কারকম্ নিযুদ্ধং চক্রতুঃ।২৩

ততঃ অম্বিকা তেন সহ সুচিরং নিযুদ্ধং কৃত্বা উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস ধরণীতলে চিক্ষেপ।২৪

শ্লোকার্থ। দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবীর চপেটাঘাতে আহত এবং ভূতলে পতিত হইয়া তখনই আবার মহাবেগে উত্থিত হইল।২১

শুম্ভ দেবীকে গ্রহণ করিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদানপূর্বক আকাশে উঠিল। সেখানেও চণ্ডিকা নিরালম্বনা (শূন্যস্থিতা) হইয়া শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২২

তখন আকাশে শুম্ভ ও চণ্ডিকা পরস্পর সিদ্ধগণ ও নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময়জনক অভূতপূর্ব বাহুযুদ্ধ করিলেন।২৩

অনন্তর অম্বিকা শুম্ভের সহিত বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে কন্দুকবৎ শূন্যে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তলেতি। স দৈত্যরাজঃ তল-প্রহারাভিহতঃ সন্ মহীতলে নিপপাত। তথা সহসা তৎক্ষণমেব পুনরুত্থিতঃ।২১ উৎপত্যেতি। দেবীং প্রগৃহ্য উচ্চৈরুৎপত্য ঊর্দ্ধং গত্বা চ গগনম্ আকাশম্ আস্থিতোঽভূদিতি শেষঃ। সা চণ্ডিকা তত্রাপি গগনেঽপি নিরাধারা সতী তেনাসুরেণ সহ

যুযুধে ।২২ নিযুদ্ধমিতি। তদা প্রথমং দৈত্যঃ চণ্ডিকা চ পরস্পরম্ অন্যোহন্যং খে আকাশে নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং চক্রতুঃ। কীদৃশং যুদ্ধম্? সিদ্ধা দেবযোনি-বিশেষাঃ তথাচ "সম্পন্নাষ্টগুণৈশ্বর্য্যঃ সিদ্ধইত্যভিধীয়তে" ইতি। মুনয়ো মননব্যাপারাস্তেষামপি বিস্ময়কারকং বিস্ময়জনকম্। যদ্বা যুদ্ধং কীদৃশম্? প্রথমম্ অতিশ্রেষ্ঠম্, অভূতপূর্বং বা "নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধে স্যা"দিত্যমরঃ ।২৩ ততঃইতি। ততঃ অনন্তরম্ অম্বিকা তেন শুম্ভেন সহ সুচিরং বহুকালং ব্যাপ্য নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং কৃত্বা উৎপাত্য উর্দ্ধীকৃত্য ভ্রাময়ামাস হ্রস্বাভাব আর্ষঃ। ধরণীতলে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবতী চ ।২৪

টীকার্থ। তলেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবীর চপেটাঘাতে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং সহসা, তৎক্ষণাৎ পুনরায় উত্থিত হইল ।২১

উৎপত্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবীকে গ্রহণ করিয়া শুম্ভাসুর উর্দ্ধে গমনপূর্বক আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল। দেবী চণ্ডিকা গগনেই নিরাধারা, আধারশূন্যা হইয়া সেই অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।২২

নিযুদ্ধমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তখন প্রথমে দৈত্য ও চণ্ডিকা পরস্পর একে অন্যের সহিত আকাশে বাহুযুদ্ধ করিয়াছিল। কিরূপ যুদ্ধ? দেবযোনিবিশেষ সিদ্ধগণ, মননরূপ ব্যাপারশীল মুনিগণেরও বিস্ময়কারক হইয়াছিল। কথিত আছে, যোগসিদ্ধির ফলে যোগী অষ্টগুণরূপ ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইলে সিদ্ধনামে অভিহিত হন। অথবা যুদ্ধ কিরূপ? প্রথম, অতিশ্রেষ্ঠ অথবা অভূতপূর্ব। অমরকোষে আছে, বাহুযুদ্ধই যথার্থ যুদ্ধ ।২৩

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর অম্বিকা সেই শুম্ভের সহিত বহুকাল ব্যাপিয়া বাহুযুদ্ধ করিয়া শূন্যে তুলিয়া ভ্রামিত করিতে লাগিলেন (হ্রস্বাভাব আর্ষপ্রয়োগ হেতু) এবং তাহাকে ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন ।২৪

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকা নিধনেচ্ছয়া ॥২৫
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২৬
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্ ॥২৭

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৮

অন্বয়। সঃ দুষ্ট-আত্মা ক্ষিপ্তঃ ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিম্ উদ্যম্য চণ্ডিকা-নিধন ইচ্ছয়া বেগতঃ অভ্যধাবত ।২৫

ততঃ দেবী আয়ান্তং তম্ সর্ব-দৈত্য-জন-ঈশ্বরম্ শূলেন বক্ষসি ভিত্ত্বা জগত্যাং পাতয়ামাস ।২৬

দেবী-শূল-অগ্র-বিক্ষতঃ সঃ গত-অসুঃ স-অবধি-দ্বীপাং স-পর্বতাম সকলাং পৃথ্বীং চালয়ন্ উর্ব্যাং পপাত ।২৭

ততঃ তস্মিন্ দুরাত্মনি হতে অখিলং জগৎ প্রসন্নম্ অতীব স্বাস্থ্যম্ আপ নভঃ চ নির্মলম্ অভবৎ ।২৮

শ্লোকার্থ। দুরাত্মা শুম্ভ ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও পুনরুত্থিত হইয়া মুষ্টি উদ্যত করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ।২৫

অনন্তর দেবী আগমনকারী সেই দৈত্যেশ্বর শুম্ভকে বক্ষঃস্থলে শূলবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ।২৬

শুম্ভ দেবীর শূলাঘাতে নিহত হইয়া সাগর, দ্বীপ ও পর্বতসহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূপতিত হইল ।২৭

দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে নিখিল বিশ্ব অতিশয় প্রসন্ন ও সুস্থ হইল এবং আকাশও নির্মল হইল ।২৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। স ইতি। স শুম্ভঃ ক্ষিপ্তঃ সন ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিম্ উদ্যম্য প্রসার্য্য বেগিতো জাতবেগঃ সন্ চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া চণ্ডিকায়া মারণেচ্ছয়া অভ্যধাবত। সকীদৃক্! দুষ্টাত্মা দুর্বুদ্ধিঃ দুষ্টাপ্যবোধাৎ ।২৫ তমিতি। ততঃ অনন্তরং দেবী আয়ান্তম্ আগচ্ছন্তং তং শুম্ভং শূলেন বক্ষসি ভিত্ত্বা জগত্যাং পাতয়ামাস। কীদৃশম্? সর্বেষাং দৈত্যজনানামীশ্বরম্ ।২৬ স ইতি। স শুম্ভঃ দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ দেব্যা শূলশ্রেষ্ঠেন বিদারিতঃ সন্ উর্ব্যাং ভূমৌ পপাত। কীদৃক্? গতাসুঃ গতপ্রাণঃ ন তু মূর্চ্ছিতত্বাদিনা। কিং কুর্বন্? সকলাং সমগ্রাং পৃথ্বীং চালয়ন্ কম্পয়ন্ আর্ষো হ্রস্বাভাবঃ। যদ্বা চলনং চালঃ তং কুর্বন্, যদ্বা চালয়ন্ স্থানান্তরং প্রাপয়ন্নিবেতি নিরতিশয়চলনমেব পর্য্যবসিতম্। সমগ্রতাং দর্শয়তি—সাব্ধিদ্বীপাং সমুদ্রদ্বীপসহিতাং; সপর্বতাং পর্বতৈঃ সহিতাম্ যদ্বা মণ্ডলভেদচলনে সমগ্রভূমিচলনাভাবদর্শনাত্তদ্বদত্র খণ্ডচলনাভাবায় সকলামিত্যাদি

বিশেষণং, তথা চাদ্ভুতসাগরধৃতভার্গবীয়ং "বিংশতিশতং বায়ব্যে ত্বাগ্নেয়ে নবতিশ্চলেৎ। অশীতিস্তু চলেদৈন্দ্রে সপ্ততির্বারুণে চলেৎ" ইতি, বিংশতিশতাদীনি যোজনানীত্যর্থ ইতি তত্র ব্যাখ্যানাৎ। এতত্তু অনন্তজৃম্ভাজন্যকম্পাদন্যত্র, তত্র সমগ্রচলনোক্তেঃ, তথাচ বৈষ্ণবে "যদা বিজৃম্ভতে দেবো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ। তদা চলতি ভূরেষা সশৈলবনকাননা" ইতি কারণান্তরে কাশ্যপঃ, ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে মহদন্তর্জলবাসিসত্ত্বকৃতম্। ভূভারক্লিন্নদিগ্গজনিশ্বাসসমুদ্ভবং চান্যে ইতি তত্রৈব যোজনভেদঃ।২৭ তত ইতি। ততঃ অনন্তরং তস্মিন্ দুরাত্মনি শুম্ভে হতে মৃতে সতি অখিলং জগৎ প্রসন্নং সৎ প্রহৃষ্টং সৎ অতীব স্বাস্থ্যম্ অবাপ প্রাপ্তবৎ। নভঃ আকাশঞ্চ নির্মলম্ অভবৎ।২৮

টীকার্থ। স ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। ইহাতে সেই শুম্ভ ক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া মুষ্টি প্রসারণপূর্বক দ্রুতবেগে চণ্ডিকাকে নিধনার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। দুষ্টাত্মা, দুষ্টবুদ্ধি। দেবীকে দেখিয়াও বোধ না হওয়ার জন্য সে দুরাত্মা।২৫

তমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর দেবী সেই শুম্ভকে আসিতে দেখিয়া শূলদ্বারা বক্ষ বিদ্ধ করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন। শুম্ভ কিরূপ? সমস্ত দৈত্যজনের ঈশ্বর।২৬

স ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই শুম্ভ দেবীর শূলদ্বারা বিদারিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কিরূপ? গতপ্রায়, মৃতপ্রায়, মূর্চ্ছিত নয়। কি করিতে করিতে? সমগ্র পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে; আর্ষ প্রয়োগ হেতু হ্রস্বাভাব, অথবা যাহা চলে তাহা চাল—তাহা করিতে করিতে; অথবা চালয়ন্ অর্থাৎ স্থানান্তরে পড়িতে পড়িতে, নিরতিশয়, অবিরাম চলনেই পর্যবসিত। সমগ্রতা দেখাইতেছেন—সমুদ্র ও দ্বীপ ও পর্বত সহিত পৃথিবী কম্পিত করিয়া; অথবা সমগ্র ভেদ চলনে, সমগ্রভূমি চলনের অভাবের জন্য সকল ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ হইয়াছে এবং ভার্গবীয় অদ্ভুত সাগর গ্রন্থে উক্ত আছে, বিংশ শতক বায়বীয়তে নব্বই আগ্নেয় চলিবে। আশী ঐন্দ্রে সত্তর বারুণে চলিবে। তথায় ইহা বিংশশতক যোজনরূপে ব্যাখ্যাত; কিন্তু ইহা অনন্তের জৃম্ভণজনিত কম্পনদ্বারা (জৃম্ভণ=হাইতোলা) অন্যত্রও এইরূপ। সমগ্রচলনদ্বারা উক্ত হইয়াছে, আরও বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, যখন দেবগণ মদদ্বারা ঘূর্ণিতলোচন হইয়া হাইতোলেন (জৃম্ভণ করেন) তখন এই পৃথিবী পর্বত, বন ও কাননসহ বিচলিত হয়।২৭

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সেই দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হইলে সমস্ত জগৎ প্রসন্ন হইয়া অতীব সুস্থতা প্রাপ্ত হইল, আকাশও নির্মল হইল।২৮

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥২৯
ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ ॥৩০
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥৩১
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী মাহাত্ম্যে
শুম্ভবধো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। প্রাক্ যে স-উল্কাঃ উৎপাত-মেঘাঃ আসন্ তত্র পাতিতে তে শমং যযুঃ তথা সরিতঃ মার্গ-বাহিন্যঃ আসন্।২৯

ততঃ সর্বে দেবগণাঃ তস্মিন্ নিহতে হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ বভূবুঃ। গন্ধর্বাঃ ললিতং জগুঃ তথা অন্যে এব অবাদয়ন্। অপ্সরোগণাঃ চ ননৃতুঃ।৩০-৩১

তথা পুণ্যাঃ বাতাঃ ববুঃ, দিবা-করঃ সু-প্রভঃ অভূৎ অগ্নয়ঃ চ শান্ত-দিক্-জনিত-স্বনাঃ শান্তাঃ জজ্বলুঃ।৩১-৩২

শ্লোকার্থ। শুম্ভবধের পূর্বে যে সকল উৎপাতসূচক (অশুভকর) মেঘ উল্কাবৃষ্টি (অগ্নিবর্ষণ) করিত ; শুম্ভবিনাশের পর তাহারা শান্তভাব ধারণ করিল এবং নদীসমূহ উৎপথগামিনী না হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল।২৯

অনন্তর শুম্ভ নিহত হইলে দেবতাগণের হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান ধরিলেন ও অন্য সকলে মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিলেন এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন।৩০-৩১

পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য দীপ্তিশালী হইল এবং আহবনীয়াদি যজ্ঞাগ্নি-সকল সর্বদিকে অশুভ শব্দাদি শান্ত করিয়া সৌম্যভাবে জলিয়া উঠিল।৩১-৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। উৎপাতেতি। প্রাক্ পূর্বং যে সোল্কা উল্কাভিঃ সহিতাঃ উৎপাতমেঘা উৎপাতসূচকা মেঘা উৎপাতমেঘাঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ

আসন্ স্থিতাঃ, তস্মিন্ শুম্ভে পাতিতে মারিতে সতি তে শমং শান্তিং সৌম্যরূপং যযুঃ প্রাপ্তবন্তঃ। তথা সরিতঃ নদ্যঃ মার্গবাহিন্যঃ অনুলোমস্রোতসঃ আসন্ জাতাঃ।২৯ তত ইতি। ততঃ অনন্তরং তস্মিন্ শুম্ভে নিহতে সতি সর্বে দেবগণাঃ হর্ষনির্ভরমানসা আনন্দপূর্ণচিত্তাঃ বভূবুঃ। গন্ধর্বাঃ বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ঃ ললিতং মনোহরং যথা ভবতি তথা জগুঃ গীতবন্তঃ।৩০ অবাদয়ন্তেতি। তথা অন্যে কেচিৎ গন্ধর্বা অবাদয়ন্ মৃদঙ্গা দীনিতি শেষঃ। অপ্সরোগণাঃ উর্বশ্যাদয়ঃ ননৃতুঃ নৃত্যবত্যঃ। বাতাঃ পুণ্যাঃ সুখদাঃ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যযুক্তা ববুঃ বান্তি স্ম। দিবাকরঃ সূর্য্যঃ সুপ্রভঃ শোভনকিরণোঽভূৎ শুম্ভভিয়া প্রাঙ্ নিয়মিত-কিরণত্বাৎ।৩১ জজ্বলুরিতি। অগ্নয়ো দক্ষিণাগ্ন্যাদয়ঃ ব্রহ্মশ্চশান্তাঃ কুৎসিত শব্দবামাবর্ত্তার্চ্চিরাদিরহিতাঃ যদ্বা শান্তাঃ ছিন্নশিখত্বাদিরহিতাঃ সন্তো জজ্বলুঃ জ্বলিতবন্তঃ। কিম্ভূতাঃ? শান্তাসু দিক্ষু জনিতঃ স্বনো যৈঃ শুভসূচকদিক্ষু জনিতশব্দাঃ যদ্বা শান্তা শুভসূচকা দিগ্ যেষাং প্রদক্ষিণশিখা ইত্যর্থঃ, জনিতঃ স্বনঃ শুভসূচকশব্দঃ স্ফোটনাদিরহিতো যৈঃ, তে চ তে চেতি; তথাচ বায়ুপুরাণম্ "অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃকাঞ্চনসন্নিভঃ। স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্য সিদ্ধয়ে।" অশুভলক্ষণং ব্রহ্মপুরাণে "অল্পে রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে। কৃষ্ণার্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্।" ফুৎকারবতি পাবকে ইতি, এতদ্দোষরহিতাঃ। যদ্বা শান্তদিক্ যথা স্যাত্তথা জনিতস্বনাঃ। পাঠান্তরমমূলকত্বাদ্ধেয়ম।৩২ ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং শুম্ভবধঃ।*

টীকার্থ। উৎপাতেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রথমে যে উল্কাদি সহিত উৎপাতসূচক মেঘমালা ছিল, সেই শুম্ভ নিহত হইলে উহারা শান্তি, সৌম্যরূপ ধারণ করিল এবং নদীসমূহ অনুলোম স্রোতে নিম্নমুখে বহিতে লাগিল।২৯

তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সেই শুম্ভ নিহত হইলে সমস্ত দেবতার চিত্ত আনন্দপূর্ণ হইয়াছিল। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মনোহর গান করিতে লাগিলেন এবং অন্য কোন কোন গন্ধর্ব মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন। উর্বশীপ্রমুখ অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। বায়ুসমূহ সুখদা অর্থে শৈত্য, সৌগন্ধ ও মান্দ্যযুক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্যদেব সুপ্রভ, শোভন কিরণযুক্ত হইলেন। শুম্ভের ভয়ে তিনি পূর্বে নিয়মিত কিরণ বিস্তার করিতেন।৩০-৩১

জজলুরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। যজ্ঞীয় অগ্নিসমূহ শান্ত হইল। দক্ষিণাদি অগ্নিত্রয়* (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি) শান্ত হইল। অর্চিরাদিরহিৎ কুৎসিত্ শব্দকারী বামাবর্ত্ত অগ্নিও শান্ত হইল এবং বিচ্ছিন্ন শিখাশূন্য হইয়া জ্বলিতে লাগিল। কিরূপ? শুভসূচক দিক্‌সমূহে[১০৮] শব্দ জন্মাইয়াছিল। অথবা শান্ত, শুভসূচক দিক্ যাহাদের, প্রদক্ষিণ শিখা, জনিতঃ স্বনঃ, শুভসূচক শব্দ—স্ফোটনাদিরহিত যাহাদের দ্বারা, তৎসমুদয়। বায়ুপুরাণে উক্ত আছে, শিখাযুক্ত পিণ্ডিত শিখা (ঘনশিখা) ঘৃতযুক্ত, স্বর্ণসদৃশ স্নিগ্ধ দক্ষিণাবর্তশিখা এইগুলি যজ্ঞাগ্নিতে থাকিলে কার্যসিদ্ধি হয়। উহার অশুভ-লক্ষণ ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, অল্প, রুক্ষ, স্ফুলিঙ্গযুক্ত বামাবর্ত্ত, ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ-শিখা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত যজ্ঞাগ্নি পৃথিবীকে লেহন করে। এই সমস্ত দোষ মুক্ত হইল। অথবা যেমন শান্ত দিক্‌সমূহে শব্দ বিস্তার করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।৩২

টিপ্পনী। *প্রধানতঃ অগ্নি ত্রিবিধ—দক্ষিণাগ্নি, আহবনায় অগ্নি ও গার্হপত্য অগ্নি।

(ক) দক্ষিণাগ্নি—যজ্ঞাগ্নিবিশেষ—ইতি অমরকোষঃ। দক্ষিণস্যা দিশোঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নি—ইতি ভরতঃ। বরাহপুরাণে দক্ষিণাগ্নির নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদত্ত। —দত্তাস্য দক্ষিণাস্বাদৌ ভৃগুর্ভ্‌ত্বা যতোঽম্বরান্। নয়তে দক্ষিণাভাগং দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ॥

(খ) গার্হপত্যাদুদ্ধৃত্য হোমার্থং যঃ সংক্রিয়তে সঃ আহবনীয় অগ্নিঃ—হু + আনীয়, ঢে।

(গ) গার্হপত্য অগ্নিঃ যজ্ঞীয়াগ্নিবিশেষঃ। গৃহপতি গৃহস্বামী তেন নিত্য-সম্বদ্ধঃ। গৃহপতি+ষ্ণ্য। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যহ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইত।

টিপ্পনী। ১০৮. চতুর্ধরী ও দংশোদ্ধার টীকায় উদ্ধৃত বরাহমিহির বাক্য—অঙ্গারিণী দিগ্ রবিণা প্রযুক্তা যস্তাং রবিস্তিষ্ঠতি স সদীপ্তা। প্রধূপিতা যাস্তাতি যাং দিনেশঃ শেষাস্তু শান্তাঃ শুভদাশ্চ তাঃ স্যুঃ॥

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার দশম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

দেবীপুরাণে নিম্নোক্ত দেবী বাহন সিংহধ্যান প্রদত্ত।

গ্রীবায়াং মধুসূদনোঽস্য শিরসি, শ্রীনীলকণ্ঠঃ স্থিতঃ
শ্রীদেবী গিরিজা ললাট ফলকে, বক্ষঃ স্থলে শারদা।
ষড়্ বক্ত্রো মনিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ
কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ স ভগবান্, সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ ॥১
যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং, দন্তেষু যস্য স্থিতং
জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতরিয়ং, শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা।
গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং, সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে
বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান্, সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ ॥২
গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি
প্রোচা নির্ঘৃণতা তমোঽস্য তু মহাক্রৌর্যৈঃ সমাঃ পূতনাঃ।
প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং, যস্যাস্য্যে পানাত্মকং
রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা, তে স্যুঃরবে রশ্ময় ॥৩

একাদশ অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্ ।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাস্তু বিকাসিতাশাঃ ।২

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ।৩

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ।।৪

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ, তত্র মহা-অসুর-ইন্দ্রে দেব্যা হতে বহ্নি-পুরঃ-গমাঃ স-ইন্দ্রাঃ সুরাঃ ইষ্ট-লম্ভাৎ তু বিকাসিবক্ত্রাঃ বিকাসিত আশাঃ তাম্ কাত্যায়নীং তুষ্টুবুঃ ।১-২

দেবি, প্রপন্ন-আর্তি-হরে প্রসীদ। অখিলস্য জগতঃ মাতঃ প্রসীদ। বিশ্ব ঈশ্বরি প্রসীদ। বিশ্বং পাহি। দেবি, ত্বম্ চর-অচরস্য ঈশ্বরী ।৩

অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে, ত্বম্ একা জগতঃ আধারভূতা যতঃ মহীস্বরূপেণ স্থিতা অসি, অপাং স্বরূপ-স্থিতয়া ত্বয়া এতৎ কৃৎস্নম্ আপ্যায্যতে ।৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, সেই যুদ্ধে দেবীকর্তৃক অসুরাধিপতি শুম্ভ নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভাদিবধরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় প্রফুল্লবদনে সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন ।১-২

হে ভক্ত দুঃখ হারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হউন। হে নিখিল বিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্ব পালন করুন। হে দেবী, আপনি চরাচর জগতের অধিশ্বরী।৩

হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলিয়া একাকিনীই জগতের আশ্রয়-স্বরূপা। আপনিই জলরূপে অবস্থিতা হইয়া এই সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করিতেছেন।৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। যদঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বমকরন্দ-গুণলব্ধয়ে। ভজন্তি সন্ততং সন্ত-স্তাং বন্দে জগদীশ্বরীম।

অথ নিঃশেষবিনাশিতাশেষশত্রূণাং দেবানাং নির্ভরহর্ষবিলসিত শ্রীচণ্ডিকা-ভক্ত্যুদ্রেকমাহ। ঋষিরুবাচ।১ দেব্যেতি। তত্র তস্মিন্ মহাসুরেন্দ্রে শুম্ভে দেব্যা হতে সতি সেন্দ্রাঃ ইন্দ্রসহিতাঃ সুরাঃ তাং কাত্যায়নীং তুষ্টুবুঃ স্তবন্তঃ কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভূতত্বাৎ কাত্যায়নী। কীদৃশাঃ? বহ্নিপুরোগমাঃ বহ্নি পুরোগমঃ অগ্রতো যেষাং বহ্নেঃ পুরোগমত্বং ততঃ প্রাক্ যস্মিন্ হতেঽপি চরুপুরোডাশাদৌ লাভাভাবাৎ, তস্মিন্ মৃতে সতি তৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনয়া হর্ষাতিরে-কাৎ। ইষ্টলম্ভাৎ স্বাভীষ্টপ্রাপ্তের্হেতোঃ বিকাশিবক্ত্রাঃ অন্তর্হর্ষাতিরেকাৎ উৎফুল্লবদনাঃ (আর্ষো সুম্)। কীদৃশাঃ? বিকাশিতাশাঃ বিকাশিতা উদ্দীপ্তা আশা দিশো যেষাং। যদ্বা বিকাশিতাঃ আশা দিশো যৈঃ, তদানীং শত্রুনাশাৎ পুনঃ স্বস্বতেজোলাভাৎ উজ্জ্বলীকৃতদিশ ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রথমং ধূম্রলোচনাদিবধ-সময়ে আশা স্বস্বাধিকারপ্রাপ্তিবাঞ্ছা মুকুলিতা ইবাসন্, ইদানীং শুম্ভে হতে সতি বিকাশিতা প্রস্ফুটিতা আশা বাঞ্ছা যেষাং, অনন্তরমেব ফলোৎপত্তেঃ।২ স্তুতিমাহ দেবীতে। হে দেবি, প্রসীদ প্রসন্না ভব। হে প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রপন্নানাং শরণাগতানাম্ আর্ত্তিঃ দুঃখং তাং হরতীতি পচাদিঃ, সম্প্রতি নিজদুঃখহরণেন তথা সম্বোধয়ন্তি। হে অখিলস্য জগতো মাতঃ জননি, প্রসীদ যদ্বা সম্প্রতি স্বয়ং দেব্যা তারিতদুঃখাঃ পরান্ প্রত্যভিমুখীকুর্বন্তি—অখিলস্য জগতঃ সম্বন্ধে প্রসীদ। হে দেবি বিশ্বেশ্বরি, ত্বং প্রসীদ, বিশ্বং জগৎ পাহি। নম্বেতন্ময়া কৃতম্ অন্যেষাং পালনায় অন্যৎ কিমিতি ন প্রার্থয়ধ্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ। হে দেবি, ত্বং ত্বমেবেত্যুক্তং চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য জগতঃ ঈশ্বরী স্বামিনী অতঃ কমন্যং প্রার্থয়ামহে ইতি ভাবঃ অত্র কৃতপরমোপকারাং দেবীমতিশয়-হর্ষেণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্, তথাচ "প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে কোপে দৈন্যেঽবধারণে। সম্ভ্রমেঽপ্যনুকম্পায়াং পুনরুক্তির্ন দুষ্যতী"তি। ভক্ত্যতি-

শয়েন বা।৩ নমু ধারণাপ্যায়নাদিনা অনেকৈরেব জগদ্রক্ষ্যং, কথমহমেকৈব পাস্যামি ইতি চেন্ন, তেষামপি তদ্রূপত্বাদিত্যাহঃ আধারেতি। ত্বং জগত আধারভূতা আশ্রয়রূপা। তৎ কুতঃ? যতো মহীস্বরূপেণ পৃথিবীরূপেণ স্থিতাসি। নমু মহ্যা সহ পরিচ্ছিন্নায়া মম আধারাধেয়ভাবো ব্যক্ত এব, কথং তদ্রূপতা ইতি চেত্তত্রাহঃ একা অদ্বিতীয়া তথাচ শ্রুতি অজামেকামিত্যাদিঃ। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু ত্বয়া কৃৎস্নং সমগ্রম্ এতজ্জগৎ, আপ্যায্যতে আপ্যায়িতং ক্রিয়তে। এতৎ সমর্থয়িতুং বিশেষণমাহঃ অপাং স্বরূপস্থিতয়েতি। অপাং স্বরূপেণ স্থিতা স্বরূপস্থিতা তয়া জলরূপয়েত্যর্থঃ "সমস্তস্যাসমস্তেন" ইতি সঙ্গতিঃ। অপরিচ্ছেদ্যতামাহঃ হে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে অনতিক্রমণীয়শক্তে।৪

টীকার্থ। সমস্ত শত্রু নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হইলে চণ্ডিকার প্রতি নির্ভরশীল দেবতাগণের হর্ষবিলসিত ভক্তির উদ্রেক মেধাঋষি বর্ণনা করিতেছেন।১

দেব্যেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তখন, মহাসুরাধিপতি শুম্ভ দেবীদ্বারা নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই কাত্যায়নীকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে প্রাদুর্ভূতা বলিয়া দুর্গা কাত্যায়নী নামে অভিহিতা। কিরূপ? অগ্নি যাঁহাদের অগ্রগামী, সেই দেবগণ। বহ্নির পুরগমত্বের কারণ, তৎ পূর্বে স্বয়ং হুত হইলেও চরু পুরোডাশাদি লাভের অভাবহেতু অগ্নি মৃতপ্রায় হইলে যাহার প্রাপ্তির সম্ভাবন দ্বারা আনন্দাতিশয্য-নিমিত্ত। নিজ অভীষ্ট প্রাপ্তিহেতু অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল বদন। আর্ষ প্রয়োগে হুম্। কিরূপ? বিকাশিতাশা, উদ্দীপ্ত আশায় পূর্ণ দিক্‌সমূহ যাঁহাদের। অথবা যাহাদ্বারা আশান্বিত দিকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তদানীং শত্রুনাশহেতু পুনরায় নিজ নিজ তেজ লাভের ফলে দিক্‌সমূহ আশাব আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছিল। অথবা প্রথমে, ধূম্রলোচনাদি বধসময়ে নিজ নিজ অধিকার প্রাপ্তির বাঞ্ছা পূর্ণপ্রায় হইয়া সম্প্রতি শুম্ভ নিহত হইলে বিকশিত, প্রস্ফুটিত আশা, বাঞ্ছা যাঁহাদের ফলোৎপত্তির আস্তর্যহেতু।২

দেবীতি শ্লোকে স্তুতি বলিতেছেন। হে দেবি, প্রসন্না হও। হে প্রপন্নার্ত্তিহরে—প্রপন্ন, শরণাগতদের দুঃখ হরণ করেন যিনি। পচাদিগণীয় ধাতু। সম্প্রতি নিজ দুঃখ হরণহেতু এই সম্বোধন। হে জগতের মাতঃ, জনয়িত্রী তুমি প্রসন্না হও। অথবা সম্প্রতি দেবী তাঁহাদের দুঃখতারিণী হওয়ায় অন্তের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণার্থ বলিতেছেন। তুমি জগতের প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি বিশ্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও, জগৎকে পালন কর।

যদি বল, আমি ইহা করিয়াছি, অন্য সকলের পালনার্থ কোন প্রার্থনা করিও না ; সেজন্য বলিতেছেন, হে দেবি, তুমিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের জননী। অতএব অন্য কি প্রার্থনা করিব! এখানে পরম উপকারকারিণী দেবীকে অত্যন্ত হর্ষহেতু পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা পুনরুক্তি নহে। কথিত আছে, প্রমাদে, বিস্ময়ে, হর্ষে, কোপে, দৈন্যে, অবধারণে, সম্ভ্রমে ও অনুকম্পাতে পুনরুক্তি দোষাবহ নয়। অথবা ইহা ভক্তির আতিশয্য হেতু।৩*

আশ্রয়াদিদ্বারা জগৎ রক্ষণ ও ধারণশক্তি অনেক দেবতার আছে। তবে কেন আমি একাই রক্ষা করিব, ইহা বলিতে পার না। দেবগণও তোমার অংশভূত, ইহাই আধারেতি শ্লোকে বলিতেছেন। তুমি জগতের আশ্রয়রূপা। তাহা কিরূপে হইল? যেহেতু তুমি মহী, পৃথ্বীরূপে অবস্থিতা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পরিচ্ছিন্না পৃথিবীর সহিত আমার আধার ও আধেয়ভাব ব্যক্ত হয়। কিরূপে আমার স্বরূপতা সম্ভব হয়। যদি ইহা বল, সেজন্য বলিতেছেন ; তিনি একা, অদ্বিতীয়া। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[১০৯] (৪।৫) আছে, অজামেকা ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি অজা, জন্মরহিতা ও একা, অদ্বিতীয়া। কেবল তাহাই নয়, কিন্তু তুমি সমস্ত দৃশ্যজগৎকে আপ্যায়িত, পরিতৃপ্ত করিতেছ। ইহা সমর্থনহেতু বিশেষণ বলিতেছেন, 'অপাং স্বরূপস্থিতয়েতি'। তুমি কারণসলিল-রূপে অবস্থান করিয়া জগৎকে আপ্যায়িত করিতেছ। 'সমস্তস্তা সমস্তেন' ইতি সঙ্গতি[১১০]। সমস্তের সহিত অসমস্ত দ্বারা—এইরূপ সঙ্গতি হইবে। সমস্ত (সমাসবদ্ধ), অসমস্ত (সমাসরহিত)। মহাদেবীর অসীমতা বর্ণনা করিতেছেন। হে অলঙ্ঘ্যবীর্যে, হে অনতিক্রমণীয় শক্তি ; যাঁহার মহাশক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।৪

টিপ্পনী।* ইহার নাম নারায়ণী স্তুতি। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

নারায়ণীস্তুতির্নাম সূক্তং পরমশোভনম্।
পুরন্দর তদা দৃষ্টং দেবৈরগ্নি পুরোগমৈঃ॥
এবা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি॥

হে ইন্দ্র, নারায়ণীস্তুতি পরম কল্যাণপ্রদ সূক্ত। ইহা অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ কর্তৃক দৃষ্ট। এই স্তব দ্বারা দেবীর পূজা করিলে সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়।

১০৯, অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা এক অজার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোনও অজ তাহাকে ভোগ করে; অপর কোনও অজ ভোগসমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে।

কার্যত্রয়ের গুণানুসারে কারণস্বরূপা প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণা বলা হইয়াছে। তেজ, জল ও অন্নের বর্ণ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।৪।১ দ্রষ্টব্য। রূপকচ্ছলে এখানে প্রকৃতি ও জীবের সম্বন্ধ কথিত হইল। অজা=জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি। গীতাতে ইহাকে পুরাণী প্রবৃত্তি বলে। ঐ প্রকৃতি তেজ, জল ও অন্ন স্বরূপা। ঐ তিন কস্তরবর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। অজঃ=জন্মরহিত, অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। অন্যঃ=মুক্তজীব। প্রকৃতি এক, অজাও এক। তাৎপর্য এই যে, কোনও জীব ভোগপরায়ণ হইয়া বদ্ধ হয়, অপর কেহ ভোগবিমুখ হইয়া মুক্ত হয়। পাশবদ্ধজীব, পাশমুক্ত শিব।

টিপ্পনী। ১১০, "সমস্তস্যাসমস্তেন নিত্যাপেক্ষণ সঙ্গতিঃ"—নিত্যাপেক্ষেণ অসমস্তপদেন সহ সমস্তপদস্য অন্বয়ঃ স্যাৎ (গমকত্বাৎ সমাস ইত্যন্তে)।

কালরাত্রি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৭৯ মন্ত্রে কালরাত্রি দেবীর উল্লেখ আছে। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে (নির্বাণপ্রকরণে, উত্তর ভাগ, একাশীতিতম সর্গে) বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কালরাত্রি দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। অনন্ত মহাকাশে নৃত্যশীল কালভৈরবের দেহ হইতে ভগবতী কালরাত্রির আবির্ভাব হইল। কালরাত্রি করালবদনা, দীর্ঘাঙ্গী, কজ্জলবৎ শ্যামলা ও শীর্ণদেহা। সূর্যাদি দেব ও দানবগণের নানাবর্ণময় মস্তকাবলীদ্বারা কমলমালার ন্যায় মালা গাঁথিয়া তিনি গলদেশে পরিধান করিয়াছেন। তদীয় বস্ত্রাঞ্চল সমীর-সংক্ষোভিত দীপ্ত শিখাময় বর্তিযোগে উজ্জ্বল। তাঁহার লম্বমান কর্ণযুগলভুজঙ্গলম্বিত এবং নরমুণ্ডময়-কুণ্ডলশোভিত। তাঁহার দন্তরাজি চন্দ্রশ্রেণীতুল্য। বিশুষ্ক অলাবু লতার ন্যায় তিনি আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজিতা। চঞ্চল মারুতহিল্লোলে তিনি নৃত্যরতা। তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু, কখনও বা বাহুহীনা। কখনও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হ্রস্বাকার, আবার কখনও অসীম-আকাশ-ব্যাপিনী অনন্ত মূর্তি। তদীয় বাহুনিচয়ের উৎক্ষেপণবশে এই বিশাল জগদাকার নৃত্যমণ্ডপ কম্পিত। তিনি কখনও একবক্ত্র, কখনও বা বক্ত্রবিহীন। তাঁহার নয়নত্রয় কোটরগত বর্তিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান, ললাটফলক জলবর্তিময়

ইন্দ্রনীলমণিমণ্ডিত শৈলতটের সহিত তুলনীয়। সমীরুরূপ সূত্র-দ্বারা তারকানিকর গ্রথিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে মুক্তাহারের ন্যায় প্রতিভাত ইত্যাদি।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥৬
সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৭
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮

অন্বয়। দেবি, ত্বম্ অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী-শক্তিঃ বিশ্বস্য বীজং পরমা মায়া অসি। এতৎ সমস্তম্ সম্মোহিতং ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ [অসি]।৫

দেবি, সমস্তাঃ বিদ্যাঃ তব ভেদাঃ। জগৎসু স-কলাঃ সমস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ। অম্বয়া ত্বয়া একয়া এতৎ পূরিতম্। তে স্তব্য—পর-অপর-উক্তিঃ স্তুতিঃ কা।৬

যদা সর্বভূতা দেবী স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা পরম উক্তয়ঃ ভবন্তু।৭

সর্বস্য জনস্য হৃদি বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতে স্বর্গ-অপবর্গ-দে দেবি নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।৮

শ্লোকার্থ। হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি, বিষ্ণুর জগৎ পালিনী শক্তি। আপনি বিশ্বের আদি কারণ মহামায়া। আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। আবার আপনিই সুপ্রসন্না হইলে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তিপ্রদান করেন।৫

হে দেবী, বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃ ষষ্টি কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য এবং তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সকল নারীই আপনার

বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি স্বয়ং সেই সকল উক্তিরূপা, তখন আপনার যথাযথ স্তুতি আর কি হইতে পারে।৬

আপনি সর্বভূত স্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী এবং প্রকাশ-রূপিণী বা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ ক্রীড়াকারিণী। এইরূপে যখন আপনার স্তব করা হয়, তখন আপনার স্তবের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি হইতে পারে?৭

হে দেবি, আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী ব্রহ্মময়ী। আপনাকে প্রণাম করি।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ত্বমিতি। ত্বং পরমা মায়া উক্তরূপা মহামায়াসি ভবসি। নমু মায়া পারমেশ্বরী শক্তিঃ প্রসিদ্ধৈব, কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ—বৈষ্ণবী বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তিঃ। কীদৃশী? অনন্তবীর্য্যা দুরত্যয়া অপারশক্তিরিত্যর্থঃ তদুক্তং গীতায়ু "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" ইতি। অতঃ পরমা পরম্ ঈশ্বরং মাতি কর্তৃভোক্তৃভাবেন বশয়তি ইতি পরমা তদুক্তং "স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ" ইতি। এতদেব স্ফু টয়তি সম্মোহিতমিতি। অর্থাত্ত্বয়া এতৎ সমস্তং জগৎ সম্মোহিতং বিমূঢ়ং কৃতং (তদুক্তং দশমে "বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগ"দিতি)। ন কেবল-মেতাবৎ, কিন্তু জগৎকারণমপি ত্বমিত্যাহুঃ ত্বং বিশ্বস্য বীজং সমবায়িকারণং (তথাচোক্তং "প্রকৃতির্যস্যোপাদান" মিতি নারদীয়ে চ "ভাবাভাবস্বরূপা সে" ত্যাদি,—কার্য্য কারণরূপেত্যর্থঃ। মুক্তিদাত্রীচ ত্বমিত্যাহুঃ—বৈ নিশ্চয়ে ত্বং প্রসন্না সতী ভুবি জগতি মুক্তিহেতুঃ মুক্তেঃ কারণম্ এতত্তু ব্যাখ্যাতমেব। ভুবীতি তীর্থাদিদেশবিশেষাগ্রহপরিহারায়োক্তং, ত্বয়ি প্রসন্নায়াং যত্রকুত্রাপি স্থিতস্য মুক্তির্ভবতি ইতি, তদুক্তং "বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ইতি।৫

নমু বিদ্যাবিদ্যাভ্যামেব বন্ধমোক্ষৌ প্রসিদ্ধৌ, কথং তস্যা বন্ধমোক্ষহেতুত্বমিতি চেত্তত্রাহুঃ বিদ্যাঃ ইতি। হে দেবি, সমস্তা বিদ্যা যজ্ঞবিদ্যার্থবিদ্যাঃ তব ভেদা মূর্ত্তয়ঃ তথাচ বিষ্ণুপুরাণং "যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ" ইতি; অতঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধকবিদ্যারূপত্বাৎ বন্ধমোক্ষহেতুরিত্যর্থঃ, তথাচ ভাগবতে "বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ" ইতি—ইতরো মোক্ষঃ। যদ্বা বিদ্যা অষ্টাদশ, তথাচ অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশ ॥ আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু” ইতি, এতেনাপি বন্ধমোক্ষহেতুত্বং বিদ্যাভেদাৎ। জগৎসু সকলাঃ (কলাশ্চতুঃষষ্টীঃ তৎসহিতাঃ) স্ত্রিয়শ্চ সমস্তাস্তব ভেদাঃ। নম্বেবমপি “অজামেকা”-মিত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতমদ্বিতীয়ত্বং তস্যা ব্যাহতং, কলাসহিতানামেব তন্মূর্ত্তিত্বোক্তেরিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহঃ ত্বয়ৈকয়েতি। একয়া সজাতীয়বিজাতীয় ভেদরহিতয়া ত্বয়া এতৎ জগৎ পুরিতং ব্যাপ্য স্থিতং (তদুক্তং নারদীয়ে “যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্য শক্তিস্তথানঘা। দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী। ব্যক্তা-ব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতে” তি। এতেন সকলা ইতি যদুক্তং, তন্মুখ্যতয়া “রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মী” তিবৎ। কিম্ভুতয়া? অম্বয়া জগজ্জনয়িত্র্যা ঘটেষু মৃদ্বৎ। অতএব তে তব স্তুতি কা? নৈবেত্যর্থঃ। স্তুতিস্বরূপমাহঃ স্তব্যেতি যতস্তব্যস্য স্তবনীয়স্য পরাপরোক্তিঃ গৌণমুখ্যোক্তিরেব স্তুতিঃ, সা তু তব সর্বস্বরূপায়া ন ঘটত এবেতি স্তুতিরেব ন ভবতি, কিন্তু স্বরূপাখ্যানমেব ইত্যর্থঃ স্তব্যেতি বিশেষেণ ক্বচিৎ সামান্যাবাধনাৎ যঙ্। যদ্বা যতঃ স্তব্যানাং পরেষাং অর্বাচীনানাম্ অপরোক্তিঃ অনর্বাচীনত্বোক্তিরেব স্তুতিঃ (যথা ব্রহ্মণো রাজসত্বেঽপি সত্ত্ব-প্রধানতা-বর্ণনং, যথা বা খণ্ডমখণ্ডস্যাধিপস্য সার্বভৌমত্বেন বর্ণনাদি। যদ্বা তব কা স্তুতিঃ? স্তুতিরেব ন ভবতীত্যর্থঃ, তর্হি কিমেতদনুবর্ণ্যতে ইতি চেত্তত্রাহঃ স্তব্যেতি স্তব্যং স্তুতিঃ (ভাবে যঙ্) স্তব্যাৎ স্তুতোঃ পরায়ঃ পারবর্ত্তিন্যাস্তব অপরোক্তিঃ অনুবাদমাত্রমিত্যর্থঃ (যথানুভবমেব বর্ণনাৎ)।৬ এতদেব স্পষ্টয়তি পুনঃ সর্বেতি। যদা ত্বং সর্বভূতা সর্বস্বরূপা, তথাচ দেবী অবিলুপ্তচিদানন্দস্বরূপা, অতএব স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী ভোগমোক্ষদাত্রী সতী এতেন প্রবৃত্তিনিবৃত্তি বিদ্যাবিদ্যারূপতা লক্ষ্যতে, তদা ত্বং স্তুতা স্তোতুমারব্ধা ভবসি, তদা স্তুতয়ে স্তুত্যর্থং কাঃ পরমোক্তয়ো যথার্থা ভবন্তু? ন কা অপীত্যর্থঃ আরোপিতগুণবর্ণনং স্তুতিরিতি স্তুতিশব্দার্থানুপ-পত্তেঃ)।৭ সর্বভূতস্থং বিবৃণ্বন্তঃ স্তুবন্তি সর্বেতি। হে নারায়ণি নারং তত্ত্বসমূহম্ অয়তে আশ্রয়তি প্রেরয়তি ইতি বা নারায়ণঃ তচ্ছক্তিরূপে তদুক্তং স্বামিনা “নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারায়ণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ইতি। হে সর্বস্য জনস্য হৃদি সংস্থিতে নিত্যাপেক্ষত্বাদসমবেত-স্যাপি সম্বুদ্ধিঃ। কেন রূপেণেত্যাহঃ বুদ্ধীতি। বুদ্ধির্নিশ্চয়াদি লক্ষণোঽন্তঃ-করণবিশেষঃ তদ্রূপেণ। অতএব হে স্বর্গাপবর্গদে স্বর্গাপবর্গৌ ভোগমোক্ষৌ তৎ প্রদাতীতি বুদ্ধেরেব ব্যবসায়াব্যবসায়াত্মকত্বেন উভয়সাধনত্বাৎ, তদুক্তং গীতাসু

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ" ইতি, "বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনা"-মিতি চ।৮

টীকার্থ। ত্বমিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তুমি পরমা মায়া, মহামায়া। (১ম অধ্যায়োক্ত ৩য় শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)। প্রসিদ্ধ আছে, মায়া, পরমেশ্বরী শক্তি। ইহা দেবী যেন প্রশ্ন করিতেছেন। কিরূপে? সেজন্য বলিতেছেন, বিষ্ণুসম্বন্ধিনী শক্তি, নারায়ণশক্তিরূপা মায়া। কিরূপ? তিনি অনন্তবীর্যা। অপার যোগশক্তিদ্বারা যাঁহাকে অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। গীতায় ১১১ (৭।১৪) উক্ত আছে, আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ইত্যাদি। অতএব পরমা, পরম যে ঈশ্বর তাঁহাকে যিনি মাতি, কর্তা ও ভোক্তারূপে বশীভূত করেন, তিনি পরমা। উক্ত আছে, তিনি ঈশ্বর, যাঁহার বশে মায়া এবং তিনি জীব, যিনি সেই মায়াদ্বারা মর্দিত হন। ইহাই বিশেষ ভাবে উক্ত হইতেছে সম্মোহিতম্ ইতি শ্লোকে। তোমার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মূঢ়ীকৃত, মোহগ্রস্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে উক্ত আছে, বিষ্ণুর ভগবতীমায়া দ্বারা এই জগৎ সম্মোহিত হইয়াছে। কেবল এই পর্যন্তই নয়, জগৎকারণও তুমি। ইহা বলিতেছেন, তুমি বিশ্বের বীজ, সমবায়ীকারণ। ১১২ নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, প্রকৃতি যাহার উপাদান কারণ, তিনি ভাব ও অভাবস্বরূপ ইত্যাদি। কার্য ও কারণরূপা এবং মুক্তিদাত্রীও তুমি। সেজন্য বলিতেছেন, বৈ অর্থে নিশ্চয়। তুমি সুপ্রসন্না হইলে জীবের মুক্তির কারণ হও। ইহা প্রথম অধ্যায়ের ৫৭ তম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভুবি ইতি বাক্যে উক্ত হইতেছে, তীর্থাদি বিশেষে আসক্তি পরিহারার্থ কথিত হইয়াছে, তুমি প্রসন্না হইলে যেখানে সেখানে থাকিলেও তাহার মুক্তি হয়। উক্ত আছে, বিদ্যাময়, জ্ঞানময় যে, সে নিত্যমুক্ত।৫

টিপ্পনী। ১১. দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু যাঁহারা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাকেই আশ্রয় করেন (গী ১৮।৬৬; ১৩।২৩; ১৪।১৯-২০; ১৪।২৬ দ্রষ্টব্য) এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারাই কেবল আমার এই অনুভবসিদ্ধা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

১১২. কারণ ত্রিবিধ—সমবায়ী, উপাদান ও নিমিত্ত। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ কুমার ও সমবায়ীকারণ চক্রাদি।

টীকার্থ। প্রশ্ন হইতেছে, বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারাই বন্ধন ও মুক্তি প্রসিদ্ধ আছে। কিরূপে দেবী বন্ধন ও মুক্তির কারণ হন, বিদ্যা ইতি শ্লোকে তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে দেবি, সমস্ত যজ্ঞবিদ্যা ও অর্থবিদ্যা তোমার মূর্তিসমূহের ভেদমাত্র। বিষ্ণুপুরাণে আছে, হে সুশোভনে, যজ্ঞবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ও আত্ম-বিদ্যারূপে তুমি। তুমি কিরূপ? বিমুক্তিফলদাত্রী। আরও আন্বীক্ষিকী দর্শনে আছে, তুমি বার্তা, দণ্ড ও নীতিবিদ্যারূপা ত্রিবিদ্যা। অতএব প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবোধক বিদ্যারূপত্ব হেতু তুমি বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অনাদি অবিদ্যাদ্বারা জীবের বন্ধন ও মুক্তি হয়। অথবা বিদ্যা ১৮ প্রকার। চারি বেদ, ছয়বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চৌদ্দপ্রকার বিদ্যা এবং আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদ, এই তিন এবং অর্থশাস্ত্র। এইগুলি লইয়া আঠারো প্রকার বিদ্যা হয়। ইহা দ্বারাই, এই বিদ্যাভেদহেতু জীবের বন্ধন ও মুক্তি হয়। ৬৪ কলা সমেত নারীগণ তোমার ভেদমাত্র, অংশরূপা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাতে অজা, জন্মরহিতা ও একা, অদ্বিতীয়া ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রতিপাদিত মহামায়ার অদ্বিতীয়ত্ব ব্যাহত হয় না। সকল কলার সহিত দেবীর মূর্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। এই মর্মে বলিতেছেন, ত্বয়ৈকয়া ইতি শ্লোক। একয়া অর্থে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত যে তুমি, সেই তুমিই এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, হে অনঘা, যেরূপ হরি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার শক্তিও সেইরূপ জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। কিরূপ? যেমন অঙ্গারের দাহিকাশক্তি তাহাকে (অঙ্গারকে) ব্যাপিয়া অবস্থান করে। সেই এই বিষ্ণুর পরাশক্তি, যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারিণী। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাদ্বারা সকলা পদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ রুদ্রগণের মধ্যে 'আমি শংকর'—এই বাক্যতুল্য। সেই তুমি এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ। কি প্রকারে? তুমি জগৎ-জনয়িত্রী, যেরূপ ঘটসমূহে মৃত্তিকা উপাদানকারণ, তদ্রূপ। অতএব তোমার কি স্তুতি করিব? ইহার অর্থ, তোমার স্তুতি হয় না। এখন স্তুতির স্বরূপ বলিতেছেন, স্তব্যোক্তি দ্বারা। যেহেতু স্তব্য, স্তবনীয় সম্বন্ধে গৌণ ও মুখ্য উক্তিই স্তুতি। উহাও তোমার সমগ্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে না বলিয়া তোমার

স্তুতি হয় না। কিন্তু স্বরূপ আখ্যান মাত্র হয়। তুমি অনির্বচনীয়া। স্তব্য পদ বিশেষণ হইলে কোথাও কোথাও সামান্য অবধানহেতু যঙ্‌ প্রত্যয় হয়। অথবা যেহেতু স্তব্যনাং, স্তব্যসমূহের পর যে অর্বাচীন (আধুনিক) তাহাদের অপরোক্তি, অনর্বাচীন (প্রাচীন) উক্তি স্তুতি। যেমন ব্রহ্মা রজঃ প্রধান হইলেও সত্ত্বপ্রধানরূপে আখ্যাত হন। অথবা যেমন আংশিক ভূমণ্ডলের অধিপতি সার্বভৌমরূপে বর্ণিত হন। অথবা তোমার কি স্তুতি? তোমার স্তুতিই হয় না। তাহা হইলে কেন ইহা বর্ণনা করা হয়? একথা যদি বলা যায়, সেজন্য বলিতেছেন, 'স্তব্যোক্তি'। স্তব্য, স্তুতি (ভাবে যঙ্‌ প্রত্যয়)। স্তব্যাৎ, স্তুতি হইতে পরাশক্তি, পারবর্ত্তিনী শক্তিরূপ অপরোক্তি, তাহা অনুবাদমাত্র। যেমন অনুভবেরই বর্ণনা হয়।

সর্বেতি শ্লোকে ইহাই পুনরায় স্পষ্ট ভাবে বলা হইতেছে। যখন দেবী সর্বভূতা, সর্বস্বরূপা তখন দেবীর চিদানন্দস্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় না। অতএব তুমি স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী, ভোগ মোক্ষদাত্রী হইয়া। ইহা দ্বারা তোমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, বিদ্যা-অবিদ্যাস্বরূপ লক্ষিত। যখন তুমি স্তুতির আরম্ভমাত্র হও, তখন তোমার স্তুতির জন্য কি শ্রেষ্ঠ উক্তিনিচয় যথার্থ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন শ্রেষ্ঠ উক্তিই হইতে পারে না। আরোপিত গুণবর্ণন স্তুতি শব্দের অনুপপত্তি। ইহাতে তোমার স্তুতি অনুপপন্ন, নিষ্প্রয়োজন হয়।৭

সর্বভূতত্ব বিবৃত করিতে করিতে সর্বেতি শ্লোকে স্তুতি করিতেছেন। হে নারায়ণি, যিনি তত্ত্বসমূহকে আশ্রয় বা প্রেরণ করেন, তিনি নারায়ণ। তাঁহার শক্তিরূপা নারায়ণী ১১৩। টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, নর হইতে জাত তত্ত্বসমূহ নারায়ণীরূপে পণ্ডিতগণ জানেন। তাহার, নরের সেই তত্ত্বসমূহ যাঁহাকে অয়ন, আশ্রয় করিয়াছে, তিনি নারায়ণ। তুমি সর্বজনের হৃদয়ে আশ্রিতা দেবী। নিত্য অপেক্ষত্বহেতু অসমস্ত দ্বারাই ইহার সঙ্গতি হয়। কোন্ রূপদ্বারা তিনি হৃদয়াশ্রিতা তাহাই বলিতেছেন। বুদ্ধি ও নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বিশেষ, তাহার দ্বারা। বুদ্ধিরূপে দেবী সর্বহৃদয়ে বিরাজিতা। (হৃদয়ে অবস্থিতা বলিয়া) তুমি স্বর্গ ও অপবর্গ, ভোগ ও মোক্ষদাত্রী। বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক ও অনিশ্চয়াত্মক এই উভয়সাধক। গীতায় (২।৫২) কথিত আছে, যখন তোমার বুদ্ধি মোহকলুষ, অবিবেকরূপ কলুষ অতিক্রম করিবে, তখন শ্রোতব্য, শাস্ত্র উপদেশ এবং শ্রুত, বেদবিহিত কর্ম উভয়ই নিষ্ফল হইবে।

গীতায় (২।৪১) আরও আছে, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি একা এবং অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্তমুখী।৮

টিপ্পনী। ১১৩, নারায়ণী -নারস্ত (তত্ত্বসমূহস্ত বা জীবসমূহস্ত) অয়নী (আশ্রয়রূপা)—জীবসমূহের বা তত্ত্বসকলের আশ্রয়রূপিণী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে নারায়ণ স্বয়ং বলিতেছেন ;

সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।
মমতুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা॥

অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মন্মায়া ও আমার মত শক্তিশালিনী, তিনিই নারায়ণী।

স্বং নারায়ণস্ত বিষ্ণোঃ শক্তির্নারায়ণী স্বৎসংবোধনে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা বৈষ্ণবী ত্বমিতি ধ্বন্যতে।—নাগোজীভট্টী টীকা।

নারায়ণস্ত স্ত্রী-মায়োপচারাৎ নারায়ণী। বিষ্ণুমায়া ইতি অর্থঃ। নারায়ণস্ত ভগবতঃ স্ত্রী নারায়ণী-লক্ষ্মীঃ।—শান্তনবী টীকা।

দেবী গীতা অনুসারে লক্ষ্মীদেবী মহামায়ার অংশে উৎপন্না এবং সমুদ্রমন্থনে উত্থিতা।

আন্বীক্ষিকী পদ এইভাবে নিষ্পন্ন হয়—অনু+ঈক্ষা+ষ্ণিক্।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥৯
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১১
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১২

অন্বয়। কলা-কাষ্ঠা-আদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি বিশ্বস্ত উপরতৌ শক্তে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।৯

সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে, শিবে সর্ব-অর্থ-সাধিকে শরণ্যে ত্রি-অম্বকে গৌরি-নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১০

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি গুণ আশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু ।১১

দেবি, নারায়ণি শরণ-আগত-দীন-আর্ত-পরিত্রাণ-পর-অয়ণে সর্বস্য আর্তি-হরে তে নমঃ অস্তু ।১২

শ্লোকার্থ। হে দেবি, আপনি কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণমুহূর্তাদি সূক্ষ্ম কালরূপে জগতের পরিণামদায়িনী (অর্থাৎ অখণ্ডকালরূপিণী) এবং জগতের সংহার সমর্থা শক্তিরূপিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি ।৯

আপনি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্ট সাধিকা, একমাত্র শরণ-যোগ্যা, ত্রিভুবন-জননী (ত্রিনয়না—সূর্যচন্দ্রাগ্নিলোচনা) ও গৌরবর্ণা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১০

হে দেবি, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী (অর্থাৎ শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মীরূপা)। আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা (নির্গুণা) অথচ ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১১

হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন আর্তগণের পরিত্রাণ পরায়ণা (সর্বাপৎনাশিনী বা মুক্তিদায়িনী) এবং সকলের দুঃখ (জন্মমরণাদি) নাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। কালরূপত্বেন স্তুবন্তি কলেতি॥ হে পরিণাম-প্রদায়িনি পরিণামো রূপান্তরপ্রাপ্তিঃ বিকার ইতি যাবৎ। কেন? কলা-কাষ্ঠাদিরূপেণ অষ্টাদশনিমেষাত্মকঃ কালঃ কাষ্ঠা; ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মকঃ কালঃ কলা, আদিনা ক্ষণমুহূর্ত্তাদীনাং গ্রহণং; তেনরূপেণ। এতেনতস্যাঃপরিণামরাহিত্যং প্রতিপাদিতম্। অতএব বিশ্বস্য উপরতৌ বিনাশে শক্তে নিপুণে কালাদেব সর্বেষাং বিনাশাৎ, "কালঃ সংহরতি প্রজাঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ ।৯ ন কেবলমেতাবৎ, অখিলমঙ্গলহেতুত্বেন পালনকর্ত্র্যপিত্বমিতি সম্বোধয়ন্তঃ স্তুবন্তি সর্বেতি। হে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে অভিপ্রেতার্থসিদ্ধির্মঙ্গলং, মঙ্গলমেব মঙ্গল্যং দণ্ডাদিত্বাৎ যৎ, সর্বেষাং যৎ, সর্বেষাং মঙ্গলানাং মঙ্গলহেতুনাং ব্রাহ্মণাদীনাং মঙ্গল্যা মঙ্গলজনন-শক্তিরূপা তদুক্তং স্মৃতৌ "লোকেঽস্মিন্ মঙ্গল্যান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ। হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ" ইতি। যথা সর্বমঙ্গলানাং মঙ্গলার্হা, তত্র সাধ্বীতি বা; মঙ্গল হেতুনামপি মঙ্গলকর্ত্রীত্যর্থঃ। যদ্বা সর্বেষাং মঙ্গলং যেভ্যঃ তেষামপি মঙ্গল্যা ইতি বা বিগ্রহঃ। দন্ত্যসকারবান্ শিববাচী সর্বশব্দোঽপ্যস্তি, তথাচ বাসবদত্তায়েষে, 'পার্বতীব সুকুমারা সর্বাস্তঃ-পুরচারিণী"

তি। তেন সর্বস্ত শিবস্ত মঙ্গলং যস্তাঃ, সা চাসৌ মঙ্গল্যা চেতি। তদুক্তং ভগবতা শংকরেণ জননী তব তাড়ংকমহিমেতি হে শিবে কল্যাণহেতো। অতএব সর্বার্থসাধিকে সর্বার্থান্ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যান্ সাধয়তীতি সর্বার্থসাধিকা। হে শরণ্যে শরণার্হে শরণ্যে সাধ্বীতি বা। হে ত্র্যম্বকে ত্রীণি অম্বকানি লোচনানি যস্তাঃ সা, হে ত্রিনেত্রে যদ্বা ত্রিভির্লোকৈঃ, দেবৈঃ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্বা অম্ব্যতে আশ্রীয়তেঽসৌ ত্র্যম্বা, স্বার্থে কঃ, ক্ষিপকাদিত্বান্ন অদিত্বং ত্রিলোকাশ্রয়ে ত্রিদেবাশ্রয়ে বা; ত্রিগুণজননীতি বা। হে গৌরি তবর্ণবিশিষ্টত্বাৎ; যদ্বা গৌরীতি সম্বোধনেন যস্তা দেহাদুদ্ভূতা সৈব ত্বমিতি প্রতিপাদিতম্, অতএব "পুনশ্চ গৌরীদেহা সা" ইতি প্রাগুক্তম্।১০ সৃষ্টিতি। হে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে শক্তিস্বরূপে সৃজতীতি সৃষ্টির্ব্রহ্মা, তিষ্ঠতি অন্তর্ভাবিণ্যর্থত্বাৎ স্থাপয়তি পালয়তীতি বা স্থিতির্বিষ্ণুঃ, উভয়ত্র কর্তরি ক্তিঃ। বিনাশয়তীতি বিনাশঃ শিবঃ, তেষাং শক্তয়ঃ বিসর্গপালনবিনাশরূপব্যাপারাঃ, তৎস্বরূপে। যথা সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং শক্তিঃ তত্তচ্ছক্তিবৃত্তিঃ। যদ্বা কর্মণি প্রত্যেয়েন সৃজ্যপাল্যবিনাশ্যা অভিধেয়াঃ, কার্য্যরূপা ইতি যাবৎ। তৎ কুতঃ ইত্যাহঃ—হে গুণাশ্রয়ে গুণৈরাশ্রীয়তেঽসৌ গুণাধারেত্যর্থঃ। কার্যকারণয়োরভিন্নতামাহঃ—হে গুণময়ে গুণস্বরূপে শৈষিকো ময়ট্, ছান্দস আৎ। "ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিযুচেতি। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরে তু না" ইতি মেদিনী।১১ শরণেতি। হে শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে দীনা দারিদ্র্যাভিভূতাঃ আর্ত্তাঃ রোগাদ্যভিভূতাঃ, শরণাগতাশ্চঃ, তে চ তে চেতি তেষাং পরিত্রাণং রক্ষণং তদেব পরময়নম্ অভীষ্টং যস্তাঃ "পরায়ণমভীষ্টে স্তাৎ তৎপরাশ্রয়য়োরপী" তি কোষঃ। হে সর্বস্তার্ত্তিহরে সর্বজনস্ত পীড়াহারিণি।১২

টীকার্থ। কলেতি শ্লোকে দেবীর কালরূপত্বহেতু স্তুতি করিতেছেন। হে পরিণাম প্রদায়িনি. পরিণাম, রূপান্তরপ্রাপ্তি বিকার। কিরূপে? কলা-কাষ্ঠাদি রূপে। ১৮ প্রকার নিমেষাত্মক কালের পরিমাণ কাষ্ঠা ও ৩০ প্রকার কাষ্ঠাত্মক কালের পরিণাম কলা। আদি শব্দে ক্ষণ, মুহূর্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে উক্ত রূপদ্বারা। ইহাদ্বারা তাঁহার (দেবীর) পরিণামরাহিত্য প্রতি-পাদিত। অতএব দেবী বিশ্বের বিনাশে সুনিপুণা। কালপ্রভাবে সমস্ত বিনষ্ট হয় বলিয়া উক্ত আছে। কাল প্রজাগণকে, জীবগণকে সংহার করেন।৯

কেবল ইহাই নয়, সকল মঙ্গলের হেতুরূপে তুমি পালয়িত্রী—এইরূপে সম্বোধন করিতে করিতে সর্বেতি শ্লোকে স্তব করিতেছেন। হে সর্বমঙ্গল-

মঙ্গল্যে ; অভিপ্রেত সিদ্ধিই মঙ্গল। মঙ্গলই মঙ্গল্য, যাহা দণ্ডাদিত্বহেতু যৎ প্রত্যয়। যিনি সমস্ত মঙ্গলের মাঙ্গল্যস্বরূপা। তাঁহাদের, ব্রাহ্মণাদি সকলের মঙ্গলজনক শক্তি রূপে। স্মৃতি শাস্ত্রে আছে, ইহলোকে ব্রাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, স্বর্গ, ঘৃত, সূর্য, জল ও রাজা—এই অষ্টমঙ্গল আছে। যেহেতু তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলযোগ্যা অথবা যেখানে তুমি মঙ্গলের সাধনরূপিণী, মঙ্গলের হেতুসমূহেরও মঙ্গলকারিণী। সকলের মঙ্গল যাহা হইতে আগত হয়, তাহাদেরও তুমি মঙ্গলরূপা বা বিগ্রহ তুমি। দন্ত্য সকারযুক্ত শিববাচী সর্বশব্দও আছে। বাসবদত্তা নাটকে শ্লেষোক্তি আছে, পার্বতীতুল্য সুকুমারা, মনোহরা, শিবের অন্তঃপুরচারিণী, শিবমহিষী। এইজন্য সর্ব, শিবের মঙ্গল যাঁহা হইতে হয়, তিনিই এই মঙ্গলরূপা। হে শিবে, কল্যাণরূপে। অতএব তুমি সর্বার্থসাধিকা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ যিনি প্রদান করেন, তিনি সর্বার্থ-সাধিকা। হে শরণযোগ্যা অথবা যিনি শরণশ্রেষ্ঠা, শরণোত্তমা। হে ত্রিনয়নে, ১১৪ তিন অম্বক, লোচন যাঁহার। অথবা ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্তৃক আশ্রিত যিনি, তিনি ত্র্যম্বকা। 'ক্ষিপকাদিতায় অদিত্বং' সূত্রানুসারে স্বার্থে কঃ প্রত্যয় হইয়াছে। ত্রিলোকের আশ্রয় অথবা তিন দেবতার আশ্রয় অথবা ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) জননী। হে গৌরি, গিরিকন্যা। গৌরবর্ণা বলিয়া তিনি গৌরী। অথবা 'গৌরি' সম্বোধনদ্বারা যাঁহার দেহ হইতে উদ্ভূত সেই তুমি, ইহা প্রতিপাদিত হয়। অতএব 'পুনরায় তিনি গৌরীদেহা' ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।১০

টিপ্পনী। ১১৪. চণ্ডিকা ত্রিনেত্রা। শিব, গণেশ, সূর্য, চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা, গঙ্গা, জগদ্ধাত্রী, মহাকাল, গায়ত্রী, মহাকালী সরস্বতী ও দুর্গাদি দেব-দেবী ত্রিনয়না। বাম ও ডান চক্ষুদ্বয়তুল্য ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে বলিয়া তাঁহারা ত্রিনেত্রা। কাহারও কাহারও মতে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি চণ্ডিকার এই তিন চক্ষু।

টীকার্থ সৃষ্টি ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের শক্তি স্বরূপা। যিনি সৃজন করেন, তিনি স্রষ্টা ব্রহ্মা। তিষ্ঠতি পদের অন্তর্ভাবিনী অর্থ স্থাপন বা পালন করেন যিনি, তিনি বিষ্ণু। উভয়স্থলে কর্তায় ক্তিঃ প্রত্যয় হইয়াছে। যিনি লয় করেন, তিনি শিব। এই তিন দেবতার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শক্তিরূপা তুমি। যথা—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের (বিনাশের) শক্তি সেই সেই শব্দের বৃত্তি হইবে। অথবা কর্মণি প্রত্যয়দ্বারা সৃজ্য, পাল্য ও

বিনাশ অভিধেয়, কার্যরূপা। তাহা কি প্রকার? সেজন্য বলিতেছেন, হে গুণাশ্রয়ে, সত্ত্বাদি ত্রিগুণের আধাররূপে। কার্য ও কারণের অভিন্নতা, অভেদ উক্ত হইতেছে। হে গুণময়ে, গুণস্বরূপে। শৈষিকো ময়ট্ ছন্দে আৎ প্রত্যয় হইয়াছে। মেদিনীকোষে আছে, ভূত, ক্ষ্মাদি ও পিশাচাদি তিনজন্ত পদে ক্লীবলিঙ্গ সূচিত হয়, কিন্তু প্রাপ্ত বৃত্ত মম, সত্য, দেবযোনি ও অন্তর পদে ক্লীবলিঙ্গ হয় না।১১

শরণেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে শরণাগত দীন ও কাতরজনের পরিত্রাণ পরায়ণা দেবি। দীন, দারিদ্র্যদ্বারা অভিভূত। আর্ত্ত, রোগাদিদ্বারা অভিভূত। এবং শরণাগত, আশ্রিত। তাহাদের পরিত্রাণ, রক্ষণ পরম অয়ন অভীষ্ট যাঁহার, তিনি শরণাগতদীনার্ত্ত। মেদিনীকোষ মতে পরায়ণ, অভীষ্ট, তৎপর ও আশ্রয় একার্থবাচক। হে সকলজনের পীড়ানাশিনী দেবী, তোমাকে নমস্কার করি।১২

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।১৩
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১৪
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১৫
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥১৬

অন্বয়। হংস-যুক্ত-বিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপ ধারিণী কৌশ-অম্ভঃ ক্ষরিকে দেবি নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৩

ত্রিশূল-চন্দ্র-অহি-ধরে মহাবৃষভ-বাহিনি, মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৪

ময়ূর-কুক্কুট-বৃতে মহাশক্তি-ধরে অনঘে কৌমারীরূপ-সংস্থানে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৫

শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-গৃহীত-পরম-আয়ুধে বৈষ্ণবী-রূপে নারায়ণি প্রসীদ। তে নমঃ অস্তু।১৬

শ্লোকার্থ। হে দেবি, আপনি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বাহনে অবস্থিতা হইয়া কমণ্ডলু হইতে কুশ দ্বারা (প্রণবপূত) জলসিঞ্চন করেন, হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১৩

হে দেবি, আপনি ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্প ধারণ করেন এবং মহাবৃষভ আপনার বাহন। আপনি মহেশ্বর-শক্তিরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১৪

হে দেবি, আপনি ময়ূর ও কুক্কুট-বেষ্টিতা মহাশক্তি-ধারিণী, অপাপ বিদ্ধা নিত্য শুদ্ধা ও কুমার-শক্তি-রূপিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ।১৫

হে দেবি, আপনি বিষ্ণুশক্তিরূপে চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ (ধনু বা খড়্গ) এই চারি মহাস্ত্র ধারণ করেন। হে নারায়ণি, আপনি প্রসন্না হউন। আপনাকে প্রণাম ।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। শক্তিরূপাং স্তবন্তি হংসেতি। হে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণী ব্রহ্মশক্তিরূপে। হংসযুক্তং যদ্বিমানং তত্রস্থিতে। কুশসম্বন্ধিজল-ক্ষরিকে শান্তিজলদায়িনি (কুশস্যেদং কৌশং তচ্চ তৎ অম্ভশ্চেতি তৎক্ষরতি ক্ষিপতীতি ণকঃ ।১৩ ত্রিশূলেতি। হে মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ মহেশ্বরশক্তিরূপেণ উপলক্ষিতে। তাং বর্ণয়ন্তি হে ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে (ত্রিশূলঞ্চ চন্দ্রশ্চ অহিঃ সর্পশ্চ তান্ ধরতীতি পচাদিঃ। মহাবৃষভো মহোক্ষঃ স চাসৌ বাহনঞ্চেতি সোঽস্যা। অস্তীতি (ইন্, শীলাদৌ বা ণিন্) তস্যাঃ সম্বোধনম্ ।১৪ ময়ূরেতি। হে কৌমারীরূপসংস্থানে কৌমারী কুমারশক্তিঃ তস্যা রূপং মূর্তিঃ তদ্বৎ সংস্থানং করচরণাদি যস্যাঃ অভেদে ভেদোপচারাৎ ইদং সাধু, কৌমারীরূপেণ সংস্থানং স্থিতির্যস্যাঃ ইতি বা। হে ময়ূরকুক্কুটবৃতে ময়ূরশ্চ কুক্কুটশ্চ তাভ্যাং বৃতে বেষ্টিতে "(অরুণোদয়িতং পুত্রং তাম্রচূড়ং প্রদত্তবান্" ইতি মহাভারতদর্শনাৎ কুক্কুটোঽপি কার্ত্তিকেয়স্য বাহনম্, অরুণগরুড়াভ্যাং কুক্কুটময়ূরয়োর্দত্তত্বাৎ ; যদ্বাসিংহকুক্কুটাদিবদিতি ভাগবৃত্তিদর্শনাৎ শ্রেষ্ঠবাচ্যপি কুক্কুটশব্দঃ, ময়ূরশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ, তত্র বৃতে বর্ত্তমানে, কর্ত্তরি ক্তঃ) হে মহাশক্তিধরে মহাশক্তির্মহাশল্যং তাং ধরতীতি (পচাদিঃ)। হে অনঘে নির্মলে ।১৫ শংখেতি। হে বৈষ্ণবীরূপে প্রসীদ, তে তুভং নমঃ নমস্কারোঽস্তু। হে শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে (শার্ঙ্গঃশৃঙ্গময়মুষ্টিযুক্তঃ খড়্গঃ একদেশে সমুদায়োপচারাৎ) এতৈর্গৃহীতপরমায়ুধা পূর্বং ব্যাখ্যান্তরমুক্তম্ ।১৬

টীকার্থ। হংসেতি শ্লোকে শক্তিরূপা চণ্ডিকাকে স্তুতি করা হইতেছে। হে ব্রহ্মশক্তিরূপা। হংসযুক্ত বিমানে যিনি অবস্থিতা, তিনি ব্রহ্মাণী। হে শান্তিরূপ

জলদায়িনী, তোমাকে নমস্কার করি। কৌশ—ইহা কুশজাত। তাহা হইতে সে জল ক্ষরিত, সিঞ্চিত হয়, নকঃ প্রত্যয়।১৩

ত্রিশূলেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে মহেশ্বর শক্তিরূপা। হে ত্রিশূল চন্দ্রাহিধরে। এই সকল সম্বোধনে দেবীকে স্তুতি করিতেছেন। ত্রিশূল, চন্দ্র ও সর্প যিনি ধারণ করেন, তিনি ত্রিশূল-চন্দ্রাহি ধরা। ধারণ করেন—ইহা পচাদিগণীয় ধৃ ধাতু। মহাবৃষ বাহন যাঁহার, তিনি মাহেশ্বরী।১৪

ময়ূরেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে কৌমারীরূপধারিণী। কৌমারী, কুমারশক্তি, তাঁহার রূপ, মূর্তি। সেইমত সংস্থান, স্থিতি যাঁহার, তিনি কৌমারী। হে ময়ূর কুক্কুটবৃতে [১১৫]। ময়ূর ও কুক্কুটরূপ বাহনদ্বয়দ্বারা বেষ্টিত। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, অরুণ প্রিয় পুত্র তাম্রচূড়কে কুক্কুট প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং কুক্কুটও কার্তিকেয়ের বাহন। অরুণ ও গরুড় দ্বারা যথাক্রমে কুক্কুট ও ময়ূর কুমারকে প্রদত্ত হওয়ায় উভয়ে বাহনরূপে পরিগণিত। অথবা সিংহকুক্কুটাদি তুল্য ভাগবিত্তি দর্শনহেতু শ্রেষ্ঠবাচ্য কুক্কুটশব্দ অর্থে ময়ূরশ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। এখানে 'বৃতে' পদে বর্তমানে কর্তরি ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। হে মহাশক্তিধরে! মহাশক্তি, মহাশল্য ধারণ করেন, যিনি তিনি মহাশক্তিধর। ধৃ ধাতু পচাদিগণীয়। হে অনঘে, নির্মলে।১৫

শংখেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে বৈষ্ণবীরূপা, তুমি প্রসন্না হও তোমাকে প্রণাম করি। হে শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ ধারিণি, পরমায়ুধে, তোমাকে প্রণাম করি। শার্ঙ্গ, শৃঙ্গময়মুষ্টিযুক্ত খড়্গ—একদেশে সমুদয় আরোপ উপচার হেতু। এইসকল পরম অস্ত্র তৎকর্তৃক গৃহীত।১৬

টিপ্পনী। ১১৫. শিবার্চনচন্দ্রিকার সুব্রহ্মণ্যমন্ত্রপ্রকরণে ময়ূর ও কুক্কুটকে স্কন্দের বাহনদ্বয়রূপে পূজার বিধান আছে।

আমরা যোগদৃষ্টিতে দেখেছি, কার্তিক ময়ূর বাহন ও কৌমারী কুক্কুট বাহনা। সুন্দর কুক্কুটবাহনে কৌমারীকে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হয়েছি। সাধরণতঃ কৌমারীকে শিখিবাহনা দেখা যায় না।

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৯
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০

অন্বয়। গৃহীত-উগ্র-মহাচক্রে, দংষ্ট্রা-উদ্ধৃত-বসুন্ধরে বরাহ রূপিণি শিবে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৭

উগ্রেণ-নৃসিংহ-রূপেণ দৈত্যান্ হন্তুং কৃত-উদ্যমে, ত্রৈলোক্য-ত্রাণ সহিতে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৮

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র-নয়ন-উজ্জ্বলে বৃত্র-প্রাণহরে চ ঐন্দ্রি নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।১৯

শিবদূতী স্বরূপেণ হত-দৈত্য-মহাবলে ঘোররূপে মহা-আরাবে নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।২০

শ্লোকার্থ। হে দেবি আপনি ভয়ঙ্কর মহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারকারিণী। আপনি মঙ্গলময়ী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।১৭

হে দেবি, ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া আপনি দৈত্য বিনাশে উদ্যতা হইয়াছিলেন এবং আপনিই ত্রিভুবন রক্ষা করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।১৮

দেবি, আপনি মুকুটযুক্তা, মহাবজ্রধারিণী, সহস্র নয়ন শোভিতা, বৃত্রাসুর নাশিনী এবং ইন্দ্র-শক্তিরূপা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।১৯

দেবি, শিবদূতীরূপে আপনি বিশাল অসুর সৈন্য-নাশিনী, আপনি ভয়ঙ্কর মূর্তিধারিণী ও মহাগর্জনকারিণী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২০

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। গৃহীতেতি। হে বরাহরূপিণি বরাহসংস্থানযুক্তে। তাং বর্ণয়ন্তঃ স্তুবন্তি গৃহীতেত্যাদি। গৃহীতং ধৃতমুগ্রং ঘোরং মহদসাধারণং চক্রং যয়া। দংষ্ট্রয়া উদ্ধৃতা বসুন্ধরা যয়া। শিবে মঙ্গলহেতো।১৭ নৃসিংহেতি। উগ্রেণ ভয়ানকেন নৃসিংহরূপেণ দৈত্যান্ হন্তুং কৃত উদ্যমো যয়া তস্যাঃ সম্বোধনং নিত্যাপেক্ষত্বাদসমস্তেনাপি সম্বন্ধঃ। ত্রৈলোক্যত্রাণং ত্রৈলোক্যরক্ষা তদুপায়ভূতা মূর্তিরিত্যর্থঃ তৎসহিতে তদ্যুক্তে যদ্বা ত্রৈলোক্যং ত্রায়ত ইতি কর্তরি ঙনট্, হিতেন সহ বর্তমানা সহিতা, সা চাসৌ সা চেতি। যদ্বা ত্রৈলোক্যস্ত ত্রাণং যৈঃ

তান্যস্ত্রাণি তৎসহিতে। যদ্বা ত্রৈলোক্যত্রাণম্ উপচারাৎ তত্তদ্ব্যাপারঃ তৎসহিতে।১৮ কিরীতি। হে ঐন্দ্রি, তে তুভ্যং নমোঽস্তু। কিরীটিনি কিরীটযুক্তে। মহদসাধারণং বজ্রং যস্যাঃ। সহস্রনয়নৈরুজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে বৃত্রাসুরস্য প্রাণহারিণি তদানীং ভবিষ্যত্বেঽপি যোগ্যতয়ৈতদুক্তং, কল্পান্তরীয়-স্মরণাদ্বা, শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ সর্বত্র ব্যবস্থা।১৯ শিবেতি। শিবদূতীস্বরূপেণ হতং দৈত্যানাং মহাবলং মহাসৈন্যং যয়া। ঘোরমুগ্রং রূপং যস্যাঃ। মহান্ রাবো যস্যাঃ।২০

টীকার্থ। গৃহীতেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে বরাহরূপিণি, বরাহ রূপ সংস্থান যুক্তা। তাঁহাকে বর্ণনা করিতে করিতে স্তব করিতেছেন। গৃহীত, ধৃত হইয়াছে উগ্র, ঘোর, মহৎ, অসাধারণ চক্র যাঁহার দ্বারা। দংষ্ট্রাদ্বারা উদ্ধারিত হইয়াছিল বসুন্ধরা যাঁহার দ্বারা। শিবে, মঙ্গলহেতুরূপা তোমাকে নমস্কার করি।১৭

নৃসিংহেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভয়ানক নৃসিংহরূপে দৈত্যগণকে মারিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন যিনি, তাঁহার সম্বোধন। নিত্য অপেক্ষত্বহেতু অসমস্ত পদের সহিত সম্বন্ধ হইবে। ত্রৈলোক্য রক্ষা, ত্রিলোক রক্ষার উপায়ভূত মূর্তি, তৎসহিত, তাহার সহিত যুক্ত। অথবা ত্রৈলোক্যকে ত্রাণ করেন যিনি। এখানে কর্তায় ণনট্ প্রত্যয় হইয়াছে। সহিত, হিতের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি। অথবা ত্রিলোক (ত্রৈলোক্য) পরিত্রাত হয় যে সকল অস্ত্রদ্বারা—সেই সমূহে সজ্জিতা যিনি। অথবা ত্রৈলোক্য ত্রাণ উপচরিত হওয়ায় সেই সেই কার্যের সহিত যুক্তা।১৮

কিরীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে ঐন্দ্রি, তোমাকে প্রণাম করি। কিরীটযুক্ত, অসাধারণ বজ্র যাঁহার। সহস্রনয়নদ্বারা [১১৬] উজ্জ্বল যিনি। বৃত্রাসুরের [১১৭] প্রাণ যিনি হরণ করিয়াছিলেন, তিনি। তৎকালে ভবিষ্যৎ ঘটনাসত্ত্বেও যোগ্যতাহেতু ইহা উক্ত হইয়াছে। অথবা অন্য কল্পের স্মৃতি হেতু, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদহেতু সর্বত্র কার্য হয়।১৯

শিবেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। শিবদূতী রূপে দৈত্যগণের সুবিশাল সৈন্যসমূহ হত যাঁহার দ্বারা। উগ্র, অতি ভয়ঙ্কর রূপ যাঁহার। মহান রাব, হুঙ্কার যাঁহার।২০

টিপ্পনী। ১১৬. সহস্রনয়ন—অনন্তনয়ন।

১১৭. বিশ্বকর্মার অপত্য বৃত্র। বৃত্রাসুর বধের কথা দেবী ভাগবতে প্রসিদ্ধ।

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২২
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২৩
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৪

অন্বয়। চামুণ্ডে দংষ্ট্রা করাল বদনে শিরঃ মালা বিভূষণে মুণ্ডমথণে তে নমঃ অস্তু।২১

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে মহারাত্রি মহামায়ে প্রসীদ। নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি নিয়তে ঈশে ত্বং প্রসীদ নারায়ণি তে নমঃ অস্তু।২৩

সর্ব-স্বরূপে সর্ব-ঈশে সর্বশক্তি সমন্বিত নঃ ভয়েভ্যঃ ত্রাহি। দেবি দুর্গে দেবি, তে নমঃ অস্তু।২৪

শ্লোকার্থ। চামুণ্ডে, আপনি বিকটদন্ত বিশিষ্ট ভীষণ বদনা নরমুণ্ড-মালিনী ও মুণ্ডাসুর নাশিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২১

দেবি, আপনিই লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধাস্বরূপিনী মন্ত্র রূপিনী। আপনি নিত্যা সনাতনী মহাপ্রলয়রূপা রাত্রি ও মহামোহ রূপা অবিদ্যা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২২

দেবি, আপনি মেধারূপা, বাগ্দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী দৈব শক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হউন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২৩

দেবি, আপনি সর্ব কার্য ও কারণ রূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী ও দুর্জ্ঞেয়া। দেবি, আপনি আমাদিগকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করুন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দংষ্ট্রেতি। হে চামুণ্ডে, তে তুভ্যং নমোঽস্তু।

দংষ্ট্রাভিঃ করালং ভীষণং বদনং যস্যাঃ। শিরোমালা নরমুণ্ডময়ী মালা সৈব ভূষণং যস্যাঃ। মুণ্ডং মুণ্ডাসুরং মথ্নাতীতি রমাদিত্বাৎ ভনঃ।২১

লক্ষ্মীতি। হে লক্ষ্মি সম্পদ্রূপে হে লজ্জে জুগুপ্সিতকরণে কুৎসারূপে সন্মার্গপ্রবৃত্তিরূপে ইতি যাবৎ (শক্তিবিশেষরূপে বা), হে মহাবিদ্যে "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানা"মিতি গীতাসূক্তেঃ উপনিষদ্রূপে যদ্বা বিদ্যা পঞ্চপর্বা প্রগুক্তা, তস্যা মহত্ত্বং সত্ত্বশোধনেন মুক্তিপর্য্যব-সায়িত্বাৎ। হে শ্রদ্ধে বেদার্থে দৃঢ়প্রতীতিরূপে। পুষ্টিরুপচয়ঃ শক্ত্যাদিত্বাৎ পাক্ষিক ঈ। স্বধা পিতৃতৃপ্তিহেতুমন্ত্রঃ তৎস্বরূপে। ধ্রুবে নিত্যে। মহারাত্রিঃ প্রলয়লক্ষণা রাত্রিঃ যদ্বা রাত্রিরিব রাত্রিঃ অবিদ্যা, মহতী সর্বব্যাপিনী, সা চাসৌ সা চেতি। মহাবিদ্যা মুক্তিলক্ষণা ব্রহ্মাভিন্নং জগদিতি অদ্বৈতভাবনা, তদুক্তং নারদীয়ে "সর্বৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্য-ভিধীয়তে" ইতি; পূর্বং মহাবিদ্যাসাধনরূপা, ইহ তু ফলসম্পত্তিসিদ্ধিরূপেত্য-পৌনরুক্ত্যং; যদ্বা মহারাত্রীতি যথা শ্রুতমেব, মহাবিদ্যেত্যত্রাকারপ্রশ্লেষঃ, মহতী অবিদ্যা পরস্পর-ভেদসাধনরূপা, তথাচ নারদীয়ে "যথা বিশ্বং মহাবিষ্ণো-র্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে। তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্দুঃখস্য সাধন"-মিতি; যদ্বা অবিদ্যা পঞ্চপর্বা, তদুক্তং বৈষ্ণবে "তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণ-বিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা। মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রং ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ" ইতি; "অবিদ্যা-স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ" ইতি পাতঞ্জলে চ।২২ মেধে ইতি। হে মেধে সকলার্থাবধারণশক্তে, হে সরস্বতি বাগ্দেবতে, বরে শ্রেষ্ঠে, ভূতি ঐশ্বর্য্যরূপে (পূর্ববৎ ঈ), বাভ্রবি বৈষ্ণবি যদ্বা মাহেশ্বরি, যদ্বা মহতি "বভ্রুর্বৈশ্বানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে। বিশালে নকুলে পুংসি পিঙ্গলে ত্বভিধেয়ব" দিতি মেদিনী। বভ্রুশব্দেন রাজোগুণ উচ্যতে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। হে তামসি তমোময়ি। হে নিয়তে নিশ্চয়াত্মিকে যদ্বা নিয়তিঃ প্রাচীনং কর্ম তদ্রূপে দৈব-রূপিণি। হে ঈশে সকলকরণসমর্থে, ত্বং প্রসীদ।২৩ অত্র পদ্যান্তরং ক্বচিৎ দৃশ্যতে তদনার্ষং মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ, কেনাপি টীকাকৃতা ন ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ। সর্বেতি। সর্বরূপে নিখিলকার্য্যকারণরূপে। হে সর্বেশে সর্বেষাং কার্যকারণানামপি ঈশে নিয়ন্ত্রি প্রেরয়ত্রীতি যাবৎ এতেনাদিকারণত্বমুক্তম্। নম্বেকস্যাঃ কথং নিয়াম্যনিয়ামকত্বং কার্য্যকারণাত্মকত্বং বা ইতি চেত্তত্রাহঃ—সর্বশক্তিসমন্বিতে উক্তানুক্তসমগ্রশক্তিযুক্তে। নমু দৃশ্যত্বেন পরিচ্ছিন্নায়াং কথমেবংবিধত্বমিতি

চেত্তত্রাহুঃ—হে দুর্গে দুর্জ্ঞেয়ে অপরিমিতস্বরূপে ইত্যর্থঃ যথা দৃশ্যসে নৈতাদৃগেবং তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। অতএব প্রার্থয়ন্তে—হে দেবি, ভয়েভ্যঃ সকলভয়হেতুভ্যো নোঽস্মান্ ত্রাহি পালয় ।২৪

টীকার্থ। দংষ্ট্রেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে চামুণ্ডে, তোমাকে প্রণাম করি। দংষ্ট্রা, দীর্ঘ বক্রদন্তদ্বারা ভীষণ বদন যাঁহার। নরমুণ্ডমালা ভূষণ যাঁহার। চণ্ড মুণ্ডাসুরদ্বয়কে যিনি নিহত করিয়াছেন, তিনি চামুণ্ডা। তিনি মুণ্ডমালাধারিণী। রমাদিত্বাৎ ঙনঃ প্রত্যয় হইয়াছে ।২১

লক্ষ্মীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে লক্ষ্মি, সম্পদরূপা। হে লজ্জে, গোপন করণে; কুৎসারূপা, তৎপথ প্রবৃত্তিরূপা। অথবা শক্তিবিশেষরূপা। হে মহাবিদ্যে, উপনিষৎ রূপে। গীতায় (১০।৩২) আছে, অধ্যাত্মবিদ্যা সমস্ত বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা। অথবা পূর্বে বলা হইয়াছে, বিদ্যা পঞ্চপর্বা, তাহার মহত্ত্ব-সত্তাশোধন দ্বারা মুক্তিলাভে পর্যবসিত হয়। হে শ্রদ্ধে, বেদার্থে ও গুরুবাক্যে দৃঢবিশ্বাসরূপে। পুষ্টি, উপচয়রূপে। শক্তিআদিতে থাকায় পাক্ষিক ঈ প্রত্যয় হইয়াছে। স্বধা, পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু মন্ত্ররূপা। ধ্রুবে, নিত্যরূপা। মহারাত্রি, প্রলয়রূপা রাত্রি। অথবা রাত্রিতুল্য তিমিরময়ী অবিদ্যা। মহতী, সর্বব্যাপিনী। পূর্বোক্ত সর্বরূপা তিনিই। মহাবিদ্যা, মুক্তিরূপা পরাবিদ্যা। ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন—এই অদ্বৈত ভাবনা। এই জগৎ ব্রহ্মময়। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, সর্বভূতকে অভিন্নরূপে ভাবনাই বিদ্যা-নামে, অভিহিত। পূর্বে কথিত মহাবিদ্যা সাধনরূপা। অধুনা ফলসম্পত্তি সিদ্ধিরূপা বিদ্যা বলিয়া পুনরুক্তি দোষ হইল না। অথবা যেমন মহারাত্রি পদশ্রুত হয়, মহাবিদ্যা পদে প্রশ্লেষে অকার প্রযুক্ত। মহতী অবিদ্যা পরস্পর ভেদসাধনরূপা। নারদীয় পঞ্চরাত্রে কথিত আছে, যখন বিশ্বকে মহাবিষ্ণুর সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হইবে, তখন দুঃখের সাধনভেদে অবিদ্যা সংসিদ্ধ হইবে। অথবা অবিদ্যা[১১৮] পঞ্চপর্বা, পঞ্চবিধা। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, তমঃ অর্থে অবিবেক, মোহ, অন্তঃকরণের বিভ্রম ও গ্রাম্য ভোগ-সুখের ইচ্ছারূপ মহামোহ জানিবে। যেহেতু মরণকে অন্ধতামিস্র তামিস্র বা ক্রোধ বলা হয়। মহাত্মাগণ এই সকলকে অবিদ্যার পঞ্চপর্ব বলেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে উক্ত আছে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এইগুলি পঞ্চক্লেশ ।২২

মেধে ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে মেধে, সকল অর্থ অবধারণের শক্তিরূপা মেধা। (মোক্ষশাস্ত্রে ব্রহ্মমেধা উল্লিখিত। এই ব্রহ্মমেধা ব্রহ্মপ্রজ্ঞা-

ধারণে সমর্থা এবং মহামায়া কর্তৃক প্রদত্ত হয়। সুতরাং মহামায়া ব্রহ্মমেধা-রূপিণী।) হে সরস্বতি, বাক্‌দেবতা। বরে, শ্রেষ্ঠা। ভূতি, ঐশ্বর্যরূপা (পূর্বের ন্যায় টী)। বাভ্রবি, বৈষ্ণবী। অথবা মাহেশ্বরী অর্থে মহেশ্বর শক্তি। মেদিনী কোষ মতে বভ্রু, অগ্নি, শূলপাণি, গরুড়ধ্বজ, বিশাল, নকুল ও পিঙ্গল প্রভৃতি শব্দ মহত্ত্ববাচক। টীকাকার বিদ্যাবিনোদ বলেন, বভ্রু অর্থে রজঃ গুণ। হে তামসি, তমোময়ি ; হে নিয়তে, নিশ্চয়াত্মিকে। অথবা নিয়তি, প্রাচীন কর্ম, তৎরূপা, দৈবরূপা হে ঈশে, সকলকরণ সমর্থা, তুমি প্রসন্না হও।২৩

এখানে কোথাও কোথাও অন্য শ্লোক দেখা যায়। তাহা মূল গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না বলিয়া কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। সর্বেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সর্বরূপে সমস্ত কার্যকারণস্বরূপে। হে সর্বেশে, সকল কার্যকারণেরও নিয়ন্ত্রী, প্রেরিকা যিনি। ইহাদ্বারা তিনিই আদি ও সকলের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। যদি ইহা উক্ত হয়, একা যিনি তিনি কিরূপে নিয়ম্য-নিয়ামক, কার্য-কারণাত্মক হইতে পারেন? সেজন্য বলিতেছেন, সর্বশক্তিসমন্বিতা, উক্ত ও অনুক্ত সর্বশক্তিযুক্তা। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যখন তিনি দৃশ্যা, পরিচ্ছিন্না হয়েছেন, তখন তাঁহার এবম্বিধ স্বরূপ কিরূপে সম্ভব? সেজন্য বলিতেছেন, হে দুর্গে, দুর্জ্ঞেয়া, দুর্গম্যা, অপরিমিত স্বরূপা, তোমার যে রূপ দৃষ্ট হয়, তাহাই তোমার পারমার্থিক স্বরূপ নয়। অতএব প্রার্থনা করিতেছেন, হে দেবি, সকল ভয়ের কারণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।২৪

টিপ্পনী। ১১৮, অবিদ্যা মোহঃ অস্মিতা দেহেন্দ্রিয়েষু অহংভাবঃ। রাগঃ সুখসাধনেচ্ছা, দ্বেষঃ দুঃখনিবারণচেষ্টা, অভিনিবেশঃ মৃত্যুভয়ম্।

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥২৫
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৬
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥২৭
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮

অন্বয়। কাত্যায়নি তে এতৎ লোচন ত্রয় ভূষিতম্ সৌম্যং বদনং নঃ সর্বভূতেভ্যঃ পাতু। তে নমঃ অস্তু।২৫

ভদ্রকালি, জ্বালা করালম্ অতিউগ্রম্ অশেষ অসুর সূদনম্ ত্রিশূলং নঃ ভীতেঃ পাতু। তে নমঃ অস্তু।২৬

দেবি, যা ঘণ্টা স্বনেন জগৎ আপূর্য দৈত্য তেজাংসি হিনস্তি সা অনঃ ইব স্বতান্ নঃ পাপেভ্যঃ পাতু।২৭

চণ্ডিকে, তে অসুর-অসৃক্-বসা পঙ্ক-চর্চিতঃ কর-উজ্জ্বলঃ খড়্গঃ শুভায় ভবতু। ত্বাং বয়ম নতাঃ।২৮

শ্লোকার্থ। কাত্যায়নি, আপনার ত্রিনয়ন শোভিত সৌম্য বদন আমাদিগকে সকল ভৌতিক বিকার ও সর্ব ভূতের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুক। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।২৫

হে ভদ্রকালি, প্রচণ্ডদীপ্তিমান, অতিতীক্ষ্ণ, অসংখ্যাসুরনাশক আপনার ত্রিশূল আমাদিগকে সকল প্রকার ভয় হইতে রক্ষা করুক। আপনাকে প্রণাম।২৬

দেবি, আপনার যে ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া আপনি দৈত্য তেজ নষ্ট করেন, তাহা—মাতা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সেই রূপ আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুক।২৭

চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্থিত তেজোময় এবং অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত খড়্গ আমাদের কল্যান সাধন করুক। আপনাকে আমরা প্রণাম করি।২৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সকলাবয়বশস্ত্রাস্ত্রাদীনামপি মায়াবিলসিতত্বেন চিন্ময়ত্বাৎ সর্বাণ্যেব প্রার্থয়ন্তে চতুর্ভিঃ। এতদিতি। হে কাত্যায়নি, তে তব এতৎবদনং সর্বভূতেভ্যো নোঽস্মান্ পাতু রক্ষতু। তে তুভ্যং নমোঽস্তু। কীদৃশম্? সৌম্যং মণোরমং। পুনঃ কীদৃক্? লোচনত্রয়েণ ভূষিতং "সৌম্যা জ্ঞে না ত্রিবহ্ন্যগ্রে মনোজ্ঞে সোমদৈবতে" ইতি মেদিনী। ২৫ জ্বালেতি। হে ভদ্রকালি, তে তুভ্যং নমোঽস্তু। তব ত্রিশূলং ভীতের্ভয়াৎ নোঽস্মান্ পাতু। কীদৃশম্? সৌম্যং জ্বালা অর্চিষঃ তাভিঃ করালং ভীষণং তুঙ্গং বা। অত্যুগ্রম্ অতিভয়ানকং লেলিহানমিতি বার্থঃ। অশেষাণামসুরাণাং সূদনং নাশকম্।২৬ হিনস্তীতি। যা ঘণ্টা স্বনেন শব্দেন জগৎ আপূর্য্য দৈত্যতে—জাংসি হিনস্তি, সা নেঽস্মান্। পাপেভ্যঃ ক্লেশহেতুভ্যঃ পাতু। কা কানিব? অনো মাতা সুতান্ পুত্রানিব যথা মাতা স্বনেনাক্রোশধ্বনিনা পুত্রক্লেশদান্ নিরস্ত

স্বপুত্রান্ রক্ষতি তদ্বৎ। "অনো মাতৃশকটয়ো" রিতি কোষঃ। পদ্যান্তরাণ্য-স্তৈর্ব্যাখ্যাতান্যপি অস্মদয়ক্রমত্বাদুপেক্ষিতানি।২৭ অসুরেতি। হে চণ্ডিকে, বয়ং ত্বাং নতাঃ স্মঃ প্রণতাঃ স্মঃ। তে তবে খড়্গঃ শুভায় মঙ্গলায় ভবতু অর্থাদস্মাকং, যদ্বা পূর্বশ্লোকাৎ নঃ ইত্যনুষজ্য বিভক্তিব্যত্যয়াৎ ষষ্ঠ্যন্তত্বম্। কীদৃক্? অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চিতঃ অসৃক্ রক্তঞ্চ বসা মেদশ্চ তে এব পঙ্কঃ অতিবহুলত্বাৎ তেন চর্চিতঃ দিগ্ধঃ। পুনঃ কীদৃক? করৈঃ কিরণৈঃ উজ্জ্বলঃ দীপ্তঃ যদ্বা তে তব করেণ হস্তসম্পর্কেণ উজ্জ্বলঃ অতিশয়দীপ্তঃ।২৮

টীকার্থ। অস্ত্রশস্ত্রাদির সমস্ত অবয়ব মায়াবিলসিত, বলিয়া সমস্ত অবয়বের নিকট এতদিতি শ্লোক হইতে পরবর্তী চারি শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন। হে কাত্যায়নি, তোমার সৌম্য বদন সর্বভূত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক্। তোমাকে প্রণাম করি। কিরূপ বদন? সৌম্য, মনোরম, মনোহর। পুনরায় জিজ্ঞাসা, বদন কিরূপ? উহা ত্রি-লোচনে শোভিত। মেদিনীকোষ মতে সৌম্য, মনোজ্ঞ, সোমদৈবত প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক।২৫

জ্বালেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে ভদ্রকালি, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক্। উহা কিরূপ? জ্বালা, শিখাসমূহদ্বারা ভীষণ উচ্চ হইয়াছে যে ত্রিশূল। উহা অতি ভয়ানক, লেলিহান শিখাযুক্ত এবং অসংখ্য অসুরগণের বিনাশকারী।২৬

হিনস্তীতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহাশব্দ দ্বারা যে ঘণ্টা জগৎ পরিপূরিত করিয়া দৈত্যতেজকে হীন করিয়াছিল, সেই ঘণ্টা আমাদিগকে পাপ, ক্লেশের কারণ হইতে রক্ষা করুক। কাহার কাহার তুল্য? মাতা পুত্রদের প্রতি যে রূপ স্নেহশীলা সেইরূপ। যেমন মাতা আক্রোশধ্বনি দ্বারা পুত্রক্লেশ নিরস্ত করিয়া নিজ পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ। মেদিনীকোষ মতে অনো প্রত্যয় মাতা ও শকট শব্দে যুক্ত হয়।২৭

অসুরেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে চণ্ডিকে, আমারা তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তোমার খড়্গ আমাদের মঙ্গলকারক হউক। অথবা পূর্বশ্লোক হইতে নঃ পদ অনুষঙ্গ করিবে, উহা ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হওয়ায়। কারণ এখানে বিভক্তি-ব্যত্যয় হইয়াছে। কিরূপ? অসৃক, রক্ত ও বসা এবং মেদরূপ পংক (অতিবহুলতাহেতু), তৎ দ্বারা প্রলিপ্ত। পুনরায় কিরূপ? কিরণদ্বারা উজ্জ্বল অথবা তোমার হস্তের সম্পর্ক হেতু অতিশয় দীপ্ত।২৮

রোগানশেষা-নপহংসি তুষ্টা,
কৃষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং,
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য,
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং,
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে,
বিভ্রাময়ত্যেত-দতীব বিশ্বম্ ॥৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা,
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধি মধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্ব ॥৩২

অন্বয়। ত্বম্ তুষ্টা অশেষান্ রোগান্ অপহংসি। রুষ্টাতু সকলান্ অভীষ্টান্ কামান্ [অপহংসি]। ত্বাম্ আশ্রিতানাং নরাণাং ন বিপৎ। ত্বাম্ আশ্রিতাঃ হি আশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ।২৯

দেবি, ত্বয়া অদ্য আত্মমূর্তিম্ অনেকৈঃ রূপৈঃ বহু-ধা কৃত্বা ধর্ম-দ্বিষাং মহাসুরাণাম্ এতৎ যৎ কদনং কৃতম্ অম্বিকে তৎ অন্যা কা প্রকরোতি ?৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষু আদ্যেষু বাক্যেষু চ অতি মহা অন্ধকারে মমত্ব গর্তে ত্বৎ অন্যা কা অতীব এতৎ বিশ্বম্ বিভ্রাময়তি ?৩১

যত্র রক্ষাংসি চ উগ্রবিষাঃ নাগাঃ যত্র অরয়ঃ যত্র দস্যু বলানি যত্র দাব-অনলঃ তত্র তথা অব্ধি মধ্যে স্থিতা ত্বং বিশ্বম্ পরিপাসি ।৩২

শ্লোকার্থ। দেবি, আপনি সন্তুষ্টা হইলে সকল প্রকার (দৈহিক ও মানসিক) রোগ বিনাশ করেন। আবার রুষ্টা (অসন্তুষ্টা) হইলে অভীষ্ট

(কাম্য) বস্তুসমূহ নাশ করেন। আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের বিপদ স্থায়ী হয় না। যাঁহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাঁহারা অন্যেরও আশ্রয় যোগ্য হন।৪৯

দেবি, সম্প্রতি আপনি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালী আদি মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ বহু প্রকারে প্রকটিত করিয়া ধর্মদ্বেষী মহাসুরগণের যে বিনাশ সাধন করিলেন, অম্বিকে, তাহা আপনি ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে?৩০

দেবি, সকল ঐহিক বিদ্যায়, মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃত্তিপর ধর্ম শাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্ত বাক্য দ্বারা মানুষকে আপনি ভিন্ন আর কে প্রবর্তিত করে? দেবি, গভীর অজ্ঞান রূপ অন্ধকার ও মমতাপূর্ণ সংসার গর্তে মানুষকে আপনি ব্যতীত আর কে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে?৩১

যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীব্র বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু ও দস্যুদল এবং যেখানে দাবানল, সেখানে ও সমুদ্রবক্ষে সর্বত্র আপনি সদা বিরাজিতা থাকিয়া বিশাল বিশ্ব পরিপালন করেন।৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। রোষতোষয়োঃ ফলং বদন্তঃ স্তুবন্তি রোগানিতি। ত্বং তুষ্টা সতী অশেষান্ রোগান্ উদ্বেজকান্ অপহংসি নাশয়সি। রুষ্টা ক্রুদ্ধা সতী অভীষ্টান্ বাঞ্ছিতান্ সকলান্ কামান্ অর্থান্ বিনিহংসি যদ্বা অভীষ্টান্ সর্বত ইষ্টান্ অতিমনোহরান্; যদ্বা উভয়োরুপাদানাৎ অভীষ্টান্ ইচ্ছাবিষয়ীকৃতান ভাবিন ইত্যর্থঃ, কামান্ বর্তমানোপভোগ্যান্ ইতি ভেদঃ কল্পনীয়ঃ, তথাচ দেবীপুরাণং "তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎ ফলম্। ন তদ্বক্তুং মহেশোঽপি শক্তো বর্ষশতৈরপি" ইতি। তদেকতানতায়াঃ ফলং স্তুবন্তি ত্বামিত্যাদি। ত্বামাশ্রিতানাং ত্বদ্ভক্তানাং নরাণাং বিপৎ বিপত্তির্নভবতীতি শেষঃ নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ইত্যেকশেষঃ। নরাণামিত্যুপলক্ষণং দেবানাঞ্চ, তেষামপি তদ্দর্শনাৎ। ত্বামাশ্রিতা জনাঃ হি নিশ্চিতম্ আশ্রয়তাম্ অন্যেষাং আশ্রয়-যোগ্যতাং প্রয়ান্তি গচ্ছন্তি তথাচাগমঃ "রাজানোঽপি চ দাসত্বং ভজন্তে কিং পরে জনাঃ" ইতি।২৯ তৎকর্মণামলৌকিকত্বং বদন্তঃ স্তুবন্তি এতদিতি। হে অম্বিকে জননি, হে দেবি, অনেকৈঃ রূপৈর্ব্রহ্মাণ্যাদিরূপৈশ্চতুর্মুখীত্বাদিভিঃ বহুধা বহুপ্রকারম্ আত্মমূর্তিম্ আত্মনো দেহং কৃত্বা ব্রহ্মাণ্যাদিরূপাং কৃত্বেত্যর্থঃ, ধর্মদ্বিষাং ধর্মকর্মদ্বেষ্টৄণাং মহাসুরাণাম্ অদ্য ত্বয়া যদেতৎ কদনং ক্লেশঃ নাশ ইতি যাবৎ কৃতং, তৎ অন্যা ত্বাং বিনা কা প্রকরোতি? না কাপীত্যর্থঃ সর্বাসামশক্যত্বাৎ। যদ্বা, নন্বু চামুণ্ডাদিভির্বহ্বীভিরেব দৈত্যনাশঃ কৃতঃ কথমেকৈবাহং স্তুয়ে ইতি চেত্তত্রাহুঃ এতদিত্যাদি। এতৎ কদনং কা ত্বদন্যা করোতি? অপি তু ন কাপি

কিন্তু ত্বমেব ইত্যর্থঃ। নমু দৃষ্টমেবৈতৎ কথমন্যথা কথ্যতে ইতি চেত্তত্রাহুঃ—অনেকৈঃ রূপৈরাত্মমূর্ত্তিং নিজদেহমেব বহুধা কৃত্বা কৃতং ন তু তাঃ পৃথক ইত্যর্থঃ। "কদনং মৃত্যুতাপয়ো"রিতি মেদিনী।৩০ সুখদুঃখসাধনভূতাসু নানাবিদ্যাসু প্রবৃত্তিরপি ত্বদধীনৈবেত্যাহুঃ বিদ্যা ইতি। বিদ্যা উপবিদ্যা ইন্দ্রজালগারুড়কাদ্যাঃ, শাস্ত্রাণি তর্কাদীনি, তেষু। কীদৃশেষু? বিবেকদীপেষু বিবেকং জ্ঞানং দীপয়ন্তি উজ্জ্বলীকুর্বন্তি তেষু। আদ্যেষু বাক্যেষু বেদবাক্যেষু বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা-বোধকেষু। যদ্বা বিদ্যাসু ধনুর্বিদ্যাদিষু, শাস্ত্রেষু নীতিশাস্ত্রাদিষু, বিবেকদীপেষু জ্ঞানবর্দ্ধকেষু বাক্যেষু অনুমানাদিতর্কবাক্যেষু আদ্যেষু কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যেষু, আদ্যত্বং সংসারচক্রহেতু-ত্বাৎ প্রথমোপদেশবিষয়ত্বাচ্চ। তথা মমত্বগর্ত্তে মমত্ব মম্বকীয়ে স্বকীয়ত্বাভিমানঃ তদেব গর্ত্ত ইব গর্ত্তঃ পাতহেতুত্বাৎ, কিন্তু'ত? অতিমহান্ধকারে অতিমহান্ অন্ধকারো যত্র অন্ধং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচাররহিতং করোতীতি অন্ধকারঃ, তস্যাতিমহত্বং সর্বথা বিবেকপ্রকাশরাহিত্যাৎ, ন হি মমতাকুলচেতসাং বিবেকপ্রসঙ্গোঽস্তি, তদুক্তং সাত্ত্বতগ্রন্থে "বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদুর্লভঃ। বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ" ইতি। এতেষু সর্বেষু এতদ্বিশ্বং ত্বদন্যা কা অতীব বিভ্রাময়তি পুন পুনঃ প্রবর্ত্তয়তি ভ্রান্তমন্যথাবুদ্ধিং বা করোতি? কিন্তু ত্বমেবেত্যর্থঃ ইতি বন্ধনহেতুত্বং প্রতিপাদিতম্। ছান্দসত্বান্ন হ্রস্বঃ। যদ্বা শাস্ত্রেষু তর্কমীমাংসাদিষু বিবেক আত্মানাত্মবিচারঃ তং দীপয়ন্তি ইতি বিবেকদীপানি উপনিষদ্বাক্যানি তেষু। (আত্মা বারেদ্রষ্টব্য শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদি ন তং বিদার্থ য ইমা জজনান্যদ্যুষ্মাকমনন্তরং বভূবেত্যাদিষু আদ্যেষু বাক্যেষু প্রবৃত্তিলক্ষণেষু দীক্ষিতোঽগ্নিষ্টোমীয়ং পশুমালভেতি অপকার্যশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীদিত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিবোধিতেষু আদ্যাত্বমুৎপত্ত্যানন্তরমেব যজ্ঞানুষ্ঠাৎ তানি ধর্মাণি প্রথমান্যা সন্নিতি শ্রুতেঃ। সহ যজ্ঞা প্রজা সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্য-ধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিতি গীতাস্মৃতেঃ। ততশ্চ জ্ঞানহেতুষু বাক্যেষু অসংভাব-নাবিপরীত সম্ভাবনাভ্যামপ্রবৃত্তিবিভ্রমঃ নশ্বরফলেষু নিত্যত্ববুদ্ধ্যা কর্মসু অদৃষ্টার্থশূন্যেষু কুটুম্বভরণাদিষু সুখবুদ্ধ্যা সততপ্রবৃত্তিশ্চ বিভ্রমঃ তথাচ চতুর্থে, বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসাবজ্ঞ ইতি যদ্বা নিগ্রহানুগ্রহাভ্যাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলক্ষণাসু বিদ্যাসু ত্বমেব প্রবর্ত্তয়সীতি বদন্তঃ স্তুবন্তি তথাহি জ্ঞানদীপেষু বাক্যেষু উক্তস্বরূপেষু বিভ্রাময়সি বিগতরসং করোষি শ্রবণমননাদিষু প্রবর্ত্তয়সি ইত্যর্থঃ কর্মাদিষু বিভ্রাময়সি বিশিষ্টভ্রমযুক্তান্ করোষি ইতি পাদবৃত্ত্যা যথাসম্ভবার্থঃ কল্পনীয়ঃ

যদুক্তং আবৃত্তিশক্তির্ভিন্নার্থে বাক্যে সকৃদপি শ্রুতেঃ। লিঙ্গাদ্বা যত্র ধর্মদ্বা বিশেষো নোপতিষ্ঠতে ইতি অলং অতিপ্রপঞ্চেন। বিবেকস্তু জলদ্রোণ্যাং পৃথগ্‌ভাব বিচারয়োরিতি মেদিনী)।৩১ সর্বত্র ত্বমেবৈকা নানারূপেণ জগৎ পালয়সীতি বদন্তঃ স্তুবন্তি রক্ষাংসীতি। যত্র রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ, যত্র উগ্রবিষা উল্বণগরলাঃ নাগাঃ, যত্র চ অরয়ঃ শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ শত্রবঃ, যত্র চ দস্যুলবানি বালদধ্বাদৌ ধনাপহারকসমূহাঃ, যত্র চ দাবানলো বনাগ্নিঃ তত্র, তথাব্ধিমধ্যে নদীসমুদ্রাদিমধ্যে মধ্য ইতি সন্তরণাদ্যপায়দুর্লঙ্ঘতয়োক্তং তত্র স্থিতা সতী ত্বং বিশ্বং জগৎ রাক্ষসাদিভ্যঃ তত্তদ্রক্ষকরূপেণ পরিপাসি রক্ষসি।৩২

টীকার্থ। রোগান্ ইতি শ্লোকে রোষ ও তোষের ফল বলিতে দেবীকে স্তব করিতেছেন। তুমি তুষ্টা হইলে অবশেষে উত্তেজক উদ্বেগকারক রোগাদি নাশ কর। আবার ক্রুদ্ধা হইলে ভূমি বাঞ্ছিত, অভীষ্ট সকল কামনা, অর্থ ধ্বংস কর। অথবা অভীষ্ট সকল প্রকার কাম্য, অতি মনোহর বস্তু নাশ কর। অথবা উভয়ের উপাদানহেতু অভীষ্ট, ইচ্ছার বিষয়ীভূত ভাবনাসমূহকে, কামনাসমূহকে, বর্তমান উপভোগ্য বস্তুগুলিকে। এই ভেদ কল্পনা করিবে। দেবীপুরাণে কথিত আছে, হে নৃপ, দুর্গা তুষ্টা হইলে নিমেষার্দ্ধের মধ্যে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা মহেশও একশত বৎসর ধরিয়া প্রদান করিতে সমর্থ হন না। সেজন্য তাহার একতানতানিমিত্ত অনন্যশরণের ফলস্তুতি করিতেছেন, ত্বামিত্যাদি শ্লোকে। তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহাদের, তোমার ভক্তগণের বিপদ হয় না। নর শব্দে নারীও বুঝিতে হইবে। নরগণ পদে দেবগণ উপলক্ষিত হইবে, তাঁহাদেরও তদ্দর্শনহেতু। তোমার আশ্রিতজন, ('হি' অর্থে নিশ্চিত) অন্য সকলের আশ্রয়ণীয় হয়। আগম শাস্ত্রে আছে, রাজাগণও দাসত্ব ভজনা করেন, অন্যের কথা আর কি ?২৯

এতদিতি শ্লোকে তৎকর্মের অলৌকিকত্ব বর্ণনা করিতেছেন। হে জননি, দেবি, ব্রহ্মাণী-আদি বহু রূপদ্বারা, চতুর্মুখীত্ব প্রভৃতি নানা রূপদ্বারা, অনেক প্রকার নিজদেহকে বহ্মাণী-আদি রূপে পরিণত করিয়া, ধর্মকর্মদ্বেষী অসুরগণের যে নাশ আজ তোমার দ্বারা হইল, তাহা তুমি ব্যতীত অন্য কে করিতে পারিত ! অর্থাৎ কেহ করিতে পারিত না, সকলের অক্ষমতা হেতু। অথবা যেন দেবী প্রশ্ন করিতেছেন, চামুণ্ডা প্রমুখ যে সকল মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক দৈত্য নাশ করিয়াছেন, কি হেতু কেবল আমাকেই স্তব করিতেছে ? সেজন্য বলিতেছেন, অনেক রূপ নয়। মেদিনীকোষ মতে কদন অর্থে মৃত্যু ও তাপ।৩০

সেগুলি কিরূপ? বিবেক, জ্ঞান উজ্জ্বল করে যেগুলি, সেইগুলিও। বর্ণাশ্রমমর্যাদাবোধক বেদবাক্যসমূহও। অথবা বিদ্যাসমূহে, ধনুর্বিদ্যাদিতে। শাস্ত্রসমূহে, নীতিশাস্ত্রাদিতে। বিবেকদীপসমূহে, জ্ঞানবর্ধক অনুমানাদি তর্কবাক্য-সমূহে। আদি অর্থে কর্মকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যসমূহে। আদ্যত্ব অর্থে সংসার চক্রহেতুত্ব ও প্রথম উপদেশবিষয়ত্ব। তথা মমতাগর্তে, মমত্ব, মম অর্থে স্ব বা নিজকীয় স্বকীয়ত্ব বা নিজকীয়ত্ব অভিমান, তাহাই গর্ততুল্য গর্ত, পতনের কারণ হয়। কিরূপ গর্ত? অতি গাঢ় অন্ধকার যেখানে। অন্ধ, কর্তব্যা-কর্তব্য বিচার রহিত করে যাহা তাহা অন্ধকার। তাহার অতিগাঢ়ত্ব, সর্বপ্রকারে বিবেক প্রকাশরাহিত্য হেতু; মমতাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণের বিবেক প্রসঙ্গ হয় না। সাত্বত (বৈষ্ণব) গ্রন্থে উক্ত আছে, প্রাকৃত বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণেরও বিষ্ণুর প্রতি আবেশ, অনুরাগ সুদুর্লভ। পশ্চিমদিকের বস্তু পূর্বদিকে গমন করিলে কি প্রাপ্ত হইবে? এই সকলবাক্যে দৃশ্য জগৎকে পুনঃ পুনঃ বিভ্রামিত, প্রবর্তিত করিতে তুমি ব্যতীত আর কে সমর্থ? অথবা ভ্রান্ত, অন্যথাবুদ্ধি করে। ইহার অর্থ, তুমিই এই সকল অঘটন ঘটন কর। ইহার দ্বারা বন্ধনহেতুত্ব প্রতিপাদিত্ব হইল। ছন্দের জন্য হ্রস্ব হইল না। অথবা শাস্ত্রসমূহে, তর্ক-মীমাংসাদিতে বিবেক, আত্ম অনাত্ম বিচার উহাদিগকে প্রদীপ্ত করে, বিবেক-দীপরূপ উপনিষৎ বাক্যসমূহে।৩১

তুমি সর্বত্র একাই নানারূপে জগৎ পালন করিতেছ। ইহা বলিতে বলিতে স্তব করিতেছেন—রক্ষাংসীতি শ্লোকে। যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পগণ, যেখানে অস্ত্রশস্ত্রধারী শত্রুগণ, যেখানে ধন অপহারক দস্যুগণ এবং সেখানে দাবানল প্রজ্বলিত, সেখানে, নদী সমুদ্রাদিমধ্যে (মধ্য শব্দদ্বারা সন্তরণাদি উপায় দ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে।) অবস্থিত হইয়া তুমি জগৎকে রাক্ষসাদি হইতে সেই সেই রক্ষকরূপে রক্ষা কর।৩২

> বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
> বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি,
> বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩
> দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ,
> নিত্যং যথাসুরবধা-দধুনৈব সদ্যঃ।

পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু,
উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

অন্বয়। বিশ্ব-ঈশ্বরি ত্বং বিশ্বং পরিপাসি। বিশ্ব-আত্মিকা ইতি বিশ্বম্। ভবতী বিশ্ব-ঈশ বন্দ্যা যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ বিশ্বআশ্রয়াঃ ভবন্তি ।৩৩

দেবি, প্রসীদ। যথা অধুনা সদ্যঃ এব অসুর-বধাৎ নিত্যং নঃ অরি-ভীতেঃ পরিপালয় সর্ব জগতাং চ পাপানি উৎপাত-পাক-জনিতাং চ মহা-উপসর্গান্ আশু শমং নয় ।৩৪

দেবি বিশ্ব আর্তি-হারিণি, ত্বং প্রসীদ। ত্রৈলোক্য-বাসিনাম্ ঈড্যে প্রণতাণাং লোকানাং বরদা ভব ।৩৫

শ্লোকার্থ। হে জগদীশ্বরি, অপনি বিশ্ব পরিপালন করেন। আপনি বিশ্বরূপা, আপনি বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়া। যাঁহারা আপনার শরণাগত হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন ।৩৩

[ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদা অবস্থান করেন। সুতরাং ভক্তের শরণাগত হইলেই ভগবানের আশ্রয়গ্রহণ করা হয়।]

দেবি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। সম্প্রতি স্মরণ মাত্রই আপনি যেরূপ অসুরনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেবি, আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত পাপ এবং অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি নৈসর্গিক উপদ্রব সকল শীঘ্রনাশ করুন ।৩৪

হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবন-বাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদাত্রী হউন ।৩৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। নমু তথাবিধপ্রবৃত্তৌ তস্যাঃ কিং প্রয়োজনং, কথং বা শক্তিরিতি চেত্তত্রাহুঃ বিশ্বেতি। যতস্ত্বং বিশেশ্বরী সর্বেষামীশ্বরী, অতঃ কারণাৎ বিশ্বং পরিপাসি জগতোঽন্যনাথত্বাৎ তৎপরিপালনায় সততং প্রবর্ত্তসে, সর্বেষামীশ্বরীত্বাৎ সর্বতঃ পালনশক্তিশ্চেত্যর্থঃ। যতো বিশ্বাত্মিকা জগদ্রূপা, ইতি হেতোঃ বিশ্বং ধারয়সি জগতস্তবাংশভুতত্বাৎ। যদ্বা, নমু

রাক্ষসাদিভ্যঃ ততোঽধিকশক্তিযুক্তা ইন্দ্রাদয়ঃ, দস্যুভ্যো রাজা, অব্ধৌ নৌঃ নাগেভ্যো বিষবৈদ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ রক্ষকাঃ; পৃথিবী জগদ্ধাত্রী, তস্যা অপ্যনন্তঃ ধর্ত্তা প্রসিদ্ধঃ; কথং সেতি চেত্তত্রাহুঃ—বিশ্বাত্মিকা রক্ষকধারকাদিসর্বস্বরূপা ত্বমেবেত্যর্থ। সর্বেশ্বরীত্বং সর্বস্বরূপাত্বং চোক্তম্, প্রণামস্য ফলন্তু অত্যাশ্চর্য্যম্ ইত্যাহুঃ—যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ভক্ত্যা ত্বয়ি প্রণামশীলাঃ, তে বিশ্বেশবন্দ্যাঃ বিশ্বেশানাংব্রহ্মেন্দ্রাদীনামপি বন্দ্যা বন্দনীয়াঃ ভবন্তি। যত এবংভূতং প্রণামফলম্, অতো ভবতী বিশ্বাশ্রয়া বিশ্বৈরাশ্রীয়তে সেব্যতে সর্বোপাস্যা ইত্যর্থঃ।৩৩

স্তুত্বা অভিমুখীকৃত্য প্রার্থয়ন্তে দেবীতি। হে দেবি, প্রসীদ। যথা অধুনা সদ্যঃ স্মরণসমকাল এব অসুরবধাৎ নোঽস্মান্ পালিতবতী, তথা নিত্যম্ অরিভীতেঃ পরিপালয় পালয়িষ্যসি। সর্বজগতাঞ্চ পাপানি দুঃখকাবণানি আশু স্মৃতমাত্রমেব শমং শান্তিং নয় নেষ্যসি। উৎপাতো দিব্যান্তরীক্ষ-ভৌমরূপঃ, তস্য পাকঃ ফলপরিণতিঃ, তেন জনিতান্ উৎপাদিতান্ মহোপসর্গান্ দুর্ভিক্ষমরকাদিলক্ষণান্ শমং নয় নেষ্যসি সর্বত্র প্রার্থনায়াং লোট্, অসন্ধিরার্ষঃ, "উপসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবয়োরপী"তি মেদিনী।৩৪ পুনরপি জগদর্থং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতানামিতি। হে দেবি, হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি জগদ্দুঃখনাশশীলে, হে ঈড্যে স্তুত্যে, ত্রৈলোক্যবাসিনাং স্বর্গমর্ত্তপাতালস্থানাং লোকানাং জনানাং সম্বন্ধে বরদা অভীষ্টদাত্রী ভব। নন্বেবমসুরাণামপি তদন্তর্গতত্বাদভীষ্টদানে পুনবনর্থ আসজ্যেত ইতি চেত্তত্রাহ—প্রণতানাং ত্বয়ি প্রণামশীলানাং, যদ্বা বিনীতানাং ন হ্যসুবাস্তাদৃশা ভবন্তি। যদ্বা ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে ইতি সম্বন্ধঃ।৩৫

টীকার্থ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এবম্বিধ প্রবৃত্তিতে তাঁহার কি প্রয়োজন? কেন বা তাঁহার শক্তির প্রয়োজন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, বিশ্বেতি শ্লোক। যেহেতু তুমি বিশ্বেশ্বরী, সকলের ঈশ্বরী, সেইহেতু তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর। জগতের অনন্যনাথহেতু জগৎ পরিপালনের জন্য তিনি সতত চেষ্টা করেন। সকলের ঈশ্বরীত্বহেতু সর্ব স্থানে পালনশক্তিরূপে তিনি ক্রিয়াশীলা। যেহেতু তুমি বিশ্বাত্মিকা, জগৎরূপা। অতএব তুমি বিশ্বকে ধারণ করিতেছ, জগৎ তোমার অংশভূতা বলিয়া। অথবা প্রশ্ন হইতে পারে, রাক্ষসগণ হইতে অধিক শক্তিযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ। দস্যুগণ হইতে রাজা, সমুদ্র হইতে নৌকা, সর্প হইতে বিষবৈদ্য—এইসকল প্রসিদ্ধ রক্ষক। পৃথিবী লোকসমূহ ধারণ করেন। পৃথিবীরও ধারক অনন্তদেব। ইহা প্রসিদ্ধ।

অতএব চণ্ডী দেবী কিরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন বিশ্বাত্মিকা, রক্ষক ও ধারকাদিরূপে তুমিই। সর্বেশ্বরী তুমি এবং সর্বস্বরূপ তুমি। ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু দেবীকে প্রণামের ফল অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। ইহা বলিতেছেন। যাঁহারা তোমাকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করেন, তাঁহারা ব্রহ্মাদি প্রভৃতি বিশ্বেশগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় হন। যেহেতু এইরূপ প্রণামফল লাভ হয়, সেহেতু তুমি বিশ্বকর্তৃক সেবিতা হও, তুমি উপাস্যা হও।৩৩

দেবীতি শ্লোকে স্তুতি করিয়া, দেবীকে অভিমুখী করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। হে দেবি, তুমি প্রসন্না হও। যেমন অধুনা সদ্য, স্মরণ কালেই অসুর বধদ্বারা আমাদিগকে পালন করিয়াছ, সেইরূপ নিত্য শত্রুভয় হইতে আমাদিগকে পরিপালন কর। সমস্ত জগতের পাপ, দুঃখের কারণসমূহ শীঘ্র, স্মরণমাত্রেই প্রশমিত হইবে। উৎপাৎ, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীরূপের কর্মপাক, ফলপরিণতি, তাহাদ্বারা উৎপাদিত মহান্, দুর্ভিক্ষ মড়কাদি উপসর্গ-সমূহকে নষ্ট করিয়া শান্তি আনিবে। সর্বত্র প্রার্থনায় লোট্ ব্যবহৃত। অসন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। মেদিনীকোষমতে উপসর্গ, পুমান্, রোগ, ভেদ ও উপপ্লব একার্থবোধক।৩৪

পুনরায় জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন—প্রণতানামিতি শ্লোকে। হে দেবি, হে জগতের দুঃখনাশকারিণি, হে স্তুতিযোগ্যে, স্বর্গ ও মর্ত ও পাতালের অধিবাসিগণের প্রতি তুমি অভীষ্ট দাত্রী হও। প্রশ্ন হইতে পারে এইরূপে অসুরগণের তদন্তর্গতত্বহেতু এই অভীষ্টদানে পুনরায় অনর্থ আসিয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন, তোমাতে প্রণতশীল যাহারা অথবা তোমার নিকট বিনম্র যাহারা। অসুরগণ তদ্রূপ নয়। অথবা ত্রিলোক বাসিগণের যিনি স্তুতির যোগ্য।৩৫

দেব্যুবাচ।৩৬

বরদাহহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥৩৭

দেবা উচুঃ।৩৮

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরি-বিনাশনম্॥৩৯

অন্বয়। দেবী উবাচ। সুর-গণাঃ, অহং বর-দা। জগতাম্ উপকারকম্ যং বরং মনসা ইচ্ছথ বৃণুধ্বং তং প্রযচ্ছামি।৩৬-৩৭

দেবাঃ উচুঃ। অখিল-ঈশ্বরি ত্রৈলোক্যস্য সর্ব-আবাধা-প্রশমনম্ অস্মৎ-বৈরি-বিনাশনম্ এবম্ এব ত্বয়া কার্যম্।৩৮-৩৯

শ্লোকার্থ। দেবী বলিলেন, দেবগণ, আমি তোমাদিগের প্রতি বরদানে উদ্যতা হইয়াছি। জগতের কল্যাণার্থ যে বর তোমাদের ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর। আমি তাহাই প্রদান করিব।৩৬-৩৭

দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—অখিলেশ্বরি, আপনি এখন আমাদের শত্রুবিনাশ দ্বারা যেরূপ ত্রিভুবনের সকল বিঘ্ন প্রশমন করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন।৩৮-৩৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেব্যুবাচ।৩৬ বরদেতি। হে সুরগণাঃ দেবসমূহাঃ, অহং বরদা বরং দদামি। জগতামুপকারকং যং বরং মনসা ইচ্ছথ, তং বৃণুধ্বং, প্রযচ্ছামি দদামীত্যর্থঃ "দেবাদ্বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে" ইতি কোষঃ ৩৭ দেবা উচুঃ।৩৮ সর্বেতি। হে অখিলেশ্বরি সর্বেশে, যথা অস্মদ্বৈরিবিনাশনং ত্বয়া কৃতমিতি শেষঃ, এবমেব ত্রৈলোক্যস্য সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্বয়া কার্যম্ আ সর্বতো বাধা আবাধ, সর্ব চাসৌ আবাধা চেতি, তস্যাঃ প্রশমনং প্রকর্ষেণ শান্তিঃ।৩৯

টীকার্থ। দেবী বলিলেন।৩৬

বরদেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে দেবগণ, আমি বর দিতেছি। জগতের উপকারক যে বর তোমরা মনে মনে কামনা কর, তাহা প্রদান করিতেছি। মেদিনীকোষে আছে দেবগণ কর্তৃক বৃতা বরশ্রেষ্ঠা।৩৭

দেবগণ বলিলেন।৩৮

সর্বেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে অখিলেশ্বরি, যেরূপ আমাদের শত্রুনাশ তুমি করিয়াছ, সেইরূপ ত্রিলোকের সকল বাধা প্রশমিত করাই তোমার কার্য। আ অর্থে সর্বদিকের বাধা, আবাধা। সমস্ত আবাধার প্রকৃষ্টরূপে প্রশমন।৩৯

দেব্যুবাচ ॥৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।

শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যা-বুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥৪১

নন্দ গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।।৪২
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্।।৪৩
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ।।৪৪

অন্বয়। দেবী উবাচ, বৈবস্বতে অন্তরে অষ্টাবিংশতিমে যুগে প্রচণ্ড শুম্ভঃ নিশুম্ভঃ চ অন্যৌ মহাসুরৌ এব উৎপৎস্যেতে।৪০-৪১

নন্দ-গোপ গৃহে যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা জাতা বিন্ধ্য-অচল নিবাসিনী ততঃ তৌ নাশয়িষ্যামি।৪২

পুনঃ অপি অতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবী-তলে অবতীর্য তু বৈপ্র-চিত্তান দানবান্ হনিষ্যামি।৪৩

তান্ উগ্রান্ বৈপ্র-চিত্তান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্ত্যাঃ চ দন্তাঃ দাড়িমী-কুসুম-উপমাঃ রক্তাঃ ভবিষ্যন্তি।৪৪

শ্লোকার্থ। চণ্ডিকা দেবী বলিলেন, বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে (সপ্তম মন্বন্তরে) অষ্টাবিংশতি সংখ্যক চতুর্যুগে (দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে।৭০-৪১

নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্বক বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিয়া আমি সেই অসুরদ্বয় নাশ করিব।৪২

পুনরায় আমি অতি ভয়ঙ্করা মূর্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া বিপ্রচিত্তিবংশীয় দানবগণকে বধ করিব।৪৩

সেই সকল উগ্রস্বভাব বিপ্রচিত্তিবংশীয় অসুরগণকে ভক্ষণ করিবার সময়ে আমার দন্তসমূহ (রক্তলেপহেতু) দাড়িম্ব কুসুমের মত রক্ত বর্ণ হইবে।৭৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেব্যুবাচ।৪০ ভবিষ্যচ্চরিতং কথয়তি বৈবেতি। বৈবস্বতেঽন্তরে বৈবস্বতস্য মনোরন্তরে তদধিকারোপলক্ষিতে কালে সপ্তম-মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ তত্রাপি অষ্টাবিংশতিপূরণে যুগে এতত্তু দিব্যসংখ্যয়া জ্ঞেয়ং, তত্র মানুষাণাং যুগচতুষ্টয়েন দেবানামেকযুগং ভবতি শুম্ভো নিশুম্ভশ্চান্যৌ মহাসুরৌ উৎপৎস্যেতে উৎপন্নৌ ভবিষ্যতঃ এতেনৈতদন্যমন্বন্তরীয়ং জ্ঞায়তে। অষ্টাবিংশতিতম ইতি বক্তব্যে, ছান্দসস্তলুক্, একোনবিংশে বা "বিংশতিতম

বৃষ্ণিষু প্রাপ্য নামনী"—নামনী জন্মনী স্বামী—ইতিবৎ; অষ্টাবিংশতিং যাতি ইতি বা অঙ্; সন্ধ্যভাব আর্ষঃ।৪১ ততঃ কিমিত্যাহ নন্দেতি। নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভসম্ভবা সতী জাতা প্রাদুর্ভূতা অহং ততস্তদা তৌ শুম্ভনিশুম্ভৌ নাশয়িষ্যামি। কীদৃশী? বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী বিন্ধ্যপর্বতালয়া। এবং কিল পুরাণবার্ত্তা—বিন্ধ্যে হি অতিদৃপ্তয়োঃ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ পুরতঃ সাকস্মাদ্‌গতা, তামতি-মনোহররূপাং দৃষ্ট্বা তৌ মনসিজ-শরজর্জরিতাঙ্গৌ প্রার্থয়াঞ্চক্রাতে। যুবয়োর্মধ্যে যোঽতিবলবান্ তমেব ভজিষ্যামীতি তয়োক্তৌ তৌ পরস্পরসৌহার্দ্দং বিহায়া-ন্যোন্যং যুদ্ধা মম্রতুরিতি।৪২ পুনরিতি পুনরপি অতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতে লেঽবতীর্য্য বৈপ্রচিত্তান্ বিপ্রচিত্তেরপত্যানি দানবান্ হনিষ্যামি তু।৪৩ নামান্তরকারণং বক্তি ভক্ষেতি। তান্ উগ্রান্ ঘোরান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্ ভক্ষয়ন্ত্যা মম রক্তা রক্তবর্ণা দন্তাঃ ভবিষ্যন্তি। কীদৃশাঃ? দাড়িমীকুসুমোপমাঃ দাড়িম্বপুষ্পতুল্যাঃ নদাদিত্বাৎ ঈ।৪৪

টীকার্থ। দেবী বলিলেন। বৈবেতি শ্লোকে দেবী ভবিষ্যৎ চরিত কথা বলিতেছেন। বৈবস্বত মনুরকালে, তাঁহার অধিকার উপলক্ষিতে কালে—সপ্তম মন্বন্তরে। এবং সেই সময়ে ২৮ তম দিব্যযুগে (মানুষের ৪ যুগে দেবতাদের এক যুগ হয়) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ইহার দ্বারা ইহা অন্য মন্বন্তরীয়রূপে কথিত হয়। 'অষ্টাবিংশতিতম' হওয়া উচিত ছিল। ছন্দানুরোধে 'ত' লোপ পাইয়াছে। টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন, একোনবিংশ বা বিংশতিতম যুগে বৃষ্ণিবংশে প্রাপ্যনামে, জন্মে প্রভৃতি তুল্য। অষ্টাবিংশতিকে পরিমাণ করেন, উক্ত পদে অঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। আর্ষ প্রয়োগে সন্ধির অভাব হইয়াছে।৪০-৪১

তৎপরে কি ঘটিবে, তাহা নন্দেতি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। নন্দগোপ (গোপজাতীয় নন্দ) গৃহে যশোদার গর্ভে[১১৭] প্রাদুর্ভূতা হইয়া আমি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বিনাশ করিব। কিরূপে? বিন্ধ্যপর্বতে অবস্থিতা দেবীরূপে। এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত, বিন্ধ্যপর্বতে অতি গর্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভের অগ্রে অকস্মাৎ অতি মনোহররূপা দেবীকে দেখিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ মদনের বাণে জর্জরিত হইয়া প্রার্থনা করিল। তোমাদের দুইজনের মধ্যে যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, বলবান তাহাকেই ভজনা করিব—ইহা দেবী কর্ত্তৃক উক্ত হইলে তাহারা দুইজন পরস্পর সৌহার্দ বর্জন করিয়া দ্বন্দযুদ্ধে মৃত্যবরণ করিল।৪২

পুনরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পুনরায় আমি অতি ভীষণরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিত্তি-বংশসম্ভূত দানবগণকে হত্যা করিব।৪৩

অন্য নামের কারণ কথনার্থ ভক্ষেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেই ভয়ংকর বিপ্রচিত্তিবংশীয় মহাসুরগণের ভক্ষণনিমিত্ত আমার দন্তরাজি রক্তবর্ণ হইবে। কিরূপ? আমার দন্তরাজি দাড়িম্বপুষ্পতুল্য রক্তবর্ণ হইবে। নদাদিত্বহেতু ঈ প্রত্যয় হইয়াছে।৪৪

টিপ্পনী। ১১৯. ইনি নন্দাদেবী নামে খ্যাতা এবং মহালক্ষ্মীর *অংশভূতা। মূর্তিরহস্যের ১-ত শ্লোকে নন্দা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।২।২৯) ইনি যোগমায়া নামে অভিহিতা। কংস ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আকাশে উত্থিতা হইয়া কংসবধের দৈববাণী করেন।

*দেবীর চরিত্রত্রয়ের (মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী) মধ্যে মহালক্ষ্মী সর্বোত্তমা—এইরূপ সংকীর্ণভাব উপাসকের অভিমান মাত্র। দেবীর ব্যষ্টিত্রয় সত্ত্বেও তিনি তুরীয়া। তাঁহার ব্যষ্টি মূর্তিত্রয়-উপাসনান্তে তুরীয় রূপই প্রধানতঃ উপাস্য। এইজন্য চণ্ডীতে চারিটি স্তোত্র আছে। ৫ম অধ্যায়োক্ত দেবীসূক্ত তুরীয় স্বরূপেরই স্তব, অন্য তিনটি স্তোত্র মহাকাল্যাদি চরিত্রত্রয়ের স্তব। পাঞ্চরাত্র লক্ষ্মীতন্ত্রের পবদেবতা ইন্দ্রসংবাদে স্পষ্টিকৃত হইয়াছে যে, মহীয়সী ব্যষ্টিরূপত্রয় অনিত্য এবং কূটস্থ, নিরাকার ও নির্গুণ স্বরূপই নিত্য।—গুপ্তবতী টীকা।

তত্তো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪৫
ভূয়শ্চ শত বার্ষিক্যা-মনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪৬
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥৪৭
ততোঽহ-মখিলং লোক-মাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮

অন্বয়। ততঃ মাং স্বর্গে দেবতাঃ মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ স্তুবন্তঃ সততং রক্তদন্তিকাম্ ব্যাহরিষ্যন্তি।৪৫

ভূয়ঃ চ শত বার্ষিক্যাং অনাবৃষ্টাম্ মুনিভিঃ সংস্তুতা অনম্ভসি ভূমৌ অ-যোনি-জা সম্ভবিষ্যামি ।৪৬

ততঃ যৎ নেত্রাণাং শতেন মুনীন্ নিরীক্ষিষ্যামি ততঃ মনু-জাঃ মাং শত-অক্ষাম্ ইতি কীর্তয়িষ্যন্তি ।৪৭

সুরাঃ, ততঃ অহম্ আত্ম-সমুদ্ভবৈঃ প্রাণ-ধারকৈঃ শাকৈঃ আবৃষ্টেঃ অখিলং লোকম্ ভরিষ্যামি। তদা অহং ভুবি শাকম্ভরী ইতি বিখ্যাতিং যাস্যামি।৪৮-৪৯

শ্লোকার্থ। এইজন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ স্তব করিবার সময় আমাকে সতত রক্তদন্তিকা নামে কীর্তন করিবে ।৪৫

(বস্তুতঃ ইহার কেশায়ুধাদি সর্বাঙ্গই রক্তবর্ণ বলিয়া ইনি রক্তচামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা। ইনি কালীর অংশভূতা।)

পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু পৃথিবী জলশূন্যা হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইব ।৪৬

(এইরূপে তিনি পার্বতী দেহাবির্ভূতা হইয়াছিলেন।)

তখন স্তবকারী মুনিগণকে আমি শতনয়নে নিরীক্ষণ করিব। সেইজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্তন করিবে ।৪৭

হে দেবগণ, অনন্তর আমি নিজদেহজাত জীবনধারক পত্রাদি শাকদ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পালন করিব। তখন পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাতা হইব ।৪৮-৪৯

(লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে চত্বারিংশত্তম [৪০ তম] যুগে পার্বতীর অংশে নীলবর্ণা শতাক্ষী শাকম্ভরী দেবী অবতীর্ণা হইবেন।)

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তত ইতি। ততো হেতোঃ স্বর্গে দেবতাঃ মর্ত্যলোকে মানবাশ্চ সততং মাং স্তবন্তঃ রক্তদন্তিকাং ব্যাহরিষ্যন্তি রক্তদন্তিকেতি কথয়িষ্যন্তি রক্তা দন্তা যস্যাঃ সা রক্তদন্তিকা, বহুব্রীহৌ কঃ অদিৎ ; রক্তদন্তী-শব্দাৎ স্বার্থে কঃ হ্রস্বশ্চেতিবা ।৪৫ প্রাদুর্ভাবান্তরমাহ ভূয়শ্চেতি। ভূয়ঃ পুনরপি শতবার্ষিক্যাম্ অনাবৃষ্ট্যাং বৃষ্টিপ্রতিবন্ধে মুনিভিঃ সংস্তুতা সতী অহম্ অনম্ভসি জলসম্পর্কবর্জ্জিতায়াং ভূমৌ অযোনিজা অকস্মাদেব সম্ভবিষ্যামি প্রাদুর্ভবিষ্যামি শতবার্ষিক্যামিতি "তদস্য পরিমাণ" মিতি টিকন্ ।৪৬ তত্রৈব নামান্তর-নির্ব্বচনকারণমাহ তত ইতি। ততস্তদা নেত্রাণাং শতেন যৎ যস্মাৎ মুনীন্ নিরীক্ষিষ্যামি নিরীক্ষিষ্যে দ্রক্ষ্যামীতি যাবৎ, অতঃ কারণাৎ মনুজাঃ শতাক্ষীম্ ইতি প্রসিদ্ধাং মাংকীর্ত্তয়িষ্যন্তি শতমক্ষীণি যস্যাঃ শতাক্ষী ; মনুজা ইতি

দেবাদীনামুপলক্ষণম্ ।৪৭ তত্রৈব নামান্তরকারণত্বেনাবতারপ্রয়োজনমাহ সার্দ্ধ-পদ্যেন। তত ইতি। ততোঽনন্তরং হে সুরাঃ, অহম্ আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ জলাভাবেন ভূমাবুৎপত্ত্যভাবাৎ নিজদেহে তব জাতৈঃ শাকৈঃ আ বৃষ্টেঃ বৃষ্টিপর্য্যন্তম্ অখিলং লোকং ভরিষ্যামি প্রোক্ষ্যামি। কীদৃশৈঃ? প্রাণধারকৈঃ প্রাণরক্ষকৈঃ। তদা ভুবি অহং শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং যস্তামি শাকেন বিভর্ত্তি পুষ্ণাতীতি শাকম্ভরী, করণোপপদেঽপি বাহুল্যাৎ খশঙ্ ।৪৮-৪৯

টীকার্থ। তত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সেইহেতু স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্তলোকে মানবগণ সতত আমাকে স্তুতি করিবে এবং রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। রক্ত দন্ত যাঁহার আছে, তিনি রক্তদন্তিকা। বহুব্রীহি কঃ অদিৎ; সূত্রানুসারে রক্তদন্তী শব্দে স্বার্থে অথবা হ্রস্বে কঃ প্রত্যয় ।৩৫

ভূয়শ্চেতি শ্লোকে অন্য প্রাদুর্ভাব উক্ত হইতেছে। পুনরায় শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইলে যখন মুনিগণ আমাকে স্তুতি করিবে, তখন আমি জলসম্পর্ক বিবর্জিত ভূমিতে অকস্মাৎ অযোনিজা দেবীরূপে আবির্ভূতা হইব। শতবার্ষিক্যাম্ পদে ইহার পরিমাণ, এই অর্থে টিকন্ প্রত্যয় ।৪৬

তত ইতি শ্লোকে সেখানেই অন্য নাম নির্বাচনের কারণ উক্ত হইতেছে। তখন আমি শতনেত্র দ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব। সেইজন্য দেববৃন্দ ও মানবগণ শতাক্ষী[১২০] নামে আমাকে কীর্ত্তন করিবে। শত অক্ষি যাঁহার, তিনি শতাক্ষী। মনুজা পদে দেবগণ ও উপলক্ষিত ।৪৭

অন্য নামের কারণহেতু অবতারের প্রয়োজন তত ইতি অর্ধশ্লোকে উক্ত হইতেছে। অনন্তর হে দেবগণ, আমার দেহ হইতে উৎপন্ন (জলের অভাবে ভূমিতে উৎপত্তির অভাব হেতু) শাক[১২১] দ্বারা যতদিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত অন্নহীন লোকগণকে আমি পালন করিব। কিরূপে? প্রাণধারক, প্রাণরক্ষক শাক দ্বারা। তখন পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী[১২২] নামে বিখ্যাত হইব। যিনি শাক দ্বারা পোষণ করেন, তিনি শাকম্ভরী। বাহুল্যহেতু কারণ উপপদেও খশঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে ।৪৮-৪৯

টিপ্পনী। ১২০, শতাক্ষী—অনন্তনয়না, কারণ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু।
এখানে শত, শব্দ অনন্তবাচী।

১২১ শাক দশ প্রকার যথা—

পত্রমূলকরীরাগ্রফলকাণ্ডাধিরূঢ়কাঃ।
ত্বক্ পুষ্পং কবকং চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্ ॥

পত্র মূল, করীর, অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরূঢ়ক, ত্বক্, পুষ্প ও কবক—এই দশপ্রকার শাক।

১২২, শতাক্ষী, শাকম্ভরী প্রভৃতি দেবীর স্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে সহ্যাদ্রি পর্বতের ঈষৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ।—গুপ্তবতী লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী॥
শাকম্ভরী স্তবন্ ধ্যায়ন্ শক্র সংপূজয়ন্ নমন্।
অক্ষয়ামশ্নতে ভূতিমন্নং পানং ভাবস্তরে॥

শতাক্ষী শাকম্ভরী দেবীই দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকেশা ও পার্বতী নামে খ্যাতা। হে ইন্দ্র! শাকম্ভরী দেবীর স্তব, ধ্যান, পূজা ও প্রণাম করিলে অন্য জন্মে অক্ষয় অন্ন, পান ও ঐশ্বর্য লাভ হয়। শাকম্ভরী দেবীর স্বরূপ মূর্তিরহস্যের ১২-১৭ শ্লোকে বর্ণিত।

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ॥৪৯
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে ॥৫০
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ ॥৫১
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ॥৫২

অন্বয়। ততঃ এব চ দুর্গম আখ্যং মহাসুরম্ বধিষ্যামি। তৎ মে নাম দুর্গাদেবী ইতি বিখ্যাতং ভবিষ্যতি।৪৯-৫০

পুনশ্চ যদা হিম-অচলে অহং ভীমং রূপং কৃত্বা মুনীনাং ত্রাণ-কারণাৎ রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি তদা সর্বে মুনয়ঃ আনম্র মূর্তয়ঃ মাং স্তোষ্যন্তি। তৎ মে নাম ভীমাদেবী ইতি বিখ্যাতং ভবিষ্যতি।৫০-৫২

শ্লোকার্থ। আর সেই সময়ে (শাকম্ভরী অবতারে) দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইব।৪৯-৫০

পুনরায় যখন হিমালয়ে আমি ভীমামূর্তি ধারণপূর্বক মুনিগণের সংরক্ষণের জন্য রাক্ষস বিনাশ করিব, তখন মুনিগণ প্রণতদেহে আমার স্তব করিবেন। এই জন্য আমি ভীমাদেবী নামে বিখ্যাত হইব।৫০-৫২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। পুনশ্চ কর্মান্তরং কথয়তি তত্রেতি। তত্রৈব প্রাদুর্ভাবে দুর্গমাখ্যং দুর্গমসংজ্ঞকং মহাসুরং বধিষ্যামি অর্দ্ধপদ্য মাত্রমেতৎ। দুর্গা-দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতীতি অর্দ্ধপদ্যমধিকং কেচিৎ পঠন্তি, তদনাষং, মূলসংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ কেনাপি টীকাকৃতা অধৃতত্বাচ্চ (বিদ্যাবিনোদ-প্রভৃতয়োঽপ্যেবম)।৫০ প্রাদুর্ভাবান্তরমাহ দ্বাভ্যাম্। পুনশ্চেতি। অহং পুনরপি যদা হিমাচলে ভীমং ভয়ানকং রূপং কৃত্বা মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ রক্ষণহেতোঃ রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি নামণিঙন্তাৎ লৃট তদা সর্বে মুনয়ঃ আনম্রমূর্ত্তয়ো নম্রদেহাঃ সন্তো মাং স্তোষ্যন্তি। তত্তস্মাৎ ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং প্রসিদ্ধং মম নাম ভবিষ্যতি বিভেত্যস্মাঃ ভীমা "ঘাদের্মহ" ইতি মঃ, ভীমানাম্নী দেবী ভীমাদেবী, সংজ্ঞাত্বান্ন পুংবদ্ভাবঃ।৫১-৫২

টীকার্থ। তত্রেতি শ্লোকে পুনরায় অন্য কর্ম উক্ত হইতেছে। শাকম্ভরী অবতারের পর দুর্গম নামে মহাসুর বধ করিব। ইহা অর্ধশ্লোক মাত্র। তখন আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধ হইব—এই শ্লোকার্থ কেহ কেহ অধিক পাঠ করেন। কিন্তু তাহা ঋষিপ্রোক্ত নয়। কারণ, ইহা 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' মূল-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কোন টীকাকারও এই শ্লোকার্ধ গ্রহণ করেন নাই।৫০

দেবীর অন্য প্রাদুর্ভাবের কথা পুনশ্চেতি শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে। আমি পুনরায় যখন হিমালয়ে ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মুনিগণের রক্ষাহেতু রাক্ষস-গণকে নাশ করিব। নামণিঙন্ত হেতু লৃট প্রয়োগ হইয়াছে। তখন সমস্ত মুনিগণ নম্রদেহে ভক্তিভরে আমাকে স্তব করিবে। সেই জন্য আমি ভীমাদেবী[123] নামে বিখ্যাত হইবে। যাহা হইতে ভয় হয়, তিনি ভীমা। ভীমা নামে যে দেবী। নামবাচক বলিয়া ইহাতে পুংবৎ ভাব হয় নাই।৫১-৫২

টিপ্পনী। ১২৩. লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশতম (৫০ তম) চতুর্যুগে কালীর অংশে নীলবর্ণা ভীমাদেবীর অবতার হইবে। মূর্তিরহস্যের ১৮-১৯ শ্লোকে ভীমাদেবীর স্বরূপ বর্ণিত।

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্॥৫৩

ভ্রামরীতি চ মাং লোকা-স্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি ॥৫৪
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৫৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। যদা অরুণ-আখ্যঃ, ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি, তদা অহম্ অসংখ্যেয়-ষট্-পদম ভ্রামরং রূপং কৃত্বা ত্রৈলোকস্যহিত-অর্থায় মহাসুরম্ বধিষ্যামি। তদা চ লোকাঃ সর্বতঃ মাং ভ্রামরী ইতি স্তোষ্যন্তি।৫২-৫৪

ইত্থং যদা যদা দানব-উত্থা বাধা ভবিষ্যতি তদা তদা অহম্ অবতীর্য অরিসংক্ষয়ম্ করিষ্যামি।৫৪-৫৫

শ্লোকার্থ। যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে মহা বিঘ্ন উৎপন্ন করিবে, তখন আমি অসংখ্যভ্রমরসদৃশ আকৃতি ধারণপূর্বক ত্রিভুবনের মঙ্গলহেতু মহাসুরকে বধ করিব। এইজন্য সকলে সর্বত্র আমাকে ভ্রামরী নামে স্তব করিবে।৫২-৫৪

এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিমিত্ত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া দেব-শত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিব।৫৪-৫৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। পুনরপ্যবতারান্তরমাহ দ্বাভ্যাম্। যদেতি। যদা ত্রৈলোক্যে অরুণাখ্যঃ অরুণসংজ্ঞোঽসুরঃ মহাবাধাং মহাপীড়াং করিষ্যতি, তদা অহম্ অসংখ্যেয়াঃ ষট্পদাঃ যত্র এবংভূতং ভ্রামরং ভ্রমরময়ং রূপং কৃত্বা, ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় তন্নিমিত্তং উদ্দেশ্যার্থে তাদর্থ্যে চতুর্থী, "যদভিপ্রেত্য প্রবৃত্তিঃ" ইত্যনেন বা, হিতরূপমর্থং মনসি কৃত্বা ইত্যর্থঃ তং মহাসুরং বধিষ্যামি। তদা চ লোকাঃ সর্বতঃ সর্বে সর্বত্র বা ভ্রামরী ইতি মাং স্তোষ্যন্তি ভ্রামরীতি মে নাম ভবিষ্যতি।৫৩-৫৪ উপসংহরতি ইত্থমিতি। যদা যদা ইত্থমনেন প্রকারেণ দানবোত্থা অসুরোদ্ভবা বাধা পীড়া ভবিষ্যতি, তদা তদা অহম্ অবতীর্য্য অরিসংক্ষয়ং রিপুনাশং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞা।৫৫ অত্রাপি পুষ্পিকায়াং দেবীমাহাত্ম্যে ইত্যন্তমেব সংহিতায়াং লিখনং দৃশ্যতে। ইন্দ্রাদিদিবিসদ্বৃন্দ-বন্দ্যাং বন্দ্যাবিবর্জিতাম্। তাং বন্দে জগদানন্দকন্দপাদাম্বুজাং শিবাম্॥ ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্ব-প্রকাশিকায়ং দেব্যাঃ স্তুতিঃ।*

টীকার্থ। যদেতি শ্লোকদ্বয়ে পুনরায় অন্য অবতারে কথা উল্লেখ

করিতেছেন। যখন ত্রিলোকে অরুণনামে অসুর মহা পীড়া উপস্থিত করিবে, তখন আমি অসংখ্য ছয়পদ বিশিষ্ট ভ্রমররূপ ধারণ করিয়া ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য (তদর্থে ৪র্থী, যাহা অভিপ্রেত তাহা ধাতুর অর্থ, ইহাদ্বারা হিতরূপ অর্থ মনে করিয়া—ইহাই অর্থ) সেই মহাসুরকে বধ করিব। তখন সকলে সর্বত্র আমাকে ভ্রামরী[১২৪] নামে স্তুতি করিবে। ভ্রামরী নামে আমি অভিহিতা হইব।৫৩-৫৪

ইত্থমিতি শ্লোকে আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। যখন উক্তরূপে দুরাত্মা অসুরগণ উৎপন্ন হইয়া জগতের পীড়া সৃষ্টি করিবে, তখন আমি অবতীর্ণা[১২৫] হইয়া (আবির্ভূতা হইয়া) রিপু বশ করিব, দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিব।[১২৬]

এই পর্যন্তই পুষ্পিকারূপ দেবীমাহাত্ম্য-সমাপ্তি মূলগ্রন্থে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে দৃষ্ট হয়।৫৫

টিপ্পনী। ১২৪. মূর্তিরহস্যের ২০-২১ শ্লোকে ভ্রামরী দেবীর স্বরূপ বর্ণিত। লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে ষষ্টিতম (৬০ তম) চতুর্যুগে কালীর অংশে ভ্রামরীর অবতার হইবে। রক্তদন্তিকাদি ছয় অবতার ভবিষ্যতে হইবে।

১২৫. এলম্বা, তুলজা, একবীরা, যোগলাদি নামে—। এইসকল নাম পদ্মপুরাণের অষ্টশতদেবীতীর্থমালাশীর্ষক অধ্যায়ে গণিত।

১২৬, গীতোক্ত ভগবৎ-প্রতিজ্ঞা (৪।৭-৮) দেবীবাক্যের মতই ভক্তগণকে আশ্বস্ত করে।

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত, যখন প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের পতন ও অধর্মের উত্থান হয়, তখন আমি স্বীয় মায়াদ্বারা যেন দেহবান হই, যেন জাত হই। সাধুগণের রক্ষার জন্য, দুষ্টগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মহাকালীর মাহাত্ম্য বর্ণিত। দিব্যচক্ষুতে মহাকালীর দক্ষিণে মহাকালকে দেখা যায়। এই ধ্যানে মহাকালের পূজা করিতে হয়।

ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যাঃ দক্ষিণেধূম্রবর্ণকং।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং।
ত্রিনেত্র মূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা বিভূষিতং।
জটাভার-লসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রংজ্বলন্নিভং ॥

মহাকালীর দক্ষিণে মহাকালকে পূজন করিবে? মহাকাল ধূম্রবর্ণ, দণ্ড ও খট্বাঙ্গধারী, দংষ্ট্রাযুক্ত ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল শিশুতুল্য, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত লম্বোদর, রক্তবস্ত্রপরিহিত, ত্রিনয়ন শোভিত, উর্দ্ধকেশযুক্ত, গলদেশে মুণ্ডমাল বিভূষিতং, জটাজালে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত ও জ্বলন্ত অগ্নিবৎ উগ্রমূর্তি।

দেবীমাহাত্ম্য

দ্বাদশ অধ্যায়

দেব্যুবাচ ।১

এভিঃস্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ।।২
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুর-ঘাতনম্ ।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ।।৩
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্য-মুত্তমম্ ।।৪

অন্বয়। দেবী উবাচ, যঃ চ এভিঃ স্তবৈঃ সমাহিতঃ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে অহং তস্য সকলাং বাধাম্ অসংসয়ম্ নাশয়িষ্যামি ।১-২

যে এক-চেতসঃ মধুকৈটভ-নাশং মহিষাসুর-ঘাতনম্ চ তৎ-বৎ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ বধং যে চ মম উত্তমম্ মাহাত্ম্যম্ অষ্টম্যাং নবম্যাং চ চতুর্দশ্যাং চ ভক্ত্যা কীর্তয়িষ্যন্তি শ্রোষ্যন্তি এব ।৩-৪

শ্লোকার্থ। চণ্ডীদেবী বলিলেন, যে ব্যক্তি এই সকল স্তব দ্বারা সমাহিত চিত্তে নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি তাহাকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিপদ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব ।১-২

যাহারা একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ এবং সেইরূপ শুম্ভনিশুম্ভবধ ভক্তিপূর্বক পাঠ করিবে বা পাঠে অসমর্থ হইলে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে ।৩-৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অথৈতন্মাহাত্ম্যস্য সকলপুরুষার্থসাধনতাং শ্রেয়স্কামান্ জনান্ প্রবর্ত্তয়িতুং কৃপয়া স্বয়ং প্রকাশয়তি। দেব্যুবাচ ।১ এভিরিতি অত্র বক্ষ্যমাণং ফলমুপলক্ষণং, বারাহীতন্ত্রাদাবুক্তমন্যদপ্যুপলক্ষণীয়ং, ক্রমেণৈক-বৃত্ত্যাদিসহস্রাবৃত্তিপর্য্যন্তফলস্য পৃথক্‌পৃথগুক্তত্বাৎ। অথ প্রকৃতার্থো ব্যাখ্যায়তে। যঃ সমাহিতঃ একচিত্তঃ সন্ এভিঃ স্তবৈর্নিত্যং মাং স্তোষ্যতে, তস্য জনস্য সকলাং সর্ব্বাম্ আধ্যাত্মিকাদিকাং বাধাং পীড়াম্ অসংশয়ম্ অসন্দিগ্ধং যথা,

স্যাত্তথা শময়িষ্যামি অসংশয়ম্ অসন্দিগ্ধমেতৎ মম বচ ইতি বার্থঃ, যদ্বা অসংশয়ম্ অত্র সংশয়াভাব এবং সকলাং নিঃশেষাম্ ইতি বার্থঃ ; নিত্যমিতি শ্রবণাৎ প্রাত্যহিকপাঠে ফলমেতৎ। ননু স্তবৈরিত্যুক্তত্বাৎ স্তবানামেব পাঠো নিত্যং যুক্তঃ, ন তু সকলমাহাত্ম্যস্যেতি বাচং? ন, বারাহীতন্ত্রে সমগ্রগ্রন্থস্যৈব স্তবত্বেনোক্তত্বাৎ, তথাচ "যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাড্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ। স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ" ইতি, অতঃ সপ্তশত্যা এক পাঠঃ। মতো যামলে চ "পঠেদারভ্য সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় আদিতঃ। সমাপয়েত্তু তস্যান্তে সাবর্ণির্ভবিতা মনু" রিত্যভিহিতম্।২ এতৎ স্পষ্টয়তি। মধুকৈটভেতি। মধুকৈটভনাশং মধুকৈটভনাশোপলক্ষিতং চরিতং যদ্বা মধুকৈটভয়োর্নাশো যত্র প্রথমাধ্যায়মিত্যর্থঃ। এবমুত্তরাত্রেপি, মহিষাসুরঘাতনং মহিষাসুরঘাতোপলক্ষিতং চরিতং তদ্বৎ তথৈব শুম্ভনিশুম্ভয়োর্বধ' তদুপলক্ষিতং চরিতম অষ্টম্যাদিষু যে কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ইত্যন্বয়েণান্বয়ঃ।৩ নিয়তকালবিশেষানাহ অষ্টম্যামিতি। অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ একচেতসং তদেকতানচিত্তাঃ সন্তঃ যে কীর্ত্তয়িষ্যন্তি, ন কেবল-মেতাবৎ য চ ভক্ত্যা উত্তমং শ্রেষ্ঠং সকলার্থসাধনত্বাৎ মম মাহাত্ম্যং শ্রোষ্যন্তি।৪

টীকার্থ। অনন্তর দেবীমাহাত্ম্যের সকল পুরুষার্থসাধকতা শ্রবণকামী জনগণকে প্রবর্তিত করিবার জন্য কৃপাপূর্বক নিজেই প্রকাশ করিতেছেন। দেবী বলিলেন।১

এভিরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। এখানে চণ্ডীপাঠের ফল উপলক্ষিত হইবে। বারাহীতন্ত্রাদি শাস্ত্রে উপলক্ষণীয়রূপে একাবৃত্তি হইতে সহস্রাবৃত্তি পর্যন্ত চণ্ডীপাঠের ফল পৃথক্ পৃথক্ উক্ত হইয়াছে। অনন্তর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে একাগ্রচিত্তে এই স্তবপাঠে নিত্য আমাকে স্তুতি করিবে, সেই ভক্তের সকল আধ্যাত্মিকাদি পীড়া নিঃসংশয়ে নাশ করিব। অসংশয় ভাবে অর্থে আমার এই বাক্য অসন্দিগ্ধ। অথবা অসংশয় অর্থে সংশয়াভাব। চণ্ডীপাঠের ফলে নিঃশেষরূপে সকল পীড়া নাশ হইবে। নিত্য পাঠের ফল শ্রুতি অনুসারে প্রাত্যহিক চণ্ডীপাঠের ফল উক্ত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 'স্তবসমূহদ্বারা' ইহা উক্ত হওয়ায় স্তবের নিত্যপাঠ যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু মাহাত্ম্যসহিত স্তবাদি পাঠ উক্ত নয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না ইহা বলা যায় না। বারাহীতন্ত্রে সমস্ত গ্রন্থেরই স্তবত্ব কথিত হইয়াছে। সেইহেতু উক্ত আছে, যেমন অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

ও হরি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত স্তবের মধ্যে সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ। অতএব সপ্তশতী স্তব পাঠ উপদিষ্ট। অতঃপর রুদ্রযামলতন্ত্রে উক্ত আছে, সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো হইতে আরম্ভ করিয়া সাবর্ণির্ভবিতা মনু পর্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিবে।২

মধুকৈটভ ইতি শ্লোক ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যেমন মধুকৈটভ বধরূপ দেবীর চরিত্র ও মহিষাসুরনাশরূপ চরিত্র উপলক্ষিত, সেইরূপ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধও উপলক্ষিত চরিত্র। এখানে উপলক্ষণে উক্ত হইয়াছে, অথবা মধুকৈটভের নাশ যেখানে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়, এইরূপ পরবর্ত্তীও। অষ্টমী আদিতে .য কীর্তন করিবে ইহা পরবর্তী বাক্যের সহিত অন্বিত হইবে।৩

নিয়তকালের মধ্যে বিশেষকাল অষ্টমী প্রভৃতি তিথিদ্বারা উক্ত হইতেছে। অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে যে একাগ্রচিত্তে দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিবে, (কেবল ইহাই নহে) এবং যে ভক্তিভরে আমার এই শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে।৪

> ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
> ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥৫
> শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
> ন শস্ত্রানল-তোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৬
> তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
> শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥৭
> উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারী-সমুদ্ভবান্।
> তথা ত্রিবিধ-মুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৮

অন্বয়। তেষাং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতং ন ভবিষ্যতি চ দুষ্কৃত-উত্থা আপদঃ ন দারিদ্র্যং ন ইষ্ট-বিয়োজনম্ চ এব ন।৫ তস্য শত্রুতঃ ভয়ং ন সম্ভবিষ্যতি, দস্যুতঃ বা রাজতঃ ন; কদাচিৎ শস্ত্র-অনল-তোয়-ওঘাৎ ন।৬ তস্মাৎ মম এতৎ মাহাত্ম্যং সদা ভক্ত্যা সমহিতৈঃ পঠিতব্যং শ্রোতব্যং চ। হি তৎ পরং স্বস্তি-অয়নং।৭ মম মাহাত্ম্যং মহামারী-সমুদ্ভবান্ অশেষান্ উপসর্গান্ তু তথা ত্রিবিধম্ উৎপাতং শময়েৎ।৮

শ্লোকার্থ। তাহাদের কোনও পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত বিপদ, দারিদ্র্য ও স্বজনবিয়োগ হইবে না।

চণ্ডীর পাঠক বা শ্রোতার শত্রু, দস্যু বা রাজা হইতে এবং শস্ত্র, অগ্নি ও জলপ্রবাহ হইতে কখনও কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।৬

অতএব, আমার এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে নিত্য ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা অতিশয় মঙ্গলজনক।৭

আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সর্ববিধ উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ উৎপাতও নিবারণ করে।৮

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ন তেষামিতি। তেষাং কিঞ্চিত দুস্কৃতং পাপং তন্নিমিত্তীভূতং কর্মেতি যাবৎ ন ভবিষ্যতি অনেন বর্ত্তমানজন্মনি পাপকর্ম্মাভাব উক্তঃ, ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি ইত্যাদিপ্রাগুক্তেঃ। দুস্কৃতোত্থাঃ পাপপরিপাকজাঃ আপদো ন ভবিষ্যন্তি (এতেন প্রাচীনকল্মষঃ প্রায়শ্চিত্তমেতদিত্যুক্তং ভবতি। পাপপর্য্যায়পঠিতোঽপি দুষ্কৃতশব্দঃ উপচারাৎ তৎকারণে কর্ম্মণি চাত্র বর্ত্ততে, যথাশ্রুতমর্থো বা। দারিদ্র্যং ধনরাহিত্যং ন ভবিষ্যতি। ইষ্টবিয়োজনং প্রিয়বিয়োগশ্চ ন ভবিষ্যতি।৫ শত্রুত ইতি। তস্যাধ্যেতুঃ শ্রোতুশ্চ জনস্য শত্রুতঃ শত্রুভ্যো, দস্যুভো দস্যুভ্যো বা, রাজতো রাজভ্যঃ, শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ শস্ত্রাগ্নিজলবেগাৎ ভয়ং কদাচিদপি ন সম্ভবিষ্যতি অত্র ষৎপদস্য বহুবচনান্তস্য সাপেক্ষিতত্তচ্ছব্দে একবচনস্যানুপপত্তেঃ প্রকৃতার্থ স্যৈব বিবক্ষিতত্বং প্রাথমিকত্বেন মুখত্বাৎ, "যে চাত্র ত্বে"ত্যাদিমন্ত্রস্থ-তস্মৈ-তে-ইতিবৎ; বিভক্তিস্তু পদসাধুত্বার্থিকা। যদ্বা "সুপাং সু"বিতি আম্‌স্থানে ঙস্ তেষামিত্যর্থঃ। অত্রাষ্টম্যামিত্যাদেঃ সামান্যাভিধানেন পক্ষবিশেষানভিধানাৎ উভয়োরপি পক্ষয়োঃ পাঠশ্রবনয়োঃ ফলসাম্যাপত্তৌ "একাদশীকোটিসহস্রতুল্যাঽসিতাষ্টমী পর্বতরাজপুত্র্যাঃ। ততোঽপি শুক্লা গুণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈ" রিতিস্মৃত্যুক্তবৎ তারতম্যং জ্ঞেয়ম্। অথাত্র সকৃদেব কীর্ত্তয়িষ্যন্তি শ্রোষ্যন্তি চেতি শ্রবণাৎ যোগ্যতয়া সান্নিধ্যাদ্বা পঠন শ্রবণয়োরনুষ্ঠাতরি যুগপৎ ফলসমুচ্চয়োঽস্ত্বেতি, নন্দায়াং গঙ্গাস্নানফলবৎ, ন তু দর্শপৌর্ণমাসবৎ ফলভেদোঽনুষ্ঠানভেদাদিতি।৬ তস্মাদিতি। যতো মমৈতন্মাহাত্ম্যমেবংবিধাশ্চর্য্যফলদং তস্মাদিত্যর্থঃ, এতন্মম মাহাত্ম্যং সমাহিতৈরেকচিত্তৈঃ সদা ভক্ত্যা পঠিতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ। হি নিশ্চিতং তৎ পঠনং শ্রবণঞ্চ পরমুৎকৃষ্টং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলজনকম্। যদ্বা হি যতঃ তৎ পরং স্বস্ত্যয়নং, তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং সমাহিতৈঃ পঠিতব্যমিতি সম্বন্ধঃ। অত্র সদেতি অষ্টম্যাদিকালবিশেষাগ্রহপরিহারার্থম্।৭ পরং স্বস্ত্যয়নমিতি যদুক্তং তদ্দর্শয়তি। মম মাহাত্ম্যং কর্ত্তৃ অশেষান্ উপসর্গান্ উপদ্রবান্, তথা মহামারী সর্ব্বতো মড়কং তদ্ভুবান্

নাশাদীন্ আকস্মিকপ্রাণহারিরোগান্ বা, তথা ত্রিবিধং দিব্যান্তরীক্ষভৌমাখ্যং যদ্বা আধ্যাত্মিকাদ্যুৎপাতং শময়েৎ "উপসর্গঃ পুমান্ রোগভেদোপপ্লবয়োরপী"তি মেদিনী ।৮

টীকার্থ। ন তেষামিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহাদের কিঞ্চিৎ দুষ্কৃত, পাপ এবং তাহার নিমিত্তভূত কোন দুষ্কর্ম ঘটিবে না। ইহাদ্বারা বর্তমান জন্মে পাপকর্মের অভাব উক্ত হইল। ৪র্থ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, চণ্ডিকা সর্বধর্মরূপা। পাপ পর্যায়ে পঠিত হইলেও 'দুষ্কৃত' শব্দ উপচারহেতু প্রয়োগ হইয়াছে। সেই কারণে এখানে কর্মবাচ্যে প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা যেমন শোনা যায়, সেই অর্থ। দারিদ্র্য, ধনরাহিত্য হইবে না এবং ইষ্টবিয়োগ বা প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে না।৫

শত্রুত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তাহার ধ্যানকারী ও শ্রবণকারী-জনের শত্রু হইতে, দস্যু হইতে, রাজা হইতে এবং শস্ত্র, অগ্নি ও জলস্রোত হইতে কখনও ভয় হইবে না। এখানে বহুবচনান্ত 'ষৎ' পদে 'তৎ' শব্দ অপেক্ষিত হয়। একবচনের উপপত্তি (যুক্তি) না হওয়ায় প্রকৃতার্থ নির্ধারিত হয়। প্রাথমিক শব্দ মুখ্য বলিয়া যে এখানে 'তে' ইত্যাদি সম্বন্ধ 'তস্মৈ ও' পদতুল্য হইবে। কিন্তু বিভক্তি পদ প্রয়োগের যাথার্থ্য কথিত। অথবা 'সুপাং সু' সূত্রানুসারে আম্ স্থানে ঙস প্রত্যয় হয়। এখানে অষ্টমী ইত্যাদি হইতে সামান্যাভিধানদ্বারা পক্ষবিশেষের অনভিধান (অনুল্লেখ) হেতু উভয়পক্ষের পাঠ শ্রবণের ফলসাম্য উপপন্ন হয় না। কোটি সহস্র একাদশীতুল্য পর্বতরাজ-কুমারী, হিমালয়ের কন্যা পার্বতী দুর্গার কৃষ্ণাষ্টমী, তাহা অপেক্ষা ও শুক্লাষ্টমী শতগুণে উৎকৃষ্টতর। ইহা পরাশর, ব্যাস ও বশিষ্টপ্রমুখ মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে উহার তারতম্য জানা যায়। অনন্তর এখানে যদি একবারমাত্র মাহাত্ম্য কীর্তন অথবা শ্রবণ করে, তাহা হইলে ঐ শ্রবণযোগ্যতা অথবা শ্রবণের অনুষ্ঠানকারি তাহাতে সর্বফল সমন্বিত হয়। অলকানন্দা নদীতে গঙ্গাস্নান ফলতুল্য হয়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতিথিতে অনুষ্ঠানভেদহেতু ফলভেদ হয়না।৬

আমার মাহাত্ম্য এবম্বিধ যে আশ্চর্য ফল দান করে, তাহা তস্মাদিতি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। এই আমার মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্তে সর্বদা ভক্তিপূর্বক পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য। 'হি' এখানে নিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত। সেই পাঠ ও শ্রবণ পরম উৎকৃষ্ট, মঙ্গলজনক। অথবা যেহেতু তাহা অতি মঙ্গলজক, সেইহেতু

এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে পাঠ করা উচিত। এখানে সদা পদে অষ্টমী আদি বিশেষ ফলের বিধি পরিহার করা হইয়াছে।৭

পরম মঙ্গলজনক যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমার মাহাত্ম্য অশেষ উপদ্রব তথা মহামারী, চারিদিকে মড়ক ও তাহা হইতে জাত নাশকাদি আকস্মিক প্রাণহরণকারি রোগাদি এবং ত্রিবিধ উৎপাত, দিব্য ও ও অন্তরীক্ষ ও ভৌম অথবা আধ্যাত্মিক (জ্বরাদি, শারীরিক ও মানসিক রাগদ্বেষাদি) ও আধিদৈবিক (দৈবকৃত বজ্রপাত ও দারিদ্র্যাদি) ও আধি-ভৌতিক (ভূতপ্রেতাদিজনিত ভয় ও প্রমাদাদি) উপদ্রব প্রশমিত করে। মেদিনীকোষ অনুসারে উপসর্গ, পুমান্, রোগ, ভেদ, উপপ্লব ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক।৮

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্‌বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৯
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে।
সর্বং মমৈতচ্চরিত-মুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ ॥১০
জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা-কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যামাহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥১১
শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥১২
সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

অন্বয়। যত্র আয়তনে মম এতৎ নিত্যম্ সম্যক্ পঠ্যতে তৎ ন বিমোক্ষ্যামি, তত্র সদা মে সান্নিধ্যং স্থিতম্।৯

বলি-প্রদানে পূজায়াম্ অগ্নিকার্যে মহা-উৎসবে মম এতৎ সর্বং চরিতম্ উচ্চার্যং চ শ্রাব্যম্ এব।১০

তথা জানতা বা অজানতা অপি কৃতাম্ বলি-পূজাং তথা কৃতম্ বহ্নি-হোমং প্রীত্যা অহং প্রতীচ্ছিষ্যামি।১১

শরৎ-কালে চ যা বার্ষিকী মহাপূজা ক্রিয়তে তস্যাং মম এতৎ মাহাত্ম্যং ভক্তি-সমন্বিতঃ শ্রুত্বা মনুষ্যঃ মৎ-প্রসাদেন সর্ব-আবাধা-বিনির্মুক্তঃ ধন-ধান্য-সুত-অন্বিতঃ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।১২-১৩

শ্লোকার্থ। আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য যথোক্তপ্রকারে অর্থাবধারণপূর্বক পঠিত হয়, সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ করি না। পরন্তু তথায় আমি সর্বদা অবস্থান করি।৯

বলিদানে, দেবতার পূজায়, যজ্ঞ ও হোমাদিতে এবং পুত্রজন্ম বিবাহাদি মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে পাঠ ও শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য।১০

আমার মাহাত্ম্য-পাঠের পর বিধিপূর্বক বা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত বলিদানসহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হোমাদি আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি।১১

শরৎকালে ও বসন্তকালে (শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবরাত্রি) যে বাৎসরিক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে আমাব এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে মানুষ আমার কৃপায় নিরাপদে ধন-ধান্য-পুত্রাদিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।১২-১৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। যত্রেতি। যত্র মম আয়তনে গৃহে এতন্মাহাত্ম্যং সম্যক্ সমীচীনং যথা স্যাত্তথা সম্যক্ সমগ্রং বা নিত্যং পঠ্যতে, তৎ আয়তনং ন বিমোক্ষ্যামি ন ত্যক্ষ্যামি। অতঃ কারণাদিত্যধ্যাহার্যং, তত্র মে মম সান্নিধ্যং সাম্মুখ্যং সদা সর্বদাস্থিতম্।৯ কর্মসাফল্যসম্পাদকতাকাঙ্ক্ষা মাহাত্ম্যস্যাহ বলীতি। বলিপ্রদানে পশুঘাতাদৌ যদ্বা বলিঃ প্রদীয়তেঽত্র তৎ বলিপ্রদানং পশুঘাতাত্মকযাগকর্ম তস্মিন্, পূজায়াং তিথিবিশেষাদিবিহিতার্চ্চায়াম্, অগ্নিকার্য্যে হোমযজ্ঞাদৌ, মহোৎসবে গীতনৃত্যাদৌ পুত্রাদিবিবাহাদৌ বা, এতন্মম চরিতং সর্বং সমগ্রম্ উচ্চার্য্যং পঠনীয়ং শ্রাব্যঞ্চ শ্রোতব্যম্ এব (এবকারেণাবশ্যকং দ্যোত্যতে।১০ প্রয়োজনমাহ জানতেতি। জানতাবিধিজ্ঞেন, অজানতা অবিধিজ্ঞেন বা অপি কৃতাং বলিপূজাম্ অহং প্রীত্যা প্রতীচ্ছিষ্যামি গ্রহীষ্যামি। তথা কৃতং জানতাঽজানতা বা কৃতং বহ্নিহোমং প্রতীচ্ছিষ্যামি হোমস্য বহ্নিসাধ্যত্বাৎ বহ্নিপদেন যজ্ঞাদয়ো লক্ষ্যন্তে; যদ্বা বহ্নিহোমো বহ্ন্যাধারকহবিঃপ্রক্ষেপঃ, ন তু ব্রাহ্মণমুখাধিকরণকহবিঃপ্রক্ষেপঃ; তত্র বিধ্যভাবেনাপি দানমাত্রেণৈব সাফল্যাৎ; তত্র হোমপদপ্রয়োগোঽপি দৃশ্যতে যথা "মুখে হুতং বৈর্ন ধরামরাণাম্" ইতি, চতুর্থে চ "অগ্ন্যাত্মনস্তঃ খলু তত্ত্বকোবিদৈঃ শ্রদ্ধাহুতং যন্মুখ ইজ্যনামভি"রিতি; যদ্বা অজানতা কৃতামপি বলিপূজাং প্রতীচ্ছিষ্যামি, জানতা বা কৃতামিতি ব্যবহিতেনান্বয়ঃ, ইবার্থে বা-শব্দ "বা বিকল্পোপমানয়ো"রিতি কোষাৎ; এতন্মাহাত্ম্যসাদ্গুণ্যাৎ যথা জানতা কৃতাং প্রতীচ্ছিষ্যামি, তথা

অজ্ঞানতা কৃতামপীতি বাক্যার্থঃ ; বৈ নিশ্চয়ে বা, তদা সন্ধিরার্ষঃ ; ইষেরিচ্ছা-দেশশ্চান্দসঃ। ননেবেতেনাস্য মাহাত্ম্যস্য পাঠাদেঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং জায়তে প্রাগুক্তেন, বক্ষ্যমাণৈশ্চ পুরুষার্থকত্বং ; তদৈকস্য কর্ম্মাঙ্গত্বপুরুষার্থকত্বাভ্যাং বিশেষ এব ; নৈবং বাচ্যং, সংযোগপৃথক্‌ত্বন্যায়েনৈকস্যাপি উভয়াত্মকত্বস্যাবিরোধাৎ, খাদিরবৎ ; তথাচ "অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি"রিত্যুক্তত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বেঽপি শ্রীবিষ্ণুস্মরণস্য "পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতস্তমহর্নিশম্। প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যামধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্। নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ" ইত্যাদিবচনেষু পুরুষার্থসাধনত্বঞ্চ জায়তে ইত্যদোষঃ।১১ নিয়োগবিশেষে শ্রবণস্য ফলমাহ দ্বাভ্যাম্। শরদিতি। শরৎকালে বার্ষিকী প্রতিবর্ষকর্ত্তব্যা যা মহাপূজা ক্রিয়তে, তস্যাং মহাপূজায়াং ভক্তিসমন্বিতঃ সন্ মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা মনুষ্যঃ মৎপ্রসাদেন সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বাপদ্রহিতঃ, ধনধান্যসুতান্বিতশ্চ ভবতি, অত্র সংশয়ঃ সন্দেহো ন ধনং কাঞ্চনাদি, ধান্যস্যাপি ধনত্বে গোবলীবর্দ্দরীত্যা পৃথগুক্তিঃ। অত্র মনুষ্য ইত্যুক্তত্বাৎ শ্রবণে সর্ব্বেষামধিকারঃ, পাঠে তু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরধিকার এব, তদুক্তং "নাধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা। শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচনে"তি। অত্র চ যদ্যপি শ্রুত্বেত্যুক্তং, তথাপি পাঠশ্চ বিধেয়ঃ পুরাণান্তর-সংবাদাৎ, তথাচ স্কান্দভবিষ্যয়োঃ "শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে। সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈ" রিত্যভিধায় "মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্। পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা" ইতি সংবৎসরপ্রদীপধৃতঞ্চ "মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্। পঠেচ্চ শৃণুয়াদ্বাপি সর্বকামসমৃদ্ধয়ে" ইতি, তস্মাৎ শ্রুত্বেত্যুপলক্ষণম্। ফলমপি শারদীয়া-পূজায়াং পাঠে আকাঙ্ক্ষিতত্বেন সান্নিধ্যাত্তদেব জ্ঞেয়ম্, অতঃ শিষ্টানাং বাক্য-রচনাপি সর্বত্র তাদৃশ্যেব।১২-১৩

টীকার্থ। যত্রেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমার আয়তনে, আলয়ে, মন্দিরে যেখানে এই মাহাত্ম্য সমীচীন প্রকারে বা সমগ্ররূপে নিত্য পঠিত হয়, সেই দেবায়তন বা দেবালয় বা মন্দির আমি কদাপি ত্যাগ করি না। ইহার কারণ অধ্যাহার করিবে। আমার সান্নিধ্য বা সাম্মুখ্য প্রতিষ্ঠাহেতু।৯

এই মাহাত্ম্যের কর্মসাফল্যরূপ সম্পাদকতা বলীতি শ্লোকে উক্ত হইতেছে। বলিপ্রদানে, পশুবলি প্রভৃতি কর্মে অথবা বলি প্রদত্ত হয় যাহা, তাহা বলি-

প্রদান। পশুবলিরূপ অঙ্গ যে সকল যজ্ঞাদি তৎসমুদয় বিশেষতিথিবিহিত যে অর্চনারূপ পূজাতে, অগ্নিকার্যে, হোম যজ্ঞাদিতে, দুর্গোৎসবে ও নৃত্যগীতাদিতে বা পুত্রকন্যাদির বিবাহাদিতে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এই দেবীমাহাত্ম্য সমগ্র উচ্চারণপূর্বক পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। এব-কার দ্বারা ইহাব আবশ্যকত্ব প্রকাশিত করিতেছে।১০

জানতা ইতি শ্লোকে এখন ইহার প্রয়োজন বলিতেছেন। বিধি জানিয়া অথবা না জানিয়াও যদি বলিদান ও দেবীপূজা করা হয়, তাহা হইলে আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং এইরূপ জানিত অথবা অজানিতভাবে অনুষ্ঠিত হোমাগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করি। হোমের অগ্নি সাধ্যত্বহেতু বহ্নিপদে যজ্ঞাদি লক্ষিত; অথবা বহ্নিহোম, অগ্নিকুণ্ডে ঘৃত প্রক্ষেপ ব্রাহ্মণ মুখে অধিকরণে ঘৃত প্রক্ষেপ নয়। এখানে বিধির অভাব থাকা সত্ত্বেও দানমাত্রেরই সাফল্য কথিত। এখানে 'হোম' পদ প্রয়োগও দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, ধরামরাগণের মধ্যে যাহারা অগ্নি মুখে আহুতি দেয় না। উহার ৪র্থ স্কন্ধেও উক্ত আছে, তত্ত্বজ্ঞানিগণ আহারকালে চিৎকুণ্ডে বৈশ্বানর অগ্নিতে শ্রদ্ধাভরে যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাও হোমনামে অভিহিত। অথবা অজ্ঞানতানিমিত্ত অবিধিপূর্বক কৃত বলি ও পূজাদি গ্রহণ করি, অথবা বিধিপূর্বক কৃত, ইহা ব্যবধানে অন্বিত হইয়াছে। 'ইব' অর্থে এখানে 'ব' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অমরকোষ মতে বা অর্থে বিকল্প উপমা। এই মাহাত্ম্যের গুণহেতু যেমন বিধিপূর্বক কৃত পূজা গ্রহণ করি, তেমনি অজ্ঞানকৃত পূজাও গ্রহণ করি। বৈ পদ নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত। এখানে সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। ইচ্ছার্থক ইষ্ ধাতু ইষে, ছন্দে প্রয়োগ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন করা যায়, এই মাহাত্ম্যের পাঠাদি হেতু দেবীমাহাত্ম্যের পূর্বোক্ত পুরুষার্থসাধক কর্মাঙ্গত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহার পুরুষার্থকত্ব কথিত হইবে। একই মাহাত্ম্যের কর্মাঙ্গত্ব ও পুরুষার্থকত্ব উভয়ই বিশেষ জানিবে। না, ইহা বলিতে পার না সংযোগ-পৃথকত্ব ন্যায়দ্বারা একের উভয়াত্মকত্ব বিরুদ্ধ হয় না। যজ্ঞে অজ্ঞানতা নিমিত্ত অথবা মোহহেতু যজ্ঞে যাহা বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা বিষ্ণুস্মরণের ফলে সম্পূর্ণ হইবে। মীমাংসা শাস্ত্রে ৪র্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, খদির কাষ্ঠে পশুবন্ধন ও যজ্ঞার্থ যূপ নির্মাণ করিবে।১১১ বিষ্ণুস্মরণের কথা শ্রুতিতে উক্ত আছে। এই উক্তি হেতু কর্মাঙ্গত্বেও শ্রীবিষ্ণুর স্মরণের ফলে পাপক্ষয় হয়। অতএব দিবারাত্রি শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ কর। প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল এবং সন্ধ্যা-

মধ্যাহ্নাদিকালেও নারায়ণ স্মরণ করিলে সন্ত পাপক্ষয় হয়। এইসকল বাক্যে পুরুষার্থ সাধনত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা দোষযুক্ত নহে শিব, দুর্গা, কালী ও গঙ্গাদিদেবতা স্মরণেও পাপক্ষয় হয়।১১

টিপ্পনী। ১২৭ "খাদিরে পশুং বধ্নাতি। খাদিরং বীর্যকামস্ত যূপং কুর্বীত" ইতি মীমাংসাশাস্ত্রচতুর্থাধ্যায়ে একস্যৈব খাদিরস্য (খদিরকাষ্ঠস্য) যূপত্বরূপ-যাগার্থত্বং বীর্যপ্রদত্বরূপপুরুষার্থত্বঞ্চোক্তম্।

টীকার্থ। শরদিতি শ্লোকদ্বয়ে প্রয়োগবিশেষে মাহাত্ম্য শ্রবণের ফল উক্ত হইতেছে। শরৎকালে, প্রতিবর্ষে অনুষ্ঠেয় যে বাৎসিরক মহাপূজা, সেই মহাপূজায় ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার মাহাত্ম্য শ্রবণের ফলে মানুষ আমার প্রসাদে সমস্ত বাধামুক্ত, সমস্ত আপদরহিত ও ধন-ধান্য-পুত্রলাভ করে। ইহাতে কোন সংশয়, সন্দেহ নাই। ধন. স্বর্ণাদি সম্পদ। ধান্যও ধন বলিয়া গাভী ও বৃষ ইত্যাদি রীতি অনুসারে ইহা পৃথক উক্ত হইয়াছে। এখানে মনুষ্য শব্দ উক্ত হওয়ায় মাহাত্ম্য শ্রবণে সকলের, সর্বশ্রেণীভুক্ত নরনারীর অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য পাঠে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব অধিকারই উক্ত আছে। কথিত আছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের পক্ষে দেবীমাহাত্ম্য অধ্যয়ন অনুচিত। ইহা শূদ্রের শ্রবণ করা উচিত, কখনও অধ্যয়ন করা উচিত নয়। এখানে যদিও শ্রুত্বা (শুনিয়া) একথা উল্লিখিত আছে, তথাপি পাঠেরও বিধি আছে। অন্য পুরাণে এই সংবাদ প্রদত্ত। স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্য-পুরাণে উক্ত আছে, শরৎকালে চণ্ডীপূজা ত্রিবিধ বলিয়া পরিগণিত হয়। জপ ও যজ্ঞ আদি এবং নিরামিষ নৈবেদ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বিধিরূপে ভগবতীর মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে কীর্তিত হইয়াছে। চণ্ডীপাঠ মন্ত্রজপরূপে কথিত। দেবীমনা, দেবীগতচিত্ত হইয়া চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। সংবৎসর প্রদীপগ্রন্থে আছে, ভগবতীর মাহাত্ম্য পুরাণাদি শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য চণ্ডীপাঠ অথবা শ্রবণ করিবে। সেই হেতু শ্রবণ এখানে উপলক্ষিত। শারদীয়া দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের আকাংখাদ্বারা দেবীর সান্নিধ্যহেতু ইহাকেই ফল বলিয়া জানিবে। অতএব শিষ্টগণের বাক্যরচনাও সর্বত্র তাদৃশীই হয়। চণ্ডীপাঠ দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত বলিয়া চণ্ডীপাঠের জন্য পৃথক সংকল্প করিতে হয়।১২-১৩

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥১৪

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥১৫
শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়াম্মম ॥১৬

অন্বয়। মম এতৎ মাহাত্ম্যং তথা চ শুভাঃ উৎপত্তয়ঃ যুদ্ধেষু চ পরাক্রমং শ্রুত্বা পুমান্ নির্ভয়ঃ জায়তে।১৪

মম মাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পুংসাং রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণং চ উৎপদ্যতে কুলং চ নন্দতে।১৫

সর্বত্র শান্তি-কর্মণি তথা দুঃস্বপ্ন-দর্শনে চ উগ্রাসু গ্রহ-পীড়াসু মম মাহাত্ম্যং শৃণুয়াৎ।১৬

শ্লোকার্থ। আমার এই মাহাত্ম্য-কথা এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতিরূপে আমার শুভাবির্ভাববৃত্তান্ত এবং সকল যুদ্ধে আমার অমিত বিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া মানুষ ভয়মুক্ত হয়।১৪

যাহারা আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহাদের শত্রুকুলধ্বংস হয়, কল্যাণলাভ হয় এবং বংশের উন্নতি হয়।১৫

সকল প্রকার শান্তিকর্মে, দুঃস্বপ্ন-দর্শনে কিংবা গ্রহ-পীড়া সময়ে আমার মাহাত্ম্যপাঠ বা শ্রবণ করিবে।১৬

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অনিয়তকালিকশ্রবণমাহ শ্রুত্বেতি। মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা শুভাঃ শুভহেতুভূতাঃ উৎপত্তয়ঃ উত্তপত্তীঃ প্রাদুর্ভাবান্ তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থান্ চ শ্রুত্বা, যুদ্ধেষু পরাক্রমঞ্চ তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থং শ্রুত্বা, পুমান্ নির্ভয়ঃ ভয়রহিতো জায়তে ভবতি ভয়পদেনৈহিকামুষ্মিকং গৃহ্যতে, "ভুক্ত্বা মনোরথান্ কামানন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়া"দিতি বারাহীতন্ত্রোক্তেঃ। অত্র গোবলীবর্দ্দরীত্যা সামান্যবিশেষন্যায়েন উৎপত্তয় ইত্যাদ্যুক্তং, "সুপাং সু" রিতি শসঃ স্থানে জস্ "গাবো বহুগুণা দদু"রিতিবৎ। যদ্বা মাহাত্ম্যং মহত্ত্বপ্রকাশকং জ্ঞানিনামপি চেতাংসি ইত্যাদি ব্রহ্মাদিস্তুতিবাক্যঞ্চ, উৎপত্তীঃ প্রাদুর্ভাবান্ জন্মকথনানি, পরাক্রমং যুদ্ধম্। যদ্বা শ্রুত্বা স্থিতস্যেত্যধ্যাহার্য্যং শুভা উৎপত্তয়ঃ অপত্যাদীনি ভবন্তীতি শেষঃ—কর্ত্তরি ক্তিঃ, যুদ্ধেষু পরাক্রমঞ্চ উৎসাহশ্চ ভবতি—লোকাশ্রয়ত্বাৎ ক্লীবত্বং, স পুমান্ নির্ভয়শ্চ জায়তে।১৪ রিপব ইতি। মম মাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পুংসাং রিপবঃ শত্রবঃ সংক্ষয়ং সম্যক্ ক্ষয়ং যান্তি, কল্যাণং মঙ্গলং চোপপদ্যতে

কুলং সন্তানধারা নন্দতে সমৃদ্ধং ভবতি শৃণ্বতাম্ ইত্যত্রাপ্যুপলক্ষণং, পাঠস্যাপি ফলস্য গ্রন্থান্তরেষুক্তত্বাৎ ; "কুলং জনপদে গোত্রে" ইতি মেদিনী।১৫ প্রায়শ্চিত্ত-সাধনতামাহ শান্তীতি। সর্বত্র সর্বস্মিন্ শান্তিকর্ম্মণি শান্তিকর্ম্মার্থং নিমিত্ত-সপ্তমীয়ং ; যদ্বা আশ্রয়াশ্রয়িভাবেন বৈষয়িকসপ্তমী, স্বাতন্ত্র্যেণ ফলসাধনতোক্তেঃ, তথাচ বারাহীতন্ত্রে "গ্রহোপশান্ত্যৈ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে" ইতি ; যদ্বা সর্বত্রেতি সর্বেষু উপসর্গেষ্ উপসর্গাঃ শমং যান্তীতি বক্ষ্যমাণাৎ, তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে অনিষ্টসূচকস্বপ্ন-দর্শনে, উগ্রাসু অতিকষ্টাসু গ্রহপীড়াসু চকারাদ্বারাহীতন্ত্রোক্তানি জ্ঞেয়ানি তেষু চ মম মাহাত্ম্যং শৃণুয়াৎ বিধৌ লিঙ্ ; উপলক্ষণাৎ পঠেচ্চ, এবমুত্তরত্রাপি।১৬

টীকার্থ। শ্রুত্বা ইতি শ্লোকে সাময়িক শ্রবণের ফল বলিতেছেন। আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ মঙ্গলজনক। আমার প্রাদুর্ভাব, আবির্ভাববিষয়ক গ্রন্থ শ্রবণ করিলে এবং আমার পরাক্রম বিষয়ক গ্রন্থ শ্রবণ করিলে মানুষ ভয়রহিত, অভীঃপ্রাপ্ত হয়। এখানে ভয় অর্থে ঐহিক ও পারত্রিক ভয় বুঝিবে। মনোগত সর্বকাম সম্ভোগ করিয়া মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহা বারাহীতন্ত্রে উল্লিখিত। এখানে 'গাভী ও বৃষ' রীতি অনুসারে সামান্য ও বিশেষন্যায়দ্বারা উৎপত্তিম্, দেবীর আবির্ভাবসমূহ উক্ত হইয়াছে। 'সুপাং সু' সূত্রানুসারে শস্ স্থানে জস্ প্রত্যয় হইয়াছে। গাভীসমূহ বহুগুণে দান করিলেন—এই বাক্যতুল্য। অথবা দেবীমহাত্ম্য, মহত্ত্বপ্রকাশক জ্ঞানিগণেরও চিত্তে ইত্যাদি ব্রহ্মাদিকৃত স্তুতি-বাক্যে উৎপত্তি, প্রাদুর্ভাব, জন্মকথা ও পরাক্রম, যুদ্ধ ইত্যাদি মহত্ত্ব সূচিত। অথবা মাহাত্ম্য শ্রবণে অবস্থানকারীর শুভ উৎপত্তি হয়, পুত্রাদি প্রাপ্তি হয়। এখানে কর্ত্তায় ক্তিঃ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহার ফলে যুদ্ধে পরাক্রম, উৎসাহ জন্মে। লোকাশ্রয়ত্বহেতু ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। সেই পুরুষ ভয়হীন, অভীঃ প্রাপ্ত হয়।১৪

রিপব ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমার মাহাত্ম্য শ্রবণকারী পুরুষের শত্রুগণ সম্যক্প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; এবং তাহাদের কল্যাণ, মঙ্গল উৎপাদিত হয়। সন্তানদ্বারা কুল আনন্দিত হয়, সমৃদ্ধ হয়। 'শৃণ্বতাম্' পদ উপলক্ষণে ব্যবহৃত। পাঠফলেরও শ্রেয়স্করত্ব অন্যগ্রন্থে উল্লিখিত। মেদিনীকোষ মতে কুল, জনপদ ও গোত্র একার্থবাচক।

শান্তি ইতি শ্লোকে প্রায়শ্চিত্তসাধনতা বলিতেছেন। সমস্ত শান্তিকর্মে, ১২৮ শান্তিকর্মের নিমিত্ত। ইহা নিমিত্তার্থে সপ্তমী অথবা আশ্রয়াশ্রয়িভাবে

বৈষয়িক সপ্তমী বিভক্তি হয়েছে। স্বাতন্ত্র্যদ্বারা ফলসাধনতা উক্ত হইয়াছে। বারাহীতন্ত্রে কথিত আছে, হে বরাননে, গ্রহশান্তির নিমিত্ত পাঁচবার চণ্ডীপাঠ কর্তব্য। অথবা চণ্ডীপাঠে সর্ববিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। ইহা পরে উক্ত হইবে। আর দুঃস্বপ্নদর্শনে, অনিষ্টসূচক স্বপ্নদর্শনে, অতিকষ্টগ্রহপীড়াদি সময়ে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চ কার হেতু ইহা বারাহীতন্ত্রোক্ত বুঝিতে হইবে। বিধিতে লিঙ্ প্রত্যয় উপলক্ষণহেতু পাঠ করিবে। এইরূপ ভবিষ্যতেও বুঝিতে হইবে ।১৬

টিপ্পনী। ১২৮. নবরাত্রে তু দেবেশি দেবীভাগবতং পঠেৎ।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥ —পদ্মপুরাণ।

মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন, 'দেবেশি, নবরাত্রিতে দেবী ভাগবত পাঠ করিবে এবং সংযমপূর্বক শুদ্ধচিত্তে সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ (দেবীমাহাত্ম্য পাঠ) করিবে।

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥১৭
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণ-মুত্তমম্ ॥১৮
দুর্বৃত্তানা-মশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥১৯

অন্বয়। উপসর্গাঃ চ দারুণাঃ গ্রহপীড়াঃ শমং যান্তি চ বহুভিঃ দৃষ্টং দুঃস্বপ্নং সু-স্বপ্নম্ উপজায়তে ।১৭

বাল-গ্রহ অভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম সংঘাত-ভেদে চ নৃণাং উত্তমম্ মৈত্রী-করণম্ ।১৮

অশেষাণাং দুর্বৃত্তানাম্ পরং বল-হানি-করং, পঠনাৎ এব রক্ষঃ-ভূত-পিশাচানাং নাশনম ।১৯

শ্লোকার্থ। এই মাহাত্ম্য পাঠে বা শ্রবণে রোগাদি উপসর্গ ও গ্রহজনিত দারুণ ক্লেশ বিনষ্ট হয় এবং মনুষ্য কর্তৃক দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়, অর্থাৎ দুঃস্বপ্নে কুফল প্রদান না করিয়া সুফল প্রদান করে ।১৭

আমার এই মাহাত্ম্য পাঠে বা শ্রবণে (কুমারতন্ত্রে প্রসিদ্ধ) ডাকিনী ও

পুতনাদি বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত শিশুগণের শান্তিলাভ হয় এবং মানুষের বন্ধু-বিচ্ছেদে উত্তমরূপে পুনর্মিলন ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।১৮

আমার এই মাহাত্ম্যসমূহ দুর্বৃত্তগণের বলনাশ করে এবং কেবলমাত্র এই সকলের পাঠদ্বারাই রক্ষঃ, ভূত ও পিশাচগণ অপসৃত হয়।১৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। ফলমাহ উপসর্গা ইতি। উপসর্গা উৎপাতসূচিত-দোষাঃ, দারুণা অত্যুগ্রা গ্রহপীড়াশ্চ শমং যান্তি। নৃভির্দৃষ্টং দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নং জায়তে শুভং ফলং জনয়তীত্যর্থঃ উক্তলিঙ্গস্ত কচিদ্ব্যভিচারাৎ স্বপ্নশব্দস্ত ক্লীবত্বং; নৃভিরিত্যধিকারিবিশেষণমাদরার্থম্।১৭ বিনিয়োজ্যবিশেষং দর্শয়তি বালগ্রহেতি। বালগ্রহাঃ পূতনাদয়ঃ কুমারতন্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ তৈরভিভূতানাং ধর্ষিতানাং বালানাং শান্তিকারকং রক্ষাকারকম্, নৃণাং সংঘাতভেদে পরস্পরবিরোধে চ উত্তমং শ্রেষ্ঠং মৈত্রীকরণং মিত্রত্বাপাদকম্ এতন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ যদ্বা এতন্মাহাত্ম্যস্য পঠনং শ্রবণঞ্চেত্যর্থঃ।১৮ দুর্বৃত্তেতি। অশেষাণাং দুর্বৃত্তানাং দুশ্চরিতানাং পর-মতি-শয়িতং বলহানিকরং সামর্থ্যনাশকম্। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু রক্ষোভূত-পিশাচানাং পঠনাদেব নাশনং নাশয়তীতি কর্ত্তরি ণ্বচ্। ভূতাঃ প্রমথবিশেষাঃ নারকযোনিবিশেষা বা, পিশাচাঃ প্রেতবিশেষাঃ।১৯

টীকার্থ। উপসর্গা ইতি শ্লোকে দেবীমাহাত্ম্যপাঠের সুফল বলিতেছেন। দেবীমাহাত্ম্য পাঠে উৎপাতসূচক সর্ববিঘ্ন এবং অতিউগ্র গ্রহপীড়া নষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া শুভফল প্রদান করে। কোথাও কোথাও ব্যভিচারহেতু স্বপ্ন পুংলিঙ্গ হইলেও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। নৃভিঃ১২৯ শব্দ আদরার্থে অধিকারীর বিশেষণ।১৭

বালগ্রহ ইতি শ্লোকে বিনিয়োগ বিশেষ দেখাইতেছেন। বালগ্রহা, পূতনাদি কুমারতন্ত্র প্রসিদ্ধগণ, তাহাদের দ্বারা অভিভূত বালকগণের শান্তি-কারক, রক্ষাকারক এবং মনুষ্যগণের পরস্পর বিরোধে শ্রেষ্ঠ মৈত্রীকরণ মিত্রত্বস্থাপন করে। এই দেবীমাহাত্ম্য অথবা এই মাহাত্ম্যের পঠন ও শ্রবণ শুভকর, শ্রেয়স্কর।১৮

দুর্বৃত্ত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অশেষ দুশ্চরিতগণের অতিশয় সামর্থ্যনাশ করে। কেবল ইহাই নয়, পরন্তু রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের বিনাশ দেবীমাহাত্ম্য পাঠমাত্র সিদ্ধ হয়। নাশয়তি পদে কর্তায় ণ্বচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ভূত, প্রমথবিশেষ অথবা নরকযোনি বিশেষ, পিশাচ, প্রেত-বিশেষ।১৯

টিপ্পনী। ১২৯. গুপ্তবতী টীকায় আছে, "বৃভির্বিতম্ভ পঠিতৃশোতৃমনুষ্য-পরত্বেন তদ্বিশেষণংশস্ত করণত্বাভিপ্রায়েণ বিশিষ্টে তৃতীয়া। দুষ্টমিতি তু ভাবে ক্তঃ।

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥২০
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈ-রহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা ॥২১
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাঽস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি ॥২২
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম।
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্য-নিবর্হণম্ ।২৩
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে।
যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ ॥২৪

অন্বয়। মম এতৎ সর্বং মাহাত্ম্যং মম সন্নিধি কারকম্। অহর্নিশম্ উত্তমৈঃ পশু-পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপৈঃ চ তথা গন্ধ-দীপৈঃ বিপ্রাণাং ভোজনৈঃ হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈঃ চ অন্যৈঃ বিবিধৈঃ ভোগৈঃ প্রদানৈঃ বৎসরেণ মে যা প্রীতিঃ ক্রিয়তে সা অস্মিন্ সু-চরিতে সকৃৎ শ্রুতে।২০-২২

মম জন্মনাং কীর্তনং শ্রুতং পাপানি হরতি তথা আরোগ্যং প্রযচ্ছতি ভূতেভ্যঃ রক্ষাং করোতি।২২-২৩

যুদ্ধেষু দুষ্ট-দৈত্য-নিবর্হণম্ মে যৎ চরিতং তস্মিন্ শ্রুতে পুংসাং বৈরি-কৃতং ভয়ং ন জায়তে।২৩-২৪

যুষ্মাভিঃ যাঃ চ স্তুতয়ঃ কৃতাঃ ব্রহ্ম-ঋষিভিঃ চ ব্রহ্মণা চ যাঃ কৃতাঃ তাঃ তু শুভাং মতিম্ প্রযচ্ছতি।২৪-২৫

শ্লোকার্থ। আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, প্রদীপ, হোম, পঞ্চামৃতাদি বিবিধ অভিষেকদ্রব্য ও অন্যান্য উত্তম উপচার-প্রদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি দ্বারা দিবারাত্রি এক বৎসর পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্না হই, একবারমাত্র আমার এই মাহাত্ম্য-শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতিলাভকরি।২০-২২

(মহাকালী প্রভৃতিরূপে) আমার আবির্ভাবসমূহ কীর্ত্তন ও শ্রবণ পাপহরণ ও আরোগ্য প্রদান করে এবং পিশাচাদি ভূতগণ হইতে রক্ষা করে ।২৩-২৪

যুদ্ধসমূহে দুষ্ট-দৈত্যবিনাশক আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে কাহার ও শত্রুভয় জন্মে না ।২৩-২৪

তোমরা যে-সকল স্তুতি করিয়াছ এবং সুমেধাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা যে সমস্ত স্তব করিয়াছেন, সেই সকল স্তব পাঠে বা শ্রবণে শুভমতি লাভ হয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধ হয় ।২৪-২৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। নাতিচিত্রমেতদুক্তং সকলমিত্যাহ সর্বমিতি। অর্দ্ধপত্থম্। সর্বং সমগ্রমেতন্মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকো গ্রন্থঃ মম সন্নিধিকারকং সাম্মুখ্যসম্পাদকং যত ইতি উক্তম্, অতএবৈতৎপঠনে মম সান্নিধ্যাৎ সুতরামেব রক্ষআদীনাং নাশোঽভিমতলাভশ্চ ভবতীতি ভাবঃ। স্তুতিমাত্রপাঠৈস্তেতৎ ফলমিতি শঙ্কাপনোদনাৎ সর্বমিত্যুক্তম্ ।২০ পূজাদিভ্যোঽপি মম তদধিকপ্রীতিজনকমিত্যাহ পশ্বিতি। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। উত্তমৈঃ পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈগন্ধদীপৈশ্চ বিপ্রাণাং ভোজনৈঃ তথা হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈঃ স্নানীয়াদিভিঃ স্নানৈর্বা অন্যৈশ্চ যথোচিতৈঃ বিবিধৈঃ বহুপ্রকারৈঃ ভোগৈর্ভোগসাধনৈর্দ্রব্যৈঃ প্রদানৈঃ মদুদ্দেশ্যকসুবর্ণাদিত্যাগৈশ্চ অহর্নিশং নক্তন্দিবং ব্যাপ্য সংবৎসরেণ যথাযথং দীয়মানৈঃ ক্রিয়মানৈশ্চ মে মম যা প্রীতিঃ ক্রিয়তে উৎপাদ্যতে সা তাদৃশী প্রীতিঃ অস্মিন্ সুচরিতে শোভনচরিতে সকৃদেকবারং শ্রুতে সতি ক্রিয়তে ভবতীতি বার্থঃ প্রদানৈঃ প্রদানীয়ৈঃ ভোগৈরিতি সামানাধিকরণ্যং বা। অত্র সকৃদিতি শ্রবণাদেকবারশ্রবণেনৈতৎ ফলম্, অধিকশ্রবণাবৃত্তৌ তু বর্ষতৃপ্তিফলস্যাবৃত্তিরিতি ভাব্যং "গুণবিশেষে ফলবিশেষ" ইতি ন্যায়াৎ। পশবচ্ছাগাদয়ো বিহিতাঃ, অর্ঘ্যং দূর্বাক্ষতাদি, গন্ধাশ্চ দীপাশ্চ তৈঃ ; উত্তমৈরিতি বিশেষণং সর্বত্রান্বেতব্যম ।২১-২২ প্রস্তাববিশেষশ্রবণে ফলবিশেষমাহ শ্রুতমিতি। মম জন্মনাং প্রাদুর্ভাবাণাং ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানানাং কীর্ত্তনং বাহরণং শ্রুতং সৎ পাপানি হরতি, তথাশব্দশ্চার্থঃ আরোগ্যঞ্চ প্রযচ্ছতি, ভূতেভ্যো ঘাতকসত্ত্বেভ্যো রক্ষাঞ্চ করোতি শৃণ্বতামিতি শ্রুতপদসন্নিকর্ষাদ্বোধ্যম্ ।২৩ যুদ্ধেষিতি। যুদ্ধেষু সংগ্রামেষু দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্ অধমদৈত্যানাং নাশকং মে মম যচ্চরিতং চেষ্টিতং, তস্মিন্ চরিতে তচ্চরিতপ্রতিপাদকগ্রন্থে শ্রুতে সতি পুংসাং শৃণ্বতাং বৈরিকৃতং শত্রুজনিতং ভয়ং ন জায়তে।২৪ যুষ্মাভিরিতি। যুষ্মাভির্দেবৈঃ যাঃ স্তুতয়ঃ কৃতাঃ মহিষাসুরশুম্ভবধানন্তরং, ব্রহ্মর্ষিভিঃ ভৃগ্বাদিভিশ্চ যাঃ স্তুতয়ঃ

কৃতাঃ তুষ্টুবুর্নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ইত্যাদিনা তত্তদবসরে সূচিতত্বাৎ তেষামপি স্তুতিঃ পুরাণাদৌ প্রসিদ্ধাস্তীত্যবগম্যতে, যথা তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিরিত্যুক্তত্বাৎ মহিষাসুরবধানন্তরং, স্তুতৌ ঋষীণামপ্যন্তর্ভাবোঽস্তীতি ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতা ইত্যুক্তং সংগচ্ছতে, ব্রহ্মণা চ যাঃ স্তুতয়ঃ কৃতাঃ ত্বং স্বাহেত্যাদ্যাঃ তাঃ শ্রুতাঃ সত্যঃ শুভাং তত্ত্বজ্ঞানসাধনলক্ষণাং মতিং বুদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি অত্র প্রস্তাবভেদশ্রবণে ফলভেদোক্ত্যা যদ্যপি তত্তৎকামনাবিশিষ্টস্য তত্তৎপ্রকরণশ্রবণমেব প্রতীয়তে, তথাপি পূর্ববাক্যৈকবাক্যতয়া পাঠস্যাদ্যন্তাবধিশ্রবণাচ্চ সমগ্রস্যৈব মাহাত্ম্যস্য পাঠো ব্যবসীয়তে, যথা হরিবংশে মন্বাদিবংশভেদশ্রবণস্য বংশোৎপত্তিফলশ্রুতাবপি সন্তানকামঃ সর্বামেব সংহিতাং শৃণোতি। কিঞ্চ স্তবত্বেঽপ্যস্য সমগ্রপাঠশ্রবণে উচিতে, সরস্বতীস্তবাদৌ তথাদর্শনাৎ যথা "অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতী"মিতি। শক্রাদিমাহাত্ম্যমনুদিনং শিষ্টা যৎ পঠন্তি তৎ "যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে" ইত্যাদিনা দেবৈঃ প্রার্থিতস্য তত্রোক্তফলবিশেষস্য লাভায় বিশেষাভিধানাৎ, এবঞ্চ মহাভারতাদৌ প্রতিপর্বোক্তবদবান্তর-ফলান্যেতানি চরিতভেদোক্তানি।২৫

টীকার্থ। এই সকল উক্তি অতিবিচিত্র নয়। ইহা সর্বমিতি অর্দ্ধশ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে। সমগ্র দেবীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক গ্রন্থপাঠ আমার সান্নিধ্যকারক ও সাম্মুখ্য সম্পাদক। অতএব তাহার পঠনে আমার সান্নিধ্য-নিমিত্ত নিশ্চয়ই রাক্ষসাদির বিনাশ প্রভৃতি অভিলষিত ফল লাভ হয়। ইহাই ভাবার্থ। স্তুতিমাত্র পাঠের ফলও ইহাই—এই আশংকা অপনোদনার্থ 'সর্ব' পদ ব্যবহৃত।২০ পূজাদি অপেক্ষাও চণ্ডীপাঠ দেবীর অধিকতর প্রীতিজনক হয়। এখানে তাহাই উক্ত হইতেছে। উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য ধূপ, গন্ধ, দীপ এবং বিপ্রগণের ভোজন এবং হোমে প্রোক্ষনীয় স্নানীয়াদি বা যথোচিত বিবিধ প্রকার ভোগসাধনদ্রব্য প্রদানদ্বারা এবং আমার উদ্দেশ্যে সুবর্ণাদি প্রদানদ্বারা দিবারাত্র সংবৎসর যথাযথ ক্রিয়াপরায়ণ হইলে আমার যেরূপ প্রীতি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ প্রীতি মাহাত্ম্য পাঠে হয়। হে সুচরিতে, হে শোভনচরিতে, একবারমাত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে উল্লিখিত সুফল লাভ হয়। ভোগ্যবস্তু প্রদানদ্বারা সামান্যাধিকরণহেতু। একবারমাত্র চণ্ডীপাঠ শ্রবণে এইসকল ফল লাভ হয় এবং বহুবার শ্রবণে বর্ষব্যাপি দেবীর প্রসন্নতা লাভ হয়। ইহাই অন্তর্নিহিত ভাব। গুণবিশেষে ফলবিশেষ হয়, এই ন্যায়ানুসারে দেবীপূজায় ছাগাদিপশু বলিদান বিহিত। পূজক বা সাধকের পশুত্ব দেবীপদে বলিরূপে প্রদত্ত হইলে সুপ্ত দেবত্ব

বিকশিত হয়। অর্ঘ্য, দূর্বা, আতপচাউল, গন্ধ ও দীপ ইত্যাদিদ্বারা পূজা। এই সকলের সহিত 'উত্তম' বিশেষণ অন্বিত হইবে।২১-২২

প্রস্তাববিশেষ শ্রবণে ফলবিশেষপ্রাপ্তি উক্ত হইতেছে। আমার প্রাদুর্ভাব, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কীর্তন অথবা শ্রবণ করিলে পাপ নাশ হয় এবং আরোগ্য প্রদান করে। এখানে তথা শব্দের অর্থ এবং। হিংস্রপ্রাণী বা ঘাতকের উপদ্রব হইতে দেবীমাহাত্ম্য পাঠক বা শ্রোতাকে রক্ষা করে। শৃণ্বতাম্ অর্থে শ্রুতপদের সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। ৩

যুদ্ধেষু ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। সংগ্রামে দুষ্টদৈত্যনাশরূপ আমার চরিত্রকথাসম্বলিত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে বৈরীকৃত, শত্রুজনিত সর্বভয় নিবারিত হয়।২৪

ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নি-পরিবারিতঃ।২৫
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।২৬
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা।
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।২৭
পততসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে।
সর্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা।২৮

অন্বয়। অরণ্যে দাব-অগ্নি পরিবারিতঃ প্রান্তরে বা অপি দস্যুভিঃ বা বৃতঃ বা শূন্যে অপি শত্রুভিঃ গৃহীতঃ বনে বা বন হস্তিভিঃ সিংহ-ব্যাঘ্র-অনুযাতঃ বা ক্রুদ্ধেন রাজ্ঞা বধ্যঃ আজ্ঞপ্তঃ বন্ধ-গতঃ অপি বা।২৫-২৭

বা মহা-অর্ণবে পোতে স্থিতঃ বাতেন আঘূর্ণিত ভৃশ-দারুণে সংগ্রামে বা শস্ত্রেষু পততসু অপি ঘোরাসু সর্ব-আবাধাসু বা বেদনা-অভ্যর্দিতঃ অপি মম এতৎ চরিতং স্মরন্ নরঃ সঙ্কটাৎ মুচ্যেত।২৭-২৯

শ্লোকার্থ। গভীর অরণ্যে বনাগ্নিবেষ্টিত হইলে বা প্রান্তরে দস্যুগণ কর্তৃক পরিবৃত হইলে বা জনশূন্য স্থানে অসহায়ভাবে শত্রুগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বা জঙ্গলে বন্য হস্তী, সিংহ বা ব্যাঘ্রগণ কর্তৃক অনুধাবিত হইলে বা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে।২৫-২৭

বা মহাসমুদ্রে জলযানে অবস্থানকালে প্রবল বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে, বা অতি ঘোরযুদ্ধে শস্ত্রপাত হইলে, বা উপর্য্যুপরি দারুণ বিপদ ঘটিলে বা ব্রণ-বিস্ফোটকাদি মহাপীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য-স্মরণমাত্রই সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত হয়।২৭-২৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। আস্তাং তাবৎ পাঠশ্রবণয়োঃ ফলং, মচ্চরিতস্মরণমপ্যাশ্চর্য্যফলদমিত্যাহ চতুর্ভিঃ। অরণ্যে ইতি। অরণ্যে দাবাগ্নিপরিবারিতঃ দাবানলেন বেষ্টিতঃ, অপি বা প্রান্তরে দূরশূন্যমার্গে দস্যুভির্বা বৃতঃ, অপি বা শূন্যে নির্জ্জনে সহায়শূন্যে ইতি যাবৎ শত্রুভির্গৃহীতঃ আক্রান্তঃ ইতি যথাযথং যোজ্যং নরো মনুষ্যঃ মমৈতচ্চরিতং স্মরন্ তদানীং পাঠাদেরনুষ্ঠানাভাবাৎ কেবলং মানসা চিন্তয়ন সঙ্কটাৎ দাবাগ্ন্যাদেঃ সকাশাৎ মুচ্যেত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ।২৬ সিংহেতি। বনে সিংহব্যাঘ্রৈরনুযাতঃ বা, বনহস্তিভির্বা অনুযাতঃ হন্তুম্ অনুগতঃ অনুধাবিত ইতি যাবৎ, ক্রুদ্ধেণ রাজ্ঞা বধ্যো বধার্হ ইতি বা আজ্ঞপ্তঃ, বদ্ধগতো নিগড়ং গৃহীতো যদ্বা কারাস্থিতঃ।২৭ আঘূর্ণিত ইতি। মহার্ণবে মহাজলধৌ পোতে নৌকায়াং স্থিতঃ সন্ বাতেন মহাবায়ুনা আঘূর্ণিতঃ সর্বতঃ সম্যক্ ঘূর্ণিতঃ, ভৃশদারুণে অতিঘোরে সংগ্রামে শস্ত্রেষু পতৎসু সৎসু।২৮

টীকার্থ। যুষ্মাভিরিতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তোমরা দেবগণ আমার যে স্তুতি[১৪০] করিয়াছ মহিষাসুর ও শুম্ভাসুর বধের পর এবং ব্রহ্মর্ষি ভৃগু প্রভৃতি যে স্তুতি করিয়াছেন। তুষ্টুবুমুনয় ইত্যাদিদ্বারা বুঝিতে হইবে, সেই সেই অবসরে উল্লিখিত স্তবাদি পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। অথবা 'তুষ্টু বুস্তাং সুরা' দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভি' এই বাক্যদ্বারা মহিষাসুর বধান্তে-কৃত দেবীস্তুতিতে ঋষিগণের স্তুতিসমূহ বুঝিতে হইবে। ইহাতে ব্রহ্মর্ষি ভৃগু-আদিকৃত স্তুতি-সমূহের অন্তর্ভাব নির্দেশিত। ব্রহ্মাকর্তৃক যে স্তুতি ১ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে 'ত্বং স্বাহা' ইত্যাদিদ্বারা, তাহার শ্রবণ সত্য শুভ তত্ত্বজ্ঞানসাধক শুভমতি, শুভবুদ্ধি প্রদান করে। এখানে প্রস্তাবে ভেদ শ্রবণে ফলভেদ উক্ত হওয়ায় সেই সেই কামনা বিশিষ্ট ব্যক্তির সেই সেই প্রকরণ শ্রবণই প্রতীত হয়, তথাপি পূর্ববাক্য হেতু পাঠের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শ্রবণ এবং সমস্ত মাহাত্ম্য পাঠ অবশ্য কর্তব্য। যথা হরিবংশে আছে, মন্বাদি বংশভেদ শ্রবণের বংশ উৎপত্তি ফলশ্রুতি, পুত্রকামী সমস্ত সংহিতা শ্রবণ করিবে। কিংবা ইহার স্তবত্বহেতু সমগ্র মাহাত্ম্যের পাঠ এইরূপ শ্রবণ কর্তব্য। সরস্বতী স্তবাদিতে উক্ত আছে, ধীমানব্যক্তি দেবী সরস্বতীকে ধ্যান করিয়া অবিচ্ছেদরূপে সমগ্র মহাহাত্ম্য

পাঠ করিবে। ইন্দ্রাদিকৃত দেবীস্তুতি প্রতিদিন শিষ্টব্যক্তিগণ পাঠ করেন। হে অমলাননে, যে মর্ত্ত্য, জীব এই স্তবদ্বারা তোমাকে প্রসন্না করিবে ইত্যাদি দ্বারা দেবগণের প্রার্থিত ফলবিশেষ লাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে যাহা উল্লিখিত আছে তাহা লাভ করিবে এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে প্রতি পর্বোক্ত বাক্যতুল্য অবান্তর ফলসমূহ চরিতভেদে কথিত হইয়াছে।২৫

টিপ্পনী।

১৩০. (ক) ১ম অধ্যায়োক্ত ব্রহ্মাকর্তৃক স্তব 'ত্বং স্বাহা…' ইত্যাদি।

(খ) ৪র্থ অধ্যায়োক্ত শক্রাদি স্তুতি 'দেব্যা যয়া…' ইত্যাদি।

(গ) ৫ম অধ্যায়োক্ত দেবগণকৃত স্তব 'নমো দেব্যৈ…' ইত্যাদি।

(ঘ) ১১শ অধ্যায়োক্ত নারায়ণীস্তুতি 'দেবি প্রপন্নার্তিহরে…'ইত্যাদি।

১ম অধ্যায়োক্ত স্তবকে বিশ্বেশ্বরী স্তব বা রাত্রিসূক্ত বলে। ৪র্থ অধ্যায়োক্ত স্তবকে কাত্যায়নী স্তব, ৫ম অধ্যায়োক্ত স্তবকে দেবীস্তব বা দেবীসূক্ত, এবং ১১শ অধ্যায়োক্ত স্তবকে নারায়ণী স্তব বলে। নিত্য এই চারি স্তব পাঠ করিলেও ফল পাওয়া যায়।

চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণের ফল তদ্রূপ হইবে। আমার চরিত, মাহাত্ম্য স্মরণও আশ্চর্য ফল দান করে। ইহাই অরণ্যে ইতি হইতে পরবর্তী চারিশ্লোকে বলিতেছেন। নিবিড় অরণ্যে দাবানলদ্বারা পরিবেষ্টিত অথবা বহুদূর জনশূন্য পথে দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত অথবা নির্জনস্থানে সহায়শূন্য অবস্থায় শত্রুগণমধ্যে নিপতিত হইয়াও মনুষ্য আমার চরিত স্মরণ করিলে (তৎকালীন পাঠাদি অনুষ্ঠান অসম্ভব বলিয়া) কেবল মনে মনে চিন্তা করিলে দাবাগ্নি প্রভৃতি বিপদ হইতে মুক্ত হয়। ইহা চতুর্থ শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে।২৬

সিংহেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। বনে সিংহ ও ব্যাঘ্রদ্বারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত অথবা বন্যহস্তী কর্তৃক হত্যা করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়িত অথবা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক বধার্থ আদিষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক বদ্ধরূপে কারাগারে আবদ্ধ ব্যক্তি আমার মাহাত্ম্য স্মরণমাত্রেই বিপন্মুক্ত হয়।২৭

আঘূর্ণিত ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মহার্ণবে নৌকায় স্থিত, মহাবায়ুদ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঘূর্ণিত, অতি ঘোর সংগ্রামে শস্ত্রমধ্যে আপতিত হইয়াও যদি আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহা হইলে বিপন্মুক্ত হয়। কদাপি প্রারব্ধ কর্মফল খণ্ডিত হয় না।২৮

স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা ॥২৯
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ।৩০

ঋষিরুবাচ ।৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩২

অন্বয়। মম প্রভাবাৎ সিংহ-আদ্যাঃ দস্যবঃ তথা বৈরিণঃ মম চরিতং স্মরতঃ দূরাৎ এব পলায়ন্তে ।২৯-৩০

ঋষিঃ উবাচ, ইতি উক্ত্বা চণ্ড বিক্রমা ভগবতী সা চণ্ডিকা পশ্যতাম্ দেবানাম্-এব তত্র এব অন্তঃ অধীয়ত ৩১ ৩২

শ্লোকার্থ। যে ব্যক্তি সংকটে এই মাহাত্ম্য সদা স্মরণ করে আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দস্যু ও শত্রুগণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।২৯-৩০

মেধা ঋষি বলিলেন, এই বলিয়া চণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকা দর্শনকারী দেবতাগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন।৩১-৩২

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সর্বেতি। ঘোরাসু অত্যুৎকটাসু সর্বাবাধাসু উল্কাদ্যুৎপীড়াসু দুর্ভিক্ষমড়কাদিষু, অপি বা বেদনাভিঃ বর্ণাদিজনিতাভিঃ অভ্যর্দিতঃ পীড়িতো নরো মম এতন্মাহাত্ম্যং স্মরন মনসা চিন্তয়ন্ সঙ্কটাৎ কৃচ্ছ্রাৎ মুচ্যেত পরিত্যক্তো ভবতি।২৯ মমেতি। মম প্রভাবাৎ অনুভাবাৎ তেজসা ইতি যাবৎ সিংহাদ্যাঃ হিংস্রা জন্তবঃ, দস্যবঃ তস্করাদ্যাঃ, তথা বৈরিণঃ শত্রবঃ মম চরিতং স্মরতঃ চিন্তয়তো জনাৎ তস্য সকাশাদ্বা দূরাদেব পলায়ন্তে, মম চরিতং স্মরতো জনস্য দূরাদিতি বা দূরাদিত্যত্র "দূরান্তিকার্থেভ্যঃ"—ইত্যাদিনা পঞ্চমী। তত্র চ শ্রুতং হরতি পাপানি ইতি, তস্মিন্ শ্রুত ইতি, স্মরন্, স্মরত ইত্যাদি যদ্যপি সামান্যেনৈব দৃশ্যতে "সকৃৎ কৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ" ইতি ন্যায়াৎ সকৃৎপঠন-শ্রবণেনৈব তত্তৎফলং ভবত্যেব, তথাপি তত্তৎ ফলভূয়স্ত্বার্থমেব পুনঃপুনঃ-শ্রবণাদ্যনুষ্ঠীয়তে "যো ভূয় আরভতে তস্মিন্ ফলবিশেষঃ" ইতি বচনাৎ, উক্তঞ্চ জৈমিনিনা ফলস্য কর্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্যা" দিতি। অস্যার্থঃ যথা লৌকিককর্ষণাদীনাং বাহুল্যেন ফলাধিক্যং, তথা বৈদিকপাঠাদীনামপীতি। যত্র তু কর্মবিশেষে আবৃত্তিবিশেষ উক্তস্তত্র তাবত্যো-

বাবৃত্তিঃ, তদাধিক্যে ফলাধিক্যঞ্চ। কিঞ্চ যথোক্তানুষ্ঠানেঽপি যত্তাদৃক্‌ফলোৎপত্তির্ন দৃশ্যতে, তত্র কালমহিমৈব বীজং, তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে "যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্। তদা তদা কলেবৃ‌র্দ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈ" রিতি-হানির্যথোচিতবৈদিক-কর্মানুষ্ঠানেঽপি যথোক্তফলোৎপত্ত্যভাবঃ, অতোঽধিকাবৃত্তিরুচিতৈব, নিরুক্তঞ্চাগমে "কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা" ইতি।৩০ উপসংহরতি। ঋষিরুবাচ।৩ ইতীতি। সা চণ্ডিকা ইতি পূর্বোকমুক্তা দেবানাং পশ্যতামেব মধ্যে তত্রৈব তস্মিন্ স্থানে এব অন্তরধীয়ত অন্তহিতা যদ্বা চিরকালমবস্থানমিচ্ছতোঽপি তাননাদৃত্যেতি, যদ্ব দেবাং সম্বন্ধে ইত্যুক্তা। কীদৃশী? ভগবতী অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যা; চণ্ডো বিক্রমঃ প্রতাপো যস্যাঃ ধীঙ অনাদরে দিবাদিঃ, ধাতুনামনেকার্থত্বাদন্তর্ধানার্থতা।৩২

টীকার্থ। সর্বেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতি উৎকট বাধা, উক্ত বা অনুক্ত পীড়া, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক প্রভৃতিদ্বারা এবং আরণ্য বেদনাযুক্ত ব্রণাদিজনিত পীড়ায় আক্রান্ত মানুষ আমার মাহাত্ম্য মনে মনে চিন্তা করিলে, সংকট হইতে মুক্তি লাভ করিবে।২৯

মমেতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। আমার প্রভাবে, তেজদ্বারা সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণ ও তস্করাদি দস্যুগণ ও শত্রুগণ আমার মাহাত্ম্যচিন্তায় মগ্ন ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। আমার চরিতকথা স্মরণরত ব্যক্তির সকাশ হইতে ঐ সকল বিপদ দূরে যায় (দূরাৎ শব্দ ধর্মবাচি পদে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে)। যেখানে মাহাত্ম্য শ্রবণে সর্বপাপ হরণ করে, তাহা শ্রবণ ও স্মরণ ইত্যাদি যদিও সাধারণভাবে দৃষ্ট হয়, এই শাস্ত্রোক্তি অনুসারে একবার পাঠ ও শ্রবণদ্বারাই সেই সেই ফল লাভ হইবে। তথাপি সেই সেই ফলের প্রাচুর্যনিমিত্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়। যে অধিকরূপে পাঠ আরম্ভ করে, তাহাতে অভীষ্ট ফল লাভ হয় এই বচন অনুসারে। জৈমিনী বলেন, ফলের কর্মনিষ্পত্তিহেতু তাহাদের ফলবিশেষ লোকবৎ পরিমাণদ্বার প্রাপ্ত হয়। ইহার অর্থ, যেমন লৌকিক কর্ষণাদি বাহুল্যনিমিত্ত অধিক ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বেদাদি পাঠ ও শ্রবণেরও ফল প্রাপ্তি হয়। যেখানে কর্মবিশেষে আবৃত্তিবিশেষ উক্ত হইয়াছে, সেখানে তদ্রূপ আবৃত্তির আধিক্যে ফলের আধিক্য হয়। অথবা যেখানে যথোক্ত মাহাত্ম্য অনুধ্যান ও সেইরূপ ফলোৎপত্তি দৃষ্ট হয় না, সেখানে কালমহিমাই প্রধান কারণ। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে, বেদমার্গ অনুসরণকারী সাধুগণের যখন কর্মে হানি উপস্থিত হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি

তখন কালবৃদ্ধি অনুমান করেন। হানি, যথোচিত বৈদিক কর্মানুষ্ঠানেও যথোক্ত ফলোৎপত্তির অভাব। অতএব আবৃত্তি অবশ্য উচিৎ। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে, কলিকালে ফলের সংখ্যা চতুর্গুণ।৩০

এখানে মেধাঋষি আলোচ্যবিষয় উপসংহার করিতেছেন।৩১

ইত্যুক্ত্বা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। পূর্বে যাহা উক্ত হইল, তাহা এইরূপ বলিয়া দর্শনরত দেবতাগণের দৃষ্টির মধ্যে দেবী সেইস্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। অথবা চিরকাল অবস্থানের ইচ্ছাপোষণকারিগণকে অনাদর করিয়া, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে এইকথা বলিয়া। কিরূপ? ভগবতী, অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালিনী। প্রচণ্ড বিক্রম, প্রতাপ যাহার। ধীঙ্ দিবাদিগণীয় ধাতুসমূহের বহু অর্থ থাকায় এখানে ধী ধাতুর অর্থ অন্তর্ধান হইয়াছে।৩২

তেঽপি দেবা নিরতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥৩৩
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥৩৪
নিশুম্ভে চ মহাবীর্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥৩৫
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাঽপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥৩৬

অন্বয়। বিনিহত-অরয়ঃ তে সর্বে দেবাঃ অপি নিঃ-আতঙ্কাঃ যথা পুরা যজ্ঞ-ভাগ-ভুজঃ স্ব-অধিকারান্ চক্রুঃ।৩৩

মহা-উগ্রে অতুল-বিক্রমে জগৎবিধ্বংসিনি মহাবীর্যে তস্মিন দেব-রিপৌ শুম্ভে নিশুম্ভে চ দেব্যা যুধি নিহত শেষাঃ দৈত্যাঃ চ পাতালম্ আযযুঃ।৩৪-৩৫

ভূ-প, সা ভগবতী দেবী নিত্যা অপি পুনঃ পুনঃ এবং সম্ভূয় জগতঃ পরিপালনম্ কুরুতে।৩৬

শ্লোকার্থ। শত্রুগণ বিনষ্ট হইলে দেবতাগণও নির্ভয়ে পূর্ববৎ স্ব স্ব অধিকার গ্রহণপূর্বক যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া কার্য করিতে লাগিলেন।৩৩

অতি উগ্র অতুলশক্তি ত্রিলোকবিনাশী মহাবীর দেব-শত্রুদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুর্গা দেবী কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে অবশিষ্ট অসুরগণ প্রাণভয়ে পাতাল প্রবেশ করিল।৩৪-৩৫

হে ভূপ, সেই ভগবতী দেবী নিত্যা (জন্মাদিশূন্যা) হইয়াও পুনঃ পুনঃ এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করেন।৩৬

(১।৬৪-৬৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। তেহপীতি। ইন্দ্রাদ্যাঃ দেবাঃ নিরাতঙ্কা নির্ভয়াঃ সন্তঃ যথা পুরা যথা পূর্বং তথা স্বাধিকারান্ স্ব স্ব বিষয়াংশ্চক্রুঃ। কীদৃশাঃ ? যজ্ঞভাগভুজঃ। নিরাতঙ্কত্বে হেতুঃ—বিনিহিতারয়ঃ দেব্যা নাশিতশত্রবঃ।৩৩ অবশিষ্টা দৈত্যাঃ কিমকুর্বতেত্যাহ দৈত্যা ইতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। যুদ্ধে সংগ্রামে তস্মিন্ দেবরিপৌ শুম্ভে নিশুম্ভে চ দেব্যা নিহতে সতি শেষা দৈত্যাঃ পাতালম্ আ সম্যগ্ যযুঃ সকুটুম্বা গতবন্তঃ। কীদৃশে ? জগদ্বিধ্বংসিনি জগতাং বিধ্বংসশীলে ; অতো মহোগ্রে অত্যুদ্ধতে ; অতুলবিক্রমে অতুলোৎসাহে মহাবীর্য্যে অতিশক্তিমতি উভয়োরেব বিশেষণানি ।৩৪-৩৫ প্রাদুর্ভাবমুপসংহরতি। সা ভগবতী নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যশালিনী, দেবী অপ্রচ্যুতস্বরূপা, নিত্যা জন্মাদিষড়্বিকাররহিতাপি পুনঃ পুনঃ সম্ভূয় আবির্ভূয় জগতঃ পরিপালনং সর্বতো রক্ষাং কুরুতে। হে ভূপ সুরথ।৩৬

টীকার্থ। তেহপি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ নির্ভয় হইয়া পূর্ববৎ নিজ নিজ অধিকার, বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিরূপ তাঁহারা ? যজ্ঞের ভাগ ভোগকারী। নির্ভয়হেতু দেবশত্রু দৈত্যগণের নাশ। ৩৩ অবশিষ্ট দৈত্যগণ কি করিয়াছিল, এই কথা বলিবার জন্য দৈত্যাশ্চ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা অর্ধশ্লোকের সহিত অন্বিত হইতেছে। সংগ্রামে সেই দেবরিপু শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবীদ্বারা নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ আত্মীয়গণসহ পাতালে সম্যক গমন করিল। সেই দৈত্যগণ কিরূপ। জগতের ধ্বংসকারী, অতএব অত্যন্ত উদ্ধত ও অসীম উৎসাহ সম্পন্ন ও অত্যন্ত শক্তিশালী মহাবীর। এইগুলি দেব ও দৈত্য উভয়েরই বিশেষণ।৩৪-৩৫

মেধা ঋষি প্রাদুর্ভাবের উপসংহার করিতেছেন। হে রাজা সুরথ, সেই নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা, যিনি নিজ স্বরূপ হইতে আদৌ প্রচ্যুত হন না। নিত্য, ষড়-বিকার রহিতা হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালনে, সর্বদিক হইতে রক্ষা করেন।৩৬

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সাহযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৩৭

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী-স্বরূপয়া ॥৩৮
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালে সনাতনী ॥৩৯
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মী-র্বিনাশায়োপজায়তে ॥৪০
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈ-র্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে গতিম্ শুভাম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে ফলস্তুতির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। তয়া এতৎ বিশ্বং মোহ্যতে। সা এব বিশ্বং প্রসূয়তে। য অযাচিতা বিজ্ঞানং তুষ্টা চ ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।৩৭

মনু-জ-ঈশ্বর, মহাকালে তয় মহামারীস্বরূপা মহাকাল্যা এতৎ সকলং ব্রহ্ম-অণ্ডং ব্যাপ্তং।৩৮

সা অজা সনাতনী এব কালে সৃষ্টিঃ ভবতি। সা এব ভূতানাং স্থিতিং করোতি। সা এব কালে মহামারী।৩৯

সা এব ভব-কালে নৃণাং গৃহে বৃদ্ধি-প্রদা লক্ষ্মীঃ তথা সা এব অভাবে বিনাশায় অলক্ষ্মীঃ উপজায়তে ৪০

পুষ্পৈঃ ধূপ-গন্ধ-আদিভিঃ সংপূজিতা তথা স্তুতা বিত্তং পুত্রান্ চ ধর্মে মতিং শুভাম্ গতি দদাতি।৪১

শ্লোকার্থ। সেই দেবীই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ মায় মুগ্ধ হয়। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে আরাধনা করিলে তিনি অযাচিত-ভাবে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন এবং তাঁহাকে সকাম উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন।৩৭

হে নরেশ্বর, প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারীরূপে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করেন।৩৮

সেই জন্মরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে (ব্রহ্মারূপে) প্রকাশিতা হন, তিনিই স্থিতিশক্তিরূপে (বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহাররূপ (শিবরূপ) ধারণ করেন।৩৯

তিনিই সুসময়ে লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি দান করেন এবং তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশার্থ দুঃখদারিদ্র্যাদি দান করেন ।৪০

গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাদি উপচারে দেবীর পূজা ও স্তব করিলে তিনি ধনপুত্রাদি, ধর্মে মতি ও উর্দ্ধগতি প্রদান করেন ।৪১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। উক্তমপি মহিমানং অতিনিশ্চয়বোধায় পুনরপি কথয়তি তয়েতি। তয়া দেব্যা এতদ্বিশ্বং মোহ্যতে অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যগ্রহং প্রাপ্যতে। সৈব বিশ্বং জগৎ প্রসূয়তে জনয়তি আদিপ্রকৃতিত্বাৎ। সা চ সৈবেত্যর্থঃ তুষ্টা সতী বিজ্ঞানম্ অপরোক্ষাত্মজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারমিতি যাবৎ প্রযচ্ছতি দদাতি। সৈব যাচিতা সকামৈঃ প্রার্থিতা সতী ঋদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যং প্রযচ্ছতি ইতি ব্যত্যয়েনান্বয়ঃ; যদ্বা তুষ্টা ভক্ত্যা পরিতোষিতা সা যাচিতা যথাশয়ং প্রার্থিতা সতী যথাযোগ্যং বিজ্ঞানম্ ঋদ্ধিঞ্চ প্রযচ্ছতি; এতেন ভোগমোক্ষপ্রদা সা অধিকারিবাসনানুরূপং বরং দদাতীত্যুক্তম্। "ঋদ্ধ্যোরকো হ্রস্বশ্চ"ত্যসন্ধিঃ।৩৭ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী সৈবেত্যাহ ব্যাপ্তমিতি। হে মনুজেশ্বর সুরথ, মহাকালে প্রলয়সময়ে মহামারীস্বরূপয়া তয়া মহাকাল্যা এতৎ সকলং জগদ্ব্যাপ্তং মরণরূপেন ব্যাপ্তত্বাৎ নাশিতমিতি যাবৎ কালয়তি ক্ষিপতি নাশয়তি জগদিতি কালী, মহতী সর্বসংহর্ত্রী চাসৌ সা চেতি; কল প্রক্ষেপে ধাতুঃ। ব্রহ্মাণ্ডমিত্যনেন প্রাকৃতপ্রলয় উক্তঃ, ন তু দৈনন্দিনঃ সৈবেতি। সৈব মহামার্য্যেব কালে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহামারী মহান্তং ব্রহ্মাণমপি মারয়তীতি শতৃ, ছান্দসস্তলুক্ দীর্ঘশ্চ ব্রহ্মণোঽপি মরণহেতুঃ সৈবেত্যর্থঃ যদ্বা মহাকালে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে অতএব সময়মহত্বাৎ মহচ্ছব্দ-প্রয়োগঃ, মহাকাল্যা সর্বসংহারককালরূপয়া তয়া এতৎ সকলং সমগ্রং ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্তং; জ্ঞানচক্ষুষা অতীতপ্রলয়ানামনুভূতপ্রত্যয়ঃ আশংসায়াং ভবিষ্যতি চ, এতেন ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতসকলনাশাৎ ব্রহ্মণোঽপি সুতরাং নাশহেতুঃ তস্য তদন্তর্গতত্বাৎ; কালে দৈনন্দিনপ্রলয়সময়ে সৈব মহামারী ত্রিলোকসংহর্ত্রী সৈবেতি। কালে ইত্যনুবর্ত্তনীয়ং কালে সৃষ্ট্যবসরে অজা জন্মরহিতাপি সৈব সৃষ্টিঃ সৃজ্যরূপা ভবতি প্রপঞ্চতয়া পরিণমতীত্যর্থঃ সমবায়িত্বাৎ; সৃষ্টিরিতি কর্ম্মণি ক্তিঃ। কালে পালনকালে সৈব ভূতানাং ভৌতিকানাং স্থিতিং পালনং করোতি; যতঃ সনাতনী নিত্যা যদ্বা সনাতনস্য বিষ্ণোঃ শক্তিস্তদ্ব্যাপাররূপা "সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী"তি নারদীয়াৎ। ইতি শ্লোকদ্বয়ার্থঃ।৩৮-৩৯ ভবেতি। নৃণাং ভবকালে উদ্ভবকালে সম্পদ্বৃদ্ধিসময়ে গৃহে বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মীঃ

সৈব "উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তির্লক্ষ্মীতি চাপরে" ইতি নারদীয়াৎ। সৈব অভাবে বিপৎকালে বিনাশায় বিনাশার্থং গৃহে অলক্ষ্মীরূপা জায়তে "ভাবাভাবস্বরূপা সা" ইত্যুক্তেঃ অলক্ষ্ম্যভিভূতানাং স্বধর্মপরিপালনাভাবেন নরকোৎপত্তির্বিনাশ এবেতি ভাবঃ।৪০ স্তুতেতি। সা স্তুতা, তথা পুষ্পৈর্ধূপ-গন্ধাদিভিঃ সম্পূজিতা সতী বিত্তং ধনং দদাতি, পুত্রান্, চকারাৎ কলত্রাদীংশ্চ, ধর্মে ধর্মবিষয়ে শুভাং শ্রদ্ধাভক্তিযুতাং নিষ্কামলক্ষণাং মতিঞ্চ দদাতি।৪১ ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্ব-প্রকাশিকায়াং ফলস্তুতির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।*

টীকার্থ। দেবীর মহিমা কথিত হইয়াও অত্যন্ত নিশ্চয়বোধের জন্য পুনরায় 'তয়া ইতি' শ্লোকে বলিতেছেন। সেই দেবী এই বিশ্বকে মোহিত করেন, অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যবোধ করান। তিনিই জগৎ প্রসব করেন, যেহেতু তিনি আদি প্রকৃতি এবং তিনিই সন্তুষ্টা হইয়া অপরোক্ষ[১৩১] আত্মজ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনিই সকাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ঐশ্বর্য প্রদান করেন। ইহা ব্যত্যয়সহিত অন্বিত হইবে। অথবা তুষ্টা, ভক্তিভরে পরিতোষিতা সেই দেবী কামনা অনুসারে প্রার্থিতা হইয়া যথাযোগ্য বিজ্ঞান, ঋদ্ধি প্রদান করেন। ইহাদ্বারা ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারিণী তিনি অধিকারীর বাসনানুরূপ বরদান করেন। ইহাই উক্ত হইয়াছে। ঋদ্ধ্যতোরকো[১৩২] ত্রুব-ইতি সন্ধি।৩৭

টিপ্পনী। ১৩১. মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্যে বেদান্তসিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে। যথা, কঠোপনিষৎ (১।২।২৩) বলেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। অর্থাৎ যাঁহাকে ইনি (পরমাত্মা) বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করেন।

১৩২. বস্তুতস্তু আর্ষোঽত্র অসন্ধিঃ, যথা মহাব্রতা চ অত্যন্তসে, ভ্রামণে-নায়নশ্চ উত্তরস্যাম্ ইত্যাদৌ বহুত্রাপি দৃশ্যতে। "ঋদ্ধ্যতো" রিতি সূত্রে অসন্ধিপক্ষ এবং ত্রুম্বং বিধায় বৃত্তৌ খট্‌বঋণং খট্‌বর্ণমিতি পদদ্বয়মেবোদাহৃতং ন তু খট্‌বাঋণমিতি তৃতীয়ম্। এবমেব "ঋত্যকঃ" ইতি পাণিনিসূত্রে ব্রহ্মঋষিঃ ব্রহ্মর্ষিরিতি বৃত্তৌ স্থিতম্। যত্তু মুগ্ধবোধে "ঋক্যাক্" ইতি সূত্রে ব্রহ্মা ঋষিরিত্যপি প্রদর্শিতং, তৎ লিপিকরপ্রমাদজং ন বেতি ন বিদ্মঃ।

টীকার্থ। ব্যাপ্তম্ ইতি শ্লোকে বলিতেছেন, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী। হে মনুজেশ্বর সুরথ, প্রলয়সময়ে মহামারীস্বরূপে সেই

মহাকালীদ্বারা এই জগৎ মৃত্যুরূপে পরিব্যাপ্তিহেতু বিনষ্ট হয়। কালয়তি, জগতকে নিক্ষিপ্ত করেন বা নাশ করেন যিনি, তিনি কালী। সর্বসংহারকারিণী যিনি, তিনিই মহাকালী। কল্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা। ব্রহ্মাণ্ড শব্দে প্রকৃতির প্রলয় কথিত হইয়াছে; দৈনন্দিন প্রাত্যহিক প্রলয় উক্ত হয় নাই। মহাকালী মহামারীর কালে, দ্বিপরার্দ্ধাবসানে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সংহার করেন। নট্ ছন্দে ত লুক্ এবং দীর্ঘ হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মরণের হেতু তিনি। অথবা মহাকালে, দ্বিপরার্দ্ধ অবসানে। অতএব সময়ের মহানত্তা-হেতু মহৎশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সর্বসংহারক কালরূপা বলিয়া তিনি মহাকালী। তাঁহাদ্বারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে। জ্ঞানচক্ষুষা, জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অতীত প্রলয়সমূহের অনুভূত প্রত্যয় আকাঙ্খায় হইবে। ইহাদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সর্বভূতনাশ হেতু বুঝাইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মারও লয় তাঁহার অন্তর্গত বলিয়া, কালে, দৈনন্দিন প্রলয়সমূহেও তিনি মহামারী ত্রিলোক সংহারকারিণী মহাকালী (কালে ইহা অন্বিত হইবে) কালে, সৃষ্টির অবসানে অজা, জন্মরহিতা হইয়াও তিনিই সৃষ্টি, সৃজ্যরূপা হন, প্রপঞ্চতারূপ পরিণাম প্রাপ্ত হন। সমবায়িত্বহেতু, সৃষ্টিপদে কর্মে ক্তিঃ প্রত্যয় হইয়াছে। কালে, পালনসময়ে তিনি প্রাণীসমূহের স্থিতি, পালন করেন; যেহেতু তিনি সনাতনী, নিত্যা। অথবা সনাতনের, বিষ্ণুর শক্তি ও তাহার বিষয়রূপা। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, তিনিই মহাবিষ্ণুর পরাশক্তি যাহা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। ইহাই শ্লোক-দ্বয়ের তাৎপর্য। মহামায়া মহীরূপে পরিণতা হন। এই দৃশ্যজগৎ মহামায়ার বিরাট শরীর মুমুক্ষু সাধককে মহাকালী মাতৃরূপে দর্শন দেন।৩৮-৩৯

ভব ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। মনুষ্যসমূহের উদ্ভবকালে, সম্পদবৃদ্ধি সময়ে তিনি গৃহে বৃদ্ধিপ্রদা, লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। নারদীয় পঞ্চরাত্রে তাঁহাকে শক্তি, লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে (চণ্ডীকে) উমা বলিয়া থাকেন। তিনিই অভাবে, বিপদে বিনাশের জন্য গৃহে অলক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা হন। ভাব ও অভাব স্বরূপ তিনি। এইকথা বলায় অলক্ষ্মীর দ্বারা প্রভাবিত নরগণের স্বধর্ম পরিপালনের অভাব হেতু নরকের উৎপত্তি ও বিনাশ সূচিত।৪০

স্তুতা ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। তিনি স্তুতা এবং পুষ্প, ধূপ ও চন্দনাদিদ্বারা সম্পূজিতা হইয়া বিত্ত, ধন প্রদান করেন। চ-কার দ্বারা পুত্র

শত্রে কলত্রাদিও প্রদান করেন বুঝিতে হইবে। ধর্ম বিষয়ে শুভা শ্রদ্ধা-ভক্তি যুক্তা নিষ্কাম লক্ষণা মতি প্রদান করেন।৪১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকার দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ;

নিম্নোলিখিত দুর্গাধ্যানদ্বয় কোন কোন চণ্ডীতে দেখা যায়।

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দু রেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।১
ওঁ বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতি স্কন্ধ স্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেট—বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে।২
হেমবর্ণা কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসিনী, কপালে চন্দ্রকলা-শোভিতা
চারি হস্তে শঙ্খ চক্র খড়্গ ও ত্রিশূলধারিণী, ত্রিনয়না সিংহোপরি
সংস্থিতা, সমগ্র ত্রিভুবন স্বীয় তেজে পূর্ণকারিণী, দেবগণ-পরিবৃতা,
সিদ্ধসঙ্ঘ-সেবিতা জয়াখ্যা দেবী দুর্গার ধ্যান করিবে।১
বিদ্যুদ্দামতুল্য প্রভাময়ী, সিংহারূঢ়া, ভীষণা, করবাল ও খেট-ধৃত
হস্তযুক্তা, কন্যাগণ (মাতৃকাগণ) কর্তৃক সেবিতা, অষ্ট হস্তে চক্র ধরালি,
খেট (ঢাল) বিশিখসমূহ, চাপ গুণ ও তর্জনীমুদ্রাধারিণী,
শশিধরা, অনলস্বরূপা, ত্রিনেত্রা দুর্গা দেবীর ধ্যান করি।২

দেবীমাহাত্ম্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঋষিরুবাচ ।১

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্য-মুত্তমম্ ।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥২
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্ বিষ্ণুমায়য়া ।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ॥৩
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ ॥৪
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৫

অন্বয়। ঋষিঃ উবাচ; ভূ-প, এতৎ উত্তমম্ দেবী-মাহাত্ম্যম্ তে কথিতং । সা দেবী এবং-প্রভাবা তয়া জগৎ ধার্যতে ।১-২

ভগবৎ-বিষ্ণু মায়য়া তথা এব বিদ্যা ক্রিয়তে তয়া এব ত্বম চ এষঃ বৈশ্যঃ তথা অন্যে বিবেকিনঃ মোহিতাঃ তথা অপরে এব চ মোহ্যন্তে চ মোহম্ এষ্যন্তি ।৩-৪

মহারাজ, তাম্ পরম্-ঈশ্বরীম্ শরণম্ উপ-এহি । সা এব আরাধিতা নৃণাং ভোগ-স্বর্গ অপবর্গ-দা ।৪-৫

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন, হে রাজা সুরথ, তোমাকে এই উত্তম দেবীমাহাত্ম্য কথিত হইল। সেই দেবী ঈদৃশ প্রভাবান্বিতা। তিনিই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন ।১-২

সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই আবার তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর অবিবেকিগণকে সম্প্রতি মোহগ্রস্ত করিতেছেন এবং উত্তর কালেও মোহযুক্ত করিবেন ।৩-৪

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। সকলমেব মাহাত্ম্যমুপসংহরতি। ঋষিরুবাচ ।১ এতদিতি। হে ভূপ, এতৎ উত্তমং সকলপুরুষার্থসাধকং দেবীমাহাত্ম্যং তে তুভ্যং

কথিতম্। সা দেবী এবং প্রভাবা এবম্ভূতঃ প্রভাবো যস্যাঃ। নৈতদত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ—যয়া দেব্যা ইদং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং ধার্য্যতে সকলজগদাধারভূতায়াস্তস্যাঃ ক্রিয়ানয়-মদ্বয়বিনাশলক্ষণঃ প্রভাবঃ ইত্যর্থঃ ।২

কথয়েতি। তয়েতি। ন কেবলমেতাবন্মাত্রং, কিন্তু সা তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা চেত্যাহ বিদ্যেতি। ভগবতো বিষ্ণোর্মায়য়া তয়া বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণা চ ক্রিয়তে উৎপাদ্যতে এতেন মোক্ষদা চেত্যুক্তং, মায়য়েত্যুক্তত্বাৎ সংসারবন্ধদা চেত্যর্থঃ উক্তঃ। তথা শব্দশ্চার্থঃ উক্তমপ্যর্থং দৃঢ়-প্রতীয়েত পুনঃ পুনরাহ। পদ্যার্দ্ধম্ ।৩

প্রস্তুতং কথয়তি তয়েতি। তয়া দেব্যা ত্বম্ এব বৈশ্যশ্চ, তথা অন্যে বিবেকিনঃ তত্ত্বজ্ঞানযুক্তাশ্চ তথাশব্দশ্চার্থঃ বিশ্বামিত্রসৌভরিপ্রভৃতয়শ্চ মোহিতাঃ আকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যগ্রহং কারিতাঃ সংপ্রত্যপি মোহ্যন্তে তথা কার্য্যন্তে, অপরে চ ভাবিনঃ তয়া হেতুভূতয়া মোহম্ উক্তলক্ষণম্ এষ্যন্তি যাস্যন্তি প্রাপ্স্যন্তীতি যাবৎ তস্মাৎ যুবয়োঃ পৃষ্টং মূঢ়তায়াঃ কারণং সৈবেতে প্রস্তুত-সিদ্ধান্তঃ ।৪ যস্মান্মোহ-কারণম্, অতএব তাং প্রসাদ্য মোহং তরতমিতিমোহতরণোপায়মুপদিশন্ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্ত্যুপায়মুপদিশতি তামিতি। হে মহারাজ মুখ্যতয়া প্রশ্নক্রমেণ রাজ্ঞঃ সম্বোধনম্, তাং পরমেশ্বরীং সর্ব্বেশ্বরীং শরণমাশ্রয়ম্ উপৈহি গচ্ছ। নন্থ, "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ভজেত পুরুষং পরম্। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইত্যাদি-স্মৃতেরেবং-বিধানাৎ শ্রীহরিশরণমেব সর্ব্বার্থমিদমুচিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। আরাধিতেতি। সা সর্ব্বেশ্বরী আরাধিতা সতী নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা এবকারো নিশ্চিতত্বং দর্শয়তি, নাত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ। অত্র সর্ব্বেশ্বরীতি হেতুতয়া অবগন্তব্যম্, যতঃ সর্ব্বেশ্বরস্য পরব্রহ্মণঃ শক্তিঃ, তদুক্তং ভগবতা শঙ্করেণ পরব্রহ্মমহিষী"তি; অন্তং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং বহুশঃ। যদ্বা সৈব, স্বাতন্ত্র্যার্থ এব শব্দঃ, তস্যা বিদ্যাময়ত্বাৎ "বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ প্রাগস্যাখ্যাতমেব ভোগ ঐহিক-রাজ্যাদিসুখং, স্বর্গ আমুষ্মিক ইন্দ্রলোকাদিঃ, অপবর্গো মোক্ষঃ দেহস্বরূপঃ ।৫

টীকার্থ। সমস্ত মাহাত্ম্য উপসংহার করিতেছেন। ঋষি বলিলেন।১

এতদ্ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। হে ভূপ, এই উত্তম, সকল পুরুষার্থ সাধক দেবীমাহাত্ম্য তোমাকে বলা হইল। সেই দেবী এইরূপ প্রভাব যাঁহার। ইহাতে আশ্চর্য্য জনক কিছুই নাই, ইহাই বলিতেছেন। যে দেবী এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, সমস্ত জগতের আধার স্বরূপ, তিনি অদ্বয় বিনাশক প্রভাব যুক্তা, ইহাই অর্থ ।২

তয়া ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। কেবল ইহাই মাত্র নয়, পরন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী, তাহাই বলিতেছেন। বিদ্যা ইতি। ভগবান বিষ্ণুর মায়া, তাঁহার দ্বারা বিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণা পরা বিদ্যা উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বারা তিনি মোক্ষদাত্রী বলা হইল। মায়য়া অর্থে তাঁহাকে সংসারে বন্ধনকারিণী বলা হইল। তথা শব্দের অর্থ চ। উক্তম্ শব্দেরও অর্থ দৃঢ় প্রতীতির জন্য পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোকের অর্দ্ধাংশ উক্ত হইল।৩

তয়া ইতি শ্লোকে প্রস্তুত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। সেই দেবী তোমাকে এবং এই বৈশ্যকে এবং অন্য তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত বিবেকীবৃন্দকে যেমন বিশ্বামিত্র, সৌভরি প্রভৃতিকে মোহিত করিয়াছেন, অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য বোধ করাইয়াছেন; নিজের প্রতিও মোহযুক্ত করিয়াছেন এবং কার্য্য করাইয়াছেন এবং অপর ভাবীগণ তিনি হেতুভূতা বলিয়া উক্তপ্রকার মোহ হইবে। সেই হেতু তোমাদের দুইজনের জিজ্ঞাসা, মূঢ়তার কারণ তিনিই ১৩৭। এই গুলি প্রস্তুত সিদ্ধান্ত।৪

যাহা হইতে আমাদের মোহের কারণ; অতএব তাঁহাকে প্রসন্না করিয়া মোহ নদী পার হও। ইহাই মোহ-তরণের উপায় রূপে নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তি-মুক্তি প্রাপ্তির উপদেশ দিতেছেন, তাম্ ইতি শ্লোকে। হে মহারাজ, (প্রাধান্য হেতু প্রশ্ন ক্রমে রাজাকে সম্বোধন করিতেছেন) সেই পরমেশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ কর। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, উদার বা মানী ব্যক্তি নিষ্কাম, সর্ব্বকাম অথবা মোক্ষকাম হইলে, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করিবে। গীতায় (৭।১৪) ভগবানের উক্তি, আমাকে যে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিবে, সে আমার মায়া পার হইবে, ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে শ্রীহরির শরণই* (গীতা ১৮।৬৬) সর্ব্বপ্রকারে উচিত। এই আকাঙ্খায় বলিতেছেন আরাধিতা ইতি শ্লোক। সর্ব্বেশ্বরী তিনি আরাধিতা হইয়া মনুষ্যগণকে ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ অবশ্য প্রদান করেন। এব-কার দ্বারা ইহার নিশ্চিতত্ব দেখাইতেছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে 'সর্ব্বেশ্বরী' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিনি সকলের হেতু ইহাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্মের শক্তি তিনি। ভগবান শঙ্করও বলিয়াছেন, তিনি 'পরব্রহ্মমহিষী'। পূর্ব্বে অন্য উক্তি বহুবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নিমিত্ত এব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যাময়তা হেতু, 'বিদ্যাময় যিনি তিনি নিত্যমুক্ত' এই উক্তি অনুসারে ভোগ, ঐহিক রাজ্যাদি সুখ ও স্বর্গ, আমুষ্মিক (পারত্রিক) ইন্দ্রলোকাদি অপবর্গ, মোক্ষ অর্থাৎ স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহের নাশ।৫

টিপ্পনী।* সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সকল ধর্মাধর্মের (বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও কুলধর্ম) অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক গর্ভ জন্ম ও মৃত্যুবর্জিত পরমেশ্বর একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া আমাকে সদা স্মরণ কর। তুমি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল হইলে তোমার নিকট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করিয়া সকল ধর্মাধর্ম-বন্ধনরূপ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অতএব শোক করিও না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ১৮।৬৬।

এই মর্মে দেবীমাহাত্ম্যের একাদশ অধ্যায়োক্ত ৫ম শ্লোকের ১১১ তম টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।৭
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্।
নির্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।৮
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে।
সন্দর্শনার্থ-মম্বায়া নদীপুলিন-সংস্থিতঃ।৯
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্॥১০
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ॥১১
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।
এবং সমারাধয়তো-স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ॥১২
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥১৩

অন্বয়। মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ, মহামুনে, অতিমমত্বেন রাজ্য-অপহরণেন চ নির্বিণ্ণঃ সঃ নর-অধিপঃ সুরথঃ চ সঃ বৈশ্যঃ তস্য ইতি বচঃ শ্রুত্বা সংশিত-ব্রতম্ তম্ মহাভাগম্ ঋষিং প্রণিপত্য সদ্যঃ তপসে জগাম।৬-৯

সঃ বৈশ্যঃ চ অম্বায়াঃ সন্দর্শনার্থম্ নদী-পুলিন সংস্থিতঃ পরং দেবীসূক্তং জপন্ তপঃ তেপে।৯-১০

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ মহী-ময়ীম্ মূর্তিম্ কৃত্বা পুষ্প-ধূপ-অগ্নি-তর্পণৈঃ তস্যাঃ অর্হণাং চক্রতুঃ ॥১০-১১

নিরাহারৌ যত-আহারৌ তৎ-মনস্কৌ সমাহিতৌ তৌ নিজগাত্র-অসৃক্ উক্ষিতম্ বলিং চ দদতুঃ ।১১-১২

ত্রিভিঃ বর্ষৈঃ এবং যত-আত্মনঃ সমারাধয়তঃ জগৎ-ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্টা প্রত্যক্ষং প্রাহ ।১২-১৩

শ্লোকার্থ। হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও। তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তিপ্রদান করিবেন ।৪-৫

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন, হে মহামুনি ভাগুরি, রাজা সুরথ শত্রু কর্তৃক রাজ্যাপহরণের জন্য এবং সমাধি নামক বৈশ্য পুত্র মিত্র কলত্রাদিতে অধিক মমতা ছেদন নিমিত্ত বৈরাগ্যবান্ হইয়া মেধা ঋষির এইরূপ উপদেশ শ্রবণানন্তর কঠোর ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণেই দুর্গাদেবীর আরাধনার্থ গমন করিলেন ।৬-৯

সুরথ ও সমাধি জগন্মাতার সম্যক্ দর্শনলাভ মানসে নদীতীরে অবস্থান-পূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত পাঠ ও তাহার ভাবার্থ অনুধ্যান করিতে করিতে তপস্যারত হইলেন ।৯-১০

সুরথ ও সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ (বা হোম) ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিলেন ।১০-১১

তাঁহারা কখনও নিরাহার, কখনও বা অল্পাহারী এবং সমাহিত হইয়া দেবীগত চিত্তে স্বদেহ-রক্ত-সিক্ত পশুকুষ্মাণ্ডাদি বলি দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন ।১১-১২

তিন বৎসর এইরূপ সংযত চিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্টা হইলেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন ।১২-১৩

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মার্কণ্ডেয় উবাচ ক্রৌষ্টুকিমিতি শেষঃ ।৬ তেষাং সংবাদমুপসংহরন্ রাজবৈশ্যয়োরনন্তরকর্তব্যং কথয়তি ইতীতি। স সুরথো নরাধিপঃ তস্য মেধসঃ ইতি পূর্বোক্তং বচঃ শ্রুত্বা তম্ ঋষিং প্রণিপত্য নমস্কৃত সদ্যস্তৎক্ষণ এব তপসে তপঃ কর্তুং জগাম। স পূর্বোক্তো বৈশ্যশ্চ প্রণিপত জগামেতি (দ্বয়োরন্বয়)। তং কীদৃশম্ ? মহাভাগং নিরতিশয়তপঃ-প্রভাবযুক্তং ;

সংশিতব্রতং কৃততীব্রব্রতম্ অদৈন্যচরিতত্বাৎ তীব্রত্বং ; সংসিতমতিতীব্রং ব্রতং যস্যেতি বা। কীদৃশঃ স চ? স চ অতিমমত্বেন প্রগাঢ়মমতয়া রাজ্যাপহরণেন চ নির্ব্বিণ্ণঃ কৃতানুতাপঃ যদ্বা রাজ্যাপহরণেন হেতুনা রাজ্যস্য শত্রুসকাশাৎ পুনরপহরণায় ইত্যর্থঃ ইতি রাজ্ঞা ভবয়ঃ ; বৈশ্যঃ কীদৃক্? নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ বিষয়সুখপরাঙ্মুখঃ। যদ্বা অতিমমত্বেন দুষ্টপুত্রাদিষ্বপি গাঢ় মমতয়া, রাজ্যাপহরণেন শত্রুকর্ত্তৃক রাজ্যগ্রহণেন চ নির্ব্বিণ্ণঃ কৃতনির্ব্বেদ ইত্যুভয়োরেব বিশেষণং, হে মহামুনে ভাগুরে।° স রাজা বৈশ্যশ্চ নদীপুলিনসংস্থিতঃ নদীতটে একাগ্রচিত্তঃ স্থিতঃ সন্ তপঃ তেপে কৃতবান্। কিং কুর্বন্? পরং সর্বত উৎকৃষ্টং দেবীসূক্তং ঋগ্বেদোক্তমন্ত্রবিশেষং জপন্ পরং কেবলমিতি বা, তদা জপ্যান্তরনিরাসায়েদম্। কিমর্থম্? অস্যাঃ দেব্যাঃ সন্দর্শনার্থম্। পূজাদিপ্রকারমাহ তাবিতি। তৌ রাজবৈশ্যৌ তস্মিন্ পুলিনে নদীতটে দেব্যা মহীময়ীং মৃন্ময়ীং মূর্ত্তিং প্রতিমাং কৃত্বা তস্যা দেব্যা অর্হণাং পূজাং চক্রতুঃ। কৈঃ? পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ পুষ্পধূপৌ প্রসিদ্ধৌ, অগ্নিতর্পণং হোমঃ ; যদ্বা অগ্নিপদেন অগ্নিসাধ্যো হোমঃ উপলক্ষণীয়ঃ, তর্পণং কর্পূরাদিযুক্তজলৈস্তর্পণম্। নিয়মমাহ নিরাহারাবিতি। কচিন্নিরাহারৌ, কদাচিৎ যতাহারৌ ফলমূলাদ্যাহারৌ ইতি রসনাজয়ঃ। তন্মনস্কৌ তস্যামেব মনো যয়োঃ ইতি মনোনিগ্রহঃ। সমাহিতৌ জিতাবশিষ্টেন্দ্রিয়ৌ মনোরসনয়োর্দুর্দমত্বাৎ পৃথগুপন্যাসঃ ; তদুক্তং "তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনাং যাবজ্জিতং সর্বংজিতে রসে" ইতি—রসে রসনেন্দ্রিয়ে ; "মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতী"তি, "অসংশয়ং মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করমিত্যুক্তত্বাৎ"। উক্ষিতং প্রোক্ষিতং নিজগাত্রাসৃক্ স্বগাত্ররুধিরং বলিঞ্চ দদতুঃ দত্তবন্তৌ ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তানাং বিহিতত্বাৎ এবমুক্তপ্রকারেণ সমারাধয়তোঃ সম্যগারাধনাং কুর্ব্বতোস্তয়োঃ সবদ্ধে ত্রিভির্ব্বর্ষৈঃ পরিতুষ্টা সতী সা প্রসিদ্ধা চণ্ডিকা প্রত্যক্ষং সাক্ষাদ্ যথা ভবতি তথা প্রাহ উক্তবতী। কীদৃশী? জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী, জগদাধার রূপেতি বা, জগৎকর্ত্রীতি বা সমতাভিলষিতসম্পাদকত্বসূচনায় বিশেষণম্। কিন্তুতয়োঃ? যতাত্মনোঃ অবহিতমনসোঃ।৭-১৩

টীকার্থ। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলিলেন।

ইতি তস্য শ্লোকে মেধামুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির পরবর্তী কর্তব্য তাঁহাদের সংবাদ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। সেই নরাধিপ সুরথ, মেধামুনির পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণান্তে সেই ঋষিকে প্রণিপাত, নমস্কার করিয়া

তৎক্ষণাৎ তপস্যা করিতে গমন করিলেন। সেই পূর্বোক্ত বৈশ্য সমাধিও ঋষিকে প্রণামপূর্বক তপস্যার্থ গমন করিলেন। সে কিরূপ? মহাভাগ, নিরতিশয় তপঃপ্রভাযুক্ত, সংশিতব্রত, তীব্রব্রত যিনি আচরণ করিয়াছেন। অন্যদ্বারা যাহা দুঃখে আচরিত হয়, তাহাই তীব্র, অথবা সংশিত, তীব্র ব্রত যাঁহার। তাঁহারা দুইজন কিরূপ? অভিমনস্ক[১৩৪]; প্রগাঢ় মমতাহেতু রাজ্য অপহরণদ্বারা নির্বিণ্ণ[১৩৫]; কৃতানুতাপ, নির্বেদ বা বৈরাগ্যযুক্ত রাজ্যের অপহরণ-নিমিত্ত রাজ্যের শত্রুর নিকট হইতে পুনরায় অপহরণের জন্য, ইহাই অর্থ। বৈশ্য কিরূপ? নির্বিণ্ণ, বিরক্ত, বিষয়সুখপরাঙ্মুখ। অথবা অতি মমত্বহেতু, দুষ্ট পুত্রাদিতেও প্রগাঢ় মমতাহেতু রাজ্য অপহরণ দ্বারা, শত্রুদ্বারা রাজ্যগ্রহণ নিমিত্ত যিনি নির্বিণ্ণ, নির্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা উভয়ের বিশেষণ হইবে। হে মহামুনি ভাগুরি। সেই রাজা ও বৈশ্য নদীতীরে একাগ্রচিত্তে অবস্থিত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কি করিয়া? পরম, সর্বপ্রকারে ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রবিশেষ উৎকৃষ্ট দেবীসূক্ত[১৩৬] জপ করিতে লাগিলেন। অথবা পরম, কেবল। অন্য জপ্যবস্তু হইতে বিরত থাকিয়া। কিসের জন্য? সেই অম্বা দেবীর দর্শন লাভার্থ। এখন তৌ ইতি শ্লোকে পূজাদি পদ্ধতি বলিতেছেন। রাজা ও বৈশ্য নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা[১৩৭] গঠন করিয়া দুর্গা দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। কিসের দ্বারা? পুষ্প, ধূপ, অগ্নি, তর্পণ ও হোম দ্বারা। অথবা অগ্নিপদে অগ্নি-সাধ্য হোম-যজ্ঞাদি উপলক্ষিত। তর্পণ, কর্পূরাদিযুক্ত জলদ্বারা তর্পণ। কখনও কখনও নিরাহার, কখনও যতাহার অর্থাৎ ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া। ইহাতে রসনাদি ইন্দ্রিয়জয় বুঝাইতেছে। তন্মনস্ক, তাঁহাতেই যাহাদের মন মগ্ন। ইহাতে মনের নিগ্রহ উপদিষ্ট। সমাহিত, মন ও রসনার দুর্দমনীয়ত্ব হেতু পৃথক কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে অন্য ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত রসনা জয় না হয়। রসনা জয় হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয়। রসে, রসনারূপ ইন্দ্রিয়ে মন অবশীভূত হইলেও দেবগণ মনকে স্ববশে আনিতে পারেন না। গীতায় (৬।৩৪) উক্ত হইয়াছে, হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। ইহা এমন বলবান্ যে, বিবেকবুদ্ধিকেও মানে না। ইহা অতি দৃঢ়। যেমন বায়ুকে নিরোধ করা যায় না, তদ্রূপ মনকে নিগ্রহ করা দুষ্কর। উক্ষিত, প্রোক্ষিত, স্বদেহের রক্ত বলিরূপে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যবর্ণের মধ্যে এই প্রথা কোথাও কোথাও প্রচলিত। পশুবলি অপেক্ষা আত্মবলি শ্রেয়স্কর। উক্ত প্রকারে তিন বৎসর যাবৎ সম্যক্‌ভাবে

তাঁহারা দুর্গা দেবীর আরাধনা করিলেন। তাঁহাদের প্রতি সেই প্রসিদ্ধা চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইয়া, সাক্ষাৎ আবির্ভূতা[১৩৮] হইয়া বলিতে লাগিলেন। কিরূপ তিনি? তিনি জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী। অথবা জগতের আধাররূপা জগৎকর্ত্রী। সমস্ত অভিলষিত বস্তুর সম্পাদকত্ব সূচনার্থ এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা কিরূপ? তাঁহারা উভয়ে সংযতাত্মা ও অবহিত চিত্ত।৭-১৩

টিপ্পনী। ১১৩. বিষ্ণুমায়া—

অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।

বিভজ্য স্বার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে ॥—কালিকাপুরাণ ৬।৫৮

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজনসিদ্ধি করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুমায়া।

১৩৪. মমতা—অস্মৎ সুখাবহ অধ্যবসায়।—চতুর্ধরী টীকা এবং স্বীয়-ত্বাধ্যবসায়।—নাগোজী টীকা।

১৩৫. নির্বিণ্ণ—সমাধির প্রকৃত বিষয়-বৈরাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জগজ্জননীর নিকট পরা মুক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনাও লাভ করেন। কারণ, বৈরাগ্যই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। সুরথ সংসারে বিরক্ত হন নাই, সেজন্য তিনি দেবীর নিকট নষ্টরাজ্য প্রার্থনা ও লাভ করেন।

১৩৬. দেবীসূক্ত—লক্ষ্মীতন্ত্র ও নাগোজীভট্টী টীকামতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত 'নমো মহাদেব্যৈ' ইত্যাদি স্তুতিই দেবীসূক্ত; অন্যমতে ইহা ঋগ্বেদোক্ত অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীসূক্ত।

১৩৭. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, সুরথ ও সমাধি নদীতীরবর্তী মেধাশ্রমে পূজাসমাপনান্তে দেবীপ্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

১৩৮. ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয়, মৃন্ময়ী, ধাতুময়ী, বা দারুময়ী প্রতিমাতে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিলে প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব হয়। বর্তমান যুগে বাংলার শ্রীরামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক বামাক্ষ্যাপা ও রাজা রামকৃষ্ণ প্রমুখ শক্তিসাধকগণ স্ব স্ব সাধনার দ্বারা এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

দেব্যুবাচ ।১৪

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়াচ কুলনন্দন।

মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥১৫

অন্বয়। দেবী উবাচ-ভূপ ত্বয়া কুলনন্দন বংশ-গৌরব ত্বয়াচ-যৎ মত্তঃ প্রার্থ্যতে তৎ সর্বং প্রাপ্যতাং পরিতুষ্টা তৎ দদামি ।১৪-১৫

শ্লোকার্থ। চণ্ডিকাদেবী কহিলেন, হে রাজন্ এবং হে বৈশ্য কুলনন্দন, তোমরা উভয়ে আমার নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তৎসমুদয় অচিরে পাইবে। আমি সন্তুষ্টা হইয়া তোমাদিগকে তাহা প্রদান করিব ।১৪-১৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। দেব্যুবাচ।১৪ কিমাহেতি দর্শয়তি যদিতি। হে ভূপ সুরথ, ত্বয়া যৎ প্রার্থ্যতে, হে কুলনন্দন বৈশ্য, ত্বয়া চ যৎ প্রার্থ্যতে, তৎ সর্ব্বং মত্তঃ মম সকাশাৎ প্রাপ্যতাং গৃহ্যতামিত্যর্থঃ। অত্র ভূপেতি সুরথ-সম্বোধনেন রাজ্যং ত্যক্ত্বা দুঃখিতস্য তব পৃথিবীমাত্রদানমীষৎ, অতোঽধিকমপি দাস্যামি ; কুলনন্দনেতি সম্বোধনং স্বকুলৈঃ পুত্রাদিভির্যৈর্নিরাকৃতস্তাংস্তবাবশগানপি বশগান্ বিধাস্যামীতি কটাক্ষিতম্। পরিতুষ্টা অহং তৎ দদামি ইত্যভ্যুপগমঃ।১৫

টীকার্থ। দেবী বলিলেন।১৪ যদিতি শ্লোকে দেবী কি বলিলেন তাহা দেখাইতেছেন। হে রাজা সুরথ, তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, হে কুলনন্দন বৈশ্য তুমিও যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তৎসমুদয় আমার নিকট আশু প্রাপ্ত হইবে। এখানে সুরথকে রাজা সম্বোধনদ্বারা রাজ্য ত্যাগ করিয়া দুঃখিত, তোমার পৃথিবীমাত্র বর দান অল্পই বুঝাইতেছে। অতএব উহার অধিকও তোমাকে প্রদান করিব। 'কুলনন্দন' এই সম্বোধন দ্বারা নিজকুলের পুত্রাদি-দ্বারা তুমি বিতাড়িত, তাহাদিগকে তোমার বশীভূত করাইব, ইহা কটাক্ষে কথিত। পরিতুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে সেই বর দিতেছি। ইহাই তাৎপর্য।১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥১৬

ততো বব্রে নৃপো রাজ্য-মবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥১৭
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতি-কারকম্॥১৮

দেব্যুবাচ॥১৯

স্বল্পৈ-রহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্॥২০
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥২১

অন্বয়। মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততঃ নৃপঃ অন্যজন্মনি অবিভ্রংশি রাজ্যম্

অত্র চবলাৎ হৃত-শত্রু-বলং ততঃ নির্বিন্ন-মানসঃ প্রাজ্ঞঃ সঃ বৈশ্যঃ অপি মমইতি অহন্ ইতি সঙ্গ বিচ্যুতি কারকম্ জ্ঞানং বব্রে।১৮

দেবী উবাচ, নৃপতে, ভবান্ স্ব-অল্পৈঃ অহোভিঃ রিপূন হত্বা স্ব-রাজ্যং প্রাপ্স্যতে তত্র তব অস্খলিতং ভবিষ্যতি।১৯-২১

শ্লোকার্থ। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর রাজা সুরথ জন্মান্তরে সাবর্ণি-মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এই জন্মে স্বীয় শক্তি প্রভাবে শত্রু বিনাশ পূর্বক স্বরাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন ১৬-১৭

অনন্তর বুদ্ধিমান ও বৈরাগ্যবান সেই বৈশ্য মমাধি স্ত্রীপুত্রধনাদি আমার এবং দেহাদি আমি এই প্রকার সংসারাসক্তি নাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন।১৮

চণ্ডী দেবী বলিলেন, হে নরপতি, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি শত্রুনাশ করিয়া নিজ রাজ্য পুনরায় লাভ করিবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি (স্খলন) হইবে না। ৯-২১

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মার্কণ্ডেয় উবাচ।১৬ তত ইতি। ততো দেবীবচনানন্তরং নৃপঃ সুরথোঽন্যজন্মনি ভাবিজন্মান্তরে অবিভ্রংশি বিভ্রংশরহিতং নিষ্কণ্টকমিতি যাবৎ রাজ্যং বব্রে, অত্র অস্মিন্ বর্ত্তমানজন্মনি চ নিজং রাজ্যংবব্রে। কীদৃশম্? বলাৎ সামর্থ্যাৎ সামর্থ্যমাশ্রিত্য হৃতং শত্রুবলং শত্রুসৈন্যং যত্র তৎ ক্ষত্রিয়াণাং স্বসামর্থ্যং বিনা রাজ্যপ্রাপ্তেরযশস্করত্বাৎ।১৭ সোঽপীতি। স বৈশ্যোঽপি ততোঽনন্তরং জ্ঞানম্, আত্মসাক্ষাৎকারসাধনং বব্রে। কীদৃশম্? মমেতি পুত্রদারাদৌ, অহমিতি দেহে, যঃ সঙ্গ আসক্তিরভিমান ইতি যাবৎ, তস্য বিচ্যুতির্বিশেষেণাপগমঃ তৎ কারকং নাশকারকমিত্যর্থঃ। ননু নিরতিশয়বিষয়সুখং বিহায় কিমিতি তথা বৃতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—নির্ব্বিণ্ণমানসঃ নির্ব্বিণ্ণং বিরক্তং বিষয়সুখবিমুখং মানস-মন্তঃকরণং যস্য সঃ। ক্ষণিকতাবারণায়াহ—প্রাজ্ঞঃ সারাসারবিবেকবান্।১৮ দেব্যুবাচ।১৯ স্বল্পৈরিতি। হে নৃপ সুরথ, স্বল্পৈরত্যল্পৈ-রহোভির্দিবসৈর্ভবান্ ত্বং রিপূন্ হত্বা স্বরাজ্যং প্রাপ্সতে লপ্স্যতে। তত্র স্বরাজ্যে তব অস্খলিতম্ অস্খলনং স্খলনাভাবো ভবিষ্যতি চ্যুতির্ন ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ যথা ভক্ত ভদিত্যর্থঃ, তত্রায়ম্ অস্খলিতম্ অচঞ্চলং ভবিষ্যতি ; নিষেধার্থো বা অশব্দঃ, স্খলিতম্ অভবিষ্যতি ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ।২০-২১

টীকার্থ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন।১৬ ততঃ ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবীর বাক্য সমাপ্তির পর, রাজা সুরথ অন্যজন্মে, ভবিষ্যৎ জন্মে যাহাতে

নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য শাসন করিতে পারেন এবং এই জন্মে নিজরাজ্য পুনরায় পাইতে পারেন, এই বর চাহিলেন। কিরূপ ভাবে? স্বকীয় সামর্থ্য দ্বারা শত্রুনাশ করিয়া। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে স্বকীয় সামর্থ্য ব্যতীত অন্য উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তি অযশস্কর।১৭

সোঽপি ইতি শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান ও বৈরাগ্যবান[১৩৯] বৈশ্যও জ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার, মোক্ষজ্ঞান, সংসারাসক্তি নাশক[১৪০] তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। কিরূপ ভাবে? আমার স্ত্রী পুত্রাদিতে এবং নিজদেহে যে আসক্তি বা অভিমান আছে, তাহা বিনাশের প্রার্থনা করিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, নিরতিশয় বিষয়সুখ বর্জন করিয়া কিজন্য এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন, নির্বিণ্ণমানস, বিরক্ত হইয়াছে বিষয়সুখ যাহার হৃদয়ে। উহারা ক্ষণিকতা নিবারণার্থ বলিতেছেন, প্রাজ্ঞ, সার ও অসার বস্তুতে বিবেকবান, নিত্যানিত্য ভেদজ্ঞানসম্পন্ন।১৮

দেবী বলিলেন।১৯ স্বল্পৈ ইতি শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে। হে রাজা সুরথ, অতি অল্পদিনের মধ্যে তুমি শত্রুকে নাশ করিয়া নিজরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। স্বীয় রাজ্যে তোমার আর বিচ্যুতি ঘটিবে না। অথবা এখানে তৎ পদের অর্থ রাজ্য অচঞ্চল, নিষ্কণ্টক হইবে। নিষেধার্থে অ-কার প্রয়োগ হইয়াছে। স্খলিত অ (ন), হইবেনা।২০-২১

টিপ্পনী। ১৩৯. মোক্ষ বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠতম। মোক্ষবিষয়া বুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি। কারণ সেই বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও চিরশান্তিলাভ হয়।

১৪০. কারণ 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। এই বুদ্ধি নষ্ট হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন. "আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

মৃতশ্চঃ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।২২
সাবর্ণিকো নাম মনু-র্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥২৩
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।২৪
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥২৫

অন্বয়। মৃতঃ চ ভবান্ ভূয়ঃ বিবস্বতঃ দেবাৎ জন্ম সংপ্রাপ্য ভুবি সাবর্ণিকঃ নাম মনুঃ ভবিষ্যতি।২২-২৩

বৈশ্য বর্য্য ত্বয়া চ যঃ বরঃ অস্মত্তঃ অভিবাঞ্ছিতঃ তং প্রযচ্ছামি। সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।২৪-২৫

শ্লোকার্থ। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় তুমি সূর্যদেব হইতে তৎপত্নী সবর্ণার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইবে।২২-২৩

এবং হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে।২৪-২৫

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। অন্যজন্মনীতি যৎ প্রার্থিতং তদ্দদামীত্যাহ মৃতশ্চেতি। মৃতঃ সন্ ভূয়ঃ পুনরপি বিবস্বতো দেবাৎ সূর্য্যাৎ জন্ম সংপ্রাপ্য নাম প্রসিদ্ধৌ, ভবান্ ভুবি সাবর্ণিকো মনুর্ভবিষ্যতি। সবর্ণিকোনামা মন্বন্তরাধিপতির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ২২-২৩ বৈশ্যং প্রত্যাহ বৈশ্যেতি। হে বৈশ্যবর্য্য বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, ত্বয়া যো বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ইচ্ছাবিষয়ীকৃতঃ তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তিরূপঃ, তং বরং প্রযচ্ছামি দদামি। তমেবাহ—সংসিদ্ধ্যৈ সম্যক্‌সিদ্ধ্যৈ নির্ব্বাণমোক্ষার্থং তব জ্ঞানং বিবেকো ভবিষ্যতি।২৪-২৫

টীকার্থ। অন্যজন্মে যাহা প্রার্থিত হইয়াছে, তাহা দিতেছি। উক্তমর্মে মৃতশ্চেতি' শ্লোকে দেবী যাহা বলিতেছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। মৃত্যুর পর পুনরায় সাবর্ণি নামে সূর্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি এই পৃথিবীতে সাবর্ণিমনু নামে প্রখ্যাত হইবে। ইহার অর্থ, সাবর্ণি নামক মন্বন্তরের অধিপতি হইবে।২২-২৩

বৈশ্য ইতি শ্লোকে দেবী বৈশ্যের প্রতি বলিলেন। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি যে বর আমার নিকট পাইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তিরূপ সেই বর আমি তোমাকে দিতেছি। তোমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। সম্যক্ সিদ্ধির দ্বারা তোমার ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষজ্ঞান হইবে।২৪-২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥২৬

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥২৭
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥২৮
সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ক্লীং ওঁ ॥২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে সুরথবৈশ্যয়োর্বর প্রদানং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসপ্তশতী † দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।

অন্বয়। মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ, দেবী তয়োঃ ইতি যথা অভিলষিতং বরম্ দত্ত্বা ভক্ত্যা তাভ্যাম্ অভিষ্টুতা সদ্যঃ অন্তর্হিতা বভূব।২৬-২৭

এবং দেব্যাঃ বরং লব্ধ্বা ক্ষত্রিয়-ঋষভঃ সুরথঃ সূর্যাৎ জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণিঃ মনুঃ ভবিতা সাবর্ণিঃ মনুঃ ভবিতা।২৮-২৯

শ্লোকার্থ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জগন্মাতা উভয়কে স্ব স্ব অভিলাষাণুরূপ বর প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।২৬-২৭

এইরূপে মহামায়ার বরলাভ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্য ও তৎপত্নী সবর্ণার তনয়রূপে জন্মলাভপূর্বক সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু (মন্বন্তরাধিপতি) হইবেন, সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইবেন।২৮-২৯

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা। মার্কণ্ডেয় উবাচ।২৬ ইতীতি। দেবী তয়োরিতি যথাভিলষিতম্ অভিলাষানুরূপং বরং দত্ত্বা তাভ্যাং অভিষ্টুতা অভিত আভিমুখ্যেন বা স্তুতা সতী সদ্যস্তৎক্ষণমেব অন্তর্হিতা বভূব।২৭ আখ্যানমুপসংহরতি এবমিতি। ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ সুরথঃ দেব্যাঃ সকাশাৎ এবম্ উক্তপ্রকারেণ বরং লব্ধ্বা প্রাপ্য, সূর্য্যাৎ জন্ম সমাসাদ্য লব্ধ্বা সাবর্ণিঃ সাবর্ণিনামা মনুর্ভবিতা ভবিষ্যতি লুট।২৮-২৯

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব-শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তিবিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং তত্ত্বপ্রকাশিকায়াং দেবীমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।

টীকার্থ। মহামুনি মার্কণ্ডেয় বলিলেন।২৬

ইতি দত্ত্বা শ্লোক ব্যাখ্যাত হইতেছে। দেবী তাঁহাদের অভিলাষ অনুরূপ বরদান করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ স্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।২৭

এবমিতি শ্লোকে আলোচ্য আখ্যানের উপসংহার করিতেছেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট হইতে উক্তপ্রকারে বরলাভের ফলে সূর্য হইতে জন্মলাভ করিয়া সাবর্ণি নামে মনু হইবেন।২৮-২৯

গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভব পণ্ডিত গোপাল চক্রবর্তীকৃত চণ্ডীটীকা তত্ত্বপ্রকাশিকার অনুবাদে দেবীমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ হইল।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

*টিপ্পনী। "স্তোত্রেষু সংহিতায়াং চ অন্তশ্লোকং পঠেৎ দ্বিধা" (অর্থাৎ সংহিতা ও স্তোত্রাদির শেষ শ্লোকটী দুইবার পাঠ করিবে)। এই বচনানুসারে চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক দুইবার পাঠ কর্তব্য। কেহ বা "অন্ত্যশ্লোকং পঠেৎ ত্রিধা" চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক তিনবার পাঠ করেন। কাত্যায়নী তন্ত্র মতে সাবর্ণির্ভবিতামনুঃ এই অংশ দুইবার পাঠ করা কর্তব্য।

সম্যক্হৃদি স্থিতা সেয়ং জন্মকর্মাবলিস্তুতিঃ।
এতাং দ্বিজমুখাৎ জ্ঞাত্বা অধীয়ানো নরঃ সদা ॥
বিধূয় নিখিলাং মায়াং সম্যক্ জ্ঞানং সমশ্নুতে।
সর্বসম্পদ্ আপ্নোতি ধুনোতি সকলাপদঃ ॥

অনুবাদ—কাত্যায়নী তন্ত্র মতে সপ্তশতী চণ্ডীকে সপ্তশতিকা রূপ মহামায়া মন্ত্র বলা হইয়াছে। দেবীর সেই জন্ম কর্মাবলী রূপ স্তুতিমন্ত্র সম্যকরূপে মানব হৃদয়ে অবস্থিত (কারণ, দেবী মন্ত্রময়ী ও ভক্ত হৃদয় বাসিনী)। সেই স্তুতিরূপ মন্ত্রকে বিপ্রমুখ হইতে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ কবেন, তিনি নিখিল মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ করেন এবং সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্বসম্পদ্ প্রাপ্ত হন।

দেবীমাহাত্ম্য

প্রাধানিক রহস্য

ওঁ অস্য শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়স্য ব্রহ্ম বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ, মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, নবদুর্গা মহালক্ষ্মীঃ বীজম্, শ্রীং শক্তিঃ অভীষ্ট-ফল-সিদ্ধয়ে সপ্তশতী পাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

রাজোবাচ।

ভগবন্নবতারা মে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতাঃ।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং বক্তুমর্হসি ॥১
আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ দ্বিজ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে ॥২

ঋষিরুবাচ

ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষ্যতে।
ভক্তোঽসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ ॥৩
সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা ॥৪

শ্লোকার্থ। রাজা সুরথ মেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, চণ্ডিকা দেবীর অবতারসমূহের কথা আমাকে আপনি বলিয়াছেন। হে বিপ্র, ইহাদের প্রধান প্রকৃতির (প্রাধানিক রহস্যের) কথা এখন আমাকে বলুন।১

হে দ্বিজ, দেবীর যে স্বরূপ ও যে বিধিদ্বারা আমার আরাধনা কর্তব্য, তৎ সমুদয় যথাযথ ভাবে আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি।২

মেধা ঋষি উত্তর দিলেন—হে নরাধিপ, এই পরম রহস্যকে অনাখ্যেয় (গোপনীয়) বলা হয়। কিন্তু তুমি দেবীভক্ত, তোমাকে আমার অবাচ্য (অকথনীয়) কিছু নাই।৩

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী[১৪১] ত্রিগুণময়ী (তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী) ও সকলের আদ্যা প্রকৃতি। তিনি লক্ষ্যা (সগুণা) ও অলক্ষ্যা(নির্গুণা) এবং জগৎ প্রপঞ্চ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন।৪

গুপ্তবতী টীকা। অথ রহস্যব্যাখ্যা। সুমেধসং প্রতি রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ। ভগবন্নিতি উপাস্যদেবতায়া মুখ্যারূপমুপাসনেতি কর্ত্তব্যতাং চ বদেত্যর্থঃ ॥১-২

ভক্তোসীতি। দেব্যা গুরোশ্চেত্যর্থঃ। গ্রন্থারম্ভে বর্ণিতং ধর্মরূপং ব্রহ্মৈব চণ্ডিকাপদবাচ্যমুপাস্যস্বরূপং তস্যাশ্চ ব্যষ্টিরূপাণি ত্রীণি মহাকালী মহালক্ষ্মী-র্মহাসরস্বতী। তেন সমষ্টিরূপৈব চণ্ডিকা তুরীয়া ধর্মিরূপা নির্গুণা কিন্তু পঞ্চমীতি স্থিতিঃ। আসু ব্যষ্টিত্রয়কথনেনৈব তদভিন্নায়াঃ সমষ্টেস্তুর্যায়াঃ কথিতপ্রায়ত্বাত্তামনির্দ্দিশ্যৈব ব্যষ্টিষ্বন্ত্যতমমেব তুরীয়াসমানযোগ-ক্ষেমতয়োত্তমত্বেন ত্রিগুণেতি নিরাকারেত্যলক্ষ্যেত্যবতারত্রয়ান্তর্গতেতি চ নির্দিশন্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাং সগুণাতুর্যামপহ্নুত্য ত্রয়ান্যতমাত এবেতরে দ্বে নিঃসৃতে ইত্যাদিরীত্যা সৃষ্টি-কথয়িতুমারভতে।৩

সর্বস্যাদ্যেত্যাদিনা। ত্রিগুণা সাত্ত্বিকরাজসতামসমূর্ত্তিত্রয়সমষ্টিরেব সর্বপ্রপঞ্চা-দিকারণম্। কেচিত্তু মহালক্ষ্মীরিতি ব্যষ্টিত্রয়ান্যতমা অপি তু তুরীয়ায়াশ্চণ্ডিকায়া এব নামান্তরম্। 'সদাশিবাঙ্কমারূঢা শক্তিরিত্যাহ্বয়া শিবা। মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাত্যা সর্বদেবগুণান্বিতা' ইতি শিবপুরাণাদিত্যাহুঃ। এতৎ। ন যজ্ঞেশ্বরস্তর্গত মহালক্ষ্ম্যাঃ পার্থক্যেনেহ রজোভূয়িষ্টতয়া নামদশকেন চেতয়োরিব কথনাভাবাত্ত-দর্থমধ্যাহারাদিক্লেশস্তত্য এব। 'লক্ষ্যা' সগুণা 'অলক্ষ্যা' নির্গুণা অস্যা গ্রহণং নোপলক্ষ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽলক্ষ্যেতি। দেব্যথর্বশীর্ষশ্রুতেঃ স্বাবিষয়কজ্ঞান স্বরূপেতি তদর্থঃ। বৃত্তিজ্ঞাননিরাসায় স্বাবিষয়কেতি তেষাং ঘটমহং জানামিত্যেবকারাৎ, ব্রহ্মণশ্চরমবৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি ফলব্যাপ্যত্বানঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ।৪

মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্ধনি ॥৫
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরযামাস তেজসা ॥৬
শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভার রূপমপরং তমসা কেবলেন হি ॥৭
সা ভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা ॥৮

শ্লোকার্থ। হে নৃপ, ইনি হস্তে লেবু (বা শ্রীফল), গদা, খেট (চর্ম) ও

পান-পাত্র[১৪২] ধারণ করেন এবং মস্তকে নাগ (ব্রহ্মার চিহ্ন), লিঙ্গ (শিবের পুং চিহ্ন) ও যোনি (বিষ্ণুর স্ত্রীচিহ্ন) ধারণ করেন ।৫

ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণযুক্তা (রক্তবর্ণা) ও তপ্ত স্বর্ণময়-অলঙ্কার-ভূষিতা এবং প্রলয়কালে স্বীয় তেজে সমগ্র শূন্যস্থল (মহাকাশ) পূর্ণ করিয়াছিলেন ।৬

পরমেশ্বরী (মহালক্ষ্মী) প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণ দ্বারা অন্য এক দেবীরূপ ধারণ করিলেন ।৭

(মহালক্ষ্মী মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন) ।

(মূলা দেবী মহালক্ষ্মী হইতে) অভিন্না সেই দেবী (মহাকালী) অঞ্জনতুল্য গাঢ় নীলবর্ণা, দন্ত-পীড়িতাননা বিশালনয়না এবং মধ্যমাবয়বা হইলেন ।৮

গুপ্তবতী টীকা। লক্ষ্যাং নির্দিশতি। মাতুলিঙ্গমিতি। বীজপুরাখ্যং ফলমিত্যর্থঃ। 'খেটং' চর্ম 'বিভ্রতী' করৈরিতি শেষঃ। নাগাদিত্রয়ং মূর্ধনি বিভ্রতি, 'লিঙ্গম্' অত্র পুংচিহ্নং রুদ্রস্য 'যোনিঃ' স্ত্রী চিহ্নং বিষ্ণোঃ, স্ত্রীপুংসাত্মকত্বং চ 'বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়ত্বিতি শ্রুতেঃ' পরিশেষান্নাগো ব্রহ্মণচিহ্নং স্যাৎ। তেনাস্যাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্বং স্ত্রীপুংসাত্মকত্বং চ প্রদর্শিতং ভবতি ॥৫॥ অলক্ষ্যামাহ। শূন্যমিতি। প্রলয়কালে স্থূলরূপাভাবেন সংস্কারাত্মনাবস্থিতং জগৎ স্বেন তেজসা চিন্মাত্ররূপেণ যা ব্যাপ্তবতীত্যর্থঃ।৬ মহালক্ষ্মীরেব মহাকাল্যাত্মকত্বেনাপি পরিণতেত্যাহ। শূন্যমিতি ॥৭-৮

টিপ্পনী। ১৪১. শিবপুরাণাদিমতে মহালক্ষ্মী সদাশিবের অংকারূঢ়া সর্বদেবগুণান্বিতা শিবাশক্তি।

১৪২. সহ্যাদ্রিখণ্ডে রেণুকামাহাত্ম্যে দেবীর আয়ুধধারণক্রম এইভাবে উল্লিখিত আছে—দক্ষিণ অধঃ ও ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে পানপাত্র ও কৌমোদকী এবং বাম ঊর্ধ্ব ও অধঃ করযুগলে যথাক্রমে খেটক ও শ্রীফল এবং মস্তকে লিঙ্গ।

ভুবনেশ্বরী সংহিতায় দেবীর আয়ুধার্থ এইরূপ বর্ণিত—মাতুলিঙ্গগ্রহণ দ্বারা সর্বকর্মের ফলদাত্রীত্ব, গদাধারণ দ্বারা ক্রিয়াস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, খেটকধারণ দ্বারা জ্ঞানশক্তি এবং পানপাত্র দ্বারা নিরন্তর স্বানন্দানুভব-রস-পান বোধিত।

খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেটৈরলংকৃত-চতুর্ভুজা।
কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা স্রজম্ ॥৯
তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্।
দদামি তব নামানি যানি কর্মাণি তানি তে ॥১০

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া ॥১১
ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্মভিঃ।
এভিঃ কর্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধীতে সোঽশ্নুতে সুখম্ ॥১২

শ্লোকার্থ। তাঁহার চারিহস্ত খড়্গ, পানপাত্র, শিরঃ ও খেটদ্বারা অলংকৃত। তিনি উরুদেশে কবন্ধের (শিরোহীন দেহের) মালা ও মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন।৯

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেই তামসী মহাকালী দেবীকে মহালক্ষ্মী বলিলেন—তোমার যে যে কর্ম আছে, তৎ তৎ অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি।১০

তুমি (ব্রহ্মাদিরও মোহক বলিয়া) মহামায়া, মহাকালী, মহামারী (মহামৃত্যুরূপা), ক্ষুধা (সর্ব অবিদ্যাদি ভক্ষণেচ্ছাবতী), তৃষা (সর্ব অবিদ্যাদি পানেচ্ছাবতী), নিদ্রা (যোগনিদ্রা বা সমাধিরূপা), তৃষ্ণা (ভক্তকৃত ভক্তী-চ্ছাবতী), একবীরা (প্রাপঞ্চমধ্যে অদ্বিতীয়া ও অলঙ্ঘ্যবীর্যা), কালরাত্রি (কাল নাশক বলিয়া) এবং দুরত্যয়া (বিনাশরহিতা)। তোমার এই নামদশক কর্মানুসারে প্রতিপাদ্য (প্রসিদ্ধ)। উল্লিখিত নামানুসারে তোমার এই সকল কর্ম[১৪৩] জানিয়া যে চণ্ডীপাঠ করে, সে সুখলাভ করে।১১-১২

গুপ্তবতী টীকা। 'শিরঃ' দণ্ডারোপিত গ্রীবাভাগং খট্বাঙ্গনামকম্। 'কবন্ধাঃ' শিরোহীনদেহাঃ উরসেতি শেষঃ। উরসি কবন্ধমালাং শিরসি শিরোমালাং চ দধতীত্যর্থঃ। তাং প্রোবাচেতি তু প্রথমা দ্বিতীয়য়োর্ব্যত্যাসেন তামসীবাক্যমেতদিতি কেচিৎ স তু বৃথা প্রয়াসঃ। তদুত্তরার্ধস্ত 'নাম কর্ম চ মে মাতর্দেহি তুভ্যং নমো নমঃ' ইত্যস্য বহুষু পুস্তকেষু দর্শনেন প্রত্যুতাহসমঞ্জসতা চ। এতেন বিভক্তিব্যত্যাসেনৈব কেষাঞ্চিৎ পাঠোঽপি নাদেয়ঃ। সাত্ত্বিকীপ্রশ্নমন্তরেণৈতস্তেন নাম প্রধানস্তোত্তরত্র কথনাচ্চ।৯-১১

মহামায়াদিনামদশকস্যান্বর্থকত্বমাহ ইমানীতি। উক্তং চ কালিকাপুরাণে। 'গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ। উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্। পূর্বাতিপূর্ব সংস্কারসংঘাতেন নিয়োজ্য চ। আহারাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্। ক্রোধোপরাধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ। পশ্চাৎ-কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্। অমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা। মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী' ইতি। এবং দেবীপুরাণে

নাম নির্বচনাধ্যায়ে অন্যত্র চেতরনাম নির্বাচনানি দ্রষ্টব্যানি। ঈদৃশার্থজ্ঞানপুরঃ-সরং নামকীর্তনং ফলায় বিদ্যতে এভিরিতি ।১২

টিপ্পনী। ১৪৩. এইসকল তমোগুণের কার্য, কারণ দেবী তামসী।

তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥১৩
অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী।
সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ।১৪
মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ সুরেশ্বরী ॥১৫
অথোবাচ মহালক্ষ্মীর্মহাকালীং সরস্বতীম্।
যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ ॥১৬

শ্লোকার্থ। হে নৃপ, তাঁহাকে (সেই মহাকালীকে) এইরূপ বলিয়া মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধা সত্ত্বগুণময়ী চন্দ্রপ্রভাময়ী অন্য এক মূর্তি ধারণ করিলেন।১৩

(মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী রূপে পরিণতা হইলেন।)

সেই শ্রেষ্ঠা দেবী (মহাসরস্বতী) অক্ষমালা ও অঙ্কুশ-ধরা এবং বীণা ও পুস্তক-ধারিণী। মহালক্ষ্মী তাঁহাকে মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী (বা সুরেশ্বরী) এই সকল নাম প্রদান করিলেন।১৪-১৫

অনন্তর মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে স্ব স্ব অনুরূপ এক দেব (পুরুষ) ও এক দেবী (নারী) সৃষ্টি কর।১৬

গুপ্তবতী টীকা। মহাসরস্বতীত্বেনাপি সৈব পরিণতেত্যাহ। তামিতি। ইমানি তবেতি শ্লোক এতন্নামদশকেঽপি যোজ্যঃ।১৩-১৫ মিথুনে পুত্রঃ পুত্রী চেতি ভ্রাতৃভগিনীযুগলে।১৬

ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ মিথুনং স্বয়ম্।
হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ ॥১৭
ব্রহ্মন্ বিধে বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥১৮
মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ সহ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥১৯

নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্ ॥২০

শ্লোকার্থ। তাঁহাদিগকে এই রূপ বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বয়ং স্বর্ণবর্ণ (বা বিশুদ্ধজ্ঞানদেহ), কমলাসনস্থিত একটি সুন্দর পুরুষ এবং তদনুরূপ একটি নারী সৃজন করিলেন।১৭

মহালক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মা, বিধি, বিরিঞ্চি ও ধাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং সেই নারীকে শ্রী, পদ্মা, কমলা, লক্ষ্মী ও মাতা—এই সকল নামে অভিহিতা করিলেন।১৮

মহাকালী ও ভারতী (মহাসরস্বতী) যে পুরুষ ও নারী যুগল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও স্বরূপ তোমাদিগকে বলিতেছি।১৯

মহাকালী শ্বেতবর্ণা নারী এবং নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, শ্বেতাঙ্গ ও ললাটে চন্দ্রবিশিষ্ট পুরুষ সৃষ্টি করিলেন।২০

গুপ্তবতী টীকা। অত্র স্বয়মিতি পদং স্বকীয়মেব শ্রীনামকং ব্যষ্ট্যন্তর্গতং রূপান্তরং ধ্বনয়েত্যর্থকমিতি কেচিদ্ ব্যাচক্ষতে মহালক্ষ্মীরিতি ব্যষ্ট্যা এব নামেতি চ বদতামস্মাকং তু নায়ং ক্লেশঃ।১৭-২০

স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দী চ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রীভাষা স্বরাক্ষরা ॥২১
সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে ॥২২
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দনঃ।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা শিবা ॥২৩
এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মন্তো নু পশ্যন্তি নেতরেঽতদ্‌বিদো জনাঃ ॥২৪

শ্লোকার্থ। সেই (সৃষ্ট) পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দী (জটাধারী শিব) ও ত্রিলোচন এবং সেই (সৃষ্টা) নারী (বেদ) ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, স্ত্রীভাবা (বালভাবা), অক্ষরা (নিত্যা, স্ফোটরূপা বা ব্যঞ্জনরূপা) এবং স্বরা (ষোড়শস্বররূপা)।২১

হে নৃপ, সরস্বতী এক গৌরবর্ণা নারী এবং এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের নামও তোমাকে বলিতেছি।২২

পুরুষের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব ও জনার্দন এবং নারীর নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা (ভগযুক্তা) ও শিবা।২৩

পরে যুবতীগণ সদ্য পুরুষত্ব[১৪৪] প্রাপ্ত হইলেন। চক্ষুষ্মান্ (জ্ঞানিগণ) এই তত্ত্ব দর্শন করেন (অবগত হন), অপরে (অজ্ঞানিগণ) নহে। কারণ, উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানচক্ষুর দৃশ্য, চর্মচক্ষুর অদৃশ্য।২৪

গুপ্তবতী টীকা। ত্রয়ীবিদ্যা শাস্ত্রীয়া বেত্যোকৈকং ভিন্নমেব বা নামদ্বয়-যুগম।২১-২৩ এবং মিথুনত্রয়ং সৃষ্ট্বা তেষাং বিবাহায় কন্যাদাতৃসম্পত্ত্যপেক্ষণাৎ স্বাসাং পুরুষান্তরাভাবাৎ স্বয়মেব দ্বিবিধরূপতাং ধৃতবত্য ইত্যাহ। এবমিতি। পুরুষত্বং মহালক্ষ্মীর্ব্রহ্মত্বং মহাকালীরুদ্রত্বং মহাসরস্বতী বিষ্ণুত্বং প্রপদে ইত্যর্থঃ। আসাং হি যুবতিত্বে সত্যেব পুরুষত্বং ন তু ব্যক্তিভেদেনোভয়ং বাপার্ধনারীশ্বরবদ-বচ্ছেদেনাব্যাপ্যবৃত্তি কিন্তু শরাবস্থজলাতপন্যায়েনোভয়মপি ব্যাপ্যবৃত্তীতি ভাবঃ। তদিদং রূপং চর্মচক্ষুষামদৃশ্যমিত্যাহ। চক্ষুষ্মন্তং ইতি। জ্ঞানস্যৈব চক্ষুর্গুণ-পৌষ্কল্যেন মুখ্যচক্ষুষ্ট্বং নবার্ণস্যেতি ভাবঃ। অতদ্বিদ ইতি ছেদঃ॥২৪

টিপ্পনী। ১৪৪. মহালক্ষ্মী ব্রহ্মত্ব ও মহাকালী রুদ্রত্ব ও মহাসরস্বতী বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীম্।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্॥২৫
স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরিঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ।
বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্গৌর্যা সহ বীর্যবান্॥২৬
অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি-কার্যজাতমভূন্নৃপ।
মহাভূতাত্মকং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥২৭
পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ।
সংজহার জগৎ সর্বং সহ গৌর্যা মহেশ্বরঃ॥২৮
মহালক্ষ্মী-র্মহারাজ সর্বসত্ত্বময়ীশ্বরী
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ।
নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ॥২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রাধানিকং রহস্যং সমাপ্তম্।

শ্লোকার্থ। হে নৃপ, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে ত্রয়ী (সরস্বতী) রুদ্রকে বরদাত্রী গৌরী এবং বিষ্ণুকে শ্রী—পত্নীরূপে প্রদান করিলেন।২৫ (এই মিথুনত্রয় কারণদেহ সূক্ষ্মদেহ-স্থূলদেহ-অভিমানী।)

বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) স্বরার (বা সরস্বতীর) সহিত মিলিত হইয়া এক অণ্ড সৃষ্টি করিলেন। বীর্যবান ভগবান্ রুদ্র গৌরীর সহিত সেই অণ্ডকে বিভক্ত করিলেন।২৬

হে নৃপ, সেই অণ্ডমধ্যে মহাভূতাত্মক স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ মহদহঙ্কারাদি (প্রকৃতির) কার্য দ্বারা জাত হইল।২৭ কেশব লক্ষ্মীর সহিত সেইসকল পোষণ ও পালন করিলেন এবং গৌরীর সহিত মহেশ্বর প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংহার করিলেন।২৮

হে মহারাজ, সর্বসত্ত্বময়ী, ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী নিরাকারা নির্গুণা হইয়াও সাকারা (সগুণা)। সাকার অবস্থায় তিনি বিবিধ নাম ও রূপ ধারণ করেন। নির্গুণরূপে তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই স্বরূপলক্ষণ দ্বারা নিরূপ্যা (লক্ষণীয়), কিন্তু প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণদ্বারা বোধ্য নহেন।২৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত প্রাধানিক রহস্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

গুপ্তবতী টীকা। অবশিষ্টাং সৃষ্টিমাহ। স্বরয়েতি। ত্রয়ীবিদ্যয়া সঙ্গমেত্যর্থঃ। তৎ ব্রহ্মাণ্ডপ্রাধানাদিমূল-প্রকৃতিমহদহঙ্কারাদিক্রমেণ সাংখ্যতন্ত্রোক্ত-তত্ত্বসমূহম্।২৫-২৭ মহালক্ষ্মীরিতি নিরাকারসাকারদ্বয়মস্যা এব নাম্নয়োঃ। তেন ব্যষ্টিত্রয়ান্তর্গতমহালক্ষ্ম্যাস্তমঃ সত্ত্বোপসর্জনকরজোগুণপ্রাধান্যাৎ তুরীয়ায়া গুণত্রয়া-সাম্যরূপত্বেন বা রজস্তু-মোহসঙ্কলিতশুদ্ধসত্ত্বরূপত্বেন পুরাণান্তরসিদ্ধত্বেঽপি প্রকৃতেঃ রজঃপ্রাধান্যেন তদবিরোধিগুণদ্বয়বত্তয়া সগুণ নির্গুণরূপদ্বয়বত্তয়া চ মহালক্ষ্মীরূপা-স্যেতি নিবর্গঃ। অতএব ব্যষ্টিপ্রায়ে মহালক্ষ্মীনামদশকস্য কীর্তনাভাবপ্রযুক্তা-মাশঙ্কাং পরিহর্তুমাহ। সৈবেতি। তস্যা এবান্যাভ্যো নামদাতৃত্বেনানবস্থাপত্ত্যা দাত্র্যো দাত্রন্তরাভাব এবকারার্থঃ।২৮

নামান্তরৈরন্যযোর্ব্যষ্টয়ো-র্নামভিরেব, অস্যা এব তুরীয়াত্বেন স্বতন্ত্রনামান-পেক্ষণাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ পার্থক্যেন তুরীয়ামপহৃত্য ব্যষ্টিত্রয়মধ্যগা মহালক্ষ্মীরেব সর্বোত্তমেত্যেতদুপাসকাভিমান ইতি গ্রন্থস্য স্বারসিকাশয়ঃ। অতএব সপ্তশত্যাং চত্বারি স্তোত্রাণি। তেষু দেবীসূক্তং মহকাল্যাদিত্রিতয়া' ভেদেন তুর্যায়াঃ স্তবনম্ ইতরাণি ত্রীণি ক্রমেণ গুণিমূর্তিত্রয়পরাণীতি বিবেকঃ। পরে তু তুর্যৈবোপাস্যা ব্যষ্টয়স্তি শ্রোহপ্যবমা এবেতি বর্ণয়ন্তোঽমুং প্রন্থং ক্লেশেন লাপয়ন্তো মহাকালী মহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যাশ্চরিত্র-ত্রয়স্য ক্রমাদ্দেবতাস্তর্বা তু

নবার্ণস্য দেবতেতি ব্যবস্থাপর্য্যস্তি। এতন্মতে সপ্তশত্যা ব্যষ্টয় এবোপাস্যা ন তু তুর্যেতি পর্যবস্যতি চেত্তত্র পাঞ্চরাত্রলক্ষ্মীতন্ত্রে পরদেবতায়া ইন্দ্রস্য চ সংবাদে মহালক্ষ্মীমেবাদৌ পশ্চান্মহাকাল্যাদিত্রাংয়র্স্তা ইতি ক্রমেণ দশাবতারাঃ নবোক্ত-নেব কথয়িত্বা সর্বান্তে যন্নির্ণিতম্ 'এতাসাং পরমা প্রোক্তা কূটস্থা সা মহীয়সী। মহালক্ষ্মীর্মহাভাগা প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী। অমুষ্যাস্তুতয়ে দৃষ্টং ব্রহ্মাদ্যৈঃ সবলৈঃ সুরৈঃ। নমো দেব্যাদিকং সূক্তং সর্বকামফলপ্রদম্। ইমাং দেবীং স্তুবীয়ত্যং-স্তোত্রেণানেন মামিহ। ক্লেশানতীত্য সকলানৈশ্বর্যং মহ শ্নুতে। অমুষ্যাঃ সাবতারায়াঃ মহালক্ষ্ম্যা মমানঘ। জন্মানি চরিতৈঃ সার্ধং স্তোত্রবৈভববাদিভিঃ। কথিতানি পুরা শক্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা। স্বারোচিষেऽন্তরে রাজ্ঞে সুরথায় মহাত্মনে। সমাধয়ে চ বৈশ্যায় প্রণতায়াবসীদতে ইত্যাদিকং তদ্বিরোধাৎ মহালক্ষ্ম্যা ব্যষ্ট্যন্তর্গ-তায়া এব কূটস্থতা স্যাদ্ভেদো দেবীসূক্তস্য স্বৈকপরতা ব্যষ্টিদ্বারা চরিত্র-ত্রয়স্য স্বপরতেত্যর্থানাং তুর্যস্যৈব স্পষ্টিকরণাৎ তস্মাৎসপ্তশতী সর্বাপি মহালক্ষ্ম্যা অভেদ-বেষেণ তুর্যাপরৈব অত-ত্রবৈকেন বা মধ্যমেনেতি মধ্যমচরিত্রমাত্রস্য চরিত্রত্রয়মমষ্টয়া বিকল্পঃ সঙ্গচ্ছত ইতি দিক্।২৯

ইতি গুপ্তবতোং প্রাধানিকরহস্যব্যাখ্যা।

দেবীমাহাত্ম্য

বৈকৃতিক রহস্য

ঋষিরুবাচ

ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা।
সা শর্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্যতে ॥১
যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা।
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ ॥২
দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া ॥৩
স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়ঃ ॥৪

শ্লোকার্থ। মেধা ঋষি বলিলেন—যে ত্রিগুণময়ী দেবীর তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ত্রিবিধা মূর্তির কথা বলা হইল, তিনি শর্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী নামে উক্তা হন।১

পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মা মধুকৈটভনাশার্থ যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন ; তিনিই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী নামে অভিহিতা।২

তাঁহার দশ মুখ, দশ হস্ত ও দশ পাদ। তিনি অঞ্জনপ্রভা (কজ্জল বর্ণা) ও বিশাল ত্রিশটি[১৪৫] নয়নমালার সহিত বিরাজমানা।৩

হে রাজন্, সুন্দর ও উজ্জ্বলদন্তযুক্তা এবং ভীমরূপা হইলেও তিনি ভক্তগণকে সুরূপ, সৌভাগ্য ও কান্তি প্রভৃতি মহা-শ্রী প্রদান করেন।৪

গুপ্তবতী টীকা। শ্রীঃ। ত্রিগুণেতে তমঃসত্ত্বোভয়োপসর্জনকরজোগুণ-প্রধানেত্যর্থঃ শর্বেতি পুংযোগাভাবান্ন ঙীষাণুগাগমৌ।১

মহাকাল্যাঃ স্বরূপান্তরমাহ। যোগনিদ্রেতি।২

প্রতিবক্ত্রং নেত্রত্রয়মভিপ্রেত্যাহ। ত্রিংশদিতি।৩-৪

টিপ্পনী। ১৪৫ দেবীর প্রত্যেক মুখমণ্ডলে তিনটি নেত্র। এই হিসাবে দশটি মস্তকে ত্রিশটি চক্ষু।

খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভুশুণ্ডিভৃৎ।
পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ ॥৫
এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকর্ত্তুশ্চরাচরম্।৬
সর্বদেবশরীরেভ্যো যাবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী ॥৭
শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা ॥৮

শ্লোকার্থ। (দক্ষিণাধঃকর হইতে বামাধঃকর পর্যন্ত) তিনি খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র ও ভুশুণ্ডি এবং পরিঘ, কার্ম্মুক (ধনু) ও রুধির-ক্ষরণ-শীল শীর্ষ (মস্তক) ধারণ করেন।৫

এই দুরত্যয়া (অনতিক্রমণীয়া) বিষ্ণুমায়া মহাকালী আরাধিতা হইলে পূজাকর্ত্তার (পূজকের) চরাচর জগৎ বশীভূত হয়। অতএব মহাকালীও ইষ্টদেবী-রূপে আরাধিতা হন।৬

সকল দেবতার শরীর হইতে যে অমিতপ্রভা দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মহিষমর্দ্দিনী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী।৭

তিনি শ্বেতাননা[১৪৬] ও নীলহস্তা। তাঁহার স্তনমণ্ডল অতি শ্বেতবর্ণা ও শরীরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণা। তিনি রক্তচরণা। তাঁহার জঙ্ঘা ও উরু নীলবর্ণা ও তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী।৮

গুপ্তবতী টীকা। দক্ষিণাধঃ করমারভ্য বামাধঃকরপর্য্যন্তং ক্রমেণায়ুধান্যাহ খড়্গেতি। শীর্ষং খট্টাঙ্গম্।৫-৬

মহালক্ষ্ম্যা রূপান্তরমাহ। সর্বেদেবেতি।৭-৯

টিপ্পনী। ১৪৬. শিবাংশ নিমিত্ত আনন শ্বেতবর্ণ। মধ্যম চরিত্র দ্রষ্টব্য।

সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি-রূপ-সৌভাগ্য-শালিনী ॥৯
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥১০

অষ্টাদশভুজা চৈষা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননা চাষ্টভুজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা ॥২১
কালমৃত্যু চ সংপূজ্যৌ সর্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
যদা চাষ্টভুজা পূজ্যা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥২২
নবাস্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তথা রুদ্রবিনায়কৌ।
নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ ॥২৩
অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী ॥২৪

শ্লোকার্থ। হে নরাধিপ, যখন অষ্টাদশভুজার পূজা করিবে, তখন দক্ষিণে ও উত্তরে যথাক্রমে দশাননা ও অষ্টভুজার পূজা করিবে। তৎপূর্বে সকল অরিষ্ট (বিঘ্ন)-প্রশান্তির জন্য কাল মৃত্যুর (মহাকাল) পূজা করিবে। যখন শুম্ভাসুরনাশিনী অষ্টভুজার পূজা করিবে, তখন ইহার শৈলপুত্রী প্রভৃতি নবশক্তির ১৪৮ এবং রুদ্র ও গণেশের পূজা করিবে এবং নমো দেব্যৈ ১২৪ ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা মহালক্ষ্মীর অর্চনা করিবে।২১-২৩

দেবীর অবতারত্রয়ের অর্চনায় তত্তৎ মাহাত্ম্যোক্ত স্তোত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে ও অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা করিবে। তিনিই পাপপুণ্যের (ফলদাত্রী), সর্বলোকের মহেশ্বরী। তিনিই ত্রিগুণানুসারে মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী নামে অভিহিতা।২৪-২৫

গুপ্তবতী টীকা। ইতরয়োঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পূজায়ামসাধারণেতিকর্তব্যতায়া অভাবেন ত্রিতয়সাধারণীমেব তামাহ। সার্ধেন। অষ্টাদশেতি। দক্ষিণোত্তরয়োরি-ত্যুত্তরান্বয়ি। দেবতাত্রয়স্য দ্বিতীয়স্বরূপেণ স্বতন্ত্রপূজাত্রয়েপি দক্ষিণে কাল উত্তরে মৃত্যুশ্চেতি দেবতে পূজনীয়ে ইত্যর্থঃ।২১-২২

অষ্টাদশভুজায়াঃ স্বতন্ত্রপূজায়ামঙ্গদপ্যঙ্গমাহ। যদা চেতি। নব শক্তয়ঃ কবচোক্তাঃ শৈলপুত্র্যাদয়ঃ পীঠশক্তয়ো বা। রুদ্র ইতি। দক্ষিণোত্তরয়োরিত্যর্থঃ। অথ করণমন্ত্রানাহ। নম ইতি। নমো দেব্যা ইত্যেকেন বা অথর্বশীর্ষমন্ত্রেণ। রৌদ্রায়ৈ ইত্যাদিস্তোত্রমন্ত্রৈঃ সর্বৈরপি বা। ২৩

অবতারত্রয়েতি। মহাকালী 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা' ইতি স্তোত্রমন্ত্রৈর্মহালক্ষ্মীং 'দেব্যা যয়া ততম্' ইতিস্তোত্রমন্ত্রৈর্মহাসরস্বতীং 'দেবি প্রপন্নার্তিহরে' ইতি স্তোত্রমন্ত্রৈরর্চয়েদিত্যর্থঃ। ইদানীং চণ্ডীস্তবোপাসকানামষ্টাদশভুজায়া মধ্যম-

চরিত্রদেবতায়া মহালক্ষ্ম্যা এব পূজনং নিত্যং কাম্যংচ। ইতরয়োঃ পূজনং কৃতাকৃতম্। মহালক্ষ্ম্যা এব সমষ্টিত্বেন তৎপূজয়ৈবান্যয়োঃ পূজিতপ্রায়ত্বাদিতি ধ্বননায় বিস্তরেণ তদেব বর্ণয়তি। অষ্টাদশেত্যাদিনা।২৪-২৫

টিপ্পনী। ১৪৮. দেবী কবচ দ্রষ্টব্য।

১৪৯. দেবীমাহাত্ম্যের পঞ্চম অধ্যায়ের ৯-৮২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী।
ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্বলোকমহেশ্বরী ॥২৫
মহিষান্তকরী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥২৬
অর্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্গন্ধপুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ ॥২৭
রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ।
প্রণামাচমনীয়েন চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥২৮

শ্লোকার্থ। মহিষাসুরের অন্তকরী (নাশকারিণী) যাঁহার দ্বারা পূজিতা হন, তিনি জগতের প্রভু হন। অতএব, ভক্তবৎসলা জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার পূজা করিবে।২৬

হে নৃপ, অর্ঘ্যাদি, অলঙ্কারসমূহ, গন্ধপুষ্প এবং আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নানা আহার্যসমন্বিত নৈবেদ্য, রুধিরসিক্ত বলি, মাংস, মদ, প্রণাম, আচমনীয়, সুগন্ধি চন্দন এবং কর্পূরযুক্ত তাম্বূলাদি উপচারদ্বারা ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করিবে। দেবীর সম্মুখে বামভাগে দেবীর সাযুজ্যপ্রাপ্ত[১৫০] ছিন্নশির মহাসুর মহিষকে এবং দক্ষিণদিকের পুরোভাগে সমগ্র ধর্মস্বরূপ চরাচরধারী ভগবান মহাসিংহের[১৫১] পূজা করিবে।২৭-৩০

গুপ্তবতী টীকা। রুধিরাক্তেনেতি। ব্রাহ্মণাদিভেদেন বলিব্যবস্থা পূর্বমেবোক্তা ন প্র (বি) স্মর্তব্যা। ২৮-২৯

। ১৫০. ইহাতে শত্রুর প্রতিও দেবীর বাৎসল্য প্রকাশিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পাদটীকা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ২১তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৫১. ৫২৪ পৃষ্ঠায় সিংহের ধ্যান দ্রষ্টব্য।

সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতৈঃ।
বামভাগেঽগ্রতো দেব্যাশ্ছিন্নশীর্ষং মহাসুরম্ ॥২৯
পূজয়েন্মহিষং যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া।
দক্ষিণে পুরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্মমীশ্বরম্ ॥৩০
বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম।
যঃ কুর্যাৎপ্রয়তো ধীমাংস্তস্যা একাগ্রমানসঃ ॥৩১
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত-চরিতৈরিমৈঃ।
একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ ॥৩২
চরিতার্ধন্তু ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্নুয়াৎ।
স্তোত্রমন্ত্রৈঃ স্তুবীতেমাং যদি বা জগদম্বিকাম্।
প্রদক্ষিণা-নমস্কারান্ কৃত্বা মূর্দ্ধিং কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৩

শ্লোকার্থ। দেবীর বাহন সিংহ চরাচর বিশ্ব ধারণ করেন। দেবী-বাহনের পূজা করিয়া ধীমান পূজক দেবীর স্তবন করিবে।৩১

অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে এই চরিত্রসমূহ দ্বারা দেবীর স্তব করিবে। একমাত্র মধ্যম চরিত্র দ্বারাই স্তব করিতে পার; কিন্তু কেবলমাত্র প্রথম বা উত্তর চরিত্র দ্বারা স্তব করিবে না।৩২

গুপ্তবতী টীকা। সিংহস্য বাহনাত্মকং রূপমাহ। সমগ্রং ধর্মমিতি। চতুর্দশবিদ্যাবিহিতকর্মাত্মকমিত্যর্থ।৩০

যস্তু তস্যাঃ পূজাং কুর্য্যাৎ স সিংহং পূজয়েদিতি পূর্বেণান্বয়ঃ।৩১

ততঃ অঙ্গদেবতাপূজোত্তরং চরিত্রত্রয়েণ সমুচিতেন বা মধ্যম চরিত্রমাত্রেণ বা স্তোত্রচতুষ্টয়েন বা স্তুবীত। অত্র পূর্বপূর্বাসম্ভবে শত্যুত্তরোপক্ষো ব্যবস্থিতঃ।৩২-৩৩

ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসর্পিষা ॥৩৪
জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্বা চণ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ।
নমো নমঃ পদৈর্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥৩৫
প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রাণানারোপ্য চাত্মনি।
সুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬

শ্লোকার্থ। চরিতার্থ পাঠ করাও উচিত নয়। এইরূপ চণ্ডীপাঠে দেবী-পূজার অঙ্গহানি হয়। অথবা মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম সহকারে সর্বস্তোত্ররূপ মন্ত্রপাঠপূর্বক এই দেবীর স্তব করিবে।৩৩

অনলস ভাবে মুহুর্মুহুঃ জগদ্ধাত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সপ্তশতীর প্রতিশ্লোক পাঠপূর্বক[১৫২] তিলযুক্ত ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিবে।৩৪

অথবা কেবল শুদ্ধ ঘৃত দ্বারা প্রতিশ্লোক পাঠ করিয়া চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিবে এবং 'নমঃ নমঃ পঞ্চম' অধ্যায়োক্ত স্তব ইত্যাদি পদদ্বারা সমাহিতচিত্তে দেবীর পূজা করিবে।৩৫

সংযতচিত্ত, কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া আত্মায় প্রাণবায়ুসমূহ আরোপ-(সংযোগ) করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইবে।৩৬

গুপ্তবতী টীকা। প্রতিশ্লোকমিতি। উক্তমন্ত্রবিভাগান্ততমোপলক্ষণমিদম্। অত্র কেচিৎ কবচাদিত্রয়স্য রহস্যত্রয়স্য চ প্রতিশ্লোকং হোমমনুতিষ্ঠন্তি। তত্র কবচাংশে হোমো ন যুক্তঃ তন্ত্রান্তরে নিষেধাৎ। যথা। চণ্ডীস্তবে প্রতি-শ্লোকযেকৈকাহুতিরিষ্যতে। রক্ষা কবচগৈর্মন্ত্রৈর্হোমং তত্র ন কারয়েৎ। মৌর্খ্যাৎ কবচৈর্মন্ত্রৈঃ প্রতিশ্লোকং জুহোতি যঃ। স্যাদ্দেহপতনং তস্য নরকং চ প্রপদ্যতে। অন্ধকাখ্যা মহাদৈত্যো দুর্গাহোমপরায়ণঃ। কবচাহুতিজাৎ পাপান্ম-হেশেন নিপাতিতঃ' ইত্যাদি॥৩৪

তাবদশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ। জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্বেতি। অয়ং হোমঃ প্রকরণাৎ পূজাঙ্গম্॥৩৫-৩৬

টিপ্পনী। ১৫২. কবচত্রয় এবং রহস্যত্রয়দ্বারা হোম করা নিষিদ্ধ। মূর্খতাহেতু এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে দেহপাত ও নরকবাস হয়। দুর্গাহোমপরায়ণ অন্ধকাসুর কবচাহুতিজাত পাপের জন্য মহেশ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল।

এবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৩৭
যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্।
ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥৩৮
তস্মাৎ পূজয় ভূপাল সর্বলোকমহেশ্বরীম্।
যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্স্যসি ॥৩৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বৈকৃতিকরহস্যং সমাপ্তম্।

শ্লোকার্থ। এইরূপে যিনি ভক্তিপূর্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরীর পূজা করেন, তিনি যথাভিলষিত বস্তু ভোগান্তে মহিষাসুরবৎ দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন ।৩৭

যিনি ভক্তবৎসলা চণ্ডীর পূজা না করেন, পরমেশ্বরী তাঁহার সকল পুণ্য ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে উৎপীড়িত করেন ।৩৮

অতএব হে ভূপাল, যথোক্ত বিধানে সর্বলোকের-মহেশ্বরী চণ্ডিকার পূজা করিবে। তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইবে ।৩৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত বৈকৃতিকরহস্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

গুপ্তবতী টীকা। অন্ত্যাঃ কাম্যত্বনিত্যত্বে ক্রমেণাহ। এবং য ইতি দ্বাভ্যাম্ ।৩৭-৩৮

উপসংহরতি। তস্মাদিতি ।৩৯

ইতি শ্রীগুপ্তবত্যাং বৈকৃতিক রহস্য ব্যাখ্যা।

দেবীমাহাত্ম্য

মূর্তি রহস্য

ঋষিরুবাচ।

নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা।
সা স্তুতা পূজিতা ধ্যাতা বশীকুর্যাজ্জগত্রয়ম্।১
কনকোত্তমকান্তিঃ সা স্বকান্তিকনকাম্বরা।
দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা॥২
কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা।
ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রী রুক্মাম্বুজাসনা॥৩
যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ।
তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্বভয়াপহম্॥৪

শ্লোকার্থ। (মেধা) ঋষি বলিলেন—ভগবতী নন্দা (১৫৩) নামে যে নন্দকন্যা আবির্ভূতা হইবেন। তাঁহাকে স্তব, পূজা ও ধ্যান করিলে ত্রিলোক বশীভূত হইবে।১

সেই দেবী উজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তিযুক্তা, স্বর্ণপ্রভ দিব্য-বস্ত্রপরিহিতা, কনকবর্ণা ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা।২

তাঁহার চারি হস্ত পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও অব্জ[১৫৪] (শঙ্খ) দ্বারা অলঙ্কৃতা। তিনি ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী ও শ্রী এবং তাঁহার আসন রুক্মাম্বুজ (স্বর্ণপদ্ম)।৩

হে অনঘ (নিষ্পাপ), যে রক্তদন্তিকা[১৫৫] দেবীর কথা মৎ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাঁহার সর্বভয়নাশক স্বরূপ বলিব, শ্রবণ কর।৪

গুপ্তবতী টীকা। অথ নন্দজাদিমূর্তিস্পুকল্পোপাস্তিং সংক্ষিপ্যাহ। নন্দেত্যাদিনা। পাশাব্জৈরিতি অব্জঃ শঙ্খঃ কমলমেব বা। লক্ষ্মীধ্যানে হস্তাভ্যাং পদ্মদ্বয়ধারণস্যান্যত্র দর্শনাত্।১।২।৩।৪।৫

টিপ্পনী। ১৫৩. চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের ৪২তম মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

১৫৪. এখানে অব্জ অর্থে পদ্মও হইতে পারে। কারণ লক্ষ্মীর ধ্যানে দুই হস্তে পদ্ম অন্যত্র দৃষ্ট হয়।

১৫৫. দেবীমাহাত্ম্যের একাদশ অধ্যায়ের ৪৫তম মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

(রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাঙ্গভূষণা।
রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা ॥৫)
রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা।
পতিং নারীবানুরক্তা দেবীভক্তং ভজেজ্জনম্ ॥৬
বসুধেব বিশালা সা সুমেরুযুগলস্তনী।
দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থূলৌ তাবতীব মনোহরৌ ॥৭
কর্কশাবতিকান্তৌ তৌ সর্বানন্দপয়োনিধী।
ভক্তান্ সংপায়য়েদ্দেবী সর্বকামদুঘৌ স্তনৌ ॥৮

শ্লোকার্থ। (তিনি রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তালঙ্কারে সর্বাঙ্গশোভিতা, রক্তবর্ণ-অস্ত্রধারিণী, রক্তনয়না, রক্তকেশী ও অতি ভীষণা।৫)

তাঁহার তীক্ষ্ণ নখগুলি রক্তবর্ণ এবং তিনি রক্ত জিহ্বা ও রক্ত-দংষ্ট্রা। সতী নারী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা হন, তিনি সেইরূপ ভক্তজনের প্রতি অনুরাগিণী (স্নেহশীলা)।৬

তাঁহার শরীর বিশ্বতুল্য সুবিশাল এবং তাঁহার সুমেরুতুল্য স্তনযুগল দীর্ঘ, প্রশস্ত, অতিস্থূল, অতীব মনোহর, কর্কশ, অতিশয় কান্তিযুক্ত সর্বানন্দের পয়োনিধি (সাগর) এবং দেবী ভক্তগণকে সর্ব কামধুক (সকল বাসনাপূরক) সেই স্তনযুগল পান করাইয়া থাকেন।৭-৮

গুপ্তবতী টীকা। পতিং নারীবেত্যনুরাগমাত্রাংশে দৃষ্টান্তঃ।৬-৮

খড়্গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাঙ্গলঞ্চ বিভর্তি সা।
আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ ॥৯
অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ইমাং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্ ॥১০
অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্তা-বপুস্তবম্।
তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্গনা ॥১১
(শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা।
গম্ভীরনাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিত-তনূদরী ॥১২)

শ্লোকার্থ। দেবী চারিহস্তে খড়্গ, মধুপানের পাত্র, মুসল ও লাঙ্গল ধারণ করেন। তিনি রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামে আখ্যাত।৯

সমগ্র স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তাঁহাকে যিনি ভক্তিভরে পূজা করেন, তিনি চরাচরব্যাপী হন (অর্থাৎ সর্বব্যাপিস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন)।১০

যিনি রক্তদন্তা মূর্তির স্তব নিত্য পাঠ করেন, নারী যেরূপ প্রিয় পতিকে সেবা করেন, তাঁহাকে দেবী তদ্রূপ পরিচর্যা (প্রতিপালন) করেন।১১

শাকম্ভরী দেবী নীলবর্ণা ও নীলপদ্ম নয়না। তাঁহার নাভি গভীর, তাঁহার উদর ক্ষীণ ও ত্রিবলী[১৫৬] ভূষিত।১২

গুপ্তবতী টীকা। পাত্রং মধুপানসাধনম্।৯-১২

টিপ্পনী। ১৫৬ বলী—উদরাদি অঙ্গের দোদুল্যমান মাংস।

> সুকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনঘনস্তনী।
> মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া ॥১৩
> পুষ্পপল্লবমূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্।
> কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তং ক্ষুৎতৃন্মৃত্যু-জরাপহম্ ॥১৪
> কার্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তিঃ বিভ্রতী পরমেশ্বরী।
> শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা ॥১৫
> বিশোকা দুষ্টদমনী শমনী দুরিতাপদাম্।
> উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সাপি পার্বতী ॥১৬

শ্লোকার্থ। তাঁহার স্তনযুগল সুকর্কশ, সমান, উত্তুঙ্গ (উচ্চ), বৃত্ত (সুগোল), পীন ও ঘনসন্নিবিষ্ট এবং তাঁহার মুষ্টি (হস্ত) শিলীমুখ (বাণ), পদ্ম, পুষ্প, পল্লব, মূল ও ফলাদিযুক্ত ও শাক-শোভিত। ইনি কমলাসনা, অনন্তকাম্যরসযুক্তা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু ও জরা নাশিনী।১৩-১৪

সেই পরমেশ্বরী শাকম্ভরী[১৫৭] কার্মুকধারিণী, উজ্জ্বলকান্তিযুক্তা ও শত-নয়না। তিনিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা।১৫

তিনিই বিশোকা, দুষ্টদমনী, পাপনাশিনী ও বিপত্তারিণী। তিনিই উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা পার্বতী নামে অভিহিতা।১৬

গুপ্তবতী টীকা। শিলীমুখা বাণাঃ ধনুর্বাণপদ্মশাকান্ বিভ্রতী চতুর্ভুজৈরিত্যর্থঃ।১৩-১৪

শতাক্ষীমূর্তিদুর্গামূর্ত্যোরবতান্তরত্বাভাবেন শাকম্ভরীপূজাবিধিমেব তত্রাতি-দিশতি। সৈবেতি।১৫-১৮

টিপ্পনী। ১৫৭. দেবীমাহাত্ম্যের একাদশ অধ্যায়ের ৪৯তম মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্।
অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং ফলম্ ॥১৭
ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশন-ভাস্বরা।
বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীন-পয়োধরা ॥১৮
চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা ॥১৯
তেজোমণ্ডলদুর্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ।
চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা ॥২০

শ্লোকার্থ। শাকম্ভরী দেবীকে স্তব, ধ্যান-জপ পূজা ও নমস্কার করিলে শীঘ্র অক্ষয় অন্নপানরূপ অমৃত ফল লাভ হয়।১৭

সেই ভীমা দেবী নীলবর্ণা। তাঁহার দাড়া (লম্বা দাঁত) ও দন্ত উজ্জ্বল। সেই দেবী বিশালনয়না। তাঁহার স্তনযুগল গোলাকার, পীন (স্থূল) ও অমৃত পূর্ণ।১৮

তিনি হস্তে চন্দ্রহাস (খড়্গ), ডমরু, মস্তক ও পানপাত্র ধারণকরেন। তিনি একবীরা ও কালরাত্রি নামে উক্তা। তিনি সংস্তুতা হইলে অভীষ্টদাত্রী হন।১৯

সেই দেবী ভ্রামরী[১৫৮] বহুবর্ণধারিণী, তেজোমণ্ডলদীপ্তা, নানাবর্ণ-অনুলেপনে অনুলিপ্তা এবং বিচিত্র অলঙ্কার-শোভিতা।২০

গুপ্তবতী টীকা। চন্দ্রহাসং খড়্গম্।১৯ সপ্তমীং মূর্তিমাহ। তেজ ইতি।২০-২২

টিপ্পনী। ১৫৮. দেবীমাহাত্ম্যের ১১।৫৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ভ্রামরী সপ্তমী মূর্তি।

চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে।
ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ ॥২১

জগন্মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্তিতাঃ কামধেনবঃ।
ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং যস্য কস্যচিৎ ॥২২
আখ্যানং দিব্যমূর্তীনামধীষ্বাঽবহিতঃ স্বয়ম্।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দেবীং জপ নিরন্তরম্ ॥২৩
সপ্তজন্মার্জিতৈর্ঘোরৈর্ব্রহ্মহত্যাদিকৈরপি।
পাঠমাত্রেণ মন্ত্রাণাং মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥২৪
দেব্যা ধ্যানং তবাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বকামফলপ্রদম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে মূর্তিরহস্যং সমাপ্তম্।

শ্লোকার্থ। তিনি হস্তে নানাবর্ণ ভ্রমর ধারণ করেন এবং তিনি মহামারী (মহামৃত্যু) নামে অভিহিতা। হে পৃথিবীপতি, জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর এই সকল মূর্তি ব্যাখ্যাত হইল। এই মূর্তিসমূহ কামধেনু রূপে (সর্বকামপ্রদারূপে) কীর্তিতা ২১

এই পরম মূর্তি রহস্য যাহাকে-তাহাকে বলা উচিত নহে। এই সকল দিব্য মূর্তির আখ্যান স্বয়ং অর্থবোধ সহকারে[১৫৭] পাঠ করা উচিত। অতএব সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর দেবীমাহাত্ম্য জপ কর।২২-২৩

এই মাহাত্ম্য পাঠমাত্রই মানুষ সপ্তজন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব ঘোরপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।২৪

গুহ্য হইতে গুহ্যতর, মহৎ ও সর্বকামফলপ্রদ দেবীধ্যান তোমার নিকট বর্ণিত হইল। অতএব সর্ব-প্রযত্নে তাঁহার আরাধনা কর।২৫

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত মূর্তিরহস্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী। ১৫৭ ইহার দ্বারা রহস্যত্রয়ের অধ্যয়ন বিধান করা হইল।

গুপ্তবতী টীকা। রহস্যত্রয়স্যাপ্যধ্যয়নং বিধত্তে। ব্যাখ্যানমিতি। অবহিতঃ অর্থাবধানসহিত ইতি সর্বং শিবম্।২৩-২৫ ইতি গুপ্তবত্যাং মূর্তিরহস্যব্যাখ্যা।

চতুষ্টয়ে পীঠিকানাং প্রাচীনানাং চ তুষ্টয়ে। চমৎকৃতিকরী ভূয়ান্নবীনানাং চমৎকৃতিঃ।১ সাধুচ্ছায়া প্রমিতপ্রমোদবর্ষে চিদম্বরে জনিতা। সাধুচ্ছায়া-প্রমিতপ্রমোদবর্ধং চিদম্বরে তদ্ভূতাৎ।২ গুরুরেব শিবো গুরুমেব ভজে গুরুণৈব সহাস্মি নামো গুরবে। ন গুরোরধিকং শিশুরস্মি গুরোর্মতিরস্তু গুরৌ জয়নাথ-

গুরৌ ।৩ শ্রীকাশীপুরবাসিসোমপসুধীগম্ভীররাড্ভারতীপুত্রেণাগ্নিচিতা ময়া রচিতয়া চণ্ডীস্তবেষ্টীকয়া। যা নন্দাদিষু সপ্তমী ভ্রমরিণী ভীমাতটে সন্নতিক্ষেত্রে নঃ কুলদেবতা বসতি সা শ্রীচন্দ্রলা প্রীয়তাম্ ।৪ ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণপারাবারীণধুরীণসর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্গম্ভীররায় ভারতী দীক্ষিতাত্মজভাস্কররায়[১৬০] ভারতী দীক্ষিতমহাগ্নিচিতা বিরচিতা গুপ্তবতীসমাখ্যা সপ্তশতীব্যাখ্যা সমাপ্তা। নমশ্চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ। ন বৈ দেয়মমুক্রোশাহীনার্ত্তাতুরকেষপি ॥ আপ্তাচরিত ইত্যেব ধর্ম্ম ইত্যেব বা পুনঃ ।৫

টিপ্পনী। ১৬০. শেষ পঞ্চশ্লোকে টীকাকার ভাস্কর রায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট

এক

আচার্য বিদ্যাবিনোদ-কৃত চণ্ডীটীকার প্রথমাংশ

(প্রথম অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পর্যন্ত)

[১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটাল ভ্রমণকালে কোন পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত তালপাতায় লিখিত পুঁথি হইতে অংশ অতিকষ্টে উদ্ধার করেছি। উক্ত কীটদষ্ট পুঁথি প্রাচীন বাংলা হরপে লিখিত হওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়াছে।]

ওঁ নমঃ শিবায়। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। নত্বা জয় জয়গুরুং ভ্রান্তমেকমনেকবৎ। বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যশ্চণ্ডীটীকাং করোত্যমূং। জাকিল ভগবান্ বাদরায়ণস্তস্তে-বাসী জৈমিনিবধীত বেদ বেদাঙ্গ ভারতোঽপি···। ···· মার্কেণ্ডেয়ং মহর্ষি-মুপগম্য······পক্ষীং। ভো ভগবন্ মনবচতুর্দশ শ্রূয়ন্তে, কে তে কেন কর্ম্মণা তথাভূতাস্তানস্মানানুপূর্বকচক্ষ ইত্যুক্তো মার্কণ্ডেয়ো মহর্ষিঃ প্রত্যবোচং নায়মস্মাকং কথাক্ষণ ইতি। সর্বার্থাভিজ্ঞান বিন্ধ্যাচল নিলয়াংশ্চত্বারঃ পক্ষিণঃ পৃচ্ছেতি। মুনিনোপদিষ্টোঽসাবপি তথা কার্ষীং তে চ ধর্মপক্ষিণ চতুর্দ্দশমন্বাখ্যানং প্রবর্ত্ত-য়ন্তোঽষ্টম মন্বন্তর কথাং প্রক্রমমানা উচুঃ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ইতি। মৃকণ্ডোরপত্যং মার্কণ্ডেয়ঃ শুভ্রাদিভ্যোদেয়ন অপাত্ত মন্ত্রাবেয়······বিবজীবিধোস্মজলার্থং গ্রন্থাদাবু-পন্যস্তবান্। উবাচেতি ভাগুরিস্থিতি শেষঃ। কিমুবাচেত্যাহ সাবর্ণিরিতি ময়ায়োঽষ্টমো মনুঃ কথ্যতে কথয়িষ্যতে সং সাবর্ণিঃ সবিস্তরাংশ প্রপঞ্চাংশ বর্ত্তনা নত্বো বেয়শ বহু···য়োবিতি অন ন ভবতি অথবা গদনং গদঃ কথাদির্ভাবে অন্ মদীয় গমতো বিস্তরাং ভূয়স্তদুৎপত্তিং নিশাময় ইতি যোজনা। মহামায়া··· বিশয়াবিষদৃশ প্রতীসাধন মায়া তস্যা···মহতী চাসৌ মায়া চেতি সদাদীনাং······ মানৈবিতি কর্মধারয়ঃ সেব সর্ব······মোহয়তীত্যর্থঃ। তস্যা অনুভাবেন ইদমস্তভূয়াদিত্যাসকুলেচ্ছয়া যথা যেন প্রকারেণ মন্বন্তরাধিপো বভূব মন্বন্তরং কিঞ্চিদধিকেক সপ্তভিযুগা কালং ভাবিনিভূত ব পচারাঽভূবেতি ক্রিয়াপদং যুক্তং অতীত মন্বন্তরোধিপ বোপক্ষেয়াবা। যথা রবেস্তনয়ো বভূব তং প্রকারং নিশাময়েতি বা স কীদৃশঃ মহাভাগঃ। "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান

বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।" ভগস্তদ্বৃদ্ধং ভাগং মহ দশাধারণং ভাগং যস্যেতি রবেস্তনয় ইতি সংভ্রমে পুনরুক্তিরিতি কেচিৎ। ইতিহাসমবতারয়ন্নাহ॥ মনবো। সমানোবর্ণো যস্যাঃ সা সবর্ণা ছায়া তস্যাপত্যং সাবর্ণিঃ বা ·····অন্যথা এরন স্যাত অথবা বৈবস্বত নামাঃ সবর্ণোহয়ামিতি সাবর্ণিঃ ইন্ ছাদসঃখার্থমহি-ছান্দসানাং লক্ষনান ভাবাস্থপদানমস্তি। তথাচ বিষ্ণুপুরাণং "ছায়া সংজ্ঞা সুতো যোঽসৌ দ্বিতীয় কথিতো মনুঃ পূর্বজস্য সবর্ণোসৌ সাবর্ণিস্তেন কথ্যতে।" সাবর্ণে বহ্বনেকো ভবতীত্যাশংকায়ামাহ সূর্যতনয় ইতি···সাবর্ণাজয়োপি দৃশ্যস্ত এব। মম মন্বন্তরুৎপত্তিং নিশাময় জানীহি জ্ঞানেন চক্ষুষা পশ্যেত্যাহ; শম লক্ষ আলোচনে চৌরাদিকস্যরূপং নতু শমুড়শমে ইতি··· ।

স্বারোচিষো নাম দ্বিতীয় মনুঃ তদাধিকারোপলক্ষিতং স্বারোচিং শেব ইতি টন্। তস্মিন্মন্বন্তরে সময়ে দ্বিতীয় মন্বন্তর ইতি যাবৎ পূর্বমিতি কথা কালপেক্ষয়া-দর্শিতিং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ সন্ চৈত্রো নামধাবিবিষ মন্বমুহঃ তস্য বংশে সম্ভতৌ সমুদ্ভবো জন্ম যস্য স তথা সুরথো নাম রাজেতি প্রসিদ্ধো সুরথ সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধ রাজাভূৎ পদ · ···নায়ামন্তনস্যাবিবক্ষিতত্বাল্লুঙ্ তত্র সমস্তেক্ষিতি মণ্ডলে॥

তস্য। তস্য রাজ্ঞেঽপ্যোভূপাস্তথা তাদৃশাঃ শত্রবো বভূবুঃ যথা কোলাবি-ধ্বংসিনঃ কোলাং রাজধানীং বিধ্বংসিত্তপূপমদ্দয়িতুং শীলং যেষাং অথবা·· ··· তোরস্যার্থতা কোলাং বিধ্বংসিতুং অকাসিতুং শীলম্ এষামিতি কেচিদাহুঃ কোলা শূকরাস্তানবিধ্বংসিতুং নখাদিতুং ব্রতং যেষাং ব্রতে ইতি লেন যবসা ইতি অর্থঃ। কেনা শাস্ত্র বিশেষেস্যাদিত্যজয়ঃ ভূপাঃ সদৃশাঃ কোলাবিধ্বংসিন ইত্যর্থঃ। তস্য কিং কুর্বতঃ? সম্যক্ শাস্ত্রানুসারেণ জ্ঞানোকাপালয়তঃ কানিব ঔরসান্ ধর্মপত্নী প্রভাবান্ পুত্রানিব···ক্ষাত্রসং···তায়াস্তস্বয়মুৎপদয়েত্মুমং। তসৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রার্থবস্নিবকমিতি স্মৃতেঃ॥

তস্য। তস্য রাজ্ঞস্তৈ ভূপৈঃ সহযুদ্ধমভবৎ তস্য কীদৃশস্য অতি প্রবলদণ্ডিনঃ দস্তোহস্যশ্বাদি সমূহঃ অতিশয়েন প্রবলোদণ্ডো বিদ্যতে যতি ইত্যাদিনা ইন্ প্রশংসায়ামভুপ্রত্যয়ঃ অতো বহুব্রীহির্থ প্রতিপত্তি কবত্যং ···অতি প্রবল-শ্চাসৌ দণ্ডী চেতি কর্মধারায়ঃ বা যদ্বা অতি প্রবলদণ্ডোনোহত্যু চিত্ত দণ্ড কারিণঃ ন্যৈনৈঃন্নসাধনৈরপিতৈঃ সুরথো যুদ্ধে জিতোঽভিভূতঃ জয় ভজয়ো দেবমেবম্নমিতি ন্যচিতং॥

ততঃ॥ ততোঽনন্তরং স্বপুরমাগতঃ রাজধানীমায়াতঃ সন্ নিজদেশাধিপো

নূন বা ধ্যক্ষোঽভবৎ···স কীদৃশঃ ? মহাভাগঃ মহদ্ভাগঃ সমগ্রৈশ্বর্যাবৃদ্ধং যস্য তে ভূপৈস্তদাক্রান্তো অতিভূতেঃ প্রবলারিভিবিত্যর্থঃ ॥

অমা ॥ ততস্তস্য রাজ্ঞঃ সর্ববিভক্তে বাস্তা দেঃ প্রায় ইতি তসিঃ তত্রাপি স্বপুরে অমাত্যৈঃ সচিবৈঃ কোষেঽর্থ সঞ্চয়ঃ বলং সৈন্যঞ্চাপহৃতং অমাত্যৈঃ কীদৃশৈঃ ? বলিভিঃ সংজাত বলৈদু´ষ্টৈর্জাত প্রকোপৈঃ ততঃ কীদৃশস্য শত্রুক্ষয়িতবলস্য পুনরমাত্যৈঃ কীদৃশৈ ?······স্বভাবৈঃ লোভোপক্রান্তঃ করণৈবিত্যর্থঃ ॥

ততো ॥ ততোঽনন্তরং। মৃগয়া ব্যাজেন মৃগবধচ্ছলেন হৃতস্বাম্যোঃ জেতাধিপত্য স রাজা একাকী অসহায়ো গহনং দুর্গমবনং জগাম একদেকাকিন বাসহায়ে ইত্যাকির্ন কিং·· হয়মারুহ্য বনং জগাম ॥

স ॥ স রাজা তত্র বনে দ্বিজবর্যস্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্য মেধসো সুমেধসাভিধানস্য আশ্রমং ঋষিনিবাসোচিতং স্থানমদ্রাক্ষীৎ দৃষ্টবান্। সুমেধস ইত্যস্তৈকদেশ-রহিতং নামেদম্ অন্যথা অস্ প্রাপ্ত্যসম্ভবাদিতি। অনিহনস্তস্তেতি বৃদ্ধিঃ কীদৃশ-মাশ্রমং ? প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণং প্রশান্তৈঃ পরস্পর প্রতিহিংসা রহিতৈঃ শ্বাপদৈ ব্যাঘ্রাদ্যৈবাকীর্ণং ব্যাপ্তং······বা পণ্ডির্জনৈবাকীর্ণং মুনের্মেধসঃ শে কাঃ সুর যো বা শিষ্যাদ্যৈরুপশোভিতং মুনয়ো মনন ব্যাপারাস্তে চতে শিষ্যাশ্চেতি ইতি বা ॥

তস্থৌ ॥ স রাজা তেন মুনিনা সৎকৃতঃ পূজিতঃ সন্ কঞ্চিৎ কালং তস্থৌ কালোধ্বত্যামবিচ্ছেদ ইতি দ্বিতীয়··· ··ভাগুরে কুত্র আশ্রমে মেধসস্তেত্যর্থাং তস্মিন্ মুনিরাশ্রমে ইতি সমস্তং বা পদং কিং কুর্বন্ ইতশ্চেতশ্চ বিচরন্ অনিয়ত দেশং ভ্রমণ মনসো··· ॥

সো ॥ তদা তস্মিন্‌কালে তত্রাশ্রমে স রাজা অচিন্তয়ৎ। কীদৃশঃ ? মমত্বোভিমানেন······মম ইত্য ব্যয়ং তস্য ভাবো মমত্বং মমত্যোভিমানঃ তেন··· বশীকৃতা চেতনা বৃত্তির্যস্য, কিমচিন্তয়ৎ মৎপূর্বৈ মদীয় প্রাচীনপুরুষৈঃ পূর্বং পূর্বকালং যৎ পূর্বং পালিতং রক্ষিতং তন্ময়া হীনং ত্যক্তং ॥

মত্ত ॥ স প্রসিদ্ধো মম শূরহস্তী প্রধানো মুখ্যো ধর্মতো ধর্মেণ উচিতনীত্যো মত্তৈঃ পাল্যতে। ন বা ইতি বিকল্পিতে বা ন······চিদুক্তলিঙ্গব্যভিচারবতীতি পুং স্তং মহামাত্রাপৃধানানীতি কোষো দর্শনাৎ মহামাত্রে বিতঃ সন্ বনমভ্যাগতঃ কৈর্বণাহতুভিঃ পুত্রদারৈরাপ্তবন্ধুভিশ্চ অথবা ধনৈর্ধনভৃতৈঃ পুত্রদারৈর্ধনমাদায় অর্থাবহীনমিতি অর্থঃ। অতএব দুঃখী আত্মবন্ধুভির্নিরস্তঃ সন্ আপ্তাঃ সুহৃদঃ বন্ধবো জ্ঞাতয়ঃ ॥

মম ।। মম বৈরিবশংজাতামদীয় শত্রুবায়ত্ততাং গতঃ সন্ কাল কীদৃশান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ইত্যহং ন জানে নিশ্চিনোমি ।।

যে ।। যে মমানুগতাঃ সেবকাঃ প্রসাদ ধনভাজনৈঃ স্থিতা প্রসাদ সন্তুষ্ট্যা দানং ধনং বর্ধাদয় দানং ভোজনং প্রতিনিনাদয়ং দানং অথবা প্রসাদো অনুগ্রহঃ ধনং প্রীতিদানং ভোজনং বেতনং অথান্যহীমূতাং প্রসাদ ধন ভোজনো অন্য-ভূপানাম্ অনুবৃত্তিং সেবাং কুর্বন্তি ধ্রুবং ইতি বিতর্কে ।।

অস ।। ময়া অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ কোষস্তৈরমাত্যৈ ক্ষয়ং গমিষ্যতিঃ তৈঃ কীদৃশৈঃ ? অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈঃ সম্যগ্ব্যয়েশীলৈঃ ধর্মাপৈবিয়োগঃ ততোঽন্যথা অসম্যগ্ব্যয়স্তচ্ছিলৈঃ ততঃ কারিভিঃ অথবা অসম্যগ্‌ব্যয়শীলৈঃ···নবিষয়কমিতি ।।

এত ।। পার্থিবঃ সুরথঃ এতচ্চান্যঃ সততং চিন্তয়ামাস। স সুরথঃ তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে মেধসাশ্রম নিকটে বিপ্রতিক্রৌষ্টুকি সম্বোধনং বা একং বৈশ্যং দদর্শ ।।

স ।। তেন রাজ্ঞা স বৈশ্যঃ পৃষ্টঃ ভো বৈশ্য কস্ত্বং অত্রাগমনে কোহেতুরিতি পৃচ্ছতে কস্মাৎ বৈং সশোক ইব শোকযুক্ত ইব দুর্মনা ইব অস্থিরমনা ইব লক্ষ্যসে ইষ্টবিয়োগানুবিস্তরং শোকঃ চিন্তাবসাদো দৌর্মনস্যং ।।

ইত্যা ।। তস্য ভূপতেরিতিদৃশং বচ আকর্ণস্ত শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং রাজানং প্রত্যুবাচ বচ কীদৃশং প্রণয়োদিতং প্রশ্রয়···দীবিতং সকীদৃশঃ ? প্রশ্রয়াবনতঃ বিনয়েন··· ।।

সমা ।। প্রতিবচনমাহ অহং সমাধির্নাম বৈশ্যঃ পুত্রদারৈর্নিরস্তঃ অভিক্ষিপ্তো ···· ইতি যাবৎ · ধনলোভাৎ অসাধুভিঃ অহং কীদৃশঃ ? ধনিনাং কুলে বংশে উৎপন্ন ।।

বিহী ।। ন কেবলম্ অধিক্ষিপ্তোঽহম্ যে মম ধনমাদায়াহং বিহীনশ্চ নিঃসারিতঃ সন্ বনমভ্যাগতঃ কৈঃ বনহেতুভিঃ পুত্রদারৈরাপ্তবন্ধুভিশ্চ অথবা ধনৈঃ ধনভূতৈঃ পুত্রদারৈর্ধনমাদায় অহং বিহীনমিত্যর্থঃ। অতএব দুঃখী আত্ম-বন্ধুভির্নিরস্তঃ সন্ আপ্তাঃ সুহৃদঃ বন্ধবো জ্ঞাতয়ঃ ।।

সোঽহং ।। সোঽহং পুত্রাণাং পুত্রাদীনাং কুশলাঽকুশলাত্মিকাং প্রবৃত্তিং শুভামশুভাম্ বার্তাং ন বেদ্মি ন জানামি। অত্র স্বদেশে সংস্থিতঃ সন্ মবসা-বস্থিতঃ সহ সংপুর্বস্থামবনার্থোপি ।।

কিন্নু ইতি ।। কিমিতি সন্দেহে থিতি বিকল্পে তেষাং পুত্রদার স্বজনানাং গৃহে ক্ষেমং কল্যাণং কিং নু কিং নু অক্ষেমং অকল্যাণং ইত্যুভবতঃ সংশয়া বিকল্পিতম্

ইদানীং সাম্প্রতং মম সুতাঃ কিন্নু কথং কিংবিধা সদ্বৃত্তাঃ সচ্ছীলাঃ কিন্নু দুর্বৃত্তাঃ দুঃশীলা ইত্যুভয়ত্রাণিনংশ বিকল্পিতম্ ॥

রাজোবাচ ॥ রাজ্ঞা বচনমিদমিত্যর্থঃ যৈরিতি। কিমিতি প্রশ্নে ভবান্ যেঃ পুত্রদারাদিভির্হেতুভির্নিরস্তাঃ নিঃসারিতস্তেষু ভবাতি·· পুত্রদারাদিষু ভবতো মানসং মনঃ স্নেহম কিং সমর্থং়বধ্নাতীতি আসঞ্জয়াতি ভবান্লুব্ধৈবিতি অনেনশ্চেতি নকারোঽপি সতি ছান্দসমেবানুনাসিক স্মরণম্ উ, ঞ, ণ, ন, মশ্চ অণু নাসিকাঃ ॥

বৈশ্য উবাচ ॥ বৈশ্যবচনমিদং ভবানেবং যথা প্রাহ তদ্বচোঽস্মদ্ গতং অস্মদ্বিষং যং মম মনো নিষ্ঠুরতাং পারুষ্যং ন বধ্নাতীতি ন ভজতে অহং কিং করোমি ॥

যৈঃ সন্। যৈঃ পুত্রৈঃ পিতৃস্নেহং সন্ত্যজ্যাহং নিরাকৃতঃ স্বজনহার্দং সংত্যজ্য পত্যু স্বজনৈশ্চ তৈঃ নিরাকৃতঃ কীদৃশৈঃ? ধনলুব্ধৈঃ তেষু অবশ্যং মম মনো হার্দি সন্ হৃদয়স্য কর্ম হার্দং পুত্রঃ সুহৃৎ যাভ্যাম্ সমাসে ইতি টণ্·· হৃদয়স্য হৃন্নাসাদীবিতি জেত্বোদশঃ ততোঽতিশয়ার্থে ইণ্ ॥

কিমে ॥ বিগুণেষ্বপি বিরুদ্ধেষ্বপি বন্ধুষু যশ্চিত্তেৎ প্রেমপ্রবণং স্নেহানুবন্ধিন যথার্থো সুব্রহ্মণ্যোহাদগুক পঠাতে প্রপূর্ব এবমর্থঃ পঠাদি এতত কিমিতি জানন্নপি জ্ঞানবান্ অপি জ্ঞানবান্ অপি অহং নাভি জানামি মহামতেইতি বাজসম্বোধনং পদম্ ॥

তেষাং ॥ তেষাং পুত্রদারাদীণাং যে তে নিমিত্তং যে মম নিঃশ্বাসা জায়ন্তে জায়ন্তে দৌর্মণ্যাস্তং মনসো দুঃ স্থিরতা জায়তে কর্ত্রধীনং ক্রিয়াপদমিতি ন্যায়ঃ যথা কর্তৈ সম্বন্ধঃ যে তে শব্দো নিমিত্তপর্যায়োঽত্র অব্যয়ং যথা যৎ যেতে বীনঃ ব্যগৃহিম সমূদ্র মত বাম চেতি ভক্তিঃ অপ্রীতিষু প্রীতিশূন্যেষু তেষু পুত্রাদিষু অন্মনো নিষ্ঠুরং ন জায়তে তৎ কিং করোমি···॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ মার্কণ্ডেয় ক্রৌষ্টুকীং প্রতিবাহ ততঃ হে বিপ্র ততোঽনন্তরং তং মুনিং মেধসং তৌ রাজবৈশ্যৌ সহিতৌ মিলিতৌ সন্তৌ সমুপস্থিতৌ উপসন্নৌ তৌ কৌ সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ প্রসিদ্ধঃ পার্থিবসত্তমঃ সাধুতমঃ সপ্তম্যা ইতি যাগবিভাগাৎ সমাসঃ ॥

কৃত্বা ॥ তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ তেন মুনিনা সহ যথান্যায়ং যথোচিতং যথার্হং পূজামনতিক্রম্য উপবিষ্টৌ সন্তৌ কাশ্চিৎ কথাং চক্রতুঃ কিং কৃত্বা সংবিদং সংভাষাং কৃত্বা বকারোঽয়ং দন্তঃ অহং বৈশ্যঃ সমাধের্নামাঽহং রাজেতি জ্ঞাপ্তিং কৃত্বা ॥

রাজোবাচেতি॥ রাজ্ঞো বচনমিদমিত্যর্থঃ। হে ভগবন্ তামহমেকম্ প্রষ্টুমিচ্ছামি। তদ্বদস্ব প্রকাশনাদৌ বদস্বিত্যাহ আত্মনেপদম্ কিন্ত্বিত্যাহ। কিন্তদিত্যাহ যন্মে মম স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা স্বচিত্তনিরোধং বিনা মনসোচ্ছয়া যত্বচ্ছয়া কারণং ভবতি···॥

মম॥ হে মুনিসত্তম মম রাজ্যস্য রাজ্যক্রিয়ায়া রাজ্যাঙ্গেষপি স্বাম্যমাত্য সুহৃৎকোষোরাষ্ট্রদুর্গবল প্রজেতি পৌর শ্রেনিষপি আত্মনেষু সর্বত্র মত্বেতং এতৎ কিম্ নিবন্ধন···জানতোঽপি যথা অজস্য স্বচিদন্তত্রাপীতি তৎপুরুষ।

অয়ং। অয়ং বৈশ্যঃ যত্র নিরাজেতঃ দাবেব্যজিঝতঃ যথা শ্চার্থ ভৃতৈশ্চোজিঝতঃ স্বজনেনদয়ংজ্যোত্তিষুভ ত্রদাবাদিষু তথাপ্যতি কাঙ্ক্ষী হার্দ্দী স্নেহবান্ অতিশয়েন বন্ধার্থ ইতি ইন্···এবম্ অনেন প্রকারেণ এষ বৈশ্যস্তথা অহঞ্চাবাপ্যত্যন্ত দুঃখিতৌ ন ধ্বংকান্তাকথং দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে বস্তুনি মমত্বোৎকৃষ্টমানসৌ।

তৎ। হে মহাভাগ মম রাজ্যঽস্য চ বৈশ্য সজ্ঞানিনোরপি আবয়োর্যন্মোহোঽন্যথা ভাবং তৎ কেন কারণেন ভবতি নাস্মিন্ বিধান···ভবিতুমর্হতি ইত্যাহ। এষা মূঢ় বিবেকান্ধস্যৈব ভবতি বস্তুতঃ স্বপবিচ্ছেদো বিবেকঃ তত্রান্ধস্য হীনস্যেত্যর্থঃ। এষা মূঢ়তা বিবেকান্ধস্য ভবতি ন তু বিবেকিনঃ ততঃ কথাজ্ঞানয়ো বিবেকিনোর্মাহো ভবতীত্যন্বয়ঃ।

ঋষিরুবাচ॥ ঋষের্বচনমিদং যদ্যপি জ্ঞানিনৌ ভবন্তৌ তদা সর্বজ্ঞানিন ইত্যাশংকাহ জ্ঞানম্। হে মহাভাগ জ্ঞানমস্য জন্তো প্রাণীমাত্রস্যৈব বিষয়গোচরে বিষয়বিষয়ে জ্ঞানম্ অন্তঃকরণবৃত্তিরস্তি বিপক্ষবাধক বিপক্ষবাক্যমাহ বিষয়ঃ পৃথক্ পৃথক্ ভিন্নস্বভাবঃ এবম্ বক্ষ্যমানঃ প্রকারেণ যাতি অবতিষ্ঠতে যদি জন্তোবিষয়গোচরে জ্ঞানম্ নাস্তি তদা······অতোজ্ঞানমস্যৈবজাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ইতি পাঠেন গোত্রব্রহ্মজ্ঞানাদি ভেদেন জাতির্যথা পৃথক্ পৃথক্ ভবতীত্যর্থঃ। অত্র বিষয়পদেনপ্রতিপাদ্যা উচ্যন্তে গোচরপদেন রূপরসাদয় উচ্যন্তে অতো আহ॥

দিবা॥ কেচিৎ প্রাণিনঃ পেচকাদয়ো দিবা দিবসে অন্ধাঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীনাঃ অথরাত্রাবন্ধাঃ বায়সাদয়ঃ ·····॥

দুই

দেবী মাহাত্ম্য মন্ত্রাত্মক

নবার্ণ মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে—শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূলমন্ত্র। এই গোপনীয় মন্ত্ররাজ জপ করিলে চামুণ্ডা-দর্শন হয়। দেবীমাহাত্ম্যের সপ্তম অধ্যায়ে কথিত আছে, চণ্ডিকার ভ্রূকুটিকুটিল ললাটফলক (তৃতীয় নয়ন) হইতে চামুণ্ডা উৎপন্না হন এবং চণ্ড-মুণ্ড ও রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্জেয় অসুর বিনাশ করেন। দেবীকবচ অনুসারে চামুণ্ডা স্বভক্তগণকে দশদিকে রক্ষা করেন। চামুণ্ডাপূজা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত এবং অষ্টমী ও নবমী সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হয়। দিব্যচক্ষুতে দেখিয়াছি, চামুণ্ডার তৃতীয় নয়ন সর্বদা উন্মুক্ত থাকে এবং উহা হইতে লাল আলো নির্গত হয়। দেবীমাহাত্ম্যের চরিত্রত্রয় নবার্ণ মন্ত্রোক্ত বীজত্রয়স্বরূপা। পুটিত বা অপুটিত চণ্ডীপাঠের আদিতে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' ইহার পূর্ব ১০৮ বার এবং অন্তে (দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তং ইহার পরে) ১০৮ বার নবার্ণমন্ত্র জপ করিলে সংকল্প সিদ্ধ হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়োক্ত "যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ..." ইত্যাদি শ্লোকে নবার্ণ মন্ত্রোদ্ধার করা যায়।

স্বর্গত পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন তৎকৃত চণ্ডীটীকার পরিশিষ্টে দেবীমাহাত্ম্য হইতে কিরূপে মন্ত্রোদ্ধার করা যায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫৮০ শ্লোক সাত শত মন্ত্রে বিভাগপূর্বক হোম করিতে হয়। কাত্যায়নীতন্ত্রে এই মন্ত্রবিভাগ প্রদত্ত। এইস্থলে প্রথম মন্ত্রের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যাত হইল।

'মার্কণ্ডেয় উবাচ' মন্ত্রে তিন পদ বিদ্যমান। (১) মা-র্-ক্-অং=মার্কং, (২) ড ঈ-য়উ=ডেয়উ, (৩) বাচ। (১) মা—লক্ষ্মী, লক্ষ্মীবাচক বর্ণ ঈ, র্—রবর্ণ, ক্—কবর্ণ, অং—অনুস্বার (অকার উচ্চারণার্থ), চন্দ্রবিন্দু অনুস্বারেরই রূপান্তর। এই চারি বর্ণ যোগ করিলে ক্রীং বা ক্রীঁ বীজ হয়। ইহা প্রথম চরিত্রের দেবতা মহাকালীর বীজ। (২) ড—বাড়বাগ্নি, অগ্নিবাচক্ বর্ণ র্, ঈ—ঈবর্ণ। "মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ" এই পাণিনিসূত্রের বৃত্তিতে আছে, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে স্বরবর্ণ দ্বিবিধ। সুতরাং এখানে ঈ বলিতে ঈঁ বুঝিতে হইবে। য-উ—স্বরবর্ণের পঞ্চমবর্ণ উ বলিয়া উকারে ৫ সংখ্যা বুঝায়। (যেমন চন্দ্র ১, পক্ষ ২ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দ সমাসমধ্যে পূরণ-

বাচকও হয় ; যেমন ত্রিপিষ্টপ=তৃতীয় পিষ্টপ, দশাংশ=দশম অংশ ইত্যাদি। অতএব ষউ বলিতে ষ হইতে পঞ্চমবর্ণ শ বুঝিবে। নিঃসন্দিগ্ধ বর্ণবোধের জন্য সংহিতা বা সন্নিকর্ষের বিবক্ষা না করিলে সন্ধি হয় না, যেমন অ, ই, উ, ন্, ঋ, ঌ, ক্ ইত্যাদি ব্যাকরণে দৃষ্ট হয়। এইহেতু ষউ স্থলে সন্ধি হয় নাই। উক্ত তিন বর্ণের মিলনে শ্রীঁ বীজোদ্ধার হয়। ইহা মধ্যচরিতের দেবতা মহালক্ষ্মীর বীজ। বাচ—বাচ্ শব্দের অর্থ সরস্বতী, তাহাতে ঐঁ (বাগ্বীজ বা বাগ্‌ভববীজ) বুঝায়। ইহা উত্তরচরিতের দেবতা মহাসরস্বতীর বীজ। মার্কং, ডেষউ ও বাচ্ শব্দে সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস করিলে চ-বর্গান্ত পদের উত্তর অ প্রত্যয় এবং ড পরে থাকায় অনুস্বারের স্থানে বিকল্পে ণ্, ক্লীবলিঙ্গে সম্বোধনের একবচনে মার্কণ্ডেয় উবাচ হয় (পদমধ্যস্থিত অন্তঃস্থ যকারের উচ্চারণ য়)। স্পষ্ট অর্থে মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ এই দুই পদে সন্ধি করিয়া বিসর্গলোপে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' এইরূপ একত্রে লেখাই বিহিত। প্রাচীন পুস্তকে এইরূপ প্রথা দৃষ্ট হয়। অসমস্ত পদসমূহের মধ্যে অবকাশ (ফাঁক) রাখা আধুনিক রীতি। তখন 'মার্কণ্ডেয়-উবাচ' ইহার গূঢ় অর্থ হইল (মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন বলিয়া)—হে ক্রীঁ (মহাকালি), হে শ্রীঁ (মহালক্ষ্মি), হে ঐঁ (মহাসরস্বতি), তোমাদিগকে ধ্যান করি—উহ্য (ঐরূপ বীজগুলি অব্যয় শব্দ রূপে পরিগণিত)। তন্ত্রসার প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রাবলী প্রহেলিকারূপে উক্ত।

টীকাকার নাগজীভট্ট শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের প্রথমশ্লোক-ব্যাখ্যায় 'সবর্ণা' শব্দ হইতে ঔং হ্রীং বীজ নিম্নোক্ত প্রকারে উদ্ধার করেন। "সবর্ণা লোহিত শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ সহিতা প্রকৃতিঃ তস্যা অপত্যবৎসংবদ্ধি তদ্বাচক ইকারঃ। তত্ত্বতঃ লক্ষণয়া অন্তিমো বিন্দুস্তু শ্লোকে স্বরূপত এব নিবেশিতে ইতি। ঔং হ্রীং ইতি বীজং লব্ধম্। তদুৎপত্তিং তন্মন্ত্রং প্রতিপাদ্যদেবতায়া উৎপত্তিং নিশাময়েতি সংবন্ধঃ।"

বিবিধ

অর্গলাস্তব ও কীলকস্তোত্র কিঞ্চিৎ পৃথক আকারে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ব্রহ্ম সংবাদে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বুতুনী গ্রাম নিবাসী ৺ আনন্দ মোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীরসিক মোহন

চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "বিবিধ তন্ত্র সংগ্রহ" নামক গ্রন্থমালার প্রকীর্ণ অংশে উল্লিখিত স্তোত্রদ্বয় দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে রুদ্র, আদিত্য ও বিশ্বদেব প্রভৃতি দেবতার নাম উল্লিখিত। পুরাণোক্ত একাদশ রুদ্র শিবের অবতার। ইহারা ঝটিকাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের অধিদেবতা। একাদশ রুদ্রের নাম যথা—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত ও পিনাকী।

প্রতি বৎসরে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হন। ইহারা সূর্য্যাংশ-সম্ভূত। বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু, মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য ও চৈত্রে বেদজ্ঞ আকাশে উদিত হন।

বিশ্বদেবগণ বৈদিক গণদেবতা। ইষ্টিশ্রাদ্ধে, নান্দীমুখ পিতৃশ্রাদ্ধে, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে এবং পার্ব্বণে ইহাদের পূজা হয়। পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত দেবযজ্ঞে, ইহাদের উদ্দেশ্যে বলিদানবিহিত আছে। ইহাদের সংখ্যা ত্রয়োদশ, মতান্তরে অষ্টবিংশ।

চতুর্দশ মনুকর্তৃক দেবীর আরাধনা দেবীভাগবতে (১০।১।১৩) নিম্নোক্ত প্রকারে প্রদত্ত। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব ক্ষীর সমুদ্রতীরে দেবী ভগবতীর মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক বাগ্‌ভব বীজ ঐঁ জপের ফলে দেবীর বর লাভ করেন ও প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ (স্বায়ম্ভুবের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র) কালিন্দীতটে জগদ্ধাত্রীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্মাণপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর তপস্যার ফলে মন্বন্তরাদিপত্য লাভ করেন। তৃতীয় মনু (প্রিয়ব্রত-পুত্র) উত্তম গঙ্গাতীরে অবস্থানপূর্বক তিনবৎসর যাবৎ ঐঁ বীজ জপান্তে দেবীর অনুগ্রহ-ভাজন হন। চতুর্থ মনু তামস (প্রিয়ব্রতের অন্যপুত্র) নর্মদা নদীর দক্ষিণকূলে কামবীজ ক্লীঁ জপ করে জগন্ময়ী মহেশ্বরীর আরাধনা এবং শরৎ ও বসন্তকালে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করেন। ইহার ফলে তিনি মন্বন্তরাধিপত্য প্রাপ্ত হন। পঞ্চম মনু রৈবত (তামসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) কালিন্দী তীরে কামবীজ ক্লীঁ জপ করে মনুত্ব লাভ করেন। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ মহর্ষি পুলহের উপদেশে বিরজা নদীতীরে বাগ্‌বীজ ঐঁ জপ ও দ্বাদশবৎসর তপস্যার ফলে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্তি ও বিষয় ভোগান্তে মোক্ষ লাভ করেন। সপ্তম মনু বৈবস্বত পরাদেবীর আরাধনার ফলে মন্বন্তরাধিপত্য লাভ করেন। অষ্টম মনু সূর্য্যপুত্র সাবর্ণির কথা সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত। অবশিষ্ট ছয় মনু করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্য্যাতি ও ত্রিশংকু বৈবস্বত মনুর পুত্র ছিলেন। তাঁহারা কালিন্দী

নদীতীরে ভগবতী ভ্রামরী দেবীর মৃন্ময়ীমূর্তি স্থাপনপূর্ব্বক দ্বাদশবৎসর আরাধনা করেন। তাঁহারা দেবীর বরে পৃথিবীমণ্ডলে সাম্রাজ্য লাভ ও বিবিধবিষয় সুখ ভোগান্তে মন্বন্তরাধিপত্য প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যথাক্রমে দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (রোচ্য) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (ভৌত্য) নামে অভিহিত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (৬৬।২-৬) বসন্তকালীন দুর্গাপূজার ইতিবৃত্ত এইরূপে উল্লিখিত।

পুরাস্তুতা যা গোলোকে কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।
সংপূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে ॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা।
তত্রৈবকালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসংকটে ॥
চতুর্থে সংস্তুতা দেবী ভক্ত্যা চ ত্রিপুরারিণা।
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ মহাঘোরতর মুনে ॥
পঞ্চমে সংস্তুতা দেবী বৃত্রাসুর বধে তথা।
শক্রেণ সর্বদেবৈশ্চ ঘোরে চ প্রাণ সংকটে ॥
তদা মুনীন্দ্রৈর্মুনিভির্মানবৈঃ সুরথাদিভিঃ।
স্তুতা চ পূজিতা সা চ কল্পেকল্পে পরাৎ পরা ॥

তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায় মহানাটকের উক্তি দৃষ্ট হয়। 'শব্দকল্পদ্রুম' অনুসারে মহান্ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

এতদেব যদা সর্বৈঃ পতাকাস্থানকের্যতম্।
অঙ্কৈশ্চ দশভির্ধীরা মহানাটকমূচিরে ॥

যে নাটক বিশেষে সমস্ত পতাকাস্থাণ ও দশটি অঙ্ক থাকে, তাহাকে ধীর ব্যক্তিগণ মহানাটক বলেন। সাহিত্যদর্পণ মতে বালরামায়ণ মহানাটক। শ্রীহনুমন্ত রচিত রাম চরিতও মহানাটক নামে খ্যাত। টীকাকার মহানাটকের নামোল্লেখ করেন নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ৭৪ শ্লোকে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক চণ্ডিকা সাবিত্রী নামে সম্বোধিতা এবং ৮৪ শ্লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শরীর গ্রহণকারিতারূপে উল্লিখিতা। গায়ত্রী মন্ত্রে শাস্ত্রোক্ত নাম সাবিত্রী, সবিতৃ শক্তি। গায়ত্রী-ছন্দে রচিত হওয়ায় সাবিত্রী গায়ত্রী নামে অভিহিতা। গায়ত্রীদেবীর আহ্বানে আছে—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমঽস্তুতে॥

গায়ত্রীদেবী প্রাতে কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী ও সায়াহ্নে বৃদ্ধামূর্তি ধারণ করেন। যুবতী ও বৃদ্ধা গায়ত্রী যথাক্রমে সাবিত্রী ও সরস্বতী নামে অভিহিতা। দেবী গায়ত্রীর নিম্নোক্ত ধ্যান প্রচলিত।—

ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥
ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্॥
ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং সামবেদ-সমাযুতাম্॥

ঝাড়গ্রামে ও পুষ্করতীর্থে সাবিত্রী মন্দির অবস্থিত। এই দুই মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। গায়ত্রী ত্রিনেত্রা এবং প্রাতে ব্রহ্মরূপ, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ ও সায়াহ্নে শিবরূপ ধারণ করেন। অতএব গায়ত্রী ও চণ্ডিকা স্বরূপতঃ অভিন্না। ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ রবিবার কোন ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন উপলক্ষে আমরা ধর্মচক্রে ঘটস্থাপনপূর্বক গায়ত্রী পূজা ও গায়ত্রী হোম করেছিলাম। গায়ত্রীদেবী আবির্ভূতা হয়ে ঘটোপরি পা দুটী ঝুলিয়ে বসে আমাদের ভক্তিপূত মহাপূজা লইলেন এবং হোমাগ্নিতে বহ্নিমূর্তি ধারণপূর্বক আহুতি লইলেন। তখন আমরা দেখিলাম, গায়ত্রী শুভ্রবর্ণা এবং তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাকার ও ললাটে তৃতীয় নয়ন শোভিত।

রাহু, কেতু, শনি ও মঙ্গলগ্রহের ইষ্টদেবী যথাক্রমে ছিন্নমস্তা, মহাকালী, দক্ষিণা-কালিকা ও বগলাদেবী। রবিগ্রহ কশ্যপতনয়, সোমগ্রহ ক্ষীরোদার্নব-সম্ভূত, মঙ্গল-গ্রহ ধরণী-গর্ভজাত, বুধগ্রহ সোমপুত্র, বৃহস্পতি সুরাচার্য্য, শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু, শনিগ্রহ সূর্য্যপত্নি ছায়া দেবীর গর্ভোৎপন্ন ও রাহুগ্রহ সিংহিকা সুত। রাহুমাতা সিংহীকার উপাখ্যান বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'বাস্তুযাগতত্ত্ব' গ্রন্থে এই কাহিনী দৃষ্ট হয়। সিংহিকা কশ্যপমুনির পত্নী ও রাহুগ্রহের মাতা। সিংহিকার দুই পুত্র হয়। একটির নাম রাহু, অন্যটির নাম বাস্তু। বিষ্ণু রাহুর মস্তক ছেদন করেন এবং দেবগণ বাস্তুকে হনন করেন। 'বাস্তুযাগতত্ত্ব' গ্রন্থে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

কশ্যপস্য গৃহিণী তু সিংহিকা রাহু-বাস্তু তনয়াবজীজনৎ।
পূর্বজো হরিনিকৃত্ত কন্ধরো দৈবতৈরবরজো নিপাতিতঃ॥

বিগত ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত অষ্টবর্ষ যাবৎ অধাকায় রাহুগ্রহ ব্যাঘ্রবৎ মুখব্যাদানপূর্বক আমার সম্মুখে আসেন ও আমাকে বিপর্যস্ত করেন। রাহুমন্ত্র বা ছিন্নমস্তা মন্ত্র জপ করিলে তিনি প্রসন্ন, প্রশান্ত হন।

অগ্নিপুরাণে (প্রজাপতি নামক সর্গাধ্যায়ে) এই শ্লোকদ্বয় পাওয়া যায়।

সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেশ্চতুর্দশঃ।
শম্বঃ শম্বলগাত্রশ্চ ব্যজশাম্বস্তথৈব চ॥
রাহুর্জ্যেষ্ঠশ্চ তেষাং বৈ চন্দ্রসূর্য্যপ্রমর্দনঃ।
ইত্যেতে সিংহিকাপুত্রা দেবৈরপি দুরাসদাঃ॥

অতএব অগ্নিপুরাণ অনুসারে সিংহিকার চৌদ্দপুত্র হয় এবং তন্মধ্যে রাহু জ্যেষ্ঠপুত্র।

উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে সিংহিকার এই কাহিনী পাওয়া যায়। সিংহিকা নামে এক কাম রূপিণী রাক্ষসী ছিল। সে আকাশগামী হনুমানকে দেখে ভক্ষণেচ্ছায় তাঁকে ছায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিল। সহসা গতিরোধ হওয়ায় হনুমান চারিদিকে চাইতে লাগলেন এবং অবশেষে দেখলেন, লবণাম্বুধি থেকে এক বিকটাননা রাক্ষসী উঠছে। হনুমান বুঝলেন, এই সেই ছায়াগ্রাসী রাক্ষসী, যার কথা সুগ্রীব তাঁকে বলেছিলেন। ইহাতে হনুমান বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্ধিত হলেন, সিংহিকাও আকাশপাতালব্যাপী মুখবিস্তার করল। তখন হনুমান অতিক্ষুদ্রকায় হয়ে সিংহিকার শরীরে প্রবেশ করলেন এবং তীক্ষ্ণ নখাঘাতে মর্মস্থান ছিন্ন করে তাকে বধ করে পরক্ষণে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ইহাতে আকাশচারী সিদ্ধচারণাদি প্রসন্ন হয়ে বললেন, "বানরেন্দ্র, তুমি ভীমকর্ম করেছ, তোমার হস্তে এই মহাবলা সিংহিকা নিহতা হয়েছে। এখন নির্বিঘ্নে অভীষ্ট সাধন কর।" আমার জীবনে কতগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এটুকু বলতে পারি যে, সিংহিকা নিকটে আসিলে রাহু দূরে সরিয়া যায়। প্রায়ই রাহুকে আমার কাছে দেখিতে পাইতাম।

সমাপ্ত

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ রচিত গ্রন্থমালা